

সৌরপুরাণম্।

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসমেত।

ভট্টপন্নী-নিবাসি-পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-
সম্পাদিতঃ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, “বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেশিন-প্রেস”

ত্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য ২/- দুই টাকা।

বিজ্ঞাপন ।

সৌরপুরাণ ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত উপপুরাণ । শ্লোকসংখ্যা ছয় হাজার । এই উপপুরাণ—দুই প্রকার, মতান্তরে দুই ভাগে বিভক্ত । আমাদের সংগৃহীত এই সৌরপুরাণ ভগ্নাংশে অন্ততর । ইহা সম্পূর্ণ, অথ কোন অংশের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই । শিবমাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সৌরপুরাণ একখানি প্রধান-তম গ্রন্থ । আমাদের দেশে এই গ্রন্থ দুর্লভ । দেশান্তর হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । আদর্শ-পুস্তক সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ নহে, তবে মূলে সে সকল পাঠের অন্তথা না করিয়া অনুবাদস্থলে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য টীকাকারে সন্নিবেশিত করিয়াছি । এই পুরাণের ৪৫শ অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে ৫৩শ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যন্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যার্নব অনুবাদ করিয়াছেন, তৎপরে ৬৩ম অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করিয়াছেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ কাব্যভীর্ষ । আর সকল অংশের অনুবাদই মৎকৃত । অনুবাদক এবং দূত উভয়েই সমান । পরকীয় অভিপ্রায় প্রকাশই উভয়ের কার্য্য, সেই কার্য্য যথায়থ সম্পন্ন করিতে পারিলেই কর্তব্য পালন হইল ; তাহা কতদূর হইয়াছে, পাঠকগণ বিচার করিবেন ।

ইতি

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্মা

সম্পাদক ।

ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা ।

প্রকাশকের নিবেদন ।

বিগত ১৩০৩ সালে এই সৌরপুরাণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ।
তাহা নিঃশেষিত হওয়ায়, এক্ষণে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।
ইতি ।

বঙ্গবাসী কার্যালয় ।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল ।

}

প্রকাশক ।

সূচিপত্র ।



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ । নৈমিষারণ্য-প্রশংসা	১	২৫ অঃ । অন্ধনারায়ণ মহাদেব হইতে	
২ অঃ । শিব-মাহাত্ম্য বর্ণন	৪	গৌরীর পৃথক শরীর সৃষ্টি কথন	৭৯
৩ অঃ । সূর্য্যের উপাখ্যান	৯	২৬ অঃ । মরীচ্যাদি সৃষ্টি-কথন প্রস্তাবে	
৪ অঃ । বারাগসৌ-মাহাত্ম্য ও কলিমুগ		দক্ষেপ কস্তা-সন্ততি কথন	৮১
বর্ণন	১২	২৭ অঃ । উত্তানপাদসন্ততি কথন	৮৪
৫ অঃ । ব্যাসের প্রতি শঙ্করের		২৮ অঃ । সুরাসুর সৃষ্টি কথন	৮৬
বরদান	১৭	২৯ অঃ । হিরণ্যাক্ষ বধ	৮৯
৬ অঃ । বারাগসৌ-স্থিত বিবিধ লিঙ্গ-		৩০ অঃ । প্রহ্লাদের রাজ্যাধিরোহণ হইতে	
মাহাত্ম্য বর্ণন	১৬	ইক্ষাকুবংশ পর্য্যন্ত বর্ণন	৯৪
৭ অঃ । দক্ষেপ-মাহাত্ম্যাদি কথন	১৯	৩১ অঃ । পুরুবংশ ও যজুবংশ কথন	৯৯
৮ অঃ । ত্রিলোচনমাহাত্ম্যাদি কথন	২৩	৩২ অঃ । শিবি নামক ইন্দ্রচরিত	
৯ অঃ । ব্রহ্মাদি পুরাণলক্ষণ ও		বর্ণন	১০৩
তদানকল কথন	২৫	৩৩ অঃ । নিত্য নৈমিত্তিকাদি প্রলয়	
১০ অঃ । দানাই বিপ্র কথন	২৮	কথন	১০৭
১১ অঃ । শিবভক্ত-মহিমাди বর্ণন	৩২	৩৪ অঃ । তারক বিদ্যামালী প্রভৃতির	
১২ অঃ । যোগের অষ্টবিধ সাধন—যম		তপঃ কথন	১১০
নিয়ম-প্রাণায়ামাদি কৌতুক	৩৫	৩৫ অঃ । শিবকর্তৃক ত্রিপুরদাহ	১১৫
১৩ অঃ । আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় নিবা-		৩৬ অঃ । উপমহু-উপাখ্যান	১১৯
রণোপায় প্রসঙ্গে সাংখ্যিক-রাজন		৩৭ অঃ । জালন্ধর বধ-বৃত্তান্ত	১২২
বিদ্যাদি কথন	৪০	৩৮ অঃ । শিবমহিমা	১২৪
১৪ অঃ । কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত কথন	৪৩	৩৯ অঃ । কলিপ্রবেশাদি কথন	১৩১
১৫ অঃ । শ্রবণদ্বাদশী ব্রত কথন	৪৬	৪০ অঃ । শিব ও বিষ্ণুর তুল্যত্বে	
১৬ অঃ । অনঙ্গত্রয়োদশী ব্রত কথন	৪৯	হেতু	১৩৭
১৭ অঃ । বর্ণাশ্রমাচার বিধি	৫২	৪১ অঃ । বিষ্ণুর সূদর্শন চক্র প্রাপ্তি	১৪২
১৮ অঃ । দ্বিজধর্ম্য কথন	৫৬	৪২ অঃ । শিবপূজা বিধি	১৫২
১৯ অঃ । ব্রাহ্মবিধি	৬১	৪৩ অঃ । উমা-মহেশ্বর ও দুর্গাগণপতি	
২০ অঃ । বানপ্রস্থাদি ধর্ম্য কথন	৬৩	ব্রত কথন	১৫৫
২১ অঃ । প্রাকৃত সৃষ্টি কথন	৬৫	৪৪ অঃ । শিবালয় নির্মাণ কল	১৫৯
২২ অঃ । বরাহকর্ম্মীয় প্রাকৃতাদি সৃষ্টি		৪৫ অঃ । ক্রতু-পাপপত ব্রত কথন	১৬৩
কথন	৬৭	৪৬ অঃ । শিব-মাহাত্ম্য কথন	১৬৮
২৩ অঃ । হরোৎপত্তি বিবরণ	৭১	৪৭ অঃ । অকল্মষী-সাবিত্রী সংবাদ	১৭৪
২৪ অঃ । বিষ্ণুর প্রতি হরের বরদান	৭৪	৪৮ অঃ । সূদেবী-উপাখ্যান	১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা	১৭৭৪
৪৯ অঃ। রক্তাশুর বধ	১৮৫	৬১ অঃ। দেবগণের পাবকভক্তি
৫০ অঃ। পার্শ্বতীর প্রভাব বর্ণন	১৯৫	৬২ অঃ। কার্তিকেয়ের বিনাশ জন্ত
৫১ অঃ। তিথিনির্ণয়াদি কথন	২০২	দ্বিজগণকর্তৃক ইন্দ্রকে উৎসাহিত করণ
৫২ অঃ। প্রায়শ্চিত্ত বিধি	২০৫	৬৩ অঃ। কার্তিকেয়ের দেবসেনা-
৫৩ অঃ। মদন দাহ	২১০	পতিত গ্রহণ
৫৪ অঃ। মদনের প্রতি মহাদেবের		৬৪ অঃ। ব্রহ্মাকর্তৃক নারদের প্রতি
বরদান	২১৫	ভক্তিয়োগ কথন
৫৫ অঃ। মাহেশ্বর জ্ঞান কথন	২১৭	৬৫ অঃ। শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রভাবাদি
৫৬ অঃ। শিবের বিবাহমণ্ডপ বর্ণন	২১৯	কথন
৫৭ অঃ। কালাগ্নির আনয়ন কথন	২২২	৬৬ অঃ। শিবপূজা-মাহাত্ম্যাদি বর্ণন
৫৮ অঃ। শিববিবাহ	২২৭	৬৭ অঃ। মহাকালাদি মাহাত্ম্য কথন
৫৯ অঃ। দেবীর প্রতি মহাদেবের		৬৮ অঃ। তিথি-কৃত্য ব্যবস্থা
শূন্যমার্গে ভূষণ প্রদান ও কৌড়োদ্যান		৬৯ অঃ। শিবতীর্থ বর্ণন প্রসঙ্গে মুনি-
দর্শন	২৩০	পত্নীমোহন ও পুরাণশ্রবণের ফল-
৬০ অঃ। বিবাহান্তে শত্ৰুর ক্রোধ	২৩৫	শ্রুতি

সূচিপত্র সমাপ্ত

সৌরপুরাণম্

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সবস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যন্তাজয়া জগৎসৃষ্টা বিরিকিঃ পালকো হরিঃ ।
সংহর্তা কালকঙ্কাত্থো নমস্তস্মৈ পিনাকিনে ॥ ১
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
মুনীনামাশ্রয়ো নিত্যং নৈমিষারণামুত্তমম্ ॥ ২
শৌনকাদ্যা মহাত্মানঃ শিবভক্তা মহোজসঃ ।
দীর্ঘসত্ত্বং প্রকুর্ষ্বন্তস্ত্রেণানস্তু তুষ্টয়ে ॥ ৩
তস্মিন্ সত্ত্বে মহাভাগো মুনীনাং ভাগ্যগৌরবাৎ
আজগাম মুনীন জষ্টুং সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং
সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, জয়কীর্তন অর্থাৎ
পুরাণাদি পাঠ করিতে হয় । বাঁহা অজ্ঞা
ক্রমে ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি-র্তা, বিষ্ণু
পালনকর্তা এবং কালরুদ্র সংহারকর্তা;
সেই পিনাকপাণিকে নমস্কার । তীর্থ-
সমূহের মধ্যে উত্তম তীর্থ, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে
উত্তম ক্ষেত্র এবং মুনীগণের নিত্য আশ্রয়-
স্থল, উত্তম ভূমি নৈমিষারণ্যে মহাত্মা মহা-
ভক্তাঃ শৌনকাদি শিবভক্ত মুনীগণ, শিব-
ঈতি-উদ্দেশ্যে দীর্ঘসত্ত্বে ব্যাপৃত আছেন,
এমন সময়ে মুনীগণের বিশেষ ভাগ্যকলে,
পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহাভাগ সূত, মুনীগণ-দর্শনা-
ভিত্তিতে সেই দীর্ঘসত্ত্বে আগমন করিলেন ।

তং দৃষ্ট্বা তে মহাত্মনো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।

প্রহৃষ্টাঃ প্রষ্টুমদ্যুক্তাঃ পপ্রচ্ছুঃ সৌমহর্ষণম্ ॥ ৫

ঋষয় উচুঃ ।

কথং ভগবতা পূজ্যমাদিত্যোনাশ্বরূপিণা ।

পুরাণং কথিতং সৌরং তন্নো বক্তুং মহর্ষি ॥ ৬

কুরুঋষ্যপাশনাৎ সাক্ষাৎ পূর্বং তি নিদিতং ত্বয়া

হস্তো নাস্তি পাত্রা বক্তা পুরাণানাং মহাতপঃ

সত্যন্তো বহবঃ শিষ্যা আপি তত্ত মহাত্মনঃ ।

তথাপি শিষ্যবাৎসল্যাৎ ত্বং পুরাণেষু যোজিতঃ

যাত্তত্ত্ব নি পুরাণানি ত্রয়োক্তানি মহামতে ।

পূর্ব হইতেই প্রশ্ন করিবার জন্ত উদ্যোগী
সেই নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মারা সূত রোম-
হর্ষণকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহার
নিকট 'জ্ঞাপনা করিলেন, -- আশ্বরূপী ভগ-
বান আদিত্য যে সৌরপুরাণ কীর্তন করিয়া-
ছেন তাহা কিপ্রকার ? আমাদিগকে বলিতে
আজ্ঞা হয় । হে মহাতপঃ! আপনি এ
দমস্ত বিষয় কুরুঋষ্যপাশনের নিকট পূর্বেই
বিদিত আছেন । আপনাকে হইতে যে
পুরাণবক্তা আর নাই । মহাত্মা কুরুঋষ্য-
পাশনের অন্ত অনেক শিষ্য আছেন বটে ; কিন্তু
বাৎসল্য বিশেষ-প্রযুক্ত আপনাকে পুরাণ-
শাস্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছেন । ১—৮ । হে মহা-
মতে ! অস্ত্র যে সকল পুরাণ আপনি পূর্বে

অনং তৈঃ পার্শ্বভীকাস্তভক্তৌ ভক্তিযুতদ্বিদম্
ন যজ্ঞৈর্ন তপোভির্বা ন দানৈর্ন ব্রতৈস্তথা ।
শিবভক্তিযুতে যস্মান্মুক্তির্নাস্তীতি শুক্রম্ ॥ ১০
দেবোহয়ং ভগবান্ ভাস্করস্বর্ধামী সনাতনঃ ।
যো ক্রতে সর্ববস্তুনাং তত্ত্বং জ্ঞাতৈব নাস্তথা ॥
অতঃ শ্রদ্ধা হি মহতী শ্রোতুং ত্বদদনায়ুতম্ ।
অস্মাকং বর্ততে সূত রোমহর্ষণ সূত্রত ॥ ১২
সূত উবাচ ।

নত্বা সূর্য্যং পরং ধাম ঋগুযজুঃসামরূপিণম্ ।
ত্রিসত্যং ত্রিজগদ্যোনিং ত্রিমার্গক ত্রিভুগম্ ॥
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি সৌরং শিবকথাশ্রয়ম্ ।
বহুভাষা মনুজঃ শীঘ্রং পাপকঙ্কমুৎসৃজেৎ ॥ ১৪
শ্লোকদ্বয়ং পঠেদ্যন্ত শ্লোকমেকমথাপি বা ।

কীর্তন করিয়াছেন, তাহাতে প্রয়োজন নাই
(তিনি যাচ্ছি); এই সৌরপুরাণ শিবভক্তি-
পূর্ণ, (ইহাই আমাদের শ্রোতব্য), কেননা,
শিবভক্তি ব্যতীত যজ্ঞ, তপস্যা দান এবং
ব্রত কোনপ্রকারেই মুক্তি হয় না। ইহা
শ্রবণ করিয়াছি। এই সনাতন অস্ত্র-
ধামী ভগবান্ সূর্য্যদেবের অজ্ঞাত-তত্ত্ব
কীর্তন করিতে হয় না, সর্ব বস্তুর তত্ত্ব অব-
গত হইয়াই তিনি বলিয়া থাকেন। হে
সুত্রত সূত রোমহর্ষণ! এই জন্তই আপ-
নার সেই বচনায়ুত অবশ্যে বড়ই শ্রদ্ধা জন্মি-
য়াছে। সূত বলিলেন,—আমি ঋকু-যজুঃ-সাম-
রূপী, ত্রিসত্য * ত্রিজগৎকারণ, ত্রিমার্গ †
ত্রিভুগ ‡ পরম তেজঃস্বরূপ সূর্য্যকে প্রণাম
করিয়া শিবকথাস্থিত সৌরপুরাণ বালিতেছি,
ইহা শ্রবণমাত্রে মানব পাপকঙ্ক উন্মোচনে
সমর্থ হয়। পাঁচটি ব্যক্তি ও যদ শ্রদ্ধাসহকারে
এই পুরাণের শ্লোকদ্বয় বা একটি শ্লোক পাঠ

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে সত্যস্বরূপ ।

† কুঃ ভুবঃ এবং স্বঃ এই লোকত্রয়ের
পথে সঞ্চরণকারী অথবা মার্গত্রয়সেব্য ।

‡ আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাভূত এবং শিবভক্তে
অধিষ্ঠিত ।

শ্রদ্ধাবান্ পাপকর্ম্মাপি ন গচ্ছেৎ সবিতুঃ পদম্
পৌরাণীং বৃষ্টিমাশ্রিত্য যে জীবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।
তন্মণ্ডলং বিনির্ভিচ্ছ তৎসায়ুজ্যং ব্রজন্তি তে ॥
বক্তা যত্র রবিঃ সাক্ষাচ্ছোভা যন্ত সূতো মনুঃ
মাহাত্ম্যং কথ্যতে শস্তোর্নাস্ত্যস্মাদধিকং দ্বিজাঃ
ইদং পুরাণং বক্তব্যং ধার্ম্মিকায়ানস্ববে ।
দ্বিজায় শ্রদ্ধাধানায় শিবৈকার্ণিতবুদ্ধয়ে ॥ ১৮
আসীন্নমুঃ সূর্য্যাসূতো বর্ততে যো মহাতপাঃ ।
ন কদাচিন্নহাভাগঃ কামিকাখ্যং বনং যযৌ ॥ ১৯
প্রতর্দনস্ত নৃপতের্যজ্ঞে বিপুলদক্ষিণে ।
তত্ত্বং বিচারয়ামাসুর্মিথো যত্র মহর্ষয়ঃ ॥ ২০
অশক্তান্তে মহাভাগা ভৃগাদ্যাস্তস্ব নর্ণয়ে ॥ ২১
এবং স্থিতেষু বিশেষু মায়ায়া মোহতাস্তসু ।
সংশয়াবিষ্টচিত্তেষু বাগভূদশরীরিণী ॥ ২২
তপঃ কুরুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাস্তপো জ্ঞাননিবর্হণম্ ।

করে, তবে সে সূর্য্যালোকে গমন করিয়া
থাকে। যে সকল দ্বিজাতি এতৎপুরাণবৃষ্টি
আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা
সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্য্য-সায়ুজ্য লাভ
করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যে পুরা-
ণের বক্তা সাক্ষাৎ সূর্য্য, শ্রোতা তাঁহার পুত্র
(বৈবস্বত) মনু এবং শিবমাহাত্ম্য বাহাতে
বর্ণিত; সেই এই সৌরপুরাণ হইতে উৎকৃষ্ট
আর কিছুই নাই এই পুরাণ, ধার্ম্মিক, অস্বা-
বজ্জিত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শিবৈকতৎপর দ্বিজের
নিকট বক্তব্য ১৯—১৮। সূর্য্যের পুত্র (বৈব-
স্বত নামে বিখ্যাত) এক মনু ছিলেন, বর্ত-
মান সময় সেই মহাতপারই অধিকারভুক্ত
মহাভাগ মনু কোন সময়ে কামিকারণ্যে গমন
করেন। তথায় রাজা প্রতর্দনের প্রচুর-
দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞে মহর্ষিগণ পরস্পরে তত্ত্ব-
বিচার করিতেছিলেন। কিন্তু ভৃগু প্রভৃতি
সেই মহাভাগগণ তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন
না। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ মায়ামোহিত ও
সংশয়াকুল অবস্থায় থাকিলে, দৈববাণী
হইল, “হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! তপস্যা কর;

তপসা প্রাপ্যতে সৰ্বমিতি তে শুকবুর্গিরম্ ॥২৩
 ক্রত্বা তু মুনয়ঃ সৰ্বৈ ভূত্বাতা দক্ষকিৰিষাঃ ।
 মনুঃ পুরস্কৃত্য যযুঃ ক্ষেত্রং বৈ দ্বাদশাঙ্গনঃ ।
 বিক্রতং দ্বাদশাদিত্যমিতি লোকেষু তাদৃজাঃ ॥
 যত্র সন্নিহিতো নিত্যং ভানুস্তদশপুজিতঃ ।
 তেপুস্তত্র তপো ঘোরং তদ্বদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৪
 গতে বর্ষসহস্রে তু সূর্য্যঃ প্রত্যক্ষতামগাৎ ।
 কিমর্থং তপ্যতে বৎস সৰ্বৈশ্চৈতৈর্মহর্ষিভিঃ ।
 তুষ্ঠোহহং তব দাস্তামি যৎ তে মনসি বর্ততে
 এতে চ মুনয়ঃ সৰ্বৈ তপসা দক্ষকিৰিষাঃ ।
 পশুন্ত মাং পরং দেবং বিশ্বাস্তর্যামিণং বিভূম্ ॥
 সূত উবাচ ।

ইতি দৃষ্ট্বা রবিং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং পুরতঃ স্থিতম্
 মেনে কৃতার্থমাত্মানং মনুর্বৈবস্তুতস্তদা ॥ ২৮
 আশ্রমস্থানমাধায় সৰ্বভাবেণ সংযমৌ ।
 ভূতিং চকার স মনুর্মুনিভিঃ সহ সূত্রতঃ ॥ ২৯

তপস্বাই জ্ঞানের সম্পাদক, তপস্বা হইতেই
 সকল বস্তু লাভ করা যায়।” এই দৈববাণী
 তাঁহার শ্রবণ করিলেন। তখন সেই ভৃগু
 প্রভৃতি নিষ্পাপ মুনিগণ মনুকে অগ্রে করিয়া
 আদিত্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। হে বিজ-
 গণ! সেই ক্ষেত্র দ্বাদশাদিত্য নামে জগতে
 খ্যাত। তথায় দেবপুজিত সূর্য্য সতত
 সন্নিহিত। মুনিগণ তদ্বদর্শনাভিলাষী হইয়া
 ঘোরতর তপস্বা করিতে লাগিলেন। সহস্র
 বৎসর গতে সূর্য্য মনুর প্রত্যক্ষীভূত হই-
 লেন। (এবং তিনি পুত্র মনুকে বলিলেন,) এই
 সকল মহর্ষিগণ কেন তপস্বা করিতে-
 ছেন? আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হই-
 য়াছি, যাহা তোমার অভিলষিত, তাহা
 প্রদান করিব। তপোনির্দগ্ধকণ্ঠ্য এই সকল
 মুনিগণ আমাকে বিশ্বাস্তর্যামী বিভূ পরমদেব-
 রূপে অবলোকন করুন। সূত কহিলেন,—
 প্রত্যক্ষতঃ সন্মুখে অবস্থিত সাক্ষাৎ সূর্য্যকে
 এইরূপে দেখিয়া বৈবস্তুত মনু আপনাকে
 কৃতার্থ বোধ করিলেন। সূত্রত মনু, মুনি-
 গণের সহিত আশ্রমঃসমাধানপূর্ব্বক সৰ্ব-

মনুক্রবাচ ।

নমো নমো বরেণ্যায় বরদায়াংমালিনে ।
 জ্যোতির্শ্চ নমস্তাত্মনস্তায়াজিতায় তে ॥ ৩০
 ত্রিলোকচক্ষুষে তুভ্যং ত্রিগুণায়ামৃতায় চ ।
 নমো ধর্ম্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥ ৩১
 নরনারীশরীরায় নমো মীঢ় ঈমায় তে ।
 প্রজ্ঞানাধাখিলেশায় সপ্তাখ্যে ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৩২
 নমো ব্যাহতিরূপায় ত্রিলক্ষ্যায়োগামিনে ।
 হর্ষাখ্যে নমস্তাত্ম্যং নমো হরিতবাহবে ॥ ৩৩
 একলক্ষবিলক্ষ্যে বহুলক্ষ্যে দণ্ডিনে ।
 একসংহস্রসংহস্রায় বহুসংহস্রায় তে নমঃ ।
 শক্তিপ্রদায় শুক্রায় রবয়ে পরমেষ্ঠিনে ॥ ৩৪
 ত্বং শিবস্ত্বং হারিদেব ত্বং ব্রহ্মা ত্বং দিবস্পতিঃ ।
 ত্বমোক্তারো বযট্কারঃ স্বধা যাহা ত্বমেব হি ॥ ৩৫

ভাবে সংযত হইয়া সূর্য্যের স্তব করিতে
 লাগিলেন ;—হে জ্যোতির্শ্চ! আপনি
 বরেণ্য, বরদ, অংমালী, আপনাকে বার-
 বার নমস্কার। আপনি অনন্ত, অজিত,
 আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিলোকচক্ষু,
 ত্রিগুণ, অমৃত, ধর্ম্ম, হংস এবং জগজ্জনক,
 আপনাকে নমস্কার। আপনি নরনারীকপী,
 বর্ষকশ্রেষ্ঠ, সপ্তাখ্য, ত্রিমূর্ত্তি, প্রজ্ঞানরূপ
 এবং অখিলেশ্বর, আপনাকে নমস্কার।
 আপনি ব্যাহতিরূপ, ত্রিলক্ষ্য, আয়োগামী
 আপনাকে নমস্কার। আপনি হর্ষাখ্য,
 আপনাকে নমস্কার; এবং আপনি
 হরিতবাহু, আপনাকে নমস্কার। আপনি
 একলক্ষ যোজন হইতেও বিশেষরূপে লক্ষ্য*
 এবং বহু ব্যক্তির লক্ষ্য; আপনি দণ্ডধারী,
 একসংহ্র, দ্বিসংহ্র এবং বহুসংহ্র; আপনি
 ত্রিশক্তিশম্পন্ন, শুক্র, রবি এবং পরমেষ্ঠী;
 আপনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; আপনি দিব-
 স্পতি, ওক্তার, বযট্কার, স্বধা এবং যাহা।

* “একলক্ষবিলক্ষ্যে বহুলক্ষ্যে” এই-
 রূপ পাঠ সন্দর্ভভুক্ত।

ত্বামুতে পরমাত্মানং ন তৎ পশ্যামি দৈবতম্ ।
এবং স্তব্ধ মনুঃ প্রাপ্ত ভগবন্তঃ ত্রয়োময়ম্ ।
মুনিভিঃ সহ ধৰ্ম্মাত্মা সমাগমর্শনকাঙ্ক্ষাভিঃ ॥৩৭
মমুক্রবাচ ।

কিং তচ্ছ্রেয়স্করং তব বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
কস্মাদ্বিশ্বমিদং জাতং কস্মিন্ বা লয়মেষ্যতি ॥
কস্মত্রাস্মাদযো দেবা বশে তিষ্ঠন্তি সৰ্বদা ।
তদেকমথবানেকমুভয়ং বা বদ প্রভো ॥ ৩৯
কেন বা জায়তে সমাগমমথ ইতীতিবৎ ।
জ্ঞাতে তস্মিন্শ্চ কিংকণং তস্মৈ জ্ঞানং কিমাত্মকম্
চরিতং তস্মৈ কিং ভাত কিং তীঃ তদধিষ্ঠিতম্
কেমামনুগ্রহস্তস্মৈ তীর্থৈ নিবসতাং প্রভো ॥৪১
লক্ষণক পুরাণানাং ত্রতানাঞ্চ ক্রমো যথা ।
বর্ণনামাশ্রমাণাঞ্চ বর্ণাচারবিধিঃ কথম্ ॥ ৪২
শ্রাদ্ধং কথং বা ক্রিয়তে প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ কথম্ ।
এতৎ সৰ্ব্বং হি ভগবন্ পৃষ্টং বক্তুমিচ্ছামি ॥৪৩

পরমাত্মস্বরূপী আপন। ব্যতীত আর দেবতা
দেখিতে পাই না ॥৩৯—৩৭। ধৰ্ম্মাত্মা মনু ত্রয়ো-
ময় ভগবান সূর্য্যকে এইপ্রকার স্তব করিয়া
তত্ত্বদর্শনাভিলাষী মুনিগণের সহিত জিজ্ঞাসা
করিলেন,—বেদান্তে কোন শ্রেয়স্কর তত্ত্ব প্রতি-
ষ্ঠিত আছে? এই বিশ্ব কোথা হইতে উৎ-
পন্ন এবং কোথায় বা লয় পাইবে? ত্রাসাদি
দেবগণ সৰ্বদা কাহার বশবত্তী? সেই
বস্তু এক বা অনেক, অথবা এক অনেক
? হে প্রভো! ইহা আপনি
বলুন। ‘এই অশ্ব’ এইরূপ প্রত্যক্ষীতাবের
স্তায় তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় কিরূপে?
তাঁহাকে জানিতে পারিলে কিরূপ অবস্থা হয়?
এবং তাঁহার জ্ঞানের স্বরূপই বা কি? হে
ভাত! তিনি কীদৃশ চরিতাম্পন্ন? তাঁহার
অধিষ্ঠিত কোন তীর্থ? হে প্রভো! তদীয়
তীর্থবাসী কাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ
হয়? পুরাণলক্ষণ, ব্রতক্রম এবং বর্ণাশ্রমা-
চার কিরূপ? শ্রাদ্ধ কিরূপে করা যায়?
প্রায়শ্চিত্তবিধি কি প্রকার? হে ভগবন্!
একণে এই সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর

এবং মনোবচঃ শ্রুত্ব ভগবান ভাস্করো বিজ্ঞাঃ ।
যৎ পৃষ্টং তদশেষেণ বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৫
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো নৃত-
শৌনকসংবাদে নৈমিষারণ্যপ্রশংসাদি-
কথনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভামুক্রবাচ ।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি তব্ধং বহু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
পুরাণেহস্মিন্ মহাভাগ সৰ্ব্বেবেদার্থসংগ্রহে ॥ ১
তৎ তব্ধং বহুগবতো রূপমৌশস্ত শূলিনঃ ।
বিধং তেনাখিলং ব্যাপ্তং নাত্তেনেত্যত্রবৌদ্ধুতিঃ
স এবাত্মা সমস্তানাং ভূতানাং মমুজাধিপ
চৈতন্তরূপো ভগবান্ মহাদেবঃ সহোমরা ॥ ৩
একোহপি বহুধা ভাতি লীলয়া কেবলঃ শিবঃ
ত্রাসাদিবিদ্যাদিরূপেণ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥৪

করুন। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ ভাস্কর,
মমুর এই প্রকার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসিত
বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে উত্তর করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥ ৩৭—৪৫ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ভামু বলিলেন,—হে মহাভাগ পুত্র! শ্রবণ
কর। সৰ্ব্বেবেদার্থ-সংগ্রহাশ্রয় এই পুরাণে তব্ধ
কথা অবধারিত আছে, ইহা শ্রবণ কর।
ভগবান্ শূলপাণি ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ, তাহাই
তব্ধ; সমগ্র বিশ্ব ত্রাসাও তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত,
বিশ্বব্যাপক আর কিছুই নাই, অতীতে ইহা
কথিত হইয়াছে। হে মমুজাধিপ! তিনিই
সমস্ত প্রাণীর আত্মা। উমা সহিত ভগবান্
মহাদেব চৈতন্তরূপী। দেবদেব মহেশ্বর
অদ্বিতীয় শিব, একমাত্র হইয়াও লীলাবশে
ত্রাসা বিষ্ণু ইত্যাদি নানারূপে বিরাজ

পৃষ্ঠো ব্রহ্মাদিত্তির্দেবৈঃ কথং দেবেতি শঙ্করঃ ।
অত্রবীদহম্যেবৈকো নাত্তঃ কশ্চিদিত্তি ক্রতিঃ ॥৫
আত্মত্বং শাস্ত্রাদেবান্নীলাবিগ্রহরূপিণঃ ।
আদিসর্গে সমুদ্ভূতো ব্রহ্মবিষ্ণু সুর্যোক্তমো ॥ ৬
তমেকং পরমাত্মানমানি ত্তারমীশ্বরম্ ।
প্রাহর্বহবিধং তজ্জজ্ঞা ইন্দ্রং মিত্র ইতি ক্রতিঃ ॥৭
ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিন্নীয়ানপি কশ্চন ।
ভেনেদমধিলং পূর্ণং শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৮
মুমুক্শুভিঃ সদা ধ্যেয়ঃ শিব একো নিরঞ্জনঃ ।
সর্বমন্তঃ পরিত্যজ্য মুক্ত এব বিমুচ্যতে ॥ ৯
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রায়শে কারণং পরম্ ।
শিবভক্তিঃ সদা সত্যং নাত্তঃ কিক্রম ভূতলে ॥
ত্রিলোক্যাং সুখকামো যন্তেন পূজ্যঃ সদা শিবঃ
শিবভক্তিযুক্তে সৌখ্যং কুতঃ স্ত্রাং সর্বদেহি-
নাম্ ॥ ১১

শিবভক্ত্যা ধনং বিদ্যা যশঃ শত্রুক্য়স্তথা ।

করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবকে “হে দেব! আপনি কে?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একমাত্র আমিই বর্তমান, আর কেহ নাই, ইহাই বেদবাক্য। আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতে উদ্ভূত হন। সেই আদিকর্তা পরমাত্মা অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই তববেত্তৃগণ বহুবিধরূপে নির্দেশ করেন। ‘ইন্দ্রং মিত্র’ ইত্যাদি বেদমন্ত্রেও সেই কথা প্রকাশিত আছে। তাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহ নাই; তদপেক্ষা অণুতমও কেহ নাই। সেই পরমাত্মা শঙ্করই এই অধিল-ব্রহ্মাও পূর্ণ করিয়া আছেন। মুমুক্শু ব্যক্তিগণ আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই একমাত্র নিরঞ্জন শিবকেই সতত ধ্যান করিবে। তাহাতেই জীবমুক্ত হইয়া নিরঞ্জনমুক্তি লাভ করিবে। সর্বদা শিবভক্তিই জগতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের পরমকারণ, আর কিছু নহে; ইহা নিশ্চিত। ত্রৈলোক্যে সুখ-কামনা যাহার আছে, সে ব্যক্তি সদা শিব-পূজা করিবে। শিবভক্তি ব্যতীত জীবের

প্রাপ্যতে বিজয়ঃ সর্বঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১২
রোগক্য়স্তথারোগাং যদ্যচ্ছ মনসেচ্ছতি ।
জনন্তঃ সর্বম প্রে ত বেদন্ত বচনং যথা ॥ ১৩ ॥
যদা ললাটে ধাত্বা হি লিখিতং সৌখ্যমুত্তমম্ ।
শিবভক্তৌ তদা বুদ্ধির্জায়তে নাত্তথা ক্রবম্ ॥
ন তস্ম কশ্চ কার্য্যং বা বদ্ধমুক্তী মহেশিতুঃ ।
আনন্দরূপয়া গোষ্ঠ্যা ক্রৌড়তিস্ম মহেশ্বরঃ ॥১৫
অকরং পরমং ব্যোম শৈবং জ্যোতিরনাময়ম্
যন্তন্ন বেদ কিং বেদৈর্ব্রাহ্মণস্ত ভবিষ্যতি ॥১৬
নাত্তো বেদ্যঃ স্বয়ংজ্যোতী ক্রত্ব একো নির-
ঞ্জনঃ ।

তস্মিন জ্ঞাতেহখিলং জ্ঞাতমিত্যাহর্কোদবাদিনঃ
অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চাত্তে দিবৌকসঃ ।

সুখলাভ কোথা হইতে হইবে? ধন, বিদ্যা যশ, শত্রুক্য় এবং জয় সকলই শিবভক্তিবলে লাভ করা যায়, ইহা সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই! রোগক্য়, রোগাভাব এবং যাহাই মনের আকাঙ্ক্ষিত, তৎসমস্তই শিবভক্তিবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ বেদবাক্য আছে। বিধাতা ললাটে যখন সুখলাভ লিখিয়াছেন, তখনই লোকের শিবভক্তিতে বুদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, ইহা নিশ্চিত। ১—১৪। সেই মহেশ্বরের কর্তব্য বা অকর্তব্য নাই, * বদ্ধ বা মুক্তি নাই; তিনি আনন্দরূপা গৌরীর সহিত নিত্য নিত্য ক্রৌড়া করেন মাত্র। অবিকারী শৈবজ্যোতিঃ অব্যয়, সর্বোৎকৃষ্ট এবং আকাশবৎ। যে ব্রাহ্মণ তাহা অবগত নহে, বেদ সকল তাহার পক্ষে নিফল। স্বয়ংপ্রকাশ নিরঞ্জন একমাত্র ক্রত্বই জ্ঞেয়, আর কিছুই জ্ঞেয় নাই। বেদবাদিগণ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সর্বাবশয়ে জ্ঞান হয়। আমি (স্বর্ঘ্য), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং অস্ত্র দেবতারাও অদ্যাপি

* মূলে “ন তস্মাকশ্চ কার্য্যং বা” এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। আর যথার্থমূল-পাঠের অনুবাদ—“তাঁহার কর্তব্য কর্তব্য নাই, বদ্ধ নাই, মুক্তি নাই।”

অদ্যাপ্যাপটৈর্বিবিধৈঃ শস্তোদর্শনকাঙ্ক্ষিণাঃ
ন দারৈর্ন তপোভির্বা নাশমেধাদিভির্মথৈঃ ।
তজ্জ্যেবানন্তরা রাজন্ জায়তে ভগবাত্ত্বিঃ ।
যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।
ভর্গা বিশ্বস্ত ভরণা বিশ্বযোনে ক্রমাপতেঃ ॥ ২০ ॥
তস্তা জ্ঞানময়ী শক্তিরব্যয়া গিরিজা শিবা ।
তয়া সহ মহাদেবঃ সৃজ্যত্যাতি হস্তি চ ॥ ২১ ॥
আচকতে তয়োর্ভেদমজ্ঞা ন পরমার্থতঃ ।
অভেদঃ শিবয়োঃ সিদ্ধো বহির্দাহিকয়োরিব ॥
মায়্যা সা পরমা শক্তিরক্ষরা গিরিজাব্যয়া ।
মায়্যাবিশ্বাক্ষকো রুদ্রস্তজ্জাতা হৃদযতীভবেৎ ॥
স্বাত্ত্ববাহিতং দেবং বিশ্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ জাত্যাপটৈর্বিমুচ্যতে ॥
সকলং তস্তা ভাসৈব ভাতি নাস্তেন শঙ্করঃ ।

বিবিধ উপায়ে শিবদর্শনাভিলাষে কালযাপন করেন। দান, তপস্যা বা অশমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ শিবকে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু হে রাজন্! তদগতভক্তিক্রমেই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। যে বিশ্ব পালক, বিশ্বকারণ ভর্গ উমাপতিকে না পাইয়া বাক্য ও মন প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাঁহারই জ্ঞানময়ী অব্যয়া শক্তি গিরিস্তনন্দিনী শিবা। মহাদেব তাঁহারই সহযোগে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তদ্ব্যয়ের ভেদ কীর্তন করেন, বাস্তব ভেদ কিন্তু নাই। বহি ও দাহিকাশক্তির স্রায়, শিব-শিবায় অভেদ প্রসিদ্ধ। সেই অক্ষয়া অব্যয়া পরমা শক্তি গিরিজা মায়্যা, আর রুদ্র মায়্যা-বিশ্বাক্ষপী; ইহা অবগত হইলে মুক্তি লাভ হয়। হে রাজন্! স্বাত্ত্ববাহিত বিশ্বব্যাপী দেব ঈশ্বরকে পরম ভক্তিযোগে অবগত হইলে, বন্ধনমুক্ত হয়। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল উদীপ্ত, শিব-ভিন্ন * অন্ত কোন প্রত্যয়

* মূলে “নাস্তেন শঙ্করঃ” পাঠ আছে। কিন্তু সে পাঠ কষ্টকল্পনা করিয়া রাখিতে হয়, ‘নাস্তেন শঙ্করাৎ’ সঙ্গত পাঠ।

তস্মিন প্রকাশমানে হিনৈব ভাস্ত্যানলাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥
তস্মিন মহেশ্বরে গুঢ়ে বিদ্যাবিদ্যে কক্ষাক্ষরে
বিধাতরি জগন্নাথে বিশ্বং ভাতি ন বদন্ততঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মিন মহেশ্বরে বিশ্বমোতপ্রোতং ন সংশয়ঃ ।
তস্মিন জ্ঞাতেহখিলৈঃ পার্শ্বমুচ্যতে মনুজেশ্বর
ব্রহ্মবিদ্যাং দেবা মুনয়ো মনবস্তথা ।
সর্বৈ ক্রীড়নকাস্তস্ত দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ২৮ ॥
স এবৈকো ন চানেকো ন দ্বিরূপঃ কদাচন ।
তস্তাজ্জয়াখিলং বিশ্বং বর্ততে তন্নিস্ক্রিতম্ ॥ ২৯ ॥
আদিসর্গে মহাদেবো ব্রাহ্মণমসৃজৎ প্রভুঃ ।
দক্ষিণাঙ্গাধিক্রপাক্ষঃ সৃষ্ট্যর্থং লীলয়া কিল ॥ ৩০ ॥
তস্মৈ বেদান পুরাণানি দত্তবানগ্রজন্মনে ।
বাসুদেবং জগদ্যোনিং সর্বোদ্ভিক্তং সনাতনম্
অসৃজৎ পালনার্থকং বামভাগায় মহেশ্বরঃ ।
হৃদয়াৎ কালকুড্রাখ্যং জগৎসংহারকারকম্ ।
অসৃজদ্যোগিনাং ধ্যেয়ো নির্গুণস্ত স্ময়ং শিবঃ

তাহা উদীপ্ত, নহে। তাঁহার প্রকাশ (উপলব্ধি) হইলে, অনলাদির প্রভা থাকে না। সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপী, ক্ষর এবং অক্ষরাত্মক, বিধানকর্তা, জগন্নাথ, হৃজের মহেশ্বরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাসিত হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর সত্তা ব্রহ্মাণ্ডের নাই। এই জগৎ সেই মহেশ্বরেই ওতপ্রোত সন্দেহ নাই। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, জ্ঞাতা মানবশ্রেষ্ঠ অখিল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ১৫—২৭। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ এবং মনুগণ, সকলেই সেই দেবদেব শূলপাণির ক্রীড়নক মাত্র। তিনি একই, বহু বা হুই কদাচনহেন; তদীয় নিয়মতন্ত্র এই অখিল বিশ্ব তাঁহার আদেশে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ আছে, প্রভু বিরূপাক্ষ মহাদেব সৃষ্টিপ্রারম্ভে সৃষ্টির জন্ত লীলাবশে দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শিব, সেই প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ-পুরাণ প্রদান করেন। মহেশ্বর, সম্ভবতঃ জগৎ-কারণ সনাতন বাসুদেবকে জগৎপালনের জন্ত বামাক্ষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যোগি-

বিশ্বং তস্মাদ্ভি সঙ্কৃতং তস্মিন্ভিত্তি শক্রে ।
 লয়মেবাতি তত্বেব ত্রয়মেতৎ শ্রীলয়া ॥৩৩
 স এবাত্মা মহাদেবঃ সর্বেষামেব দেহিনাম্ ।
 জ্ঞানেন ভক্তিবৃক্কেন জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩৪
 ন পশ্যামি মহাদেবাদধিকং দেবতাস্তরম্ ।
 বেদা অপি তমেবার্থমাত্ঃ স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ॥ ৩৫
 বেদা উচুঃ ।

যং প্রপশ্যন্তি বিদ্বাংসো যোগিনঃ কপিতাশয়াঃ
 নিয়ম্য কারণগ্রামং স এবাত্মা মহেশ্বরঃ ॥৩৬
 ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চৈকাত্মা যন্ত দেবস্তা কিস্করাঃ ।
 যন্ত প্রসাদাজ্জীবন্তি স দেবঃ পার্বতীপতিঃ ॥
 ন জানন্তি পরং ভাবং যন্ত ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 অদ্যাপি ন বয়ং বিদ্বাঃ স দেবস্ত্রিপুরাস্তকঃ ॥৩৮
 শৃণু দেবতাঃ সর্বাঃ সত্যমশ্রুচঃ পরম্ ।
 নাস্তি কুদ্রান্মহাদেবাদধিকং দৈবতং পরম্ ॥৩৯
 ন যথা কুর্শ্বরোমাণি শৃঙ্গং ন শশমস্তকে ।

গণের ধ্যেয় স্বয়ং নিগূর্ণ সদাশিব জগৎ-
 সংহার-কারক কালরুদ্রকে হৃদয় হইতে সৃষ্টি-
 করিয়াছেন । এই বিশ্ব শিব হইতে সমুৎপন্ন,
 শিবেই স্থিত এবং শিবেই লীন হইবে ; এই
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শিবের লীলাবশেই হইয়া
 থাকে । সেই মহাদেবই সর্বপ্রাণীর আত্মা ;
 ভক্তিবৃত্ত জ্ঞান দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে জ্ঞাত
 হইতে হয় । মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্ত
 কোন দেবতা দেখি না, স্বায়ত্ত্বব মনস্তরে
 বেদ সকলও এই কথা বলিয়াছেন,—নিকাম
 জ্ঞানী যোগিগণ, ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযমপূর্বক
 বাঁহাকে অবলোকন করেন, সেই মহেশ্বরই
 আত্মা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবগণ
 বাঁহার কিস্কর, বাঁহার প্রসাদে সকলে জীবিত
 থাকে, পার্বতীকান্ত সেই দেবতা । ব্রহ্মাদি
 দেবগণ বাঁহার প্রকৃত ভাব জানিতে অসমর্থ
 এবং অদ্যাপি আমরা বাঁহাকে জানিতে পারি
 নাই, ত্রিপুরাস্তক সেই দেবতা । সকল
 দেবগণ আমাদিগের এই পরম সত্য বাক্য
 শ্রবণ করুন, মহাদেব রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ অন্ত
 কোন দেবতা নাই । কুর্শ্বরোম, শশশৃঙ্গ

ন যথাস্তি বিরংপুষ্পং তথা নাস্তি হরাং পরম্
 শিবশক্তিযুতে যন্ত সূখমাণুমিহেচ্ছতি ।
 অজাগলস্তনাদেব স হৃদ্বং পাতুমিচ্ছতি ॥৪১
 মহাদেবঃ বিজানৌরাদয়মস্মীতি পশুতঃ ।
 অন্তঃ কিমস্মাদপ্যস্তি জ্ঞাতব্যঃ মুক্তিহেতবে ॥
 ব্রাহ্মীঃ নারায়ণীঃ রৌদ্রীঃ পূজয়িত্বা মহেশ্বরীম্ ।
 যৎ প্রপশ্যন্তি যোগীন্দ্রাস্তদ্বিদ্যাচ্ছাক্তরং পদম্ ॥
 ক্রমাচ্চক্রাণি চঙ্ক্রম্য শঙ্খিন্দ্ৰিয়পারি হিতম্ ।
 যদভিব্যজাতে জ্যোতিস্তদ্বিদ্যাচ্ছাক্তরং পদম্
 দেবযানপথং তিহ্মা পিতৃযানং তথোত্তরম্ ।
 গগনাদ্যো রবঃ সূর্যঃ শঙ্করস্ত স বাচকঃ ॥ ৪৫
 বিশ্বতশ্চক্ষুরীশান্দ্রিশূলী বিশ্বতোমুখঃ ।
 জনকঃ সর্বভূতানামেক এব মহেশ্বরঃ ॥৪৬
 বালাগ্রমাভ্রং হৃৎপদ্মে স্থিতং দেবমুদাপতিম্ ।
 যেহরুপশ্যন্তি বিদ্বাংসস্তেষাং শাস্তির্হি শাশ্বতী

এবং আকাশকুসুম যেমন অলৌক, সেইরূপ
 শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতাও অলৌক ।
 যে ব্যক্তি শিবশক্তি (শিবভক্তি ?)
 ব্যতীত সূখলাভ করিতে অভিলাষ করে,
 ছাগ-গলদেশস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড
 হইতে হৃদ্যপান করিতেও, সে, অভিলাষ
 করিতে পারে । জ্ঞানী ব্যক্তি মহাদেবকে
 ‘এই আমি’ এইরূপ বিচেনা করিবে । মুক্তির
 জন্য আর কি জ্ঞাতব্য আছে ? ব্রাহ্মী,
 নারায়ণী, রৌদ্রী এবং মাহেশ্বরীকে পূজা
 করিয়া যাহা দর্শন করিতে হয়, তাহাই শিব-
 পদ জানিবে । ক্রমে ক্রমে চক্র সমুদয়
 উত্তরণের পর শঙ্খিনীর উপরিভাগে যে
 জ্যোতি অভিব্যক্ত হয়, তাহাই শৈবপদ ।
 দেবযান-পথ অতিক্রম করিয়া এবং পিতৃযান-
 পথ অতিক্রমপূর্বক তদন্তরে আকাশসমুৎপন্ন
 যে রব অর্থাৎ ঐজ-পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য-
 নাভীব্যঞ্জিত অনাহত চক্রে যে শব্দ, তাহাই
 শিবের বাচক । ২৮—৪৫ । বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্ব-
 দর্শী) বিশ্বতোমুখ ত্রিশূলী ঐশান একমাত্র
 মহেশ্বরই সর্বভূতের জনক । কেশাগ্রবৎ
 সূর্য পরিমাণে হৃৎপদ্মে অবস্থিত দেব উদা-

পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি বিভূঃ পৃথিবী বেত্তি নৈব তম্
 রূপঞ্চ পৃথিবী যন্ত তন্মৈ ভূম্যাক্সনে নমঃ ॥৪৮
 অপুশু তিষ্ঠতি নৈবাপস্তং বিভূঃ পরমেশ্বরম্ ।
 আপোরূপঞ্চ যন্তৈব নমস্তন্মৈ জলাক্ষনে ॥৪৯
 যোহগ্নৌ তিষ্ঠত্যমেয়াগ্নী ন তং বেত্তি কদাচন
 অগ্নৌ রূপং ভবেদ্যন্ত তন্মৈ বহ্ম্যাক্সনে নমঃ ॥
 তিষ্ঠত্যজশ্বং যো বায়ৌ ন বায়ুবেত্তি তং পরম্
 বায়ুশ্চ ভবেদ্রূপং তন্মৈ বায়ুাক্সনে নমঃ ॥ ৫১
 ব্যোম্যি তিষ্ঠতি যো নিত্যং ব্যোম বেত্তি ন তং
 হরম্ ।

ব্যোম যন্ত ভবেদ্রূপং তন্মৈ ব্যোম্যাক্সনে নমঃ
 সূর্যো তিষ্ঠতি যো দেবো ন সূর্যো বেত্তি
 শঙ্করম্ ।

যন্ত সূর্যো ভবেদ্রূপং তন্মৈ সূর্য্যাক্সনে নমঃ ॥
 যশ্চন্দ্রে তিষ্ঠতি বিভূর্ন চন্দ্রো বেত্তি শাশ্বতম্ ।
 চন্দ্রো যন্ত ভবেদ্রূপং তন্মৈ চন্দ্রাক্সনে নমঃ ॥৫৪

পাতিকে যে জানৌরা অবলোকন করিতে
 পান, তাঁহাদের অক্ষয়শাস্তি লাভ হয়। যে
 প্রভু পৃথিবীতে অবাস্তিত, অথচ পৃথিবী
 তাঁহাকে অবগত নহে, পৃথিবী ষাঁহার মুক্তি-
 ভেদ, সেই ভূমিরূপী শিবকে প্রণাম। যে
 পরমেশ্বর জলে অবাস্তিত, অথচ জল তাঁহাকে
 অবগত নহে, জল ষাঁহার স্বরূপ, সেই জল-
 ময়-শরীরী শিবকে নমস্কার। যে অমে-
 যাক্সা অগ্নিতে অবাস্তিত, অথচ অগ্নি তাঁহাকে
 কদাচ জানে না, অগ্নি ষাঁহার স্বরূপ, সেই
 বৈশ্বানরাক্সা শিবকে নমস্কার। যিনি সত্তত
 বায়ুতে বিরাজমান, কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানে
 না, বায়ু ষাঁহার স্বরূপ, সেই পরমাক্সা পর-
 মেশ্বরকে নমস্কার। যিনি সর্বদা আকাশ
 হিত, কিন্তু আকাশ তাঁহাকে জানিতে পারে
 না, আকাশ ষাঁহার স্বরূপ, সেই আকাশ-
 আক্সকে নমস্কার। যে দেব সূর্য্যে অবাস্তিত,
 কিন্তু সূর্য্য তাঁহাকে জানিতে পারেন না,
 সূর্য্য ষাঁহার স্বরূপ, সেই সূর্য্যরূপী শিবকে
 নমস্কার। যে প্রভু শঙ্কর চন্দ্রে অবাস্তিত,
 চন্দ্র তাঁহাকে জানিতে পারেন না, চন্দ্র ষাঁহার

যজ্ঞমানে তিষ্ঠতি যো ন তং বেত্তি কদাচন ।
 যজ্ঞমানোহপি যজ্ঞপং যজ্ঞমানাক্সনে নমঃ ॥৫৫
 ভূষো বয়ং সমুদ্ভূতাস্থ্যোব বিলয়ন্তথা ।
 প্রমাণপদমাক্সতাং প্রসাদাদবৃষধ্বজ ॥৫৬
 ভানুরূবাচ ।

এবং বেদজ্ঞতিং জ্ঞাত্য ভগবান্ গিরিজাপতিঃ ।
 প্রত্যক্ষঃ সমভূৎ তেষাং বেদানাং মনুজাধিপ
 সূর্য্যাক্সোটিপ্রতীকাশঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
 সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সূর্য্যাসোমাগ্নিলোচনঃ ॥৫৮
 স্তূল্যং স্তূলতরঃ স্তূলঃ স্তূক্ষ্মং স্তূক্ষ্মতরঃ পরঃ ।
 বেদানুরূবাচ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯
 ঈশ্বর উবাচ ।

মৎপ্রসাদান্তবিষয়ধ্বং হে বেদা লোকপূজিতাঃ ।
 যুগ্মানাত্রিত্য বিপ্রেন্দ্রাঃ কৰ্ম্ম কুর্কন্তি নান্তথা ॥৬০
 যে যুগ্মান্ সমাতক্রম্য যৎকিঞ্চৎ কৰ্ম্ম কুর্কতে
 নিফলং তন্তবেৎ কৰ্ম্ম তেষাং যুগ্মদবজ্রয়া ॥৬১

রূপবিশেষ, সেই চন্দ্রাক্সা শঙ্করকে নমস্কার।
 যিনি যজ্ঞমানে অবাস্তিত, অথচ যজ্ঞমান
 কখনই তাঁহাকে জানে না, যজ্ঞমান ষাঁহার
 স্বরূপ, সেই যজ্ঞমানমুর্তি শিবকে নমস্কার।
 হে বৃষধ্বজ! আমরা আপনা হইতে উদ্ভূত
 হইয়া আপনার প্রসাদে ‘প্রমাণ’ পদ প্রাপ্ত
 হইয়াছি এবং পরিণামে আপনাতেই বিলীন
 হইয়া থাকিব। ৪৬—৫৬। সূর্য্য বলিলেন,—
 হে মনুজাধিপতে! বেদগণের এই স্তব শ্রবণ
 করিয়া ভগবান্ পার্বতীকান্ত তাঁহাদের
 প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। কোটিসূর্য্যসকাশ,
 সহস্রচক্ষুঃ সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক, সোমসূর্য্য-
 বাক্সনেজ, স্তূল হইতে স্তূলতর, স্তূক্ষ্ম হইতে
 স্তূক্ষ্মতর, স্তূল-স্তূক্ষ্ম, দেব-দেব মহেশ্বর
 বেদগণকে বলিলেন, হে বেদ সকল! আমার
 প্রসাদে তোমরা সর্বলোক-পূজিত হইবে।
 ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়াই
 কৰ্ম্ম করিবেন, অন্য প্রকারে তাঁহাদের কৰ্ম্ম
 হইবে না। ষাঁহার তোমাদিগকে অতিক্রম
 করিয়া যে কোন কৰ্ম্ম করিবে, তোমাদিগকে
 অবজ্ঞা করিতে তাহাদের সে সব কৰ্ম্ম নিফল

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চাস্তম্যোক্ষসাধনম্
যুগ্মবচো নাস্তদিত্তি মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬২॥

যে বৈ যুগ্মাননাদৃত্য শাস্ত্রং কুর্ষন্তি মানবাঃ ।

নিরয়ে তে বিপচ্যন্তে যাবদিত্ত্যাস্ততুর্দশ ॥৬৩॥

শ্রেয়সে ত্রযু লোকেষু ন বেদাদধিকং পরম্ ।

বিদ্যতে নাত্র সন্দেহ ইতি দত্তো বরো ময়া ॥৬৪॥

যুগ্মবৃত্তং পরং স্তোত্রং যে পঠিষ্যান্ত বৈ দ্বিজাঃ

ভেষামধ্যম্নং পুণ্যং মৎপ্রসাদাস্তাবিষ্যতি ॥৬৫॥

ভাস্করবাচ ।

এবংদত্বা বরান্ দেবো বেদেভ্যো গিরিজাপতিঃ

পশুতামেব বেদানাং কণাদস্তহিতোহভবৎ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-

শৌনকসংবাদে শিবমহিমবর্ণনং নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইবে। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কৰ্ম্ম, তথা মুক্তির উপযোগী যে কিছু আছে, সমস্তই তোমাদিগের বাক্য—এইরূপ বিবেচক ধীর হৃৎস্পীড়িত হন না। যে সব মানব, তোমাদিগকে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করে, তাহারা চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল যাবৎ নরকভোগ করে। ত্রৈলোক্যে বেদ হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই, এ বিষয়ে সংশয়াভাব, আমি তোমাদিগকে এই বর দিলাম। যে সকল দ্বিজ, তোমাদিগের কৃত এই মদীয় পরম স্তোত্র পাঠ করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন-পুণ্য হইবে। দেব পার্বতী-নাথ, বেদগণকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়া বেদগণের সমক্ষেই অস্তহিত হইলেন। ৫৭—৬৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভাস্করবাচ ।

যদেতদৈশ্বর্যং তেজঃ সৰ্বগং ভাতি কেবলম্ ।

তদেব শরণং গচ্ছ যদৌচ্ছসি পবং পদম্ ॥ ১ ॥

তদেব সৰ্বভূতস্বঃ চিন্মাত্রং তমসঃ পরম্ ।

অক্ষয়ং নির্ভয়ং শুদ্ধমানন্দং পরমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

প্রত্যক্ষং সৰ্বভূতানামজ্ঞানং তাৎপর্যম্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বমায়াবিধাতারং দ্বিরষ্টাদশরূপম্ ।

ভক্তিগ্রাহ্যং মহাদেবং জানৌহ্যত্মান সংস্থিতম্

আত্মভূতে মহাদেবে যোগিধ্যেয়ে সনাতনে ।

ভক্তিমায়ায় পরমাং পরং নির্ঝাণমাণুহি ॥ ৫ ॥

তীর্থযাত্রা বহুবিধা যজ্ঞাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূর্য্য বলিলেন,—এই যে সৰ্ব্বত্রগ, একমাত্র ঐশ্বর্য্য তেজ প্রতিভাত হইতেছে, যদি পরমপদ ইচ্ছা কর ত তাঁহারই শরণাগত হও। তাহাই তমোতীত, চিন্মাত্র এবং সৰ্বভূতস্ব, তাহাই অক্ষয়, অব্যয়, নির্ভয়, শুদ্ধ পরম আনন্দ স্বরূপ। তাহা সৰ্বভূতেরই প্রত্যক্ষগোচর। বিশ্বমায়া-বিধাতা, ষট্-ত্রিংশৎ * প্রকারে অবস্থিত, ভক্তিগ্রাহ্য, মহাদেব, আত্মাতেই বর্তমান জানিবে। যোগিধ্যেয় আত্মভূত সনাতন মহাদেবের প্রতি পরমভক্তি স্থাপন করিয়া পরম নির্ঝাণ প্রাপ্ত হও। যাহারা বহু সহস্র জন্মে বহুবিধ তীর্থযাত্রা এবং বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগেরই শিবভক্তি হয়। শিব-ভক্তি-লেশমাত্রেরে অক্ষয় পরম ধৰ্ম্ম হয়,—তাহা একরূপ পরমধৰ্ম্ম যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম আর নাই, বেদবাদিগণ ইহা বলেন। যজ্ঞ, তীর্থ, জপ এবং দান

* চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য, অস্তিমান এবং সংসার ; এই ষট্-ত্রিংশৎ প্রকার ।

যেবাঃ জন্মসহস্রেষু তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছিবো ॥৬
 অক্ষয়ঃ পরমো ধর্মো ভক্তিলেশেন জায়তে ।
 নাস্তি তস্মাৎ পরো ধর্ম ইত্যাহবেদবাদিনঃ ॥৭
 ধর্মো বহুবিধঃ প্রোক্তো মুনিভিস্তদ্বদর্শিতঃ ।
 ভক্তাক্ষয়ঃ পরো ধর্মঃ শিবধর্মঃ সনাতনঃ ॥৮
 যজ্ঞাৎ তীর্থাঙ্জপাদানাক্ষয়ঃ শ্রাদ্ধস্বসাধনঃ ।
 সাধনপ্রার্থনাক্ষয়ঃ পরসম্প্রতিভূতধর্মঃ ॥৯
 যঃ পুনঃ শিবধর্মমুচ্যে ন সাধনমুপেক্ষতে ॥ ১০
 সঞ্চিতং জন্মসহস্রেঃ পাপং মেরুপদং যদি ।
 করোতি ভাস্মসাচ্ছাক্তঃ শস্তোরমিততেজসঃ ॥
 কুর্কল্পপি সদা পাপং স কদেবার্চয়েচ্ছিবম্ ।
 লিপ্যতে ন স পাপেন যাতি মাহেশ্বরং পদম্ ॥
 সে অরাস্তি মহাদেবং যদি পাপরতা অপি ।
 তে বিজ্ঞেয়া মহাত্মান ইতি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥
 নামানি চ মহেশস্ত গুণন্ত্যজ্ঞানতোহপি যে ।
 তেষামপি শিবো মুক্তিং দদাতি কিমতঃ পবম্
 অজ্ঞাৎ সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশনৌম্ ।
 পাদ্মকুলসমুদ্ভূতাং ব্রহ্মণা সমুদৌরিতাম্ ॥ ১৫
 শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন শৃণু ত্বং গদতো মম ।
 বক্ষ্যেহং তং প্রণম্যাদাবৌশং ভুবননায়কম্ ॥

জন্ত যে ধর্ম, তাহার সাধন অনেক, তৎ-
 সমগ্রে আয়োজন দুঃখসাধ্য । কিন্তু শিবধর্ম
 সাধনাপেক্ষী নহে । বহুসহস্রজন্মাজ্জিত
 মেরুপ্রমাণ পাপ থাকিলেও অমিততেজা
 শিবের প্রতি ভক্তি তৎসমস্তই ভাস্মসাৎ
 করিয়া কেলে । সর্বদা পাপারুঠান করিলেও
 যে ব্যক্তি একবার মাত্র শিবপূজা করে, সে
 পাপলিপ্ত হয় না—প্রত্যুত শিবপদ লাভ
 করে । পাপরত ব্যক্তিগণও যদি শিব স্মরণ
 করে ত তাহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে,
 ইহা আমি সত্য বলিতেছি । যে ব্যক্তি
 অজ্ঞানবশেও শিবনাম কীর্তন করে, শিব
 তাহাদিগকেও মুক্তিদান করেন, ইহার বাড়ি
 আর কি আছে ? এতৎসম্বন্ধে পাদ্মকুল-
 সমুদ্ভূত, ব্রহ্মকণ্ঠিত পাপপ্রণাশিনী কথা বলি-
 তেছি, হে রাজন্ ! পরমব্রহ্মসহকারে তুমি
 তাহা শ্রবণ কর ; আমি প্রথমে ভুবনেশ্বর

আসীদাঞ্চে কৃতযুগে সপ্তদ্বীপৈকরাডুবলী ।
 ইন্দ্রহ্যম্ ইতি খ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ ॥১
 তস্ত পুত্রো মহাভাগঃ সুহ্যম্ ইতি বিজ্ঞতঃ ।
 ঐশ্বর্যোরাখিলৈর্ভাতি যথা দিবি শচীপতিঃ ॥১৮
 প্রতিষ্ঠানপূরে রম্যে গঙ্গাতীরে মনোরমে ।
 তত্র স্থিহ্মাখলাং পৃথ্বীং তস্মিন্ রাজনি শাসতি
 কদাচিৎ তত্র ভগবাংস্তৃণবিন্দুর্নহামুনিঃ ।
 আজগাম স তং দ্রষ্টুং সুহ্যম্ প্রিয়দর্শনম্ ॥২০
 তমাস্তং মুনিং দৃষ্ট্বা রাজা কুডার্চনে রতঃ ।
 উচ্চার্য মাহাবাহুক্রথায় চ কুতাজলিঃ ॥২১
 যথাবদভিবাধ্যাথ দদাবাসনমুত্তমম্ ।
 যথাবদধূপকাঁদি তৈস্ম সর্বং স্তবেদয়ৎ ॥ ২২
 অতঃ ধন্যঃ কৃতার্থোহস্মৈ সকলং জীবিতং মম ।
 ভগবানাগতো যস্মান্মাং দ্রষ্টুং মুনিসত্তমঃ ॥২৩
 কিমর্থমাগতো ব্রহ্মন্ কৃতকৃত্যোহস্মৈ সূত্রত ।
 বিশেষাচ্ছক্রে ভক্তো ন তুর্লভমিহাস্তি তে ॥

শিবকে প্রণাম করিয়া কথারম্ভ করি । ১—১৮।
 আদি সত্যযুগে ইন্দ্রহ্যম্ নামে সপ্ত-দ্বীপেশ্বর
 পরম ধার্মিক বলবান রাজা ছিলেন । তাঁহার
 পুত্র মহাভাগ সুহ্যম্, বহু ঐশ্বর্য দ্বারা, স্বর্গে
 ইন্দ্রের স্তায়, মনোহর গঙ্গাতীরে রমণীয়
 প্রতিষ্ঠানপূরে বিরাজিত ছিলেন । সেই
 রাজা তথায় থাকিয়া যখন পৃথিবীপালন
 করিতেছেন, সেই সময়ে একদা মহামুনি
 ভগবান্ তৃণবিন্দু, প্রিয়দর্শন সুহ্যম্কে দেখি-
 বার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন । মহা-
 বাহু রাজা শিবপূজা করিতেছিলেন, সেই
 মুনিকে আসিতে দেখিয়া পূজা সমাধা করিয়া
 (বা প্রতিমা বিসজ্জন করিয়া) কুতাজলিপুটে
 গাত্রোখান করিলেন এবং যথাবিধি অভি-
 বাদনপূর্বক উত্তম আসন প্রদান করিলেন ।
 মধুপকাঁদি সমস্ত দ্রব্যও যথাবিধি প্রদান করি-
 লেন । আর বলিলেন, অতঃ আমি ধন্য ও
 কৃতার্থ হইলাম । আমার জীবন সফল হইল,
 যেহেতু ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ আপনি আমাকে
 দেখিতে আসিয়াছেন । হে সূত্রত ব্রহ্মন্ ।
 আমি কৃতার্থ হইলাম, কিজন্ত আগমন,

ভানুকুবাচ ।

সুহৃদস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনিরাহ মহামনাঃ ।

শিবভক্ত্যমৃতাস্বাদপরানন্দৈকনির্ভরঃ ॥ ২৫

ভৃগুবিদুকুবাচ ।

রাজন্ যদ্বক্তং ভবতা তৎ তথৈব ন সংশয়ঃ ।

তথাপি চরিতং শ্রুত্বা তবাহং বিশ্বাস্যামি ॥ ২৬

ঐহিকং সমাগতো রাজন্ জন্মনস্তব গৌরবম্ ।

কথয়স্ব মহাবাহো শ্রোতুং কৌতুহলং হি মে ॥ ২৭

সুহৃদ উবাচ ।

জন্মজন্মভীতেহস্মিন ব্যাধোহহং গোমতীতটে

দেবতানামহং দ্বেষ্টা সৰ্বেষাং প্রাণিনামপি ॥ ২৮

সুব্যাহিরিতিনামাহং খ্যাতোহহং ব্যাধরাজু-

মুনে ।

ন কশ্চিৎকৰ্ম্মলেশোহস্তি পাপকৰ্ম্মস্বহং রতঃ ॥ ২৯

ময়া যে নিহতা মার্গে তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে

পরস্বং যদপহৃতং তৎপাপং পৰ্বতোপমম্ ॥ ৩০

বলিতে আজ্ঞা হয়, এখানে আপনার দুর্বল কিছু নাই; (কেমনা আপনি অভ্যাগত মুনি) বিশেষতঃ শিবভক্ত। সূর্য বলিলেন,— সুহৃদ্যের কথা শুনিয়া শিবভক্তিরূপ অমৃতের আশ্বাদে পরমানন্দ-মগ্ন মহামনা মুনি ভৃগুবিদু বলিলেন, রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, সংশয় নাই। (কিন্তু অল্প প্রার্থনীয় আমার কিছু নাই।) তথাপি আমি তোমার চরিত্র-শ্রবণে বিশ্বাস্যামি হইয়া তোমার জন্ম-গৌরব-শ্রবণাভিলাষে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম আসিয়াছি। হে মহাবাহো! তাহা বল; শুনিতে কৌতুহলী হইয়াছি। সুহৃদ বলিলেন,—আমি অতীত-জন্মে গোমতী-তটে দেবতা ও সৰ্বপ্রাণিগণের ঘেষক সুব্যাহি নামে ব্যাধ ছিলাম। হে মুনে! ব্যাধগণের উপর আমার আধিপত্য ছিল। আমার লেশমাত্র ধৰ্ম্ম ছিল না, কেবল পাপকৰ্ম্ম করিতাম। আমি পথে অসংখ্য লোকের বিনাশ করিয়াছি। আমি পরস্ব অপহরণ এত করিয়াছিলাম যে, সে পাপ পৰ্বতোপম হইয়াছিল। এইরূপে

এবং বহুতিথে কালে গতেহহং পঞ্চতাং গতঃ

ধৰ্ম্মরাজস্য পুরতো নীতোহহং যমকিরীটঃ ॥

মাং দৃষ্ট্বাখ্যাবৌদ্ধৰ্ম্মশ্চিহ্নগুপ্তং বিচারকম্ ।

কিমেনে কৃতো ধৰ্ম্মলেশোহস্তি বদ সুব্রত ॥ ৩২

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

অনেন যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে

জানাতি ভগবানেকো বিশ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ॥ ৩৩

ইদং পুণ্যমিতি জ্ঞাত্ব কৃতং নানেন যদ্যপি ।

আহর প্রহরেত্যাদি নামসঙ্কীৰ্ত্তনঞ্চ যৎ ॥ ৩৪

করোতি তেন পুণ্যেন দুষ্কৃতং ভস্মসাৎ কৃতম্ ।

পাপলেশোহপি নাস্ত্যাস্তি ইতি মে নিশ্চিতা

মতিঃ ॥ ৩৫

সুহৃদ উবাচ ।

তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তস্য ধীমতঃ ।

সুব্যাহিঃ পূজয়ামাস যথাবর্ষিধপূৰ্ব্বকম্ ॥ ৩৬

এতস্মিন্নস্তরে তত্র বিমানং সার্বকামিকম্ ।

সুধ্যযুতপ্রতীকাশং দিব্যজ্যোতির্বিরাজিতম্ ॥ ৩৭

দেবদূতৈঃ সমানীতমাক্রুত্ব মুনিপুঙ্গব ।

বহুকাল অতীত হইলে, আমার মৃত্যু হইল।

কিরীটেরা আমাকে যমপুরে লইয়া গেল।

ধৰ্ম্মরাজ আমাকে দেখিয়া বিচারক চিত্র-

গুপ্তকে বলিলেন, হে সুব্রত! বল, এ ব্যক্তি

লেশমাত্রও কি ধৰ্ম্ম করিয়াছে? ১৭—৩২।

চিত্রগুপ্ত বলিলেন, এ ব্যক্তি যত পুণ্য করি-

য়াছে, তাহা বলিতেও আমি অসমর্থ, এক-

মাত্র বিশ্বব্যাপী মহেশ্বর তাহা জানেন।

যদি চ ‘আমি পুণ্যকৰ্ম্ম করিতেছি’ ইহা

জানিয়া এ ব্যক্তি পুণ্য করে নাই, তথাপি

‘আহর’ (আহরণ কর) ‘প্রহর’ (প্রহার

কর) ইত্যাদিরূপে ‘হর’ ইত্যাকার শিবনাম

সঙ্কীৰ্ত্তনের পুণ্যকলে সকল পাপ ভস্মীভূত

হইয়াছে। ইহার লেশমাত্রও পাপ নাই,

ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। সুহৃদ বলিলেন,—

ধৰ্ম্মরাজ ধীমান্ চিত্রগুপ্তের এই কথা শুনিয়া

বিধিপূৰ্ব্বক সুব্যাহিকে পূজা করিলেন।

এমন সময়ে অগুত-সূর্যাসকাশ, দিব্যজ্যো-

তি-বিরাজিত? সৰ্বকামনা-পূৰ্ব্বক বিমান, দেব-

ধর্মরাজমহাজ্ঞাপ্য গতোহহমমরাবতীম্ ॥ ৩৮
 তত্র ভূক্তা মহাতোগান যুগানামযুতং ততঃ ।
 গতোহস্মি ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মণাং প্রপূজিতঃ ॥ ৩৯
 তত্রাহং কল্পপর্যন্তং ভোগান ভূক্তা যথোপিতান
 ততস্ত কৰ্মণঃ শেষং ভোক্তুমত্র মহীতলে ।
 ইন্দ্রহ্যয়ন্ত রাজর্ষেঃ কুলে জাতোহস্মি সূত্রত
 স্মরামি পূর্বিকাং জাতিং প্রসাদাচ্ছুলিনো মুনৈ
 দৈবৈঃ সহসা ভক্তির্মম ত্রিদশপূজিতে ॥ ৪১
 জানাতি কো মহেশস্ত মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ ।
 যন্ত নামঃ কলমিদমজ্ঞানোচ্চারণাদপি ॥ ৪২
 জ্ঞাত্বা যঃ কীৰ্ত্তয়েচ্ছস্তোত্রানামাত্মমিততেজসঃ ।
 মুক্তিঃ করতলে তন্ত স্থিতেতি মুনয়ো জ্ঞতঃ ॥
 ভানুরুবাচ ।

ইতি সর্বমশেষেণ চরিতং তন্ত ধীমতঃ ।
 সূত্রহ্যয়ন্ত মুনিঃ স্তোত্রা বিস্মিতোহভূৎ পুনঃপুনঃ
 সমালিঙ্গ্য মহাত্মানং সূত্রহ্যয়ং রাজপুঙ্গবম্ ।

দুভেয়া তথায় আনয়ন করিলেন । হে মুনি-
 পুঙ্গব! আমি ধর্মরাজের নিকট বিদায়
 লইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া অমরা
 বতীতে গমন করিলাম । তথায় অযুতযুগ
 মহাতোগ্য ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন
 করিলাম, ব্রহ্মা আমার পূজা করিলেন ।
 তথায় আমি এক বঙ্গ যথাভিলষিত ভোগ
 করিয়া কৰ্ম্মশেষ ভোগের জন্য তথা হইতে
 আসিয়া এই কুমণ্ডলে রাজর্ষি ইন্দ্রহ্যয়ের
 বংশে জন্মিয়াছি । হে মুনৈ! শিবপ্রসাদে
 আমি পূর্বজন্মবিবরণ বিস্মৃত হই নাই ।
 তাহাতেই আমার ত্রিদশপূজিত শিবের
 প্রতি ভক্তি হইয়াছে । পরমাত্মা মহেশ্বরের
 মাহাত্ম্য কে জানে? যাহার নাম অজ্ঞানতঃ
 উচ্চারণ করিয়াও এই ফল লাভ হইয়াছে ।
 যে ব্যক্তি অমিত-তেজা শিবের নাম জ্ঞান-
 পূর্বক উচ্চারণ করে, মুক্তি তাহার কর-
 তলস্থ, মুনিগণ ইহা বলিয়াছেন । সূর্য্য বলি-
 লেন,—মুনি ভৃগুবিষ্ণু ধীমান্ সূত্রহ্যয়ের এই
 সমগ্র পূর্বচরিত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া অতি
 বিস্মিত হইলেন । তিনি মহাত্মা রাজপুঙ্গব

রাজন্ ব্রহ্মশ্রমপদং যামীত্যুক্তা জগাম সঃ ॥ ৪৫
 এতৎ তে চরিতং রাজন্ সূত্রহ্যয়ন্ত মহাত্মনঃ ।
 কথিতং যঃ পঠেদ্বৈভ্যো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে ভানু-
 মনুসংবাদে সূত্রহ্যখ্যানং নাম
 তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মনুরুবাচ ।

রাজঃ সকাশাৎ স মুনির্গত্বা কিং কৃতবান পুনঃ
 তস্তাশ্রমস্ত কিং নাম ভগবন্ ক্রাহ মে প্রভো
 ভানুরুবাচ ।

রেবাতীরে মহৎ পুণ্যং জালেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ।
 আশ্রমং তৃণবিন্দোস্ত মুনিসিদ্ধানষেবিতম্ ॥ ২
 গত্বা তত্র মুনশ্চেষ্টো ভবভাবসমাবৃতঃ ।
 শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তীর্থযাত্রাং চকার সঃ ॥ ৩
 মনুরুবাচ ।

কানি তীর্থানি গুহ্যানি যেসু সন্নিহিতঃ শিবঃ ।

সূত্রহ্যকে আলিঙ্গন করিয়া “রাজন্! আমি
 স্বীয় আশ্রমে গমন করি” এই কথা বলিয়া
 গমন করিলেন । হে রাজন্ মনো! মহাত্মা
 সূত্রহ্যের চরিত এই তোমাকে বলিলাম ।
 যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে,
 তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । ৩৩—৪৫ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

মনু বলিলেন,—মুনি ভৃগুবিষ্ণু রাজার
 নিকট হইতে গিয়া কি করিলেন এবং তাঁহার
 আশ্রমের নামই বা কি? হে প্রভো ভগবন্!
 তাহা বলুন । সূর্য্য বলিলেন,—নর্ম্মদাতীরস্থ
 মুনিসিদ্ধ সেবিত ভৃগুবিষ্ণু-নাশ্রম জালেশ্বর
 নামে বিখ্যাত । শিবভক্তি-সমাবৃত মুনি-
 শ্চেষ্ট তথায় গিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক
 তীর্থযাত্রা করিলেন । মনু বলিলেন,—

ক্রহি মে তানি ভগবন্তাত্মপি চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪

ভানুকবাচ ।

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।

বারাণসীতি নগরী প্রিয়া দেবশ্চ শূলিনঃ ॥ ৫

যত্র বিশেষরো দেবঃ সর্বেষামিহ দেহিনাম্ ।

দদাতি তারকং জ্ঞানং সংসারামোচকং পরম্ ॥ ৬

গঙ্গা ব্রহ্মময়ী যত্র মূর্তিশ্চোত্তরবাহিনী ।

সংহতী সৰ্বপাপাণাং দৃষ্ট পৃষ্ঠে নমস্কৃণা ॥ ৭

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণশ্চাং বিশেষতঃ ।

তত্রাপি মণিকর্ণাণাং তীর্থং বিশেষরপ্রিয়ম্ ॥ ৮

তাস্মিন্তীর্থেনরঃ স্নাত্ব পাতকৌ বাপ্যপাতকৌ

দৃষ্ট বিশেষরং দেবঃ মুক্তিভাগ্জায়তে নরঃ ॥ ৯

বিশেষরশ্চ মাহাত্ম্যং যত্নতঃ ব্রহ্মসূতরা ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ১০

ঘোরং কলিযুগং প্রাপ্য কৃষ্ণত্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ।

কি তচ্ছ্রেয়স্করমাত হু ১ কৃত্ব জগাম সঃ ॥ ১১

নন্দীশ্বরশ্চ যঃ শিষ্যো যোগিনামগ্রণীঃ স্বয়ম্ ।

সনৎকুমারে ভগবান্ যত্রাস্তে হমবদুগরো ॥

নানা দেবগণাকীর্ণে যক্ষাগন্ধর্বসেবিতৈ ।

সিন্ধুচারণকুম্মটৈশ্চ অপরোভিষ্ট সঙ্কুলে ॥ ১৩

গঙ্গা মন্দাকিনী যত্র রাজতে তুংখহারিনী ।

শোভিতা ধেমকমলৈঃ পুষ্পৈরন্তের্মনোহরৈঃ ॥

তস্তাশ্রমমহুপ্রাপ্য পারাণ্যে মহামুনিঃ ।

অভিবাদ্য যথাক্রমে তস্তাগ্র উপবশ্চ চ ।

কৃতাজ্জলিপুটে ভূহ বাক মে তদ্বাচ হ ॥ ১৫

বাস উবাচ ।

প্রাচ্যং কলিযুগং ঘোরং পুণ্যমার্গবাহিকৃতম্ ।

পাষাণাচারনরং স্নেহজ্ঞান-সঙ্কুলম্ ॥ ১৬

অধার্মিকঃ ক্রুরচিহ্না হু চারাজ্ঞমেধসঃ ।

তাস্মিন যুগে ভাব্যাস্তি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রযাজকঃ ॥

জ্ঞানং দেবার্চনং দানং হোমক পিতৃতর্পণম্ ।

স্বাধ্যায়ং ন কারযাস্তি ব্রাহ্মণ ই কলৌ যুগে ॥

ন পঠাস্তি তথা বেদান্ শ্রেয়সে ব্রাহ্মণধম্যঃ ।

প্রাতিগ্রহার্থং বেদাংশ্চ পঠিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥

পুরুষোত্তমমাত্রস্য শব্দা ন্দারতা দ্বিজাঃ ।

কলৌ যুগে ভাব্যাস্তি তেষাং ত্রাতা ন মাধবঃ ॥

কোন কোন গুপ্ততীর্থে শিব সন্নিহিত
আছেন, হে ভগবন! সেই সব তীর্থ ও
তীর্থান্তরের তত্ত্ব আমাকে বলুন। শূধ্য
বলিলেন,—তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম তীর্থ
ও ক্ষেত্র সকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র বারা-
ণসী শিবের প্রিয়নগরী; যথায় দেব বিশেষর
সর্ব প্রাণীকেই সংসারমোচক তারকজ্ঞান
প্রদান করিতেছেন; যথায় দর্শন, স্পর্শন
ও নমস্কারে সর্বপাপহত্বী ব্রহ্মময়ী গঙ্গামূর্তি
উত্তরবাহিনী। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই,
বিশেষতঃ কালীর গঙ্গার। তন্মধ্যেও
আবার মণিকর্ণকাতীর্থ বিশেষরের প্রিয়।
সেই তীর্থে জ্ঞান করিয়া বিশেষর দর্শন
করিলে, মানব পাতকী হউক, বা অপাতকী
হউক, মুক্তিলাভ করিবেই। ব্রহ্মনন্দন
সনৎকুমার অমিততেজা ব্যাসের নিকট
বিশেষরের যে মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন,
তাহা আমি বলিতেছি। নন্দীশ্বরের শিষ্য
যোগিগণের অগ্রগণ্য স্বয়ং ভগবান সনৎ-

কুমার হিমালয়পর্বতে যথায় অবস্থিত,
নানাদেবগণাকীর্ণ, যক্ষ-গন্ধর্ব-সেবিত, সিন্ধু-
চারণ-কুম্মাণ্ড এবং অপরোগণ-পারবৃত সেই
স্থানে পুর্বর্ণপদ্ম এবং অন্তবিধ মনোহর পুষ্প-
শোভিত তুংখহত্বী মন্দাকিনী গঙ্গা বিরাজ-
মান। ১—১৪। মহামুনি পরাশর-নন্দন, প্রভু
কৃষ্ণত্বৈপায়ন "ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কি"
জানিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া
তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন এবং তৎসমীপে
উপবেশনপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে এই কথা
বলিলেন,—পুণ্যমার্গবাহিকৃত, পাষাণাচাররত,
স্নেহ এবং আক্রজনপূর্ণ ঘোর কলিযুগ
উপস্থিত। এই যুগে লোক অধার্মিক,
ক্রুরচিত্ত, অনাচার, অল্পমেধা এবং ব্রাহ্মণেরা
শূদ্রযাজক হইবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা
জ্ঞান, দান, দেবপূজা, হোম, পিতৃতর্পণ এবং
স্বাধ্যায় পালন করিবে না। কলিযুগে
ব্রাহ্মণাধমেরা পূর্ববৎ ধর্মের জন্ত বেদপাঠ
করিবে না; বেদপাঠ করিবে প্রতিগ্রহের

স্বাঃ স্বাঃ বৃত্তিঃ পরিত্যজ্য পরবৃত্ত্যুপজীবকাঃ ।
 ব্রাহ্মণাদ্যা ভবিষ্যন্তি সস্ত্রাণ্ডে তু কলৌ যুগে
 এতান্ পাপরতান্ দৃষ্ট্বা রাজানশ্চাবিচারকাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে বৃথা জাত্যাভিমানিনঃ
 উচ্চাসনগতাঃ শূদ্রা দৃষ্ট্বা চ ব্রাহ্মণাংস্তদা ।
 ন চলন্ত্যন্নমতয়ঃ সস্ত্রাণ্ডে তু কলৌ যুগে ॥২৩
 কাষাণিচ্চ নিগ্রহা নগ্নাঃ কাপালিকাস্থা
 বৌদ্ধা বৈশেষিকা জৈনা ভবিষ্যন্তি কলৌ
 যুগে ॥ ২৪

তপোযজ্ঞকলানাস্ত বিক্রেতারো দ্বিজাধমাঃ ।
 যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি শতশৌহত্বে সহস্রশঃ ॥ ২৫
 বিনিন্দন্তি মহাদেবং সংসারান্মোচকং পরম্ ।
 তত্ত্বজ্ঞাংশ্চ মহাত্মানো ব্রাহ্মণাংশ্চ কলৌ যুগে ॥
 তাড়য়ন্তি হুয়াত্মানো ব্রাহ্মণান্ রাজসেবকাঃ ।
 ন নিবারয়তে রাজা তান্ দৃষ্ট্বাপি কলৌ যুগে
 এবং ঘোরৈ কলিযুগে কিং তচ্ছ্রেয়স্করং দ্বিজ ।

জন্ত । কলিযুগে দ্বিজেরা পুরুষোত্তমকে
 আশ্রয় করিয়া শিব-নিন্দাপরায়ণ হইবে ;
 মাধব কিন্তু তাহাদের জাতা নহেন । কলি-
 যুগের সম্পূর্ণ অধিকারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্ণই
 স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরবৃত্তি দ্বারা
 জীবিকা নির্বাহ করিবে । কলিযুগে ইহা-
 দিগকে পাণিষ্ঠ দেখিয়া রাজারাও অবি-
 চারক, বৃথা জাত্যাভিমानी হইবে । কলিযুগ
 সস্ত্রাণ্ড হইলে ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়াও উচ্চা-
 সনস্থ অন্নবুদ্ধি শূদ্রগণ, চলিত হইবে না ।
 কলিযুগে কাষায়ী, নিগ্রহ, নগ্ন, কাপালিক,
 বৌদ্ধ, বৈশেষিক এবং জৈন-সস্ত্রদায় হইবে ।
 দ্বিজাধমেরা, তপস্তা এবং যজ্ঞের কল বিক্রয়
 করিবে, শত শত সহস্র সহস্র 'যতি' হইবে ।
 সংসার-মোচক পরমদেব-মহাদেবকে এবং
 শিবভক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে কলিযুগে নিন্দা
 করিবে । হুয়াত্মা রাজ-ভৃত্যেরা ব্রাহ্মণ-
 জাড়ন করিবে । কলিযুগে রাজা তাহা-
 দিগকে দেখিয়াও নিবারাণ করিবে না । হে
 দ্বিজ ! ঘোর কলিযুগে এমন শ্রেয়স্কর কর্ম

ব্রহ্ম তত্ত্বগবনং মহং সংসারান্মোচকং পরম্ ॥২৬
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরৈ ভাস্ক-
 মনুসংবাদে বারানসীমহিম-কলিযুগবর্ণনং
 নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ ।

গচ্ছ বারানসীং ব্যাস যত্র বিশেষ্বরঃ শিবঃ ।
 ন তত্র যুগধর্ম্মোহস্তি নৈব লগ্না বসুন্ধরা ॥ ১
 বিশেষ্বরশ্চ যল্লিঙ্গং জ্যোতির্লিঙ্গং তদুচ্যতে ।
 যস্মিন্ দৃষ্টে কণাজ্জন্তুঃ সংসারং ন পুনবিশেৎ
 গতা পশু পরং লিঙ্গং তত্র সত্যবতীশুত
 প্রাপ্যাসে পরমাং মুক্তিং দেবৈরপি সুহৃলভাম্
 স্নাত্বা গঙ্গাজলে পূণ্যে পশু বিশেষ্বরং পরম্ ।
 স দাস্ততি পরং জ্ঞানং যেন মুক্তো ভবিষ্যতি ॥৪

কি আছে, যাহা হইতে সংসারমুক্ত হওয়া
 যায়,—হে ভগবন ! আমাকে তাহা
 বলুন । ১৫—২৯ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস !
 বারানসীতে গমন কর ; তথায় বিশেষ্বর শিব
 বিরাজমান, তথায় যুগধর্ম্ম নাই এবং পৃথিবী-
 সম্পর্ক নাই । বিশেষ্বরের যে লিঙ্গ, তাহার
 নাম জ্যোতির্লিঙ্গ । তাহা দর্শন করিলে
 জীবকে আর সংসার-প্রবিষ্ট হইতে হয় না ।
 হে সত্যবতীনন্দন ! তথায় গিয়া পরম লিঙ্গ
 দর্শন কর, দেবহৃলভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত
 হইবে । পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান দান করিয়া,
 পরাংপর বিশেষ্বর দর্শন কর । তিনি
 তোমাকে জ্ঞান দান করিবেন, বাহাতে মুক্ত
 হইতে পারিবে । বিশেষ্বর দেবকে দর্শন
 করিয়া অবস্থিত হইলে, সকল মুনিরাই

দৃষ্টা বিশেষ্বরং দেবং যাবৎ তিষ্ঠতি তৎক্ষণাৎ
আগমিব্যক্তি মুনয়স্তাং দ্রষ্টুং সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৫
বিশেষ্বরস্তা মহাত্ম্যং প্রক্যান্তি ত্য়াং মহামুনে ।
ক্ৰহি মদ্বচনাৎ তেষাং জ্ঞানং মাহেশ্বরং পরম্ ॥ ৬
এবং সত্যবতীশ্বনুস্তমাহাত্ম্যমশেষতঃ ।
সনৎকুমারাৎ স্বগুরোঃ শ্রুত্বা মাহেশ্বরাত্মণীঃ ॥ ৭
প্রণিপত্য গুরুং ভক্ত্যা কুদ্ভং ব্রহ্মাদিসেবিতম্ ।
নশি ব্যাঃ প্রযযৌ শীঘ্রং ব্যাসো বারাণসীং প্রতি
মনুক্রবাচ ।

গত্বা বারাণসীং ব্যাসঃ সিদ্ধাষিমুনিসেবিতাম্ ।
অকরোৎ কিং তদাচক্ষু ভগবন্ বিশ্বপূজিত ॥ ৯
ভানুক্রবাচ ।

সম্ভ্রাপ্য কাশীং ধৰ্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।
স্নাত্বা যথাবজ্জাহুব্যাং তর্পয়িত্বা সুরান্ পিতৃন
যযৌ বিশেষ্বরং দ্রষ্টুং জ্যোতির্লিঙ্গমনাময়ম্
সম্পূজ্য সৰ্ব্বভাবেণ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ১১
দেবস্ত দক্ষিণামূর্ত্যবুপবিষ্টা মহামুনিঃ

পশুন্ বিশেষ্বরং লিঙ্গং জপন্ বৈ শতকৃত্রিয়ম্ ।
ক্ষণাল্লিঙ্গাৎ পরং জ্যোতিরাবির্ভূতং নিরঞ্জনম্
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মক পরমমানন্দং তমসঃ পরম্ ॥ ১৩
আদমধ্যান্তরহিতং সূর্য্যাকোটিসমপ্রভম্ ।
যন্তমাহেশ্বরং জ্যোতির্বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪
দর্শনাৎ তস্তা চ মুনেঃ পারাশর্য্যস্তা ধামতঃ ।
দিব্যং মাহেশ্বরং জ্ঞানমুদ্ভূতং কেবলং শিবম্ ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং হৃৎখন্ডয়াববর্জিতম্ ।
অদ্বয়ং নিগুণং শাস্তং জীবমুক্তস্তদা মুনিঃ ॥ ১৬
অহো বিশেষ্বরো দেবঃ কথং কৈর্বা ন সেব্যতে
যস্মিন্ দৃষ্টে ক্ষণাজ্ জ্ঞানমুদিতং মম নিশ্চলম্ ।
নমো ভগবতে তুভ্যাং বিশ্বনাথায় শূলিনে ।
পিলাকিনে জগৎকর্ত্রে বিশ্বমায়াপ্রবর্তিনে ॥ ১৮
হৃর্কিজেয়াপ্রমেয়ায় পরমানন্দরূপিণে ।
ভক্তিপ্রিয়ায় সূক্ষ্মায় পার্শ্বতীশায় তে নমঃ ॥ ১৯
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগজ্জননহেতবে ।
সংহর্ত্রে ঋগ্জজুঃসামমূর্তয়ে তৎপ্রবর্তিনে ॥ ২০

তোমাকে দেখিবার জন্য আসিবেন । হে
মহামুনে ! সকলেই তোমাকে বিশেষ্বরের
মহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিবেন । আমার
আদেশে তুমি তাঁহাদিগকে পরম শৈবজ্ঞান
উপদেশ দিবে । শৈবশ্রেষ্ঠ সত্যবতীনন্দন
ব্যাস, এইরূপ নিজ গুরু সনৎকুমারের নিকট
অশেষরূপে বিশেষ্বর-মহাত্ম্য শ্রবণপূর্ব্বক
গুরু এবং ব্রহ্মাদি-সেবিত কুদ্ভকে প্রণাম
করিয়া, শিষ্য-সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা
করিলেন । মনু বলিলেন,—ব্যাস, সিদ্ধ-
ঋষি-মুনিজন-সেবিত বারাণসীতে উপস্থিত
হইয়া কি করিলেন, হে ভগবন্ বিশ্বপূজিত !
তাহা আমাকে বলুন । সূর্য্য বলিলেন,—
ধৰ্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি, কাশীতে উপস্থিত
হইয়া, যথাবিধি গঙ্গাস্নান এবং দেব-পিতৃ-
তর্পণ-পুরঃসর অনাময় জ্যোতির্লিঙ্গ বিশেষ্বর
দেখিবার জন্য গমন করিলেন । অনন্তর মহা-
মুনি ব্যাস, তাঁহাকে সৰ্ব্বতোভাবে পূজা এবং
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার দক্ষিণদিকে

উপবেশন করত বিশেষ্বর দর্শন ও শতকৃত্রিয়
জপ করিতে লাগিলেন ; ক্ষণমধ্যে লিঙ্গ
হইতে নিরঞ্জন পরমজ্যোতি আবির্ভূত হইল ।
সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, পরমানন্দ স্বরূপ, আদি-
মধ্যান্ত-বিরহিত, কোটীসূর্য্য-সমপ্রভ, তমো-
হতীত, বেদান্তপ্রতিষ্ঠিত যে মাহেশ্বর জ্যোতিঃ
তদর্শনে ধীমান্ পরাশরনন্দনের কেবল শিব-
স্বরূপ মাহেশ্বর জ্ঞান উদ্ভূত হইল । তখন মুনি
অদ্বয় নিগুণ শাস্ত হৃৎখন্ডয়-ববর্জিত হইয়া
জীবমুক্ত হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ
করিলেন । ১—১৬ । “অহো ! এই বিশেষ্বর
দেবকে কেন লোকে সেবা না করে ? ইহাকে
দেখিলামাত্র আমার নিশ্চল জ্ঞান উদিত
হইল । হে ভগবন্ ! আপনি বিশ্বনাথ,
শূলী, পিনাকী, জগৎকর্তা একং বিশ্বমায়া-
প্রবর্তক, আপনাকে নমস্কার । হৃর্কিজেয়,
অপ্রমেয়, পরমানন্দরূপী, ভক্তিপ্রিয়, সূক্ষ্ম
পার্শ্বতীপতিকে নমস্কার । জগতের সৃষ্টি-
স্থিতি-সংহারকারী, ঋক্-যজুঃ-সামমূর্তি এবং

জানান্তি কৃষ্ণাঃ বিশেষ তত্ত্বতো মাদৃশো জনঃ
বেদা অপি ন জানন্তি সাজ্জোপনিষদক্রমঃ ॥২১

ভানুরুবাচ ।

অশ্ব তন্নিম্ন মহাদেবে পরংজ্যোতিষি শিখিকৃ
শূলপাণিরমেঘাত্মা প্রাহবাশীদ্রুমধ্বজঃ ॥ ২২
তত্ত্বমত্রবীজাকাং কাকণ্যচ্ছু ভয়া গিরা ।
বরং বরয় দাস্তামি যৎ তে মনসি রে চতে ॥২৩
ব্যাস উবাচ ।

ভগবন কৃতকৃত্যোহস্মি দর্শনাৎ তব শঙ্কর ।
জাতং হৃদিস্থং জ্ঞানং দেবানামপি দুর্লভম ॥২৪
ভক্তিং পরে ভগবতি ত্রয়োবাব্যভিচারিণীম্ ।
দেহি মে দেবদেবেশ নাত্তদষ্টং বরং মম ॥২৫
ভানুরুবাচ ।

এবমস্তিতি দেবেশো ব্যাসায়ামিতত্ত্বজসে ।
বরং দত্ত্বা মুনোস্ত্রায় কণাদমুহুরিতোহভবৎ ॥২৬
তস্মাদ্ব্যাসাৎ পরো নাত্তঃ শিবভক্তো জগৎপ্রায়
কৃষ্ণো বা দেবকীমুহুরজ্জুনো বা মহামতিঃ ॥২৭

সেই বেদত্রয়-প্রবর্তক আপনাকে নমস্কার ।
হে বিশেষর ! মাদৃশ কোন ব্যক্তি আপ-
নাকে স্বার্থরূপে জানিতে পারে ! অঙ্গ-
উপনিষদ-সহিত বেদ সকলও আপনাকে
তত্ত্বত জানিতে পারেন না ।” সূর্য্য বলিলেন,
—অনন্তর মহাদেবাত্মক সেই পরজ্যোতির
মধ্যে অপ্রমেয়াত্মা শূলপাণি রুমধ্বজ প্রাহুর্ভূত
হইলেন । অনন্তর দয়া করিয়া শুভ-বাক্যে
বেদব্যাসকে বলিলেন,—যে বরে ক্রটি হয়
তাহা প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব ।
বেদব্যাস বলিলেন,—ভগবন ! আপনার
দর্শন মাজেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি ; ভব-
দ্বিস্বয় জ্ঞান দেব দুর্লভ, তাহা আমার হই-
য়াছে । পরাংপর ভগবান আপনি, আপনার
প্রতি আমার অবিচলিত ভক্তি প্রদান করুন,
আর কিছু অভিলাষিত বর আমার নাই ।
সূর্য্য বলিলেন,—দেবদেব, অমিততেজা মুনি-
শ্রেষ্ঠ বেদব্যাসকে ‘তথাস্ত’ বলিয়া বর দিয়া
কণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন । ত্রিজগতে
সেই বেদব্যাস অপেক্ষা অধিক শিবভক্ত

এবং হরাল্লকবরঃ কৃষ্ণদৈপায়নঃ প্রভুঃ ।
তত্র যানি চ লিঙ্গানি তানি দ্রষ্টুং যযৌ মুনিঃ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমৌর্য ভানু-
মুসংবাদে মহাদেববচনপ্রদানং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কানি দিব্যানি লিঙ্গানি যানি দ্রষ্টুং যযৌ মুনিঃ ।
আচক্ষু তানিনঃ সূত মাগাধ্যাক্ষাপি কুৎসনঃ ॥
সূত উবাচ ।

যত্কৃতং ভানুনা পূর্বে মনবে মুনিসত্তমাঃ ।
তদেব কথয়িষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ২
আশ্বেষ্যামিবিমুক্তস্ত বাপী ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতা ।
যত্র সন্নিহতো দেবো নিত্যং বিশেষরঃ শিবঃ
যত্র জ্ঞানং দ্বিজশ্রেষ্ঠা দেবানামপি দুর্লভম্ ।

আর কেহই নহেন, এমন কি, দেবকীনন্দন
শ্রীকৃষ্ণ বা মহামতি অর্জুনও নহেন । প্রভু
কৃষ্ণদৈপায়ন মুনি এইরূপে শিবের নিকট
বর প্রাপ্ত হইয়া বারাগশীস্থিত লিঙ্গ সকল
দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন । ১৭—২৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—মুনি বেদব্যাস, কোন
কোন দিব্যালিঙ্গ দর্শন করিতে গমন করিলেন,
হে সূত ! সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বমাগাধ্য বর্ণন-
পুঙ্খক তৎসমুদয় আমাদিগের নিকট বলুন ।
সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পূর্বে
সূর্য্য মনুকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ! অবিমুক্ত-
শ্বরের অগ্নিকোণে ত্রৈলোক্যবিধ্যাত বাপী ;
তথায় বিশেষর শিব নিত্য সন্নিহিত । হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তথায় জ্ঞান, দেবগণেরও

ভক্ত্যা যৈন্তজ্জলং পীতং তে কুজা এব ভূতলে
 তেষাং লিঙ্গানি জায়ন্তে হৃদয়ে ত্রীণি সূত্রতঃ
 দুৰ্লভং তজ্জলং তস্মাৎ তিষ্ঠতোব হি মুদ্রিতম্
 তঃ সত্যবতীশ্বরঃ স্নাত্ব চৈব যথাবিধি ।
 অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা লাক্ষণীশং কতো যযৌ ॥
 তত্র দিগৌ দেবাঃ সেবন্তে শূন্যপাণিনাম্ ।
 তস্মৈ দৰ্শনমাত্রেণ জ্ঞানং পাশুপতং ভবৎ ॥ ৭
 জগাম স মুনিঃ পশ্চাদ্ভ্রষ্টুং বৈ তারকেশ্বরম্
 যজ্ঞাস্তকালে ভগবান জ্ঞানং তৎ সম্প্রদচ্ছত ॥
 যত্রৈবানেন দেবস্ত স্থাপিতং বিজ্ঞমুত্তমম্ ।
 যস্ত দৰ্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহত ॥ ৯
 তদ্ দৃষ্ট্বা পরমং লিঙ্গং ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ।
 যযৌ শুক্রেশ্বরং ভ্রষ্টুং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১০
 আরাধ্য মুনিশা যত্র শুক্রেণামততেজসা ।
 প্রাপ্তা সঞ্জীবিনী বিদ্যা সুরাণামপি দুৰ্লভা ॥ ১১
 দেবস্ত বহুদিগ্ভাগে কুপাস্তিষ্ঠাত শোভনঃ ।

দুৰ্লভ ; ভক্তিসহকারে ঐহারা সেই বাপীর
 জলপান করেন, তাঁহারা ভূতলে সাক্ষাৎ
 শিব। হে সূত্রতগণ! তাঁহাদিগের হৃদয়ে
 লিঙ্গত্রয়ের আবির্ভাব হয়; অতএব সেই জল
 দুৰ্লভ এবং মুদ্রিত অবস্থায় বর্তমান। সত্য-
 বতীনন্দন সেই বাপীতে যথাবিধি স্নান করিয়া
 অবিমুক্তেশ্বর দৰ্শনপুৰ্ব্বক তথা হইতে লাক্ষ-
 ণীশ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায়
 ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবসেবা করিয়া থাকেন।
 তাঁহার দৰ্শনমাত্রেই পাশুপত জ্ঞান হইয়া
 থাকে। অনন্তর মুনি তারকেশ্বর দৰ্শনের
 জন্ত গমন করিলেন, যথায় অন্তকালে ভগ-
 বান্ শিব তারক জ্ঞান প্রদান করেন। বেদ-
 ব্যাস সেই স্থানে উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করেন।
 ঐহার দৰ্শনমাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়,
 সেই পরম লিঙ্গ দৰ্শন করিয়া সত্যবতীনন্দন
 বেদব্যাস সৰ্বসিদ্ধি প্রদায়ক শুক্রেশ্বর-দৰ্শনের
 জন্ত গমন করিলেন। অমিততেজা শুক্রে-
 শ্বনি তথায় শিবের আরাধনা করিয়া দেব-
 দুৰ্লভ সঞ্জীবিনী বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।
 শুক্রেশ্বর শিবের অগ্নিকোণে শোভন কুপ

স্নানং তত্রার্শমেধস্ত কলং যচ্ছতি শোভনম্ ॥
 তস্মিন কূপে মুনিঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শুক্রেশ্বরং শিবম্
 ব্রহ্মেশ্বরং যযৌ ভ্রষ্টুং তত্র ব্রহ্মা বিরাট স্বয়ম্ ॥
 তপস্তপ্ত্বা মগধোরং ত্রীণ্যে পাশুপতপতেঃ ।
 ব্রহ্মত্বং প্রাপ্ত্বান্ ব্রহ্মা যোগকালন্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৪
 দৰ্শনাৎ তস্মৈ লিঙ্গস্ত সৰ্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১৫
 পুনর্জগাম ভগবানোক্তারেণমব্যয়ম্ ।
 স্মরণাদ্যস্ত লিঙ্গস্ত মুচ্যতে সৰ্বপাকটকৈঃ ॥ ১৬
 যত্র সাক্ষাচ্ছবঃস্থশ্চৈব নিত্যাং তষ্ঠাত বৈ দ্বিজাঃ
 অনুগ্রহায় লোকানাং পশুপাশবিমোচকঃ ॥ ১৭
 যত্র পাশুপতাঃ সিদ্ধা ওক্তাশ্চৈবমৌখরম্ ।
 সম্পূজ্য পরমাং সিদ্ধিং প্রাপ্তবন্তো দ্বিজোত্তমাঃ
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীং তস্মিন্মিহ উপোষিতঃ ।
 যদি জাগরণং কুর্যাৎ পরাং সিদ্ধিমবাশ্রুয়াৎ ॥
 ততঃ সত্যবতীশ্বরঃ কুস্তিবাসেশ্বরং যযৌ ।

আছে, তথায় স্নান করিলে অশমেধ
 যজ্ঞের শুভ ফল লাভ হয়। মুনি সেই
 কূপে স্নান এবং শুক্রেশ্বর শিব দৰ্শন করিয়া
 ব্রহ্মেশ্বর-দৰ্শনার্থ গমন করিলেন; তথায়
 স্বয়ং বিরাট ব্রহ্মা, পাশুপতীপতির ত্রীণি-
 উদ্দেশে ঘোরতর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মপদ
 প্রাপ্ত হন এবং অন্তান্ত মহর্ষিগণ যোগ-
 সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ দৰ্শনে
 সৰ্ব যজ্ঞফল লাভ হয়। ভগবান্ ব্যাস,
 অনন্তর অব্যয় ওক্তাশ্চৈব ক্ষেত্রে গমন
 করিলে; ওক্তাশ্চৈব লিঙ্গের স্মরণ মাত্রেই
 সৰ্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ১—১৬। হে
 দ্বিজগণ! তথায় পাশুপাশবিমোচক সূক্ষ-
 রূপী সাক্ষাৎ মহেশ্বর লোকানুগ্রাহের জন্ত
 অবস্থিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! তথায় সিদ্ধ
 পাশুপতগণ ওক্তাশ্চৈব শিবপূজা করিয়াই
 পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-
 সমীপে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে উপবাসী
 থাকিয়া যদি ত্র্যজাগরণ করে ত তাহার
 পরম সিদ্ধি লাভ হয়। অনন্তর সত্যবতী-
 নন্দন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং শংসিতা ব্রহ্ম-
 জপনিরত মুনিগণ তথায় মহাদেবের উপাসনা

উপাসতে মহাদেবং যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ২১
 মুনয়ঃ শংসিতাঙ্গানো ক্রুদ্রজাপ্যপরাধনাঃ ।
 কৃতিবাসেশ্বরে লিঙ্গে লীলাশ্চ বহুবো দ্বিজাঃ ॥
 দেবস্ত পূৰ্ব্বদিগ্ভাগে হংসতীৰ্থং মহৎ সরঃ ।
 স্নাত্বা তত্র মহাদেবং কৃতিবাসেশ্বরং শিবম্ ।
 যে ব্রহ্মাস্তি মহাত্মানস্তে বৈ ব্রহ্মাদিবন্দিতাঃ ॥
 সৰ্ব্বং পশ্যাত যো ভক্ত্যা কৃতিবাসেশ্বরং বিভূম্
 ন পতন্ত্যেব সংসারে ক্রুদ্র এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
 হংসতীৰ্থে ততঃ স্নাত্বা কৃতিবাসেশ্বরং বিভূম্ ।
 সম্পূজ্য পরম্য ভক্ত্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥ ২৪
 যযৌ রত্নেশ্বরং দ্রষ্টুং মোক্ষো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 দৰ্শনাৎ তস্মা লিঙ্গস্ত কলং বক্তুং ন শক্যতে ॥
 সৰ্ব্বস্বাদধিকো যোগো বেদবাক্তিনিষেব্যতে ।
 যোহয়ং পাণ্ডপতো যোগঃ পশুপাশবিমোচকঃ
 বর্ষেদ্বাদশভিঃ সম্যকৃ কৃতে পাণ্ডপতে দ্বিজাঃ
 রত্নেশ্বরে তদা জ্যোতির্দর্শনান্নমুজ্যোক্তমঃ ॥ ২৭

করেন, সেই কৃতিবাসেশ্বর-ক্ষেত্রে গমন
 করিলেন। কৃতিবাসেশ্বর লিঙ্গে বহু দ্বিজ
 লীন * হইয়াছেন। সে শিবলিঙ্গের
 পূর্বদিকে হংসতীর্থ নামে মহাসরোবর
 আছে; তথায় স্নান করিয়া যে সব মহাত্মা
 কৃতিবাসেশ্বর শিব দর্শন করিবেন, তাহারা
 ব্রহ্মাদিদেবগণকর্তৃক বন্দিত হইবেন। যে
 ব্যক্তি প্রভু কৃতিবাসেশ্বর শিবলিঙ্গ ভক্তি-
 পূর্বক একবার দর্শন করে, তাহাকে আর
 সংসারে পতিত হইতে হয় না, সে ব্যক্তি
 নিশ্চয়ই ক্রুদ্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি হংসতীর্থে
 স্নান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে প্রভু কৃতি-
 বাসেশ্বর শিবের পূজা করিয়া, রত্নেশ্বরলিঙ্গ-
 দর্শনার্থ মুক্তিহীন রত্নেশ্বরক্ষেত্রে গমন করি-
 লেন। সেই লিঙ্গদর্শনের কল বলা যায়
 না। বেদবেত্তাগণ, যে যোগকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ
 বলিয়া সেবা করেন, দ্বাদশবর্ষ সেই পশুপাশ-
 বিমোচক পাণ্ডপত যোগ সম্পূর্ণরূপে করিলে,

* মূলে 'লীলা' আছে, কিন্তু 'লীন'
 হইবে।

রত্নেশ্বরস্ত সম্পূজ্য পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ।
 দ্রষ্টুং দেবাধিদেবেশঃ বৃদ্ধকালেশ্বরং যযৌ ॥ ২৮
 তাস্মি লিঙ্গে মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠতি লীলয়া ।
 অনুগ্রহায় লোকানামুময়া সহ বিশ্বভুকৃ ॥ ১৯
 পৃথিব্যাং যানি লিঙ্গানি সান্তি দিব্যানি বৈ
 দ্বিজাঃ ।
 বৃদ্ধকালেশ্বরে দৃষ্টে দৃষ্টান্তেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
 দেবস্ত পূৰ্ব্বদিগ্ভাগে কূপো মুনির্নিষেবিতঃ ।
 পূরতঃ পুণ্যসলিলৈর্দেবদেবেন শম্ভুনা ॥ ৩১
 যৈঃ পীতং তস্মা সলিলং প্রাকৃতৈশ্চলুকত্রয়ম্ ।
 প্রকৃতিমুচ্যতে তেভ্যো মুক্তাঙ্গানো ভবন্তি তে
 তত্র দ্বৈপায়নো বিপ্রাঃ স্নানং কৃত্বা সমাহিতাঃ ।
 বৃদ্ধকালেশ্বরং লিঙ্গং সম্পূজ্য চ ততো যযৌ ॥
 মন্দাকিনীতটে রম্যে মুনিসিদ্ধনিষেবিতৈঃ ।
 মধ্যমেশ্বরনামানং মোক্ষলিঙ্গমমুত্তমম্ ॥ ৩৪

অথবা রত্নেশ্বরক্ষেত্রে অর্থাৎ রত্নেশ্বরস্থানে
 জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে, মানব শ্রেষ্ঠতা লাভ
 হইয়া থাকে। মহামুনি পরাশর-নন্দন,
 রত্নেশ্বরের পূজা করিয়া, দেবাধিদেব বৃদ্ধ-
 কালেশ্বর দর্শন করিবার জন্য গমন
 করিলেন। বিশ্বপালক মহাদেব, লোকানু-
 গ্রহার্থে লীলাবশে সেই লিঙ্গে উমা সহ
 সতত বিরাজ করেন। হে দ্বিজগণ! পৃথি-
 বীতে যত দিব্য লিঙ্গ আছেন, বৃদ্ধ-কালেশ্বর
 লিঙ্গ দর্শন করিলে, সকল লিঙ্গ দর্শনের কল
 হয়, সংশয় নাই। বৃদ্ধকালেশ্বরের পূর্বদিকে
 মুনিজন-সেবিত এক কূপ আছে; দেবদেব
 শম্ভু পবিত্র জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন।
 যে সকল সংসারী তাহা হইতে চলুকত্রয় জল
 পান করিবে, তাহাদিগের প্রকৃতিপাশ
 বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহারা মুক্তাঙ্গা হইয়া
 থাকে। ১৭—৩২। হে বিপ্রগণ! দ্বৈপায়ন সমা-
 হিতভাবে তথায় স্নান ও বৃদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ
 পূজা করিয়া তথা হইতে মুনিসিদ্ধনিষেবিত
 রমণীয় মন্দাকিনীতীরে শিবদর্শনাভিলাষী
 ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সনকাদি মুনিগণ কর্তৃক
 উপাস্তমান মধ্যমেশ্বর নামক অত্যুত্তম

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ।
 উপাসতে পরং লিঙ্গং শিবদর্শনকাক্ষিকং ॥৩৫॥
 মন্দাকিনীয়াঃ মুনিঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা বৈ মধ্যমেশ্বরম্
 ঘণ্টাকর্ণহৃদে স্নাত্বা লিঙ্গং তদ্বিমলং শিবম্ ।
 প্রতিষ্ঠাপ্য মুনিশ্রেষ্ঠা লক্শবান্ জ্ঞানমুক্তমম্ ॥৩৬॥
 ঘণ্টাকর্ণহৃদে তত্র দৃষ্ট্বা ব্যাসেশ্বরং শিবম্ ।
 যত্র যত্র মৃতো বাপি বারাগস্তাঃ মৃতো ভবেৎ ॥
 ততঃ সত্যবতীশ্বরঃ কপদীশ্বরমৌশ্বরম্ ।
 দ্রষ্টুং জগাম বিপ্রেন্দ্রা লিঙ্গং তৎ পারমেশ্বরম্
 পিশাচমোচনং নাম তত্র তীর্থমনুত্তমম্ ।
 কুডলোকস্ত সোপানমিতি প্রাহ মহামুনিঃ ॥৩৭॥
 যে দ্রক্ষ্যন্তি কপদীশং কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ।
 মানুষীঃ তনুমাশ্রিত্য কুডা এব ন সংশয়ঃ ॥৩৮॥
 তস্মিন্স্থিতীর্থে মুনিঃ স্নাত্বা সন্তপ্য চ সুরান
 পিতৃন ।
 কপদীশ্বরমৌশানং সম্পূজ্য প্রযযৌ মুনিঃ ॥৪১॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 শৌনকসংবাদে বারাগসৌলিঙ্গমহিমবর্ণনং
 নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ

পুনর্জগাম ভগবান্ কৃষ্ণবৈশ্যায়নঃ প্রভুঃ ।
 দ্রষ্টুং দক্ষেশ্বরং দেবং ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥১॥
 যচ্ছিবাবজ্রয়া পাপং জাতং দক্ষপ্রজাপতেঃ ।
 তস্ত পাপস্ত মোক্ষায় তস্মিন্লিঙ্গে দ্বিজোত্তমাঃ
 আরাধ্য দেবদেবেশং বহুত্বকণতানি বৈ ।
 তস্ত প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবঃ সহোময়া ॥৩॥
 দদৌ মাহেশ্বরং যোগং তস্মৈ দক্ষায় ধীমতে ।
 লক্শা তং পরমং যোগং তস্মিন্লিঙ্গে লয়ং গতঃ
 ততঃ প্রভৃতি তল্লিঙ্গং যোগীভিঃ সেব্যতে
 দ্বিজাঃ ।

যোগং দদাতি সর্বেষাং দেবো দক্ষেশ্বরঃ শিবঃ
 গঙ্গায়াং প্রযতঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং শিবম্ ।

পিতৃতর্পণ করিয়া কপদীশ্বর-লিঙ্গ-পূজা
 সমাপনপূর্বক (তথা হইতে) গমন করি-
 লেন । ৩৩—৪১ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

মোক্ষলিঙ্গের সমীপে গমন করিলেন । মুনি
 মন্দাকিনীতে স্নান এবং মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ
 দর্শনপূর্বক ঘণ্টাকর্ণহৃদে স্নান করিয়া তথায়
 নির্মল শিব-প্রতিষ্ঠা করিলেন, অনন্তর মুনি-
 বরের উত্তম জ্ঞানলাভ হইল । ঘণ্টাকর্ণ-
 হৃদ-সমীপে ব্যাসেশ্বর শিব দর্শন করিয়া
 যে কোন স্থানে মরিলেও কালীমৃত্যুর সমান
 কল হয় । হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! অনন্তর সত্য-
 বতীনন্দন কপদীশ্বরনামক পারমেশ্বর-লিঙ্গ-
 দর্শনার্থ গমন করিলেন । তথায় পিশাচ-
 মোচন নামক অত্যাৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, তাহা
 কুডলোকের সোপান, মহামুনি এই কথা
 বলিয়াছেন । ঋষারা কপদীশ দর্শন করিয়া-
 ছেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ;
 (অধিক কি) তাঁহারা মনুষ্যদেহাশ্রিত
 সাক্ষাৎ কুডই ; ইহাতে সংশয় নাই । মুনি,
 সেই পিশাচমোচন তীর্থে স্নান এবং দেব-

সপ্তম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—(গমন করিলেন
 কোথায় ?) প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণবৈশ্যায়ন,
 ভক্তসিদ্ধিদাতা দক্ষেশ্বরলিঙ্গ-দর্শনের জন্ত
 গমন করিলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ ! শিবকে
 অবজ্ঞা করাতে দক্ষপ্রজাপতির যে পাপ
 হয়, তাহার মোচনের জন্ত দক্ষ বংশত
 বৎসর সেই লিঙ্গে শিবারাধনা করেন,
 তাহাতে ভগবান্ দেবদেব উমা সহ প্রগল্ভ
 হইয়া, বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ
 প্রদান করেন । সেই পরমযোগ-লাভের
 পর, দক্ষ সেই লিঙ্গেই লীন হন । হে
 দ্বিজগণ ! তদবধি যোগীগণ সেই লিঙ্গের
 সেবা করিয়া আসিতেছেন । কথর শি
 সকলকে যোগ প্রদান করেন । পবিত্রভাবে
 গঙ্গাস্নান করিয়া, দক্ষেশ্বর

প্রায়োত্ত পরমং যোগামাত তেপায়নোহবাবৎ
স্বাহা সত্যবতীসুহৃৎপ্রায়াঃ প্রযতো দ্বিজাঃ ।
দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং দেবং যযৌ পশ্যাৎ ত্রিলোচনম্
ঋষয় উচুঃ ।

হেতুনা কেন দক্ষশ্চ নিন্দাভূচ্ছাকরী পুরা ।
কারণং বদ তৎ সূত শ্রোতুং বাহ্মা প্রবর্ততে ॥৮
সূত উবাচ ।

আসীদব্রহ্মসুতো দক্ষঃ পুনঃ প্রাচেতসোহভবৎ
শপ্তো দেবেন ক্রোধেণ ক্রোধাচ্ছস্তোরবজ্রয়া ॥৯
বৈয়ং নিধায় মনসি শঙ্কুনা সহ সুরতাঃ ।
দক্ষঃ প্রাচেতসো যজ্ঞমকরোজ্জাহুবীতটে ॥১০
তস্মিন্ যজ্ঞে সমাহুতা ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিংহা রাজানঃ প্রথিতোজসঃ ॥১১
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুনা সার্কিমাহুতস্তেন ধীমতা ।
দেবান্ সন্ধ্যাং চ ভাগার্থমাহুতান্ পদ্মসম্ভবঃ ॥১২
দৃষ্ট্বা শিবেন রাহুতান্ দক্ষঃ প্রত্যোবমব্রবীৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

অহো দক্ষ মহামুঢ় হৃদ্বু ক কিং কৃতং ত্বয়া ।

কারণে, পরমযোগপ্রাপ্তি হয়, ঐশ্যায়ন ইহা
বলিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! সত্যবতীনন্দন,
নবিজভাবে গঙ্গানান করিয়া দক্ষেশ্বর-লগ্ন
দর্শনান্তে ত্রিলোচনক্ষেত্রে গমন করিলেন।
ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! দক্ষ পূর্বে
কি কারণে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন? তাহা
বলুন, শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি। সূত
বলিলেন,—দক্ষ, ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন; শিবকে
অবজ্ঞা করাতে তাঁহার অভিষাপে পরে
তিনি প্রচেতোগণের পুত্র হন। হে সূত্রত-
গণ! প্রাচেতস দক্ষ, শিবের সহিত পূর্ব-
বৈয় স্মরণ করিয়া গঙ্গাতীরে এক যজ্ঞ করি-
লেন। ধীমান দক্ষ, সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি
দেবগণ, ঋষিগণ, মুনীগণ, প্রথিতভেজা রাজ-
গণ এবং বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মাকে আহ্বান
করিলেন (শিবকে আহ্বান করিলেন না)।
কমলযোনি ব্রহ্মা, শিব ভিন্ন সকল দেবতা
ভাগগ্রহণার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছেন দেখিয়া
দক্ষকে বলিলেন, হৃদ্বু মহামুঢ় দক্ষ! ওঃ

দেবাঃ সর্বে সমাহুতাঃ শক্রেণ। বনা কথম্ ॥
অস্ত্রধামৌ স বিশেষঃ সর্বযাম্বেব দেহিনাম্ ।
ভোক্তা স সর্বযজ্ঞানাং শক্ভরঃ পরমার্থতঃ ॥
এতে চ মুনয়ঃ সর্বে তব সাহায্যকারিণঃ ।
ন জানাস্তি পরং ভাবং মহাদেবশ্চ শূলিনঃ ॥১৬
এতে চ দেবাঃ শক্রাদ্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ
তন্মাণ্যমোহিতাঃ সর্বে ন জানাস্তি পিনাকিনম্
যশ্চ পাদরজঃস্পর্শাদব্রহ্মহং প্রাপ্তবানহম্ ।
শার্ঙ্গণাপ সদ মুক্কা ধায়াতে কঃ শিবাৎ পরঃ
যশ্চ বামাদ্রজো বিষ্ণুর্দাক্ষণাদ্রবামাহম্ ।
যশ্চাজ্জয়াখলং বিশ্বং সূর্যো ভ্রমাত সর্বদা ॥১৯
চন্দ্রশ্চ তারকশ্চৈব গ্রহশ্চ ভুবনান চ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থা চ বর্ণাশ্রমব্রহ্মাণি চ ॥ ২০
তিষ্ঠাশ্চ শাসনাৎ তশ্চ দেবদেবশ্চ শূলিনঃ ॥২১
স চ শক্তিঃ পরা গৌরী স্বেচ্ছাবিশ্বচারণী ।
তব পুত্রাত হৃদ্বু ক মন্তসে তমসাবৃতঃ ॥ ২২
কস্তাং জানাত বিশেষীমাশ্বরাক্ষরীরণীম্ ।

করিয়াছ কি? সকল দেবতার আহ্বান
করিয়াছ, কিন্তু শক্রেণ আহ্বান কর নাই
কেন? তিনি বিশেষ, সর্বপ্রাণীরই অস্ত্র-
ধামৌ; বস্ত্রতঃ সেই শিবই সর্বযজ্ঞের
ভোক্তা ১১—১৪। তোমার সাহায্যকারী এই
যে সব মুনী, ইঁহারা শূলপাণি মহাদেবের
প্রকৃত ভব্র অবগত নহেন। এই যে ইন্দ্রাদি
দেবগণ যজ্ঞভাগার্থ আসিয়াছেন, ইঁহারাও
শিবমায়ার মোহিত বলিয়া, তাঁহাকে প্রকৃতরূপে
জানেন না। ঐহাচার চরণরেণুস্পর্শে আমি
ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছি, বিষ্ণুও ঐহাচার পদ-
ধূলি মস্তকে গ্রহণ করেন, সেই শিব হইতে
শ্রেষ্ঠ আর কে হইতে পারে? বিষ্ণু ঐহাচার
বামাদ্রসমুত্ত, আমি বাহ্যার দক্ষিণাদ্রসমুত্ত,
ঐহাচার আদেশে সূর্য, চন্দ্র, তারকামণ্ডল
এবং গ্রহগণ অখিল বিশ্ব পারভ্রমণ করিতে-
ছেন, তাঁহাচারই শাসনে ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা,
বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, এমন কি, সমগ্র জগৎ
তাঁহাচারই শাসনে অবাস্তিত। স্বেচ্ছাক্রমে
শরীর-ধারণী গৌরী তাঁহাচারই পরমা-শক্তি।

অহং নাভ্যপি জানামি চক্ৰী শক্ৰশ্চ কা কথ্য ॥
 শ্বেচ্ছাবিগ্রহরূপিণ্য গোষ্ঠ্যা সহ পিনাকধ্বক্ ।
 ত্রাময়ত্যাখিলং বিশ্বমিতি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥২৪
 স এব বধ্যতি পশুনশ্চদাদৌ মহেশ্বরঃ ।
 স এব মোচকো দেবঃ পশুনাং ন ইতি শ্রুতিঃ ॥
 নামসঙ্কীৰ্ত্তনাদ্যশ্চ ভিদ্যাতে পাপপঙ্করম্ ।
 কথং ন পূজ্যতে দেবস্তয়া দক্ষ স্তুত্বম্যতে ॥ ২৬
 শঙ্কোরবজ্রা যজ্ঞান্তে স্থাতবাঃ নৈব স্থারিভিঃ ।
 ইত্যুক্ষা প্রযযৌ ব্রহ্মা স্তুষ্যমানো মহর্ষিভ্যঃ ॥২৭
 স্মৃত উবাচ ।

গতে চতুর্শুখে দেবে সর্বলোকপিতামহে ।
 দধীচিরব্রবীদক্ষঃ মুনীনামগ্রণীঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮
 দধীচিরুবাচ ।

কথং দেবাধিদেবেণঃ কৰ্ম্মসাক্ষী সনাতনঃ ।
 বিশেষরো মহাদেবস্তয়া দক্ষ ন পূজ্যতে ॥ ২৯

হৃদয়ে ! অজ্ঞান-প্রযুক্ত তাঁহাকেই তোমার
 কস্তা বলিয়া মনে করিতেছ। ঈশ্বর-
 শরীরারূপা সেই বিশেষরীকে কে জানিতে
 পারে? আমি এবং বিষ্ণুও অদ্যাপি তাঁহার
 তত্ত্ব অবগত নহি, ইন্দ্রের ত কথাই নাই।
 শ্বেচ্ছাক্রমে শরীরধারিণী গোরীর সহিত
 পিনাকপাণি, অখিল বিশ্বক্ষেত্রে ঘুরাইতেছেন
 ইহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সেই
 মহাদেবই অশ্বদাদি পশুগণকে বন্ধ করিয়া
 থাকেন, আবার সেই দেবই পশুস্বরূপ আমা-
 দিগের মোচনকর্তা, ইহা বেদে কথিত
 আছে। যে স্তুত্বম্যতে দক্ষ! ঋগ্বেদে নাম-
 সঙ্কীৰ্ত্তনে পাপপঙ্কর ভগ্ন হয়, সেই দেবতাকে
 পূজা না করিতেছিষ্ কেন? শিবের অবজ্ঞা
 যেখানে হয়, পণ্ডিতগণ তথায় অবস্থান
 করিবেন না; এই বলিয়া ব্রহ্মা, মহর্ষিরা
 স্তবজ্ঞতি করিতে লাগিলে(ও) চলিয়া
 গেলেন। স্মৃত বলিলেন,—সর্বলোকপিতা-
 মহ প্রভু চতুর্শুখ প্রস্থান করিলে, মুনীগণাগ্র-
 গণ্য দধীচি, স্বয়ং দক্ষকে বলিতে লাগি-
 লেন,—ও দক্ষ! দেবাধিদেবের কৰ্ম্মসাক্ষী
 সনাতন বিশেষর মহাদেবের পূজা না করি-

বাচকঃ প্রণবো যশ্চ জ্ঞানমূর্ত্তেকমাপতেঃ ।
 অনুগ্রহঃ বিনা তশ্চ কথং জানাতি মূলনম্ ॥৩০
 এক এবৈতি যো ক্রদ্রঃ সর্ববেদেষু গীষতে ।
 তশ্চ প্রসাদলেশেন মুক্তির্ভবতি কিঙ্করী ॥ ৩১
 প্রসঙ্গাৎ কৌতুকান্নোভাভ্যাদজ্ঞানতোহপি বা
 হয় ইত্যুচ্চরন্ মর্ত্যঃ সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩২
 অহো দক্ষ তবাজ্ঞানং তব নাশশ্চ কারণম্ ।
 কেনাপি হেতুনা জাতমিতি মে ভাতি নিশ্চয়ম্
 এবং দধীচের্বচনং শ্রুত্বা দক্ষো বিচক্ষণঃ ।
 দধীচিমব্রবীদ্বপ্রাঃ শক্ৰাদানাক সন্নিন্দো ॥ ৩৪

দক্ষ উবাচ ।

নাহং নারায়ণাদেবাং পশ্চাম্যন্তঃ দ্বিজোত্তম ।
 কারণং সর্ববস্তুনাং নাস্ত্যসৌব স্থানশ্চিতম্ ॥
 দধীচিরুবাচ ।

উময়া সহ যো দেবঃ সোম ইত্যুচ্চাতে বুধেঃ ।
 স এব কারণং নাত্মো বিষ্ণোরপি ইবৈ শ্রুতি

তেছ কেন? প্রণব—যে জ্ঞানবিগ্রহ উমা-
 পতির বাচক, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত
 তাঁহাকে জানিবে কিরূপে? যে ক্রদ্র ‘এক-
 মাত্র’ বলিয়া সর্ববেদে কথিত, তাঁহার প্রসাদ-
 লেশে মুক্তি দাসী হইয়া থাকে। প্রসঙ্গ-
 ক্রমে, কৌতুকবশে, লোভে, ভয়ে বা
 অজ্ঞানে—মানব যে কোন প্রকারে ‘হয়’ এই
 বর্ণনায় উচ্চারণ করিলে, সর্ববিধ পাপ
 হইতে মুক্তি লাভ করে। ওঃ দক্ষ!
 তোমার অজ্ঞানই কোন কারণে নাশহেতু
 হইয়া উঠিল। ইহা আমার নিশ্চয় মনে লই-
 তেছি। ১৫—৩৩ হে বিপ্রগণ! বিচক্ষণ দক্ষ,
 দধীচির এই কথা শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রাদি-
 সন্নিন্দানে দধীচিকে বলিতে লাগিলেন,—হে
 দ্বিজোত্তম! নারায়ণ দেবতা ভিন্ন আমি
 আর কাহাকেও সর্ব বস্তুর কারণ মনে করি
 না। (মনে করি না কেন?) আর কোন
 কারণ নাই-ই, ইহাই নিশ্চয়। দধীচি
 বলিলেন,—যে দেবতা উমার সহিত বর্তমান
 বলিয়া জ্ঞানিগণ কর্তৃক সোম নামে অভিহিত
 হন, তিনি বিষ্ণুরও কারণ, অস্ত্র কেহ

তস্মাদ্ধঃ সৰ্বদেবানামধিকশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 ইজ্যতে সৰ্বযজ্ঞেষু কথং দক্ষ ন পূজ্যতে ॥৩৭
 বজ্রপালকো বিষ্ণুরিতি যম্মিশ্চিতং ত্বয়া ।
 ভবিষ্যত্যন্তথৈবান্ত পশ্যতঃ কল্পাপতেঃ ॥ ৩৮
 এতে চ ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বৈঃ যৈঃ দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্ ।
 ভবন্তু বেদবাহ্যাস্তে তমোপহতচেতসঃ ॥ ৩৯
 পাবণ্ডাচারনিরতাঃ সৰ্বৈঃ নিরয়গামিণঃ ।
 কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে দরিদ্রাঃ শূদ্রযাজ্ঞকাঃ
 সৰ্বস্বাদ্যধিকো রুদ্রঃ পশুপাশাবমোচকঃ ।
 পরামুখস্ত যুস্মাকং মা ভূদিজ্যাকরী গতিঃ ॥৪১
 ইতি শব্দা যযৌ বিপ্রো দধীচিৰ্মুনিপুঙ্গবঃ ।
 নান্দ্রমঃ মুনিভিজুষ্টিমোক্ষারঃ নন্দদাতটে ॥ ৪২
 এতস্মিন্নস্তরে গৌরী পরব্যোমাঝিকা শিবা ।
 দক্ষযজ্ঞস্ত বৃত্তান্তঃ শ্রুত্বা দেবঋষৈর্মুখাং ॥ ৪৩
 প্রাহ বিশ্বাধিকং রুদ্রং প্রপন্নার্তিপ্রভঞ্জনম্ ।
 নিরীক্ষমাণং দেবেলী পরানন্দৈকবিগ্রহম্ ॥ ৪৪

নহে—এরূপ উক্তি শ্রুতিতে আছে । অত-
 এব যে চন্দ্রশেখর সৰ্ব দেবতার অধিক
 এবং সৰ্বযজ্ঞে অর্চিত হন, হে দক্ষ! তুমি
 তাঁহাকে পূজা না করিতেছ কেন? বিষ্ণু
 বজ্রপালক এই যে তুমি নিশ্চয় করিয়া
 রাখিয়াছ, বিষ্ণুর সমক্ষে নীচুই তাহা অন্তথা
 হইবে। এই যে সব ব্রাহ্মণ শিবদ্বেষ
 করিতেছে, তাহার তমোপহত-চেতা; ইহারা
 বেদবহিষ্কৃত হউক। ইহারা কলিযুগে
 পাবণ্ডাচার-রত, দরিদ্র এবং শূদ্রযাজক
 হইয়া নরকগামী হইবে। রুদ্র সৰ্বদেবশ্রেষ্ঠ
 এবং পশুপাশ-বিমোচক, তিনি যখন বিমুখ,
 তখন তোমাদিগের যাজ্ঞিক গতিপ্রাপ্তি
 হইবে না। মুনিপুঙ্গব দধীচি এই অভিশাপ
 দিয়া, নন্দদাতীরস্থ, ওঙ্কারালঙ্কারবিরাজিত
 মুনিগণসেবিত স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।
 এমন সময়ে মহাকাশবৎ সূক্ষ্ম নির্লেপা ও
 সৰ্বজগা দেবেলী গৌরী শিবা দেবধির মুখে
 দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শরণাগত-
 ব্রহ্মক বিশ্বশ্রেষ্ঠ পরমানন্দরূপী রুদ্রের দিকে

পার্ষত্যাচ ।

যোহয়ং প্রাচেতসো দক্ষঃ পিতা মে পূৰ্ব্বেজন্মনি
 আবামবজ্রায় কথং যজ্ঞঃ কর্তুং প্রচক্রমে ॥৪৫
 দেবাঃ সৰ্বৈঃ সমাহুতা বিষ্ণুনা সহ শঙ্কর ।
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদগণাঃ
 ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা দৈতৈয়া দানবাস্চ যৈ ।
 রাজানশ্চ মহাভাগা গন্ধৰ্বাঃ কিম্বরাশ্চথা ॥ ৪৬
 অবজ্রাকারণস্তস্ত যজ্ঞঃ শীঘ্রং বিনাশয় ।
 তেন মে জায়তে প্রীতরতুল ভক্তবৎসল ॥৪৮
 এবং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবঃ পিনাকধকৃ ।
 অশ্রুজং তৎক্ষণাচ্ছত্ববীরভদ্রং মহাবলম্ ॥৪৯
 সহস্রাংসংহবদনং প্রগয়াগমমপ্রভম্ ।
 সহস্রবাহুং জটিলং দৃষ্টানাক ভয়ঙ্করম্ ॥ ৫০
 ভক্তানাং বরদং দেবং সূর্যাসোমায়লোচনম্ ॥
 উমাকোপোদ্ভবা দেবী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী ।
 অন্তাশ্চ দেব্যা রুদ্রাশ্চ শতশো রোমসম্ভবাঃ

দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—পূৰ্ব্বেজন্মে যিনি
 আমার পিতা ছিলেন, এজন্মে যিনি প্রচেতঃ-
 পুত্র, সেই এই দক্ষ আমাদিগকে অবজ্রা
 করিয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন?
 হে শঙ্কর! বিষ্ণুর সহিত সকল দেবগণ,
 আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ,
 মরুদগণ, মুনি-ঋষগণ, সিদ্ধগণ, দৈত্য-
 দানবগণ, গন্ধৰ্ব-কিম্বরগণ এবং মহাভাগ
 রাজগণ, সকলেই আহুত হইয়াছেন। (যা
 হউক) সেই অবজ্রাকর্তার যজ্ঞ শীঘ্র বিনষ্ট
 করুন। হে ভক্তবৎসল। তদ্বারা আমার
 অতুলনীয় প্রীতি হইবে। ৩৪—৪৮। দেবদেব,
 পিনাক-পাণ শত্রু, দেবীর এই প্রকার কথা
 শুনিয়া সহস্র সিংহের ন্যায় ভীষণাস্ত,
 প্রগয়ানলসান্নভ, সহস্রবাহু, জটিল, দৃষ্টগণের
 ভয়াবহ, ভক্তগণের বরদাতা, সূর্য-চন্দ্র-
 অনলায়ক লোচন-জয়-সম্পন্ন, মহাবল
 বীরভদ্রকে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করিলেন।
 ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী, দাক্ষায়ণীর ক্রোধ
 হইতে উদ্ভূত হইলেন। অন্তান্ত শত শত

ভদ্রকাল্যা সহ তদা বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
 প্রহিতো দেবদেবেন দক্ষযজ্ঞজিহ্বাসয়া ॥ ৫৩
 গতা স যজ্ঞঃ দক্ষস্ত ভস্মসাদকরোদ্ধিতাঃ ॥ ৫৪
 দক্ষস্তদন্তুতঃ কশ্ম দৃষ্টাথ ভয়াবহনঃ ।
 গতস্তচ্ছরণঃ শীঘ্রং বীরভদ্রস্ত শূলিনঃ ॥ ৫৫
 উবাচ বীরভদ্রস্তঃ দক্ষঃ প্রাচেতসঃ দ্বিজাঃ ।
 তস্ত পাপবিমোক্ষায় কারুণ্যামৃতবারিধিঃ ॥ ৫৬
 বীরভদ্র উবাচ ।

গচ্ছ বারাগসীং দক্ষ সন্নপাপপ্রণাশনৌম্ ।
 অনুগ্রহার্থং লোকানাং যত্র তিষ্ঠাত শঙ্করঃ ॥ ৫৭
 অনুগ্রহান্তগবতো দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
 অনেনৈব শরীরেণ তত্র মোক্ষং গমিষ্যসি ॥ ৫৮
 সূত উবাচ ।

বীরভদ্রস্ত বচনং শ্রুত্বা দক্ষো মহামতিঃ ।
 গতা বারাগসীং শীঘ্রং সর্বসঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ৫৯
 প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং গঙ্গাতীরে মনোরমে ।
 আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ

কুদ্ ও দেবী সকল (দেবদেবীর) রোম
 হইতে উৎপন্ন হইলেন। দেবদেব শিব
 দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসভিলাষে ভদ্রকালার সহিত
 মহাবল বীরভদ্রকে প্রেরণ করিলেন। হে
 দ্বিজগণ! তিনি গিয়া দক্ষযজ্ঞ ভস্মসাৎ
 করিলেন। অনন্তর দক্ষ বীরভদ্রের অদ্ভুত
 কৰ্ম্ম অবলোকনে ভয়াবহ হইয়া শূলধারী
 বীরভদ্রের শরণাপন্ন হইলেন। হে দ্বিজগণ!
 তখন দয়ামৃত-সাগর বীরভদ্র পাপমোচনার্থ
 প্রাচেতস দক্ষকে বলিলেন,—দক্ষ! শঙ্কর
 লোকানুগ্রহের জন্ত যথায় অবস্থিত, সেই
 সর্বপাপনাশনী বারাগসীতে গমন কর।
 ভগবান্ দেবদেব শূলপাণির অনুগ্রহে, সে
 স্থানে এই শরীরেই মুক্তিলাভ করিতে
 পারিবে। মহামতি দক্ষ, বীরভদ্রের কথা
 শ্রবণে সর্বসঙ্গ-বিবর্জিত হইয়া শীঘ্র বারা-
 গসীতে গমন করিলেন। অনন্তর মনোরম
 গঙ্গাতীরে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তি-
 সহকারে তাঁহার আরাধনা করাতে সেই

দক্ষেশ্বরস্ত মহাশ্রাং কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 ত্রিলোচনস্ত মহাশ্রাং সাম্প্রতং বর্ণ্যতে যয়া ॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 শৌনকসংবাদে দক্ষেশ্বর-মহাশ্রাদিকথনং
 নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ত্রিলোচনাং পরং লিঙ্গং বারাগশ্রাং ন দৃশ্যতে
 সদা সন্নিহিতো নিত্যং যস্মিন্ লিঙ্গে শিবঃস্থিতঃ
 যানি স্থিতানি লিঙ্গানি বারাগশ্রাং দ্বিজোক্তয়াঃ
 দৃষ্টান্তেব ভবন্ত্যেব দৃষ্টে লিঙ্গে ত্রিলোচনে ॥ ২
 অসংখ্যানি পাপানি জ্ঞানতোহজ্ঞানতো-
 হপি বা ।

কৃতানি নাশয়ন্ত্যেব দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৩
 মায়াপাশেন বদ্ধানাং সর্বেষাং প্রাণিনামপি ।
 মুক্তিং দদাতি পরমাং দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৪

লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!
 দক্ষেশ্বরের মহাশ্রা কীৰ্ত্তন করিলাম,
 সম্প্রতি ত্রিলোচনের মহাশ্রা বর্ণন
 করিতেছি। ৩৯—৬১ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—ত্রিলোচন অপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট শিবলিঙ্গ বারাগসীতে দেখা যায় না,
 সেই লিঙ্গে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সতত সন্নিহিত।
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বারাগসীতে যত লিঙ্গ
 অবস্থিত, এক ত্রিলোচন দর্শন করিলে, সেই
 সকল লিঙ্গ-দর্শনের ফল হয়। দেবদেব
 ত্রিলোচন (দৃষ্ট হইবামাত্র) জ্ঞানাজ্ঞানকৃত
 অসংখ্য পাপ বিনষ্ট করেন। দেবদেব ত্রিলো-
 চন, মায়াপাশবদ্ধ সর্বপ্রাণীকেই পরমা মুক্তি
 প্রদান করেন। ত্রিলোচনলিঙ্গ পশ্চিমাতি-

পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং সৰ্পমেখলমণ্ডিতম্ ।
 তন্ত দৰ্শনমাত্রেণ কোটিলিঙ্গার্চনং কলম্ ॥ ৫
 ত্রিলোচনং সুসম্পূজ্য কৃষ্ণদৈপায়নো মুনিঃ ।
 যযৌ কামেশ্বরঃ ক্রতুঃ সিন্ধুঃ সিন্ধুঃ সিন্ধুঃ ॥ ৬
 দদৌ হুধাসসে যত্র দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 প্রসন্নো বিবধাঃ সিন্ধুঃ সৰ্বেষাং পি তুল্যভাঃ ॥ ৭
 অন্তস্তাপি বরো দত্তো দেবদেবেন শৃগিনা ।
 কৃতানাং ক্রিয়মাণানাং সৰ্বেষাং তপনমপি ।
 ক্রোধো নাশকরঃ প্রাক্তো হুতুং যৈব মুনেহস্ত ৷
 তন্ত দক্ষিণাদিগুণাগে কামকুণ্ডমাত স্মৃতম্ ॥ ৯
 তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা দৃষ্টো কামেশ্বরঃ শিবম্
 ব্রহ্মহত্যাভিঃ পাপৈর্মুক্তো যাত পরাং গতিম্
 অন্তান্তপি চ লিঙ্গানি বারানশ্চাং স্থিতান্তপ ।
 সংখ্যামপি ন জানাতি তেষাং দেবশতমুখঃ ॥
 কো বা বদতি মাহাত্ম্যমুতে দেবান্মহেশ্বরাং ।
 নন্দীশ্বরো বা জানাতি প্রসাদাদ্গরিজাপতেঃ
 অথ সত্যবতীসুহৃদ্রষ্টুং দেবাং শিবাং পরাম্ ।

মুখে অবস্থিত, সৰ্পমেখলামণ্ডিত; তাঁহার
 দৰ্শনমাত্রে কোটিলিঙ্গপূজাফল হইয়া থাকে ।
 মুনি কৃষ্ণদৈপায়ন, উত্তমরূপে ত্রিলোচনের
 পূজা করিয়া কামেশ্বর নামক অত্যাশুক্র
 সিদ্ধলিঙ্গ-দৰ্শনের জন্ত গমন করিলেন, যথায়
 দেবদেব শূলপাণি মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া,
 সৰ্প-তুল্য বিবধ সিদ্ধ প্রদান করেন এবং
 “ক্রোধ অশুষ্টিত এবং অশুষ্টিমান সৰ্ববিধ
 তপস্তার নাশকর, কিন্তু হে মুনে! তোমার
 তাহা হইবে না” এই প্রকার বরও তাঁহাকে
 দেন। কামেশ্বরলিঙ্গের দাক্ষিণ্যে কামকুণ্ড;
 মানব, তথায় স্নান করিয়া কামেশ্বর শিব
 দৰ্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপমুক্ত হইয়া
 পরমগতি লাভ করে। বারানসীতে অন্তান্ত
 বহুতর লিঙ্গ আছেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও তৎ-
 সমুদয়ের সংখ্যা অবগত নহেন। একমাত্র
 দেব মহেশ্বর ব্যতীত সেই সকল লিঙ্গের
 মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতে আর কে সমর্থ?
 তবে, শিব-প্রসাদে নন্দীশ্বরও তাহা অবগত
 আছেন। হে বিজয়েষ্ঠগণ! যথায় হুগা

বিশালাক্ষীং হিজয়েষ্ঠা যত্র সন্নিহিতা শিবা ॥
 তাং দৃষ্ট্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা সম্পূজ্য চ মহামুনিঃ ।
 পরানন্দাশ্রকং গৌরীং ভূতিং নত্বা চকার সঃ
 ব্যাস উবাচ ।

বিশালাক্ষি নমস্তাতাং পরব্রহ্মাঙ্কি শিবে ।
 ত্বমেব মাতা সৰ্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্
 ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্বমেব হি ।
 ঋজী কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মা যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ১৬
 স্বাহা স্বধা মহাবিদ্যা মেধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
 সত্যী দাক্ষায়ণী বিদ্যা সৰ্বশক্তিময়ী শিবা ॥ ১৭
 অপর্ণা চৈকপর্ণা চ তথা চৈবৈকপাটলা ।
 উমা হৈমবতী চাপি কল্যাণী চৈব মাতৃকা ॥ ১৮
 খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি
 বিজ্ঞতা ।

গণাধিকা মহাদেবী নন্দিনী জাতবেদসী ॥ ১৯
 সাবিত্রী বরদা পুণ্যা পাবনী লোকাবজ্ঞতা ।

সতত বিরাজমানা, অনন্তর সত্যবতীনন্দন,
 পরমা দেবী শিবা বিশালাক্ষীর সেই মূর্তি
 দোখবার জন্ত যাইলেন। ১৫—১৬। মহামুনি,
 যথাবধি ভক্তিসহকারে সেই পরমানন্দরূপিনী
 গৌরীর পূজা করিয়া প্রণামপূৰ্ব্বক (‘মত্বা’
 পাঠে, স্বরূপজ্ঞানপূৰ্ব্বক) স্তব করিতে লাগি-
 লেন, হে পরব্রহ্ম-রূপিনি! শিবে! বিশা-
 লাক্ষি! আপনাকে নমস্কার, আপনিই ব্রহ্মাদি
 দেবগণের মাতা। আপনিই ইচ্ছাশক্তি,
 জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি; আপনি সরস্বা,
 আপনিই কুণ্ডলিনী, আপনিই সূক্ষ্মা এবং
 যোগ-সিদ্ধিপ্রদায়িনী; আপনি স্বাহা স্বধা মহা-
 বিদ্যা; আপনি মেধা লক্ষ্মী সরস্বতী; আপনি
 সত্যী বিদ্যা দাক্ষায়ণী; আপনি শিবা সৰ্ব-
 শক্তিময়ী। আপনি অপর্ণা, একপর্ণা, এক-
 পাটলা এবং অষ্টিতীয়া; আপনি উমা,
 হৈমবতী, কল্যাণী এবং মাতৃকা। আপনি
 মহাভাগা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা; আপনি জগতে
 গৌরী নামে বিখ্যাতা। আপনি গণাধিকা,
 মহাদেবী, নন্দিনী, জাতবেদসী; আপনি
 সাবিত্রী, বরদা, পুণ্যা, পাবনী, লোকবিজ্ঞতা;

আয়তিনিয়তৌ যৌদৌ তুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনৌ ॥২০॥
কালরাত্রির্মহামায়া রেবতী ভূতনায়িকা ।
গৌতমৌ কোশিকৌ চার্য্যো চণ্ডী কাত্যায়নৌ সতী
বৃষধ্বজা শূলধর্যা পরমা ব্রহ্মচারিণী ।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রমাতা চ পার্শ্বতী সিংহবাহিনী ॥২২॥
এবং ভদ্রা বিশালাক্ষীং দিব্যৈরৈতৈঃ

সুনামভিঃ ।

কৃতকৃত্যোঃ ভবদ্ব্যাসো বারাগস্তাঃ দ্বিজোক্তমাঃ
বারাগস্তাঃ বিশালাক্ষী গঙ্গা বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ
ভক্তিঃ পশুপতো তত্র তুর্লভঃ হি চতুষ্টিয়ম্ ॥২৪॥
যঃ পশুতি বিশালাক্ষীং স্নাত্বা গঙ্গাস্তিসি দ্বিজাঃ
অশ্বমেধসহস্রশ্চ কলমাপ্নোত্যাত্মতমম্ ॥২৫॥
বারাগস্তাঃ মহাহাত্ম্যমিতি কিঞ্চিদ্রয়োদিতম্ ।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্যপি ধাতি মাহেশ্বরঃ পদম্ ॥২৬॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে ত্রিলোচন-মাহাত্ম্যাদি
কথনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

আপনি আয়তি, নিয়তি, যৌদৌ, তুর্গা, ভদ্রা
এবং প্রমাথিনী; আপনি কালরাত্রি, মহা-
মায়া, রেবতী; ভূতনায়িকা; আপনি গৌতমী,
কোশিকী, আৰ্য্য, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী
(নিত্যা); আপনি বৃষধ্বজা, শূলধারিণী,
পরমা ব্রহ্মচারিণী; আপনি মহেন্দ্রমাতা
উপেন্দ্রমাতা, পার্শ্বতী এবং সিংহবাহিনী।
হে দ্বিজোক্তমগণ! ব্যাস বারাগসীতে এই
সকল দিব্য সুনাম দ্বারা বিশালাক্ষীকে স্তুত
করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কালীতে বিশা-
লাক্ষী, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর শিব এবং শিবভক্তি
এই চারিটি তুর্লভ। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি
গঙ্গাজলে স্নান করিয়া বিশালাক্ষী দর্শন
করে, তাহার সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের উৎকৃষ্ট
ফল লাভ হয়। এই কালীমাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ
আমি কীৰ্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা পাঠ
বা শ্রবণ করে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি
হয়। ১৪—২৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়ঃ উচুঃ ।

কিং লক্ষণং পুরাণানাং তেষাং দানেন কিং
ফলম্ ।

অন্তেষামপি দানানাং ব্রতানাক বিশেষতঃ ॥১॥

বর্ণনামাশ্রমাণাক তেষাং বৈ লক্ষণং যথা ।

ততঃ শ্রাদ্ধবিধানক প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥২॥

সর্বমেতদশেষেণ স্মৃত নো বক্তুমর্হসি ॥৩॥

স্মৃত উবাচ ।

যত্কং ভানুনা পূর্বে পুত্রায় মনবে দ্বিজাঃ ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যাম শৃণুধ্বং গদতো মম ॥৪॥

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশা মনস্তরাণ চ ।

বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মাদীনাং পুরাণান্যুক্তমেতত্তু লক্ষণম্ ।

এতচ্চোপপুরাণানাং খিলদ্বালক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্ম পুরাণং তত্রাদ্যং সংহিতায়াং বিভূষিতম্

শ্লোকানাং দশসাহস্রং নানাপুণ্যকথায়ুতম্ ॥৭॥

পাদ্যং দ্বিতীয়ং কাথিতং তৃতীয়ং বৈষ্ণবং স্মৃতম্

নবম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে স্মৃত! পুরাণের
লক্ষণ কি? পুরাণদানে ফল কি? অমৃত
দান এবং ব্রতেরই বা বিশেষ বিশেষ ফল
কি আছে? বর্ণাশ্রমফল, তাহার লক্ষণ,
শ্রাদ্ধবিধি এবং প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়? এই
সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলিতে
আজ্ঞা হয়। স্মৃত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ!
পূর্বে সূর্য্য স্বীয় পুত্র মনুকে (এ বিষয়ে)
যাণ বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি,
শ্রবণ কর। স্মৃতি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মনস্তর-
বর্ণনা এবং বংশানুচরিত কাণ্ডন,—পুরাণ
এই পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন। ইহা ব্রাহ্মাদি পুরাণের
লক্ষণ; সেই সকল পুরাণের ‘খিল’ (পরিশিষ্ট)
বলিয়া তাহাই উপপুরাণেরও লক্ষণ। ১—৬।
প্রথম পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ; ইহাতে দশ সহস্র
শ্লোক আছে, নামাবিধি পবিত্র কথা আছে
এবং সংহিতার শোভা আছে। দ্বিতীয়

চতুর্থঃ বায়ুনা প্রোক্তঃ বায়বীয়মিতি স্মৃতম্ ॥৮
 ততো ভাগবতঃ প্রোক্তঃ ভাগবদ্বিভূষিতম্ ।
 চতুর্ভিঃ পর্ক্ভিঃ প্রোক্তঃ ভবিষ্যঃ তদনন্তরম্
 নারদীয়ঃ তথাগ্নেয়ঃ মার্কণ্ডেয়মতঃ পরম্ ।
 দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং পরম্ ॥১০
 ভাগবদেয়েন লৈঙ্গঞ্চ ততো বরাহমুত্তমম্ ।
 সংযুক্তমষ্টভিঃ খণ্ডৈঃ স্কন্দকৈবর্তবিস্তরম্ ॥১১
 ততঃ বামনঃ কোশ্মঃ ভাগবদ্বিবিজিতম্ ।
 মাৎসর্য গারুড়ঃ প্রোক্তঃ ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্
 ভাগবদেয়েন কথিতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ।
 খিলানু্যপপুরাণানি যানি চোক্তানি স্মৃতিভিঃ ॥
 ইদং ব্রহ্মপুরাণস্ত খিলং সৌরমুত্তমম্ ।
 সংহিতাদ্বয়সংযুক্তং পুণ্যং শিবকথাশ্রমম্ ॥১৪
 আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া সূর্য্যভাষিতা

পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপ্রোক্ত
 বায়বীয় নামে খ্যাত চতুর্থ পুরাণ অর্থাৎ
 চতুর্থ বায়ুপুরাণ, চতুঃপর্ক্বে কথিত ভাগবদ্বি-
 ভূষিত ভাগবত * তৎপরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম
 পুরাণ। ভবিষ্যপুরাণ, তৎপরবর্তী (ষষ্ঠ),
 নারদীয় (৭ম), আগ্নেয় (৮ম) এবং মার্ক-
 ণ্ডেয় (৯ম), পরপরবর্তী পুরাণ। দশম পুরাণ
 ব্রহ্মবৈবর্ত। লিঙ্গপুরাণ একাদশ। লিঙ্গ-
 পুরাণ দুই ভাগে কথিত হইয়াছে। উত্তম
 বরাহপুরাণ তৎপরবর্তী (১২শ), অষ্টখণ্ডে
 বিভক্ত অতি বিস্তৃত স্কন্দপুরাণ (১৩শ),
 অনন্তর বামনপুরাণ (১৪শ), ভাগবদ্বয়সম্পন্ন
 কূর্মপুরাণ (১৫শ), অনন্তর মাৎসর্যপুরাণ,
 গারুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। ব্রহ্মাণ্ড-
 পুরাণ দুই ভাগে কথিত হইয়াছে। উপ-
 পুরাণ সকল 'খিল'† নামে কথিত। এই
 অল্পতম সৌরপুরাণ ব্রহ্মপুরাণের খিল।
 শিবকথাশ্রিত পবিত্র পুরাণের এই দুই
 সংহিতা আছে। তন্মধ্যে প্রথম সংহিতা

ইয়ং পুণ্যতমা খ্যাতা সংহিতা পাপনাশিনী ॥১৫
 বৈবস্বতায় মনবে কথিতা রবিণা পুরা ।
 দানমস্ত পুরাণস্ত দানানামুত্তমং দ্বিজাঃ ॥১৬
 যো হৃদ্যাচ্ছিবভক্তায় ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ।
 যানি দানানি লোকেষু প্রসিদ্ধানি দ্বিজোত্তমাঃ
 সর্বেষাং ফলমাপ্নোতি চতুর্দশাং ন সংশয়ঃ ॥১৭
 ক্রাক্ষঃ পুরাণং প্রথমং দদাতি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
 পাদ্মঃ ব্রহ্মাণমুদিশু যো দদাতি গুরোর্দিনে ।
 দ্বিজায় বেদবিদুষে জ্যোতিষ্টোমকলং লভেৎ
 বৈবস্বৎ বিষ্ণুমুদিশু দ্বাদশাং প্রায়তঃ শুচিঃ ।
 অনুচিনায় যো দদ্যাৎ বৈবস্বৎ পদমাশ্রুয়াৎ ॥ ২০
 দদাতি সূর্য্যভক্তায় যন্ত ভাগবতং দ্বিজাঃ ।
 সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ সর্বরোগবিবর্জিতঃ ।
 জীবৈবর্ষশতং সাগ্রমন্তে বৈবস্বতং পদম্ ॥ ২১

সনৎকুমার-কথিত। দ্বিতীয় সংহিতা সূর্য্য-
 কথিত। এই পাপনাশিনী পবিত্র সংহিতা
 পূর্ব্বকালে বৈবস্বত মনুর নিকট সূর্য্যদেব
 কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! এই
 পুরাণপ্রদান দানসমূহের মধ্যে উত্তম। যে
 ব্যক্তি চতুর্দশী তিথিতে শিবভক্ত তপস্বী
 ব্রাহ্মণকে এই পুরাণ দান করে,—হে দ্বিজো-
 ত্তমগণ! সেই ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ সর্ববিধ
 দানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৭—১৭। যে ব্যক্তি
 ব্রহ্মসহকারে প্রথম পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ দান
 করে, সর্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সসন্মানে
 বাস তাহার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বৃহ-
 স্পত্যবারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার উদ্দেশে
 পদ্মপুরাণ দান করে, তাহার জ্যোতিষ্টোম-
 যজ্ঞ-ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি সংযত ও
 শুচি হইয়া দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে
 বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুপুরাণ দান করে,
 তাহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজগণ!
 যে ব্যক্তি সূর্য্যভক্তকে ভাগবত দান করে,
 সে সর্বপাপমুক্ত এবং সর্বরোগ-বিবর্জিত
 হইয়া কীৰ্ত্তন্যক শত বৎসর জীবিত থাকিবে।

* এখানে ভাগবত পদে দেবীভাগবত।
 কেননা, ত্রীমুখভাগবতে পর্ক-বিভাগ নাই।

† অংশাবিশেষ।

বৈশাখে শুক্লপক্ষস্ত তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা ।
 তস্মাৎ তিথৌ সংযতান্না ব্রাহ্মণ্যাহিতাগ্নয়ে ॥
 ভবিষ্যাখ্যঃ পুরাণস্ত দদাতি ব্রহ্মযজ্ঞিতঃ ।
 অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ২৩
 মার্কণ্ডেয়স্ত যো দত্তাৎ সপ্তম্যাং প্রযতান্নবান্ ।
 সূর্যালোকমবাপ্নোতি সৰ্বপাপবিবৰ্জিতঃ ॥ ২৪
 আগ্নেয়ং প্রতিপদেব প্রদত্তাদাহিতাগ্নয়ে ।
 রাজসূয়স্ত যজ্ঞস্ত ফলং ভবতি শাশ্বতম্ ॥ ২৫
 দদাতি নারদীয়ঃ যশ্চতুর্দশ্যাং সমাহিতঃ ।
 দ্বিজায় শিবভক্তায় শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
 যো দত্তাদব্রহ্মবৈবৰ্ত্তং বৈকবায় সমাহিতঃ ।
 ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিহীনতম্ ॥ ২৭
 কার্তিকস্ত চতুর্দশ্যাং শুক্লপক্ষস্ত সূর্যবতঃ ।
 নৈমঃ দত্তাদ্বিজেন্দ্রায় শিবার্চনরতায় বৈ ॥ ২৮
 সৰ্বপাপবিনির্মুক্তঃ সৰ্বৈশ্বর্য্যসমম্বিতঃ ।
 হাতি মাহেশ্বরঃ ধাম সৰ্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥
 দ্বাদশ্যাং সংযতো ভূত্বা ব্রাহ্মণায় তপ স্বনে ।

অন্তে সূর্যালোক প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে ব্রহ্মসহকারে সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে ভবিষ্যপুরাণ দান করে, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সপ্তমী তিথিতে পবিত্রচিত্তে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ দান করে, সে সৰ্বপাপবর্জিত হইয়া সূর্যালোক প্রাপ্ত হয়। প্রতিপদ তিথিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে অগ্নিপুরাণ দান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া চতুর্দশীতিথিতে শিব-ভক্ত ব্রাহ্মণকে নারদীয় পুরাণ দান করে, তাহার শিবলোকে সসন্মানে বাস হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া বৈকবকে ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণ দান করে, তাহার প্রত্যাগমনবর্জিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সূর্যবত ব্যক্তি কার্তিক মাসের শুক্লচতুর্দশীতে শিব-পূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠকে লিঙ্গপুরাণ দান করে, সে ব্যক্তি, সৰ্বপাপমুক্ত ও সৰ্ব-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সৰ্বলোকোপরিস্থিত

যো বৈ দদাতি বারাহং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি
 স্কন্দং শিবচতুর্দশ্যাং প্রদত্তাচ্ছিবযোগিনে ।
 জ্ঞানী ভবতি বিপ্রেন্দ্রা মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩১
 দ্বাদশ্যাং বা চতুর্দশ্যাং দত্তাদ্বামননুত্তমম্ ।
 তস্মাৎ দেবস্ত তং লোকং প্রাপ্নোত্যক্ষয়নুত্তমম্
 দত্তাৎ কোশ্ম্যং চতুর্দশ্যাং যোগিনে প্রযতান্ননে
 সৰ্বদানস্ত যৎ পুণ্যং সৰ্বযজ্ঞস্ত যৎ ফলম্ ।
 প্রাপ্নোতি তৎ ফলং বিদ্বানন্তে শৈবং পরং পদম্
 মাৎস্তং দত্তাদ্বিজেন্দ্রায় প্রযতশ্চোত্তরায়ণে ।
 বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥
 গারুড়ং শিবমুদিত্ত দত্তাচ্ছিবতিথৌ দ্বিজাঃ ।
 বাজপেয়সহস্রস্ত ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৩৫
 প্রদত্তাচ্ছিবভক্তায় ব্রহ্মাণুমিতি যৎ স্মৃতম্ ।

মহেশ্বরধামে গমন করে। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া দ্বাদশী-তিথিতে তপস্বী ব্রাহ্মণকে বারাহ পুরাণ দান করে, তাহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! শিবচতুর্দশীতে শিবযোগীকে স্কন্দপুরাণ প্রদান করিলে, মহাদেবপ্রসাদে জ্ঞানী হইয়া থাকে। দ্বাদশী বা চতুর্দশীতে উত্তম বামনপুরাণ দান করিলে সেই দাতার সেই উত্তম অক্ষয়লোক * প্রাপ্তি হয়। ১৮—৩২। চতুর্দশী তিথিতে প্রযতান্না যোগী পুরুষকে কুর্মপুরাণ দান করিলে সৰ্ব-বিধ দান ও যজ্ঞের যে ফল, তাহা লাভ করা যায় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সেই ব্যক্তি অন্তে শিবের পরমপদ লাভ করিতে পারে। সংযত হইয়া উত্তরায়ণে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে যৎস্ত পুরাণ যে দান করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে আদরের সহিত বাস করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিবতিথিতে, শিবোদ্দেশে গারুড়পুরাণ দান করিলে, সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল লাভ হয়। হে সূর্যবত-

* দ্বাদশীতে দান করিলে বিষ্ণুলোক এবং চতুর্দশীতে দান করিলে শিবলোক-প্রাপ্তি হয় অথবা বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এই অর্থ।

শিবস্ত পুরতো ভক্ত্যা সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে ॥
 চন্দ্রস্ত গ্রহণে বাধ ভানোরপি চ সূর্য্যতাঃ ।
 গণাধিপতামাপ্নোতি দেবদেবস্ত শূলমঃ ॥ ৩৭
 এবমুক্তঃ পুরাণানাং ক্রমো দানেন যৎ ক-ম
 প্রোক্তঃ সমাসতো বিপ্রাঃ সূর্য্যো যৎ স্বয়মব্রবীৎ
 যঃ পঠেদিমমধ্যায়ঃ মহাদেবস্ত সন্নিধৌ ।
 সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৩৯
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে পুৰাণে শ্রীসৌর্য্যে সূত
 শৌনকসংবাদে ব্রাহ্মদিপুরাণক্রমদানফল-
 কথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলঞ্চ চতুর্বিধম্ ।
 দানং পাত্রে প্রদাতব্যং নাপাত্রেহপাণ্ডুমাংসকম্
 পাত্ৰভূতান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 ভানুনা দেবদেবেন মনবে কথিতাশ্চ যে ॥ ২

গণ! দক্ষিণায়নে চন্দ্রগ্রহণে বা সূর্য্য-
 গ্রহণে শিবসম্মুখে ভক্তিসহকারে শিবভক্ত
 ব্যক্তিকে ব্রাহ্মপুৰাণ দান করিলে, দেব-
 দেব শূলপাণির গণাধিপতিত্ব লাভ হয়। হে
 বিপ্রগণ! পুরাণদানে যে ফল হয়, তাহার
 পারিপাট্য, স্বয়ং সূর্য্যের বাক্যামুসারে আমি
 এই সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি
 শিবসন্নিধানে এই অধ্যায় পাঠ করে, সে
 সকল-পাপমুক্ত হইয়া, বাজপেয়-যজ্ঞফল
 প্রাপ্ত হয়। ৩৩—৩৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য
 এবং বিমল এই চারিপ্রকার দান। সৎ-
 পাত্রে দান করিবে, অপাত্রে অণুমাাত্র দান
 করিবে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দেবদেব সূর্য্য

ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যাতে ভুবনত্রয়ে ।
 দানেন প্রাপ্যতে স্বৰ্গঃ শ্রীর্দানেনৈব লভ্যতে
 দানেন প্রাপ্নুয়াৎ সৌখ্যং রূপং কাস্তিঃ যশো
 বলম্ ।
 দানেন জয়মপিপ্রাপ্তি মুক্তির্দানেন লভ্যতে ॥ ৪
 দানেন শত্রুন জয়তি ব্যাধির্দানেন নশ্ততি ।
 দানেন লভতে বিদ্যাং দানেন যুবতীঃ জনাঃ ॥ ৫
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানাং সাধনং পরমং স্মৃতম্ ।
 দানমেব ন চৈবাশ্রয়িত্বং দেবোহব্রবীজ্জিবিঃ ॥ ৬
 তস্মাদানায় সৎপাত্ৰং বিচার্য্যেব প্রযত্নতঃ
 দাতব্যমশ্রুত্বা সৰ্ব্বং তস্মন্নীব হতঃ ভবেৎ ॥ ৭
 বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞাঃ শাস্ত্রাশ্চৈব জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 শ্রোতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ কটুহীনঃ ॥ ৮
 তপস্বিনস্তীর্থবতাঃ কৃতজ্ঞা মিতভাষিণঃ ।
 গুরুশ্রদ্ধাযুক্তাঃ নিত্যং স্বাধ্যায়শীলিনঃ ॥ ৯
 মহাদেবার্চনরতা ভূতিশাসনভূষিতাঃ ।
 বৈকবাঃ সূর্য্যভক্তা বা পাত্ৰভূতা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

মনুর নিকট যে সকল সৎপাত্রে উল্লেখ
 করিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে দানের অধিক আর
 কিছু নাই। দান দ্বারা স্বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য
 লাভ হয়। দান দ্বারা সুখ, রূপ, কাস্তি, যশ
 এবং বল প্রাপ্তি হয়। দান দ্বারা জয়
 এবং মুক্তি লাভ হয়। দান দ্বারা শত্রুজয়,
 দান দ্বারা রোগনাশ, দান দ্বারা বিদ্যালভ
 এবং দান দ্বারা তরুণীলাভ হয়। দানই
 ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পরম সাধন,
 অন্ত কিছু নহে; ইহা সূর্য্যদেব বলিয়াছেন।
 অতএব প্রযত্নসহকারে সৎপাত্ৰ নির্ণয়
 করিয়াই দান করা কর্তব্য; নতুবা সমস্তই
 ভস্মে আহুতির স্তায় হয়। বেদবেদান্ত-
 তত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্র, জিতেন্দ্রিয়, শ্রোতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠ,
 সন্যানিষ্ঠ, বহুকটুহসম্পন্ন, তপস্বী, তীর্থনিরত,
 কৃতজ্ঞ, মিতভাষী, গুরুশ্রদ্ধাযুক্ত, স্বাধ্যায়-
 শীল, শিবপূজারত, ভূতিশাসনভূষিত, বৈকব
 বা, সূর্য্যভক্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সৎপাত্ৰ। ১—১০।

এভ্য এব প্রদাতব্যমীহেদানফলং যদি ।
 আপদ্যপি ন দাতব্যমন্তোভা ইতি নিশ্চিতম্ ॥
 যন্ত মাহেশ্বরো বিপ্রো জাতিমাত্রোহ'প যতপি
 উত্তমঃ সৰ্বপাত্ৰাণাং তস্মৈ দত্তং তদক্ষয়ম্ ॥১২
 শিবভক্তমতিক্রম্য যচ্চাত্তস্মৈ প্রদীয়তে ।
 নিফলং তত্তবেদানং নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ১৩
 তস্মাৎ পাত্ৰতমং ভ্রাতৃ শিবভক্তমকল্পয়ম্ ।
 তস্মৈ সৰ্বং প্রদাতব্যমক্ষয়ং ফলমিচ্ছতা ॥ ১৪
 দানং কলমমুদিশু সৰ্বদা যৎ প্রদীয়তে ।
 তদানং নিত্যমিত্যুক্তং দেবদেবেন ভানুনা ॥
 দানং পাপনিবৃত্তার্থং শ্রদ্ধয়া যৎ প্রদীয়তে ।
 প্রোক্তং নৈমিত্তিকং দানমুযিভির্বেদবাদিভিঃ ॥
 পুত্রার্থং বা ধনার্থং বা স্বর্গার্থং বাচ্ছতোহপি বা
 যদানং দীয়তে ভক্ত্যা কামামিত্যভিধীয়তে ॥
 হরন্তু প্রীণনার্থং যচ্ছিবভক্তায় দীয়তে ।
 দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনম্ ॥

দানফলে অভিনাশ থাকে ত ইহাদিগকেই
 দান করবে । আপৎকালেও অন্য ব্যক্তিকে
 দান করবে না, ইহা নিশ্চয় । (আর সৰ্ব-
 গুণ-বর্জিত হইলেও) জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ যদি
 শৈব হন, ত তিনি (পুরোক্ত) সৰ্ববিধ সৎ-
 পাত্ৰ অপেক্ষা উত্তম পাত্ৰ । তাঁহাকে দান
 করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি
 শিবভক্তকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্যক্তিকে
 দান করে, তাহার সেই দান নিফল হয় এবং
 তাহার নরবভোগ হয় । অতএব অক্ষয়-
 কলাভিনাশী ব্যক্তি, শিবভক্ত নিম্পাপ
 ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠপাত্ৰ বিবেচনা করিয়া তাঁহা-
 কেই সকল দান করবেন । কলোদ্দেশ না
 করিয়া সৰ্বদা যাহা দান করা যায়, দেবদেব
 সূর্য্য তাহাকে নিত্যদান বলিয়াছেন । শ্রদ্ধা-
 সহকারে পাপক্ষয়ার্থ যাহা দান করা যায়,
 বেদবাদী ঋষিগণ তাহাকেই নৈমিত্তিক দান
 বলিয়াছেন । পুত্রের জন্ত, ধনের জন্ত,
 স্বর্গের জন্ত বা অন্য কোন কলের জন্ত
 ভক্তি সহকারে যে দান করা যায়, তাহাই
 বাম্য নামে কথিত ; শিবপ্রীতি উদ্দেশে

যৎকিকির্দীয়তে দানং দরিদ্রায় বিশেষতঃ ।
 দানং তদধিকং প্রোক্তং স্বকুটুম্বাবিরোধতঃ ॥১১
 স্বল্পামপি মহীঃ যন্ত দদাতি শ্রদ্ধয়াষিতঃ ।
 স যাতি ব্রহ্মসদনং যত্র দেবঃ স্বয়ং বিরাট্ ॥২০
 ইক্ষুগোধূমতুবরায়ৈবৈশ্চ সহিতাঃ মহীম্ ।
 যো দদাতি দরিদ্রায় স যাতি সবিতুঃ পদম্ ॥২১
 অপি গোচর্য্যমাত্ৰাঃ যো দদাতি শ্রদ্ধয়াষিতঃ ।
 শিবভক্তায় শাস্তায় সৰ্বপাত্ৰৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২২
 ন ভূমিদানাদধিকং দানমন্তীহ ভূতলে ।
 তদানং হি দরিদ্রায় দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ২৩
 আঢ্যায় নৈব দাতব্যং ভূমিদানং বিশেষতঃ ।
 যো দদাতি ভয়াৎ স্নেহাৎ সৌহৃদ্যং নরকং
 ব্রজেৎ ॥ ২৪

যৈর্দত্তা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ গ্রামাঃ পরমধার্ম্মিকৈঃ ॥
 শিবভক্তকে যে দান করা যায়, তাহা বিমল
 নামে অভিহিত ; বিমল-দান, কেবল মুক্তির
 সাধন । নিজ পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ-
 ক্রেশ না দিয়া বিশেষ দরিদ্রকে যে দান করা
 যায়, তাহা (পুরোক্ত চতুর্বিধের) অধিক দান
 নামে কথিত । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
 অল্পমাত্র ভূমিও প্রদান করে, স্বয়ং বিরাট্
 যথায় অবাস্থত, সেই ব্রহ্মলোকে তাহার
 গমন হয় । ইক্ষু, গোধূম, অরহর এবং যবের
 সহিত ভূমি, দরিদ্রকে যে ব্যক্তি দান করে,
 তাহার সূর্যালোকপ্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি
 শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গোচর্য্যমাত্র ভূমিও শাস্ত
 শিবভক্ত ব্যক্তিকে দান করে, সকল পাপ
 হইতে তাহার নিষ্কৃতি হয় ॥১১—২২। এই ভূমি-
 ওলে ভূমিদানাদধিক দান নাই । দরিদ্রকে ভূমি-
 দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় । ধনাঢ্য
 ব্যক্তিকে কদাচ (দান) বিশেষতঃ ভূমিদান
 করবে না ; ভয় বা স্নেহ বশতঃ যে
 তাহা করিবে, তাহার অক্ষয় নরক ভোগ
 হইবে । যে সব পরম ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ-
 গণকে গ্রাম দান করেন, * তাঁহাদিগের

* অনন্তর কলবোধক শ্লোকাংশ
 পতিত হইয়াছে । ইহা বেশ বোধ হয় ।

গৃহিষ্ঠে যে করংতেষু লোভাচ্ছাঃ পাপিনো নৃপাঃ
 নরকেষু বিপচ্যন্তে যাবৎ কল্মাষুতজয়ম্ ॥ ২৬
 তদন্তে মক্ষিকা যুকা মৎকুণা মশকাস্তথা ।
 কুময়ো জালপাদাশ্চ শূকরাঃ পক্ষিণস্তথা ॥ ২৭
 শানো গোধাঃ শশাঃ সেধা গর্দভাশ্চ পিপীলিকাঃ
 মুষকাঃ কুকলাশ্চ বৃক্ষশুল্কাদয়স্তথা ॥ ২৮
 ভবন্তি যুগসাহস্রং তদন্তে স্নেচ্ছজাতয়ঃ ।
 ন তেষাং নিকৃতির্দৃষ্টা প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ২৯
 ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নোতি কালেন মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 দ্বিজগ্রামকরগ্রাহী নৈব শুদ্ধিমবাগ্নুযাৎ ॥ ৩০
 তস্মাৎ পরিহরেৎ তত্র করং যত্নেন বুদ্ধিমান্ ।
 বিপ্রগ্রামকরাদানাদধিকং নাস্তি পাতকম্ ॥ ৩১
 দানানামুত্তমং দানং বিদ্যা দানং বিহুবুধাঃ ॥ ৩২
 তচ্চ দানং বিনীতায় বর্ণাশ্রমরতায় চ ।
 ব্রাহ্মণায়ৈব শান্তায় শুক্লবর্ণরতায় চ ।
 দত্তং তদব্রহ্মলোকায় বিদ্যা দানং প্রচক্ষতে ॥ ৩৩

প্রদত্ত সেই সব গ্রামের কর যে সকল
 লোভাচ্ছ পাপিষ্ঠ রাজারা গ্রহণ করে, তিন
 অযুত কল্প তাহারা নরকে পচিয়া থাকে ।
 তৎপরে, মক্ষিকা, যুক, মৎকুণ, মশক, কুমি,
 জালপাদ জীব, শূকর, পক্ষী, কুকুর, গোধা,
 শশক, শল্লকী, গর্দভ, পিপীলিকা, মুষিক,
 কুকলাস, বৃক্ষ এবং গুল্ম ইত্যাদি জন্ম
 সহস্রযুগ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া শেষে স্নেচ্ছ-
 যোনি প্রাপ্ত হয়; বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও
 তাহাদের নিকৃতি দেখা যায় না। হে মুনি-
 শ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মহত্যাকারীও কালক্রমে শুদ্ধ
 হয়, কিন্তু বিপ্রলক গ্রামের যে কর গ্রহণ করে,
 তাহার শুদ্ধি হয় না। অতএব, বুদ্ধিমান
 রাজা সে গ্রামের কর ত্যাগ করিবে; ব্রাহ্মণ-
 গ্রামের কর গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পাতক
 আর নাই। পাণ্ডিত্য বিবেচনা করেন,
 সর্বদান অপেক্ষা বিদ্যা দান উত্তম; কিন্তু
 বিনয়ী এবং বর্ণাশ্রমরত শান্ত সেবক
 ব্রাহ্মণকে সেই দান করিবে। কথিত
 তথাপি মূলপাঠানুসারে সঙ্গতির অন্ত চেষ্টা
 করিয়াছি।

অন্নদানং প্রশংসন্তি বিহস্যো বেদবাদিনঃ ।
 অন্নমেব যতঃ প্রাণাঃ প্রাণদানসমং হি তৎ ॥ ৩৪
 তস্মাদহরহর্দেয়মন্নমেব বিচক্ষণৈঃ ।
 অপরীক্ষ্যৈব সর্বেভ্য ইতি স্বায়ত্ত্বশাসনাৎ ॥ ৩৫
 প্রীতো বীরিকিরন্নেন প্রীতশ্চ কমলাপতিঃ ।
 প্রীতশ্চ ভগবান্ শত্ভুরন্নেনৈব শচীপতিঃ ।
 তস্মাদ্বিশিষ্টং তদানমাহর্ষেদবিদো বুধাঃ ॥ ৩৬
 আমমন্নং গৃহস্থায় নৈব পকং কদাচন ।
 নাশ্বগায় নিষকং তদতি দেবোহব্রবীজবিঃ ॥
 জলদানমপি প্রোক্তমন্নদানেন বৈ সমম্ ।
 জীবনং সর্বভূতানাং জলমেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৭
 তিলদঃ পুত্রমাপ্নোতি বাসোদঃ কান্তিমুত্তমাম্ ॥
 দীপদো নির্মলাং দৃষ্টিং যানদঃ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৩৮
 শয্যা প্রদশ্চাপি তথা ধাত্তদঃ সৌখ্যমুত্তমম্ ।
 অশ্বিনোলোকমাপ্নোতি সৌন্দর্য্যং ঘোটকপ্রদঃ
 ব্রহ্মদানং মহদানমিতি বেদবিদো বিহঃ ।

আছে, বিদ্যা দানে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।
 বেদবাদিগণ, অন্নদানের প্রশংসা করেন;
 অন্নই প্রাণ কিনা, তাই অন্নদান এবং প্রাণ-
 দান সমান। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ
 ব্রহ্মার আদেশে পরীক্ষা না করিয়া প্রত্যহ
 সকলকেই অন্নদান করিবে। অন্ন দ্বারা
 ব্রহ্মা, বসু, ভগবান্, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র
 সকলেই প্রীত হন। এইজন্য বেদবিৎ
 পাণ্ডিত্যের অন্নদানকে বিশিষ্ট দান বলিয়া-
 ছেন। গৃহস্থ ব্যক্তিকে আমান্ন দান করা
 উচিত, পকান্ন দান কর্তব্য নহে; কিন্তু
 পথিককে পকান্ন দান করা নিষিদ্ধ নহে;
 সূর্য্যদেব ইহা বলিয়াছেন। ২৩—৩৭ ৷ হে
 দ্বিজোত্তমগণ! জলদানও অন্নদানের তুল্য
 বলিয়া কথিত হইয়াছে; জলই সর্বভূতের
 জীবন। তিলদান করিলে পুত্র লাভ, বস্ত্র
 দান করিলে উত্তম শাস্তি লাভ, দীপদানে
 নির্মল দৃষ্টি লাভ, যানদানে উত্তম স্ত্রী লাভ,
 শয্যা দান ও ধাত্তদানে উত্তম সুখ লাভ এবং
 ঘোটকদানে সৌন্দর্য্য লাভ ও অশ্বিনীকুমার-
 লোক প্রাপ্তি হয়। বেদবেৎগণ বেদদানকে

তন দানেন মহতা সাধুজ্যঃ ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ৪১

বৃহীত্বা বেতনং বেদং যোহধ্যাপয়তি মৃতধীঃ ।

অধীভে যো হি বা দত্ত্বা তাবুভৌ পাপিনৌ

স্মৃতৌ ॥ ৪২

তয়োর্মুখগতা বেদা নিন্দিতাঃ সর্বকর্মানু ।

সুরাভাগুগতঃ তোয়ঃ যথা ভবতি নিন্দিতম্ ॥

গবাং গ্রাসপ্রদানেন মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৪৪

যানি ভোজ্যানি মূলানি ফলানি বিবিধানি চ ।

শাকানি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত্বাত্যস্তঃ সুখী ভবেৎ

ইক্ষনানাং প্রদানেন জঠরাগ্নিপ্রদীপনম্ ।

পরলোকগতানাঞ্চ ছত্রদানং সুখপ্রদম্ ॥ ৪৬

রোগিণে রোগশাস্ত্যর্থমৌষধং যঃ প্রযচ্ছতি ।

রোগগীনঃ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবতি সর্বদা ॥ ৪৭

গামজকৃত্য যো দত্ত্বাৎ সবৎসাক্ষ সদক্ষিণাম্ ।

সকৌরবীঃ দ্বিজেন্দ্রায় ব্রহ্মণ্য দ্বিজপুত্রবাঃ ॥ ৪৮

প্রাপ্নোতি শাশ্বতাল্লোকাননানাভোগসমাবধান

সংখ্যা নৈবাস্তি পুণ্যানাং কপিলায়াঃ প্রদানতঃ

কৃষ্ণাজিনঞ্চ মাহিষী মেঘা চ দশ ধেনবঃ ।

মহাদান স্থির করিয়াছেন । সেই মহাদানে ব্রহ্মসাধুজ্য লাভ হয় । যে মৃতবুদ্ধি ব্যক্তি বেতন গ্রহণ করিয়া, বেদাধ্যাপন করে এবং যে ব্যক্তি বেতন দিয়া তাহা অধ্যয়ন করে, তাহার উভয়েই পাপী । সুরাভাগুহ জলের জ্বায় সেই দুই জনের মুখোচ্চারিত বেদও সর্বকার্য-নিন্দিত । গোগ্রাসপ্রদান দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্তি হয় । বিবিধ ফল, মূল, শাক ইত্যাদি যাহা যাহা ভোজ্য, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে অত্যন্ত সুখ হয় । ইক্ষনদানে জঠরাগ্নিবৃদ্ধি হয় । ছত্রদানে মৃত-ব্যক্তিদিগের সুখ হয় । যে ব্যক্তি রোগীকে রোগশাস্তির জন্ত ঔষধ প্রদান করে, সে ব্যক্তি যোগহীন ও দীর্ঘায়ু হয় এবং সর্বদা সুখে থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণ! যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-সহকারে, হৃদবতী সবৎসা গাভী অলঙ্কৃত করিয়া, দক্ষিণাসহ সদব্রাহ্মণকে দান করে, নানাভোগসমবিত অক্ষয় লোকসমূহ প্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মলোকপ্রদারিত্তুলাপুরুষ এব চ ॥ ৫০

ষোড়শ ক্রতবো যে চ দানং তীর্থেষু যৎ স্মৃতম্

তদক্ষয়ং ভবেদানং যোগিনে চ বিশেষতঃ ।

অয়নে বিবুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

সংক্রান্ত্যাতিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥

শিবমুদ্दिष्ट যদত্তং শ্রবণং বা যদি বা বহু ।

শিবালয়ে বিশেষণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫৩

বিশাখক্ষেণ সংযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ ॥

তস্তাং তিথৌ তু সম্পূজ্যব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা

কৃষ্ণৈরেব তিষ্ঠৈবিশ্বান্ মধুনা বাপ্যপোষিতঃ ।

ধর্ম্মরাজো যমঃ সাক্ষাৎ প্রীয়তামিতি শক্তিতঃ

দদ্যাৎসেদার্থজুশে যদি বা শিবযোগিনে ।

যাবজ্জীবং কৃতেঃ পাটৈঃ কার্যকৈর্বাঘ্ননৈ-

গতেঃ ।

মুচ্যতে তৎকর্ণাদেব ধর্ম্মরাজপ্রসাদতঃ ॥ ৫৬

কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী ।

দদাতি যন্ত বিপ্রায় সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৭

কপিলাদানের অসংখ্য পুণ্য । কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, মাহিষী, মেঘী, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিহেতু দশধেনু, তুলাপুরুষদান, ষোড়শযজ্ঞ এবং তীর্থে দান অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ সেই দান যদি যোগীদিগকে করা যায় ১০৮—৫০ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, অয়নসংক্রান্তি, বিবুবসংক্রান্তি এবং অপরাপর সংক্রান্তি প্রভৃতি কালে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় । শিবোদ্দেশে যাহা দান করা হয়, তাহা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তাহাই অক্ষয়, বিশেষতঃ শিবালয়ে বৈশাখী পূর্ণিমা, যদি বিশাখানক্ষত্রযুক্ত হয়, তু উপবাসী থাকিয়া, সেই তিথিতে কৃষ্ণতিল এবং মধু দ্বারা সাত জন, অভাবে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া ‘সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম প্রীত হউন’ বলিয়া বেদার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা শিবযোগীকে যথাশক্তি দান করিবে । তাহাতে ধর্ম্মরাজের প্রসাদে তৎকর্ণাৎ তাহার যাবজ্জীবনকৃত কার্যিক, বাচিক এবং মানসিক পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয় । যে ব্যক্তি কৃষ্ণসার-চর্ম্মে তিল রাখিয়া

গামরমুহুতক বৈশাখ্যাঃ সম্প্রদক্ষতি ।
 ত্রীতয়ে ধর্ম্যরাজস্ত সর্বপাঠৈ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৮
 প্রসিদ্ধা যা শিবতিথির্মাষে কৃষ্ণচতুর্দশী
 তস্তাঃ তিথৌ নরো ভক্ত্যা দেবমুদ্दिष्ट শঙ্করম্
 দদাতি হেম বাসো বা কলঃ ধাত্তমথাপি বা ।
 যৎকিঞ্চিদেদতিহুযে দত্তঃ ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৬০
 অভয়ঃ সপত্নতেভ্যো দদ্যাদানং পরং স্মৃতম্
 ন তন্মাদধিকং দানং বিদ্যাতে চ ধর্মেবিনা ॥ ৬১
 এবং দানকলং প্রোক্তং পুরাণেহাস্মিন পৃথক্
 পৃথক্ ।
 পঠেদ যঃ শৃণ্বাথাপি গোদানম্ কলং লভেৎ
 ইতি ত্রীমুখপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্ত-
 শৌনকসংবাদে দানার্হবিপ্রাদিকথনঃ
 নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তাহা এবং সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ব্রাহ্মণকে
 দান করে, তাহার সর্বপাপক্ষয় হয়। যে
 ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্ম্যরাজের ত্রীতি-
 উদ্দেশে গো, অশ্ব এবং জলপূর্ণ কুন্ত
 প্রদান করে, তাহার সর্বপাপক্ষয় হয়।
 প্রসিদ্ধ শিবতিথি—মাঘ মাসের কৃষ্ণ-
 চতুর্দশীতে যে মানব, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে
 ভক্তিসহকারে সুবর্ণ, বস্ত্র, কল বা ধাত্ত
 বা কিছু দান শিবোদ্দেশে করিবে, তাহাই
 তাহার অক্ষয় হইবে। সর্বভূতের প্রতি
 যে অভয়দান, তাহা পরমদান। ধন
 ব্যতীত সম্পাদনীয় সেই দান হইতে উৎকৃষ্ট
 দান আর নাই। এই পুরাণে এই প্রকার
 পৃথক্ পৃথক্ দানকল কীর্তিত হইল, যে
 ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহার
 গোদান-কল হইবে। ৫২—৬২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

অন্তদ্রবতমিদং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 নিবেন কথিতং সাক্ষাৎ শ্রুয়ং স্বদায় পৃচ্ছতে
 স্বন্দ উবাচ

দেবদেব মহাদেব শশাঙ্করুতশেখর ।
 ভর্গ বিবেকরেশান কারুণ্যামৃতবারিধে ॥ ২
 কস্ত প্রসীদাত কিপ্রং কেন বা জায়তে ভবান্
 যোগস্বদ্বয়ঃ কো বা জ্ঞানং স্বাস্বয়কাকম্ ॥ ৩
 সর্বমেতন্মহাদেব পুত্রস্নেহাদ্রবৌহ মে ॥ ৪
 ঈশ্বর উবাচ ।

মন্তকঃ সর্বদা স্বন্দ মৎপ্রয়ো ন গুণাধিকঃ ।
 সক্ষাশী সর্বভক্ষা বা সক্ষাচারবিলোপকঃ ॥ ৫
 মৎপরো বাজ্ঞনঃকার্দ্দৈর্মুক্ত এব ন সংশয়ঃ ॥ ৬
 নাহং প্রসন্নস্তপসান দানেন ন চেজ্যয়া ।
 তুষ্টোহহং ভাক্তলেশেন কিপ্রং যচ্চে পরং
 পদম্ ॥ ৭

একাদশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অন্ত
 তপস্তার বিষয় বলিতোছি, এই ব্রত সাক্ষাৎ
 শিব, কার্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়া-
 ছিলেন। কার্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
 হে শশাঙ্কশেখর দেবদেব মহাদেব! হে
 দয়ামৃতসাগর ভর্গ ঈশান বিবেকর! আপনি
 কাহার প্রতি নীঘ্র প্রসন্ন হন? আপনাকে
 অবগত হইতে পারে কে? স্বদ্বয়ক যোগ
 এবং জ্ঞান কি প্রকার? হে মহাদেব! পুত্র-
 বাৎসল্য বশতঃ আমাকে এই সমস্ত বলুন
 (তখন) ঈশ্বর বলিলেন,—হে কার্তিকেয়!
 আমার যে সতত ভক্ত, সেই আমার প্রিয়;
 আমার প্রীতির কারণ গুণাধিকতা নহে।
 সর্বপায়ী, সর্বভক্ষী, সর্বাচার-বিলোপী
 ব্যক্তিও যদি বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা
 মৎপরায়ণ হয় ত তাহারও নিশ্চয় মুক্তি হয়।
 আমার সন্তোষ তপস্তা, দান বা বজ্র দ্বারা
 ১০০ নং বিদ্যাঃ প্রত্যক্ষমায়াঃ খণ্ডিতঃ স্বয়ং দয়াঃ

প্রধারী সততঃ শান্তো রুদ্রাককরণঃ ।
 ভক্তঃ সত্যসঙ্কল্পো ভক্তঃ স্নাত্তমো মম ॥৮
 আবহীন্দুভক্তানামুত্তমো বৈকবঃ পরঃ
 কথানাং সহস্রেভ্যঃ শিবভক্তো বিশিষ্যতে
 পাপরতঃ ক্রুরঃ স্বাশ্রমাচারবর্জিতঃ ।
 ভক্তো যদি ভবেৎপূজ্যো মানুঃ স এব হি
 হংস দন্তঃ সমাশ্রিতা ভক্তানামুপজীবিকাঃ ।
 দারাং তেহাপি মুচ্যন্তে কিং পুনর্ভবেৎপবা

জনাঃ ॥ ১১

জানাঞ্চ মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি ভক্তঃ
 নেহহং স্বক জানাসি নন্দী জানাতি বা গুহ

এই আমি শীঘ্র তাহাকে পরমপদ দান
 করি। সতত শান্ত, ত্রিপুরধারী, রুদ্রাক-
 করণভূষণ, দন্তহীন এবং সত্যসঙ্কল্প
 পুরুষ, সেই আমার উত্তম ভক্ত। স্নাত-
 ত্ত, অগ্নিভক্ত এবং চন্দ্রভক্ত অপেক্ষা
 হুভক্ত বিশেষ শ্রেষ্ঠ। সহস্র বৈকব
 তে শিবভক্ত শ্রেষ্ঠ *। পাপনিরত স্বীয়-
 শ্রমাচার-বিগীন ক্রুর ব্যক্তিও যদি আমার
 ভক্ত হয় ত সেও পূজ্য এবং মান্য। যে
 ভক্তি দন্ত বশতঃ ভক্তগণের উপজীবী,
 হারও সংসার হইতে মুক্তি হয়; মৎপরা-
 লোক যে মুক্ত হইবে, ইহা আর বক্তব্য
 ? হে কার্তিকেয়! মদীয় ভক্তগণের
 আশ্রয় কে বা জানিতে পারে। তবে
 আমি জানি, তুমি জান এবং নন্দী জানিতে

* এই সকল কথা হইতে অনাভক্ত
 ভক্তিগণের বুঝভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু
 নৈ বিষ্ণু, তিনিই শিব,—এরিস্বরে ভেদ
 ই। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পুরাণে কোন
 ল বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা
 এবং কোন স্থলে শিবের শ্রেষ্ঠতা, শৈবের
 শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হওয়াতেই তাহা বুঝিয়া
 গৈতে হয়। আর পুরাণে নানাস্থানে স্পষ্ট
 বর্ণনাই লিখিত আছে;—“ভেদকুররকঃ
 ভক্তঃ ॥”

মার্গহো বাপ্যমার্গহো মূর্খো বা পণ্ডিতোহপি বা
 মম ভক্তো যদি ভবেৎ সৰ্ব্বশ্রাদ্ধিকো হি সঃ
 ভক্তঃ প্রয়ো মে সততঃ যশা স্বঃ ক্রৌঞ্চশূন
 তন্মাৎ তৎপূজনাৎস পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ
 মন্তকঃ ছেষ্টি যো যোহাৎ স মাং ছেষ্টি সনাতনম্
 হাং পূজয়তি যো ভক্ত্যা স মাং পূজিতবান্গুহ
 ভাক্তরষ্টাবধা স্বন্দ সন্মহাশ্রেষু পঠাতে ।

তামহং কথামিহ্যামি ভাক্তঃ ভববিনাশিনীম্ ॥১৬

মন্তকজনবাৎসল্যঃ পূজায়াচ্চানুমোদনম্ ।

স্বধর্মভার্ত্তনং ভক্ত্যা মমার্থে চাক্রবেষ্টিতম্ ॥১৭

মৎকথাশ্রবণে ভাক্তঃ স্বরনেজ্ঞাস্ত বক্রিয়া ।

পারেন । ১—১২। সৎপথস্থ হটক বা অসৎ-
 পথস্থ হটক, মূর্খ হটক বা পণ্ডিত হটক,
 আমার ভক্ত হইলেই সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।
 হে ক্রৌঞ্চনাশন! সতত ভক্ত ব্যক্তি তোমার
 আশ্রয় মদীয় প্রিয়পাত্র। অতএব হে বৎস!
 মদীয় ভক্তের পূজা করলেই আমার পূজা
 হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি
 আমার ভক্তদেবী, সে সনাতনরূপী আমারই
 বিদেষক। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তাহার
 * (আমার ভক্তের) পূজা করে, আমিই
 তৎকর্তৃক পূজিত হই। হে কার্তিকেয়!
 সন্মহাশ্রেষ্ঠ অষ্টাবধ ভক্তি কথিত হইয়াছে;
 সংসারমোচনৌ সেই অষ্টবধ ভক্তির বিষয়
 আমি বলিতেছি;—মদীয় ভক্ত ব্যক্তির
 প্রতি বাৎসল্য, মদীয় পূজার অনুমোদন,
 ভক্তিসহকারে স্বয়ং আমার পূজা করা,
 আমার উদ্দেশে প্রদক্ষিণ করা † মদীয়

* মূলে “তং” নাই “হাং” আছে।
 মূলের পাঠ মানা যায় ত, “তোমার অর্থাৎ
 কার্তিকেয়ের পূজা করবে” ইত্যাদি অনুবাদ
 হইবে।

† “মমার্থে চাক্রবেষ্টিতং” মূলে পাঠ
 আছে; “মমার্থে চাক্রবেষ্টিতং” পাঠ কিছু
 ভাল। তাহার অনুবাদ;—“আমার ভক্ত
 আঙ্গিক চেষ্টা অর্থাৎ গমন আদান” ইত্যাদি।

মমাস্থস্বরূপং নিত্যং যচ্চ মাং নোপজীবতি ॥১৮॥
 ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেবা যস্মিন্ লেশোহপি বর্ততে
 স বিপ্রেষ্টো মুনিঃশ্রীমান স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ
 তস্মৈ দানং সদা দেয়ং তস্মাদগ্রাহ্যং বড়ানন ॥
 স কৃদভ্যর্চয়েন্মাং যো ভক্তিলেশসমবিতঃ ।
 স মহাপতকৈর্মুক্তো মম লোকে মহীয়তে ॥২১॥
 শ্রবস্ত্যক্তপুষ্পাণি মামুদ্ভিষ্ট প্রযচ্ছতি ।
 তদানং সর্বদানানামুত্তমং পরিপঠাতে ॥ ২২
 ময়ি ভক্তিঃ সদা কার্যা ভবপাশবিমোচনী ।
 ভক্তিগম্যস্থঃ বৎস মম যোগো হি দুর্লভঃ ॥২৩॥
 যোগাৎ সজ্জায়তে জ্ঞানং যোগো মযোক্তচক্ৰতা
 জ্ঞানং স্বরূপমেব স্ফাচ্চিদ্রূপমজমব্যয়ম্ ॥ ২৪
 আনন্দমজরং শুদ্ধমজ্ঞানেন তিরোহিতম্ ।
 বেদান্তবাক্যবোধেন তচ্ছা জ্ঞানং নিবর্ততে ॥২৫॥
 জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো ন গুণো বা কথঞ্চন ।

কথঞ্চবণে অনুরাগ, (ভাবাবেশ বশতঃ)
 স্বয়ং নেত্র এবং অপরাপর অঙ্গের বিকার
 অর্থাৎ বাস্পাকুলতা অবশতা ইত্যাদি,
 সর্বদা আমার অনুরাগ এবং আমাকে
 জীবিকানির্মাণের উপকরণ না করা
 (অথচ সেবা করা) এই অষ্টবিধ
 ভক্তি। ঋত্নাতে এই ভক্তি লেশমাত্রও
 থাকে, সেই বিপ্রবর মুনি, শ্রীমান, যতি এবং
 পণ্ডিত। বড়ানন! তাঁহাকে সন্ত দান
 করিতে হয়, প্রতিগ্রহও তাঁহার নিকট করিতে
 হয়। যে ব্যক্তি, ভক্তিলেশসম্পন্ন হইয়া
 আমাকে একবার পূজা করে, সে ব্যক্তি মহা
 পাতক হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া আমার
 ধামে সংকৃত হইয়া থাকে। শ্রবস্ত্য পুষ্প
 চয়ন করিয়া আমার উদ্দেশে তাহা অর্পণ
 করা সর্বদানের উত্তম বলিয়া কথিত।
 অর্পণ করা সর্বদানের সতত আমার প্রতি
 ভক্তি করবে; সেই ভক্তি হইতে সংসার-
 পাশ বিচ্ছিন্ন হয়। হে বৎস! আমি
 ভক্তিলতা, আমার যে যোগ, তাহা অতি
 দুর্লভ। যোগ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়

জ্ঞানস্বরূপমেবাত্মা নিত্যঃ সর্বগতঃ শিবঃ ॥২৬॥
 অহমাত্মা সমস্তানাং ভূতানাং পরমেশ্বরঃ ।
 এক এক পদার্থশ্চ কল্পিতো ময়ি যগুঃ ॥ ২৭
 অষ্টৈতমেকং পরমমাত্মানং জ্ঞানবিগ্রহম্ ।
 নানাত্মানং প্রপশ্যন্তি মায়ায়া মোহিতা জনাঃ ॥২৮॥
 নাসজপা ন সজপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা ।
 সদসদভ্যাসমন্তরূপা মিথ্যাত্বাতা সনাতনা ॥ ২৭
 বিজ্ঞানমেবমখিলং বিশ্বাকারমবুদ্ধয়ঃ ।
 পশ্যন্তি জ্ঞানিনশ্চৈকমাত্মরূপমিদং জগৎ ॥ ৩০
 অহমাত্মা বিভূঃ শুদ্ধঃ স্ফটিকোপলসন্নিভঃ ।
 উপাধিরহিতঃ শাস্তঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ প্রকাশকঃ ॥
 আত্মন্তেবাখিলং ভাতি ভক্তিকারজতং যথা ।
 ভক্তিতত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ তন্নাশস্তদ্বদাত্মনি ॥ ৩২
 কর্তৃত্বং নৈব ভোক্তৃত্বমাত্মনোহস্তি কদাচন ।

আমার প্রতি একাগ্রতাই যোগ। জ্ঞানই
 স্বরূপ। নিত্য নিষ্কারণ শুদ্ধ চিদানন্দরূপ
 অজ্ঞানে আবৃত; বেদান্তবাক্যজ্ঞান হইলে,
 সেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়। (অজ্ঞাননিবৃত্তি
 হইলেই স্বরূপবস্থা, তাহাই জ্ঞান) জ্ঞান
 আত্মার ধর্ম নহে, কোন প্রকার গুণও নহে।
 নিত্য, সর্বগত, শিবস্বরূপী আত্মাই জ্ঞান-
 স্বরূপ। আমিই সর্বভূতের আত্মা এবং
 আমিই এক পরমেশ্বর। হে বড়ানন! যে
 কিছু পদার্থ, তাহা আমাতেই কল্পিত। এক,
 অদ্বিতীয়, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকেই মায়া মোহিত
 ব্যক্তিগণ নানারূপ দর্শন করে। মায়া অসং-
 স্বরূপা নহে, সংস্বরূপা নহে; উভয় স্বরূপাও
 নহে; কিন্তু সদসদভ্যাস, মিথ্যাস্বরূপ
 অথচ নিত্য ॥১০—২৭॥ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এক-
 মাত্র জ্ঞানকেই অখিল-জগৎ বিবেচনা করে,
 আর জ্ঞানিগণ এই জগৎকেই একমাত্র আত্ম-
 স্বরূপ বোধ করেন। আমি স্ফটিক মণি-
 সদৃশ শুদ্ধ, নিরূপাধি, শাস্ত, স্বপ্রকাশ, সর্ব-
 ব্যাপী আত্মা। শুদ্ধিতে যেমন রজতভ্রম
 হয়, সেইরূপ আত্মাতেই অখিল-বিশ্রম হই-
 তেছে। ভক্তিজ্ঞান হইলে যেমন রজতভ্রম
 দূর হয়, সেইরূপ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্ব্রমও

অহঙ্কারাবিবেকেন কর্তৃত্বমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৩
 আত্মনো নিত্যমুক্তস্ত নির্বিভাগস্ত যমুখ ।
 নৈবাস্ত কিঞ্চৎ কর্তব্যমত্যাহর্বেদবাদিনঃ ॥ ৩৪
 কর্তৃত্বং করণেনৈব নাত্মনোহস্তু হি তত্ত্বতঃ ।
 ন তেন লিপ্যতে হ্যত্মা পুনঃ পুণ্যাপ্যকর্মণা ॥
 বুদ্ধাদযো গুণাঃ সর্বো হৃদ্বুদ্ভবহৃদ্ব্যতঃ ।
 অহঙ্কারাচ্চ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণীশ্রুয়ানি চ ॥ ৩৬
 সূক্ষ্মভ্যঃ পঞ্চভূতানি তেভ্যঃ সূক্ষ্মমিদং জগৎ
 চতুর্বিংশকমব্যাক্তং পুরুষঃ পঞ্চাবশকঃ ॥ ৩৭
 ন তস্মৈ কার্য্যং করণং ক্রিয়াকরপঞ্চ বিদ্যাতে ।
 সূক্ষ্মানাং কথিতং সর্বমাত্মন্তেবেতি চ শ্রুতিঃ
 ইতি মধিষৎ জ্ঞানং কথিতং তব পুত্রক ॥ ৩৯
 ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 শোনকসংবাদে শিবভক্তমহিমাদিকথনং
 নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অপনৌত হয়। আত্মার কখনই কর্তৃত্ব বা
 ভোক্তৃত্ব নাই। অহঙ্কার-জনিত অবিবেকই
 কর্তৃত্বাভিমানের কারণ, ইহা নিশ্চয়। হে
 ষড়ানন! নিত্যমুক্ত অথগু আত্মার কর্তব্য
 কিছুই নাই, বেদজগণ ইহা বলেন। কর্তৃত্ব
 অন্তঃকরণেই বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে আত্মার
 কর্তৃত্ব নাই। সেই জন্মই আত্মা পাপ-
 পুণ্যকর্মে লিপ্ত হন না। বুদ্ধাদি সমস্তই
 গুণ (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণস্বরূপ)। বুদ্ধি
 হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ
 তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম
 পঞ্চ তন্মাত্র হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। পঞ্চভূত
 হইতেই সূক্ষ্ম জগৎ। অব্যাক্ত অর্থাৎ বুদ্ধির
 যাহা উপাদান, তাহা চতুর্বিংশ তত্ত্ব, পুরুষ
 পঞ্চাবশক। কার্য্য, করণ এবং ক্রিয়া, পুরু-
 ষের কিছুই নাই। নিজ অজ্ঞান বশতই
 আত্মাতে এই সমস্তের আস্তিত্ব কীর্ণিত
 হয়, ইহাই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।
 হে পুত্র! মদীয় জ্ঞান এই তোমাকে
 বলিলাম। ২৮—৩৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

মযোকচিত্ততা যোগ ইতি পুরুষঃ নিরূপিতম্ ।
 সাধনাত্তত্ত্বা তস্মৈ প্রবক্ষ্যাম্যধুনা শৃণু ॥ ১
 যমাস্ত নিয়মাস্তাবদাদনাত্তাপ যমুখ ।
 প্রাণায়ামস্ততঃ প্রোক্তঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ।
 ধ্যানং তথা সমাধিঃ চ যোগাঙ্গানি প্রচকতে ॥ ২
 অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপারগ্রহো ।
 যমাস্ত সঙ্কেপতঃ প্রোক্তা নিয়মান্ শৃণু পুত্রক
 তপঃস্বাধ্যায়সন্তোষঃ শৌচমৌষধপূজনম্ ।
 নিয়মাস্ত কথিতা বৎস যোগাসাঙ্গপ্রদায়িনঃ ॥ ৪
 সর্বেষামেব ভূতানামক্লেশজননং হি যৎ ।
 অহিংসা কথিতা সাত্ত্বযোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৫
 যথার্থকথনং সত্যমস্তেয়মধুনা শৃণু ।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।*

ঈশ্বর বলিলেন,—আমার প্রতি একাগ্র-
 চিত্ত নাই যোগ, ইহা পুরুষ নিরূপিত হইয়াছে,
 তাহার সাধন অষ্টাবধ; এক্ষণে তাহা বলি-
 তোছি, শ্রবণ কর। হে ষড়ানন! যম, নিয়ম,
 আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান
 এবং সমাধি—এই আট প্রকার যোগাঙ্গ
 কথিত হইয়াছে, ইহাই অষ্টাবধ সাধন।
 অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রতি-
 গ্রহ-পরাজুগতাই সংকেপতঃ ‘যম’ নামে
 কথিত। হে পুত্র! নিয়ম কি কি? তাহা
 গুন; তপস্কা, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ
 এবং ঈশ্বরপূজা ‘নিয়ম’ নামে আখ্যাত;
 হে বৎস! নিয়ম যোগসিদ্ধির হেতু। কোন
 প্রাণীকেই ক্লেশ না দেওয়ার নাম যোগসিদ্ধি-
 দায়িনী ‘অহিংসা’। যথার্থ কথাই সত্য।

* এই অধ্যায়ে যোগপ্রকরণ আছে।
 যোগপ্রকরণ মাত্রই কস্মীর জেয়; সূক্ষ্ম
 তাৎপর্য্য জানিতে হইলে কস্মযোগীর শ্রবণ-
 পন্ন হইতে হয়। অনুবাদক।

চৌৰ্যোণ বা বলেনাপি পরমহরণঞ্চ যৎ ।
 স্তেয়মিত্যচ্যতে সত্তিরস্তেয়ং তচ্চ বর্জনম্ ॥ ৬
 সর্বত্র মিথুনভ্যাগো ব্রহ্মচর্য্য মহোচ্যতে ॥ ৭
 জ্বাণামপ্যানাদানমাপচাপি যথেষ্টয়া ।
 অপরিগ্রহ ইত্যাক্রো যোগনিবন্ধে সাধনম্ ॥ ৮
 চান্দ্রায়ণাদিনা যৎ তু শবীরশ্চ চ শোষণম্ ।
 তৎ তপঃ কথিতং পুত্র স্বাধায়মধুনা শুনু ॥ ৯
 প্রণবঃ শতক্ৰদ্রীয়ঃ তথাথর্কশিরঃশিখা ।
 এতেষাং যো জপঃ পুত্র স্বাধায় ইতি কীর্তিতঃ
 যদৃচ্ছালাভসম্ভটঃ সন্তোষ ইতি পঠ্যতে ॥ ১১
 বাহে চাত্যস্তরে চাপি শুদ্ধিঃ শৌচঃ বিধীয়তে
 স্ততিস্মরণপূজাভির্বাচনঃকায়কর্ম্মভিঃ ।
 যস্মি ভক্তিদৃঢ়া পুত্র এতদৌশ্বরপূজনম্ ॥ ১২
 যমাস্ত নিয়মাঃ প্রোক্তাঃ সঙ্কেপান তু বিস্তরাৎ
 যমৈশ্চ নিয়মৈর্গুণৈঃ যোগী মোক্ষায় সংক্ৰতঃ ।
 স্থিরবুদ্ধিরসমুতঃ পূর্ব্বমাসনমভ্যাসেৎ ॥ ১৪

অন্তেয় কাহার নাম একপে শুন ;—চৌর্য্য বা
 বলপূর্ব্বক যে পরমহরণ, তাহাই স্তেয় নামে
 কথিত ; স্তেয়বর্জনই অন্তেয় । স্বদার পর-
 দারে মৈথুনবর্জনই ব্রহ্মচর্য্য নামে কথিত ।
 আপংকালেও যথেষ্টক্রমে (প্রার্থনা কারিয়া)
 জ্বাণগ্রহণ না করাই ‘অপরিগ্রহ’ নামে
 নির্দিষ্ট । ইহা যোগসংক্রিয় হেতু । চান্দ্রায়-
 ণাদি দ্বারা যে শবীরশোষণ, তাহা তপশ্চা
 নামে কথিত । হে পুত্র ! একপে স্বাধায়
 কাহকে বলে, শ্রবণ কর ;—প্রণব, শত-
 ক্রদ্রীয়, অর্ধশঃশিখা এই সব বেদমন্ত্ৰের
 যে জপ, তাহাই স্বাধায় নামে কীর্তিত ।
 যদৃচ্ছালাভে তৃপ্ত হওয়াই সন্তোষ । বাহ
 এবং আভ্যন্তরিক যে শুদ্ধি, তাহাই ‘শৌচ’ ।
 হে পুত্র ! স্তব, স্মরণ, পূজা এবং বাহ্যিক
 মানাসিক ও কায়িক কর্ম্ম দ্বারা আমার
 প্রতি দৃঢ় ভক্তিই ‘ঈশ্বরপূজন’ । সংক্ষেপতঃ
 যম-নিয়মের বিষয় কীর্তিত হইল, বিস্তৃত-
 রূপে বলা হইল না । যম নিয়মযুক্ত স্থির-
 বুদ্ধি অসংমুট যোগী মোক্ষের জন্য উচ্চত
 আসনবদ্ধ অভ্যাস করিবে ।

পদ্মকং স্থতিকং পীঠং সৈংহং কৌকুটকৌঞ্জরম্
 কৌশ্মং বজ্রাসনকৈবং বৈয়াক্ষণ্যর্কচন্দ্রকম্ ॥ ১৫
 দণ্ডং তাক্ষসিনং শূলং খড়্গাং মুদগারমেন চ ।
 মকরং ত্রিপথং কাষ্ঠং স্থানুর্বা হস্তকর্ণকম্ ॥ ১৬
 ভৌমং বীরাসনকাপি বরাহচ মৃগবৈণিকম্ ।
 ক্রৌঞ্চক নালককাপি সক্রতোভদ্রমেব চ ॥ ১৭
 ইত্যেতান্যাসনান্যত্র সপ্তাবংশতিসংখ্যয়া ।
 যোগসংসিদ্ধিহেতোহস্তু কথতানি তবানথ ॥ ১৮
 এষামেকতরং বদ্ধা গুরুভাক্তপরায়ণঃ
 দ্বন্দ্বাতীতো জয়েৎ প্রাণানভ্যাসক্রমযোগতঃ ॥
 অন্তশ্চরাণাং বায়ুনাং বাহ্যভ্যস্তররোধনম্ ।
 প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো দ্বিবিঃ স চ কথ্যতে
 অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ তয়োরাভ্যোহজপঃ স্মৃতঃ ।
 দ্বিতীয়ঃ সজপঃ প্রোক্তো ক্রবং ব্যাহতিমাতৃভিঃ
 রেচকঃ শূন্তকশ্চৈব পুরকঃ কুস্তকস্তথা ।
 এবং চতুর্বিধো ভেদঃ প্রাণায়ামেহত্র স্থিতিঃ
 তস্মিনাং নাড়য়ঃ প্রোক্তা গমাগমনমাত্রয়াঃ ॥ ২৩

পদ্মাসন, স্থতিকাসন, পীঠাসন (সিংহাসন),
 কুকুটাসন, কুঞ্জরাসন, কুর্মাসন, বজ্রাসন,
 ব্যাক্ষাসন, অর্কচন্দ্রাসন, দণ্ডাসন, গরুড়াসন,
 শূলাসন, খড়্গাসন, মুদগরাসন, মকরাসন,
 ত্রিপথাসন, কাষ্ঠাসন, স্থানুর্বা, হস্ত-কর্ণকা-
 সন, ভৌমাসন, বীরাসন বরাহাসন মৃগবৈণি-
 কাসন, ক্রৌঞ্চাসন, নালকাসন এবং সক্রতো-
 ভদ্রাসন, হে অ-ঘ ! এই সপ্তাবংশতি-সংখ্যক
 আসন এতলে যোগসংক্রিয় জন্য তোমার
 নিকট কথিত হইল ১১—১৮। গুরুভক্তিপরায়ণ
 সাধক এতন্মধ্যে যে কোন আসনবদ্ধপূর্ব্বক
 নীতোক্তাদি দ্বন্দ্বাতীত হইয়, অভ্যাসক্রম-
 যোগে প্রাণায়াম করিবে । অন্তশ্চর বায়ুর
 বাহ্যভ্যস্তর রোধই প্রাণায়াম নামে কথিত ।
 প্রাণায়াম দুই প্রকার ;—অগর্ভ এবং সগর্ভ ।
 তন্মধ্যে অগর্ভ প্রাণায়াম জপশূন্ত এবং
 ব্যাহতিবর্ণ-জপসহকৃত যে প্রাণায়াম, তাহাই
 সগর্ভ নামে কথিত হইয়াছে । রেচক, শূন্তক,
 পুরক এবং কুস্তক—পাঁচুভেয়া প্রাণায়ামের
 এই কয়প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট কারয়াছেন ।

রেচনাচ্চেকঃ প্রোক্তঃ শূন্যকন্ত যথাস্থিতঃ ।
 পুরকঃ পুরণায়াস্তরিরোধাক্ত কুন্তকঃ ॥ ২৪
 দোহনো দক্ষিণে ভাগে পিঙ্গলা নাড়ীক্য স্মৃতা
 পিতৃযোগিরিতি খ্যাতা ভাস্কর্য্যাদিধৈবতম্ ॥
 দক্ষিণে তরগা যা চ ইড়া সা নাড়ীক্য স্মৃতা ।
 দেবযোনিরিত্তি খ্যাতা চন্দ্রস্তজ্জাদিধৈবতম্ ॥ ২৬
 এতযোক্তব্যমর্থমধ্যে সুষুম্না নাম বিক্রতা ।
 পদ্মসূত্রনিভা নাড়ী কার্য্যার্থ্য্যব্রহ্মদৈবতম্ ॥ ২৭
 ততঃ শূন্যং নিরালম্বং মধ্যে স্বাস্মি যোক্তয়েৎ
 বাহুস্থাদ্রোধন দ্বায়েঃ শূন্যকন্তঃ বিনির্দ্দেশেৎ ॥
 চন্দ্রদৈবতয়া ভূয়ঃ পিবেদমৃতমুত্তমম্ ।
 আপ্যায়নং ভবেৎ তেন প্রাবনং কল্মষশ্চ তু ॥ ২৯
 আপূর্য্যোদরসংস্থক্ত উচ্চৈর্বাযুং নিরোধয়েৎ ।

প্রাণনাড়ীর তিন স্বাভাবিক অবস্থা—
 নিঃসারণ, প্রবেশ এবং লয় । রেচন অর্থাৎ
 অতিরিক্ত নিঃসারণ হইতে রেচক-প্রাণায়াম
 হয় । প্রাণনাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থা—শূন্যক
 প্রাণায়াম । পুরণ অর্থাৎ অতিরিক্ত বায়ু-
 প্রবেশন হইতে পুরক-প্রাণায়াম হয় । আর
 বায়ুনিরোধ হইতে কুন্তক প্রাণায়াম হয় ।
 প্রাণীর দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা-নাড়ী । ইহার
 নাম পিতৃযোগি * এই নাড়ীর অধিদেবতা-
 সূর্য্য । বামভাগস্থা নাড়ীর নাম ইড়া ;
 ইহার নাম দেবযোনি, এই নাড়ীর অধিদেবতা
 চন্দ্র । এতহতয়ের মধ্যে সুষুম্না নামে বিখ্যাত
 নাড়ী । ইহা মণালস্থের স্তায় সূক্ষ্ম, ইহার
 অধিদেবতা ব্রহ্মা । তন্মধ্যেই নিরালম্ব শূন্য ;
 এই শূন্য স্থায় আশ্রয় যোজনা করিবে ;
 বাহুস্থ বায়ুরোধন হইতেই শূন্যকন্ত হইয়া
 থাকে । (এই অবস্থায়) । স্প্রাশ্রিত অর্থাৎ
 ইড়ানাড়ী দ্বারা উত্তম অমৃত বহু পান করিয়া,
 তদ্বারা আপ্যায়ন এবং কল্মষপ্রাবন করিবে ।
 উর্দ্ধাঙ্গের বায়ুরোধ করিয়া, তাহা উদরে পূর্ণ

* ইতঃপূর্বে যে পিতৃযোগ ও দেবযান
 পদের উল্লেখ আছে, তাহা “পিতৃযোগি”
 এবং “দেবযোনি” হইলে সুসঙ্গত হয় ।

কুন্তকঃ কুন্তবৎ স স্তাষ্ট্রেচকো বর্তিতস্ত চ ॥
 উৎকপ্য প্রবতো বহুমজ্জদেবত্যাযনয়েৎ ।
 অঙ্গুষ্ঠাগ্রাৎ সমারভ্য ব্রহ্মরজ্জের মোচয়েৎ ॥ ৩১
 সঙ্কোচ্য কুটিকাচক্রমূর্দ্ধং নীত্বা রসাত্রয়ম্ ।
 সঙ্কোচ্য শাখানীং সম্যক্ ততো ব্রহ্মগুহাং
 নয়েৎ ॥ ৩২
 অনেন শোধয়েন্মার্গমৈশ্বরং বিমলং মূনঃ ॥ ৩৩
 ক্রমেণাত্যাসযোগেন যোগসংস্কৃতিভাগুভবেৎ
 মুমুক্শুগাং সদা বৎস যোগাঙ্গং যোগসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪
 বিহায় বাহুমার্গস্ত অঙ্গুল্যস্ত শনৈঃ শনৈঃ ।
 সৌম্যো নাকর্ষয়েদ্বাযুং নাভাবাক্ষ্য ধারয়েৎ ॥ ৩৫
 ধারয়ন্ নিয়তপ্রাণো যোগৈশ্বর্য্যসমবিতঃ ।
 জায়তে বৎসরাদ্যোগী জরামরণবর্জিতঃ ॥ ৩৬
 বায়ুমাकर्ষয়েদ্বাহুং বাময়া চোদরং ভরেৎ ।
 নাভিনাসান্তরা ধ্যায়ন্তঃ প্রাণাংশ্চ জয়েদ্রবম্
 মনঃসৈবহ্যং ভবেদ্বৎস ত্রিষু স্থানেষু ধারণাৎ ।

করিয়া রাখাই কুন্তক । কুন্তের স্তায় হইতে
 হয় বলিয়াই উহার নাম কুন্তক । স্থাপিত
 বায়ুর রেচক করিতে হয় । সংযত সাধক,
 বায়ুকে উৎকপ্ত কাঃয়া তাহা সুষুম্নানাড়ীতে
 আনবে, পরে অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে আরম্ভ
 করিয়া, ব্রহ্মরজ্জ পধ্যস্ত স্থান দ্বারা বায়ু
 ত্যাগ করবে । কুটিকাচক্র সঙ্কোচন,
 রসাত্রয়ের উর্দ্ধস্থাপন এবং শাখানীসংকো-
 ভণ সম্পূর্ণরূপে করিয়া, ব্রহ্মগুহায় (ব্রহ্মরজ্জে)
 নীত করিতে হয় । মূন এইরূপ ক্রমে
 অভ্যাসযোগে নিম্নলিঙ্কিত ঈশ্বরমার্গ শোধিত
 করবে ; পরে সিদ্ধভাগী হইবে । হে বৎস !
 যোগাঙ্গমাত্রই মুমুক্শুগণের যোগসিদ্ধির জন্ত ।
 ১৯—৩৪ । অঙ্গুলির বাহুমার্গ ত্যাগ করিয়া,
 সৌম্যপদযোগে বায়ু আকর্ষণ করবে, আকৃষ্ট
 বায়ু নাভিতে ধারণ করিবে । যোগী প্রাণা-
 যাম-পরায়ণ হইয়া ‘ধারণা’ করিলে, বৎসর
 মধ্যে যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং জরামরণ-
 বর্জিত হইবে । বাহুবাযু বামনাসা দ্বারা
 আকর্ষণ করিয়া, উদর পূর্ণ করিবে । বায়ুত্রয়
 নাভি ও নাসার মধ্যস্থানে প্রাণবায়ুর ধ্যান

অজুষ্ঠনাভিনাসাগ্রে বায়ুঃ যোগী জিতাসনঃ ॥৩৮॥
 অপানঃ কটিদেশে তু পৃষ্ঠতো বৈ বিনিদিশেৎ
 সদা তত্রৈব সঙ্কেয় এষ বায়ুজয়ক্রমঃ ॥ ৩৯
 রেচকঃ পুরকশ্চৈব কুস্তকশ্চ ন বিদ্যতে ।
 নিরালস্বে মনঃ কৃত্বা ক্ষণাৎ প্রাণজিতো ভবেৎ
 ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ ।
 নিগ্রহঃ প্রোচ্যতে যন্ত প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥
 যদ্যৎ পশ্চতি তৎ সৰ্বং পশ্চদাভাবদাভিনি ।
 প্রত্যাহারঃ স বৈ প্রোক্তো যোগসাধনমুক্তমম্
 কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চমাদ্যেতরে জনে ।
 যদি তত্র স্থিরো লোকো মনো যাতি তদা লয়ম
 উদ্ধাতান দশ পঠেব কারয়েদ্ধারণং বুধঃ ।
 প্রাণবায়ুঃ নিবার্হ্যেব মনঃ সূৰ্য্যেহস্তরে ক্ষিপেৎ

করিয়া, প্রাণজয় করিবে। বৎস! অজুষ্ঠ, নাভি এবং নাসাগ্র এই তিন স্থানে ধারণ করিলে মনঃস্থিতি হয়। জিতাসন যোগী কটি-দেশ এবং পৃষ্ঠে অবস্থিত অপান-বায়ুর ধ্যান সেই স্থানেই করিবে। বায়ুজয়ের এই হইল ক্রম। রেচক, পুরক এবং কুস্তক কিছুই করিতে হয় না, নিরালস্বে মন স্থাপন করিলে ক্ষণমধ্যে প্রাণজয়ী হইবে। স্বভাবতঃ বিষয়-সঞ্চারী ইন্দ্রিয়ের যে নিগ্রহ, তাহাই প্রত্যা-হার নামে কথিত। যাহা যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, আত্মাকেই তৎসমস্তরূপে আত্মাতে অব-লোকন করিবে, এই প্রকার দর্শনের নাম প্রত্যাহার, ইহা উত্তম যোগসাধন। পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বচন, গ্রহণ, বিচরণ, উৎ-সর্জন এবং আনন্দ। ইহার মধ্যে পঞ্চম এবং আত্ম বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি লোক স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে মনোভয় হয়*। দশেন্দ্রিয় এবং (শরীর-রক্তক) পঞ্চভূত হইতে বায়ু উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া আভ্যন্ত সাধক ধারণা করিবে। (উর্দ্ধ-

দেবাংশ সিদ্ধান্ গন্ধর্বাশ্চারণান্ খচরান্গণান্
 যগ্নাসাত্যাসযোগেন সূক্ষ্মজ্যোতিঃ প্রপশ্যতি ॥
 দৃষ্টে ন স্রাজ্জয়া মৃত্যুঃ সৰ্ব্বজ্ঞশ্চ প্রজায়তে ॥৪৬
 ফোটাখ্যা নাভিকা প্রোক্তা কুর্শ্ললোকস্তদন্তরে
 উচ্চাখ্যা বিন্দুতত্ত্বস্ত তস্মাস্তে ঞ্ণবৎ স্মরেৎ ॥৪৭
 ভূতং ভব্যং ভাবম্যক বর্তমানঞ্চ দূরতঃ ।
 জ্ঞানং যৎ তত্ত্ববেদ্বনং ফোটাখ্যে

জ্ঞানমভ্যাসেৎ ॥ ৪৮

ললাটে মুর্দ্ধি হৃদয়ে সদা শিবমম্মস্মরেৎ ॥ ৪৯
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং জটাজুটেমুশেখরম্ ।
 পঞ্চবক্রং দশভুজং সর্পযজ্ঞোপবীতনম্ ॥ ৫০
 ধ্যানৈবমাত্মনি বিভুঃ ধ্যানং তৎ স্মরয়ো বিহুঃ
 ততোম্মনস্তঃ ভবতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি ।
 ন জিহ্বতি ন স্পৃশতি ন কিঞ্চিদ্বা সমীক্ষতে ॥
 গুহ্যোদগ্গাদিস্থানেষু বায়ুঃ নাসাং বিচিস্তয়েৎ ।
 ঐশোহহমিতি যোগীন্দ্রঃ পরানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥৫৩

গত) প্রাণবায়ুকেও নিরোধ করিয়া মন সূৰ্য্যে সংযত করিবে। তাহাতে দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ, খচর এবং গণ দর্শন হয়, ছয় মাস এই যোগাভ্যাসে সূক্ষ্মজ্যোতি দর্শন হয়। সূক্ষ্মজ্যোতি দর্শন হইলে, জরা-মরণ হয় না এবং সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়। ফোটা-নাথী নাভীর মধ্যেই কুর্শ্ললোক, বিন্দুতত্ত্ব উচ্চারণ করিয়া সেই নাভীর অন্তর্ভাগে সঞ্জন বিন্দুতত্ত্ব স্মরণ করিবে। ফোটা নাভীতে জ্ঞানভ্যাস করলে ভূত, ভাবম্যৎ, বর্তমান এবং দূরদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে ৥৩৫—৪৮। ললাট, মস্তক এবং হৃদয়ে শুদ্ধ-ফটিক-সান্নিভ, চন্দ্রশেখর, জটা-জুটধারী, দশভুজ, পঞ্চানন সর্পযজ্ঞোপবীত-ধারী সদাশিবকে স্মরণ করিবে। আত্মাতে এই প্রকার রূপসম্পন্ন প্রভুর যে ধ্যান করা যায়, পাণ্ডিত্যগণ তাহাকেই ধ্যান বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই ধ্যানপ্রভাবে মনো-ভয় হয়; শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, স্পর্শ, গুহ্যো-
 দগ্গাদিস্থানেষু বায়ুঃ নাসাং বিচিস্তয়েৎ

* এই প্রকরণে মূলে দুই একটি স্থলের সুসঙ্গত পাঠ কোন পুস্তকেই মিলে

জরামরণনির্মুক্তঃ শিব এব ভবেন্নুনিঃ ॥ ৫৪
 গমনাগমনাত্যাং যো হীনো বৈ বিষয়োজ্জ্বলিতঃ
 একান্তরোমনীভাবঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫
 ন বৃহদ্বজ্রনাশিত্য ন সূক্ষ্মশ্রাপি চিস্তনম্ ।
 ন বহির্নাস্তরং পুত্র ব্রহ্মগ্রন্থবৈভেদনম্ ॥ ৫৬
 ন স্থূলং ন কৃশং বাপি ন হ্রস্বং নাপি লোপিতম্
 ন শুক্লং নাপি বা পীতং ন কৃষ্ণং নাপি কৰ্করম্
 কৃষ্ণা হৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বাখাং বিশ্বসম্ভবম্ ।
 আত্মানং সৰ্বভূতানাং পরস্তাৎ তমসঃ স্থিতম্ ॥
 সৰ্বশ্রাদ্ধারমব্যাক্তমানন্দং জ্যোতিরব্যয়ম্ ।
 প্রধানপুরুষাতীতমাকাশং দহরং শিবম্ ॥ ৫৯
 তদন্তঃ সৰ্বভূতানামীশ্বরং ব্রহ্মরূপিণম্ ।
 ধ্যায়েনাদিমধ্যান্তমানন্দাদিগুণালয়ম্ ।
 মহান্তঃ পুরুষং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্ ॥ ৬০
 ওঙ্কারান্তে তথাহ্মানং সংস্থাপ্য পরমাত্মনি ।
 আকাশে দেবমীশানং ধ্যায়ীতাকাশমধ্যগম্ ॥

কারণং সৰ্বভাবানামানন্দৈকরসাস্রয়ম্ ।
 পুরাণং পুরুষং শব্দং ধ্যায়েন্নুচ্যোত বন্ধনাং ॥
 শিবভক্তিং বিনা যন্ত সংসারঃ তৰ্জুমিচ্ছতি ।
 মুঢ়ো যথা স্বপ্নাঙ্গুলৈঃ সমুদ্রঃ তৰ্জুমিচ্ছতি ।
 তথা বিনা শব্দসেবাং সংসারতরণং ন হি ॥ ৬৩
 সৰ্বমৌখ্যপ্রদঃ শব্দুর্গিত্য কাচন দেবতা ।
 তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন মহাদেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৪
 যদা শুভায়াং প্রকৃতং জগৎসম্মোহনালয়ে ।
 বিচিন্ত্য পরমং ব্যোম সৰ্বভূতৈককারণম্ ॥ ৬৫
 জীবনং সৰ্বভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে ।
 আনন্দং ব্রহ্মণঃ সূক্ষ্মং যৎ পশুন্তি মুমুক্শবঃ ॥ ৬৬
 তন্মধ্যে নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্ ।
 পাতং তিষ্ঠেন্নহেশেন মোহশূতে যোগমৈশ্বরম্
 নৈকলক্ষং দ্বিলক্ষং বা ত্রিলক্ষং ন নবাক্ষরম্ ।
 সৰ্বোপাধিনির্মুক্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬৮
 বাহ্যে চাত্যন্তরে পুত্র যত্র যত্র মনঃ ক্রিপেৎ ।

তেই তাহার চিন্তা থাকে না * । সেই
 যোগিশ্রেষ্ঠ আমি পরমানন্দরূপী শিব এই
 চিন্তাই করিবে । তাহা হইলে সেই মুনি
 জরামরণ-বর্জিত শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন ।
 গমনাগমনবর্জিত বিষয়-সম্পর্কহীন যে
 একাগ্রচিন্ততা, তাহাই সমাধি । হে পুত্র !
 বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বস্তুর চিন্তা থাকে না । ব্রহ্ম-
 গ্রন্থিবৈভেদন—বাহ্য নহে, আন্তরও নহে,
 তাহা স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব, বৃক্ষ, শুক্ল, পীত, কৃষ্ণ
 বা বিচিত্রবর্ণ নহে । (তবে কি ?) সৰ্ব-
 ভূতাত্মা, সৰ্বাধার, অবাক্ত, তমোতীত,
 প্রধান পুরুষাতীত, আনন্দ, অব্যয়, জ্যোতিঃ-
 স্বরূপ, বিশ্বসম্ভব, বিশ্বাখ্য, আকাশাত্মক দহর
 শিবকে হৃৎপদ্মে রাখিয়া তন্মধ্যে আনন্দাদি
 গুণাপদ আদি-মধ্যান্ত-বর্জিত ব্রহ্মরূপী সৰ্ব-
 ভূতেশ্বর মহাপুরুষের ধ্যান করিবে এবং
 তাঁহাকে অব্যয় ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ চিন্তা

করিবে । আকাশরূপী পরমাত্মায় আত্ম-
 সংস্থাপনপূর্বক সেই আকাশমধ্যে সৰ্বকারণ,
 আনন্দৈকরসাস্রয়, পুরাণপুরুষ শব্দকে ধ্যান
 করিলে সংসার হইতে মুক্তিনাভ হয় । অর্থাৎ
 এই ধ্যানই ব্রহ্মগ্রন্থভেদন । কুকুর-মাজুল-
 অবলম্বনে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করার
 ন্যায় শিবভক্তি ব্যতীত সংসার পার হইতে
 ইচ্ছা মুঢ় ব্যক্তিই করিয়া থাকে । ফলতঃ
 শিবসেবা ব্যতীত সংসার পার হওয়া যায়
 না ৪৯—৬৩ । শিবই সৰ্বসুখদাতা, অত-
 কোন দেবতা সৰ্বসুখ দান করেন না । অত-
 এব সৰ্বতোভাবে যত্নপূর্বক শিবপূজা কর্তব্য ।
 অথবা যে ব্যক্তি জগৎসম্মোহনস্থান হৃদয়-
 শুভায় সৰ্বভূতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, মুমুক্শু-
 দৃশু, পরমব্যোমস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ধ্যান করিয়া
 তন্মধ্যে নিহিত জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম আত্মাদের জন্ত
 শিবরূপে অবস্থান করে, তাহার ঐশ্বর্য যোগ
 লাভ হয় । এক ভূই বা তদধিক বস্তুলক্ষ্য-
 শূন্য, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, অহঙ্কার
 ও বুদ্ধি এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়-সম্পর্কহীন,
 সৰ্ব-উপাধিবর্জিত যে জ্ঞানাবস্থা, তাহাই

* “নাসৌ বিচিন্তয়েৎ” পাঠ হইলে
 কিছুই আলোচনা করে না, শুভোদরাদিস্থানে
 বায়ুও ভাবনা করে না ।

তত্র তত্রান্ননো রূপমানন্দমহুভূতং ॥ ৬৯

সংস্থাপ্য ময়ি চান্মানং পরং জ্যোতিষি নির্গুণে
মুহূর্তং তিষ্ঠতঃ সাক্ষাৎ তস্মৈ চান্নভবো ভবেৎ ॥

সর্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণঃ জরামরণবর্জিতঃ ।

মৎপ্রসাদান্তবেদ্যোগী নাত্তথা ক্রৌঞ্চস্বদন ॥ ৭১

তস্মাৎ সর্বঃ পরিত্যজ্য কর্মজাতং সুহৃদ্রম্ ।

মামেকং শরণং গচ্ছেদজ্ঞানং নাশয়াম্যহম্ ॥ ৭২

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চাত্রে চ সঙ্করাঃ

মন্ত্ৰজ্ঞিতাবনাপুত্ৰা যাস্তি মৎপরমং পদম্ ॥ ৩

জগতঃ প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে চ কমলোদ্ভবে ।

মন্ত্ৰজ্ঞা নৈব নশ্বন্তি স্বেচ্ছাশ্রয়ধারিণঃ ॥ ৭৪

যোগিনাং কর্মণাকৈব তাপসানাং যত্নানাম্ ।

অহমেব গতিস্তেষাং নাত্তদন্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে শিব-

স্কন্দসংবাদে যমনিয়ম প্রাণায়ামাদিকথনং

নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সমাধি । হে পুত্র ! সিদ্ধযোগী বাহু বা
আভ্যন্তর যেখানেই মনঃক্ষেপ করিবে, সেই
সেই স্থানেই আত্মার আনন্দরূপ অনুভূত
হয় । নির্গুণ জ্যোতিঃস্বরূপ আমাতে মুহূর্ত-
কাল আত্মা স্থাপন করিয়া থাকিলে তাহার
সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূতব হয় । হে ক্রৌঞ্চবিনাশন !
আমার প্রসাদে যোগী—সকল, নিম্পৃহ এবং
জরামরণ-বর্জিত হয় । অস্ত্র কোনরূপে
তাহা হয় না । অতএব সর্বপ্রযত্নে সুহৃদ্র
কর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই
শরণাপন্ন হইলে, আমি তাহার অজ্ঞান
বিনাশ করি । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য,
শূদ্র এবং সঙ্করজাতি সকল আমার ভক্তি-
ভাবনায় পুত হইলে আমার পরম পদ প্রাপ্ত
হয় । জগতের প্রলয় হইলে, এমন কি
ব্রহ্মার প্রলয় হইলেও আমার ভক্তবৃন্দ
বিনষ্ট হয় না, কেননা তাহার স্বেচ্ছাশ্রয়-
ধারী । যোগী, কর্মী এবং সংযতচিত্ত
তপস্বী—সকলেরই গাত আমি ; অস্তগতি
নাই, ইহা নিশ্চয় । ৬৪—৭০ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

স্কন্দ উবাচ ।

তু তকার্যামিদং দেহমাপদ্রোগাকুলং পরম্ ।

বিষয়েঃ পীড়্যতে দেব সুখদুঃখান্বকৈঃ সদা ॥ ১

অভিভূতো যদা যোগী দুঃখৈরধ্যাত্মসম্ভবৈঃ ।

কিমুপায়ং তদা তস্মৈ যদা বৈ ভৌতিকস্ত চ ॥ ২

ক্রহাবিদৈবিকস্তাপি যোগসংস্করে প্রভো ।

যাতনা যোপসর্গাণাং প্রসাদাদ্ যোগিনাং বদ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

সাব্বিকা রাজস্য বিশ্বাস্তামসাব্বিহ যোগিনাম্ ।

যোগত্রাসকরাঃ সর্বৈ ভবন্তু ভবতামপি ॥ ৪

প্রতিভাশ্রবণাবর্তাদর্শনান্বাদবেদনাঃ ।

উপসর্গা ভবন্ত্যেতে সাব্বিকাস্ত যত্বেব হি ॥ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কার্তিকেয় বলিলেন,—এই দৃষ্টমান দেহ
পঞ্চভূতের কার্য্য ; বিপত্তি ও রোগে
আকুল । হে দেব ! সুখদুঃখজনক বিষয়
দ্বারা ইহা সতত পরম পীড়িত হইয়া থাকে ।
অতরাং যোগী যখন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক,
বা আধিভৌতিক * দুঃখে অভিভূত হয়,
হে প্রভো ! তখন যোগাসক্তির উপায় কি
বলুন । (সে দুঃখ দূর না হইলে ত যোগ-
সাধন হইতেই পারে না) যোগীগণের প্রতি
অনুগ্রহ করিয়া উপসর্গযাতনা, যে রূপ হয়,
তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—যোগীগণের,
এমন কি তোমাদিগেরও সাব্বিক, রাজাসক
এবং তামসিক বিদ্র হল । এই বিদ্রসমূহ
যোগত্রাসকর । প্রতিভা শ্রবণ, বার্তাজ্ঞান,
দর্শন, আশ্বাদ এবং অনুভবাবশেষের আত-
শম্য এই যত্নাবধ উপসর্গ সাব্বিক । আমি

* ঈর্ষ্যাবিষাদাদি প্রযুক্ত দুঃখের নাম
আধ্যাত্মিক দুঃখ । ভূতাবেশাদি বশতঃ যে
দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক । পত-
পকী ও পতনাদি-জনিত দুঃখই আধি-
ভৌতিক ।

দরিত্রোহমহাকাটাঃ শূরোহহং হৃষীকেশ্বরা ।
 মুখোহহং সুবিদ্যাংচ সুরূপোহহমরূপবান্ ॥ ৬
 দাতাহং রূপগচ্ছাহং সুখী ভোগ্যহমেব চ ।
 অকুলীনঃ কুলীনশ্চ কণ্টকঃ কণ্টকোজ্জ্বলিতঃ ॥
 মদীয়ঃ সর্বমেতন্নি বস্তু ত্যাগি প্রজ্ঞানম্ ।
 অঙ্কারময়ং কিঞ্চিদ্ যত্নং কৃত্ব হি রাজাম্ ॥
 অঙ্কহংকব বাধিধ্যাং পশুত্বং তৃষ্ণাযোগতা ।
 শিরোরোগো জ্বরঃ শূলযন্ত্রমুচ্ছাদ্রমাদয়ঃ ॥ ৯
 রাজসাস্তামসাঃ সৰ্বৈ তমোহহংকাগসংবৃত্তাঃ ।
 ব্যাধয়ো মিশ্রাণ্যেণ পীড়িতস্তাহ দেহনম্ ॥ ১০
 কেবলং জড়ভাবেন মূঢ়ত্বং মোহনং তথা ।
 অজ্ঞানহংক মূঢ়ত্বমত্যাগ্যাস্তামসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
 গুহ্যং যাতুধানাশ্চ কিল্লরোগঃ গরাক্ষসাঃ ।
 দেবদানবরোজাশ্চ দৈত্য্য মাতরজা গণাঃ ॥ ১২
 তামসাস্ত গ্রহা ভূতা বায়ুভূতা নরং সদা ।
 পীড়িতস্তাহ বিদ্যা হি যোগাভ্যাসরতং গ্রহৈঃ ॥ ১৩
 এবমাত্মাপসর্গাণাং বারণায় চ ধারণাম্ ।
 বক্ষ্যামি বিবিধাং বৎস যোগিনাং সিদ্ধিহেতবে

দরিত্র, আমি ধনী ; আমি বীর, আমি হৃষীকেশ্বর ;
 আমি মুখ, আমি অতি বিদ্বান্ ; আমি সুরূপ,
 আমি কুরূপ ; আমি দাতা, আমি রূপগ ;
 আমি সুখী, আমি ভোগী, আমি কুলীন,
 আমি অকুলীন ; আমি শত্রুঘ্ন, আমার
 শত্রু নাই ; এই সকল বস্তু আমার ইত্যাদি
 যে কিছু অঙ্কারময় জন্ম, তৎসমস্তই রাজস
 বিদ্যা । অঙ্কতা, বধিরতা, পশুতা, তৃষ্ণাযোগ,
 শিরোরোগ, জ্বর, শূল, যন্ত্রা, মুচ্ছা এবং
 ভ্রমাদি ব্যাধি অজ্ঞান এবং অঙ্কার-মিশ্রিত ;
 এই সব রাজস-তামস বিদ্যা মিশ্রিতভাবে
 দেহকে পীড়িত করে । কেবল জড়তাব-
 প্রযুক্ত মূঢ়তা, অজ্ঞতা এবং মূঢ়তা ইত্যাদি
 বিদ্যা তামস । যক্ষ, যাতুধান (রাক্ষস-
 বিশেষ), কিল্লর, সর্প, রাক্ষস, দেব, দানব,
 রুদ্রগণ, দৈত্য, মাতৃগণ, তামস-গ্রহ এবং
 ভূতগণ বায়ুরূপ হইয়া যোগাভ্যাসরত
 মানবকে সতত পীড়িত করে । হে বৎস !
 যোগিগণের সিদ্ধির জন্য এই সব উপসর্গ-

অগাদিসপ্তধাতুনামেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ।
 প্রণবঃ কণ্ঠনাসাগ্রে সবীজঃ বহ্নিদীপিতম্ ॥ ১৫
 বাক্রণেষু চ সৰ্বেষু উপসর্গেষু যোগবিৎ ।
 এতদেব চরেন্নিত্যমুপসর্গাদয়ো যযুঃ ॥ ১৬
 পিত্তরোগাভিভূতা বা যোগী যোগপরায়ণঃ ।
 ধ্যানমেতৎ প্রকৃত্বা তথাত্মজ্ঞপু পুত্রক ॥ ১৭
 সুরূতকে ডুনাথস্ত চাকরং তত্র চিন্তয়েৎ ।
 সুধাতলাষঃ ধ্যায়ৈৎ স্বস্ত মূর্ধ্নি শিবাস্থকম্
 প্রাবণ্ড ব্রহ্মরঞ্জন দেহং নিক্ষিপজ্ঞঃ স্মরৈৎ ।
 শীতলেন সুগন্ধ্যং হৃদযক্ষাপ তেন বৈ ॥ ১৯
 পৈত্তিকাশ্চোপসর্গাশ্চ ভাষুনা তিমিরং যথা ।
 বিষজ্জ জ্বরত্যাগ নশ্চান্ত্যাসতো ধ্রুবম্ ॥ ২০
 নাশয়েদঙ্কতাং যোগী দিবাদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ ২১
 উৎকম্পাপানমন্তক চন্দ্রদৈবত্যা পিবেৎ ।

বারণের উদ্দেশে বিবিধ ধারণা বলিতেছি ;
 —বর্ধ এবং নাসার অগ্রভাগে সবীজ বহ্নি-
 দীপিত প্রণব অগাদিসপ্তধাতুর সহিত একী-
 ভূত চিন্তা করবে । যোগজ ব্যক্তি জনীয়
 উপসর্গ মাতেই এই প্রতিক্রিয়া নিত্য করবে ;
 তাহাতে সেই উপসর্গ দূর হইবে ॥ ১—১৬ ।
 হে পুত্রক ! পিত্তরোগাভিভূত যোগপরায়ণ
 যোগী এই প্রকার ধ্যান করবে, অবশ
 কর । স্বীয় মস্তকে সুধাবলসিত, শিবাস্থক,
 সুরূত চন্দ্রবীজ ধ্যান করবে ; আর তাহা
 ব্রহ্মরঞ্জ দ্বারা দেহপ্রবিষ্ট হইয়া নিক্ষিপ-
 সম্পাদন করিষাছে, ইহা স্মরণ করবে *
 এবং সুগন্ধ শীতল সেই বীজের সহিত
 মিলিত হৃদয স্মরণ করবে । সুধা দ্বারা
 যেমন অঙ্কার বিনষ্ট হয়, এই ধ্যানাভ্যাস
 দ্বারা সেইরূপ পৈত্তিক উপসর্গ এবং বিষ-
 জ্বরাদি নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে । যোগী এই
 ধ্যানাভ্যাসে অঙ্কতা নাশ করিতে পারে
 এবং তাহার দিবাদৃষ্টি হয় । অন্য উপায়
 এই ;—অপান-বায়ু উৎকম্প করিয়া ইড়া-

এই অম্ববাদের মূল স্থল দৃষ্টিতে
 সুসঙ্গত নহে ।

পীত্ব পার্শ্ববর্তনেন স্তম্ভং বায়োর্বিনাশয়েৎ ।
 পুষ্টিরেবাতুল্য তন্মহিষং ক্রজহীনতা ॥ ২২
 হস্তবন্ধ সুপীতাভমমরত্বং তথা স্মরন ।
 শ্রোত্রমাকারবাযোশ্চ অত্রৈকত্বং বিচিস্তয়েৎ ॥
 মোচয়েৎ তং পুনর্বাযুং বধিরত্ববিনাশনম্ ।
 শৃণোতি দূরতঃ সর্বং শ্রুতধারী ভবেৎ সদা ॥
 বিয়ম্ময়োহথ সঞ্চারী সততাভ্যাসযোগতঃ ।
 সরোজং রসনায়াঞ্চ তদ্রুচ্যৈঃ সর্গকমম ॥ ২৫
 স্মৃত্বা মধ্যো পুনর্বাযুং চক্ৰবর্ণাং সরস্বতীম্ ।
 জড়ত্বঞ্চ শিরোরোগং মুখরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥
 প্রজ্ঞা চৈব স্মৃতির্বেদা কবিত্বং বুদ্ধিরুত্তমা ।
 স্তম্ভনং হৃষ্টসম্ভানাং সর্ববাযুং জয়েৎ সদা ॥ ২৭
 হৃৎসরোজগতং দেবমষ্টাদশভূজৈর্যুতম্ ।
 নীলারুণং মহাকাযং ত্রিদৃচ্ছন্দজটাজ্বরম্ ॥ ২৮
 সিংহচর্ম্মাধরং ভীমং সর্ভাভরণভূষিতম্ ।
 ভূজঙ্গহার্যভরণং সর্পকঙ্কণনুপুরম্ ॥ ২৯
 জালামালাকুলং দীপ্তং ভাভাসিতদিগাননম্ ।

নাভী দ্বারা তাহা পান করিবে। তাহা পার্শ্ববর্তন পান করিয়া বায়ুস্তম্ভ দূর করিবে। এইরূপ করিলে অতুল পুষ্টি, শৈশ্ব্য এবং আরোগ্য হয়। উত্তম পীতবর্ণ হস্তবন্ধ এবং অমরত্ব স্মরণ করিয়া শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় চিস্তা করত তাহাতে আকাশ এবং বায়ুর একতা করিবে; পরে বায়ুরেণন করিবে। তাহা হইতেই বধিরত্ব মোচন হয়, আর দূর-জ্ঞবণশক্তি ও শ্রুতধরত্ব হইয়া থাকে। অনন্তর সতত অভ্যাসযোগে আকাশ-স্বরূপ এবং সর্বত্র সঞ্চরণশীল হয়। রসনায় জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন কাণকাসম্বিত সরোজ স্মরণ করিয়া তন্মধ্যে চক্ৰবর্ণা সরস্বতীকে চিস্তা করিবে। তাহাতেই জড়তা, শিরোরোগ এবং মুখরোগ বিনষ্ট হয়। প্রজ্ঞা, স্মৃতি, কবিত্ব-শক্তি এবং উত্তম বুদ্ধি লাভ হয়, হৃষ্টস্তম্ভন এবং সর্গবধ বায়ুজয় তাহার হইয়া থাকে। অষ্টাদশ-ভূজসম্পন্ন, নীল-লোহিত, মহাকায, ত্রিনয়ন, জটাজ্বর, সিংহ-চর্ম্মাধরধারী, সর্ভাভরণভূষিত, ভূজঙ্গহার-

অভেদ্যং বিজয়ং রৌদ্রমকোভ্যং ত্রিদশেশ্বরম্
 কপালমালিনকোত্রং ভীমং দংষ্ট্রাকরালিনম্ ।
 অস্ত্রৈর্বাঘকরং দেবমমোঘৈর্বহ্নিকারণৈঃ ।
 স্মরণাদ্যজনাট্টৈব তৈজসৈবিস্বনাশনম্ ॥ ৩১
 শূলমুদগরবজ্রেষু দণ্ডকাস্মু কশস্ত্যসি ।
 পদ্মাস্ত্রে দক্ষিণে ভাগেহবিনাশং পরমেশ্বরম্ ॥
 পরিঘধ্বজখট্টাঙ্গৈরক্ষুশঞ্চ ধনুর্গদাম্ ।
 জ্ঞানানেন পাপেন বামভাগেহভয়প্রদম্ ॥ ৩৩
 অনেন ধ্যানযোগেন সর্গবিস্তান্ নিবারয়েৎ ।
 বশং নয়েজ্জগৎ সর্বমাপদ্যাপ মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪
 সম্যগদর্শনসম্পন্নো নাভিভূয়েত কস্মভিঃ ।
 যোগবিদ্যোগযুক্তাত্মা পরম নিষ্কামমুচ্ছাত ॥ ৩৫
 আদিত্যমণ্ডলং পদ্মে সৌম্যং বৈ পাবকং ততঃ
 আত্মনো হৃদগুহাবাসং সন্ধিতেন্দ্র্যবং মহামুনিঃ ॥
 তত্র দেবং পরম শান্তং ধ্যয়েদৌশং সূনিশ্চলম্
 জগদ্ব্যাপ্য স্থিতং কৃৎস্নং কালাকালবিবর্জিতম্

ভূষিত, সর্পময় কঙ্কণনুপুর-সম্পন্ন, জালামালা-কুল, প্রভোভাসিত-দ্বিগুণ, দীপ্ত, অভেদ্য, অজ্ঞেয়, অকোভ্য, রৌদ্র, কপালমালী, দংষ্ট্রাকরাল, অনলোপহারী অমোঘ অস্ত্রে ভীষণ-পাণি, স্মরণ ও পূজনমাত্রে বিস্ববিনাশন (নয় খানি) দক্ষিণ হস্তে শূল, মুদগর, বজ্র, বাণ, দণ্ড, ধনুঃ, শক্তি, খড়্গ এবং পদ্ম, (নয় খানি) বামহস্তে পরিঘ, ধ্বজ, খট্টাঙ্গ, অক্ষুশ, ধনু, গদা, জালামুখাস্ত্র, পাশ এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া বিরাজমান, অবিনাশী ভীমদেব সুরেশ্বর পরমেশ্বরকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিবে। ১৭—৩৩। এই ধ্যানযোগ করিলে সর্গবিস্তানিবারণ এবং সর্বলোক-বলীকরণ করিতে সমর্থ হয়। আপদেও তাহার মহেশ্বর্য্য দূর হয় না। সে ব্যক্তি সম্যগুদনীয় এবং কস্মি দ্বারা অভিভূত হয় না। পুনশ্চ সেই যোগযুক্তচিত্ত যোগবিৎ পরম নিষ্কাম প্রাপ্ত হয়। মহামুনি, আপনার হৃদয়গুহায় পদ্মোপার সূর্য্যমণ্ডল বা সৌম্য বাহুমণ্ডল চিস্তা করিয়া তথায় পরমশান্ত সূনিশ্চল জগদ্ব্যাপী কালাকালবিবর্জিত অণ্ড ঈশ্বরকে ভাবনা

বিয়দে দেশে হৃৎকুণ্ডে বা যোগী যোগবিদাং বরঃ
ঈশ্বরঃ চিন্তয়েৎ স্থানুঃ জ্ঞানমানন্দবিগ্রহম্ ।
উভাবপি স্থিরীকৃত্য যোগী মোক্ষায় কল্পতে ॥
বাহ্যে চিন্তং সমারোপ্য বায়োঃ পরমকারয়ৎ ।
ততো দ্বারাণি সংযম্য ব্রহ্মরঞ্জে লয়ং গতঃ ॥ ৩৯
লক্ষমাধায় তত্রৈব যোজয়েন্ময়ি যথুথ ॥ ৪০

যুতং যুতেষেব যথা নিযুক্তং
প্রয়াতি চৈক্যাদবিশেষভাবম্ ।
তথৈব লীনো ন ভবেৎ স ভূয়ঃ
পরে চতুর্থে অনয়া চ যুক্ত্যা ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে শিব-
স্কন্দসংবাদে সাত্ত্বিকরাজসবিঘ্নাদিকথনং
নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

করিবে। অথবা যোগবিৎশ্রেষ্ঠ যোগী
হৃৎকুণ্ডে বা আকাশমার্গে জ্ঞান আনন্দরূপী
স্থানু (কুটস্থ) ঈশ্বরকে ভাবনা করিবে।
এতদ্ব্যভয় স্থির করিলে যোগী যুক্তি লাভ
করিবে। হে উত্তম! বায়ুর বন্ধিবার
নিরোধ করিয়া, কর্তৃত্বাভিমানের প্রযোজক
যে চিন্তা, তাহাকে ব্রহ্মরঞ্জে আরোপণপূর্বক
তথায় লক্ষ্য স্থির করিয়া তদগত হইবে,
হে যথুথ! সেইখানেই আঘাতে আত্ম-
যোজনা করিবে। যেমন ঘৃত, ঘূতে মিশ্রিত
হইলে এক্যপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ ভাব থাকে
না; সেইরূপ এই যোগ বা যুক্তিবলে, তুরীয়-
ব্রহ্মে সেই জীব লীন হয়, তাহার আর
পুনর্জন্ম হয় না। ৩৪—৪১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ব্রতানি সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
তত্র কৃষ্ণাষ্টমৌ পুণ্য্য সর্কপাপপ্রণাশনৌ ॥ ১
কৃষ্ণাষ্টমৌব্রতান্নাত্তদব্রতমস্তি বিভূতিদম্ ।
কৃষ্ণাষ্টমৌব্রতং কৃষ্ণা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমাশ্রুয়াৎ ॥ ২
বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুঃ সুরেশত্বং শচীপতিঃ
কুবেরো যক্ষরাজত্বং নিয়ন্তৃত্বং যমঃ স্বয়ম্ ॥ ৩
চন্দ্রশত্ৰুত্বমাপনো গণেশত্বং গণাধিপঃ ।
স্কন্দঃ সেনাপতিত্বঞ্চ তথা চাত্তে গণেশ্বরঃ ॥ ৪
কৃষ্ণা চৈশ্বর্যমাপন্যঃ সৌভাগ্যং দেববল্লভাঃ ।
ব্রতশাস্ত্র প্রভাবেণ লক্ষ্ম্যাঃ পতিরভূদ্ধরিঃ ॥ ৫
যযাতিঃ সার্কভৌমত্বং তথা চাত্তে নৃপোত্তমাঃ ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা গন্ধর্বাণাঞ্চ বহুকাঃ ।
কৃষ্ণা চৈব পরাং সিদ্ধিং প্রাপ্তাশ্চ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
নন্দীশ্বরেণ যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাশ্বনে ।
কৃষ্ণাষ্টমৌব্রতং শ্রেষ্ঠং সর্ককামকলপ্রদম্ ॥ ৬

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রত-
সমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তন্মধ্যে কৃষ্ণা-
ষ্টমৌ পুণ্যজনিকা এবং সর্কপাপবিনাশিনী।
কৃষ্ণাষ্টমৌ-ব্রতের অতিরিক্ত বিভূতিপ্রদ ব্রত
আর নাই। কৃষ্ণাষ্টমৌ-ব্রত করিয়া ব্রহ্মা
ব্রহ্মপদ, বিষ্ণু বিষ্ণুপদ, ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য,
কুবের যক্ষরাজত্ব, যম নিয়ন্তৃত্ব, চন্দ্র চন্দ্রপদ,
গণেশ গণপত্য এবং কাৰ্ত্তিকেয় সেনাপতিত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন। অষ্টান্ত গণশ্রেষ্ঠগণ এই
ব্রত করিয়া ঈশ্বর্য, সৌভাগ্য এবং দেবপ্রিয়ত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রতপ্রভাবে বিষ্ণু
লক্ষ্মীপতি হইয়াছেন, যযাতি সার্কভৌমত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মুনিবর সকল! অষ্ট
রাজসুতমগণ, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব-
বহুত্বং এই ব্রত করিয়া পরমসিদ্ধ প্রাপ্ত
হইয়াছেন। ১—৬। এই সর্ককামপ্রদ শ্রেষ্ঠ
কৃষ্ণাষ্টমৌ-ব্রত, মহাশ্বা নারদের নিকট নন্দী-

মেরোৰ্দ্ধিকিণঃ শৃঙ্গঃ সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।
 তত্র নন্দীশ্বরঃ দৃষ্টো সৰ্বজ্ঞঃ শঙ্কুবল্লভম্ ॥ ৮
 উপাস্তমানঃ মূৰ্তিভ্যঃ স্তূধ্যমানঃ মরুদগণৈঃ ।
 সৰ্বানুগ্রহকর্তারঃ কুহা তু বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৯
 অত্রবোৎ প্রণিপত্যথ দণ্ডবদ্রাবদো মুনিঃ ॥ ১০
 নারদ উবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বতত্ত্বজ্ঞ সৰ্বেষামভয়প্রদ ।
 কেন ব্রতেন চৌর্নে তপোব্রতঃ প্রজায়তে ॥ ১
 সৌভাগ্যঃ কাস্তিমৈশ্বৰ্য্যমপত্যঞ্চ যশস্তথা ।
 শাসিতাঃ মুক্তিমন্তে চ পশুপাশবিমোচনৌ ॥ ১২
 ভগবন্তদব্রতং ক্রুহি কারুণ্যাচ্ছকরাশ্রয়ম্ ॥ ১৩
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং শ্রেষ্ঠমাস্ত দেবকেষে শৃণু ।
 গণেশত্বং যস্য লক্খং যেন চৌর্নে নারদ ॥ ১৪
 মাসে মার্গশিরে প্রাপ্তে কৃষ্ণাষ্টম্যাং জিতেন্দ্রিয়ঃ
 অশ্বখদন্তকাঠেন কুহা বৈ দন্তধাবনম্ ॥ ১৫
 জ্ঞানং কুহা চ বিধিবৎ তর্পণকৈব নারদ ।
 আগত্য ভবনং পশ্যৎ পূজয়েচ্ছকরং প্রভুম্ ॥

শ্বর কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। নারদ মুনিসুরাসুরপূজিত সুরেক-দাক্ষিণশৃঙ্গে সৰ্বজ্ঞ, শিবপ্রিয়, মুনীগণোপাস্তমান, দেবগণস্তূয়মান, সৰ্বানুগ্রহকর্তা নন্দীশ্বরকে বিবিধ স্তব করিয়া ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে সৰ্বতত্ত্বজ্ঞ! সৰ্বভয়প্রদ ভগবন্! কোন ব্রত অমুষ্ঠান করিলে তপোব্রুতি হয়। কোন ব্রতে সৌভাগ্য, কাস্তি, ঐশ্বৰ্য্য, অপত্য, যশ এবং অস্ত্রে পশুপাশবিমোচনৌ নির্দাম-মুক্তি লাভ হয়, সেই শিবপ্রিয় ব্রত কৃপাপূৰ্ব্বক আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে দেবর্ষে! কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত নামে (এই-রূপ) শ্রেষ্ঠ (এক) ব্রত আছে, অবগণ কর। হে নারদ! আমি তাহা করিয়া গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রতী—জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অশ্বখকাঠ দ্বারা দন্তধাবন এবং যথাবিধি জ্ঞানতর্পণ করিয়া গৃহে আগমনপূৰ্ব্বক প্রভু শঙ্করের পূজা করিবে অর্থাৎ শঙ্কর নাম

গোমূত্রঃ প্রাপ্তা বিধিবৎপবাসী ভবেন্নশি ।
 অতিরাত্রস্ত যজ্ঞস্ত ফলমষ্টেত্ত্বং ভবেৎ ॥ ১৭
 সর্গিষঃ প্রাশনং পৌষে দন্তকাঠঞ্চ তৎ স্মৃতম্ ।
 পূজয়েচ্ছকুনামানঃ ভগবন্তঃ মহেশ্বরম্ ।
 বাজপেয়াষ্টকফলং প্রাপ্নোতি শ্রদ্ধাবিতঃ ॥ ১৮
 মাঘে বটস্ত কথিতং গোক্ষীরং প্রাশনং স্মৃতম্
 মহেশ্বরং সুসম্পূজ্য গোমেধস্তাষ্টকং ফলম্ ॥
 ফাল্গুনে চ তদেবোক্তং কাৰ্ঘ্যং বৈ প্রাশনঞ্চ যৎ
 সম্পূজয়েন্নগাদেবং রাজসূয়াষ্টকং ফলম্ ॥ ২০
 কাঠমৌদুঘরং চৈত্রে প্রাশনে বার্জিতা জনাঃ ।
 পূজয়েৎ স্থানুনামানমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ২১
 শিবং সম্পূজ্য বৈশাখে পীত্বা চৈব কুশোদকম্

উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে। আর ব্রাত্রে গোমূত্র মাত্র পান করিয়া নিয়মমত উপবাসী থাকিবে। তাহাতে অতিরাত্র-যজ্ঞের অষ্টেত্ত্বং ফল লাভ হইবে। পৌষ মাসে দন্তধাবন-কাঠ পূর্ববৎ। স্মৃতমাত্র ভোজন করিয়া উপবাস। আর শঙ্কু নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা করিবে। তাহাতে সেই শ্রদ্ধাবিত ব্যক্তি অষ্ট বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। মাঘ মাসে বট-কাঠ দ্বারা দন্তধাবন কথিত হইয়াছে; গব্যাহুতমাত্র পান করিয়া উপবাস বিহিত হইয়াছে; মহেশ্বর নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিলেই আটটী গোমেধ-যজ্ঞের ফল হয়। ১—১৯। ফাল্গুনে মাসে দন্তধাবন ও পানীয় সেইরূপই। আর মহাদেব নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিলে আটটী রাজসূয়-যজ্ঞের ফল হয়। চৈত্রে মাসে উদুঘর-কাঠের দন্ত-ধাবন হইবে, নির্জনে * ভোজন করিবে। স্থানু নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে। তাহাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। হে নারদ! বৈশাখ মাসে কুশোদক মাত্র পান করিয়া থাকিবে; শিব নাম উল্লেখ

* মূলপাঠ-ভুক্তি নাই। “বার্জিতং জনঃ” পাঠ হইলে “জনবার্জিত ভোজন”।

নরমেধাষ্টককলং প্রাপ্নোত্যেব হি নারদ ॥২২॥
জ্যৈষ্ঠে প্রাকং ভবেৎ কাষ্ঠ-পূজাঃপশুপতিবিভূঃ
গবাং শৃঙ্গোদকং শ্রাণু স্বপদেবশ্চ নারদো ।
গবাং কোটি বদানশ্চ যৎ পুণ্যং তদবাগ্নুযাৎ ॥
আষাঢ়ে চোগ্রনামানামিষ্টা শ্রাণু গোময়ম্ ।
সৌগ্রামণাস্ত যজ্ঞশ্চ কনমষ্টে শুণং ভবেৎ ॥ ২৪
পাল্লবং শ্রাবণে প্রোক্তং শর্ষপং সম্পূজ্য নারদ
প্রাশ যজ্ঞকর্ণদ্বাণি কল্পং শবপুয়ে বসেৎ ॥২৫
মাসে ভাদ্রপদেহষ্টম্যাং দ্ব্যাহকং সম্পূজয়েৎ
প্রাশনং বিশ্বপত্নশ্চ সমদাক্ষিণ্যং ভবেৎ ॥ ২৬
আশ্বিনে জম্বুবৃক্ষশ্চ দন্তপাঠমুদীরিতম্ ।
ঈশ্বরং পূজয়েত্ত ক্র্যা প্রাশয়েৎ ততুলোদকম্ ।
পৌণ্ডরীকশ্চ যজ্ঞশ্চ কনমষ্টে শুণং লভেৎ ॥ ২৭

করিয়া শিবপূজা করিবে। তাহাতে আটটি
নরমেধ-যজ্ঞের ফল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রক-
কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন; পশুপতি নাম উল্লেখ
করিয়া প্রভুশিবের পূজা করিবে। অনন্তর
গোশৃঙ্গ-প্রক্ষালন-জল পান করিয়া শিব
সমীপে নিদ্রা যাইবে। তাহাতে কোটি গো-
দানের পুণ্য অর্জন হইবে। আষাঢ়ে উগ্র
নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে, গোময়
মাত্র ভোজন করিবে; তাহাতে সৌগ্রামণী-
যজ্ঞের অষ্টশুণ ফল পাইবে। হে নারদ!
শ্রাবণ মাসে পল্লব-কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন
হইবে, শর্ষপ নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা
করিবে এবং মাত্র অর্ক-(আকন্দ)-পত্র
ভোজন করিয়া থাকিবে, তাহাতে এককল্প
শিবপুরবাস হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসের
অষ্টমীতে ত্র্যাহক নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা
করিবে, আর সেদিন বিশ্বপত্ন মাত্র ভোজন
করিয়া থাকিবে; তাহাতে শর্ষ-দাক্ষিক্য-
প্রাপ্তি হয়। আশ্বিন মাসে জম্বুকাষ্ঠ দ্বারা
দন্তধাবন হইবে, ঈশ্বর নাম উল্লেখ করিয়া
ভক্তিসহকারে শিবপূজা করিবে, আর
ততুলের জলমাত্র আহার করিবে; ইহাতে
পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের অষ্টশুণ ফললাভ হয়।

মাসে তু কার্তিকেহষ্টম্যামীশানাব্যং প্রপূজয়েৎ
পঞ্চগবাং সক্রুৎ পীত অগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ॥
বর্ষাহে ভোজয়েৎ প্রান্ শবভক্তিপরায়ণান্ ।
পায়সং মধুসংযুক্তং স্নতেন সুপরিপ্লুতম্ ॥ ২৯
শক্যাঃ হিরণ্যং বাসার্সং ভক্ত্য ভেভ্যো
নিবেদয়েৎ ।

দেবায় দদাদধ্বান্নং বিজ্ঞানঞ্চ চামরম্ ॥ ৩০
কৃষ্ণাং পরাশ্রমীং গাঞ্চ ঘণ্টাং কঙ্কুবাসসৌ ।
সরভাং তাম্রকলসীং গামাকৃত্য নারদ ॥ ৩১
অংকারঞ্চ বহুঞ্চ দাক্ষিণ্যঞ্চ শক্তিভ্যঃ ।
কল্পকোটিপতং সাত্ৰং শিবলোকে মহীয়তে ॥৩২
কৃষ্ণাষ্টমীত্রতং সম্যক্ প্রাপ্তং দেবক্বেষে ময়া ।
যজ্ঞকং দেবদেবেন দেবৈব্য বিশ্বসৃজ্য পুরা ॥৩৩
সূত উবাচ ।

এবং নন্দীশ্বরাক্ষুহা নারদে মূনিপুত্রবাঃ ।
কৃষ্ণাষ্টমীত্রতং পুণ্যং যযৌ বদরিকাক্ষমম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মস্মাৎ প্রভাবাদ্ যঃ পঠেৎ শূন্যাদপি ।

কার্তিক মাসের অষ্টমীতে ঈশান নাম উল্লেখ
করিয়া শিবপূজা করিবে, একবার পঞ্চগব্য-
মাত্র পান করিয়া থাকিবে; তাহাতে অগ্নি-
ষ্টোম-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। এক বৎসর
শেষ হইলে শিবভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে
স্বতপ্ত মধুযুক্ত পায়স ভোজন করাইবে।
যথার্থ ভক্তিসহকারে তাহাদিগকে সুবর্ণ
এবং বস্ত্র দান করিবে। হে নারদ! দধান্ন,
চন্দ্রাতপ, ধ্বজ, চামর, পরাশ্রমী কৃষ্ণা গো,
ঘণ্টা, কঙ্কু-বস্ত্র, সংঘ্র তাম্রকলসী, অলঙ্কৃত
বৃষ, অলঙ্কার, বস্ত্র, এবং যথার্থ দাক্ষিণ্য
শিবোদ্দেশে দিবে। ইহার ফলে কিঞ্চদধিক
শতকোটি কল্প শিবলোকে সাদরে বাস হয়।
হে দেবর্ষে! পূর্বকালে বিশ্বস্রষ্টা শিব ভগ-
বতীর নিকট এই কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত বলিয়া-
ছিলেন, আমি তাহা সম্যক্ অবগত হইয়াছি।
সূত বলিলেন,—হে মূনিপুত্রবগণ! নারদ,
নন্দীশ্বরের নিকট এই পুণ্য কৃষ্ণাষ্টমীব্রত
অবণ করিয়া বদরিকাক্ষমে গমন করিলেন।

অতিসত্ত্ব যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতান্নমুত্তমম্ ॥৩৫
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো স্মৃত-
শৌনকসংবাদে কৃষ্ণাষ্টমীব্রতকথনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

অমৃতব্রতং পাপহরং দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।
যজ্ঞত্বং ভানুনা পূৰ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যায় যোগিনে ॥১
যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।
জয়া চ বিজয়া চৈব কিংফলা কিংপরায়ণা ।
তস্ত্যাং বিশিষ্টং যৎ পুণ্যং বদ কশ্চপনন্দন ॥
সূর্য্য উবাচ ।
দ্বাদশী বিষ্ণুদয়িতা দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ ।
শ্রবণেন ঋমায়ুৰ্দ্ধা কদাচিদ্যদি লভাতে ॥ ৩
শুরুপক্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিজয়া সা প্রকীর্তিতা ।
উপোষ্যা সা প্রযত্নেন সৰ্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ৪

যে ব্যক্তি এই ব্রতমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ
করে, তাহার অতিসত্ত্ব (ব্রত ?) যজ্ঞের
উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় । ২০—৩৬ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—দেবদেব বিষ্ণুর এক
পাপনাশক ব্রত আছে, সূর্য্য, যোগী যাজ্ঞ-
বল্ক্যের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ।
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে কশ্চপনন্দন ! জয়া
এবং বিজয়া-ব্রতের কি ফল, কি স্বরূপ এবং
বিশেষ পুণ্য হয় কিরূপ, তাহা বলুন । সূর্য্য
বলিলেন,—হে দ্বিজবর ! দ্বাদশী বিষ্ণুপ্রিয়া ;
সেই বৈষ্ণবী দ্বাদশীতিথি শুরুপক্ষে যদি
শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা পাণ্ডয়া যায় ত তাহা বিজয়া
নামে কীর্ত্তিতা । যত্নসহকারে তাহাতে উপ-

যা তু পুষ্যেণ সংযুক্তা ফাল্গুনস্ত সিতা তু বৈ ।
স। জয়া দ্বাদশী নাম সৰ্বপাপক্ষয়করী ॥ ৫
কৃতার্থো জায়তে মর্ত্যাস্ত্যামুপোষ্য দ্বিজোত্তম ।
তস্ত্যাং স্নাতঃ সদা স্নাতো ভবেদৈ নাত্ৰ সংশয়ঃ
সম্পূজ্য বস্ত্রপুষ্পাট্টৈঃ ফলং সাগ্রং সমম্মুতে ।
একং জপ্ত্বা সহস্রস্ত জপস্ত্যাপ্নোতি বৈ ফলম্
দানং সহস্রগুণিতং তথা বৈ বিপ্রভোজনম্ ।
হোমশ্চৈবোপবাসশ্চ সহস্রস্ত ফলপ্রদঃ ॥ ৮
ঋগ্বেদস্ত্য সমগ্রস্ত্য সদৈব ফলমম্মুতে ॥ ৯
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বপ্নং বা যদি বা বহু ।
তন্নাশয়তি গোবিন্দস্ত্যামভ্যর্চ্য যত্নতঃ ॥১০
যশ্চোপবাসং কুরুতে তস্ত্যাং স্নাতো দ্বিজোত্তম
সৰ্বপাপবিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১১
যঃ কৃত্বা দ্বাদশীমিমাং ক্ষপয়েত্তক্তিমান্ নরঃ ।
ব্রহ্মণো দিবসং যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥

বাস করিলে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয় । ফাল্গুন-
মাসে শুরুদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে,
তাহা সৰ্ব-পাপনাশিনী জয়া-দ্বাদশী নামে
আভিহিত হয় । হে দ্বিজোত্তম ! মানব
সেই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে কৃতার্থ হয় ।
সেই দ্বাদশীতে স্নান করিলে সৰ্ব-পুণ্যকালে
স্নান করিবার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয়
নাই । বস্ত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুপূজা
করিলে সমগ্র ফললাভ হয় । একবার জপ
করিলে সহস্র জপের ফল হয় । দান, ব্রাহ্মণ-
ভোজন, হোম এবং উপবাস একবার
করিলে সহস্রগুণ ফল হয় । যে বিপ্র ব্রহ্মা-
সহকারে একটীমাত্র ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিবে,
তাহার সমস্ত সমগ্র ঋগ্বেদপাঠের ফল হয় ।
সেই দ্বাদশীতে গোবিন্দপূজা করিলে, সপ্ত-
জন্মার্জিত বহু বা অল্প পাপ বিনষ্ট হয় । হে
দ্বিজোত্তম ! যে ব্যক্তি সেই দ্বাদশীতে স্নান
করিয়া উপবাস করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া
বিষ্ণুলোকে সাদরে বাস প্রাপ্ত হয় । ১০—১১।
যে মানব ভক্তিসহকারে এই দ্বাদশীতে স্নান
করে, তাহার স্বর্গে ব্রহ্মদিনব্যাপী সাদর বাস

তন্মিহ দিনে তু সম্প্রাপ্তে যৎ কর্তব্যং

ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৩,

একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুমর্চয়েৎ ।

গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ বিবিধৈর্বিধিবন্নরঃ ॥ ১৪

মৎস্তায় পাদৌ প্রথমঃ কুর্মায় চ তথা কটিম্ ।

বরাহায়েতি জঠরং নরসিংহায় বা উরঃ ॥ ১৫

বামনায়েতি বৈ কণ্ঠং ভুজং রামদ্বয়েতি চ ।

যজ্ঞেজামেতি চ মুখং প্রহ্মায়্যোত নাসিকাম্ ॥

কৃষ্ণনাম্না চ নেত্রে দ্বৈ বুদ্ধনাম্না তথা শিরঃ ।

কঙ্কনাম্না তথা কেশান বামনেতি চ সর্বাঙ্গং ॥ ১৬

ভক্ত্যা চারাধ্য গোবিন্দং গোপালঞ্চ তথা নিশি

ততস্তস্তাগ্রতঃ শুদ্ধং স্তম্ভেৎ কৃষ্ণাজিনং বুদ্ধঃ ॥

তস্তোপরি তিলানাস্ত কৃষ্ণানামাটকং স্তম্ভেৎ ।

মধ্যাতঃ প্রস্থমেকস্ত দরিদ্রঃ কুড়বং তথা ॥ ১৭

তিলালাভে যবঃ কার্ধ্যা গোধূমাস্তদলাভতঃ ।

হয়। সেদিনে যাহা কর্তব্য, তাহা বল-

তেছি ;—মানব, একাদশীতে উপবাসী

থাকিয়া, দ্বাদশীতে বিবিধ গন্ধ পুষ্প উপহারে

বিষ্ণুপূজা করিবে। পাদদ্বয়, ‘মৎস্তায়’ *

মস্ত্রে, কটি ‘কুর্মায়’ মস্ত্রে, উদর ‘বরাহায়’

মস্ত্রে, বক্ষঃস্থল ‘নরসিংহায়’ মস্ত্রে, কণ্ঠ ‘বাম-

নায়’ মস্ত্রে, ভুজদ্বয় রাম ও ভৃগুরাম মস্ত্রে, মুখ

বলরাম মস্ত্রে, নাসিকা ‘প্রহ্মায়্য’ মস্ত্রে, নেত্র-

দ্বয় কৃষ্ণ নামে, মস্তক বুদ্ধ নামে, কেশ কঙ্কী

নামে এবং সর্বাঙ্গ বামন নামে পূজা করিবে।

তৎপরে ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর গোবিন্দ নামে

ও রজনীতে গোপাল নামে আরাধনা করিয়া,

বিচক্ষণ ব্রতী, পূজিত দেবতার সম্মুখে শুদ্ধ

কৃষ্ণাজিন স্থাপন করিবে। তত্‌পরি এক

আটক, অথবা মধ্যাবস্থায় একপ্রস্থ এবং

দরিদ্রের পক্ষে এক কুড়ব তিল স্থাপন

করিতে হয়। তিলের অভাবে যব এবং

যবের অভাবে গোধূম দিতে পারে। হে

* চতুর্থাঙ্গ নামের পর “নমঃ” পদ

এবং পূর্বে প্রণব যোজ্য হওয়া উচিত।

কেবল নামগুলি চতুর্থাঙ্গ, শেষে নমঃ এবং

প্রথমে প্রণব যুক্ত হইবে।

শুখং তত্র ফলং ব্রহ্মস্তুতৈঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ

সৌবর্ণং রৌপ্যতাম্রং বা পাত্রং কুর্মায় স্বপরীক্ষিতঃ

প্রচ্ছাদ্য পাত্রং বাসোভিরহতৈঃ সুপরীক্ষিতৈঃ

সৌবর্ণং বামনং কুত্বা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্ ।

যথাশক্ত্যা কৃতং ব্রহ্মং কৃতযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ২২

এবংরপস্ত তং কুত্বা বামনং ভক্তিমান্ নরঃ ।

স্থাপয়েৎ তত্ত্ব পাত্রস্থং ভক্ত্যা সম্যগুপোষিতঃ

পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ ফলৈর্ধূতৈঃ কালোথৈরর্চয়েজ্জরিম্

পুষ্পোক্তমজ্জবিধিনা ভক্ত্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ ভক্তিতঃ

মৎস্তাঃ কুর্মো বরাহশ্চ নারসিংহোহথ বামনঃ ।

রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কঙ্কী চ তে দশ ॥ ২৫

এতৈর্মন্ত্রপদৈর্দেবং নৈবেদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ।

ভক্তস্তাত্র বিশেষেণ ফলং কোটিগুণোত্তরম্ ॥

ততস্তস্মৈ সমীপে তু দধিভক্তং ঘটে স্তম্ভেৎ ।

কংকং বারিপূর্ণঞ্চ সুগন্ধদ্রব্যসংযুতম্ ।

ছত্রকৈবাক্ষসূত্রঞ্চ পাত্রকে শুভ্রকাং তথা ॥ ২৭

এবং সম্পূজ্য বিধবদেবদেবং জনার্দনম্ ।

ব্রহ্মন! সেই মানব তিলদান-প্রভাবে শুখ-

ফল লাভ করিবে। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র

বা তাম্রপাত্র যথাশক্তি করিবে; সুপরীক্ষিত

‘আহত’ বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া,

সুবর্ণময় বামন ‘বিগ্রহ’ করিবে; বিগ্রহ ব্রহ্ম,

অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী এবং যজ্ঞোপবীত-

সম্পন্ন হইবে। এইরূপ বামন বিগ্রহ ভক্তিসহ-

কারে স্থাপন করিয়া যথাবিধি উপবাসী ব্রতী,

কালসমুত্ত পুষ্প গন্ধ ফল ধূপ এবং ভক্ত্য-

ভোজ্য দ্বারা সেই পাত্রাবস্থিত বামনদেবের

পূজা পুষ্পোক্ত মন্ত্রে করিবে। ১২—২৪। মৎস্ত,

কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম,

কৃষ্ণ, (রামকৃষ্ণ) বুদ্ধ এবং কঙ্কী এই দশাব-

তার মন্ত্রে নৈবেদ্য দ্বারা (এবং অস্ত্রান্ত

উপচার দ্বারা) নারায়ণপূজা করিবে। বিশেষ

ভক্তের ফল কোটিগুণ অধিক হয়। অন-

ন্তর তাঁহার সমীপে ঘটে দধিভক্ত স্থাপন

করিবে। সুগন্ধ দ্রব্যযুক্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু,

ছত্র, অক্ষসূত্র, পাত্রকাণ্ডগল এবং শুভ্রকা

দিবে। দেবদেব জনার্দনকে এইরূপ যথা-

জাগরঃ তত্র কুর্কীত গীতবাদ্যজনাতিতৈঃ ॥ ২৮
 এবং সর্বরজস্তন্তে প্রভাতে বিমলে সতি ।
 প্রদেয়ঃ শাস্ত্রবিহবে ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ॥ ২৯
 বিকৃতজায় শাস্ত্রায় বিশেষেণ প্রদীয়তে ।
 গুরো চ সতি নাস্ত্যৈ দাতব্যমিতি নিশ্চিতম্
 বেদাধ্যাত্রে সমঃ দানঃ দ্বিগুণং তদ্বিদে তথা ।
 আচার্য্যে দানমেককং সহস্রগুণতঃ তথা ॥ ৩০
 গুরো সতি ততোহন্যস্ত বতঃ যশ্চ নিবেদয়েৎ
 স হুর্গতিমবাপ্নোতি দত্তং ভবত নিফলম্ ॥ ৩১
 অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনাৰ্দ্ধনঃ ।
 মার্গস্থো বা বিমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥ ৩২
 প্রতিপন্নঃ গুরুঃ যশ্চ মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে ।
 স জন্মকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৩৩
 এবং দ্বা বিধানেন ব্রাহ্মণায় চ ভক্তিতঃ ।
 মন্ত্রোপায়েন দাতব্যং পুরাণপাঠ্যেন চ ॥ ৩৪
 মন্ত্রেণ প্রতিগৃহীয়াৎ ব্রাহ্মণশ্চ দ্বিজোত্তম ॥ ৩৫

বিধি পূজা করিয়া গীত-বাদ্যশব্দে সমস্ত রাত্রি
 জাগরণ করিবে। এইরূপে সমস্ত নিশা
 শেষ ও নির্মল প্রভাত হইলে, শাস্ত্রজ কুটুম্ব-
 ভরণাসক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। শাস্ত্র
 বিকৃতজ ব্রাহ্মণকে ত বিশেষরূপে দান
 করিবে; আচার্য্য থাকিলে, অন্য কাহাকেও
 দান করিবার প্রয়োজন নাই। বেদাধ্যায়ী
 ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমকল, বেদজ
 ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল এবং
 আচার্য্যকে এক দান সহস্রগুণ ফলজনক হয়।
 যে ব্যক্তি গুরু আচার্য্য থাকিতে ব্রহ্মদ্রব্য
 অপরকে দান করে, তাহার ভগ্নিলাভ
 হয় এবং দানফল হয় না। বিজ্ঞানী হউন
 আর বিদ্যা সম্পন্ন হউন, গুরুই
 জনাৰ্দ্ধন। সৎপথস্থ হউন আর অসৎ-
 পথস্থ হউন, গুরুই সর্বকালীন গতি।
 যে পুরুষাধম, সমাপাগত গুরুর প্রতি
 বিকৃত ব্যবহার করে, তাহার কোটি
 জন্ম নরক ভোগ হয়। এইরূপে ভক্তিসহ-
 কারে বক্ষ্যমাণ পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা
 ব্রাহ্মণকে দান করিবে; যে দ্বিজোত্তম!

বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্ ।
 বামনোহস্ত প্রদাতা বৈ বামনায় নমো নমঃ ॥

(ইতি দানমন্ত্রঃ ।)

বামনঃ প্রতিগৃহীত বামনো মে দদাতি চ ।
 বামনস্তারকো দ্বাতাং বামনায় নমো নমঃ ॥ ৩৬

(ইতি প্রতিগ্রহমন্ত্রঃ ।)

অন্নং প্রজাপতিবিশুক্রেন্দ্রশশিভাস্করাঃ ।
 অগ্ন্যৰ্য্যমৃষমৈশ্বর্যং পাপং হরতু মে সদা ॥ ৩৭

(ইত্যন্নদানমন্ত্রঃ ।)

পর্জন্তো বরুণঃ সূর্য্যঃ সালিলং কেশবঃ শিবঃ ।
 অষ্টা যমো বৈশ্রবণঃ পাপং হরতু মে সদা ॥ ৩৮

(ইতি সালিলদানমন্ত্রঃ ।)

বিপ্রাণাং ভোজনং দত্ত্বা যথাসক্ত্যথ দক্ষিণাম্
 পৃষদাজ্যঞ্চ সম্প্রাপ্ত পশ্চাদ্ ভুক্তাত বাগৃষতঃ
 ভূয়ো যথেষ্টয়া রাত্নৌ সমদ্বৈষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
 সমাপাতে ত্রতে তাম্বন ব্রহ্মণ শৃণু চ যৎ ফলম্
 ব্রহ্মণঃ প্রদয়ং যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মধীয়তে ॥ ৪০

অনন্তর ব্রাহ্মণ ও দাতার নিকট বক্ষ্যমাণ মন্ত্র
 উচ্চারণ করত প্রতিগ্রহ করিবে। ২৫—৩৬।
 বামন দানবুদ্ধিপ্রদ, স্বয়ং বামনই দ্রব্যস্থিত,
 বামনই ইহার প্রদাতা; অতএব বামনকে
 বারবার নমস্কার (এই দানমন্ত্র)। বামন প্রতি-
 গ্রহীতা, বামন দাতা, বামনই উভয়ের নিস্তার-
 কর্তা; বামনকে বার বার নমস্কার (এই
 প্রতিগ্রহ মন্ত্র)। অন্নই প্রজাপতি, বিষ্ণু,
 ক্রতু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু এবং
 যম; অন্ন আমার সর্বপাপ হরণ করুন
 (এই অন্নদান-মন্ত্র)। জনই পর্জন্ত, বরুণ,
 সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, বিশ্বকর্মা, যম এবং কুবের;
 জন আমার সতত পাপ হরণ করুন (এই
 জন-দানমন্ত্র)। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে
 ভোজন করাইবে, যথাসক্তি দক্ষিণা দিবে,
 পরে ঘৃতাব্দু ভোজন করিয়া মৌন হইয়া
 ভোজন করিবে; রাত্রিতে পুনরায় যথেষ্ট
 ক্রমে ভোজন করিবে; এই বিধি সর্বত্র
 জানিবে। হে ব্রহ্মণ! ত্রত সমাপ্ত হইলে,
 যে কল হয়, তাহা গ্রহণ কর; সেই ব্যক্তি

ব্রহ্মলোকাদিলোকেষু ভুক্তা ভোগাননেকশঃ ।
পুনঃ স্বর্গাদ্ ভুং প্রাপ্য জায়তে মহতাং কুলে
সপ্তদ্বীপাধিপত্যক প্রাপ্নুয়ান্নাত্ৰ সংশয়ঃ ।
সর্বান কামান্বাপ্নোতি ততো মুক্তিকং গচ্ছতি
ইন্দ্রশ্রাবরজো দেবো রমানন্দয়নন্দনঃ ।
বানবদ্বন্দ্বয়া দেব গৃহ'নার্য'স্ত শামন ॥ ৪৬

(ইত্যর্থমম্বয়ঃ ।)

ইত্যাদং শৃণ্বাতিত্যঃ পঠেদ্ ব্রহ্মহুতমম ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ শ্রবণদ্বাদশীকণম ॥ ৪৭
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীশৌরে স্বর্গ-
যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে শ্রবণদ্বাদশী ব্রতকথনং
নাম পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অন্যদ ব্রতমিদং বক্ষ্যে শৃণুস্ব মুনিপুত্রবাঃ ।
সৌভাগ্যবর্ধকং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম ॥ ১

ব্রহ্মার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গপূজিত হয় ।
ব্রহ্মলোকাদি স্থানে বহু ভোগ করিয়া স্বর্গ-
ভোগান্তে পৃথ্বীতে মহৎকুলে তাহার পুন-
র্জন্ম হয় এবং সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ হয়,
ইহাতে সংশয় নাই । সর্ব অন্যটি লাভ এবং
মুক্তি লাভও তাহার হয় । হে দেব !
আপনি ইন্দ্রের কন্যে সগেন্দ্র, ব্রহ্মার
হৃদয়ানন্দদায়ী, আপনি বসিষ্ঠে বন্ধ করিয়া-
ছেন ; হে বামন ! (বামন প্রদত্ত)
অর্ঘ্য গ্রহণ কর । (এই অর্ঘ্যদানমম্বয়) । যে
ব্যক্তি এই গ্রন্থাত্মক ব্রহ্মহুত পঠ বা শ্রবণ
করে, সে ব্যক্তি সঙ্গ পাপবৃক্ষ হয় এবং
শ্রবণ-দ্বাদশী কল প্রাপ্ত হয় ৩১—৪৫ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে মুনিবর গণ !
সৌভাগ্যবর্ধক মহাপাতকনাশক অন্ত ব্রত

সর্বহুতৌপশমনং সর্বৈশ্বর্যপ্রদং শিবম্ ।
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ
পুরা দেবেন ক্রত্রেণ দক্ষঃ কামো হুরাসদঃ ।
উপোষিতা তিথিস্তেন তেনানন্দ্রয়োদশী ॥ ৩
শুরুপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মাসি মার্গশ্রে দ্বিজাঃ
জ্ঞানং কৃত্বাথ বিধিনা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ
ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া দেবং পূজয়েচ্ছাশিশেধরম্ ।
পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ কলৈস্তথা ॥ ৫
শঙ্কুনাম্না তনৈহোমঃ কুধ্যাদষ্টোত্তরং শতম্ ।
অনঙ্গনাম্না সম্পূজ্য মধু প্রাপ্ত্ব শপোন্নিশি ॥ ৬
দশানামম্বমেধানাং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৭
যোগেশ্বরং সুসম্পূজ্য পৌষে প্রাপ্ত্ব চন্দনম্
রাজস্বয়ং যজ্ঞম্ কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
নাটেশ্বরং সুসম্পূজ্য মাঘমাসে জিতেন্দ্রিয়ঃ
মৌক্তিকং প্রাপ্ত্ব বিপ্রেন্দ্রাঃ কলং তস্ত বদা-
ম্যহম্ ।

বলিতেছি, শ্রবণ করুন । এই মঙ্গলজনক
ব্রত সর্বহুতের উপশমকারক এবং সর্বৈশ্বর্য-
প্রদ । মানব যাহা যাহা কামনা করিবে, এই
ব্রতপ্রভাবে তৎসমস্তই পাইবে । পূর্বে
ক্রতুদেব, হুরাসদ কামকে এই তিথিতে দক্ষ
করেন, সেইজন্ত ইহার নাম অনঙ্গত্রয়োদশী
এই তিথিতে উপবাস করিতে হয় । হে
দ্বিজগণ ! অগ্রহায়ণ মাসে শুরুপক্ষের ত্রয়ো-
দশীতে বিধিপুঙ্খিক জ্ঞান উপবাস করিয়া
যতেন্দ্রিয় হইয়া নানাবিধ পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য
এবং কল দ্বারা অসাধারণ ভক্তি সহকারে
দেবদেব চন্দ্রশেখরের পূজা করিবে । শঙ্কু-
নাম দ্বারা অষ্টোত্তর শত তিসহোম করিবে ।
অনঙ্গ নামে পূজা করিয়া মধুমাত্র আহার
করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে । ইহাতে মানব
দশ অম্বমেধের কল লাভ করিবে । পৌষ
মাসে শিবের যোগেশ্বর নামে পূজা করিয়া
চন্দনমাত্র আহার করিয়া থাকিলে রাজস্ব-
যজ্ঞের কল লাভ হয় । ১—৮ মাঘ মাসে ইন্দ্রি-
সংযমপুঙ্খিক শিবের নাটেশ্বর নামে পূজা
করিয়া মুক্তাচূর্ণমাত্র আহার করিয়া থাকিলে

বহুস্বর্ণস্ত যজ্ঞস্ত ফলং শত গং ভবেৎ ॥ ৯
 সম্পূজ্য কাক্তনে বীরং কঙ্কোলং প্রাশয়েন্নিশি
 গোমেধস্ত ফলং প্রাপ্য মোদতে দেবরাড়িব ॥
 সুরূপং নাম দেবেশং চৈত্রে রত্নবিনির্মিতম্ ।
 কর্পূরং প্রাশয়েদ্ভাত্তৌ নরমেধফলং লভেৎ ॥ ১১
 বৈশাখে চ মহারূপং দেবেশকং প্রপূজয়েৎ ।
 জাতীফলকং সম্প্রাশ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥
 জ্যৈষ্ঠে প্রহ্মস্নানামানং লবঙ্গং প্রাশয়েন্নিশি ।
 বাজপেয়স্ত যজ্ঞস্ত ফলমষ্টগুণোত্তরম্ ॥ ১৩
 উমাভর্ত্তেতি নামানমাষাঢ়ে সংপ্রপূজয়েৎ ।
 তিলোদকস্ত সম্প্রাশ্যপুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৪
 পূজয়েচ্ছ্রাবণে মূলপানিং পরমেশ্বরম্ ।
 প্রাশয়েদ্ গন্ধতোয়স্ত অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ
 মাসে ভাদ্রপদে বিপ্রাঃ স্যোজাতং প্রপূজয়েৎ

যে ফল হয়, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাহা আমি বলিতেছি; বহু সুরূপযজ্ঞের শতগুণ ফললাভ তাহার হয়। কাক্তন মাসে শিবের বীর নামে পূজা করিয়া রজনীতে কটফল মাত্র আহার করিয়া থাকিলে গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সে ব্যক্তি দেবরাজের স্থায় আনন্দ-ভোগ করিয়া থাকে। চৈত্র মাসে রত্ন-নির্মিত দেবদেব-প্রতিমায় শিবের সুরূপ নামে পূজা করিয়া রজনীতে কর্পূর মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে নরমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসে দেবদেবের মহারূপ নামে পূজা করিয়া জাতীফল মাত্র আহার করিয়া থাকিলে গো-সহস্র-দানের ফল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের প্রহ্মস্নান নামে পূজা করিয়া রজনীযোগে লবঙ্গ-মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে বাজপেয় যজ্ঞের ষাটগুণ অধিক ফল হয়। আষাঢ় মাসে শিবের উমাভর্ত্তা নামে পূজা করিয়া তিলোদক মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভ হয়। শ্রাবণ মাসে পরমেশ্বরকে মূলপানি নামে পূজা করিয়া গন্ধজল মাত্র পান করিয়া থাকিলে, অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্র-

অগুরুঃ প্রাশয়িত্বা তু সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১৬
 মাসে চাশ্বযুজে প্রাপ্তে ত্রিদশাধিপতিং যজ্ঞেৎ
 স্বর্গোদকস্ত সম্প্রাশ্য স্বর্গকোটিকলং লভেৎ ॥ ১৭
 বিশেষ্বরকং কার্তিক্যাং পূজয়েদ্ ভক্তিসংযুতঃ ।
 মদনস্ত ফলং প্রাপ্ত্য কামবদ্ ভ্রাতৃমান ভবেৎ
 প্রতিমাসং প্রবক্ষ্যামি দন্তকাষ্ঠানি বৈ দ্বিজাঃ ।
 মল্লিকা খাদিরকৈব প্রক্ষাপামার্গজং তথা ॥ ১৯
 জম্বুত্বন্দরজাশ্বখং মালতীবটজং তথা ।
 কাদম্বকং তথা প্রাক্কংদূক্ষা চৈব শিরীষজম্ ॥ ২০
 বিপ্রাঃ শুনুত পুষ্পানি নৈবেদ্যানি তথৈব চ ।
 মালত্যাঃ প্রথমং তাবৎ ততো মকুবকং তথা ॥
 করবীরং তথা কুন্দমর্কপত্রাণি সূত্রতাঃ ।
 ততো মন্দরপুষ্পাণি মল্লিকাকুসুমানি চ ॥ ২২

গণ! ভাদ্র মাসে শিবকে স্যোজাত নামে পূজা করিয়া অগুরু মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে সর্বযজ্ঞ-ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসে শিবের ত্রিদশাধিপতি নামে পূজা করিয়া সুরূপ মাত্র পান করিয়া থাকিলে কোটিস্বর্গদানের ফললাভ হয়। কার্তিক মাসে ভক্তিসহকারে শিবকে বিশেষ্বর নামে পূজা করিয়া মদনফলমাত্র আহার করিয়া থাকিলে কামের স্থায় ভ্রাতৃসম্পন্ন হয়। ১৯—২১। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে প্রতিমাসের দন্তকাষ্ঠ কি, তাহা বলিতেছি;—মল্লিকা, খদির, প্রক্ষ, অপামার্গ, জম্বু, উডুগর, অশ্বখ, মালতী, বট, কদম্ব, প্রক্ষ, * দূক্ষা এবং শিরীষের (কাষ্ঠ-দ্বারা দন্তধাবন কর্তব্য)। হে বিপ্রগণ! তৎপরে পুষ্প ও নৈবেদ্যের বিষয় শ্রবণ করুন;—প্রথম মাসে মালতীপুষ্প, অনন্তর কুবক, করবীর, কুন্দ, অর্কপত্র, মন্দারপুষ্প,

* 'প্রক্ষ' নাম দুইবার আছে। আর দূক্ষা দ্বারা দন্তধাবন সুসম্ভাব্য নহে। অত-এব হয় এক প্রক্ষ না হয় দূক্ষা লেখকপ্রমাদে লিখিত। নতুবা ত্রয়োদশ প্রকার দন্তকাষ্ঠ হয়।

কাদম্বঃ যুথিকাপুষ্পঃ ধতুৰং শতপত্রকম্ ।
 দুর্লাভ্যুৰাণি দেয়ানি নৈবেদ্যানি যথাক্রমম্ ॥২৩
 ওদনং কৃশরকৈব শর্করামোদকাস্তথা ।
 কংসারং যাবকাস্তত্র ততঃ সোহালিকা ভবেৎ
 পঞ্চ খাণ্ডং পরং প্রোক্তং বৃহত্পুরমনন্তরম্ ।
 শালিভক্তেন নৈবেদ্যং গুণকাস্তদনন্তরম্ ॥ ২৫
 নানাবিধারং নৈবেদ্যং কার্ত্তিক্যাঃ পরিকল্পয়েৎ
 পূজানামানি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ২৬
 শঙ্করায় নমঃ পাদৌ গোঠৈযা গুল্ফে শিবায় চ
 শিবায়ৈ জাম্বুনী পূজ্য শস্ত্রবাযোদ্ভবায় চ ॥২৭
 কটিং মন্থনাশায় মদনায়ৈ সুরেশ্বরে ।
 নাভিং ভবায় সম্পূজ্য ভবাত্তৈ নমঃ ইত্যামাম্
 বক্ষ্যে দেবাধিদেবায় অর্পণায়ৈ নমঃ শিবাম্ ।
 স্তনৌ বিশেষরায়ৈতি স্মৃগকাট্যৈ নমো নমঃ ॥

কদম্বপুষ্প, যুথীপুষ্প, ধতুরপুষ্প, পদ্ম এবং
 দুর্লাভ্যুৰাণি (যথাক্রমে পুষ্প) । ওদন, কৃশর,
 শর্করা, মোদক, কংসার (সংযাব), যাবক,
 সোহালিকা, পঞ্চখাণ্ডা, বৃহত্পুর, শালিভক্ত
 নৈবেদ্য এবং গুণক এইগুলি (একাদশ
 মাসের) ক্রমিক নৈবেদ্য । কার্ত্তিক মাসে
 নানাবিধার-নৈবেদ্য দিবে । এক্ষণে পূজানাম
 কীর্ত্তন করিতেছি । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! শ্রবণ
 কর ;—‘শঙ্করায় নমঃ’ মন্ত্রে পাদদ্বয়-পূজা,
 ‘গোঠৈযা নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘শিবায় নমঃ’
 মন্ত্রে গুল্ফদ্বয়-পূজা, ‘শিবায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে
 দুর্গাপূজা ‘শস্ত্রবায়’ ‘উদ্ভবায়’ মন্ত্রে জাম্বুদ্বয়-
 পূজা, ‘শিবায়ৈ * মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘মন্থনা-
 শায়’ মন্ত্রে কটিপূজা, ‘মদনায়ৈ’ মন্ত্রে
 সুরেশ্বরীর পূজা, ‘ভবায়’ মন্ত্রে নাভিপূজা,
 ‘ভবাত্তৈ’ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘দেবাধিদেবায়’
 মন্ত্রে বক্ষ্যঃপূজা, ‘অর্পণায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা,
 ‘বিশেষরায়’ মন্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয়পূজা, ‘স্মৃ-
 গ-

* শঙ্করপূজায় অন্য নামমাত্র না থাকায়
 পূর্বানুবর্ত্তি করিতে হইল । মন্ত্রের আদিত
 প্রণব এবং অন্তে “নমঃ” না থাকিলে “নমঃ”
 যোগ করিতে হইবে ।

কণ্ঠঃ ভৌমোগ্ররূপায় গিরিজাত্যৈ নমঃ শিবাম্ ।
 স্বক্ধং ত্রিদশবন্দ্যায় ত্রিশূলিত্তৈ নমঃ শিবাম্ ॥
 বাহু ধূর্জটযেত্যাঙ্ক্য ধূসরাত্যৈ নমঃ শিবাম্ ।
 হস্তৌ শূলধরায়ৈতি শূলিত্তৈ নম ইত্যামাম্ ॥৩২
 মুখং দেবস্ত সম্পূজ্য বামদেবেতি বামতঃ ।
 বামাত্যৈ নম ইত্যঙ্ক্য নাসাট্যৈব কপালিনে ॥৩৩
 মৃডাত্তৈ নম ইত্যঙ্ক্য ললাট্যৈবৈন্দুধারিণে ।
 অলকাত্যৈ নমঃ পশ্চাৎ ত্রিনেত্রায় নমস্তথা ॥৩৪
 ত্র্যাক্ষ্য সম্পূজয়েদ্ দেবীং শিরোগঙ্গাধরায় চ
 কাত্যায়নীং ততঃপূজ্য ব্যোমকেশায় বৈ নমঃ
 কেশান সম্পূজ্যবিধিবৎ কেশিত্তৈ চ নমো নমঃ
 এবং সংবৎসরে পূর্ণে সৌবর্ণং কারয়োচ্ছিবম্ ।
 তাম্রপাত্রে তু সংস্থাপ্য কলসোপরি বিস্তসেৎ ॥
 শুক্রবস্ত্রেণ সঙ্খ্যাজ সম্পূজ্য বিধিবদ্ দ্বিজাঃ ।
 আচার্য্যায়াথ তং দদ্যাদ্ বিস্তশাঠ্যাববর্জিতঃ ॥
 কলসাঃ সোদকা দেয়া ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদক্ষিণাঃ ।

কাট্যৈ নমো নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘ভৌমোগ্র-
 রূপায়’ মন্ত্রে কণ্ঠপূজা, ‘গিরিজাত্যৈ নমঃ’ মন্ত্রে
 দুর্গাপূজা, ‘ত্রিদশবন্দ্যায়’ মন্ত্রে স্বক্ধপূজা,
 ‘ত্রিশূলিত্তৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘ধূর্জটযে’
 মন্ত্রে বাহুদ্বয়পূজা, ‘ধূসরাত্যৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গা-
 পূজা, ‘শূলধরায়’ মন্ত্রে হস্তদ্বয়পূজা, ‘শূলিত্তৈ
 নমঃ’ এই মন্ত্রে দুর্গাপূজা, বামদেব মন্ত্রে
 দেবদেবের মুখপূজা করিয়া তদ্বামভাগে
 “বামাত্যৈ নমঃ” মন্ত্রে দুর্গাপূজা ‘কপালিনে’
 মন্ত্রে নাসাপূজা, ‘মৃডাত্তৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা,
 ‘ইন্দুধারিণে’ মন্ত্রে ললাটপূজা, ‘অলকাত্যৈ নমঃ’
 মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘ত্রিনেত্রায় নমঃ’ মন্ত্রে নেত্রপূজা,
 ‘ত্র্যাক্ষ্য’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘গঙ্গাধরায়’ মন্ত্রে
 শিরঃপূজা, কাত্যায়নৌমন্ত্রে দুর্গাপূজা এবং
 ‘ব্যোমকেশায় নমঃ’ মন্ত্রে যথাবিধি কেশপূজা
 ও ‘কেশিত্তৈ নমো নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা
 করিবে । এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে,
 শুবর্ণময় শিব নির্মাণ করাইবে । শুক্রবস্ত্রা-
 চ্ছাদিত কলসোপরি তাম্রপাত্রে স্থাপিত সেই
 শুবর্ণশিব যথাবিধি পূজা করিয়া বিস্তশাঠ্য
 পারিত্যাগপূর্বক আচার্য্যকে তাহা দান

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ভক্ত্যা শিবভক্তিপরায়ণান্
এবং কৰোত যো বিপ্রা ভক্ত্যাননুগ্রহয়োদশীম্
প্রাপ্নোতি রাজ্যং সৌভাগ্যং পুত্রাংশ্চ চির-
জীবিনঃ ।

শিবলোকঞ্চ সম্প্রাপ্য শস্তোঃ প্রিয়তমো ভবেৎ
ইতি শ্রীব্রহ্মপুণ্যনোপপুরাণে শ্রীশৌরে স্মৃত
শৌনকসংবাদেহননুগ্রহয়োদশীব্রতকথনং
নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

যদ্রুতং ভবত্য স্মৃত নৈকলং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
কৃতকাঞ্চিনমস্মা ভৰ্জনাসি স্মৃষিমানি নঃ ॥ ১
ভক্তিশ্চ শাস্তে শস্তো জাতাস্মাকং হি শাস্তৌ
বর্ণাশ্রমাচারবিধি মদানীং ক্রতি তদ্বতঃ ॥ ২

স্মৃত উবাচ ।

চতুর্ণামপি বর্ণানাং বিধং বক্ষ্যামি স্মৃততঃ ।

করিবে। ব্রাহ্মণগণকে জলপূর্ণ কুন্ত দক্ষিণা
সহ প্রদান করবে। শিবভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ-
গণকে ভক্তসহকারে ভোজন করাইবে। হে
বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এইরূপে
অননুগ্রহয়োদশীব্রত করে, সে ব্যক্তি রাজ্য,
সৌভাগ্য, চিরজীবী পুত্র প্রাপ্ত হয়। (অন্তে)
শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিবের প্রিয়তম হইয়া
ধাকে। ১৯—৩৯

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে স্মৃত! নিম্নলি
উত্তম জ্ঞানের কথা আপনি যাথা-বলিয়াছেন,
তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি এবং মন
কুপ্ত হইয়াছে। সনাতন শিবের প্রতি নিত্য-
ভক্তি আমাদের জন্মিয়াছে। এক্ষণে বর্ণা-
শ্রমাচার-বিধি যথার্থতঃ বলুন। স্মৃত
বলিলেন,—হে স্মৃততগণ! পূর্বে পরমেষ্ঠী

যদ্রুতং ভাবুনা পৃথং মনবে পরমেষ্ঠিনে ॥ ১
যেন বিশ্বেশ্বরঃ শস্তুঃ কৰ্ম্মযোগরটৈ : সদা ।
আবাধাতে ন চান্তেন ইতোষা বৈদিকীকৃতিঃ
ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্বশ্চ তুর্থঃ শূদ্র উচ্যতে ।
বর্ণাশ্চ হার এবৈতে ত্রয় আদ্যা বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥
গৃহস্তো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থ্য যতিস্তুথা
চত্বারশ্চাশ্রমাক্ষেপাং পঞ্চমো নোপপদাতে ॥ ৬
সর্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ বিহিতং দণ্ডধারণম্ ।
ন দণ্ডেন বিনা কশ্চিদাশ্রমীতি নিগদ্যতে ॥ ৭
ব্রহ্মচারী ভবেদ্ দণ্ডী কৃষ্ণাজিনধরস্তথা ।
মেথলী চ তথা মুণ্ডী শিখী বা যদি বা জটী ।
ভিক্ষাহারেণ সততং বৰ্জ্যং তস্মৈ স্মৃততঃ ॥ ৮
অগ্নিকার্য্যং তথা কুর্য্যাৎ সায়ং প্রত্যর্থথাবিধি ।
অগ্নিকার্য্যপারিত্যাগী পাতিতঃ সৰ্বকৰ্ম্মশু ॥ ৯
স্নাত্ব সন্তপ্য দেবাদীন্ দেবতাভ্যর্চনং ততঃ

* সূর্য্য মনুকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনু-
সারে চতুর্ধর্গচার বলিতোছি। এই আচার
অনুসারে কৰ্ম্মযোগরত হইলে শিবারাধনা
করা যায়, অন্য প্রকারে নহে; এইরূপ
বেদোপদেশ আছে। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব
এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম
তিন বর্ণ বিজ। গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ
এবং সন্ত্যাস (যত্যাশ্রম) বিজগণের এই
চারি আশ্রম, পঞ্চম অর্থাৎ এতদতিরিক্ত
আশ্রম নাই। সকল আশ্রমেই দণ্ডধারণ
বিহিত, দণ্ড না থাকিলে কাহারেও আশ্রমীই
বলা যায় না। ব্রহ্মচারী দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও
মেথলা ধারণ করিবে, মুণ্ডতমুণ্ড শিখাধারী
অথবা জটিল হইবে। হে স্মৃততগণ! ভিক্ষা-
হারে জীবিকা নির্যাস তাহার সতত কর্তব্য।
সায়ং কালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিকার্য্য
(হোমাদি) ব্রহ্মচারীর নিত্য কর্তব্য
কার্য্যপারিত্যাগী ব্রহ্মচারী সর্বকৰ্ম্মে পাতিত
(অনধিকারী)। ১—৯ জ্ঞান, দেবাদতর্পণ, দেব-

* মূল “পরমেষ্ঠিনা” পাঠ উত্তম। “পর-
মেষ্ঠিনে” পাঠ থাকিলে তাহা মনুর প্রশংসার্থ
বিশেষণ।

অভিবাদনশীলঃ স্তাদ্ব্যেকেষু চ যথাক্রমম্ ॥ ১০
কৃতেন্ভিবাদনে কুৰ্য্যাতৈব প্রত্যভিবাদনম্ ।
করোতি নাভিবাদোহসৌ যথ শূদ্রস্তথৈব ২ঃ
আধ্যাত্মিকং বৈদিকং বা তথা লোকিকমেব বা
আদদীত গুরোরশ্রম্যং তং পুণ্যমভিবাদয়েৎ ॥
অসাবহমিতি জ্ঞাত্যং প্রত্যাখ্যায় যবায়সঃ ।
নাভিবাদাচ্চ বিপ্রেন কাঙ্ক্ষাদাদাঃ কংকন ॥ ৩
শিষ্টানাঞ্চ গৃহাশ্রিত্যং ভিক্ষামাহুত্যা স্তব্রতঃ ।
নিবেদ্য গুরুবেহগ্নীয়াৎগৃহতস্তদনুভ্রম্য ॥ ১৪
ভৈক্ষ্যেণ বর্জনংনত্যংনৈকান্নাদী ব্রতী ভবেৎ
উপবাসসমা ভিক্ষা প্রোক্তা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
অনারোগ্যমনাযুষামশ্বর্গ্যার্থান্তোজনম্ ।
অপুণ্যং লোকাবদ্বষ্টং তস্ম্যং তৎ পারিবর্জয়েৎ
প্রাজুখোহন্নাদি ভুক্তাত সূর্য্যাত্তমুখ এব বা ।
নাদ্যাঙ্গদমুখো নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১৭

পূজা এবং উপস্থিত ব্রহ্মপরম্পরায় যথাক্রমে
অভিবাদন ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অভিবাদন করিলে
যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন না করে, তাকে
অভিবাদন করিতে নাই; সে ব্যক্তি শূদ্রবৎ ।
আধ্যাত্মিক, বৈদিক বা লৌকিক জ্ঞান যাহা
হইতে লাভ করা যায়, সেই গুরুকে অগ্রে
অভিবাদন করবে। উপদেষ্টা বয়সকান্ঠ
হইলে, (তিনি আসিবামাত্র) প্রত্যাখ্যান করিয়া
'অসাবহম্' (এই আমি) বলিবে। ব্রাহ্মণ
কত্রিয়দিগকে কোন প্রকারেই অভিবাদন
করিবে না। ব্রহ্মচর্য্যপরাধন ব্যক্তি শিষ্ট-
গণের গৃহ হইতে নিত্য ভিক্ষা আহরণপূর্ব্বক
গুরুর নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা-
ক্রমে মৌনাবলম্বনে ভোজন করিবে। নিত্য
ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ব্রহ্ম-
চারীর কর্তব্য। মাত্র একজনের অন্ন ভোজন
করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য নহে। ব্রহ্মচারী-
দিগের পক্ষে ভিক্ষা উপবাস-তুল্য বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। অতিভোজন—রোগকর,
আয়ুর্হানিকর, অশ্বর্গ্য, অপুণ্য এবং লোক-
বিবিষ্ট; অতএব অতিভোজন পারিত্যজ্য।
পূর্ব্বমুখ হইয়া বা যে দিকে সূর্য্য, তদভিমুখ

পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবদাচম্য প্রযতো দ্বিজঃ ।
ভুক্তৌচ মৌনী সততং স্মরেদ্ দেবং সদাশিবম্
সোপানংকো জলন্তো বা সোক্ষাষান্যচমেদ্বিধঃ
ন চৈব বর্ষধারান্ন তিন প্রলম্বন চ ॥ ১৯
প্রক্ষীণ্যত্রিরপঃ পূর্ব্বং ব্রাহ্মণ প্রযতো দ্বিজঃ
সংস্পৃশ্য সূষ্ঠমূলেন মুণ্ডৈকৈবমুপস্পৃশেৎ ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠানামকাভ্যাক সংস্পৃশেন্নয়নদ্বয়ম্ ।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জীভ্যাক সংস্পৃশেন্নানাকাপুটে ॥ ২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযে গোন স্পৃশেচ্ছ্রোত্রযুগং দ্বিজঃ ॥ ২২
সমাভিরঙ্গুণীভ্যশ্চ হৃদয়ঞ্চ তপেন বা ।
সংস্পৃশেতৈশ্চ শিরস্তদ্বঙ্গুষ্ঠনাথব দ্বয়ম্ ॥ ২৩
বিশ্বস্ত দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মস্পৃশেদমুদমুখঃ ।
দিবা মুহুরীষে চ শর্করাদ্যং দক্ষিণামুখঃ ॥ ২৪

হইয়া অনাদি ভোজন করিতে হয়। উত্তর-
মুখ হইয়া ভোজন কর্তব্য নহে; ইহা নিত্য
নিয়ম। দ্বিজ, পাদ প্রক্ষালন ও যথাবিধি
আচমন করিয়া পাবত্র হইয়া মৌন বলদন ও
সদাশিব স্মরণ করত ভোজন করিবে। পাছকা
পাড়িয়া, জলে থাকিয়া * বা উকীষ পরয়া
আচমন করিবে না। বৃষ্টিজলেও আচমন
করিবে না। দাঁড়াইয়া বা কথা কাহিতে কাহিতে
আচমন করিবে না। পাবত্র দ্বিজ, ব্রাহ্মণার্থে
তিন বার জলপান করিবে। ১০—১৯ ॥ সঙ্কু-
চিতাঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ ও
অনামিকা দ্বারা নয়নদ্বয় স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ
ও তর্জ্জী দ্বারা নাসাপুটে স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা
ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে।
সকল অঙ্গুল বা করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ
করিবে, মস্তকও সেইরূপ স্পর্শ করিবে;
অথবা হৃদয় ও মস্তক দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ
করিবে†। দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত দিয়া,

* জলস্রের আচমন নিষেধ স্থলসাধ্য
কর্ম্মপক্ষে।

† শাখাবিশেষে এইরূপ আচমন হইতে
পারে। নতুবা মূলে পাঠের অন্তর্ভুক্ত আছে।
এতদ্রূপে একরূপ আচমন বিহিত নহে।

আচ্ছাদ্য পৰ্ণৈর্বনুধাং তৃণৈর্বা মৌনসংযুতঃ ।
 শিরঃ প্রাবৃত্য বিপ্রেশ্রা নানুধা চ কদাচন ॥ ২৫
 পথি গোষ্ঠে নদীতীরে চ্ছায়ায়াং কূপসন্নিধৌ ।
 তুষাকারকপালেষু ন ক্ষেত্রে ন চতুষ্পথে ॥ ২৬
 নোদ্যানেন ন শ্মশানে চ ন পশুস্তারকাদিকান
 ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণযোগ্যবাম ॥ ২৭
 শৌচং পশ্চাৎ প্রকুবীত গন্ধলেপক্ষয়াবধি ।
 আস্তরং মনসঃ শুদ্ধির্থা ভবতি তদ্ দ্বিজাঃ ॥ ২৮
 জিতেন্দ্রিয়ঃ স্তাৎ সততং বশ্যাত্মাক্রোধনঃশৌচঃ ।
 প্রযুক্তীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিনীম্ ॥ ২৯
 পরোপঘাতং পৈশুণ্যং কামং লোভং তথৈব চ
 দ্যুতং জনপরীবাদং স্ত্রীক্ষেণ্যলস্তনং তথা ॥ ৩০
 গন্ধমালাং রসং ছত্রং বর্জয়েদ্ দন্তধাবনম্ ।
 সর্ষং পর্জুসিতং বর্জ্যং কৃতক লবণং তথা ॥ ৩১
 মলাপকর্ষণং স্নানং শূদ্ৰাদৈরতিভাষণম্ ।
 গুরোরবজ্ঞাং সততং ব্রহ্মচারী বিবর্জয়েৎ ॥ ৩২

দিবসে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণ
 মুখ হইয়া মলত্যাগ ও প্রস্রাব করিবে। হে
 বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ভূতল ভূগ বা পত্র দ্বারা আচ্ছা-
 দন, মস্তক আবরণ ও মৌনাবলম্বন করিয়া
 (মলত্যাগ প্রস্রাব করিবে।) অন্তরূপ কদাচ
 কর্তব্য নহে। পথ, গোষ্ঠ, নদীতীর, ছায়া,
 কূপসমীপ, তুষ, অঙ্গার, কপাল, ক্ষেত্র,
 চতুষ্পথ, উদ্যান এবং শ্মশানে মলত্যাগ
 প্রস্রাব কর্তব্য নহে। নক্ষত্রাদি দর্শন
 করত, অথবা স্ত্রীলোক, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং
 গাভীগণের অভিমুখ হইয়া মলত্যাগ প্রস্রাব
 কর্তব্য নহে। অনন্তর হোষজগণ! যাবৎ
 গন্ধলেপ ক্ষয় না হয়, তাবৎ এবং মনঃপূত
 হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ (হস্তমৃত্তকাদিদান)
 করিবে। সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধ,
 পবিত্র এবং সংযতাত্মা হইবে। সর্বদা মধুর
 হিতবাক্য বলিবে। পরানিষ্ট, তুরতা,
 কাম, লোভ, দ্যুতক্রোধ, জনাপবাদ, স্ত্রী
 বিলাস, হিংসা, গন্ধ, মালা, রস, ছত্র, দন্ত-
 ধাবন ব্রহ্মচারীর বর্জ্যনীয়। সর্ষাবধ পর্জু-
 সিত অন্ন, কৃত্রিম লবণ, মলাপকর্ষণ-স্নান,

উদকস্তং স্ত্রমনসো গোশক্লমৃত্তিকাং কুশান্ ।
 গুরুমাহরেন্নিত্যং ভৈক্ষ্যকাহারহস্তরেৎ ॥ ৩৩
 আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়াত হ্যদম্মুখঃ ।
 উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বৌক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥
 সর্ষেষামেব ভূতানাং বেদশঙ্কুঃ সনাতনম্ ।
 বেদঃ শ্রেয়স্করঃ পুংসাং নাস্ত ইত্যববীর্জবঃ ॥ ৩৪
 অনধীত্য দ্বিজো যন্ত শাস্ত্রাণি স্তবহস্তপি ।
 শৃণোতি ব্রাহ্মণো নাসৌ নরকাণি প্রপত্ততে ॥
 নাধীতবিদ্যো যো বিপ্র আচারেষু প্রবর্ততে ।
 নাচারফলমাপ্নোতি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৩৫
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চান্নং কৰ্ম্ম বৈদিকম্
 অনধীতস্ত বিপ্রস্ত সর্ষং ভবতি নিফলম্ ॥ ৩৬
 অনধীতস্ত বিপ্রস্ত পুত্রো বাধ্যয়নাবিতঃ ।
 শূদ্রপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ন বেদফলমশ্নতে ॥ ৩৭

শূদ্ৰাদির সহিত সস্তাষণ এবং গুরুর অবজ্ঞা
 ব্রহ্মচারীর সতত বর্জ্যনীয়। ব্রহ্মচারী গুরুর
 জন্তু জলপূর্ণ কুন্ত, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও
 কুশ প্রভৃতি আহরণ করিবে। প্রতিদিন
 ভিক্ষাচরণ ও তাহার কর্তব্য। ব্রহ্মচারী
 আচমনপূর্বক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া নিত্য
 অধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়নের পূর্বে গুরু-
 পাদ গ্রহণ করিবে এবং অধ্যয়ন সময়ে গুরুর
 মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। বেদই সর্ষ-
 ভূতের সনাতন চঙ্কু, বেদই পুরুষের শ্রেয়-
 স্কর, অন্ত কিছু নহে, সূর্য্য ইহা বলিয়াছেন।
 যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্ত বহু-
 তর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ
 নহে এবং তাহার নরকপ্রাপ্তি হয়। ২০—৩৬।
 যে ব্যক্তি বিদ্যাধ্যয়ন না করিয়া আচারপ্রবৃত্ত
 হয়, তাহার আচারকল লাভ হয় না; সে
 বিপ্র শূদ্রেই তুল্য। নিত্য, নৈমিত্তিক,
 কাম্য এবং অর যে কিছু (উভয়াঙ্কক
 ইত্যাদি) বৈদিক কৰ্ম্ম আছে, অধ্যয়নহীন
 ব্রাহ্মণের সে সমস্তই নিফল হয়। অধ্যয়ন-
 বর্জিত ব্রাহ্মণের পুত্র যদি অধ্যয়নসম্পন্ন হয়
 ত তাহাকেও শূদ্রপুত্র জানিবে, অতএব
 তাহার বেদফলপ্রাপ্তি হয় না। দ্বিজগণ,

বেদংবেদৌ তথা বেদান্বেদাংশ্চ চতুরো দ্বিজাঃ
অধীত্য গুরবে দত্ত্বা দক্ষিণাঞ্চ ভবেদ্ গৃহী ॥৪০॥
রূপলক্ষণসংযুক্তাং কন্তামুদ্বাহয়েৎ ততঃ ।
অমাতৃগোত্রপ্রভবামসমানার্থ্যগোত্রজাম্ ॥৪১॥
মাতৃতঃ পঞ্চমাদর্শ্য পিতৃতঃ সপ্তমাং তথা ।
অগোত্রকুলসমুতাং রোগহীনাং সুরূপিনীম্ ॥৪২॥
মাতৃতঃ পঞ্চমাদর্শ্য পিতৃতঃ সপ্তমাং তথা ।
কন্তাং বিবাহয়েদ্ যন্ত গুরুতল্লী ভবেদ্বি সঃ ॥
ব্রাহ্মণৈব বিবাহেন দৈবেনাপি তথৈব চ ।
আর্ষং বৈ কেচিদিচ্ছন্তি ধর্ম্মকার্যেবু গর্হিতম্ ॥
ধারয়েদ্বৈবীং যষ্টিমস্তৃকাসমুত্থোত্তরম্ ।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ৫
ছত্রঞ্চোক্ষৌষমমলং পাত্কে বাপ্যপানহৌ ।
রৌক্সে চ কুণ্ডলে নিত্যং ক্রান্তকেশনখঃ শুচিঃ ॥
শুক্লাঙ্গরধরো নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
ন জীর্ণমলবধাসা ভবেদ্ বৈ বিভবে সতি ॥৪৭॥

একবেদ, দ্বিবেদ, ত্রিবেদ বা চতুর্বেদ অধ্য-
য়ন করিয়া গুরুদাক্ষিণ্য দিয়া গৃহী হইবে ।
তখন সেই ব্যক্তি যে কন্তা সগোত্রা, সমান-
প্রবরা এবং মাতামহগোত্রা নহে, তাদৃশ
রূপলক্ষণসম্পন্ন কন্তাকে বিবাহ করিবে ।
মাতৃপক্ষের পঞ্চম এবং পিতৃপক্ষের সপ্তম
পরিভ্রাতা করিয়া সংকুল-সমুতা নীরোগা
এবং সুরূপা কন্তা বিবাহ্য । যে ব্যক্তি মাতৃ-
পক্ষের পঞ্চমের মধ্যে এবং পিতৃপক্ষের
সপ্তমের মধ্যে বিবাহ করে, সে গুরুতল্লগমন-
পাপে পাপী । ব্রাহ্ম বা দেব-বিবাহ কর্তব্য ।
কেহ কেহ আর্ষ বিবাহকেও ধর্ম্মকার্য্যগর্হিত
মনে করেন । গৃহী বেণুযষ্টি, অন্তর্দ্বার, বস্ত্র,
উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, জলপূর্ণ কম-
ণ্ডলু, ছত্র, নির্ম্মল উক্ষৌষ এবং পাত্কাযুগল
অথবা উপানৎ (পাত্কাবিশেষ) আর
সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয় নিত্য ধারণ করিবে । ছিন্ন
কেশ, ছিন্ননখ, শুচি, শুক্লবস্ত্রধারী, সুগন্ধ
এবং প্রিয়দর্শন হইবে । বিভব থাকিলে,
জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিবে না । ব্রাহ্মণ

ঋতুগামী ভবেদ্ বিশ্রো নিষিক্তিধিবর্জিতঃ ।
ষষ্ঠ্যষ্টম্যৌ পঞ্চদশীমমাবস্থাং চতুর্দশীম্ ।
ব্রাহ্মচারী ভবেন্নিত্যং জন্মকর্কে চ বিশেষতঃ ॥৪৯॥
আদদৌতাবসথ্যাগ্নিঃ জুহুয়াজ্জাতবেদসম্ ॥ ৫০
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্যাদতস্মিতঃ ।
অকুর্মাণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্ ॥ ৫১
কুর্যাদ্গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি সঙ্কেতাপাসনমেব চ ।
সথ্যাং সমাধিকৈঃ কুর্যাদুপেয়াদৌশ্বরং সদা ॥ ৫২
পাপং ন গৃহয়েদ্বিহান ন ধর্ম্মং খ্যাপয়েৎ কচিৎ
বয়সঃ কর্ম্মণোহর্থশ্চ শ্রুশ্রুতিজনশ্চ চ ।
বেষবান বুদ্ধিসাদৃশ্যমাচরন্ বিচরেৎ সদা ॥ ৫৩
শ্রুতিস্মৃত্যুত্থিতঃ সম্যক্ সাধুভির্ষশ্চ সেবিতঃ ।
তমাচারং নিষেবেত সাধুন্ বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ।
তত্রোৎপন্নো দ্বিজাগ্র্যো বৈ সাধবস্তে প্রকীর্তিতাঃ
যদন্তরনুষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ সঙ্গতঃ ।

নিষিক্তি তিথি ত্যাগ করিয়া ঋতুকালে (নিজ
পত্নীতে ১ উপগত হইবে । ষষ্ঠী, অষ্টমী,
পূর্ণিমা, অমাবস্থা ও চতুর্দশীতে বিশেষতঃ
জন্মনক্সে ব্রাহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে ।
আবসথ্য অগ্নি গ্রহণ করিবে, নিত্য
হোম করিবে এবং বেদোক্ত স্বীয় কর্ম্ম নিত্য
আলম্ভণীন হইয়া করিবে । না করিলে
অতি ভীষণ নরকে আশু নিপতিত হয় ।
৩৭—৫১ । গৃহকর্ম্ম ও সঙ্কেতাপাসনা করিবে,
তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সথ্য করিবে ;
ধনীকে সর্বদা আশ্রয় করিবে । বিদ্বান্
ব্যক্তি পাপ গোপন বা ধর্ম্ম খ্যাপন করিবে
না । বয়ঃক্রম, কর্ম্ম, অর্থ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং
বংশের অনুরূপ বেশযুক্ত হইয়া বুদ্ধিযোগ্য
আচরণ করত সর্বদা বিচরণ করিবে । যাহা
শ্রুতিস্মৃতিসম্মত এবং সাধুজনসেবিত, সেই
আচার পালন করিবে । একগণে সাধু
কাহাকে বলে বর্ণিতোছ ।—গঙ্গা এবং যমু-
নার মধ্যবর্তী যে স্থান, তাহা মধ্যদেশ নামে
অভিহৃত । তদুৎপন্ন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সাধু ।
উঁহাদিগের অনুষ্ঠিত ও শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত যে

সদাচারঃ স বৈ প্রোক্তো দেবদেবেন ভাস্বনা
কুরুক্ষেত্রাশ্চ মৎস্তাশ্চ পাকানাঃ শুরসেনজাঃ
এতে দেশাঃ পুণ্যদেশাঃ সৰ্ব্বৈ চাস্তে চ

নিন্দিতাঃ ॥ ৫৮

দেশেষেতেষু নিবসেদ্ভ্রাক্ষণৈর্ধর্ম্যকাঙ্ক্ষতিঃ ।
অত্রৈব দৃশ্যতে ধর্মো নাত্তত্রেত্যবদ্রাবঃ ॥ ৫৯
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ সৌরাষ্ট্রং গুজ্জরং তথা ।
আতীরং কোঙ্কণকৈব জাবড়ং দক্ষিণাপথম্ ।
অজ্ঞক মাগধকৈব দেশানন্তোত্তরং বর্জয়েৎ ॥ ৬০
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্ত্রাৎ পঞ্চযজ্ঞপরাধনঃ ।
শাস্তো দাস্তো জিতক্রোধো লোভমোহাবব-
জ্জিতঃ ॥ ৬১

সাবিত্রীজাপ-নিরতঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণদাননিরতঃ ক্ষমামুক্তো দয়ালুঃ ॥ ৬২
গৃহস্থঃ সমাখ্যাতো ন গৃহেন গৃহী ভবেৎ ।
ন শরীরং বিনা দেবঃ পূজ্যো গিরিজাপতিঃ
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বান প্রস্থোহথবা যাতঃ ।
শিবভাক্তযুগং কস্য কুর্মান্ন মুচ্যেত বন্ধনং ॥ ৬৪
ইতি ত্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রীমোরে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে বর্ণাশ্রমাচারবিধিঃ খনঃ
নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

আচার, তাহাকেই দেবদেব সূর্য্য সদাচার
বলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্তা, পাকানা
এবং শুরসেন দেশ পবিত্র; অন্য দেশ সকল
নিন্দিত। এই কথ্যদেশেই বাস করা উচিত;
ধর্ম্মাভিলাষী ব্রাহ্মণেরা এখানেই ধর্ম্মসত্তা
নির্ণয় করিয়াছেন, অন্যত্র নহে; ইহা সূর্য্য
বলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, গুজ্জর,
আতীর গোঙ্কণ, জাবড়, দক্ষিণাপথ অজ্ঞ
এবং মগধ দেশ বর্জনীয়। নিত্য স্বাধ্যায়
শীল, পঞ্চযজ্ঞপরাধন, শাস্ত, দাস্ত, জিত-
ক্রোধ, লোভমোহবর্জিত, গারভীজপরক,
শিবভক্তিপরায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দানরত, ক্ষমা
যুক্ত ও দয়ালু যে গৃহস্থ,—তিনিই (প্রকৃত)
গৃহস্থ; কেবল গৃহ দ্বারা গৃহস্থ হওয়া যায়
না। শরীর না থাকিলে পূজা করা যায় না,
এইজন্যই ভগবান্ গিরিজাপতি-রূপ অব-

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

বদেদৈবাপ্রিয়ং বাক্যং নানৃতং ন চ মর্শ্বতিৎ ।
ন হিংস্তাৎ সন্ধুতানি ন বেদানাঞ্চ কুৎসনম্
দৈবরঃ সন্ধুতানাং সাক্ষী যঃ সর্বকর্ম্মণাম্ ।
স্মরণান্মোক্ষদঃ শতুস্তস্ত নন্দাঃ ববর্জয়েৎ ॥ ১
শাস্ত্রেবু দৃশ্যতে ভীকর্ম্মপাতকিনামপি ।
নিন্দকানাং মহেশস্তা ভীদর্শনং থলু দৃশ্যতে ॥ ৩
জলং তৃণং বা শাকং বা মৃদং বা কাষ্ঠমেব বা
পরম্পাপহরন্ ভ্রষ্টর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪
নিত্যযাচনকো ন স্মাদ্যাচিতং নৈব যাচয়েৎ ।
পাণানপহরতোষ যাচকস্তস্তা তৃশ্বতিঃ ॥ ৫
ঐশীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চনাবধৌ হিজৈঃ ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমনমুজ্জায় কেবলম্ ॥ ৬
লঙ্ঘন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ
অথবা যতি (যেই হউক না) শিবভাক্তযুক্ত
কর্ম্ম করিলেই তাহার বন্ধনমুক্ত লাভ
হয়। ৫২—৬৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—অপ্রিয়, অনৃত বা
মর্শ্বভেদী বাক্য বলিবে না; প্রাণিহিংসা
ও বেদ-নিন্দা করিবে না। যিনি সন্ধুতের
সদকর্ম্ম সাক্ষী এবং স্মৃতিমাঝে মোক্ষদাতা,
তাই শিবের নিন্দা করিবে না। শাস্ত্রে
মহাপাতকীরও প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়; কিন্তু
শিব-নন্দকের প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায় না।
পরের জল, তৃণ, শাক, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ
অপহরণ করিলেও মানবের নরকভোগ হয়।
নিত্য যাচক হইবে না; পরযাচিত বস্তু
যাক্রা করিবে না, কেননা, এই তৃশ্বতি যাচ-
ককে দাতার প্রাণাপহারী বলা যায়। দেব-
পূজার জন্য কেবল বিনা অহুমতিতেও পুষ্প
চয়ন করিতে পারিবে; কিন্তু নিত্য এক

তুণং কাষ্ঠং কলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বৃধঃ
ধর্মার্থং কেবলং বিপ্রো হস্তথা পতিতো ভবেৎ
তিলমুদগযবাদীনাং মুষ্টিগ্রাহ্য। যদি স্থিতৈঃ ।
ক্ষুধার্ভৈর্নাস্তদা বিপ্রৈর্ধর্ম্যবিভিরিতি স্থিতিঃ ॥৮
অনুতাৎ পারদার্থ্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্ত ভক্ষণাৎ ।
অশ্রোতধর্ম্যাচরণাৎ ক্ষিপ্ৰং নশ্রুতি বৈ কুব্ধঃ ॥৯

জ্ঞানবুদ্ধস্তপোবুদ্ধো বয়োবুদ্ধ ইতি ত্রয়ঃ ।
পূর্ষঃ পূর্ষোহভিবাদ্যঃ স্ত্রাৎ পূর্ষভাবে পরঃ
পরঃ ॥ ১০

ত্রিপুরধারী সততং ব্রাহ্মণঃ সর্বকর্ম্মশু ।
ভস্মনৈবাগ্নিহোত্ৰস্ত শিবাগ্নিজ্ঞানিতেন বা ॥ ১১
ন মূর্খৈঃ সহ সংবাসঃ পতিতৈর্ন কদাচন ।
বেদনিন্দারতৈর্নৈব ন চাপীশ্বরনিন্দকৈঃ ॥১২
পৈশুন্তঃ শুক্লেবৈরাগি বিবাদং বর্জয়েৎ সদা ।
ধর্ম্মস্তীং গাং পরক্ষেত্রে ন চাচকীত কস্মচিৎ ॥
বহুভির্ন বিরোধঞ্চ কুর্ধ্যান্ন কৃতিভিস্থথা ।

ব্যক্তির বাড়ীতে ওরূপ পুষ্প লইতে পারিবে না । বিষয়জ্ঞ বিপ্র তুণ, কাষ্ঠ, কল ও পুষ্প প্রকাশে হরণ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ধর্ম্মার্থ । অন্তথা পতিত হইবে । ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ভ থাকিয়া তিল, মুদগ ও যবাদি মুষ্টিমাত্র গ্রহণ করিতে পারে, অন্য সময়ে ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিবেন না । মিথ্যা কথা, পরদারগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ এবং বৈদিক অনমুষ্ঠান হেতু নীচ বংশ বিনষ্ট হয় । জ্ঞানবুদ্ধ, তপোবুদ্ধ এবং বয়োবুদ্ধ এই তিন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ষ পূর্ষ ব্যক্তি অভবাদন-যোগ্য ; পূর্ষ পুর্ষ অভাবে উত্তরোত্তর অভিবাদনীয় অর্থাৎ সন্ধ্যায়ে জ্ঞানবুদ্ধ, তৎপরে তপোবুদ্ধ এবং সর্বশেষে বয়োবুদ্ধ অভিবাদনযোগ্য ইত্যাদি । আগ্নিহোত্র-ভস্ম বা শিবাগ্নিজ্ঞানিত ভস্ম দ্বারা ত্রিপুরধারণ ব্রাহ্মণের সধ্বকাষ্যেই সতত কর্তব্য । মূর্খ, পতিত, বেদনিন্দক বা ঈশ্বরনিন্দকের সহ বাস কদাচ কর্তব্য নহে । ক্রুরতা, শুক্লেব এবং বিবাদ সতত বর্জনীয় ; বৎস গোক্রুর হৃৎপান করিতেছে বা পরক্ষেত্রে গো বিচরণ

তিথিং পক্ষস্ত ন ক্রয়ান্নকত্রাণি ন নির্দিশেৎ ॥
ন পাপাং পাপিনাং ক্রয়াৎ তথাপাপমপাপিনাম্
সত্যেন তুলাদোষী স্তাদসত্যেন িদোষভাক্
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যঙ্ক ন রোদনাৎ ।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ব্রাস্ত তেষাং মিথ্যাভি-
শংসিনাম ॥ ১৬

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানঃ স্তেয়ঃ শুর্বঙ্গনাগমঃ ।
দৃষ্টং বিরোধনং বুদ্ধৈর্নাস্তি মিথ্যাভিশংসিনি ॥
মানং মদং তথা শোকং হেমঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥
রবিবারে ন কুর্সীত ভূষ্টৈভরবভক্ষণম ।
ধনকামো জনঃ সত্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥১৯
রবিবারে তু লবণং বর্জ্যং ভোজনপাত্রকে ।
তথা তৈলোপমর্দঞ্চ ধনকামেন ভূতলে ॥ ২০
ন কুর্ধ্যাৎ কস্মচিৎ পীড়াং স্তুতং শিষ্যঞ্চ
তাড়য়েৎ ।

করিতেছে, নিবারণাভিপ্রায়ে কাহাকেও তাহা বলিবে না । বহুব্যাক্তর সাহিত বা কৃতিগণের সাহিত বিরোধ করিবে না । পক্ষ-তিথি কীর্তন করিবে না । নক্ষত্র নির্দেশ করিবে না, পাপী বা নিম্পাপ কাহারও পাপ কীর্তন করিবে না । সত্য-নিন্দার নিন্দা-সমান দোষী হয়, অসত্য-নিন্দার নিন্দা-দোষাযিত হয় । মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত ব্যাক্ত-গণের রোদনজনিত যত অশ্রু নপতিত হয়, তৎসমস্তই, মিথ্যা অপবাদকারীদিগের পুত্র এবং পশুসমূহ বিনষ্ট করে । ১১—১৬। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় (অনীতিরাস্তকার অন্যান্য সুবর্ণচৌধা), গুরুপত্নীগমন (বিমাতৃগমন) এই সব পাপের বিভাক্ত, জ্ঞানীরা নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যা অপবাদকারীর বিভাক্তি নিণীত হয় নাই । অভিমান, মদ, শোক এবং হেম বর্জনীয় । ধনাভিলাষী ব্যক্তি রবিবারে ভূষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না । ইহা সত্য, এ বিষয় বিচার করিতে হইবে না । ধনাভিলাষী ব্যাক্তর রবিবারে ভোজনপাত্রে লবণ ও তৈলমর্দন পরিভ্রাজ্য । কাহাকেও পীড়া দিবে না ; পুত্র ও শিষ্যকে

ন নদীষু নদীঃ ক্রয়াৎ পর্বতেষু চ পর্বতম্ ॥২১
 প্রবাসে ভোজনে চাপি ন ত্যজেৎ সহযায়িনম্
 শিরোহভাঙ্গবশিষ্টেন তৈলেন স্পৃশ্য ন লেপয়েৎ
 ন সর্পশব্দৈঃ ক্রৌড়েত থান থান ন সম্প্রশেৎ
 ন সংহতাত্যাং পাণিত্যাং কণ্ঠয়দাত্মনঃ শিরঃ
 ন লৌকিকৈঃ স্তবৈর্দেবাংস্তোষে দ্বাহুজৈরপি
 ন দন্তৈর্নখরোমাণি ছিন্দ্যাৎ শূলপুং ন বোধয়েৎ
 ন বালানুপমাসেবেৎ প্রেমধূমং বিবর্জয়েৎ ।
 নাশুকোহগ্নিঃ পরিতরেন্ন দেবান কীর্তয়েদৃষান্
 ন বামহস্তেনোদ্ধত্য পিবেদ্বাক্রুণ বা জন্ম ।
 করেণৈকেন যদ্বারি পীতং তন্মদিরাসমম্ ॥২৬
 বিশেষরম্যাকান্তং বিশ্বাস্তম মনং বিভূম্ ।
 ন ব্রহ্মাদৈঃ সমং ক্রয়াচ্ছক্তিভির্ন চ পার্বতীম্
 ক্রয়াদ্যদি সমং শত্ৰুং ব্রহ্মবিষ্ণাদিভিঃ সুরৈঃ ।

তাড়ন করিতে পারিবে। নদীতে নদী
 বলিবে না; পর্বতে পর্বত বলিবে না;
 প্রবাসে এবং ভোজনে সহযাত্রীকে পরিত্যাগ
 করিবে না। মাথায় তৈল মাখিয়া তদবশিষ্ট
 তৈল অন্ত অঙ্গে মাখিবে না। সর্প বা শস্ত্র
 দ্বারা (নিপ্রয়োজন) ক্রৌড়া করিবে না।
 স্বীয় ইন্দ্রিয় (অকারণ) স্পর্শ করিবে না।
 দুই হাত মিলিত করিয়া তদ্বারা শিরঃ-
 কণ্ঠয়ন করিবে না। লৌকিক বা সাধারণ
 লোকের বিরচিত স্তব দ্বারা দেবতার
 সন্তোষসাধনে উচ্চত হইবে না। দস্ত
 দ্বারা নখরোমচ্ছেদন বা শূলপ্রবোধন
 কর্তব্য নহে। নূতন রোদ্র ও চিতাধূম
 অসেব্য। অশুচি অবস্থায় অগ্নিস্পর্শ বা
 দেবতা ও ঋষিগণের নামোচ্চারণ কর্তব্য
 নহে। বাম হস্তে জলপাত্র উত্তোলন করিয়া
 বা (একেবারে উত্তোলন না করিয়া গোবর
 মত) চুমুক দিয়া জল পান করিবে না। এক
 হস্ত দ্বারা উত্তোলিত জলপান মদিরাপান-
 তুল্য। বিশ্বাস্তম্যমী প্রভু উমাকান্ত বিশে-
 ষরকে ব্রহ্মাদির সমান এবং পার্বতীকে
 অপর শক্তির সমান বলিবে না। যে কোন
 ব্যক্তি তমোপপাতি হইয়া শিবকে ব্রহ্ম

যঃ কশ্চিৎ তমসাবিষ্টঃ কদাচিত্তৈব তং স্পৃশেৎ
 সর্বস্মাদধিকং ক্রয়াত্তগবস্তমুমাপতিম্ ।

তথা দেবীঞ্চ গিরিজাং দ্বিজৈঃ শ্রেয়োহর্থিভিঃ

সদা ॥ ২৯

পরশ্রিয়ং ন ভাষেত নাযাজ্যং যাজয়েদ্ দ্বিজাঃ
 ন দেব যতনং গচ্ছেৎ কদাচিচ্চাপ্রদক্ষিণম্ ॥৩০
 ন নিন্দেদ্যোগিনঃ সিদ্ধান্ ব্রতিনো বা যতীঃ-

।

ন চাক্রমেদুত্তরোচ্ছায়াৎ ন তথাজ্যং গুরোঃ

সদা ॥ ৩১

বক্ষ্যমাণেন বিধিনা স্নানং কুর্যাৎ সমাহিতঃ ॥
 ভূমিং ব্যাহতিভিঃ স্পৃষ্ট্বা খনমানঃ দ্ব্য চাশয়া
 উদ্ধতাসীতি সংগৃহ্য গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥ ৩৩
 অপাত্মমিত্যপামার্গং দূর্ভাং সংগৃহ্য দূর্বয়া ।

জলতীরং সমাসাচ্চ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥৩৪

আদিত্যা ইতি সম্প্রোক্ষ্য কুলং তীর্থং সূত্রতঃ
 শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য গায়ত্র্যা প্রোক্ষয়েৎ

ততঃ ॥ ৩৫

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সমান বলিবে, সে
 অস্পৃশ্য হইবে। অতএব মঙ্গলপ্রার্থী দ্বিজ-
 গণ, ভগবান্ উমাপতকে এবং পার্বতী
 দেবীকে সতত সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবে। হে
 দ্বিজগণ! পরস্পর সাহিত সন্তোষন এবং
 অযাজ্যযাজন কর্তব্য নহে। প্রদক্ষিণ না
 করিয়া কদাচ দেবালয় গম্যব্য নহে। যোগী,
 সিদ্ধ, এবং ব্রতী এবং যতিদিগকে কদাচ
 নিন্দা করিবে না। গুরুর ছায়া বা আজ্ঞা
 কদাচ লঙ্ঘনীয় নহে। ১৭—৩১। বক্ষ্যমাণ বিধি
 অনুসারে প্রত্যহ স্নান করিতে হয়। (প্রথম)
 ব্যাহতিভয় দ্বারা ভূমিস্পর্শ, “দ্ব্যচাশয়া”
 ইত্যাদি মন্ত্রে খনন, “উদ্ধতাসি” ইত্যাদি
 মন্ত্র দ্বারা যাত্ৰাকাহরণ, “গন্ধদ্বারা” ইত্যাদি
 মন্ত্রে গোময়গ্রহণ, “অপাত্মং” ইত্যাদি মন্ত্রে
 অপামার্গগ্রহণ এবং দূর্ভামন্ত্র দ্বারা দূর্ভাগ্রহণ-
 পূর্বক জলের ধারে পবিত্র দেশে আসিয়া
 সমাহিতচিত্তে “আদিত্যা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
 তীর্থকুল প্রোক্ষণ করত পবিত্রদেশে সেই

ভাগদ্বয়ং স তাং পশ্চাদেকং দিশু বিবর্জয়েৎ
যত ইন্দ্রাদিমত্শ্চ চতুর্ভিঃ যথাক্রমম্ ॥ ৩৬
অবগাহ জলে পশ্চাৎ তীরে চৈবোপবিশ্চ চ ।
অবশিষ্টেন ভাগেন মত্শ্চালাপয়েৎ ক্রমাৎ ॥
অক্ষিত্যামিতি মত্শ্চেন মুখমালেপয়েদুধঃ ।
গ্রীবাভ্যামিতি চ গ্রীবাং তল্লিঙ্গেন তথা ভূজৌ
শরীরং যজ্ঞমুক্তাথ হৃদয়ং পরিলেপয়েৎ ।
নাভিমানন্দনন্দেতি শিষ্টং মুর্দ্ধা বিনিষ্কপেৎ ॥
মূর্দ্ধানমিতি মত্শ্চেন তিলদূষাকাদিকম্ ।
হিরণ্যশৃঙ্গমত্যাগ্য তীর্থং সম্প্রার্থ্য বুদ্ধমান ॥
জপেচ্ছুদ্ধমতিঃ পশ্চাৎ সৃক্তকৈবায়মর্ষণম্ ।
দ্বিপদাঞ্চ জপেদেবীং সর্বপাপপ্রণাশনীম্ ॥ ৪১
ইদম্ বাকুণং জ্ঞানং মন্ত্রজ্ঞানমথোচ্যতে ॥ ৪২
আগ্নেয়ং ভস্মনা জ্ঞানং বায়ব্যং রজসা গবাম্ ।
দিব্যমাতপবর্ষণে তৎ তু কাৰ্য্যমনস্তরম্ ॥ ৪৩

আহুত মৃৎপিণ্ড দুই ভাগে রাখিয়া গায়ত্রী
দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে । অনন্তর এক ভাগ
ইন্দ্রাদি মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা চতুর্দিকে যথাক্রমে
ভাগ করিয়া জলে অবগাহনপূর্বক তীরে
বসিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকাভাগ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র-
যোগে ক্রমে আলেপন করিবে । অভিজ্ঞ
ব্যক্তি “অক্ষিত্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
মুখালেপন, “গ্রীবাভ্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
গ্রীবালেপন, “তল্লিঙ্গেন” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
ভূজালেপন, “শরীরং যজ্ঞম্” ইত্যাদি মন্ত্র
দ্বারা হৃদয়ালেপন, “আনন্দনন্দ” ইত্যাদি
মন্ত্রে নাভি আলেপন এবং “মূর্দ্ধানম্” ইত্যাদি
মন্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট মৃত্তিকা ও তিল দূষা
অক্ষত ইত্যাদি মন্ত্রকে নিষ্কপ করিবে ।
অনন্তর বুদ্ধমান গৃহী “হিরণ্যশৃঙ্গম্” ইত্যাদি
মন্ত্র দ্বারা তীর্থ-প্রার্থনা করিয়া, শুদ্ধচিত্তে
অঘমর্ষণসূক্ত জপ ও সর্বপাপপ্রণাশিনী
দ্বিপদা গায়ত্রী জপ করিবে । ইহা বাকুণ-
জ্ঞান এবং মন্ত্রজ্ঞান । আরও কথিত আছে,
ভস্ম দ্বারা যে জ্ঞান, তাহা আগ্নেয় ।
গোধূমৈকদ্ব্যুত ধূলি দ্বারা যে জ্ঞান, তাহা
বায়ব্য । আতপ ও বৃষ্টিযোগে যে জ্ঞান,

আর্দ্রেন বাসসা চান্ধমানসং শিবচিস্তনম্ ।
জ্ঞানানাংকৈব সর্বেষাং মানসং জ্ঞানমুক্তমম্ ॥ ৪৪
জ্ঞানাত্মাচম্য বিধিবৎ তর্পয়েচ্চ সুরান্ পিতৃন ।
পুনরাচম্য বিধিনা মার্জ্জনঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪৫
দজ্জাজ্জলাঞ্জলিং পশ্চাৎ সবিভ্রে রুদ্ররূপণে ।
ততো দর্ভাসনে স্থিত্বা গায়ত্রীং প্রজপেদ্বিজঃ
ত্রৈবর্ণিকানাং সর্বেষাং গায়ত্রী পরমা গতিঃ ॥ ৪৭
যদ্গায়ত্র্যাঃ পরং তত্ত্বং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
ইতি জ্ঞাত্বা জপেদ্বিহান্ গায়ত্র্যাঃ কলমশ্নুতে
যো হস্তথা তু মনুতে গায়ত্রীং শিবরূপিণীম্ ।
পচ্যতে স মহাঘোরে নরকে কল্পসংখ্যয়া ॥ ৪৯
পাদাশ্চহারা গায়ত্র্যা বেদাশ্চহার এব তে ।
বির্ভাঙ্কবিষ্ণুরুদ্দেশাঃ পাদানাং দেবতাঃ ক্রমাৎ
এবং জ্ঞাত্বা বিধানেন গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
জপেন্নামহেশ্বরং জ্যোতির্নিত্যমেব প্রকাশতে ॥
উপতিষ্ঠেদথা দিত্যং রুদ্ররূপিণমব্যয়ম্

তাহা দিব্য । ইহার পর অন্তবিধ জ্ঞান
আছে । যাহা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সম্পাদন
করিতে হয় শিবচিন্তা মানস-জ্ঞান । সকল
জ্ঞানের মধ্যে মানসজ্ঞানই উত্তম । যথা-
বিধি জ্ঞান, আচমন, দেবপিতৃতর্পণ এবং
পুনরাচমন করিয়া বিধিপূর্বক মার্জ্জন করিবে ।
পরে রুদ্ররূপী সূর্য্যকে এক অঞ্জলি জল
দিবে । তৎপরে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া,
দ্বিজগায়ত্রী জপ করিবে । গায়ত্রীই ত্রিবর্ণের
পরমগতি দেবদেব মহেশ্বরই গায়ত্রীর
পরমতত্ত্ব, ইহা বিবেচনা করিয়া জপ করিলে,
সেই জ্ঞানীর গায়ত্রীকল লাভ হয় । ৩২—৪৮।
যে ব্যক্তি শিবরূপিণী গায়ত্রীকে অন্ত প্রকার
মনে করে, তাহার কল্পসংখ্যায় নরকভোগ
হয় । গায়ত্রীর পাদচতুষ্টয় চতুর্বেদই ; ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, রুদ্র এবং ঈশ্বর এই পাদচতুষ্টয়ের
যথাক্রমে দেবতা । এইরূপ জ্ঞানিয়া বিধি-
পূর্বক বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিলে, নিত্য
শৈবজ্যোতি প্রাতিভাত হয় । বেদ-ইতি-
হাসসম্মত ভক্তিসূচক স্তব এবং মন্ত্র দ্বারা
রুদ্ররূপী অব্যয় আদিত্যের উপাসনা করিবে ।

ভট্টৈঃ স্তোত্রৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ বেদেতিহাসসম্ভবৈঃ
পাবমানানস্মৃক্তান ব্রহ্মযজ্ঞং প্রসিদ্ধয়ে ।
জপেণ সমাহিতো ভূত্বা ক্রদ্রাংষ্টেচ ব বিশেষতঃ
মৌনেনাগত্য ভবনং পূজয়োক্ছ বমব্যয়ম্ ।
যড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ মানস্তোক্য তথৈব চ ॥ ৫৪
যড়ক্ষরাৎ পরো মন্ত্রো বেদেষু চ চতুর্থাপি ।
নাস্তীহুবাচ ভগবান্ দেবদেবঃ স্বয়ং রাবিঃ ॥ ৫৫
পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি দূষ্যভিক্রদট্টৈরপি ।
নাসম্পূজ্য মহাদেবঃ ভুঞ্জাত ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৫৬
ব্রাহ্মণকাক্সিপ্রাবশাং কাক্সিণাং যোগিনামপি ।
গতিবিশেষরো দেবো ভবো নান্ত ইতি শ্রুতিঃ
কুর্ধ্যাৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ গৃহস্থঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ ।
পঞ্চযজ্ঞপরিচর্য্যাগাদাশ্রমাদবশীয়তে ॥ ৫৮
দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথাপরঃ ।
মানুষ্যো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫৯
কর্তব্যো বৈশ্বদেবস্ত দেবযজ্ঞ উদারিতঃ ।
হতশেষেণ ভূতেভ্যো বানঃ ভূতমখং বিহুঃ ॥
বিপ্রস্ত ভোজয়েদেকং পিতৃনৃদগ্ধ যতুতঃ ।

ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্তু পাবমানস্মৃক্ত জপ, বিশেষ-
যতঃ শতকাজিয় জপ সমাহিতাচিতে করিবে ।
অনন্তর মৌনী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক
'মানস্তোক' মন্ত্র ও যড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা অব্যয়-
শিবের পূজা করবে । যড়ক্ষর মন্ত্রাপেক্ষা
উৎকৃষ্ট মন্ত্র চতুর্মেদে নাই, ইহা ভগবান
দেবদেব স্বয়ং স্বয়ং বলিয়াছেন । পত্র, পুষ্প,
ফল, দূষা অন্ততঃ জল দ্বারাও শিবপূজা
না করিয়া ব্রাহ্মণ কখন ভোজন করিবে না ।
ব্রাহ্মণ, কাক্সি, বৈশ্ব, কাক্সি এবং যোগী,
সকলেরই এইমাত্র গতি—ভব দেব বিশেষ-
শ্বর, অস্ত্র কেহ নহে ; ইহা বেদবাক্য ।
গৃহস্থ শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে ।
পঞ্চযজ্ঞ পারিত্যাগ করিলে আশ্রমভ্রষ্ট
হয় । দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মানুষযজ্ঞ
এবং ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ কর্তব্য । বৈশ্ব-
দেবই দেবযজ্ঞ ; বৈশ্বদেবাবশিষ্ট বান
সর্বভূতোদেগে দবে, তাহাই ভূতযজ্ঞ ।
পিতৃগণের উদ্দেশে যজ্ঞসহকারে একটি ব্রাহ্মণ

নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্দিষ্টং পিতৃযজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥ ৬১
যথাশক্ত্যন্নমুকৃত্য প্রদত্তাদ্ ব্রাহ্মণায় বৈ ।
অতিথং পূজয়েন্তু ভক্ত্যা শিবতাবশমবিতঃ ।
সোহতিথিঃ স্বর্গসোপানমিতি দেবোহব্রবীজ্রবিঃ
প্রদত্তাদ্ভ্রতকারঃ বা ভিক্ষাঞ্চ ভবতাবতঃ ।
অক্ষয়ং তৎফলং প্রাপ্তব্রতাবো হি তুর্লভঃ ॥ ৬৩
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং তদ্বিচাররতো ভবেৎ
ব্রহ্মযজ্ঞঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকফলপ্রদঃ ॥ ৬৪
এতান্ কঠৈব সততং ভুঞ্জীতাশ্রমধর্ম্য ভঃ ।
অন্তথা যো হি ভুজেজ্জহন্নঃ প্রেত্য শূকরতাং
ব্রজেৎ ॥ ৬৫

যদি বিশেষরো স্থানো ভক্তিরেকৈব নিশ্চল ।
কিং তৈঃ পঞ্চমহাযজ্ঞৈরনৈব বিবিধৈর্মথৈঃ ॥ ৬৬
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে পুরাণে শ্রীসৌর্যে
সূত-শৌনকসংবাদে ব্রহ্মধর্ম্য-কথনং
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ভোজন করাইবে, তাহাই নিত্যশ্রাদ্ধ ; নিত্য-
শ্রাদ্ধই পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত । যথাশক্তি
অন্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে দিবে । শিবতাবশুত
হইয়া ভক্তিসহকারে অতিথিপূজা করিবে ।
সেই অতিথিই স্বর্গসোপান, সূর্য্যদেব ইহা
বলিয়াছেন । শিবতাবশিত হইয়া ব্রতকর্ম্ম-
নুষ্ঠান বা ভিক্ষাদান করিলে তাহার ফল
অক্ষয় হয় কেননা শিবতাবই তুর্লভ । বেদা-
ভ্যাসরত এবং বেদবিষয়রত হইবে; তাহারই
নাম ব্রহ্মযজ্ঞ । ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে ব্রহ্মলোকফল-
প্রাপ্ত হয় । আশ্রমধর্ম্মানুসারে এই সব
অনুষ্ঠান করিয়া আহার করিতে হয় ; ইহা না
করিয়া যে ব্যক্তি অন্নভোজন করে, পর-
লোকে তাহার শূকরযোনিপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু
যদি বিশেষরের প্রতি অচলা ভক্তি থাকে,
তাহা হইলে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা অন্য বিবিধ
যজ্ঞে কোন ফল নাই । ৪৯—৬৬ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শ্রাদ্ধং দর্শেৎ কৰ্ত্তব্যং মৰ্গকাস্থয়নয়ৈ ।
বিষুব চ ব্যতীপাতে তীর্থেষু চ বিশেষতঃ ॥১
পরীক্ষা ব্রাহ্মণান্ সমাধেদবেদাঙ্গপারগান্ ।
বিশেষান্ শিবভক্তাংশ্চ কুজ্রাপাপর য়ন ॥২
অভাবে শিবভক্তানাং সদাচাররতান দ্বিজান্ ।
ভোজয়েচ্ছুক্ষয়া শ্রাদ্ধে শিববুদ্ধ্যায় সমাহিতঃ ॥৩
ব্রতোপবাসনিরতাঃ সোমপাঃ সংযতোদ্ভিয়াঃ ।
অগ্নিহোত্ৰপরাঃ শাস্তা বহুচা গুরুপুংসকাঃ ॥৪
ত্রিণাচিকেতাঃ শিষ্যাশ্চ ত্রিমধুত্রিসুপর্ণিকাঃ ।
মজ্জব্রাহ্মণবেত্তারঃ পুরাণস্মৃতিপাঠকাঃ ।
অধ্যাত্মশাস্ত্রনিরতা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিতপাবনাঃ ॥৫
একং বা ভোজয়েদ্বিপ্রং শিবভক্তিপরায়ণম্ ।
তেন পুত্রা ভবন্ত্যেব যে কেচিৎ পণ্ডিতদূষকাঃ

উনবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অমাবস্তা, অষ্টকা, দুই
অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি এবং ব্যতী-
পাতে, বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ কৰ্ত্তব্য ।
পরীক্ষা করিয়া বেদবেদাঙ্গপারগ শিবজপ-
নিরত শিবভক্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে, আর
শিবভক্তের অভাবে সদাচাররত ব্রাহ্মণ-
দিগকে শিববোধে সমাহিতাচিতে শ্রদ্ধাসহকারে
ভোজন করাইবে । ব্রতোপবাসরত, সোমপ,
সংযতোদ্ভিয়, অগ্নিহোত্ৰপরায়ণ, শাস্ত, বহুচ,
গুরুপুংসক, ত্রিণাচিকেত, শিষ্ট, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ
মজ্জ এবং ব্রাহ্মণবেত্তা * পুরাণ স্মৃতিপাঠী,
অধ্যাত্মশাস্ত্রনিরত ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিতপাবন ।
অথবা শিবভক্ত পরায়ণ একটি ব্রাহ্মণকে
ভোজন করাইবে । পণ্ডিতদূষক ব্রাহ্মণ
ধাকিলেও তিন তাঁহাদিগকে পাবত্র করেন ।

* “ত্রিণাচিকেত” ইত্যাদি পদ, ব্রত-
বিশেষ সহকারে বেদের তত্ত্বদংশ যাহারা
পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধক । ব্রাহ্মণ
বেদৈকদেশ ।

বধবন্ধোপজীবী চ বৃষলঃ শূদ্রযাজকাঃ ।
বেদবিক্রয়ণৈশ্চৈব শ্রুতিবিক্রয়ণস্তথা ॥ ১
বেদবিক্রয়ণশ্চাত্তে কোপনঃ কুণ্ডগোলকৌ ।
কায়স্থ্য লক্ষণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ ॥ ৮
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষকৃশাস্ত্রোপজীবিনঃ ।
ব্যাদিনঃ কাব্যকর্ত্তারো গায়কাত্মৈশ্চৈব গোত্রিণঃ ॥
বেদমিন্দারতাত্মৈশ্চৈব কৃতঘ্নাঃ পিশুনাস্তথা ।
হীনাতিরক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি যদি স্ত্রীগমনং ভবেৎ ॥১১
অধ্বানং কলহং ক্রোধং পুত্রভার্যাদিতাড়নম্ ।
শ্রাদ্ধভোজী ভবেদ যো হি তাদিনে পরিবর্জয়েৎ
প্রক্ষালয়েৎ ততঃ পাদাবার্চিতে মণ্ডলে শুভে
চতুরশ্চ ব্রাহ্মণস্ত কত্রিয়স্ত ত্রিকোণকম্ ।
বর্জুলকৈব বৈশ্বস্ত শূদ্রস্তাত্ম্যক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ১৪
উপবেশ্ত ততো বিপ্রান্ দদ্বা চৈব কুশাসনম্ ।

বধবন্ধোপজীবী, বৃষল, শূদ্রযাজী, বেদবিক্রয়ী,
শ্রুতিবিক্রয়ী, অথ বেদবিক্রয়ী * ক্রোধী,
কুণ্ড, গোলক (অর্থাৎ সর্বপ্রকার দ্বারজ)
কায়স্থব্রূপজীবী, লক্ষণ, নিত্য রাজোপ-
সেবী, নক্ষত্রতিথিবক্তা, বৈজ্ঞান্যোপজীবী,
রোগী, কাব্যকর্ত্তা, গায়ক, বেদমিন্দক, কৃতঘ্ন,
ক্রুর, হীনাঙ্গ, অধিকাজ ও সগোত্র ব্রাহ্মণেরা
যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে বর্জনীয় । শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধ-
কর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা স্ত্রীগমন করিলে ব্রহ্ম-
হত্যাপাপী হয় । যে বক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন
করবে, সে, (ক্রোশাধিক) অধ্বগমন, কলহ,
ক্রোধ এবং পুত্র-ভার্যাদিতাড়ন, সে দিনে
করবে না । ১—১২ । ব্রাহ্মণ আসিলে পাদ
প্রক্ষালন করিয়া দিবে (ব্রাহ্মণের চতুরশ মণ্ডল,
কত্রিয়ের ত্রিকোণ মণ্ডল, বৈশ্বের বর্জুল মণ্ডল
ও শূদ্রের অভ্যক্ষণমাত্রই মণ্ডল । সেই শুভ
মণ্ডলে উপবেশন করাইয়া কুশাসন দিয়া পরে

* এখানে বেদ শব্দে কর্মকাণ্ড বেদ,
শ্রুতি শব্দে উপনিষদ এবং দ্বিতীয় বেদ শব্দে
শাস্ত্রমাত্র ; এইরূপ অর্থ করিয়া পুনরুক্তি
পরিহার্য ।

পশ্চাচ্ছান্ধ্রাঙ্ক্য রক্ষার্থং তিলাংশ বিকিরেৎ ততঃ
 বিশ্বেদেবানধাহুয় বিশ্বেদেবাস ইত্যচা ।
 শংনোদেব্যা জলং ক্ৰিপ্তা সপবিত্রে তু ভাজনে
 যবান যবোহসীতি তথা গন্ধপুষ্পক নিষ্কিপেৎ
 যা দিব্যা ইতি মস্ত্রে হস্তেহপার্য্যঃ বিনিষ্কিপেৎ
 প্রদত্তাদ্গন্ধমালাদি ধূপং বাসাংসি শক্তিতঃ ॥
 অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃনাবাহয়েৎ ততঃ ।
 উশস্ত্বৈতি চ ঋচা আবাহু তদনুজয়া ॥ ১৮
 জপেদায়াস্ত ন ঋচং তিলোহসীতি তিলাংস্তথা
 ক্ৰিপেদর্ঘ্যঃ যথাপূর্ব্বং বিপ্রহস্তে সমাহিঃ ॥ ১৯
 সংশ্রবাৎপ্রকিপেৎ পাতে ন্যাজ্ঞৈকৈব যথা ভবেৎ
 পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ততোহগ্নোকরণং মতম্
 অগ্নৌ করিষ্য ইত্যুক্তা কুরুষেত্যভ্যনুজয়া ।

শ্রাদ্ধরক্ষার্থ তিল নিষ্কিপ করিবে। ‘বিশ্বেদে-
 বাস’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান
 করিয়া পবিত্রযুক্ত পাতে ‘শংনো দেবী’
 ইত্যাদি মন্ত্রে জলক্ষেপ করিবে। অনস্তর
 ‘যবোহসি’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যবক্ষেপ করিয়া
 গন্ধপুষ্প দিবে। তারপর সেই পবিত্রাদিযুক্ত
 অর্ঘ্যপাত্র ‘যাদিন্যা’ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্ব্বক হস্ত লইয়া অর্ঘ্যদান করিবে। তৎ-
 পরে গন্ধ, মালা, ধূপ এবং বস্ত্র যথাশক্তি দান
 করিবে। অনস্তর অপসব্য অর্থাৎ যজ্ঞোপ-
 যীতকে বামাবলম্বী করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া
 ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ‘উশস্ত্বা’
 ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন
 করিবে। অনস্তর ব্রাহ্মণ ‘আয়াস্ত ন’
 ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া ‘তিলোহসি’ ইত্যাদি
 মন্ত্রে তিলক্ষেপ করিবে। অপ্রমত্ত হইয়া
 পুনর্বার ব্রাহ্মণহস্তে পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দিবে।
 পাতে সংশ্রবজল ক্ষেপ এবং ‘পিতৃভ্যঃ স্থান-
 মসি’ বলিয়া ন্যাজ্ঞকরণ * ও ‘অগ্নৌ করিষ্যে’
 এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণের ‘কুরুষ’ এইরূপ

* দ্বিতীয় অর্ঘ্যদান অগ্নিহোত্রীর কর্তব্য
 হইতে পারে। নিরগ্নির প্রথম অর্ঘ্যেই
 সংশ্রবজলাদি রক্ষা হয়।

অগ্নং স্মৃতপ্লুতং বহৌ জুহুয়াৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥২
 অগ্নেরভাবাদ্ বিপ্রশ্চ পাণৌ হোমো বিধীয়তে
 মহাদেবশ্চ পুরতো গোষ্ঠে বা শ্রবয়ামিতিঃ ।
 পিণ্ডানির্ধপণং কৃত্বা ব্রাহ্মণাংশৈব ভোজয়েৎ ॥
 কোচদপ্যেবামিচ্ছাস্তি নৈব ভানোর্মতং দ্বিজাঃ ॥
 বিবিধং পায়সং দদ্যাদ্ভক্ষ্যাদি সুবহুতাপি ।
 লেহুং চোষ্যং তথা কামং পুষ্পমেব কলং বিনা
 বিবিধান্যপি মাংসানি পিতৃণাং ত্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
 দত্তাত্মাপি নিষিক্তানি শ্রাদ্ধং নৈবাঙ্কয়ং ভবেৎ ॥
 নাশ্মতি যো দ্বিজো মাংসং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি
 স প্রেত্য নরকং যাতি পশুত্বঞ্চ প্রপদ্যতে ॥২৭
 ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ তথাথর্কশাস্ত্রস্তথা ।
 কুড্রাংশ্চ পৌরুষ সূত্রংব্রাহ্মণান্ শ্রাবয়েৎ ততঃ
 ভুক্ত্বীহন ব্রাহ্মণাঃ সর্কে বাগ্‌যতা স্মৃতভোজনাঃ
 বিাকরং নিষ্কিপেৎ পশ্চাচ্ছেষমন্নমথাত্রবীৎ ॥২৯

আজ্ঞা লইয়া অগ্নোকরণ করিবে। স্মৃতপ্লুত
 অগ্নি পিতৃযজ্ঞানুসারে অগ্নিতে হোম করিবে।
 অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম
 করিবে। শিবসমীপে বা গোষ্ঠে পিণ্ডদান
 করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, কাহারও
 কাহারও এইরূপ অভ্যর্থনা; কিন্তু হে
 দ্বিজগণ! ইহা সূচ্যসম্মত নহে; অর্থাৎ
 পূর্ব্ব পাত্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজন, অনস্তর
 পিণ্ডদান করাই সূচ্যের অভ্যর্থনা। ১৩—
 ২৪। বিবিধ পায়স, সুবহুতর ভক্ষ্য,
 লেহু, চোষ্য এবং যাহা হইতে ফল হয় না,
 এইরূপ অভিলষিত পুষ্প, (ব্রাহ্মণাদিগকে)
 দিবে। পিতৃলোক-ত্রীতি-উদ্দেশে বিবিধ
 মাংসদানে গ্রাহ্য অক্ষয়কলজনক হয়। মাংস
 দান গ্রাহ্যে নিষিদ্ধ নহে। যে দ্বিজ পিতৃ-
 কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মাংসভোজন না করে,
 পরকালে তাহার নরকপ্রাপ্তি এবং তৎপরে
 পশুযোনিপ্রাপ্তি হয়। অনস্তর ধর্ম্মশাস্ত্র,
 পুরাণ, অথর্কশাস্ত্র (বেদের অংশ বিশেষ),
 শতকুহ এবং পুরুষসূত্র ব্রাহ্মণগণকে শুনা-
 ইবে। স্মৃতভোক্তা ব্রাহ্মণ সকল মৌনৌ
 হইয়া ভোজন করিবে। ‘শেষমন্নম্’ ইত্যাদি

হস্তপ্রক্ষালনং দত্ত্বা কুর্ষাদৈ স্বস্তিবাচনম্ ।

দত্ত্বাষ্টৈ দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদৌরয়েৎ ॥

দাতারো নোহভিবর্কস্তাং বাজেবাজোত বৈ

ঋচম্ ।

জপ্ত্বা চ ব্রাহ্মণান্ স্বহা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ।

ভোক্তা চ শ্রাদ্ধদস্তন্তাং রজস্তাংমৈথুনং ত্যজেৎ

স্বাধ্যায়ঞ্চ তথাধ্বানং প্রযত্বান বিবর্জয়েৎ ॥৩২

অধ্বগো ব্যসনৌ চৈব বিশেষণ জনয়িকঃ

আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্ষাদ্ গুরু স্ব মদৈব হি ॥৩

কলৈরপি চ মূলৈর্বা কুর্ষাদ্ভ্রাদ্ধঞ্চ নির্ধনঃ ।

স্নাত্বা তিলোদকৈর্বাপি তপয়েচ্ছুদ্ধয়া পিতৃন ॥৩৪

শ্রদ্ধয়া তু কৃতে শ্রাদ্ধে ভগবান্ নীললোহিতঃ ।

প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা বিশেষো হব্যকব্যাভুক্

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-

শৌনকসংবাদে শ্রাদ্ধবিধিকথনং নামৈকোন-

বিংশোহধ্যায়ঃ । ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ ধর্ম্মো বনস্থানায়চ্যতে শৃণুত দ্বিজাঃ ।

প্রীতো ভবতু যেনাসৌ ভগবান্ ভগনেত্নশ ॥১

শরৌশ্মাত্মনো দৃষ্টৌ পলিতাদৈশ্চ দূষিতম্ ।

পুল্লেষু ভার্য্যাং নিষ্কপ্য বনং গচ্ছেদ্ দ্বিজো-

ত্তমাঃ ॥ ২

কলমূলশনো নিত্যং পঞ্চযজ্ঞপরায়ণঃ ।

অতিথিং পূজয়েদ্ভুক্ত্য মত্বা শর ইতি ক্রতিঃ ।

অষ্টৌ গ্রাসা শ্চ ভুঞ্জীত চীরবাসা ভবেজ্জটী ।

ভবেৎ ত্রিষবণস্নায়ী নিত্যং স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥৪

দয়াঞ্চ সর্বভূতেষু ন কুর্ষ্যাদ্ভিশি ভোজনম্ ।

বর্জয়েদ্ গ্রামজাতানি পুষ্পানি চ ফলানি চ ৫

যদি গচ্ছেৎ সপত্নীকো ব্রহ্মচার্যো ব সর্বদা ।

যদি গচ্ছেদ্বনৌ ভার্য্যাং প্রায়শ্চিত্তৌ ভবেদ্বিজঃ

বিংশ অধ্যায় ।

পাঠ করিয়া (পিণ্ডাদি দিয়া) বিকির ক্ষেপণ

করিবে । তৎপরে হস্ত প্রক্ষালন, স্বস্তি-

বাচন, যথাশক্তি দক্ষিণান্ত এবং স্বধাবাচন

করিবে । ‘দাতারো নোহভিবর্কস্তাম্’ এবং

‘বাজে বাজে’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া

ব্রাহ্মণগণের ভূতিনাত সম্পাদনপুরঃসর

বিদায় দিবে । শ্রাদ্ধভোক্তা ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা

উভয়েই সেই দিনে মৈথুন ত্যাগ করিবে ।

স্বাধ্যায় এবং অধ্বগমন (ক্রোশাধিক পথ-

গমন) যত্নসহকারে বর্জনীয় । অধ্বগমনে

বিপদযুক্ত হইতে হয়, বিশেষতঃ নিরায়

ব্রাহ্মণ । অসমর্থ ব্রাহ্মণ সর্বদাই আমশ্রাদ্ধ

করিবে । নির্ধন ব্রাহ্মণ ফলমূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ

করিবে । তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তি, স্নান

করিয়া সতিল জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ

করিবে । শ্রাদ্ধাহকারে শ্রাদ্ধ কারলে বিশ্বাত্মা

বিশেষর হব্যকব্যাভোজী ভগবান্ নীল-

লোহিত প্রীত হইয়া থাকেন । ২৪—৩৪ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ রুদ্র যাহাতে

প্রীত হন, হে দ্বিজগণ । অনন্তর সেই বান-

প্রস্থধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন * । হে

দ্বিজোত্তমগণ ! স্বীয় দেহ পলিতাদি-দূষিত

অবলোকন করিয়া পত্নীকে পুত্রগণের নিকট

কোলাহল বনগমন করিবে । কলমূল আহার,

নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং শিববুদ্ধিতে

ভক্তিপূর্ব্বক অতিথিপূজন তাঁহার কর্ত্তব্য,

ইহা বেদবাক্য । অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন,

চীর বস্ত্র পরিধান, জটীধারণ, ত্রৈকালিক

স্নান এবং স্বাধ্যায় বানপ্রস্থধর্ম্মীয় কর্ত্তব্য ।

সর্বভূতে দয়া, রাত্রিযোগে অনাহার এবং

গ্রাম্যফলমূলবর্জন তাঁহার কর্ত্তব্য । ১—৫ ।

পত্নী সমাভিব্যাধারে যদি বানপ্রস্থ গ্রহণ করে,

তাহা হইলে, সর্বদা ব্রহ্মচারীই থাকিবে ;

বনস্থ দ্বিজ, পত্নী গমন করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ

* “প্রীতো ভবতি” এই পাঠ মূলে সঙ্গত ।

“ভবতু” পাঠে, “শিব প্রীত হউন” এইরূপ

অনুবাদে “বেন” পদ শ্রবণের হেতুরূপে

উল্লেখ করিতে হয় ।

যদিগর্ভে ভবেৎ তন্তাঃ স চাণ্ডালসমো ভবেৎ ।
 সর্বভূতানুদম্পী স্তাৎ সংরিভাগরতঃ সদা ।
 পরিবাদং যুযাবাদং নিদ্রালস্তং বিবর্জয়েৎ ॥ ৮
 লীর্ণপর্ণাশনো বা স্তাৎ কুট্লেৰ্বা বর্তয়েৎ সদা ।
 শিবপূজারতো নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৯
 এবং যো বর্ততে নিত্যং বানপ্রস্থশ্রমে দ্বিজঃ ।
 পরাং গতিমবাপ্নোতি দেহান্তে শাস্বতং পদন্
 যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সৰ্ব্ব স্তুবু ।
 তদা চ সন্ন্যাসোদ্বিগ্নান্ নান্তথা পি তো ভবেৎ
 বেদান্তাভ্যাসনিরতো দাস্তঃ শাস্তো

জিহ্নেজিয়ঃ ।

নিশ্চমো নির্ভয়ো নিত্যং নির্ভ্রমো নিম্পরিগ্রহঃ ॥
 জীর্ণকোপীনবাসাঃ স্তান্মুণ্ডো নয়োহথবা ভবেৎ
 ত্রিদণ্ডী বা ভবোদ্বিগ্নানিত্যো বা বৈদিকী ক্রান্তঃ
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

হয়। আর সেই পত্নীতে গর্ভ উৎপাদন
 করিলে ত চাণ্ডালতুল্য হয় * । বানপ্রস্থ-
 ধর্মী, খাদ্য বস্তু ক'রয়া দিয়া সর্বভূতে দয়া
 প্রকাশ করিবে; নিদ্রা, মিথ্যাকথা, নিদ্রা
 এবং আলস্ত পরিভ্যাগ করিবে। (সমর্থ
 হইলে) গণিত পত্র মাত্র ভোজন করিয়া বা
 প্রাজাপত্যাদিব্রতাবলম্বী হইয়া জীবনরক্ষা
 কর্তব্য। নিত্য শিবপূজারত ও শিবধ্যান-
 পরায়ণ হইবে। যে দ্বিজ, এইরূপে নিত্য
 বানপ্রস্থ-ধর্ম পালন করেন, তিনি পরমগতি
 এবং দেহান্তে নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন
 সর্ববস্তুর প্রতিই মনে মনে বৈরাগ্য জন্মিবে,
 বিজ্ঞব্যক্তির তখনই সন্ন্যাসগ্রহণ কর্তব্য,
 নতুবা নহে; বৈরাগ্য না জন্মিতে সন্ন্যাস
 গ্রহণ করিলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী বেদান্তা-
 ভ্যাসরত, শাস্ত, দাস্ত, জিতোদ্রম, নিশ্চম,
 নিত্য নির্ভয়, বন্দাতীত, নিঃসঙ্গ ও মুণ্ডিত-
 মুণ্ড এবং জীর্ণকোপীন-পরিধান বা বিবস্ত্র
 হইবে। (একদণ্ড) বা ত্রিদণ্ড ধারণ

* বানপ্রস্থধর্ম কোন কোন বিষয়ে
 অধিকারভেদে আচারভেদ আছে।

ভৈক্ষ্যেণ বর্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ
 একান্নাদী ভবেদ্যম্ কদাচিল্পটো যতিঃ ।
 নিক্রান্তনৈব তন্তাস্ত ধর্মশাস্ত্রেষু সর্বথা ॥ ১
 ভবেৎ ত্রযবণন্নায়ী ভস্মোকুণ্ডিতবিগ্রহঃ ।
 প্রণবং প্রজপেন্নিত্যং মোক্ষশাস্ত্র চিন্তকঃ ।
 বেদান্তাংশ্চ পঠেন্নিত্যং তেষামর্থ্যাংশ্চ চিন্তয়ে
 আত্মানং চিন্তয়েদেবমীশানং বিভুমব্যয়ম্ ।
 অনন্তং নির্গুণং শাস্তং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্
 কারণং সর্বজগতামাধারং সন্নিতোমুখম্ ।
 চিত্রপং শঙ্করং স্থানুমানন্দমজরং বিভুম্ ॥ ১১
 প্রেরকং সর্বভূতানামেকং ব্রহ্ম মহেশ্বরম্ ।
 অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনম্
 ত্রিবিষ্টস্তন্ময়ো ভূত্বা যোগযুক্তো মহামুনিঃ ।
 আচরেণৈব কালেন পরং ব্রহ্মাধগচ্ছতি ॥ ২১
 দ্বিজঃ সন্ন্যাসভাদেব পাপেভ্যঃ সম্প্রমুচ্যতে ।
 জ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নোতি বিরটিপদমথৈ রতঃ ॥

করিবে, ইহা বেদবাক্য। সন্ন্যাসী শক্রমিত্রে
 সমদর্শী ও মান-গণ্যমানে সমভাবেপন্ন
 হইবে। ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিবে,
 একজনের মাত্র অন্নভোজনে কদাচ নিরত
 হইবে না। যে যাত মাত্র এ জনের অন্নই
 ভোজন করে, অথবা লম্পট, তাহার কোন
 কালে নিক্রান্ত ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় না।
 ত্রিকাল স্নান করিবে, সন্ধ্যাভে ভস্ম মাখবে,
 নিত্য প্রণব জপ করিবে, মোক্ষশাস্ত্র চিন্তা
 করিবে। নিত্য বেদান্ত পাঠ করিবে, বেদা-
 ন্তার্থ চিন্তা করিবে। আপনাকে অব্যয়,
 বিভূ, ঈশান, অনন্ত, নির্গুণ, শাস্ত, প্রকৃতির
 অনাদ্যন্ত সর্বজগতের কারণ, সর্বজগতের
 আধার, সন্নিতোমুখ, চিদানন্দরূপ কুটম্ব,
 অজর, সর্বভূতৈরক, অপ্রমেয়, আদ্যন্ত-
 হীন, স্বয়ং জ্যোতিঃরূপ সনাতন মহেশ্বর ব্রহ্ম-
 রূপ চিন্তা করিবে। ১৬—২০। যোগযুক্ত মহামুনি,
 সেই ব্রহ্মানন্ত ও ব্রহ্মরূপ হইয়া আচর কাল
 মধ্যে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। দ্বিজ, সন্ন্যাস-
 যাজ্ঞেই পাপমুক্ত হয়, বিরটিপদ-ব্রহ্মনিরত

ইতি সৰ্বমশেষেণ চাতুৰাশ্রম্যমীৰিতম্ ।
যোহুত্বিষ্ঠেৎ প্রযত্নেন তন্ত শত্বঃ প্রসৌদতি ।
ইতি ক্রীতকপুৰাণোপপুৰাণে ক্রীসৌরে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে বানপ্রস্থাদিধৰ্ম্মকথনঃ
নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং তগবতা স্মৃত সৰ্গ উক্তো বিবস্বতা ।
মহন্তরাণি বংশাশ্চ তেষাঞ্চ চরিতং তথা ॥ ১
প্রতিসর্গঃ পুনশ্চৈব যথা ভবতি কুৎস্রশঃ ।
ক্রহি নঃ স্মৃত সকলং যথা ব্যাস ক্ষুতং ত্বয়া ॥ ২
স্মৃত উবাচ ।
শৃণুধর্ম্মমুখ্যঃ সর্বৈঃ শ্রেচ্ছালীলাঃ মহেশিতুঃ ।
মহাদেবাকং সর্বং দৃষ্টমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩
কোভ্যঃ বিধমিদং তেন কোভকো ভগ-
বাঙ্ঘিঃ ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানভ্যে ব্যবস্থিতঃ ॥

সেই জানী মূক্তি লাভ করে। এই চারি
আশ্রমের সম্পূর্ণ বিধি অশেষ প্রকারে বলি-
লাম। যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক ইহা পালন
করে, শিব তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ৷২১-২৩।
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে স্মৃত ! সূর্য্যদেব
সৃষ্টি, মহন্তর, বংশ এবং বংশচরিত্র কিরূপ
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, আর সম্পূর্ণরূপে প্রলয়ই
বা হয় কেমন করিয়া, তাহা আমাদের গকে
বলুন ; ব্যাসের নিকট আপনি সবই শুনি-
য়াছেন। স্মৃত বলিলেন,—হে ঋষিগণ ! সক-
লেই মহেশ্বরের শ্রেচ্ছালীলা শ্রবণ করুন।
এই চরাচর সমস্তই মহাদেবরূপ ; এই বিশ্ব
বিবৰ্ত্তনীয় এবং ভগবান্ শিব বিবৰ্ত্তনকর্ত্তা।
হে বিজগণ ! শিবই প্রকৃতরূপে সঙ্কোচ-

কোভ্যমাণাং প্রধানাচ্চ পুংসঃ প্রাহুর্ভূতবিজাঃ
যদেতদ্বিস্তৃতং বোজঃ প্রধানপুরুষাশ্রয়কম্ ।
মহন্তরমিতি প্রোক্তং বুদ্ধিত্বং তদ্ব্যভেদে ॥ ৫
বুদ্ধাদয়ো বিশেষান্তা অব্যক্তাদৌষরেক্ষরা ।
পুরুষাধিষ্ঠিতাদেব জজিরে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৬
অহঙ্কারস্ততো জজ্ঞে তন্মাত্রাণি ততো বিজাঃ
ততো ভূতানি জাতানি প্রেরিতানি শিবে-
চ্ছয়া ॥ ৭

মনস্বব্যাক্তজং প্রাহঃ প্রোক্তং তচ্ছোভয়াশ্রয়কম্
বৈকারিকাদহঙ্কারাং সর্গো বৈকারিকো ভবেৎ
তৈজসানৌল্লিঙ্গাণ্যাহর্দেবা বৈকারিকা দশ ॥ ৮
বৈকারিকৈস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ।
ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারঃ কথ্যতে তদ্বচিস্তকৈঃ ॥ ১০
ভূতাদেবভবৎ সর্গো ভূততন্মাত্রাসংক্রিতঃ ॥ ১১
বিকূর্বাণস্ত ভূতাদিঃ শব্দমাত্রাং সসজ্জ হ ।
আকাশো জায়তে তন্মাত্রাং তন্ত শব্দো
ভগো মতঃ ॥ ১২

বিকাশশালী ; পুরুষরূপী শিবের সংসর্গে
বিবর্ত্তমান প্রকৃতি হইতে মহন্তরের উৎ-
পত্তি। মহন্তর বিস্তৃত বোজ, উহা প্রকৃতি-
পুরুষাশ্রয়ক। মহন্তরের নামান্তর বুদ্ধিত্ব।
হে মুনিপুঙ্গবগণ ! বুদ্ধি হইতে স্মৃৎস্মৃত
পর্য্যন্ত সমস্তই পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে
ঈশ্বরেচ্ছাবশে উৎপন্ন। হে বিজগণ ! মহ-
ন্তর হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি ; অহঙ্কার
হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি ; শিবেচ্ছা-
প্রেরিত পঞ্চ স্মৃৎস্মৃত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে
উৎপন্ন। মনও অব্যক্ত অর্থাৎ অহঙ্কার
হইতে সম্ভূত ; মন, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়
ইন্দ্রিয়স্বরূপ। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে সর্ব-
প্রধান দশ দেবতার সৃষ্টি ; রাজস অহ-
ঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি হইয়াছে।
অতএব সাত্বিক, রাজসিক এবং তাম-
সিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার, ইহা তদ্ব-
চিস্তকেরা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ৷১-১০। তামস
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি।
বিকৃতিপ্রাপ্ত তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি

ব্যোম চৈব বিকুর্ভাণঃ স্পর্শমাত্রঃ সসর্জ হ ।
 তন্মাত্রাৎপদ্যতে বায়ুঃ স্পর্শস্ত স্ত গুণো ভবেৎ
 পবনস্ত বিকুর্ভাণো রূপমাত্রঃ সসর্জ হ ।
 তেজশ্চোৎপদ্যতে তন্মাত্রাপং তস্ত গুণঃ বিদুঃ
 তেজস্কেব বিকুর্ভাণঃ রসমাত্রমভুৎ ততঃ ।
 উৎপত্তস্তে ততশ্চাপো রসস্তাসাং গুণো মতঃ ॥
 বিকুর্ভস্তাত্ততশ্চাপো গন্ধমাত্রঃ সসর্জিহে ।
 গন্ধাচ্চ পৃথিবী জাতা গন্ধস্তস্তাত্ত বৈ গুণঃ ॥
 শব্দমাত্রঃ যদাকাশং স্পর্শমাত্রঃ সমাবরণোৎ ।
 দ্বিগুণঃ প্রোচাতে বায়ুঃ শব্দস্পর্শাশ্বকঃ স্মৃতঃ
 তথৈব বিয়তো রূপঃ শব্দস্পর্শৌ গুণাবুভৌ ।
 তেজস্ততঃ স্তাৎ ত্রিগুণং সশব্দস্পর্শরূপবৎ ॥ ১৮ ॥
 রসমাত্রঃ গুণাঃ সর্বৈ ত্রয় আত্মাঃ সমাবিশন ॥
 আপশ্চতুর্গুণাস্তেন গন্ধমাত্রঃ সমাবিশন ।
 তন্মাত্রাৎ পঞ্চগুণা ভূমির্বলা ভূতেষু কথ্যতে ॥ ২০ ॥
 পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ ।

করিল; শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের
 উৎপত্তি, আকাশের শব্দ গুণ । বিকৃতিপ্রাপ্ত
 আকাশসহকৃত তামস অহঙ্কার হইতে স্পর্শ-
 তন্মাত্রের সৃষ্টি; স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর
 উৎপত্তি, বায়ুর গুণ স্পর্শ । বিকৃতিপ্রাপ্ত
 পবনসহকৃত অহঙ্কার হইতে রূপতন্মাত্র
 উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে তেজের উৎপত্তি ।
 তেজের গুণ রূপ । বিকৃত-তেজঃসহকৃত
 অহঙ্কার হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন; তাহা
 হইতে জলের উৎপত্তি, জলের গুণ রস ।
 বিকৃতিপ্রাপ্ত জলসহকৃত অহঙ্কার হইতে
 গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন; গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথি-
 বীর উৎপত্তি, পৃথিবীর গুণ গন্ধ । শব্দমাত্র
 আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবরণ করাতে বায়ু
 শব্দ স্পর্শ এই উভয় গুণাক্রান্ত । শব্দ স্পর্শ
 উভয় গুণ-রূপ তন্মাত্রকে আবরণ করাতে
 তেজ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাশ্বক ।
 আত্ম গুণত্রয়, রসমাত্রকে আবরণ করাতে
 জল, রসরূপাদি গুণচতুষ্টয়সম্পন্ন । এই গুণ-
 চতুষ্টয় গন্ধমাত্রের আবির্ভাব হওয়াতে পৃথিবীতে
 গন্ধাদি পঞ্চবিষয়ের অস্তিত্ব । এইজন্ত পঞ্চ-

মহাদিবিশেষাত্মা হুৎপদ্যতে ॥ ২১ ॥
 তস্মিন্ কাৰ্য্যক্ করণঃ সংসিদ্ধঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রাকৃতৈহৈব বিরিক্তৈঃ ক্ষেত্রজৈঃ ব্রহ্মসংজিতঃ
 সর্কৈঃ শরীরৈঃ প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।
 আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্তত ॥ ২৩ ॥
 মেরুকৃৎ ভবেৎ তস্ত জরায়ুশ্চাপি পক্ষতাঃ ।
 গর্ভোদকঃ সমুদ্রাশ্চ তস্তাসন্ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৪ ॥
 বিষং তত্রাতবদ্বিপ্রাঃ স দেবানুন্নয়মানুষম্ ।
 অস্তির্দশগুণাভিহিত বাহতোহুৎপদ্যতে ॥ ২৫ ॥
 আপো দশগুণেনৈব তেজসা বহিরাবৃত্তাঃ ॥ ২৬ ॥
 তেজো দশগুণেনৈব বাহতো বায়ুনাবৃত্তম্ ।
 আকাশেনাবৃত্তো বায়ুঃ খলু ভূতাদিনাবৃত্তম্ ।
 মহতা চৈব ভূতাদিরব্যাক্তেনাবৃত্তো মহান ॥ ২৭ ॥
 এতৈরাবরণৈরুৎপদ্যতে প্রাকৃতৈর্ভূতম্ ।
 অব্যক্তপ্রভবঃ সর্বমানুলোম্যেন লীয়েতে ॥ ২৮ ॥

ভূত মধ্যে ইনি প্রবল । পুরুষের অধিষ্ঠান
 এবং প্রকৃতির অনুগ্রহে মহত্ত্ব হইতে বিশেষ
 অর্থাৎ স্থূল পর্য্যন্ত সকল তত্ত্ব অণুসৃষ্টির
 উপাদান । সেই অণুই ব্রহ্মার কাৰ্য্য ও
 করণ সংসিদ্ধ হয় । সেই প্রাকৃত অণু ব্রহ্মাই
 ক্ষেত্রজ । সেই পুরুষই সর্বশরীরাবচ্ছেদে
 প্রথম বলিয়া অভিহিত । সেই ব্রহ্মাই ভূত-
 সমূহের আদিকর্তা ॥ ১১—২৩ ॥ ব্রহ্মার উৎপত্তি
 বিষয়ে সূর্য্যে উক্ত, পরন্তু সকল জরায়ু এবং
 সমুদ্র সকল গর্ভজলস্বরূপ । সূর্য্যাসূর-নর-
 সস্থূল বিষ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় । অণুর
 বহির্ভাগে দশগুণ জল, অণু বেষ্টন করিয়া
 আছে । জল, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক
 তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত । তেজের
 দশগুণ অধিক বায়ু দ্বারা তেজ বহির্ভাগে
 আবৃত । বায়ু আকাশে আবৃত । আকাশ
 তামস অহঙ্কারে আবৃত । অহঙ্কার বুদ্ধিতর্কে
 আবৃত । বুদ্ধিতর্ক প্রকৃতি কর্তৃক আবৃত ।
 অণু এই সপ্তবিধ প্রাকৃত আবরণে আবৃত ।
 অতএব সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং
 অনুলোমক্রমে সালই তাহাকে লীন হয় ।

গুণাঃ কালবশাদেব ভবন্তি বিষমাঃ সমাঃ ।
 গুণসাম্যে লয়ো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিকৃচ্যতে
 ব্রহ্মাণ্ডমেব বিপ্রেক্ষ্য । ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ।
 ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ স এবোক্তো বিরিক্ষিণশ্চ প্রজাপতিঃ
 সহস্রকোটয়ঃ সন্তি ব্রহ্মাণ্ডান্তির্য্যাক্তজাঃ ।
 ব্রহ্মাণো হরয়ো রুদ্রাস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতাঃ ।
 আক্তয়া দেবদেবন্ত মহাদেবন্ত শূলিনঃ ॥ ৩০
 ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং ব্রহ্মবিষ্ণুহরায়নাম ।
 উক্তবে প্রলয়ে হেতুর্মহাদেব ইতি ঋতিঃ ॥ ৩১
 অনন্তশক্তির্ভগবাননন্তমহিমাম্পদঃ ।
 অনন্তৈশ্বর্য্যসম্পন্নো মহাদেবোহদ্বিকাপতিঃ ॥ ৩২
 ন তন্ত করণং কার্য্যং ক্রিয়া বা বিজ্ঞাতে দ্বিজাঃ
 শ্বেচ্ছয়া ভগবানীশঃ ক্রৌড়ত্যাজ্জয়া সহ ॥ ৩৩
 কথিতঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সঙ্ক্ষেপানুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অবুদ্ধিপূর্ব্বকেষু ব্রাহ্মী সৃষ্টিরথোচ্যতে ॥ ৩৪
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরৈ
 সূত-শৌনকসংদাদে প্রাকৃতসর্গকথনং
 নানৈকবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সব, রজ এবং তম এই গুণত্রয় কালবিশেষে
 বৈষম্য প্রাপ্ত ও সাম্য প্রাপ্ত হয় । সাম্য-
 বস্থায় প্রলয় এবং বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি হইয়া
 থাকে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই
 ব্রহ্মার ক্ষেত্র । প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের
 ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত । তির্ধ্যক্ ও উর্দ্ধভাগে
 বহুসহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে । সেখানেও
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবস্থিত । দেবদেব
 মহাদেব শূলপাণির আক্তায় ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
 মহেশ্বরাস্ত্রক অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-সংহারে
 মহাদেবই কর্তা, ইহা বেদে আছে । ভগবান্
 আদ্বিকাপতি মহাদেব অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত
 শক্তি ও অনন্ত-মাহিমা সম্পন্ন । হে দ্বিজগণ !
 তাঁহার কার্য্য, করণ বা ক্রিয়া নাই । ভগবান্
 মহাদেব শ্বেচ্ছায় পার্শ্বতী সহ ক্রৌড়া করেন ।
 হে মুনিবরগণ ! প্রাকৃত-সৃষ্টি সংক্ষেপে
 বলিলাম । ইহা অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিজ্ঞাত্য

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অসংখ্যাতানি কল্পানি গতানি ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ ।
 সাম্প্রতং বর্ত্ততে যচ্চ বারাহমিতি সংজ্ঞিতম্ ।
 বিস্তরং তন্ত বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 শৃণুনাং পাপহানিঃ স্তাভ্যুদয়া সর্ব্বদেহিনাম্ ।
 একঃ কল্পমহঃ প্রোক্তঃ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 যাত্রিশ্চ তাবতী প্রোক্তা কল্পমানমথোচ্যতে ॥ ৩৫
 চতুর্য়ুগাণাং সাহস্রং কল্পমানং নিগদ্যতে ।
 শতত্রয়ং ষষ্ঠ্যধিকং কল্পানাং বর্ষমুচ্যতে ॥ ৩৬
 চতুর্য়ুগন্ত বিপ্রেক্ষ্যঃ পরাখ্যং তচ্ছতং ভবেৎ ।
 তদন্তে সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতৌ বিলয়া স্মৃতঃ ॥ ৩৭
 প্রাকৃতঃ প্রলয়স্তেন কথ্যতে কালচক্ৰকৈঃ ॥ ৩৮
 ত্রয়ানামাপ দেবানাং প্রকৃতৌ বিলয়ো ভবেৎ ।
 পুনঃ কালবশান্তেষামুৎপত্তিঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥

প্রকৃতি হইতে সত্ত্বত । এক্ষণে ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি
 বলিতেছি । ২৪—৩৪ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ ! ব্রহ্মার
 অসংখ্য কল্প অতীত হইয়াছে, সাম্প্রতি
 বরাহকল্প চলিয়াছে । হে মুনিপুঙ্গবগণ !
 তাহার বিস্তৃত তত্ত্ব বলিতেছি ; ইহা ব্রহ্মা-
 সহকারে শ্রবণ করিলে সকলেরই পাপনাশ
 হয় । এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন ; ব্রহ্মার
 যাত্রির পরিমাণও সেই এককল্প-পরিমিত
 কাল । চতুঃসহস্রযুগে এক কল্প । তিন শত
 ষাট (৩৬০) ব্লে ব্রহ্মার এক বৎসর ।
 হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম
 ‘পর’ । এই শতবর্ষান্তে সকলই প্রকৃতিতে
 লয় হয় । এইজন্ত কালজ্ঞ ব্যক্তিগণ, ইহাকে
 প্রাকৃত প্রলয় বলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কল্প
 তিন দেবতারই প্রকৃতিতে লয় হয় । কাল-
 বশে পুনর্বার প্রকৃতি হইতে তাঁহাদেয়

কালো হি ভগবান্‌হুর্মহাদেব ইতি ক্রতিঃ ।
 সৃজ্যন্তে বহবো কল্পাশ্চানন্তাশ্চ চতুর্খণ্ডাঃ ॥ ৮
 নারায়ণা হসংখ্যাতা দেবদেবেন শত্ৰুনা ।
 সংহর্তা চ পুনস্তেষাং কালরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ৯
 পরাৰ্কিঃ ব্রহ্মণো বিপ্রা অতীতমিতি ন ক্রতম্ ।
 পান্নকল্পমতীতঃ যৎ তৎ পরাৰ্কিঃ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বারাহো বর্ততে কল্পো বারাহো যত্র পদ্মভূঃ ॥ ১০
 আসীদেকার্ণবঃ ঘোরঃ নিৰ্ব্বিভাগঃ তমোময়ম্ ।
 একাৰ্ণবে তদা ভস্মিন নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ॥ ১১
 ব্রহ্মা নারায়ণো ভূত্বা যোগনিদ্রাং সমাশ্রিতঃ ।
 সুষাপ সলিলে তস্মিন্নীষরেচ্ছাপ্রাণোদিতঃ ॥ ১২
 যুনয়ঃ সত্যলোকস্থা দেবঃ নারায়ণঃ প্রতি ।
 ইমঞ্চেন্দ্রাহরন্ত্যত্র শ্লোকঃ মুনিবরোত্তমাঃ ॥ ১৩
 আপো নারী ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর-
 স্তনবঃ ।
 অয়নং তস্মা তাতঃ প্রোক্তাস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
 এবং যুগসহস্রান্তে যোগনিদ্রামপাস্ত বৈ ।

উৎপত্তি হয়। কালই ভগবান্‌ শত্ৰু মহাদেব
 —ইহা বেদবাক্য। বহু কল্প, অসংখ্য ব্রহ্মা
 এবং অসংখ্য নারায়ণ দেবাধিদেব শত্ৰুর
 সৃষ্টি। আবার সেই কালরূপী মহেশ্বরই
 ইহাদের সংহারকর্তা হন। হে বিপ্রগণ!
 ব্রহ্মার পরাৰ্কি (অর্থাৎ ৫০ বৎসর) অতীত
 হইয়াছে।—হে দ্বিজোত্তমগণ! অতীত
 পান্নকল্পেই ব্রহ্মার পরাৰ্কি হইয়া গিয়াছে।
 বর্তমান কল্প বারাহ নামে খ্যাত; ব্রহ্মা এই
 কল্পে বরাহমূর্তি ধারণ করেন। এই জগৎ
 বিভাগ-শূন্য, তমোময়, ঘোর একাৰ্ণবরূপ
 ছিল। জগৎ একাৰ্ণব ও স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট
 হইলে, ব্রহ্মা নারায়ণরূপে যোগনিদ্রা আশ্রয়
 করত ঈষরেচ্ছাবশে সেই সলিলে সুপ্ত হন।
 হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সত্যলোকস্থিত মুনিগণ দেব
 নারায়ণকে বক্ষ্যমাণ শ্লোকার্থ বলিলেন;—
 ‘নার’ শব্দের অর্থ জল; কেননা, জল ‘নর’
 অর্থাৎ পুরুষোত্তম হইতে সজ্জত। ‘নার’
 অর্থাৎ জল আপনার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া
 আপনি নারায়ণ-পদবাচ্য। হে মুনিপুঙ্গব-

ব্রহ্মত্মগ্রন্থীদেবঃ সৃষ্ট্যর্থঃ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৬
 মগ্নাঃ জলাস্তঃ পৃথিবীঃ জাত্বা দেবশ্চতুর্খণ্ডাঃ ।
 তস্তাস্তুন্ধরণার্থায় বারাহঃ রূপমাস্থিতঃ ॥ ১৭
 অপ্রতর্ক্যমনোপম্যঃ রূপঃ ভগবতঃ পরম্ ॥ ১৮
 কণাদ্রসাতলং গত্বা যজ্ঞেশঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 অভ্যাজহার ধরণীং দংষ্ট্রয়া পরমেশ্বরঃ ॥ ১৯
 সনকাদ্যৈঃ সূর্যমানো ভগবান্‌ হব্যকব্যভুক্ ।
 আসীদ্যথাবনিঃ পূর্বঃ সংস্থাপ্য চ তথা পুনঃ ।
 কল্পান্তদন্ধানখিলান্‌ পর্বতাংশ্চ মহীধরঃ ॥ ২০
 ততশ্চিস্তয়তঃ সৃষ্টিং কল্পাদৌ পদ্মজন্মনঃ ।
 অবুদ্ধিপূর্বকঃ সর্গঃ প্রাক্তর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ২১
 তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রকাক্ষসংজিতম্

গণ! এইরূপ সহস্র যুগ * অতীত
 হইলে দেব নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ
 করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্ত ব্রহ্মা হইলেন। ১—
 ১৬। দেব চতুর্খণ্ড পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্ন
 দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্ত বরাহরূপ
 অবলম্বন করিলেন। ভগবানের সেই
 বরাহরূপ অপ্রতর্ক্য এবং অতুলনীয়। পর-
 মেশ্বর পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বর কণমধ্যে দংষ্ট্রা
 দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। হব্য-
 কব্যভোজী ভগবান্‌কে সনকাদি ঋষিগণ
 স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী-উদ্ধার-
 কারী ভগবান্‌ পৃথিবী ও জলয়দন্ধ শৈল-
 গণকে পূর্ববৎ স্থাপন করিলেন। অনন্তর
 কল্পান্তে ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তা করিলে অবুদ্ধি-
 পূর্বক তমোময় সৃষ্টি হইল। তমঃ, মোহ,
 মহামোহ, তামিশ্র এবং অন্ধতামিশ্র † এই

* যুগ শব্দ কোনস্থলে যুগপাদ অর্থে,
 কোনস্থলে বা যুগ শব্দের প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত
 হয়। সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদিস্থলে, যুগ-
 শব্দে যুগপাদ বুঝিবে। আর এইস্থলে
 যুগশব্দে সত্যাদি যুগপাদচতুষ্টয় বুঝিবে।

† দেহাদিতে আত্মত্ব-বুদ্ধি অর্থাৎ
 “আমি স্মূল” “আমি কুশ” ইত্যাদি যে জ্ঞান,
 তাহা “তমঃ” “আমি গৃহস্থামী” ইত্যাদি যে

অবিজ্ঞা পঞ্চপর্বেষা প্রাহুর্ভূতা মহাম্বিনঃ ॥ ২২ ॥
 পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোহতিমানিনঃ ।
 সংবৃত্তমসাতীব বীজং তুগিব সর্ষতঃ ॥ ২৩ ॥
 অন্তর্বহিচ্চাপ্রকাশঃ স্তব্ধো নিঃসংজ্ঞ এব চ ।
 মুখ্যা নগা ইতি প্রোক্তা মুখ্যসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥
 তং দৃষ্ট্বাসাধকং সর্গমমন্ত ৭ কমলাসনঃ ।
 পুনশ্চিস্তয়তঃ সর্গং তির্ধ্যাক্ষোতোহভ্যবর্তত ॥
 যন্ত তির্ধ্যাক্ষপ্রবৃত্তঃ স তির্ধ্যাক্ষোতস্ততঃ স্মৃতঃ
 পঞ্চাদয়ঃ সমাখ্যাতা উৎপথগ্রাহিণশ্চ যে ॥ ২৬ ॥
 তমপ্যসাধকং দৃষ্ট্বা দেবদেবঃ পিতামহঃ ।
 সমজ্ঞাতঃ পুনঃ সর্গমুর্দ্ধাক্ষোতস্ত সাধিকম্ ॥ ২৭ ॥

পঞ্চপঞ্চকরুণিণী অবিদ্যা সেই পরমাত্মা
 হইতে প্রাহুর্ভূত হইলেন। চিন্তাপরায়ণ
 অভিমানাধিষ্ঠাতা সেই দেব হইতে কৃষ্ণ-
 সংবৃত বীজের স্তায় সর্ষতোভাবে তমঃ
 সংবৃত পঞ্চ প্রকার (বৃক্ষ, গুহা, লতা, বীকুৎ
 এবং ভূগ) সৃষ্টি হইল। সেই সৃষ্টি পদার্থ-
 সমূহ সংজ্ঞাহীন, স্তব্ধ এবং অন্তর্নিবন্ধে ও
 বহির্নিবন্ধে জ্ঞানশূন্য। স্বাবরসৃষ্টি মুখ্য
 অর্থাৎ প্রথম বলিয়া ইহা মুখ্য সর্গ নামে
 অভিহিত। সেই সৃষ্টিকে অনুপযোগী
 দেখিয়া ব্রহ্ম অন্ত সৃষ্টি কর্তব্য মনে করি-
 লেন। সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণ ব্রহ্ম তির্ধ্যাক্ষোতা
 সৃষ্টি করিলেন; বক্র পথে আহারসঞ্চরণ
 দ্বারা জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদের নাম
 তির্ধ্যাক্ষোতা। তাহাই পঞ্চাদি-সৃষ্টি। পশু
 প্রভৃতি জীব, উৎপথগামী। দেবদেব
 পিতামহ সে সৃষ্টিকেও অনুপযোগী মনে
 করিয়া অন্ত সাধিক সৃষ্টি করিলেন, ইহাদের
 আহারসঞ্চরণ উর্দ্ধে অর্থাৎ দেহের বহির্ভাগে

দেবসর্গ ইতি প্রোক্তঃ প্রকাশাত্মা মুখ্যধিকঃ ।
 পুনশ্চিস্তয়তোহব্যক্তাদক্ষীক্ক্ষোতস্ত সাধিকঃ ॥
 প্রকাশবহলাঃ সর্ষে তমোযুক্তা রজোধিকাঃ ।
 হুঃখোৎকট্যাঃ সঙ্ঘযুক্তা মনুষ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
 পুনশ্চিস্তয়তস্তস্ত ভূতসর্গোহভ্যজায়ত ।
 সংবিভাগরতাঃ ক্রুরান্তে পরিগ্রাহিণঃ স্মৃতাঃ ॥
 এতে পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ সর্গা দেবেন ভাহুন ।
 মহতঃ প্রথমঃ সর্গো জাতব্যো ব্রহ্মণো বিজাঃ
 তন্মাতাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ।
 বৈকারিকস্তৃতীয়স্ত প্রোক্ত ঐন্দ্রিয়কো বিজাঃ ।
 ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সমুতোহবুদ্ধিপূর্বকঃ ॥

হয়; ইহা দেবসৃষ্টি *। সৃষ্টি দেবতার
 সঙ্ঘপ্রকৃতি, অতএব মুখ-বহল। পুনর্বার
 তিনি উপযোগী পদার্থ সৃষ্টি চিন্তা করিলে,
 অব্যক্ত হইতে তমোযুক্ত, রজোধিক এবং
 সঙ্ঘগর্ভাবিত জ্ঞান-হুঃখাদিসম্পন্ন মনুষ্যাগণ উৎ-
 পন্ন হইল ২৭—২৯। মনুষ্যেরা আহারসঞ্চরণ
 অধোগত হওয়াতে জীবিত থাকে, এইজন্য
 ‘অক্ষীক্ক্ষোতাঃ’ নামে অভিহিত। পুনর্বার
 ব্রহ্ম সৃষ্টিচিন্তা করিলে ভূতসৃষ্টি † হইল।
 এই দেবযোনি-বিশেষেরা সংবিভাগরত ও
 ক্রুর এবং জ্ঞানবহল। স্বর্ষদেব এই পঞ্চ
 সৃষ্টি কীর্তন করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ!
 ব্রহ্ম হইতে যে মহত্ত্বসৃষ্টি হয়, তাহাই
 প্রথম! দ্বিতীয় তন্মাতৃসৃষ্টি, ইহার নামান্তর
 ভূতসৃষ্টি। হে দ্বিজগণ! তৃতীয় ইন্দ্রিয়-
 সৃষ্টি, ইহা বৈকারিক নামে অভিহিত। এত-
 ত্রিতয় প্রাকৃত সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-কারণের

* অমৃত দর্শন করিয়াই দেবগণ কৃত

থাকেন। গলাধঃকরণ করিতে হয় না।
 ক্রতিতে কথিত আছে,—“ন হ বৈ দেবা
 অশ্রুতি, পিবতি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥”
 এইজন্য তাহারা উর্দ্ধাক্ষোতা।

† সাধিক-ভামস দেবযোনি-বিশেষের
 সৃষ্টি। ইহা “অনুগ্রহ সর্গ” নামে খ্যাত।

জ্ঞান, তাহা “মোহ”। শব্দাদিভোগস্পৃহা
 “মহামোহ”। শব্দাদিভোগস্পৃহার প্রতি-
 বাতে যে ক্রোধ, তাহাই “তামিস”। বিনাশ-
 শব্দায় তত্ত্বদ্বন্দ্ব-রক্ষার্থে বজ্রাতিশয়ের নাম
 “অন্ততামিস”। অবিজ্ঞার এই পঞ্চ পর্ব।
 পর্ব অর্থে বৃত্তি।

চতুর্থো মূখ্যসর্গস্ত মূখ্য্য বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩
 তির্ধ্যাক্ষোতস্ত যঃ প্রোক্তহির্ধ্যাক্ষোতস্ত পঞ্চমঃ
 তথোক্তোতস্যাঃ বঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥৩৪
 ততোহর্ষাক্ষোতস্যাঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু
 মানুষ্যঃ ।

অষ্টমো ভৌতিকঃ সর্গো ভূতাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ
 নবমশ্চৈব কোমারঃ প্রাকৃত্য বৈকুণ্ঠাস্থিমে ॥৩৫

ইতি সৌরপুরাণোপপুরাণে সৌরো স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে বারাহকল্পপ্রাকৃত্যাদিসির্গকথনং
 নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সৃষ্টি) এবং অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিজ্ঞান
 প্রকৃতি হইতে সদ্ভূত। মূখ্যসৃষ্টি চতুর্থ।
 মূখ্য অর্থে স্বাবর। তির্ধ্যাক্ষোত নামে *
 কথিত তির্ধ্যাক্ষোতের সৃষ্টি পঞ্চম।
 ততোহর্ষাক্ষোতঃসৃষ্টি বঠ, তাহাই দেবসর্গ।
 অর্ষাক্ষোতঃসৃষ্টি সপ্তম, তাহাই মনুষ্যসৃষ্টি।
 হে দ্বিজোত্তমগণ! ভূতাদি দেবযোনির
 সৃষ্টি অষ্টম, ইহা ভূতসর্গ। কোমার অর্থাৎ
 কল্প ও সনৎকুমারাদির সৃষ্টি নবম, ইহা
 প্রাকৃত এবং বৈকুণ্ঠ†। ৩০—৫৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

* মূলে “তির্ধ্যাক্ষোতস্ত” “এইখানে”
 “তির্ধ্যাক্ষোতস্ত” পাঠ হইবে।

† কল্প, প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া
 তৎসৃষ্টি প্রাকৃত; এবং সনৎকুমারাদি প্রকৃতি-
 সদ্ভূত ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত বলিয়া তৎসৃষ্টি
 বৈকুণ্ঠ। অথবা কল্প সৃষ্টিকর্তা, অতএব
 তিনি প্রকৃতি, তাঁহার সৃষ্টি প্রাকৃত।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ

স্মৃত উবাচ ।

তত্ত্বঃ সসর্জ ভগবান্ দেবোহসাবাস্তনঃ স্মৃতান
 সনাতনঞ্চ সনকং সনন্দনমথাপি চ ॥ ১
 শত্ৰুং সনৎকুমারঞ্চ পঠৈকতান্ পদ্যসম্ভবঃ ।
 ন সৃষ্টৌ দধিরে বুদ্ধিং শিবৈকধ্যানতৎপর্য্যঃ ॥২
 সৃষ্টৌ তেধনপেক্ষেযু মোহাবিষ্টঃ প্রজাপতিঃ ।
 তপস্ততাপ পরমং ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥৩
 গতে বহুতিথে কালে সমভূৎ ক্রোধমুর্ছিতাঃ
 প্রাণাত্মকঃ সমুদ্ভূতো ললাটাদ্ভ্রক্ষণো হরঃ ॥ ৪
 কেনাপি হেতুনা বিপ্রাঃ সৃধ্যাকোটিসমগ্রতঃ ।
 নিশ্চক্রাম ততো ভিষা ভালং ভগবতো বিধেঃ
 রোদধিভ্রাজজন্মানং তস্মাদ্ভ্রজ ইতি স্মৃতঃ ।
 অন্তানি সপ্ত নামানি শৃণুধ্বং মুনিপুংগবাঃ ॥ ৬
 ভবঃ শরীকুণ্ডেশানঃ পশুনাং পতিরেব চ ।
 ভৌমাশোচাগ্রো মহাদেব ইকি নামানি সন্তম্যঃ ॥
 ভূমিরাপোহনলো বায়ুর্যোগ্যম সৃধ্যশ্চ চন্দ্রম্যঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ পদ্ম-
 যোনি ব্রহ্মা, সনাতন সনক, সনন্দন, শত্ৰু এবং
 সনৎকুমার এই পঞ্চ পুত্র মম হইতে উৎপাদন
 করিলেন। একমাত্র শিবধ্যানপরায়ণ সেই
 ব্রহ্মনন্দনগণ সৃষ্টিকার্য্যে মনোযোগ করিলেন
 না। তাঁহার সৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইলে প্রজা-
 পতি মোহাবিষ্ট হইয়া, পরম তপস্তায় প্রবৃত্ত
 হইলেন, কিন্তু কিছুই হির করিতে পারি-
 লেন না। হে বিপ্রগণ! বহুকাল অতীত
 হইলে, ব্রহ্মা অতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন
 কোন কারণ বশতঃ কোটিসৃধ্য-সমগ্রত
 প্রাণাত্মক হর, ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত
 হইলেন। কমলযোনিকে রোদন করাইয়া
 তাঁহার ললাট ভেদ করত নির্গত হওয়াতে
 হরের নাম হইল ‘কল্প’। হে মুনিপুংগবগণ!
 তাঁহার অন্ত সপ্ত নাম প্রবণ করুন;—ভব,
 সর্ক, ঈশান, পশুপতি, ভৌম, উগ্র এবং
 মহাদেব—হে সন্তমগণ! এই সকল (তাঁহার)

অষ্টমৌ দীক্ষিতস্তত্র মূর্তিরীশস্ত শূলিনঃ ॥৮
যাতিব্যাগুমিদং বিশ্বং বিশ্বস্তাস্ত্র জগন্ময়ঃ ।
তেন বিশেষরো দেব ইতি নামা শিবঃ স্মৃতঃ ॥৯
প্রজাঃ সৃজেতি নির্দিষ্টৈশ্চন্দ্রমৌলিবিব্রিক্শিনা ।
সর্গজ্ঞ মনসা কুজানাম্বতুল্যান মহেশ্বরঃ ॥১০
নীলকণ্ঠাস্ত্রিনেত্রাংস্ত জটামুকুটমণ্ডিতান্ ।
বৃষধ্বজান্ বীতরাগান্ জরামরণবর্জিতান ॥১১
সর্গজ্ঞান্ শতকোটিংস্তান্ সর্গাধিপ্ৰাণিণঃ পরান্
দৃষ্ট্বা তান্ বিবিধান্ কুজান্ বিব্রিক্শিঃ প্রাহ

শঙ্করম্ ॥১২

জরামরণনির্মুক্তামৌদীনীং মা সৃজঃ প্রজাম্ ।
সৃজনাত্মাঃ সুরেশান প্রজাঃ মৃত্যুসমম্বিতাম্ ॥
ব্রহ্মাণমববীচ্ছতুর্নাস্তি মে তাদৃশী প্রজা ।
ততঃ প্রভৃতি বিশ্বাত্মা ন প্রাপ্ততত্ত্বতাঃ প্রজাঃ
কুজৈরাশ্বসমুদ্ভূতৈঃ ক্রীড়াযুক্তস্তদাভবৎ ।
হাগুব্রিচ্চলো যস্মাৎ হিতঃ হাগুরিতি স্মৃতঃ
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈবর্যং তপঃ সত্যং কমা ধৃতিঃ

দৃষ্ট্বামাশ্বসম্বোধো হৃদিষ্ঠাত্ত্বমেব চ ॥১৬
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ।
স এব ভগবানীশো বিশেষো নীললোহিতঃ ।
ততস্তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা সংবীক্য শঙ্করম্ ।
অনুগৃহ্য যথা মাং ত্বং পুত্রস্তে দস্তবান্ বরম্ ।
অস্ত তৎ সফলং জাতং চিন্তিতং যদ্ব্যয়ৈশ্চিতম্
এবং বিশেষরং শঙ্কুঃ সমান্তাব্য চতুর্ধুঃ ।
স্তোত্রোণেনৈম তুষ্টাব শিরস্তাধায় চাক্ষুশি ॥১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

নমস্তেহস্ত মহাদেব নমস্তে পরমেশ্বর ।
নমঃ শিবায দেবায নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥২০
নমোহস্ত তে মহেশান নমঃ শান্তায় হেতবে ।
প্রধানপুরুষেশায় যোগাধিপত্যে নমঃ ॥২১
নমঃ কালায় কুজায় মহাপ্রাণায় শূলিনে ।
নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥২২
নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং ব্রহ্মণো জনকায় চ ।
ব্রহ্মবিদ্যাধিপত্যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনে ॥২৩

নাম । অবনি, সলিল, অনল, অনিল, গগন,
তরুণি, শলী এবং যজমান—শূলপাণির এই
অষ্টমূর্তি । নিখিল জগৎ এই অষ্টমূর্তি দ্বারা
ব্যাপ্ত । এই জন্তই বিশ্বমঙ্গলবিধাতা কুজ
জগন্ময় এবং বিশেষর নামে আখ্যাত হন ।
ব্রহ্মা, মহেশ্বর চন্দ্রশেখরকে প্রজা সৃষ্টি
করিতে বলিলেন, তিনি মন দ্বারা আত্মতুল্য
শতকোটি কুজ সৃষ্টি করিলেন । কুজগণ
সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী,
বৃষধ্বজ, বীতরাগ, জরামরণ-বর্জিত, পরম
সর্গজ্ঞ এবং সর্গজনের অনুগ্রাহক । বিবিধ
কুজগণ অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা শিবকে
বলিলেন,—হে দেবদেব ! জরামরণ-বর্জিত
একুপ প্রজা সৃষ্টি করিবেন না, মৃত্যুসমম্বিত
অস্ত্রবিধ প্রজা সৃষ্টি করুন । শঙ্কু ব্রহ্মাকে
বলিলেন, তাদৃশ প্রজা আমার নাই । বিশ্বাত্মা
শিব তদবধি আর সেই প্রকার উত্তম প্রজা
সৃষ্টি করিলেন না ; আত্মসমুদ্ভূত কুজগণের
সহিত ক্রীড়াযুক্ত হইলেন । হাগুর ভায়
লিঙ্গল অবস্থায় অবস্থিতি করিতে, তিনি

হাগু নামে অভিহিত হইয়াছেন । বৈরাগ্য,
ঐশ্বর্য, তপস্তা, সত্য, কমা, ধৈর্য, জটীতা,
আত্মজ্ঞান এবং সর্গাধিষ্ঠাতা এই দশবিধ
অক্ষয়ধর্ম শঙ্করে নিত্য অবাস্ত । সেই ভগ-
বান্ নীললোহিত ঐশ্বরই বিশেষর । ১—১৭।
অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা শঙ্করকে নিরীক্ষণ
করিয়া বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ
করিয়া, যেমন আপনি স্বয়ং আমার পুত্রস্ব-
স্বীকার করিবেন, বর দিয়াছিলেন, তদনুসারে
সেই অভিলষিত বিষয় আমার সকল হইল ।
চতুর্ধু এইরূপে বিশেষর শিবকে সম্ভাবণ
করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক এই স্তব
করিতে লাগিলেন,—হে মহাদেব ! আপ-
নাকে নমস্কার, হে পরমেশ্বর ! আপনাকে
নমস্কার । শিব দেবকে নমস্কার, ব্রহ্মরূপী
আপনাকে নমস্কার । হে মহেশান ! শান্ত,
কারণরূপী, প্রকৃতি-পুরুষেশ্বর যোগাধিপত্যকে
নমস্কার । কালকুজ মহাপ্রাণ শূলপাণিকে
নমস্কার । পিনাকপাণি ত্রিলোচনকে বারংবার
নমস্কার । ত্রিমূর্তিধারী ব্রহ্মজনক আপনাকে

নমো বেদরহস্য কালকালায় তে নমঃ ।
বেদান্তসারসারায় নমো বেদান্তমূর্তয়ে ॥ ২৪
নমঃ শুকায় বৃকায় যোগিনাং গুরবে নমঃ ।
প্রহীণশোকৈবিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিত্যক্তায় তে ॥ ২৫
নমো ব্রহ্মণ্যদেবার ব্রহ্মাধিপত্যে নমঃ ।
জ্যৈষ্ঠায় চ দেবার নমস্তে পরমেষ্ঠিনে ॥ ২৬
নমো দিগ্বাসে তুভ্যং নমো যুগায় দণ্ডিনে ।
অনাদিমলহীনায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ ॥ ২৭
নমস্তারায় তীর্থায় নমো যোগকিহেতবে ।
নমো ধর্ম্মাধিগম্যায় যোগগম্যায় তে নমঃ ॥ ২৮
নমস্তে নিম্প্রপঞ্চায় নিরাভাসায় তে নমঃ ।
ব্রহ্মণে বিশ্বরূপায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥ ২৯
স্বয়ং সৃষ্টমখিলং ত্রয়োব সকলং স্থিতম্ ।
তুয়া সংস্থিতং বিশ্বং প্রধানাখ্যং জগন্ময় ॥ ৩০
স্বমীশ্বরো মহাদেবঃ পরঃ ব্রহ্ম মহেশ্বরঃ ।
পরমেষ্ঠী শিবঃ শান্তঃ পুরুষো নিকলো হরঃ ॥
অমকরং পরং জ্যোতিরোদ্ধারঃ পরমেশ্বরঃ ।

নমস্কার ব্রহ্ম-বিদ্যাধিপতি, ব্রহ্মবিদ্যা
প্রদায়ী, বেদরহস্য এবং কালকালস্বরূপ আপ-
নাকে নমস্কার । যিনি বেদান্তশাস্ত্রের সার-
ভাগেরও সার, বেদইংগীহার স্বরূপ, সেই শুদ্ধ
বুদ্ধ যোগিগণ-গুরু আপনাকে নমস্কার ।
শোকহীন বিবিধ-ভূতপরিবৃত ব্রহ্মাধিপতি
ব্রহ্মণ্যদেব আপনাকে নমস্কার । আপনি
জ্যৈষ্ঠ দেব পরমেষ্ঠী দিগম্বর, আপনি দণ্ডী
এবং মুণ্ডিত-লীষ, আপনাকে নমস্কার । আপনি
অনাদি, নির্মল, জ্ঞানগম্য, তার, তীর্থ এবং
যোগসম্বন্ধিহেতু আপনাকে নমস্কার । আপনি
ধর্ম্ম ও যোগ দ্বারা লভ্য, আপনি নিম্প্রপঞ্চ,
নিরাভাস, আপনাকে নমস্কার । আপনি
বিশ্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মরূপী, আপনাকে
নমস্কার । হে জগন্ময় ! আপনিই প্রকৃতি-
প্রকাশিত নিখিল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন,
নিখিল জগৎ আপনাতে অবস্থিত, আপনি
ইহার সংহার করেন । আপনি ঈশ্বর,
মহেশ্বর, পরব্রহ্ম ; আপনি হর মহাদেব
পরমেষ্ঠী শান্ত শিব নিকল পুরুষ । আপনি

স্বমেব পুরুষোহনন্তঃ প্রধানঃ প্রকৃতিস্থতা ॥ ৩২
ভূমিরাপোহনলো বায়ুর্যোমাহকার এব চ ।
যন্ত রূপং নমস্তামি ভবন্তঃ ব্রহ্মসংজিতম্ ॥ ৩৩
যন্ত দ্যৌরভবমূর্দ্ধা পাদৌ পৃথ্বী দিশো ভূজাঃ
আকাশমুদরঃ তন্মৈ বিরাজে প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৪
সম্ভাপয়তি যো নিত্যং স্বভাভির্ভাসয়ন্ দিশঃ ।
ব্রহ্মতেজোময়ং বিশ্বং তন্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥
হব্যং বহতি যো নিত্যং রৌদ্রী তেজোময়ী তনুঃ
কব্যং পিতৃগণানাঞ্চ তন্মৈ বহুতাত্মনে নমঃ ॥ ৩৬
আপ্যায়তি যো নিত্যং স্বধাতা সকলং জগৎ ।
পীযতে দেবতাসংজ্ঞৈস্তন্মৈ চন্দ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৩৭
বিভর্ত্যশেষভূতানি যোহন্তশ্চরতি সর্বদা ।
শক্তির্মাহেশ্বরী তুভ্যং তন্মৈ বায়ুাত্মনে নমঃ
সৃজত্যশেষমেবেদং যঃ স্বকর্মাধুরূপতঃ ।
স্বাত্ত্ববহ্নিতস্তন্মৈ চতুর্কর্ত্ত্বাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯

অক্ষর পরম জ্যোতি ওদ্ধার পরমেশ্বর,
আপনিই অনন্ত পুরুষ এবং মূলপ্রকৃতি,
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং
অহকার ঐহার রূপ, সেই ব্রহ্মনামক আপ-
নাকে নমস্কার । স্বর্গ ঐহার মস্তক, পৃথিবী
ঐহার পাদদ্বয়, দিগ্গল ঐহার ভূজসমূহ,
আকাশ ঐহার উদর, সেই বিরাট পুরুষকে
আমি প্রণাম করি ॥ ১৮—৩৪ ॥ যিনি সূর্য্য প্রভা
দ্বারা দিগ্গল উদ্ভাসিত করত ব্রহ্মতেজোময়
বিশ্বকে সম্ভাপিত করেন, সেই সূর্য্যরূপী
আপনাকে নমস্কার । যিনি তেজোময় রৌদ্র-
মূর্ত্তিতে দেবগণের হব্য এবং পিতৃগণের
কব্য বহন করেন, সেই বহুরূপী আপনাকে
নমস্কার । যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা সকল
জগৎকে আপ্যায়িত করেন এবং সুরসমূহ
কর্ত্ত্বক পীত হন, সেই চন্দ্ররূপী আপনাকে
নমস্কার । যিনি মাহেশ্বর-শক্তিরূপে অশেষ
ভূত পোষণ এবং প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ
করেন, সেই বায়ুরূপী আপনাকে নমস্কার ।
যিনি স্বাত্ত্ববাহিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মা-
সারে অশেষ জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই
চতুর্কর্ত্ত্বক আপনাকে নমস্কার । যিনি মায়া-

যঃ শেতে শেষশয়নে বিশ্বমাবৃত্য মায়ায়া ।
 আত্মানুভূতিযোগেন তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥
 বিভর্তি শিরসা নিত্যং দ্বিসপ্তভুবনাত্মকম্ ।
 ব্রহ্মাণ্ডঃ যোহখিলাধারঃ তস্মৈ শেষাত্মনে নমঃ
 যঃ পরাশ্চে পরানন্দঃ পীত্বা দিব্যৈককসাক্ষিণম্
 নৃত্যাত্মনস্তমহিমা তস্মৈ ক্রদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৪২
 যোহস্তরা সৰ্বভূতানাং নিয়ন্তা তিষ্ঠতীশ্বরঃ ।
 তং সৰ্বসাক্ষিণং দেবং নমস্তে পরমাত্মনে ॥ ৪৩
 যন্ত কেশেযু জীমূতা নদ্যঃ সৰ্বাঙ্গসাক্ষিবু ।
 কুল্কৌ সমুদ্রাশ্চদ্বারস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ ॥ ৪৪
 যং বিনিদ্রা যতশাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সমদর্শিনঃ ।
 জ্যোতিঃ পশুস্তি যুগ্মানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
 যন্ত ভাসা বিভাতীদং তদহং তমসং পরম্ ।
 নমামি সৰ্বগং নিত্যং চিহ্নপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৬
 যয়া সন্তরতে মায়াঃ যোগী সঙ্কৌণকল্যষঃ ।
 অপরাস্তামপদ্যস্তাঃ তস্মৈ বিদ্যাাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭

বশে বিশ্ব আবৃত করিয়া আত্মানুভব-যোগে
 অনন্তশয্যায় শয়ান, সেই বিশ্বাত্মা (বিশ্ব-
 রূপী) আপনাকে নমস্কার। যিনি অখিল
 পদার্থের আধার চতুর্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড
 মন্তক দ্বারা ধারণ করেন, সেই অনন্তরূপী
 আপনাকে নমস্কার। যিনি দিব্য এক সাক্ষী
 পরমানন্দ পান করিয়া নৃত্য করেন, সেই
 অনন্ত-মহাত্ম্য-সম্পন্ন ক্রদ্রস্বরূপ আপনাকে
 নমস্কার। যে ঈশ্বর সৰ্বভূতের অন্তর্ধামী,
 আপনি সেই সৰ্বসাক্ষী পরমাত্মা, আপনাকে
 নমস্কার। ষাঁহার কেশে জলদজাল, সৰ্বাঙ্গ-
 সন্ধিতে নদী সকল, উদরে চতুঃসমুদ্র, সেই
 আকাশরূপী আপনাকে নমস্কার। নিদ্রাজয়ী,
 প্রাণায়ামপর, সন্তোষ-সমদর্শনশীল যোগনিষ্ঠ
 ব্যক্তিগণ যে জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থ দর্শন
 করেন, সেই যোগাত্মাকে নমস্কার। ষাঁহার
 ভেঙ্গে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, আপনি সেই
 তমোভীত, সৰ্বভগ, নিত্য চিহ্নরূপ পরমে-
 শ্বর; আপনাকে নমস্কার করি। নিম্পাপ
 যোগী ষাঁহার সাহায্যে অনাদি অনন্তা মায়া
 হইতে উদ্ভীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞা-

নিত্যানন্দঃ নিরাধারঃ নিষ্কলঃ পরমঃ শিবম্ ।
 প্রপদ্যে পরমাত্মানং ভবন্তঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৮
 এবং ভূত্বা মহাদেবঃ ব্রহ্মা তত্তাবভাবিতঃ ।
 প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতস্তত্বে গুণন ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৪৯
 ততস্তন্ত মহাদেবো নিত্যযোগমন্তমম্ ।
 ঐশ্বর্যং ব্রহ্মসত্ত্বাৎ বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ হরঃ ॥ ৫০
 করাত্যাং সুভাভ্যাঞ্চ উপস্পৃশ্ব মহেশ্বরঃ ।
 ব্যাজহার মহাদেবঃ সোহনুগৃহ্য পতামহম্ ॥ ৫১
 যৎ ত্বয়াভ্যর্থিতো ব্রহ্মন্ পুত্রত্বেহং যয়া কৃতম্
 ত্বমিদানীং মমাদেশাৎ সৃজন্য বাবধা প্রজাঃ ॥ ৫২
 ত্রিধা ভিন্নোহস্ম্যহং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যয়া ।
 সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নির্গুণোহহং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
 স ত্বং ব্রমাগ্রতঃ পুত্র সৃষ্টিহেতোর্বিনির্মিতঃ ।
 মমৈব দক্ষিণাদঙ্গাঙ্গামাঙ্গাং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৪
 মমৈব হৃদয়াদ্ভ্রুদ্রঃ সঞ্জাতঃ কামরূপধক্ ॥ ৫৫

স্বরূপী আপনাকে নমস্কার। নিরাধার, নিষ্কল,
 পরমাত্মা, নিত্যানন্দ পরম শিব পরমেশ্বর-
 রূপী আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। শিব-
 ভাব-ভাবিত ব্রহ্মা এইরূপে শিবস্তব করিবার
 পর সনাতন বেদ উচ্চারণপূর্বক প্রণাম
 করিয়া কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।
 অনন্তর মহাদেব অত্যুত্তম নিত্যযোগ, ঐশ্বর্য,
 ব্রহ্মসত্ত্বাৎ এবং বৈরাগ্য ব্রহ্মাকে দান করি-
 লেন। ৩৫—৫০। মহাদেব মহেশ্বর অতি শুভ-
 প্রদ করযুগলে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মার
 প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, অনন্তর বলি-
 লেন,—ব্রহ্মন্! তুমি বাহা প্রার্থনা করিয়া-
 ছিলে, আমি তোমার পুত্র হওয়াতে সে
 প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার
 আদেশে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কর। আমি
 বসন্তঃ নিশ্চল; কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ
 গুণভেদ বশতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর এই
 তিন মূর্তিভেদ পরিগ্রহ করিয়াছি। আমিই
 সৃষ্টির জন্ত পূর্বে তোমাকে দক্ষিণ অঙ্গ
 হইতে উৎপাদন করিয়াছি, তুমিই আমার
 পুত্র। বাম অঙ্গ হইতে পুরুষোত্তমকে উৎ-
 পাদন করিয়াছি। কামরূপধারী ক্রদ্র আমারই

ব্রহ্মবিষ্ণুহারাধ্যায়াঃ যঃ পরঃ পরমেশ্বরঃ ।
 তং মাং মহাদেব ইতি ব্রহ্মন্ জানন্তি সুরয়ঃ ॥
 এবং ব্রহ্মাণমাতায়া দ্বা চ বিবিধান বরান ।
 অস্তহিতো মহাদেবঃ পশ্চতঃ পদ্মজন্মনঃ ॥৫৭
 অমুগ্রহাৎ ততস্তত্ত্ব তস্মাজ্জানোদয়ো ভবেৎ
 ততশ্চ পাশবিচ্ছিন্তঃ শিব এব ভবেৎ ততঃ ॥
 নস্তস্তি ব্যাধয়স্তস্ত গলগণ্ডগ্রহাদয়ঃ ।
 ঐহিকীং লভতে সিদ্ধিং চিরজীবিত্বমেব চ ।
 সৰ্বপাপবিনিৰ্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৫৯
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো সূত-
 শৌনকসংবাদে হরোৎপত্ত্যাদিকথনং নাম
 ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হৃদয় হইতে উদ্ভূত । যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
 হরের ঐক্য পরমেশ্বর, জামিগণ আমাকেই
 সেই মহাদেব বলিয়া জানেন । মহাদেব
 এইরূপে ব্রহ্মাকে সন্তাষণ ও বিবিধ বর
 প্রদান করিয়া কমলযোনির সাক্ষাতেই
 অস্তহিত হইলেন । * শিবেরই অমুগ্রহে
 শিবজ্ঞান হয়, তাহা হইতে পাশচ্ছেদ হয়,
 অনন্তর শিবরূপতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
 গলগণ্ডগ্রহাদি ব্যাধিগণ শিবানুগৃহীত
 ব্যক্তির থাকে না । ঐহিক সিদ্ধি ও চির-
 জীবিতা-প্রাপ্তি তাহার হয় । সে ব্যক্তি
 সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে সাদরে বাস
 করিতে পারে । —৫০৫৯ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

* “এই স্তব যে ব্যক্তি ভক্তিতাবে
 পাঠ করে, তাহার” এইরূপ ভাবের মূল
 শ্লোক থাকিলে সুসঙ্গতি হয় ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং স ভগবাক্ষত্বঃ সৰ্ব্বস্তাদ্যোহপি সন্ বিভূঃ
 চতুর্ধ্বশ্চ পুত্রত্বমগমৎ কেন হেতুনা ॥ ১
 দক্ষিণাঙ্গভবো ব্রহ্মা মহাদেবস্ত শূলিনঃ ।
 কথং তৎ পদ্মযোনিভ্যঃ বিরিকিরিতি নো বদ ॥২
 সূত উবাচ ।

আসৌদেবার্ণবে ঘোরে নষ্টে বৈ সচরাচরে ।
 দেবাশ্চ দানবাস্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা ।
 ন বিদ্যন্তে তদা তস্মিন্ সজ্জাতে প্রতिसকরে ॥
 নারায়ণো মহাযোগী শেতে তস্মিন্ স্তমোময়ে ।
 যোগনিদ্রাঃ সমাসাদ্য শেবাহিশয়নে দ্বিজাঃ ॥৪
 উদ্ভূতং পঙ্কজং তস্ত নাভৌ ভগবতো হরেঃ ।
 দিব্যগন্ধসমোপেতং শতযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৫
 তস্মৈব শয়নস্থস্ত দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ।
 ব্রহ্মা জগাম তং দেশং যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ ॥৬
 সমুখাপ্য চ তং ব্রহ্মা করেণ মধুসূদনম্ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবান্ প্রভু শত্ৰু,
 সকলের আদি হইলেও কি কারণে ব্রহ্মার
 পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ? ব্রহ্মা শূলপাণি
 মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গ হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মা
 তবে পদ্মযোনি হইলেন কিরূপে, তাহা আমা-
 দিগকে বলুন । সূত বলিলেন,—ঘোর
 একাৰ্ণব-প্রলয় উপস্থিত, স্বাবর-জঙ্গম বিনষ্ট ;
 সে সময়ে দেব-দানব মুনি ও মনুগণ কেহ
 ছিলেন না । হে ঋষিগণ ! সেই তমোময়
 অবস্থায় মহাযোগী নারায়ণ যোগনিদ্রা অব-
 লম্বনপূর্বক অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন ।
 ভগবান্ হরির নাভিদেশে শতযোজন বিস্তৃত
 দিব্যগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রাক্তভূত হইল ।
 বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈবপরিমাণে শত বৎসর
 অতীত হইল, পুরুষোত্তম যথায় বর্তমান—
 তথায় ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন । যাম্যামোহিত
 ব্রহ্মা হস্তধারণপূর্বক মধুসূদনকে উখা-
 পন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ঘোর

মায়া মোহিতো ব্রহ্মা তম্বাচ সুরেশ্বরম্ ॥১

অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে শেতে কোহত্র

ভবানহো ।

ক্রৌড়্যভেদব্রবীষির্ব্রহ্মাণঃ তেজসাং নিধিঃ ॥৮

ন জানাসি কথং মুঢ় মামস্তর্ধামিণং বিভূম্ ।

সর্বস্তাদ্যঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ জানীহীত্যব্রবীষিভূঃ ।

এবমুক্তা পুনশ্চক্রৌ জানন্নপি পিতামহম্ ।

কো ভবানিতি তঃপ্রাহ ব্রহ্মা হরিমথাব্রবীৎ ॥

অহং বৈ সর্বভূতানাং সর্বজগৎপতিঃ ।

ব্রহ্মাণং মাং পরং দেবং জানীহি পুরুষর্ষভ ॥১১

চরাচরাশ্রকং বিশ্বং ময়ি তিষ্ঠতি সর্বদা ।

ময্যেব বিলয়শ্চাস্তে পুনরেব ন সংশয়ঃ ॥১২

এবং পিতামহেনোক্তো ভগবান্ কমলাপতিঃ ।

প্রবিষ্টো ব্রহ্মাণো দেহং তত্র লোকান্ দদর্শ সঃ

বিস্মিতঃ কমলাকাস্তো নির্গতশ্চ বিধের্মুখাৎ ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ পুনর্ব্রহ্মাণমব্রবীৎ ॥ ১৪

বিধে ত্বমপি মদেহং প্রবিষ্টাশ্চ বিলোকয় ।

চরাচরাশ্রকান্নেকান্ সদেবাসুরমাছুমান ॥১৫

ততো বিরিঞ্চির্ভগবান্দয়ং কমলাপতেঃ ।

একার্ণবে কে তুমি এখানে শয়ন করিতেছ ?

তখন তেজোনিধি বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—

মুঢ় ! কি ! অস্তর্ধামী প্রভু আমি ; আমাকে

জান না ? আমাকে বিশ্ববীজ সুরশ্রেষ্ঠ

বলিয়া জানিবে ; এই বলিয়া, চক্রপাণি

বিদিত হইলেও ব্রহ্মাকে পুনরায় বলিলেন,

তুমি কে ? তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—

আমি সর্বভূতের আদি, সর্বজগৎপতি ; হে

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমাকে পরম দেব ব্রহ্মা

বলিয়া জানিবে । চরাচরাশ্রক বিশ্ব সতত

আমাতেই অবস্থিত, অন্তকালে আমাতেই

তাহা লয়প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই ।

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, ভগবান্ কমলাপতি

ব্রহ্মদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সর্বলোক

দর্শন করিলেন ; অনন্তর সেই সহস্রশীর্ষা

পুরুষ, বিস্ময়াবিত হইয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে

নির্গত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন,—

ব্রহ্মন্ ! তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া

প্রবিষ্ট ভুবনান্ সর্কান্ দৃষ্ট্বাভূষিস্মিতো বিধিঃ

নাপশুন্নির্গমহারং পিহিতানি চ চক্রিণা ।

ততোহসৌ নাভিপদ্যন্ত নালমার্গমবিন্দত ॥১৩

তেন মার্গেণ নির্গত্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।

রেজে পশুজমধ্যাহ্নো দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥১৬

তমব্রবৌদগদাপানির্ব্রহ্মাণমমিতহ্যতিঃ ।

লীলার্থমেতৎ সকলং পিতামহ কৃতং ময়া ॥ ১৯

ন মাৎসর্যাৎ সুরশ্রেষ্ঠ হাররোধো ময়া কৃতঃ ।

তমেব জগতো মান্তঃ সর্বস্তাত্ত্বঃ পিতামহঃ ॥২০

পুত্রহে ত্বামহং যাচে দেহি মে কমলাসন ।

পদ্মযোনিরिति খ্যাতিং মৎপ্রিয়ার্থং গমিষ্যসি ॥

ততঃ স্বয়ম্ভুবিখাদিশ্চক্রিণে বরমুত্তমম্ ।

দত্ত্বা প্রহর্ষমগমৎ সর্বভূতাশ্রকো বিভূঃ ॥২২

ততস্তমব্রবীষিষ্ণুঃ নাবাভ্যাং বিভ্রাতে পরম্ ।

ত্বন্ময়ং মন্ময়ং সর্মমেকা মূর্তির্দ্বিধা স্থিতা ॥ ২৩

দেব-দানব-মানবাদি স্বাবর-জন্মাস্রক লোক

সকল দর্শন কর । ১—১৫ । অনন্তর ব্রহ্মা

কমলাপতির উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগৎ

দর্শন করাতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন । অনন্তর

চক্রপাণির মায়ায় রুদ্ধ থাকাতে নির্গমহার

দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর তিনি নাভি-

পদ্যের নালমার্গ প্রাপ্ত হইলেন । দেব-দেব

পিতামহ ব্রহ্মবেত্ত্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া

নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে বিরাজ করিতে লাগি-

লেন । অমিতহ্যতি গদাধর, ব্রহ্মাকে বলি-

লেন,—হে পিতামহ ! এ সমস্তই আমি

লীলার জন্য করিয়াছি, হে সুরবর ! মাৎসর্য-

বশতঃ হাররোধ আমি করি নাই । আপ-

নিষ্ট জগন্মান্ত, সর্বকারণ এবং পিতামহ ;

আমি আপনাকে পুত্রহে প্রার্থনা করিতেছি,

হে কমলাসন ! এই বর আমাকে দিন ।

(অধিক আর কিছু নহে) আমার প্রীত্যর্থ

আপনি পদ্মযোনি আখ্যা গ্রহণ করিবেন ।

অনন্তর সর্বভূতাত্মা বিখাদ্য প্রভু স্বয়ম্ভু,

বিষ্ণুকে সেই উত্তম বর প্রদান করিয়া অতি

আনন্দ লাভ করিলেন । অনন্তর তিনি

বিষ্ণুকে বলিলেন,—আমাদের উভয়ের

এবং নিগদিতো বিষ্ণুর্ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ।
 বিস্মিক্ষেয়ঃ প্রতিজ্ঞা তে নিক্ষণৈব ভবিষ্যতি ॥
 কিং ন পশ্যসি বিশেষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনম্
 সর্বাঙ্কবসুমাংকাস্তমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ২৫
 গচ্ছাবাত্যাং পরং দেবমধিকং শরণং বিধে ।
 এবং হরেঃনিগদতঃ ব্রহ্মা ব্রহ্মা তমব্রবীৎ ॥ ২৬
 আবাত্যামধিকঃ কশ্চিদ্ভিদ্যোতেতি মুখা হরে ।
 ভাষসে নিজরাবিষ্টস্ত্যজ মোহং মহামতে ॥ ২৭
 বিষ্ণুর্কবাচ ।

মৈবং বিধে যদজ্ঞাত্বা পরং ভাবং মহেশ্বরে ।
 অস্তীতি নাস্তথাহং তে ব্রবীমি কমলাসন ॥ ২৮
 মোহিতাত্মা ন সন্দেহো মায়ায়া পরমেষ্ঠিনঃ ।
 মায়া বিখ্যাতকো রুদ্রো মায়া শক্তিঃ শাকরী
 যস্মাৎ সর্বমিদং ব্রহ্মণ বিষ্ণুর্ভূত্রেপূর্ব্বকম্ ।
 মহাভূতেভ্যৈঃ সর্বৈঃ প্রথমং সম্প্রসূয়তে ॥ ৩০
 সর্বৈশ্বর্য্যেণ সম্পন্নো নাস্তা সর্বৈশ্বরঃ স্বয়ম্ ।

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। সমস্ত
 ব্রহ্মাওই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক
 মূর্ত্তিই দুইরূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অব-
 স্থিত হইয়াছে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই কথা
 বলিলে বিষ্ণু বলিলেন,—এ কথা আপনার
 স্বার্থ নহে, সর্বাঙ্কক অনাদি, অনন্ত, স্ব-
 প্রকাশ, সনাতন, বিশেষের উদ্যাপনকে কি
 দেখিতে পাইতেছেন না? হে বিধাতাঃ!
 আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই
 দেবদেবের শরণাপন্ন হউন। বিষ্ণু এই
 কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হরে! আমা-
 দের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ আছেন এ কথা
 মিথ্যা। হে মহামতে! নিজাবেশে এইরূপ
 কথা বলিতেছ, অতএব মোহ পরিত্যাগ
 কর। বিষ্ণু বলিলেন,—মহেশ্বরের পরম
 ভাব না জানিয়া, এইরূপ বলা উচিত নহে।
 (আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেব) আছেনই
 —হে কমলাসন! আমি মিথ্যা বলিতেছি
 না। নিশ্চয় তুমিই পরমেষ্ঠী শিবের মায়ায়
 মোহিত। বিখ্যাত রুদ্র মায়া; আর
 শাকরী শক্তিই মায়া। হে ব্রহ্মণ! বিষ্ণু,

সর্বৈশ্বর্য্যমুদ্ভিধেয়ঃ শক্তুরাকাশমধ্যগঃ ॥ ৩১
 যোহগ্রে ভাং বিদধে পুত্রং ভব বেদাংস্ত
 দত্তবান্ ।
 যৎপ্রসাদাৎ ভয়া লকং প্রাজাপত্যমিদং পদম্ ॥
 একো বহুনাং জন্তুনাং নিজিয়াণাঞ্চ সংক্রিয়ঃ ।
 য একং বহুধা বীজং কুরোতি স মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬
 জীবৈরেভিরিমার্লোকান্ সর্বানেকো য
 দীশতে ।
 য একো ভগবান্ রুদ্রো ন দ্বিতীয়োহস্তি
 কশ্চন ॥ ৩৪
 সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টোহপি যঃ পঠৈঃ ।
 অলক্ষ্যো লক্ষয়ন্ বিশ্বমধিষ্ঠিত্তি সর্বদা ॥ ৩৫
 যন্ত কালানুযুক্তানি কারণান্তপি লীলয়া ।
 অনন্তশক্তিরেকাত্মা ভগবানধিষ্ঠিত্তি ॥ ৩৬
 যন্ত শব্দোঃ পরা শক্তির্ভাবগম্যা মনোহরা ।
 নির্গুণা স্বগুণৈরেব নিগূঢ়া নিকলা শিবা ॥ ৩৭
 এষ দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়ঃ সর্বদা জনৈঃ

রুদ্র, মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়গণ ষাঁহা হইতে
 প্রথমে উৎপন্ন, সেই সর্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন স্বয়ং
 সর্বৈশ্বর আকাশমধ্যস্থ শক্তুই সকল মুমুক্শু-
 গণের ধ্যেয় ॥ ১৬—৩১। যিনি প্রথমে তোমাকে
 উৎপাদন করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন;
 ষাঁহার প্রসাদে তুমি প্রাজাপত্যপদ প্রাপ্ত
 হইয়াছ; যিনি এক; নিজিয় ও বহু প্রাণীর
 উত্তম ক্রিয়াশক্তি ষাঁহা হইতে হয়, যিনি এক
 বীজকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেন, তিনিই
 মহেশ্বর। যিনি সর্ব জীবগণের সহিত এই
 সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতে-
 ছেন, যে ভগবান্ রুদ্রই একমাত্র বর্তমান,
 আর দ্বিতীয় কিছুই নাই; যিনি সতত
 জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও পরের
 অলক্ষ্য, অথচ বিশ্বের সাক্ষী হইয়া, সর্বদা
 অধিষ্ঠিত; যে একাত্মা অনন্তশক্তি ভগবান্
 লীলাবশে কাল এবং আব্রসমেত সমস্ত
 কারণের অধিষ্ঠাতা; যে শক্তুর পরম শক্তি
 ভাবগম্যা, মনোহরা, নির্গুণা, স্বগুণ-ভগ্না,
 নিকলা এবং শিবা; সেই দেবকেই লোকে

ন তস্মৈ পরমং কিঞ্চিৎ পদং সমধিগম্যতে ॥৩৮
অযমাদিরনাতম্যঃ স্বভাবাদেব নির্মলঃ ।
অনন্তঃ পরিপূর্ণঃ স্বেচ্ছাধীনঃ চরাচরঃ ॥ ৩৯
উত্তরোত্তরভূতানামুত্তরশ্চ নিকৃৎসরঃ ।
অনন্তমহিমা ভূমিরপরিচ্ছিন্নবৈভবঃ ॥ ৪০
অনেন চিত্তকৃত্যেন প্রথমঃ সৃজ্যতে জগৎ ।
অন্তকালে পুনশ্চৈদমস্মিন্ প্রলয়মেষ্যতি ॥ ৪১
দৃষ্টশ্চ পতিতৈর্মুঢ়ৈর্জ্ঞৈরপি কুৎসিতৈঃ ।
ভক্তৈরন্তর্বহিঃচাপি পূজ্যঃ সম্ভাব্য এব চ ॥৪২
তদীয়ঃ ত্রিবিধঃ রূপঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মঃ ততঃপরম্ ।
অস্মদাদ্যৈঃ সূরৈর্দৃষ্টঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মস্ত যোগিতঃ
ততঃ পরম্ যস্মিতাং জ্ঞানমানন্দমব্যয়ম্ ।
তস্মিষ্ঠৈস্তৎপরৈর্ভক্তৈর্দৃষ্টতে ব্রতমাস্মিতৈঃ ॥৪৪

মহাদেব বলিয়া জানিবে । তাঁহার পরমপদ
কিছুই বুঝা যায় না (বা তদপেক্ষা পরমপদ
পাওয়া যায় না) । এই মহাদেবই সকলের
আদি, অথচ স্রষ্টা, অনাদি, অনন্ত, স্বভাবত
নির্মল, অসীম এবং পরিপূর্ণ ; চরাচর
তাঁহারই ইচ্ছাধীন *, তিনি পর পর ভূত-
গণেরও পরবর্তী, অথচ তাঁহার পরকর্তী
কেহই নাই ; তাঁহার অনন্ত মহিমা, বৈভবের
পরিচ্ছেদ নাই । এই বিচিত্রকর্ম্মা দেবদেব
অথচ তাঁহার পরবর্তী জগৎসৃষ্টি প্রথমে করেন
এবং অন্তকালে এই জগৎ তাঁহাতেই লয়
প্রাপ্ত হয় । পতিত, মুঢ়, দুর্জ্ঞান এবং কুৎসিত
ব্যক্তিও যদি ভক্ত হইয়া, অন্তরে বাহিরে
তাঁহাকে পূজা ও সম্মাননা করে, ত তাঁহাকে
দেখিতে পায় । তাঁহার রূপ তিন প্রকার—
স্থূল, সূক্ষ্ম এবং তদতীত । অস্মদাদি দেব-
গণ তাঁহার স্থূল রূপ দেখিতে পান, যোগিগণ
তাঁহার সূক্ষ্মরূপ দেখিতে পান ; তদতীত
যে নিত্যজ্ঞান অব্যয় আনন্দ রূপ, তাহা
শিবনিষ্ঠ শিবপরায়ণ ব্রতাবলম্বী ভক্তগণেরই
দৃষ্ট । হে ব্রহ্মন ! এ বিষয়ে অধিক কথা

বহুনাথ কিছুকেন ব্রহ্মন সর্বেশ্বরে শিবে ।
ভক্তিরেব সदा কার্য্য যয়া যুক্তো বিমুচ্যতে ।
প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ ।
যথেকুরতো বীজং বীজতো বা যথাকুরঃ ॥৪৬
তস্মৈ প্রসাদলেশেন পশোঃ পাশপরিহর্যঃ ।
তস্মাৎ পশুপতিঃ শত্রুঃ পশবস্তস্মদাদয়ঃ ॥ ৪৭
সর্বেষাং মুক্তিদঃ শত্রুস্তেষাং ভাবানুরূপতঃ ।
গর্ভস্থো মুচ্যতে কশ্চিজ্জায়মানস্তথা নরঃ ।
বালো বা তরুণো বাথ যুক্রো বা মুচ্যতে পরঃ
তিথ্যাগ্ন্যোনিগতঃ কশ্চিমুচ্যতে নারকী পরঃ ।
অপরসুদরপ্রাপ্তো মুচ্যতে স্বপদকয়াৎ ॥ ৪৯
কশ্চিৎ কৌণপদো ভূত্বা পুনরাবর্ত্য মুচ্যতে ।
কশ্চিদুর্দ্ধগতস্তস্মিন স্থিত্বা স্থিত্বা বিমুচ্যতে ॥৫০
তস্মাৎত্রৈকপ্রকারেণ নরাণাং মুক্তিরিষ্যতে ।

আর কি বলিব, সর্বেশ্বর শিবের প্রতি সতত
ভক্তি করিবে ; শিবভক্তি থাকিলে মুক্তি-
লাভ হয় । শিবপ্রসাদ হইতেই শিবভক্তি
হয় এবং শিবভক্তি হইতেই শিবপ্রসাদ হয়,
যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে
বীজ উৎপন্ন হয় । শিবের লেশমাত্র প্রসাদ
হইতেই পশুগণের পাশচ্ছেদ হয়, এইজন্য
শিবের নাম পশুপতি ; পশু শব্দে অস্মদাদি ।
৩২—৪৭ । ভাবানুসারে শিবই সকলকে মুক্তি
দান করিয়া থাকেন । কেহ গর্ভে থাকিয়া, কেহ
জন্মগ্রহণ মাতে, কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে,
কেহ বা বার্দ্ধক্যে মুক্তিলাভ করে । কোন
নারকী তিথ্যাগ্ন্যোনিতে থাকিয়াও (শিব-
প্রসাদে) মুক্তিলাভ করে ; কেহ পূর্বপদচ্যুত
হইয়াও মাতৃগর্ভ-প্রাপ্তিমাত্র মুক্ত হয় *
কেহ বা পদচ্যুত হইয়া, পুনঃ সংসারী হইয়া
মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । কেহ বা উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত
হইয়া, তথায় থাকিতে থাকিতেই বিমুক্ত হয় ।
অতএব মানবগণের মুক্তি এক প্রকার নহে ।

* মূলের পাঠ অনুসারে, “তিনি
স্বেচ্ছাধীন ও স্বাবর-জন্মম্বরূপ” ।

* মূলে “উদরাপ্রাপ্তঃ” পাঠ থাকিলে
সুসঙ্গতি হয় । ইহার অনুবাদ—“মাতৃগর্ভ
প্রাপ্ত না হইতে হইতেই” ।

জানতাবানুরূপেণ প্রসাদেনৈব মির্জতিঃ ॥৫১
 যমেকা ভগবনুর্ভিষক্তা নারায়ণী পরা ।
 যৌতৌ তৃতীয়া কথিতা জগৎসংহারকারিণী ॥৫২
 এতাসাং প্রেরকঃ শম্ভুঃ স্বে স্বে কার্যে চতুর্মুখ
 নির্ভণোহপি গুণাধ্যক্ষঃ স্বতন্ত্রৈবধ্যবিগ্রহঃ ॥৫৩
 তমীশ্বরং মহাদেবং ন পশ্যসি কথং বিধে ।
 দিব্যং দদামি তে চক্ষুর্ধেন পশ্যসি তং শিবম্ ॥
 বিকোর্ডগবতো ব্রহ্মা দিব্যঃ চক্ষুরবাপ্য তু ।
 অপশ্যৎ স মহাদেবঃ প্রত্যক্ষঃ পুরতঃ স্থিতম্
 ব্রহ্মা লজ্জা পরং জ্ঞানমৈশ্বরং নির্গুণং পরম্ ।
 তমেব শরণং গতা সংসৃজ্য বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥৫৬
 ক্রীতো তুয়া মহাদেবচতুর্মুখমথাব্রবীৎ ॥৫৭
 কৈবর উবাচ ।

তোত্বৈবহবিধৈর্ভক্ত্যা তোষিতোহহং বিধে
 তুয়া ।
 যুক্তো ভবিষ্যসি কিপ্রং মৎসমশ্চ ন সংশয়ঃ ॥
 মমৈব সৃষ্টঃ সৃষ্টার্থঃ তমেব চ জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 বরং দদামি তে ব্রহ্মন বরয়স্ব যথেষ্পিতম্ ॥৫৯

জ্ঞান-তাবানুরূপ প্রসাদবলেই নির্জতি লাভ
 হয়; ভগবানের এক মূর্তি তুমি, অস্ত্র মূর্তি
 নারায়ণী (আমি), তৃতীয়া যৌতুমূর্তি—এই
 মূর্তি জগৎসংহারকারিণী। হে চতুর্মুখ!
 যিনি নির্গুণ হইয়াও গুণজ্ঞেয়, সেই
 শম্ভুই স্বাধীন ঐশ্বর্যশরীরসম্পন্ন এই
 মূর্তিঅয়কে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণ করেন।
 হে বিধে! সেই কৈবর মহাদেবকে কেন না
 দেখিতেছ? আমি তোমায় দিব্য চক্ষু
 দিতেছি, তাহাতে করিয়া, তুমি সেই শিবকে
 দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণুর
 নিকট দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সম্মুখস্থ মহা-
 দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা
 কৈবর-সদৃশী পরম জ্ঞান লাভ করিয়া পরম
 নির্গুণ সেই শিবেরই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ
 স্তব করিলেন। তখন মহাদেব ক্রীত হইয়া
 ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে বিধে! তুমি ভক্তি-
 সঙ্কত বিবিধ স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ,
 শীঘ্রই মুক্ত ও মৎসদৃশ হইবে, সংশয় নাই।

এবং শক্তোনির্গদিতঃ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ ।
 বিষ্ণুঃ নিরীক্য পুরতঃ স্থিতমাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৬০
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ভগবন দেবদেবেশ সর্বজ্ঞ গিরিজাপতে ।
 ত্বামেব পুত্রমিচ্ছামি তুয়া বা সদৃশং সূতম্ ॥
 ত্বন্মায়ামোহিতঃ শক্তো ন বেদ্যি ত্বাং পরং
 শিবম্ ।
 নমামি তব পাদাঙ্কং যোগিনাং ভবভেষজম্ ॥
 ব্রহ্মা বিরিক্বের্বচনং দেবদেবঃ পিনাকধুক্ ।
 ব্রহ্মাণমব্রবীৎ পুত্রং সমালোক্যাত্ চক্রিণম্ ॥ ৬৩
 প্রার্থিতং যৎ তুয়া ব্রহ্মঃস্তৎ করিষ্যামি পুত্রক ॥
 অহমংশেন ভবিতা পুত্রস্তব পিতামহ ॥ ৬৪
 জ্ঞানং মহিষয়ং কিপ্রং ভবিষ্যতি তবানঘ ।
 সৃজ ত্বং মৎপ্রসাদেন চরাচরমিদং জগৎ ॥৬৫
 এষ যোগীশ্বরঃ শাক্তী মমৈবাংশো ন সংশয়ঃ ।
 সাহায্যে ভবিতা ব্রহ্মন মমাদেশাৎ তবানঘ ॥
 এবং দত্তা বরং শম্ভুর্ব্রহ্মণে দ্বিজসন্তমাঃ ।

উৎপাদন করিয়াছি; হে ব্রহ্মন! অভিলাষানু-
 রূপ বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা শিবের এই কথা
 শুনিয়া বিষ্ণুকে অবলোকন করত সম্মুখস্থ
 মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব-দেবেশ ভগ-
 বন পার্শ্বতীকান্ত! আপনাকেই আমি পুত্ররূপে
 কামনা করিতেছি; অথবা আপনার সদৃশ
 পুত্র কামনা করিতেছি। হে শিব! আপনার
 মায়ায় মোহিত হইয়া পরাৎপর শিব যে
 আপনি, আপনাকেও জ্ঞানিতে পারি না।
 যোগিগণের ভবৌষধ ভবনীয় পাদপদ্মে আমি
 প্রণাম করি ১৪৮—৬২। পিনাকপাণ দেবদেব,
 পুত্র ব্রহ্মার কথা শুনিয়া পুত্র নারায়ণের প্রতি
 দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র ব্রহ্মন!
 তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা আমি করিব।
 হে পিতামহ! অংশরূপে আমি তোমার পুত্র
 হইব। হে অনঘ! শীঘ্র আমাকে জ্ঞানিতে
 পারিবে (শিবজ্ঞান হইবে)। আমার প্রসাদে
 তুমি চরাচর জগৎসৃষ্টি কর। এই যোগীশ্বর
 বিষ্ণু আমারই অংশ, সংশয় নাই। হে

অধাববৌদ্দ্ব্যকেশঃ প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতম্
বরং বরম দাস্তামি তব নারায়ণাব্যয় ।
নাবাভ্যাং বিজ্ঞতে ভেদো মচ্ছক্তিভুং ন সংশয়ঃ
ত্বময়ঃ মনয়ঃ সৰ্বমব্যক্তং পুরুষাত্মকম্ ।
জ্ঞানজ্যোত্মকং বিশ্বং ত্বময়ঃ মনয়ঃ হরে ॥৬৯
জ্ঞাতাহং জ্ঞানরূপভুং মন্তাহং ত্বং মতিহরে ।
প্রকৃতিভুং সুরশ্রেষ্ঠ পুরুষোহহং ন সংশয়ঃ ॥৭০
ত্বং চন্দ্রমা অহং সূর্য্যঃ সৰ্ব্বমী ত্বমহং দিনম্ ।
ত্বমেব মায়া বিশ্বস্ত মায়াহং পরমা বিতো ॥৭১
এবং শস্তোর্বচঃ শ্রুত্বা বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ ।
অববৌৎ পরমাত্মানং মহাদেবং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ।

নিশ্চলা ত্বয়ি মে ভক্তিৰ্ভবতু ব্যভিচারিণী ।
বরৈঃ কিমন্তে ভগবন করোমি সুরপূজিত ॥৭৩
এবমস্তিতাথাভাব্য সমালিঙ্গ্য চ শাস্ত্রিণম্

সাহায্য করিবেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! শিব
ব্রহ্মাকে এই বর দিয়া, কৃতাজলিপুটে সম্মুখে
অবস্থিত বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে অব্যয়
নারায়ণ ! প্রার্থনা কর, তোমাকে বর প্রদান
করিব । হরে ! তোমাতে আমাতে ভেদ
নাই, তুমি আমার শক্তি, পুরুষাত্মক অর্থাৎ
জ্ঞাতৃস্বরূপ । অব্যক্ত সমুদায় জগৎ এবং
জ্ঞান ও জ্যেষ্ঠস্বরূপ জগৎ তোমার ও আমারই
স্বরূপমাত্র । হরে ! আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞান ;
আমি মন্তা, তুমি মতি ; হে সুরশ্রেষ্ঠ । তুমি
প্রকৃতি, আমি পুরুষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই
তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য ; তুমি রাত্রি, আমি
দিন ; হে বিতো ! তুমি মায়া, আমি পরম
মায়া * । হে দ্বিজোত্তমগণ ! নিরঞ্জন বাসু
দেব শিবের এই কথা শুনিয়া পরমীশ্বর মহা-
দেবকে বলিলেন,—হে সুরপূজিত ভগবন
আপনার প্রতি আমার নিশ্চলা এবং অব্যভি-
চারিণী ভক্তি হটুক, অন্ত বরে কি হইবে ?
হর, “তথাস্থ” বলিয়া বিষ্ণুকে সন্তোষণ ও

* “মায়াহং পরমো” এই পাঠানুসারে
অনুবাদ ।

পালয়ৈতন্মমাদেশাদিত্যত্বাস্তহিতো হরঃ ॥৭৪
অভবদ্ভ্রমণঃ পুত্রো যথা দেবজ্জিলোচনঃ ।
তথা সৰ্বমশেষেণ কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৫
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমদেবোত্ত-
শৌনকসংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়ঃ উচুঃ ।

কথং ভগবতী গোৱী শক্তরাজশরীরিণী ।
পরব্রহ্মাত্মিকা নিত্যা পরমাকাশমধ্যগা ॥১
সর্বশক্তিময়ী শাস্তা নিগুণা নিকপজ্ববা ।
আদিমধ্যান্তরাহিতা সর্বোপাধিবর্জিতা ॥২
স্বভাভিভাসয়ন্তীহ বিশ্বমেতৎ সুরেশ্বরী ।
নিত্যানন্দা নিরাতঙ্কা নির্জিতাগা নিরঞ্জনা ॥৩
পৃথকশরীরমকরোৎ কথং সা পরমেশ্বরী ।
বয়ং তচ্ছোভুমিচ্ছামঃ সূত বন্ধুমিহাসি ॥ ৪

আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর “আমার
আদেশে জগৎ পালন কর” এই কথা বলিয়া
ক্ষতহিত হইলেন । হে মুনিবরগণ ! দেব
জিলোচন যেরূপে ব্রহ্মার পুত্র হইলেন, তৎ-
সমস্ত সম্পূর্ণরূপে বললাম । ৬৩—৭৫ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—সর্বশক্তিময়ী, শাস্তা,
নিগুণা, নিকপজ্ববা, আদি-মধ্য-অন্তরাহিতা,
সর্ব-উপাধিবর্জিতা, নিত্যানন্দা, নিরাতঙ্কা,
নির্জিতাগা, নিরঞ্জনা, স্বীয় প্রভা বারা দ্বি-
প্রকাশিকা, পরব্রহ্মময়ী, পরমাকাশমধ্যগা,
পরমেশ্বরী ভগবতী গোৱী শক্তের শরী-
রাক্রুপা হইয়াও পৃথক শরীর গ্রহণ-
করিলেন, হে সূত ! আমরা তাহা শুনিতে

।

বিশেষরায়মহাদেবায়নং লক্ষ্মা পিতামহঃ ।
 প্রজাঃ সসর্জ তগবান্ ন ব্যবর্জিত তাঃ প্রজাঃ
 হৃদিতোহুৎ তদা ব্রহ্মা প্রজা দৃষ্টা তু হৃদলাঃ
 মেনেহুৎত্বার্থমাস্তানঃ প্রাহুর্ভূতস্ততো হরঃ ॥ ৬
 ব্রহ্মাণমববীচ্ছুর্ভূতাতং হৃদহুৎকারণম্ ।
 সর্জতঃ শর্মণে যত্র ভাবয়তি তবান্ ॥ ৭
 ক্রিয়তাং বৈ তথেষ্ট্যক্কা কতুঃ সমুপচক্রমে ।
 অর্জনারীশরো দেবঃ স্বয়ং বিশেষরঃ শিবঃ ॥ ৮
 নারীভাগান্নমহাদেবঃ সসর্জ পৃথগীশরীম্ ।
 ব্রহ্মাঙ্গিকাং পরাং শক্তিংকোটিবালার্কভানুরাম
 ন তস্তা বিদ্যতে জন্মজাতেতি কিল ভাতি যা
 পরং ভাবং ন জানন্তি যস্তা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥
 যস্তাশ্চ শক্তিভির্বাচ্যে ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ ।
 ততুর্জাষিতস্তেব দৃষ্টা সাথ বিরিঞ্চিনা ।
 অববীৎ প্রাহুর্ভূত্বা বিশেষরীঃ পিতামহঃ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

স্বাঃ নমামি শিবাং শাস্তামৌশরাদ্ধশরীরিণীম্ ।

ইচ্ছা করি, বলুন। সূত বলিলেন,—
 তগবান্ ব্রহ্মা বিশেষর মহাদেব হইতে বর
 লাভ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু
 প্রজাবৃদ্ধি হইল না। ব্রহ্মা অপ্রবুদ্ধ প্রজা
 দর্শনে হুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে
 অকৃতার্থ বোধ করিলেন; অনন্তর হর
 প্রাহুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তোমার
 হুঃখকারণ জানিতে পারিয়াছি। হে অনন্য!
 আমি এমন কার্য করিতেছি—যাহাতে
 তোমার সর্বতোভাবে সুখ হইবে। ইহা
 বলিয়া অর্জনারীশ্বর স্বয়ং মহাদেব বিশেষর
 শিব নারীভাগ হইতে পৃথক্ ঈশরী সৃষ্টি
 করিলেন। তিনি ব্রহ্মমথ্যে নবোদিত-কোটি-
 সূর্য-সমপ্রভা পরমা শক্তি; তাঁহার প্রকৃত
 জন্ম নাই, কিন্তু জাতা বলিয়া প্রকাশ আছে;
 ব্রহ্মাদি দেবগণ এই শক্তির পরম ভাব অবি-
 দিত; কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, যাহার শক্তি
 হইতে উদ্ভূত; ব্রহ্মা তাঁহাকেই, আমি-অন্য
 হইতে বিভক্তের স্তায় দেখিলেন। তখন ব্রহ্মা

অনাভ্যনন্তবিভবাঃ মূলপ্রকৃতিমীশরীম্ ॥ ১৩
 জন্মমৃত্যুজরাতীতাঃ জন্মমৃত্যুজরাপহাম্ ।
 কেন্দ্রজশক্তিনিলায়ঃ পরমাকাশমধ্যগাম্ ॥ ১৪
 ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুনিমিত্তামষ্টমূর্ত্যঙ্গিনীমজাম্ ।
 প্রধানপুরুষাতীতাং সাবিত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ১৫
 ঋগ্‌যজুঃসামনিলায়ামৃজীং কুণ্ডলিনীং পরাম্ ।
 বিশেষরীং বিশ্বময়ীং বিশেষরপতিব্রতাম্ ॥ ১৬
 বিশ্বসংহারকরীং বিশ্বমায়াপ্রবর্তনাম্ ।
 সর্গস্থিত্যন্তকরীং ব্যক্তাব্যক্তরূপিণীম্ ॥ ১৭
 পাহি মাং দেবদেবেণি শরণাগতবৎসলে ।
 নাশ্চ গতির্মহেশানি মম ত্রৈলোক্যবন্দিতে ॥ ১৮
 হং মাতা মম কল্যাণি পিতা সর্বেশ্বরঃ শিবঃ ।
 সৃষ্টোহহং ত্রিপুরয়েন সৃষ্টার্থঃ শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ১৯
 বিবিধাশ্চ প্রজাঃ সৃষ্টা ন বৃদ্ধিমুপযাস্তি তাঃ ॥ ২০

কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগি-
 লেন;—যিনি শিবা, শাস্তা, ঈশরের শরী-
 রাদ্ধভাগিনী, নিত্যবিভবা, মূলপ্রকৃতি ঈশরী;
 যিনি জন্ম, মৃত্যু এবং জরাকে অতিক্রম
 করিয়াছেন; যিনি জন্ম-মৃত্যু ও জরা বিনাশ
 করেন; যিনি কেন্দ্রজ শক্তির আধার; যিনি
 পরমাকাশের মধ্যে অবস্থিত; ব্রহ্মা, বিষ্ণু
 এবং ইন্দ্রও যাহাকে প্রণাম করেন; যিনি
 অষ্টমূর্তির অগ্রভূতা প্রধান-পুরুষাতীতা
 বেদমাতা গায়ত্রী; যিনি ঋগ্‌যজুঃ ও
 সামবেদের আশ্রয়; যিনি সরলা ও কুণ্ড-
 লিনী; যিনি পরাংপরী বিশেষরী, বিশ্বময়ী;
 যিনি বিশেষর-পতিব্রতাসম্পন্ন, বিশ্বসংহার-
 কারিণী, বিশ্বমায়া-প্রবর্তিকা; যিনি সৃষ্টি-
 স্থিতি-প্রলয়কারিণী, ব্যক্তাব্যক্তরূপিণী; সেই
 শিবকেই প্রণাম করি। ১—১৭। হে শরণাগত-
 বৎসলে! দেবদেবেণি। আমাকে রক্ষা
 করুন, হে ত্রৈলোক্যবন্দিতে মহেশানি!
 অন্তগতি আমার নাই। হে কল্যাণি।
 আপনি আমার মাতা এবং স্বয়ং সর্বেশ্বর
 আমার পিতা; হে শঙ্করপ্রিয়ে! সর্বেশ্বর
 ত্রিপুরারিই সৃষ্টি করিবার জন্য আমাকে সৃষ্টি
 করিয়াছেন। বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিলেও

উতঃ পরঃ প্রজাঃ সৰ্বা মৈথুনপ্রভবাঃ কিম্ ।
 নঃবর্কসিতুমিচ্ছামি কৃতা সৃষ্টিমতঃ পরম্ ॥২১
 শক্তীনাং খলু সৰ্বাসাং ত্বন্তঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 মৈব সৃষ্টেঃ ত্বয়া পুংসঃ শক্তীনাং যৎ কুলং শিবৈ
 সঃস্বাং দেহিনাং দেবি সৰ্বশাক্তপ্রদায়িনী ।
 ত্বমব নাত্র সন্দেহস্তস্মাৎ ত্বং বরদা ভব ॥২৩
 মম সৃষ্টিবুদ্ধ্যর্থমংশেনেকেন শাস্তে ।
 মম পুত্রস্ত দক্ষস্ত পুত্রী ভব ত্বাচাম্মতে ॥ ২৪
 প্রার্থিতা বৈ তদা দেবী ব্রহ্মণা য়ানপুঙ্গবাঃ ।
 একাঃ শক্তিঃ ক্রবোর্মধ্যাৎ সমজ্জাতাসমপ্রভাম্
 আহ তাংপ্রহসন্ প্রেক্ষ্য দেবীংবিস্থেখরো হরঃ
 ব্রহ্মণো বচনাদেবি কুরু তন্ত যথোপ্তমম্ ॥২৬
 আদায় শিরসা শস্তোব্রাজাঃ সা পরমেশ্বরী ।
 অভবদ্দক্ষহৃতিত্বা স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মরূপিনী ॥ ২৭
 পুনরাত্মা পরা শক্তিঃ শস্তোর্দেহং সমাবশৎ ।
 অর্কনারীখরো দেবো বিভাতীতি হি নঃ ক্রতিঃ

তাহার বুদ্ধি না হওয়াতে অতঃপর আমি
 মৈথুনসমুত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাবুদ্ধি
 করিতে ইচ্ছা করি। আপনা হইতেই সর্ব-
 শক্তির সৃষ্টি। হে শিব। কিন্তু শক্তিসমূহ
 আপনি যেহেতু পূর্বে সৃষ্টি করেন নাই এবং
 হে দেবি! আপনিই যেহেতু সর্ব প্রাণীর সর্ব-
 শক্তিপ্রদায়িনী,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই,
 অতএব আপনি (শক্তিসৃষ্টি বিষয়ে) আমাকে
 বরদান করুন,—হে ত্বাচাম্মতে। আমার
 সৃষ্টিবুদ্ধির জন্ত এক অংশে মদীয় পুত্র দক্ষের
 কন্যা হউন। হে মুনিপুঙ্গবগণ। দেবী ব্রহ্মার
 প্রার্থনাক্রমে আত্ম-সমপ্রভা এক শক্তিমূর্তি
 ক-মধ্য হইতে উৎপাদন করিলেন। বিষ্ণু-
 ষ্বর হর তাঁহার প্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্তে
 বলিলেন—হে দেবি। ব্রহ্মার বচনানুসারে
 তাঁহার অভ্যন্তর সম্পাদন কর। ব্রহ্মরূপিনী
 পরমেশ্বরী মস্তকে শিবের আভা গ্রহণ করিয়া
 বেচ্ছাক্রমে দক্ষকন্যা হইলেন। আর আভা
 পরমা শক্তি শিবদেহে প্রবিষ্টা হইলেন, দেব-
 দেব অর্কনারীখররূপে প্রকাশ পাইলেন, ইহা
 আমাদের কৃত আছে। হে বিপ্রেশ্বরগণ!

ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্রা মৈথুনপ্রভবাঃ প্রজাঃ
 এবং বঃ কথিতা বিপ্রা দেব্যাঃ সন্ততিকৃত্বা ।
 পঠেদ্যঃ শৃণুয়াদ্যপি সন্ততিস্তন্ত বর্কতে ॥ ৩০
 ইতি ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে সূত-
 শৌনকসংবাদে গোরাপৃথক্শরীরতাদ-
 কথনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

হিরণ্যগর্ভঃ শিবয়োর্লঙ্কা বরমমুত্তমম্ ।
 অসৃজন্তগবান্ ব্রহ্মা মরীচ্যাদীনকশযান ॥ ১
 মরীচিভৃৎকিরসঃ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
 দক্ষমত্রিংশং বশিষ্ঠকং সোমসৃজন্মনসা বিভুঃ ॥ ২
 দেবান্স্রমমুখ্যাংশ্চ পিতৃশ্চাপি প্রজাপতিঃ ।
 অসৃজৎ ক্রমশঃ সৰ্বানককারে চ ব্রাহ্মসান্ ॥৩
 গন্ধর্বান্ স তথা নাগান্ যক্ষাশ্চাপি সহস্রশঃ ।

তদবধি প্রজা সকল মৈথুন-সমুত হইতে
 লাগিল, হে বিপ্রগণ! এইরূপ দেবীর উত্তম
 আবির্ভাব তোমাদিগকে বলিলাম, যে ব্যক্তি
 এই প্রকরণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার
 বংশবৃদ্ধি হয়। ২৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ হিরণ্য-গর্ভ
 ব্রহ্মা শিবশিবার অত্যুত্তম বর লাভ করিয়া,
 মরীচি প্রভৃতি নিম্পাপ ঋষিগণের সৃষ্টি করি-
 লেন। সেই বিভু মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা,
 পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং
 বশিষ্ঠকে মন দিয়া সৃষ্টি করিলেন। প্রজা-
 পতি ক্রমে দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পিতৃ-
 গণকে এবং অককারে ব্রাহ্মসগণকে সৃষ্টি
 করিলেন। সহস্র সহস্র গন্ধর্ব, নাগ এবং
 যক্ষ সৃষ্টি করিলেন। প্রভু মুখ হইতে ব্রাহ্মণ-

অসংখ্যমুখ্যভো বিপ্রান্ বাহুভ্যাং কজ্জিয়ান্
 বিভুঃ ॥ ৪
 উক্ৰবরাং তথা বৈজ্ঞান্ পাণাচ্ছূদান্ সমৰ্জ্জ হ ।
 ছন্দাংসি বেদান্ যজ্ঞাংশ্চ কল্পসূত্রমতঃ পরম্ ॥
 বেদাঙ্গানি ততঃ সৃষ্টা মৈথুনপ্রভবামতঃ ।
 সৃষ্টিঃ বর্জুঃ মতিঃ চক্রে দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ৬
 স্বয়মপ্যর্কিতো নারী স্বর্কেন পুরুষোহভবৎ ॥ ৭
 অর্কেন নারী যা তস্মাচ্ছতরূপাত্যজায়ত ।
 স্বায়ম্ভুবাং মনুঃ ব্রহ্মা চার্কেন বপুষাসৃজৎ ॥ ৮
 শতরূপা চ যা দেবী তপস্তপ্তা সূত্শচরম্ ।
 অবপত্তত ভর্তারং মনুঃ স্বায়ম্ভুবাং দ্বিজাঃ ॥ ৯
 প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবাং সূতো
 মহাশ্বানৌ মহাবীৰ্য্যৌ শতরূপা ব্যঞ্জীজনৎ ॥ ১০
 যে কন্তে লক্ষণোপেতে ভাভ্যাং সৃষ্টিরবর্জিত
 অকৃতশ্চ প্রসূতিশ্চ কচরে প্রথমাং দদৌ ।
 প্রসূতিতৈব দক্ষায় স্বয়ং দেবো মনুর্বিরাট্ ॥

গণকে, বাহুদ্বয় হইতে কজ্জিয়গণকে, উক্ৰবৃগ
 হইতে বৈজ্ঞানিগকে এবং চরণ হইতে শূদ্র-
 দিগকে সৃষ্টি করিলেন। দেবদেব পিতামহ
 ছন্দ, বেদ, যজ্ঞ, কল্পসূত্র এবং বেদাঙ্গ সৃষ্টি
 করিয়া, মৈথুন-সম্মত সৃষ্টি করিবার জন্য প্রস্তুত
 হইলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং অর্ক্যাংশে রমণী এবং
 অর্ক্যাংশে পুরুষ হইলেন। অর্কনারীভাগ
 হইতে ‘শতরূপা’ উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা
 পুরুষস্বরূপ অর্কভাগ হইতে স্বায়ম্ভুব মনুকে
 উৎপাদন করিলেন। হে দ্বিজগণ! দেবী
 শতরূপা অতি কৃষ্ণ তপস্তা করিয়া স্বায়ম্ভুব
 মনুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শতরূপা
 মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উস্তানপাদ নামক
 মহাবীর মহাশ্বা পুত্রদ্বয় এবং আকৃতি ও
 প্রসূতি নামী লক্ষণ-সম্পন্ন কস্তাদ্বয় উৎপাদন
 করিলেন। এই কস্তাদ্বয় হইতে সৃষ্টিবুদ্ধি
 হইয়াছিল। প্রথমা কস্তা ‘কচি’ * নামক
 প্রজাপতিকে দান করিলেন। স্বয়ং স্বায়ম্ভুব

* পুরাণান্তরে ‘কচি’ ব্রহ্মার মানসপুত্র
 বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

চতুষো বিংশতিঃ কস্তাঃ প্রসূত্যাং সখীভুবির্ষে
 ধর্ম্মায় প্রদদৌ দক্ষঃ ব্রহ্মাদ্যা বৈ ত্রয়োদশ ॥ ১৩
 দদৌ স ভৃগবে খ্যাতিং সতীং দেবায় শূলিনে
 মরীচয়ে চ সম্ভৃতিং স্মৃতিমঙ্গিরসে তথা ॥ ১৪
 পুলস্ত্যায় দদৌ প্রীতিং পুলহায় তথা ক্রমাম্ ।
 সম্ভৃতিং ক্রতবে চৈব অনশ্র্যাং তথা ত্রয়ে ॥ ১৫
 বসিষ্ঠায় দদাবুর্জাং স্বধাং পিতৃগণায় চ ।
 পাবকায় তথা স্বাহাং দদৌ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥
 ভৃগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্ন লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়া ।
 দেবো ধাতাবিধাতারৌমেরোজামাতরৌত্তমৌ
 আয়তিবিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্তে মহাশ্বনঃ ।
 বভূবুস্তয়োঃ পুত্রৌ প্রাণশ্চাদ্যাশ্চ কথ্যতে ॥
 মুকপুত্রশ্চ তৎপুত্রৌ মার্কণ্ডেয়ো মুকপুতঃ ।
 অভুবেদধিরাম নাম প্রাণশ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৬
 মরীচেরপি সম্ভৃতিঃ পৌর্ণমাসমসৃজত ।

মনু দক্ষপ্রজাপতিকে প্রসূতিনারী কস্তা দান
 করিলেন। প্রসূতিগর্ভে চতুর্বিংশতি কস্তা
 জন্মিলেন। দক্ষ ধর্ম্মকে ব্রহ্মা প্রভৃতি ত্রয়ো-
 দশ কস্তা দান করিলেন। দক্ষপ্রজাপতি
 খ্যাতিনারী কস্তা। ভৃগুকে, সতীনারী কস্তা।
 শূলপাণিকে, সম্ভৃতিনারী কস্তা। মরীচিকে,
 স্মৃতিনারী কস্তা। অঙ্গিরাকে, প্রীতিনারী কস্তা।
 পুলস্ত্যকে, ক্রমানারী কস্তা। পুলহকে, সম্ভৃতি-
 নারী কস্তা। ক্রতুকে, অনশ্র্যানারী কস্তা।
 আত্রকে, উর্জানারী কস্তা। বসিষ্ঠকে, স্বধানারী
 কস্তা। পিতৃগণকে এবং স্বাহানারী কস্তা। অগ্নিকে
 প্রদান করিলেন। ১—১৬। ভৃগুর ঔরসে
 খ্যাতির গর্ভে নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী এবং ধাতা
 ও বিধাতা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইলেন।
 ইহার দুইজন মেরুর জামাতা। মহাশ্বা
 মেরুর দুই কস্তা—আয়তি এবং বিয়তি * ।
 ধাতা ও বিধাতা দুই ভাইয়ের দুই পুত্র—প্রাণ
 এবং মুকপু। মুকপুত্র পুত্র মার্কণ্ডেয়। হে
 মুনিসত্তমগণ। প্রাণের পুত্র বেদধিরাম।
 সম্ভৃতি, মরীচের ঔরসে পৌর্ণমাস নামক পুত্র

* পুরাণান্তরে নিয়তি পাঠ আছে।

কন্তাচতুর্ষ্টয়ৈকৈব ব্রহ্মানীনাং দ্বিতোজমাঃ ॥ ২০ ॥
কর্দমঞ্চাঘরীষক পুত্রহাৎ সুবুবে কমা ॥ ২১ ॥
দুর্ধাসসং তথা সোমং দত্তায়েয়ক যোগিনম্ ।
অননুয়া তু সুবুবে পুত্রানয়েয়কনুবাৎ ॥ ২২ ॥
সিনীবালীঃ কুহুৈকৈব ব্রাক্ষমহুমতিং তথা ।
স্মৃতিশাক্ষিরসঃ পুত্রীঃ স্মৃতে লক্ষণসংযুতাঃ ॥ ২৩ ॥
ঈত্যাং পুত্রস্ত্যাদভবদত্তোনির্নাম বৈ স্মৃতঃ ।
পূর্বজন্মনি যোহগস্ত্যঃ খ্যাতঃ স্ম্যভুবেহস্তরে
পুত্রাণাং ষষ্টিসাহস্রং সন্ততিঃ সুবুবে ক্রতোঃ ।
বালখিল্য ইতি খ্যাতাঃ সর্কে তে

চৌর্কিরেতসঃ ॥ ২৪ ॥

বসিষ্ঠশ্চ তথোজ্জায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ ।
ব্রজো গোত্রোহর্কবাহুশ্চ সর্বনশ্চানবন্তথা ।

উৎপাদন করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রহ্মাদি সন্ততি পর্য্যন্ত দক্ষকন্তাগণের মধ্যে এই সন্ততিরই কন্তাচতুর্ষ্টয় উৎপন্ন হইলেন। * কমা পুত্রহর ঔরসে, কর্দম এবং অঘরীষ † নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন। অননুয়া নিম্পাপ অত্রির ঔরসে দুর্ধাসা, চন্দ্র এবং যোগী দত্তায়েয়কে উৎপাদন করিলেন। স্মৃতি অত্রির ঔরসে সিনীবালী, কুহু, ব্রাক্ষা এবং অহুমতি নামী সুলক্ষণাচারি কন্তা উৎপাদন করিলেন। পূর্বজন্মে স্ম্যভুব মনস্তরে যিনি অগস্ত্য ছিলেন, তিনিই পুত্রস্ত্য-ঔরসে ঈতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, দত্তোলি নামে খ্যাত হইলেন। সন্ততি, ক্রতুর ঔরসে ষষ্টি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা বালখিল্য নামে বিখ্যাত, বালখিল্যগণ সকলেই উর্কিরেতা। বসিষ্ঠ উর্জাগর্ভে সপ্ত পুত্র এবং এক কন্তা উৎপাদন করিলেন। সপ্ত পুত্রের নাম—ব্রজঃ, গোত্র, উর্কবাহু

সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে পুণ্ডরীকা চ কন্তকা ।
ব্রহ্মণস্তনয়ো বহির্ধোহসৌ ক্রজাস্বকঃ স্মৃতঃ ।
তস্মাৎ স্মাহা স্মৃতান্ লেভে জীহুদারান্
গুণাধিকান্ ॥ ২৭ ॥

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরেতেহগ্নয়নয়ঃ ॥ ২৮ ॥
নির্মধ্যঃ পবমানশ্চ বৈহ্যতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ ।
সূর্যো তপতি যো বহিঃ শুচিরগ্নিরিহেহ্যতে ॥
বভূবুঃ সন্ততো তেমাং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ।
পাবকাদ্যগ্নয়নৈশ্চতে চত্বারিংশৎ তথা নব ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞেষু ভাগিনঃ সর্কে তথা সর্কে তপস্বিনঃ ।
ক্রজার্চনপরাঃ সর্কে ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমন্তকাঃ ॥ ৩১ ॥
অযজ্ঞানশ্চ যজ্ঞানঃ পিতরো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
অগ্নিস্বাত্তা বহিষদো দ্বিধা তেমাং ব্যাবহিতিঃ ॥
স্বধারুসুবুবে তেভ্যঃ কন্তে যে লোকবিক্রতে
মেনাক্ষ ধারিণীং তত্র যোগমার্গরতে উভে ॥ ৩৩ ॥
মেনা হিমবতঃ স্মৃতে মৈনাকঃ ক্রৌঞ্চমেব চ ।
গৌরীক গঙ্গাক ততঃ কন্তে যে লোকমাতরো

(অর্কবাহু), সর্বন (বসন), অননু, সুতপা এবং শুক্র । কন্তার নাম পুণ্ডরীকা । ব্রহ্মার পুত্র যে ক্রজাস্বক অগ্নি, তাঁহার ঔরসে স্মাহা গুণশালী উদার পুত্রদ্বয় লাভ করিলেন। তাঁহারা পাবক, পবমান এবং শুচি নামে খ্যাত অগ্নিদ্বয়। অগ্নিকাঠ-মথন-সম্মুত অগ্নি পবমান, বৈহ্যতাগ্নি পাবক এবং সূর্য্যতাপসম্মুত যে অগ্নি তাহাই শুচি ॥ ২৭-২৯ ॥ তাঁহাদের পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র। পাবক প্রভৃতি ভ্রাতৃদ্বয়, পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র এবং পিতা ব্রহ্মপুত্র অগ্নি—সমুদয়ে একোন-পঞ্চাশৎ অগ্নি। সকলেই যজ্ঞভাগী, সকলেই তপস্বী, সকলেই শিবপূজারত, ত্রিপুণ্ড্রধারী। ব্রহ্মার পুত্র পিতৃগণ দ্বিবিধ—যজ্ঞা এবং অযজ্ঞা। অগ্নিস্বাত্তগণ অযজ্ঞা অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বহিষদগণ যজ্ঞা অর্থাৎ সগ্নি। স্বধা পিতৃগণের ঔরসে মেনা ও ধারিণী নামী দুই কন্তা উৎপাদন করিলেন; তাঁহারা উভয়েই যোগমার্গরতা। মেনা হিমালয়ের ঔরসে মৈনাক এবং ক্রৌঞ্চ

* এই অংশ পুরাণান্তরসংবাদী নহে। মূলের অর্থান্তরও হইতে পারে।

† অবরীমান পাঠান্তর। বংশ কীর্তনে পুরাণান্তরের সহিত মতভেদ অনেক স্থলে আছে।

মেরোঃ ধারিণী স্তে মন্দরং চাক্কন্দরম্ ।
 মহাদেবপ্রিয়তমং নানাধাতুবিচিত্রিতম্ ॥ ৩৫
 ধারিণী স্ত্রুবে বেলাং নিয়তিভায়তিং তথা ।
 সাগরাং স্ত্রুবে বেলা সামুদ্রীং নাম নামতঃ ॥
 প্রাচীনবর্হিঃ সা চ দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ৩৭
 প্রাচেতস ইতি ব্যাখ্যাঃ সর্কে স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে
 ভবশাপাদভুৎ পুত্রো যেবাঃ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
 এষা দক্ষস্ত কন্তানাং সন্ততিঃ কথিতা ময়া ।
 অধেদানীঃ মনোঃ পুত্রসন্ততিং কথয়ামি বঃ ॥ ৩৯
 ইতি ক্রীতকপুরাণোপপুরাণে ক্রীসৌরে স্ত-
 শৌনকসংবাদে মর্য্যোচ্যাদিসর্গ-দক্ষকন্তাসন্ততি-
 কথনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্তুত উবাচ ।

উত্তানপাদস্ত স্তুতো কবো নাম মহামনাঃ ।
 আরাধ্য পরমং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১

নামক পর্ব্বতস্য এবং গৌরী ও গঙ্গা নারী
 লোকমাতা হই কন্তা উৎপাদন করেন ।
 ধারিণী স্ত্রুমেক্রয় ঔরসে চাক্কন্দরসম্পন্ন
 নানাধাতুচিহ্নিত শিবপ্রিয় মন্দর পর্ব্বত উৎ-
 পাদন করিলেন । বেলা, নিয়তি এবং
 আয়তি নারী তিন কন্তা ধারিণী প্রসব
 করিলেন । সাগরের ঔরসে বেলা সামুদ্রী
 নারী কন্তা উৎপাদন করিলেন; সামুদ্রী
 'প্রাচীনবর্হিঃ' রাজার ঔরসে দশ পুত্র উৎ-
 পাদন করিলেন, তাঁহার। স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে
 'প্রাচেতাঃ' নামে আখ্যাত । শিবের শাপে
 দক্ষপ্রজাপতি ইহাদিগের পুত্র প্রাপ্ত হন ।
 এই দক্ষকন্তাগণের বংশবিবরণ তোমা-
 দিগকে বলিলাম, এক্ষণে মন্দর পুত্রসন্ততি-
 বিবরণ বলিতেছি । ৩০—৩৯ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

স্তুত বলিলেন;—উত্তানপাদের পুত্র
 মহামনা হরিপরাশর এবং, মমতা-অহঙ্কার পরি-

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারস্তদ্বিত্ত্বপরাশরঃ ।
 প্রসাদাৎ তস্ত দেবস্ত প্রাপ্তবান্ হানিমুক্তমম্ ।
 কবস্ত পুত্রাশ্চত্বারঃ সৃষ্টিধ্বস্তস্তথা পরঃ ।
 হর্য্যঃ শত্ৰুর্মহাত্মানো বৈকবাঃ প্রথিতৌজসঃ ॥ ৩
 ছায়া পঞ্চ স্তুতান স্তে সৃষ্টিধ্বস্তপরাশরাৎ ।
 রিপুঃ রিপুঞ্জয়ঃ বিপ্রঃ বৃষলঃ বৃকতেজসম্ ॥ ৪
 রিপোর্ভার্য্যা তু বৃহতী প্রস্তুতে চক্ষুষঃ স্তুতম্ ।
 স্তে পুষ্করিণী পুত্রঃ চক্ষুষশ্চাক্ষুষঃ মনুস্ ॥ ৫
 তদ্বংশজা অসংখ্যাতা অজ্ঞক্রতুশবাদয়ঃ ।
 অজ্ঞাধ্বেনস্ততো বৈণ্যস্তম্মাৎ পৃথুরিতি স্মৃতঃ ॥ ৬
 খ্যাতঃ স পৃথিবীপালো যেন হুক্ষা বসুধরা ।
 ন তৎসমো নৃপঃ কশ্চিদ্ভিদ্ভ্যতে পৃথিবীতলে ॥ ৭
 বাসুদেবার্চনরতো বাসুদেবপরাশরঃ ।

হারপূর্ব্বক পরমদেব অনাময় নারায়ণের
 আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে উত্তম হান
 প্রাপ্ত হইলেন । কবের চারি পুত্র—সৃষ্টি,
 ধ্বস্ত, হর্য্য এবং শত্ৰু; * ইহারা সকলেই
 প্রথিততেজা বৈকব । ধ্বস্তপরাশর সৃষ্টির
 ঔরসে ছায়ার পঞ্চ পুত্র হয়;—(তাঁহাদের
 নাম) রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃষল এবং বৃক-
 ক্তেন । রিপুভার্য্যা বৃহতীর গর্ভজাত পুত্র
 চক্ষুষ; চক্ষুষ ঔরসে পুষ্করিণীগর্ভে চাক্ষুষ
 মনুর উৎপত্তি । তাঁহার বংশসম্বৃত অজ্ঞ,
 ক্রতু এবং শিবাদি অসংখ্য ব্যক্তি । অজ্ঞের
 পুত্র বেণ,বেণ হইতে বৈণ্যের উৎপত্তি; বৈণ্য
 পৃথু নামে খ্যাত । ১—৬ । পৃথুরাজা বিখ্যাত,
 ইনিই পৃথিবী দোহন করেন । তাঁহার সদৃশ
 হরিপুত্র-পরাশর ও হরিনিরত রাজা ভূতলে

* পুরাণান্তরে কথিত আছে, কবের
 পুত্র শিষ্ট এবং ভব্য । এইরূপ মত-
 বৈধ, নামান্তরস্বীকার, প্রসিদ্ধি বিশেষে অধিক
 নাম উল্লেখ অল্পলেক্ষ আছে । আর পুত্র
 শব্দে বংশসম্বৃত; কোন স্থলে কোন পুরুষের
 উল্লেখ আছে, কোন স্থলে উল্লেখ নাই;
 এইরূপ ভাবে মীমাংসা করিতে হয় । পরেও
 এইরূপ জানিবে ।

তপসারাধ্য গোবিন্দং গোবর্দ্ধনগিরৌ শুভে ।
 প্রীতস্তমত্রবীৰ্ঘ্বকঃ পৃথুঃ মুনিবরোত্তমাঃ ।
 বৎপ্রসাদেন রাজর্ষে পুত্রৌ তব ভবিষ্যতঃ ।
 সার্বভৌমৌ মহাত্মানৌ মন্ত্ৰকৌ পিতৃতৎপরৌ
 এবং লক্শবরৌ রাজা দেবেশ পুরুষোত্তমে ।
 আশ্বায় পরমাঃ ভক্তিঃ ভগবদ্ভাবমাস্রিতঃ ॥ ১০
 পৃথোভীৰ্ঘ্যা মহাভাগা কালেন সুযুবে সূতো ।
 শিখণ্ডিনঃ হবির্দানঃ সুনীলশ্চ শিখণ্ডিনঃ ॥ ১১
 শ্বেতাশ্বতরমামানঃ শিবধ্যানৈকতৎপরম্ ।
 উপাস্ত লক্শবাংস্তস্মাৎ সুনীলৌ যোগমৈশ্বরম্ ॥
 ঋষয় উচুঃ ।

সুনীলেন কথং রাজা প্রাপ্তং জ্ঞানমনুত্তমম্ ।
 বয়ং তচ্ছোতুমিচ্ছামো ক্রহি সূত মহামতে ॥ ১৩
 সূত উবাচ ।

যোহসৌ শিখণ্ডিনঃ পুত্রৌ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রতঃ
 অধীত্য বিধিবশ্চৈদান পরং বৈরাগ্যমাস্রিতঃ ॥
 বিচারঃ শ্রেয়সে তস্মৈ কদাচিত্ সমভূদ্বিজাঃ ।

কেহ নাই। হে মুনিবরগণ! পৃথু, গোবর্দ্ধনপর্বতে তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজর্ষে! আমার প্রসাদে তোমার দুই পুত্র হইবে; তাহারা উভয়েই মহাত্মা, মন্ত্রক, পিতৃতৎপর ও সার্বভৌম নরপতি হইবে। দেবদেব পুরুষোত্তমের প্রতি পরম-ভক্তিসম্পন্ন ভগবদ্ভাবাস্রিত পৃথুরাজা এইরূপ বর লাভ করিলে, পৃথুভাৰ্ঘ্যা মহাভাগা যথাকালে শিখণ্ডী ও হবির্দান নামক পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুনীল; সুনীল শিবধ্যানতৎপর শ্বেতাশ্বতর নামক মুনিকে উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট শিবযোগ লাভ করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—রাজা সুনীল কিরূপে অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করিলেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহামতে সূত! তাহা কীর্তন করুন। সূত বলিলেন,—ঐ যে শিখণ্ডীর পুত্র, উনি ব্রহ্মচর্যাবলম্বন পুরঃসর যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে বৈরাগ্যে আত্মাবান হইলেন। হে দ্বিজগণ!

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কৰ্ম্ম যদিবিধং মতম্ ।
 তয়োরাভ্যাস্তিকী মুক্তিৰ্শ্রম কেন ভবিষ্যতি ॥ ১৫
 ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা জগাম হিমবদ্গিরিম্ ॥ ১৬
 তত্র ধৰ্ম্মবনং নাম মুনিসিন্ধৈর্নিষেবিতম্ ।
 অপশুদ্ধ্যোগিভিজুষ্টিং মহাদেবকৃতালয়ম্ ॥ ১৭
 যত্র সিদ্ধা মহাত্মানৌ মরীচাদ্যা মহর্ষয়ঃ ।
 নারায়ণশ্চ ভগবাংস্তথা চান্তে সুরাসুরাঃ ॥ ১৮
 সমারাধ্য মহাদেবং সিদ্ধিং প্রাপ্তা হনেকশঃ ॥ ১৯
 যত্র মন্দাকিনী গঙ্গা রাজতে হৃষহারিণী ।
 অপশুদাশ্রমং তস্মাস্তৌরে যোগীন্দ্রসেবিতম্ ॥ ২০
 মন্দাকিনীজলে তত্র স্নাত্ত্যার্চ্য মহেশ্বরম্ ।
 মহাদেবকথাযুক্তৈঃ স্তব্ধা স বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
 ধ্যায়মানঃ ঋণং তত্র স্থিতো বিশেষরং শিবম্ ॥
 শ্বেতাশ্বতরনামানমথাপশুন্নহামুনিম্ ॥
 মহাপাশুপতং শাস্তং জীর্ণকৌপীনবাসসম্ ।
 ভস্মাকুলিতসর্কাসং ত্রিপুণ্ড্রতিলকাধিতম্ ॥ ২২
 অভিবন্দ্য মুনেঃ পাদৌ শিরসা প্রাজ্জলিনৃপঃ ।

কোন সময়ে তাঁহার শ্রেয়-বিচার মনে উপস্থিত হয়। “প্রবৃত্ত নিবৃত্ত নামক যে কৰ্ম্মদ্বয় আছে, তৎসমুদায়ের অত্যন্ত মুক্তি আমার কিরূপে হইবে?”—মনে মনে এই চিন্তা করিয়া রাজা হিমালয়পর্বতে মুনিসিন্ধ-সেবিত ধৰ্ম্মবনে গমন করিলেন। ধৰ্ম্মবনে ঋষি-সেবিত শিবালয় দেখিতে পাইলেন; তথায় মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, ভগবান্ নারায়ণ এবং অন্ত দেবদানবেরা অনেকেই শিবারাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। ১৭—১৯। তথায় পাপহারিণী মন্দাকিনী গঙ্গা বিরাজমানা; গঙ্গাতীরে যোগীন্দ্র-সেবিত এক অশ্রম দর্শন করিলেন। রাজা সেখানে মন্দাকিনী-জলে স্নান, শিবপূজা এবং শিবকথাযুক্ত বিবিধ স্তোত্র দ্বারা শিবস্তব করিয়া বিশেষরং শিবকে ধ্যান করত ঋণকাল তথায় থাকিলেন। অনন্তর তিনি মহাপাশুপত, শাস্ত, জীর্ণ-কৌপীন-পরিধান, ভস্মাবৃতসর্কাস, ত্রিপুণ্ড্র-ধারী, শ্বেতাশ্বতর নামক মহামুনিকে দেখিতে

অত্রবীং তং মুনিশ্রেষ্ঠং সৰ্বভূতানুকম্পিনম্ ।
 অত্র ধন্যঃ কৃতার্থোহস্মি সফলঃ জীবিতঃ মম ।
 তপাংসি সফলান্তেব জাতানি তব দৰ্শনাৎ ॥২৪
 তবামি তব শিষ্যোহহং স্বক সংসারজান্তরাৎ ॥
 যোগ্যতা মম চেদস্মি শিষ্যোহহং ভবিতুং তব
 সৌহৃদগৃহাধ পুত্রস্বৈ রাজানং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 কারয়িত্বা স সন্ন্যাসং দদৌ যোগমমুত্তমম্ ॥২৬
 যন্তং পাণ্ডপতং যোগমমুত্ৰাশ্রমমিতি কৃতম্ ।
 শুভং তং সৰ্ববেদেষু বেদবিদ্বিরনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৭
 অমুগ্রহানুনেস্তস্মৈ সোহপি পাণ্ডপতোহভবৎ ॥
 বেদান্ত্যাসন্নতঃ শাস্তো ভস্মনিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ
 সন্ন্যাসবিধিমাশ্রিত্য শুলীলো মুক্তিমান্ ভবেৎ
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে উত্তানপাদসমুদ্ভূতাদিকথনঃ
 নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

পাইলেন; রাজা, মুনির চরণধূলি বন্দন
 করিয়া, সৰ্বভূতে দায়ানু সেই মুনিকে কৃত-
 ঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আজ আমি ধন্য ও
 কৃতার্থ হইলাম, আমার জীবন সার্থক হইল;
 আপনার দর্শনহেতু তপস্শ্রাও সফল হইল ।
 আপনার শিষ্য হইতে যদি আমার যোগ্যতা
 থাকে ত আমি আপনার শিষ্য হই, আমাকে
 সংসারভীতি হইতে বিমুক্ত করুন । হে মুনি-
 বরগণ! যেতাবতর, রাজাকে পুত্রানুগ্রহ
 প্রদর্শনপূর্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা-
 ইয়া সেই অত্যুত্তম যোগ প্রদান করিলেন,—
 বাহা শেষ-আশ্রম-লভ্য এবং পাণ্ডপত নামে
 অভিহিত । সেই যোগ সৰ্ববেদশুভ, কিন্তু
 বেদভগণের অনুষ্ঠিত । মুনি যেতাবতরের
 অনুগ্রহে রাজা শুলীল ও পাণ্ডপত হইলেন ।
 তিনি বেদান্ত্যাসন্নিত, ভস্মনিষ্ঠ ও জিতেন-
 দ্রিয় হইয়া সন্ন্যাস-বিধি আশ্রয় করাতে
 মুক্তিলভ করিলেন । ২০—২৯ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

স্বয়মুবা সমাদিষ্টঃ পূৰ্ব্বং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।
 প্রজাঃ সৃজতি সর্গাদৌ সসর্জ চ সুরাসুরান্
 প্রজাপতেবীরণশ্চ কণ্ঠাসিকৌতি বিষ্ণুতা ।
 ষষ্টিংদক্ষোহসৃজৎকণ্ঠা অসিক্র্যাংবৈ প্রজাপতিঃ
 দদৌ চ দশ ধর্ম্মায কণ্ঠপায় ত্রয়োদশ ।
 সপ্তবিংশতিং সোমায় চতষোহরিষ্টেনেমিনে ॥৩
 হে চৈব বহুপুত্রায় হে কৃশাশ্বায় ধীমতে ।
 হে চৈবাজিরসে তদ্বদ্ দদৌ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥৪
 সাধ্যা বিশা চ সঙ্করা মুহূর্তা চ অরুদ্বতী ।
 মরুদ্বতী বসুভানুর্লহা জামৌতি তা দশ ॥ ৫
 ধর্ম্মশ্চ পদ্বয়হেতাস্তাসাং সন্ততিক্রচ্যতে ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—ব্রহ্মা, দক্ষ-প্রজা-
 পতিকে ‘প্রজাসৃষ্টি কর’ এই আদেশ করিলে,
 সৃষ্টিপ্রারম্ভে সুরাসুর সৃষ্টি করিলেন ।
 প্রজাপতি বীরণের কণ্ঠা ‘অসিকৌ’ । অসি-
 কৌর গর্ভে দক্ষ-প্রজাপতি ষষ্টি কণ্ঠা সৃষ্টি
 করিলেন । তন্মধ্যে দক্ষ-প্রজাপতি *
 ধর্ম্মকে দশ কণ্ঠা, কণ্ঠপকে ত্রয়োদশ কণ্ঠা,
 চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কণ্ঠা, অরিষ্টেনেমিকে
 চারি কণ্ঠা, বহুপুত্র নামক মুনিকে দুই কণ্ঠা,
 ধীমান্ কৃশাশ্বকে দুই কণ্ঠা এবং অজিরাকে
 দুই কণ্ঠা সম্প্রদান করেন । সাধ্যা, বিশা,
 সঙ্করা, মুহূর্তা, অরুদ্বতী, মরুদ্বতী, বসু,
 ভানু, লহা এবং জামৌ (যামৌ) এই দশজন
 ধর্ম্মপত্নী । তাঁহাদের বংশবিস্তরণ কথিত

* পূর্বে দক্ষ-প্রজাপতির দুইবার জন্মের
 কথা প্রকাশ আছে । অর্থাৎ দক্ষ, প্রথমে
 ব্রহ্মার পুত্র, দ্বিতীয়বারে প্রচেতাগণের
 পুত্র হন । প্রথম জন্মের চতুর্বিংশতি কণ্ঠা
 পূর্বে কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় জন্মের
 বিবরণ এই অধ্যায়ে কথিত হইতেছে ।

* ਸੁਟੇਜ "ਸੁਨਿਸ਼" ਆਠ ਹਫ਼ਤੇ ।

*ଅନିମନ୍ତ ଶିବା ଡାଝିଆ ଡକ୍ତା: ପୁଞ୍ଜେ ଯନୋଜୟ

বিবস্বান্ সবিতা পুৰা অংগমান্ বিষ্ণুরেব চ ।

তুষ্টিতাম্ তে পূৰ্বং চাক্ষুষশাস্ত্রে মনোঃ ।

আদিত্যা অদিতে পুত্রাঃ প্রোক্তা বৈবস্বতে-

হস্তরে ॥ ১৫

পুত্রদ্বয়ং দিতিঃ স্ততে কশ্চপানুনিপুঙ্গবাং ।

হিরণ্যকশিপুস্তেকং হিরণ্যাক্ষমনস্তরম্ ॥ ১৬

হিরণ্যকশিপুর্ঘোহসৌ ব্রহ্মণো বরদার্পিতঃ ।

শক্রাত্মা দেবতাঃ সৰ্বাস্তেন দৈত্যেন বাধিতাঃ

ব্রহ্মাণঃ শরণং গহা প্রোচুঃ প্রাজ্ঞস্যঃ সুরাঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

* দেবদেব জগন্নাথ চতুর্গুণ সুরোত্তম ।

হিরণ্যকেন দৈত্যেন শস্ত্রাশ্রিতঃ স্ফুটিতা বয়ম্ ॥

দারাস্তাপহতাস্তেন বজ্রাদৌস্তায়ুধানি চ ।

জায়ন্তাম্যান্ ভয়ভ্রান্তাঙ্কুরাঃ নাত্তদন্তি নঃ ॥ ১৭

এবং সুরৈর্নিগদিতং শ্রুত্বা চৈব পিতামহঃ ।

দেবৈঃ সহ যযৌ তুর্ণং যত্রাস্তে বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ২০

সংস্তুয় বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরববীৎ কমলাসনঃ ॥ :

ভগ, তুষ্টি, মিত্র, বরুণ, অর্ঘ্যমা, বিবস্বান্, সবিতা, পুৰা, অংগমান্ এবং বিষ্ণু ইহারা চাক্ষুষ মনস্তরে “তুষ্টিতাম্” নামক দেবগণ ছিলেন, তাঁহারা বৈবস্বত মনস্তরে অদিতি-পুত্র হইয়া আদিত্য নামে আখ্যাত হইলেন । দিতি মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্চপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন । হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মবরে দণ্ডিত হইয়া ইল্লাদি দেবগণকে পীড়িত করিল । পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে দেব-দেব জগন্নাথ দেবশ্রেষ্ঠ চতুর্গুণ! হিরণ্য-কশিপু দৈত্য, শত্রু ও অস্ত্র দ্বারা আমাদেরকে বিধ্বস্ত করিয়াছে; আমাদের পত্নী ও বজ্রাদি অস্ত্র হিরণ্যকশিপু হরণ করিয়াছে । ভীতি-প্রভৃত্ত আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন, আমাদের আর রক্ষাকর্তা নাই । ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-গণের সহিত বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিলেন । ব্রহ্মা বিবিধ স্তোত্রে স্তুত করিয়া বিষ্ণুকে বলি-

ব্রহ্মোবাচ ।

হিরণ্যকশিপুর্দেব মন্বরেণাতিগর্ভিতঃ ।

বাধতে সকলান্ দেবান্ মুনীন্ নির্ভূতকন্ধ্যা-

যস্তং হনিষ্যতি কিপ্রং ন তং পশ্যামি মাধব ।

অমেব হস্তা তস্মৈতি মত্বা বয়মুপাগতাঃ ॥ ২৩

হস্তমর্হসি তং শীঘ্রং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৪

শ্রুত্বা নারায়ণো বাক্যমৌরিতং ত্রিদিবৌকসাম্

নরশ্চাক্ষিতম্ কৃত্বা সিংহশ্চাক্ষিতম্ তথা ॥ ২৫

নৃসিংহরূপী ভগবান্ হিরণ্যকশিপোঃ পুরে ।

আবির্ভূত্ব ভগবান্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

মুঞ্চন্ নাদং মহাঘোরমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২৬

হিরণ্যকশিপুদৃষ্ট্বা নৃসিংহমতিভীষণম্ ।

বধায় প্রেষয়ামাস প্রহ্লাদাদীন মহাসুরান্ ॥ ২৭

প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ ।

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥

নরসিংহেন তে সাক্ষিঃ যুযুর্দানবাস্তদা ।

লেন,—দেব! মদীয় বরে গর্ভিত হিরণ্য-কশিপু সকল দেবতা ও নিষ্পাপ মুনিগণকে পীড়িত করিতেছে । হে মাধব! এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি হিরণ্য-কশিপুকে শীঘ্র বধ করিতে পারে । একমাত্র আপনিই তাহাকে বধ করিতে পারেন, ইহা বিবেচনা করিয়া আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি । দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্ত তাহাকে শীঘ্র বধ করুন । ১১-২৪। ভগবান্ নারায়ণ দেব-গণের এই বাক্য শ্রবণে মানবের অর্দ্ধদেহ ও সিংহের অর্দ্ধদেহ অবলম্বনপূর্বক নৃসিংহরূপী হইয়া হিরণ্যকশিপু নগরে আবির্ভূত হইলেন । তখন তিনি অসুর-ভয়াবহ মহাঘোর শক্র করিতে লাগিলেন । হিরণ্যকশিপু অতি ভীষণ নৃসিংহমূর্তি অবলোকন করিয়া তাঁহার বধের জন্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাসুরগণকে প্রেরণ করিলেন । প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ এবং হ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর এই চারি পুত্র । ইহারা সকলেই বিখ্যাত বীর । সেই দৈত্য-গণ নরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-

প্রহ্লাদঃ প্রাহিণোদ্ ব্রাহ্মমন্ত্ৰং তং নরকেশরিম্
বৈষ্ণবাস্তমহুহ্লাদঃ কোমলকণ্ঠ তথাপরঃ ।
প্রাহিণোদ্ধাদ আগ্নেয়ং তথা চান্তে মহাসুরাঃ ॥
চতুর্থাঙ্গাণি সম্প্রাপ্য ভগবন্তং নরকেশরিম্ ।
বহুবুস্তানি ভগ্নানি যথা বজ্রহতা ক্রমাঃ ॥ ৩১
গৃহীত্বা চতুরঃ পুত্রান্ হস্তাভ্যাং নরকেশরিঃ ।
চিক্কেপ গগনান্দ্রুমৌ গৃহীত্বৈবং পুনঃপুনঃ ॥ ৩২
এবং তান্ ব্যাধিতান্ দৃষ্ট্বা হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
জাজ্ঞল্যমানঃ কোপেন যযৌ যত্র নরকেশরিঃ ॥
বিনিবৃন্তোহথ সংগ্রামাৎ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্
ততঃ ।

জ্ঞাত্বা তু ভগবন্তাবং নৃসিংহস্থামিতৌজসঃ ।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং বারয়ামাস দানবান ॥
এব নারায়ণো যোগী পরমাত্মা সনাতনঃ ।
ধ্যাতব্যো ন তু যোদ্ধব্যো ভবন্তিরিতি
নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫

পুত্রোদিতমনাদৃত্য হিরণ্যকশিপুঃ পুনঃ ।
যুধে হিরণ্য সার্কিং যাবদ্বর্ষশতত্রয়ম্ ॥ ৩৬

লেন। নৃসিংহের প্রতি প্রহ্লাদ ব্রহ্মাস্ত্র,
অনুহ্লাদ বৈষ্ণবাস্ত্র, সংহ্লাদ কোমার অস্ত্র, হ্লাদ
আগ্নেয় অস্ত্র ও অন্ত্র মহাসুরেরাও এই সব
অস্ত্র কেপ করিল ; কিন্তু এই চতুর্বিধ অস্ত্রই
ভগবান্ নৃসিংহের অঙ্গস্পর্শ মাত্র বজ্রহত
বৃক্ষরাজির ন্যায় ভগ্ন হইল। তখন নরসিংহ,
হিরণ্যকশিপুর পুত্রচতুষ্টয়কে বাহ্যুগল দ্বারা
গ্রহণ করিয়া বারংবার গগন হইতে ভূতলে
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে
পুত্রগণকে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া স্বয়ং
হিরণ্যকশিপু কোপপ্রজ্বলিত হইয়া নৃসিংহ-
সমীপে অভিযান করিলেন। অনন্তর দৈত্য-
পুত্রব প্রহ্লাদ অমিত্তেজা নৃসিংহকে নারায়ণ
জানিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং
নারায়ণ মনে করিয়া অসুরগণকে যুদ্ধ করিতে
নিষেধ করত বলিলেন,—ইনি সনাতন পর-
মাত্মা যোগী নারায়ণ, ইহাকে ধ্যান করিতে
হয় ; ইহার সহিত আপনারা কদাচ যুদ্ধ করি-
বেন না। পুত্র বার বার একথা বলিলেও

অথ বিশ্বাক্রকো বিষ্ণুঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
নৈথৈবিদারয়ামাস হিরণ্যকশিপুং তদা ॥ ৩৭
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরোক্ত-
শৌনকসংবাদে সুরাসুরমুষ্টিাদিকথনঃ
নামাষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

হতে হিরণ্যকশিপৌ প্রহ্লাদো দৈত্যসন্তমঃ ।
হিরণ্যাক্ষং মহাবাহুং রাজ্যো সমভিযোজয়ৎ ॥
সোহপি দেবান্ রণে জিত্বা স্বর্গাৎ তে বৈ
পলায়িতাঃ ॥ ২

হিরণ্যাক্ষো মহাদেবঃ তপসারাদ্য চাধিকম্ ।
লেভে পুত্রং মহাবাহুং সর্কামরনিষ্পদনম্ ॥ ৩
হিরণ্যাক্ষভয়াদ্দেবাঃ শাস্ত্রিণং শরণং গতাঃ ।

হিরণ্যকশিপু তাহা না শুনিয়া বিষ্ণুর সহিত
তিনশত বৎসর যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিশ্ব-
রূপ বিষ্ণু ক্রোধরক্তনয়ন হইয়া হিরণ্যকশি-
পুকে, নথ দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন * ১২৫—৩৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হিরণ্যকশিপু নিহত
হইলে, তদীয় পুত্র দৈত্যসন্তম প্রহ্লাদ মহা-
বাহু হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।
হিরণ্যাক্ষও দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত
করিলে, দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করি-
লেন। হিরণ্যাক্ষ তপস্তাযোগে মহাদেবকে
অতিশয় আরাধনা করিয়া, সর্কদেবনিষ্পদন

* পুরাণাস্তর-কথিত ও প্রচলিত
প্রহ্লাদ-চরিত্রের সহিত এ অংশ সঙ্গত না
হইলেও কল্পভেদে জানিয়া সঙ্গত করিতে
হইবে।

দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবান্ হিরণ্যাক্ষবধাং বৈ ।
 বারাহং রূপমাশ্রায় হিরণ্যাক্ষো নিহৃদিতঃ ॥ ৫
 হন্তে তস্মিন্ হিরণ্যাক্ষে প্রহ্লাদো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ
 ত্যক্তা ভু তামসীঃ বৃত্তিঃ স্বকীয়ঃ রাজ্যামাহিতঃ
 ততঃ কদাচিদ্ দেবানাং মায়া মোহিতোহভবৎ
 ককন আক্ষণং দৃষ্ট্বা কৃশাক্ষঃ গৃহমাগতম্ ।
 অবজ্ঞামকরোদ্ দৈত্যঃ শপ্তস্তেনাগ্রজন্মনা ॥ ৮
 বলং বশ্ত সমাশ্রিত্য দৈত্য মা মবমম্বসে ।
 ভক্তির্বিনশ্বতু কিপ্রং তব দেবে জনাৰ্দ্দনে ॥ ৯
 ইতি শপ্তা যযৌ বিপঃ স্বাশ্রমং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১০
 অথ দৈত্যপাত্যুক্রমকরোদ্ বিষ্ণুনা সহ ।
 পিতৃবধনম্মুত্যা দেবাশ্চাত্তে বিনির্জিতাঃ ॥ ১১
 অমুগ্রহাদভগবতঃ পূৰ্ব্বমাদ্দৈত্যরাটু পুনঃ ।
 ত্যক্তা মায়াময়ঃ সৰ্বাঃ শাস্তিনঃ শরণং যযৌ ॥
 অতিষিচ্যাক্ষকঃ রাজ্যে যোগযুক্তোহভবৎ শ্রমম্

মহাবল পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। হিরণ্যাক্ষ-
 তয়ে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন।
 ভগবান্ দেবগণকে দেখিয়া, হিরণ্যাক্ষবধের
 অস্ত বরাহরূপ ধারণ করিলেন; অনন্তর
 হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিলেন। হিরণ্যাক্ষ
 নিহত হইলে, বৈষ্ণবোক্তম প্রহ্লাদ তামসবৃত্তি
 পরিত্যাগপূর্বক স্বকীয় রাজ্যে থাকিলেন।
 অনন্তর কোন কালে প্রহ্লাদ দেবমায়ায় মোহিত
 হইয়াছিলেন। (তাহার বিবরণ) কৃশাক্ষ
 কোন আক্ষণ প্রহ্লাদ-গৃহে উপস্থিত হইলে,
 তিনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন। অবজ্ঞাত
 আক্ষণ তাঁহাকে এই অভিসম্পাত প্রদান করি-
 লেন,—দৈত্য! বাহার বল অবলম্বন করিয়া
 ভূমি আমাকে অবজ্ঞা করিলে, সেই জনাৰ্দ্দন
 দেবের প্রতি তোমার ভক্তি যেন বিনষ্ট হয়।
 হে মুনিবরগণ! আক্ষণ এই শাপ দিয়া,
 স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন; অনন্তর
 দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ পিতৃবধ স্মরণ করিয়া,
 বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অস্ত
 দেবগণকে জয় করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর
 পূর্ব অমুগ্রহ পুনর্বার লাভ করিয়া, সমস্ত
 মায়াময় পদার্থ পরিত্যাগ-পুরঃসর বিষ্ণুর

অথ দেবো মহাদেবঃ শরণং সৰ্বদেহিনাম্ ।
 কেনাপি হেতুনা ভিক্শ্যামকরোদ্ভ্রাঙ্কণৈঃ সহ ।
 সংস্থাপ্য মন্দরে দেবীঃ গিরিজাঃ গিরিজাপতিঃ
 সনারায়ণকান্ দেবানকরোৎ পার্শ্বগান্ শিবঃ ।
 স্ত্রীরূপধারিণো দেবাঃ সেবন্তে পার্শ্বতীঃ তদা ।
 সংস্থাপ্য নন্দিপ্রমুখানসংখ্যাতান্ গণেশ্বরান্ ।
 ভৈরবক সমাদিশু নন্দিনঃ স্বারদেশতঃ ॥ ১৭
 এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো মন্দরকাঙ্ক্ষকানুরঃ ।
 আতর্জুনকামঃ সৰ্বাগীঃ তং দৃষ্ট্বা কালভৈরবঃ ।
 তাড়য়ামাস শূলেন পপাত ভূবি মুচ্ছিতঃ ॥ ১৮
 পুনরুত্থায় বেগেন গদামাদায় দৈত্যরাটু ।
 ভৈরবঃ তাড়য়ামাস তথা চান্তান্ গণেশ্বরান্ ॥
 দৃষ্ট্বা তদভূতং যুদ্ধং বিস্মদানবমর্দনঃ ।

শরণাপন্ন হইলেন। ১—১৩। হিরণ্যাক্ষপুত্র
 অক্ষকানুরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, শ্রম-
 যোগাবলম্বন করিলেন। অনন্তর সৰ্বদেহি-
 শরণাদেবদেব মহাদেব কোন কারণে আক্ষণ-
 গণসমভিব্যাহারে ভিক্শ্য প্রবৃত্ত হইলেন, সে
 সময়ে তিনি পার্শ্বতীকে মন্দর-পর্বতে রাখিয়া
 গেলেন এবং নারায়ণাদি দেবগণকে দেবীর
 সমীপে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন; নারায়-
 ণাদি দেবগণ স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া পার্শ্বতীর
 সেবা করিতে লাগিলেন। গিরিজাপতি
 শিব, নন্দিপ্রমুখ অসংখ্য গণনাযক এবং ভৈরব
 নন্দীকে স্বারদেশে থাকিতে আদেশ করিয়া-
 ছিলেন *। এমন সময়ে অক্ষকানুর
 ভবানীহরণাভিলাষে মন্দর-পর্বতে আসিয়া
 উপস্থিত হইল। তদর্শনে কালভৈরব
 তাহাকে শূলতাড়িত করিলেন। অক্ষক
 তাহাতে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।
 দৈত্যরাজ পুনরায় গদা গ্রহণপূর্বক বেগসহ-
 কারে উত্থিত হইয়া, ভৈরব এবং অস্ত গণা-

* “অথবা দেবতারা নন্দী প্রভৃতিকে
 স্বারে থাকিতে আদেশ করিয়া, স্ত্রীমূর্তি অব-
 লম্বনপূর্বক দেবীকে সেবা করিতে লাগি-
 লেন।” এইরূপ অর্থবাদ হইতে পারে।

অমৃচ্ছকৃষ্যো দিব্যাস্তাভিদৈত্যঃ পরাজিতঃ ॥

ততো বধায় ভগবান ক্রোধো মন্দরপর্বতম্ ।

প্রাপ্তো যত্র স্থিতা দেবী দৈতৈঃসহ গণেশ্বরৈঃ

দৃষ্ট্বা বিশেষরং দেবী শীঘ্রং পরময়া মুদা ।

ননাম শিরসা ভক্ত্যা ভর্তৃশরণপঙ্কজম্ ॥ ২২

প্রণম্য দণ্ডবদ্বিক্ষুর্ধদ্রুতং তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩

ঋত্বা তদ্ বিস্মিতো ভূত্বা দেব্যা সহ বরাসনে

উপবিষ্টস্তদা সর্ষে দেবাঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ২৪

অখাশ্মিরন্তরে প্রাপ্তো হিরণ্যনয়নাভূঃ ।

যুযুধে স সুরৈঃ সার্কিং মাতৃভিষ্চ গণৈঃ সহ ॥ ২৫

তেন তে নির্জিতা দেবাঃ শক্রাদ্যাঃ

সহ মাতৃভিঃ ॥ ২৬

যুদ্ধং তদদ্ভুতং দৃষ্ট্বা শার্কী শঙ্করমব্রবীৎ ।

যথাসৌ হস্ততে দৈত্যস্তধোপায়ং কুরু প্রভো ॥

এবং হরৈর্বচঃ ঋত্বা শঙ্করঃ কালভৈরবম্ ॥ ২৮

ধ্যাক্ষদিগকে আশ্বাত করিল । দানব-মর্দন

বিষ্ণু সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিয়া, দিব্য

শক্তি সকল সৃষ্টি করিলেন, অন্ধকাসুর তাহা-

দেরই নিকট পরাজিত হইল । অনন্তর ভগ-

বান্ ক্রোধে দেবী পার্বতী, দেবগণ ও গণাধ্যক্ষ-

গণ সন্নিধানে অন্ধকবধার্থ উপস্থিত হইলেন ।

দেবী, বিশেষরকে দর্শনমাত্র শীঘ্র পরমানন্দে

ভূতললুপ্ত-মস্তকে ভর্তার পাদপদ্মে ভক্তি-

ভরে প্রণাম করিলেন । বিষ্ণু তখন মহা-

দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, বাহা ঘটিয়াছিল

সব বলিলেন ; তৎপ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া,

তিনি দেবীকে সহিত উত্তম আসনে উপবিষ্ট

ধাকিলেন, দেবতারা কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়-

মান রহিলেন । এমন সময়ে হিরণ্যাক্ষনন্দন

অন্ধক আগমন করিয়া, দেবগণ, মাতৃগণ,

এবং প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ কারিতে লাগিল ।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ, মাতৃগণ, সকলেই

তাহার নিকট পরাজিত হইলেন । সেই

অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিয়া বিষ্ণু শিবকে বলি

লেন,—হে প্রভো! এই দৈত্য বাহাতে

বিনষ্ট হয়, তদুপায় করুন । শিব বিষ্ণুর এই

কথা শুনিয়া, বলীধান দৈত্যরাজের বধার্থ

বধায় প্রেষয়ামাস দৈত্যৈশ্চ বলীযসঃ ।

ততঃ স ভৈরবঃ শস্তোঃ শিরস্তাজাং বিধায় চ ।

আদায় সহসা শূলং যযৌ দৈত্যাস্ত সঙ্গরম্ ॥ ২৯

শূলাগ্রেণ বিনির্ভিধ্য ননর্ভ স্বাশ্বলীলয়া ॥ ৩০

শূলাগ্রে স্থাপিতে দৈত্যে ব্রহ্মাদ্যা মুনয়স্তদা ।

অস্তবন্ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈহ্রষ্টো লোকস্তদাভবৎ

অন্ধক উবাচ ।

ননামি মুক্ধা ভগবন্তমেকং

সমাধিতা যং বিদুরীশতত্ত্বম্ ।

পুরাতনং পুণ্যমনন্তরূপং

কালং কবিং যোগবিয়োগহেতুম্ ॥ ৩২

দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং

ততাশবজ্রং জলনার্করূপম্ ।

সহস্রপাদাক্ষিশরোহভিযুক্তং

ভবন্তমেকং প্রণমামি ক্রদ্রম্ ॥ ৩৩

জয়াদিদেবামরপুজিতাত্তে

বিভাগহীনামলতত্ত্বরূপঃ ।

কালভৈরবকে প্রেরণ করিলেন । তখন

কালভৈরব, শিবের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া

শূলগ্রহণপূর্বক অন্ধকযুগে গমন করিলেন ।

অনন্তর তাহাকে তান শূলাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ

করিয়া, আশ্বলীলাবশে নৃত্য কারিতে

লাগলেন । অন্ধকাসুর শূলাগ্রোপরি স্থাপিত

হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ বাবধ স্তোত্র দ্বারা

তাহাকে স্তব করিলেন । লোক সকলেই দৃষ্ট

হইল । ১৪—৩১। (তখন শূলাগ্রস্থিত) অন্ধক

বলিতে লাগিল ;—একাগ্রাচ্যুত হইলে ঈশ্বর-

তত্ত্বরূপ বাহাকে অবগত হওয়া যায়, পুরাতন,

পুণ্য, অনন্তরূপ, যোগবিয়োগহেতু, কবি, কাল-

রূপী অদ্বিতীয় ভগবান্কে ভূতললুপ্ত-শীর্ষে

প্রণাম করি । আকাশে নৃত্যপরায়ণ, অন-

লান্ত, ভাস্ক-কুশাস্ত্র মূর্ত্ত, সহস্রচরণ, সহস্র-

লোচন, সহস্রলীলা, দংষ্ট্রাকরাল রূপরূপী

আপনাকে প্রণাম করি হে দেবপুজিত-

পাদপদ্ম ! আদিদেব ! আপনার জয় হউক ;

আপনার নিশ্চল তত্ত্বরূপ বিভাগবর্জিত,

তুম্যগ্নিরেকো বহুধা বিভজ্যসে
 বাক্তাদিত্তৈদৈরখিলাত্মরূপঃ ॥ ৩৪
 ত্বামেকমাত্ত্বঃ পুরুষঃ পুরাণ-
 মাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ ।
 ত্বং পশুসীদং পরিপাস্তজস্যঃ
 তুমস্তকো যোগগণাভিজুষ্টঃ ॥ ৩৫
 একান্তরাত্রা বহুধা নিবিষ্টো
 দেহেষু দেহাদিবিশেষহীনঃ ।
 ত্বমান্তত্বং পরমার্থশব্দঃ
 ভবন্তমাত্ত্বঃ শিবমেব কেচিৎ ॥ ৩৬
 ত্বমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পবিত্র-
 মানন্দরূপং প্রণবাভিধানম্ ।
 ত্বমীশ্বরো বেদবিদেষু সিদ্ধঃ
 স্বাবজ্জবোহশেষাবিশেষহীনঃ ।
 তুমিল্লরূপো বরুণাগ্নিরূপো
 হংসঃ প্রাণো মৃত্যুরন্নাধিযজ্ঞঃ ।
 প্রজাপতির্ভগবানেকরূপো
 নীলগ্রীবঃ সূর্যসে বেদবিদ্বিৎ ॥ ৩৮
 নারায়ণস্ত্বং জগতামনাতিঃ
 পিতামহস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

কিন্তু এক অগ্নি যেমন প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি
 ব্যবহারভেদে বিভক্ত, সেইরূপ অখিলাত্মরূপী
 আপনিও বিভক্ত । (জ্ঞানিগণ) আপনাকে
 তেজোময়, তমোতীত, একমাত্র পুরাণপুরুষ
 বলিয়া থাকেন । আপনি এই জগতের জুষ্টা,
 সত্যত রক্ষাকর্তা এবং সংহারকর্তা ; যোগিগণ
 আপনার সেবক । আপনি বহুপ্রকার দেহে
 সন্নিবিষ্ট এক অন্তরাত্মা ; দেহাদি বিশেষধর্ম
 আপনার কিছুই নাই । পরমার্থ-পদবাচ্য আত্ম-
 তত্ত্বরূপ আপনাকে কেহ কেহ শিব নামে
 নির্দেশ করেন ! আপনি পবিত্র আনন্দরূপ
 অক্ষর গরভ্রহ্ম ; প্রণব আপনার বাচক ।
 বেদজ্ঞগণ-সকালে আপনি অশেষ-বিশেষ-
 হীন স্বায়ত্ত্বের ঈশ্বররূপে সিদ্ধ । হে নীল-
 ! আপনি একরূপ হইলেও ইন্দ্র,
 অগ্নি, বরুণ, হংস, প্রাণ, মৃত্যু, অন্ন, অধিযজ্ঞ
 এবং ভগবান্ প্রজাপতি বলিয়া বেদজ্ঞগণের
 ভক্তি বিষয় হইয়া থাকেন । আপনি জগ-

বেদান্তগুহোপনিষৎসু গীতঃ
 সদাশিবস্ত্বং পরমেশ্বরোহসি ॥ ৩৯
 নমঃ পরস্তাৎ তমসঃ পরমৈশ্ব
 পরাত্মনে পঞ্চপরাস্তরায়ঃ ।
 ত্রিমূর্ত্যতীতায় নিরঞ্জনায়
 সহস্রশক্ত্যাসনসংস্থিতায় ॥ ৪০
 ত্রিমূর্ত্যেহনন্তপরাত্মমূর্ত্যে
 জগন্নিবাসায় জগন্ময়ায় ।
 নমো ললাটার্পিতলোচনায়
 নমো জনানাং হৃদিসংস্থিতায় ॥ ৪১
 কণীন্দ্রহারায় নমোহস্ত তুভ্যঃ
 মুনীন্দ্রসিদ্ধাচ্চিত পাদপদ্ম ।
 ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিতায়
 নমঃ পরস্তায় ভবোদ্ভবায় ॥ ৪২
 সহস্রচন্দ্রার্কসমূহমূর্ত্যে
 নমোহগ্নি-চন্দ্রার্কত্রিলোচনায় ।

তের মধ্যে অনাদি নারায়ণ, আপনি পিতামহ
 (ব্রহ্মা), প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক),
 আপনি বেদান্তগুহ-উপনিষদগীত পরমেশ্বর
 সদাশিব । আপনি পরাৎপর, তমঃপর,
 পরমাত্মা, পঞ্চপরাস্তর, * ত্রিমূর্তি অতীত,
 নিরঞ্জন, সহস্রশক্ত্যাসনস্থিত ; আপনাকে
 নমস্কার । আপনি ত্রিমূর্তি, অনন্তমূর্তি,
 পরমাত্মমূর্তি ; আপনি জগন্নিবাস, জগন্ময় ;
 আপনি ললাটেন্দ্র ও সর্বজনের হৃদয়া-
 বস্থিত ; আপনাকে নমস্কার । হে মুনীন্দ্র-
 সিদ্ধগণ-পূজিত-পাদপদ্ম ৩২—৪১। আপনি
 কণিদরহারধারী, ঐশ্বর্য্য-ধর্ম্মাসন-সংস্থিত,
 পরাৎপর, ভবোদ্ভব, আপনাকে নমস্কার । হে

* পঞ্চপর প্রণব—অ—উ—ম—নাদ-বিন্দু ;
 এই পঞ্চ অংশাত্মক বলিয়া প্রণবকে ‘পঞ্চ
 পর’ বলা যায় । শিবপুরাণাদিতে ইহার
 বিশেষ প্রমাণ আছে । প্রণব-বোধ্য বা
 প্রণবসার—পঞ্চপরাস্তর পদের অর্থ । ‘নমঃ
 শিবায়’ মন্ত্রকেও ‘পঞ্চ’ বলা যাইতে পারে ।
 ‘নমঃ শিবায়’ মন্ত্র-প্রকাশ্য বা পঞ্চভূতরূপী
 ইত্যাদি অর্থও উক্ত পদের হইতে পারে ।

নমোহং সোমায়নমধ্যমায়

নমোহং দেবায় হিরণ্যবাহবে ॥ ৪৩

নমোহতিগুহায় গুহাস্তরায়

বেদাস্তবিজ্ঞান-বিনিশ্চিতায় ।

ত্রিকালহীনামলধামধায়ে

নমো মহেশায় নমঃ শিবায় ॥ ৪৪

স্তবেনানেন ভগবান প্রীতো ভূত্বাথ ভৈরবঃ ।

অবরোহ চ শূলাগ্রাত্বাচ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৫

কুয়াহং স্তোত্রবর্ষণে তোষিতো দৈত্যপুঙ্গব ।

প্রীতোহস্মি তব দাস্তামি গাণপত্যং হি ত্বলভম্

নন্দীশ্বরসমো বৎস ভৃঙ্গী নাম গণো ভব ॥ ৪৬

এবং লক্শবরো দৈত্যঃ কোটিশ্রুধ্যসমপ্রভঃ ।

নীলকণ্ঠস্বিনেত্রশ্চ বৃষকেতুর্জটাধরঃ ॥ ৪৭

তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্বা হর্ষনিভরমানসঃ ।

সোম ! (উমাসহচর) হে অয়নমধ্যমায় !

(ঐহার প্রাপ্তিপথ মধ্যে মায়া অন্তরায়-

রূপে বিরাজমানা * আপনি সহস্র-

চক্র শ্রুধ্যসমুহমূর্তি, শাশপাবক-দিনকর-রূপ-

নয়নত্রয়সম্পন্ন এবং হিরণ্যবাহু; আপনাকে

নমস্কার । অতি গুহ্য, গুহ্যশয়, বেদাস্তজ্ঞান-

নির্গীত, কালপরিচ্ছেদশূন্য, নিশ্চলতেজো-

নিলয় মহেশ্বর শিবকে নমস্কার । ভগবান্

পরমেশ্বর ভৈরব এই স্তবে প্রীত হইয়া শূলাগ্র

হইতে অঙ্ককাসুরকে অবতরণ করাইয়া

বলিলেন,—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ ! তোমার স্তব-

রাজ্যে আমি সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করিয়াছি,

তোমাকে ত্বলভ গাণপত্যপদ প্রদান করি-

তেছি । হে বৎস ! তুমি ভৃঙ্গী নামে

খ্যাত, নন্দীশ্বরের সমান অনূচর হইলে ।

এই প্রকার বর লাভ করিয়া দৈত্যশ্রেষ্ঠ,

কোটিশ্রুধ্যসমপ্রভ, নীলকণ্ঠ, ত্রিনয়ন, বৃষধ্বজ

এবং জটাধর হইলেন । দেবগণ ভৈরব-

সমীপস্থ গণরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া

* হে সোমায়ন ! (চন্দ্রশেখর) আপনি

মধ্যম, আপনাকে নমস্কার ! ইত্যাদি নানা

অর্থ এই অংশের হইতে পারে । তথাপি

এ পাঠ প্রকৃত কিনা সন্দেহ ।

ভূত্বগুণরাজঃ তং ভৈরবস্ত সমীপগম্ ॥ ৪৮

অথ শস্তোঃ সমীপস্থাঃ দেবীঃ বিশ্বেশ্বরীঃ শিবায়

সংস্কৃত্য সর্বাভাবেণ শরণাগতবৎসলাম্ ॥ ৪৯

পুত্রস্বৈ জগৃহে দৈত্যঃ প্রীতেন মনসা শিবা ॥ ৫০

ততোহুজ্জাঃ মহেশস্ত লঙ্কাসৌ কালভৈরবঃ ।

মাতৃভিঃ সহ বিশ্বাত্মা পাতালে স্বপুত্রং যযৌ ।

বিষ্ণোর্ভগবতৌ মূর্তিধ্বজাস্তে তামসৌ পরা ॥ ৫১

অথ তাং ভৈরবো দৃষ্ট্বা মুদা তাং পরিষমজে ।

একৈব মূর্তিরভবৎ তয়োর্ভৈরবশাস্ত্রিণোঃ ॥ ৫২

কালায়িভৈরবো যোহসৌ স এব নৃহরিঃ স্বয়ম্

ভগবান্ নৃহরিষোহসৌ স এব কিল ভৈরবঃ

নৃহরেঃ পূজনান্ননং প্রীতো ভবতি ভৈরবঃ ।

পূজনাষ্টৈরবশ্চৈব নৃহরিঃ পূজিতো ভবেৎ ।

যো পশুতি তয়োর্ভেদং মায়া মোহিতা জনাঃ

নিরয়ে তে বিপচ্যন্তে যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৫৫

তস্মাৎ পূজ্যা সদা মূর্তৌ ক্রদনারায়ণাঙ্ঘিকা ।

প্রীতা ভূত্বা ভগবতৌ ভবত্যজ্ঞানহারিণী ॥ ৫৬

এবং সজ্জপতঃ প্রোক্তো ময়া ককবধো দ্বিজাঃ

সকলেই আনন্দিত হইলেন । অনন্তর

গণরূপী অঙ্কক, শিবপার্শ্ববর্তিনী শরণাগত-

বৎসলা শিবা দেবী বিশ্বেশ্বরীকে সর্বাভাবের

স্তব করিলেন, শিবা প্রীতমনে সেই অশুরকে

পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন । অনন্তর সেই

কালভৈরব মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া

মতৃগণসমভিব্যাহারে পাতালে—যথায় ভগ-

বান্ বিষ্ণুর তামসী নৃসিংহমূর্তি বিরাজিত,

সেই স্থানে—নিজ নগরে গমন করিলেন ।

ভৈরব সেই মূর্তি দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন

করিলেন । তখন সেই ভৈরব ও বিষ্ণুর এক

মূর্তি হইয়া গেল । যিনি কালায়িভৈরব,

তিনিই নৃসিংহ; আর যিনি ভগবান্ নৃসিংহ,

তিনিই কালভৈরব । নৃসিংহপূজায় ভৈরব

এবং ভৈরবপূজায় নৃসিংহ প্রীত হন; যে

মায়ামূঢ় ব্যক্তি ভৈরব ও নৃসিংহের ভেদজ্ঞান

করে, তাহার প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ হয় ।

অতএব ক্রদ-নারায়ণরূপিণী ভগবন্মূর্তি অরুণ

পূজ্যা; প্রীত হইলে তিনি অজ্ঞান নাশ

করিয়া থাকেন । হে দ্বিজগণ ! আমি স-

প্রার্থ্যাবো তৈরবস্ত তন্ত চৈব পরাক্রমঃ ॥৫৭
ইমং যঃ পঠতেহধ্যায়ং মহাদেবস্ত সন্নিধৌ ।
সৰ্বপাপবিনিৰ্মুক্তঃ শিবস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ৫৮
ইতি ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্তুত-
শৌনকসংবাদে হিরণ্যাক্ষবধাদিকথনং
নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্তুত উবাচ ।

হিরণ্যাক্ষিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো দৈত্যসত্তমঃ ।
অন্ধকে নিহতে দৈত্যে তত্র রাজ্যে স্থিতঃ স্বয়ম্
কুত্বা স সূচিরং কালং রাজ্যং পরমধার্মিকঃ ।
রাজ্যে বিরক্তো মতিমান্ শমাদিগুণসংযুতঃ ॥
রাজ্যে মতিমতাং শ্রেষ্ঠো হৃতিবিচ্য বিরোচনম্
তপোবনং গতঃ সৌম্য বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৩
বিরোচনস্ত নিহতো দেবদেবেন চক্রিণা ।
বলিস্তস্তাভবৎ পুত্রো দৈত্যো ধৰ্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪

কেপে অন্ধকানুস্রবধ, তৈরবের প্রার্থ্যাব
ও পরাক্রম এই কীর্তন করিলাম । যে
ব্যক্তি মহাদেবসমীপে এই অধ্যায় পাঠ করে,
সে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া শিবআনুচর্য্য লাভ
করে । ৪২—৫৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

স্তুত বলিলেন,—হিরণ্যাক্ষিপুত্র পুত্র
দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদ, অন্ধক-দৈত্য নিহত হইলে
দৈত্যরাজ্যে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন । বহু-
কাল রাজ্যভোগের পর নিত্যানিত্য-বস্ত-
বিবেক বশতঃ পরম ধার্মিক প্রহ্লাদের রাজ্য-
বৈরাগ্য হইল ; তখন শমাদিগুণসম্পন্ন
বাসুদেব-পরায়ণ জ্ঞানিখেষ্ঠ রাজা, বিরো-
চনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, তপোবনে
গমন করিলেন । দেবদেব চক্রপাণি

বদ্ধা নীতঃ স পাতালং দেবদেবেন চক্রিণা ॥৫
বাণাসুরস্তস্ত স্তুতো ভীক্তো বিবেকরে শিবো
দত্তঃ ভগবতা তন্মৈ গণেশত্যাগমুত্তমম্ ॥৬
তারশ্চ শমরশ্চৈব কপিলঃ শঙ্করস্তথা ।
স্বৰ্ভানুর্ঘষপৰ্ব্বা চ বাণশ্চৈতে স্তুতা দ্বিজাঃ ॥৭
কশ্চপাৎ সুরসা জজ্ঞে খেচরান্মুনিপুঙ্গবাঃ ।
অনস্তাভাঃ কাড্রবেয়া কণিনো বলবত্তরাঃ ॥৮
গন্ধৰ্বান জনয়ামাস তথারিষ্টো তু কশ্চপাৎ ।
বিনতা জনয়ামাস বিখ্যাতো গন্ধড়াকপৌ ।
পঞ্চাদীন্ স্বাবরাস্তাংশ্চ তথাক্তাঃ সুবুর্ধ্বিজাঃ ॥৯
স্বাবরান্ জজ্ঞমাংশ্চৈব সমুৎপাদ্যাথ কশ্চপঃ ।
পুনঃ সন্তানবৃদ্ধার্থং ততাপ পরমং তপঃ ॥১০

বিরোচনকে নিহত করিলেন । তাঁহার
পুত্র ধৰ্ম্মপরায়ণ বলি । চক্রপাণিই
তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পাতালে লইয়া যান ।
তাঁহার পুত্র বাণাসুর, বিবেকর শিবের
ভক্ত ছিলেন ; ভগবান্ শিব, তাঁহাকে
অত্যুত্তম গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন ।
হে দ্বিজগণ ! ভার, শমর, কপিল, শঙ্কর,
স্বৰ্ভানু ও ঘষপৰ্ব্বা ইহারা দম্বর * পুত্র ।
হে মুনিবরগণ ! সুরসা কশ্চপের ঔরসে
খেচর সর্পগণকে উৎপাদন করেন । অনন্ত
প্রভৃতি অতি বলবান্ কণিগণ কজর পুত্র ।
১—৮। অরিষ্টো কশ্চপের ঔরসে গন্ধৰ্বগণকে
উৎপাদন করেন । বিনতা বিখ্যাত গন্ধড়
এবং অকপের জননী । যক্ষ ও রাক্ষসগণ
স্বধার (স্বসার) সন্তান ; অপ্সরোগণ মুনির
সন্তান † । হে দ্বিজগণ ! কশ্চপের অন্ত্যস্ত

* মূলে “বাণশ্চৈতে” আছে । কিন্তু
“দনোরেতে” হইলে পুরাণান্তর-বিরোধ-
পরিহার ও সুসঙ্গতি হয় ।

† “স্বসাং (ধা) তু যক্ষরক্ষাংস মুনিরপ্স-
রসন্তথা ।” বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ ।

মূলে এই অংশ যোজিত হইবে । বিষ্ণু-
মূলে কশ্চপপত্নীগণের মধ্যে “স্বধা” নামী

তপঃপ্রভাবাৎ সন্ততো বৎসরশাসিতঃ স্তুতো
নৈঋবো বৎসরাজ্জাতো রৈত্যাশ্চৈব মহামতিঃ
সুমেধা সুবুবে পুত্রান নৈঋবাৎ কুণ্ডপারিণঃ ।
অসিতাদেকপর্ণায়াঃ সমভূদেবলো মুনিঃ ॥১২
আরাধ্য দেবলঃ শস্তুঃ পরাঃ সিদ্ধিমবাপ্তবান্ ।
শাণ্ডিল্যো দেবলাজ্জাত এতেহপত্যাস্ত কাশ্চপাঃ
ভৃগুবিদম্ভ রাজর্ষিঃ কন্তামিলবিলাভিধাম্ ।
পুলস্ত্যায় দদৌ তস্তাং বিশ্ববাঃ সমজায়ত ॥১৪
পুষ্পোৎকটা তথা বাকা কৈকসী দেববর্ণিনী ।
চতস্রঃ পত্নয়স্তস্মৈ পৌলস্ত্যাস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৫
কুবেরো দেববর্ণিতাঃ কৈকস্তাঃ রাবণস্তথা ।
কুন্তকর্ণঃ শূর্ণগথা তথৈব চ বিভীষণঃ ॥ ১৬

পত্নী হইতে পশু গাদি স্থাবর পর্যন্ত প্রাণী
সকল উৎপন্ন হইল । কশ্চপ এইরূপে স্থাবর
জঙ্গম উৎপাদন করিয়া, পুনর্বার প্রজাবৃদ্ধির
জন্ত পরম তপস্বী করিতে লাগিলেন ।
তপঃপ্রভাবে কশ্চপের বৎসর ও অসিত
নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইলেন । বৎসরের
পুত্র নৈঋব এবং মহামতি রৈত্যা । নৈঋবের
ঔরসে সুমেধা ‘কুণ্ডপায়ী’ নামক পুত্রগণকে
উৎপাদন করিলেন । অসিতের ঔরসে এক-
পর্ণার গর্ভে দেবল মুনি উৎপন্ন হইলেন ।
দেবল শিবকে আরাধনা করিয়া, পরম সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইলেন । দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্য ।
এই হইল কশ্চপবংশ । রাজর্ষি ভৃগুবিদু,
ইলবিলা নাম্নী কন্তা পুলস্ত্যকে দান করিলেন
পুলস্ত্যের ঔরসে ইলবিলার গর্ভে বিশ্ববার
উৎপত্তি । মহাত্মা পুলস্ত্য-তনয়ের চারি
পত্নী—পুষ্পোৎকটা, বাকা, কৈকসী এবং
দেববর্ণিনী । কুবের, দেববর্ণিনীর গর্ভে ;
রাবণ, কুন্তকর্ণ, শূর্ণগথা এবং বিভীষণ কৈক-
সীর গর্ভে ; মহোদর, প্রহস্ত এবং মহাপার্ষ-
এই তিন পুত্র এবং কুন্তীনসী-নাম্নী কন্তা

পত্নীর কথা আছে ; যথা ও যস্য এই
জনেরই নাম । অথবা লিপিকল্পপ্রমানে
বর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে ।

পুষ্পোৎকটায়ামভবঃশ্রয়ঃ পুত্রাশ্চ কন্তকাঃ ।
মহোদরঃ প্রহস্তশ্চ মহাপার্ষস্তথাপরঃ ।
তথা কুন্তনসী কন্তা তস্ত বিশ্ববসো বিজাঃ ॥১৭
ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিহাজ্জিহ্বা মহাবলঃ ।
বাকারামভবন পুত্রা রাক্ষসাঃ কুরকর্ষিণঃ ॥১৮
ভূতা যুগাঃ পিশাচাশ্চ সর্পে বৈ দংষ্টিগণস্তথা ।
পৌলস্ত্যা ইতি তে সর্পে মরীচেঃ কশ্চপঃ স্তুতঃ
ভৃগোঃ সকাশাদভবচ্ছক্রে দৈত্যাকর্ষহান্ ।
প্রাপ্তা সঞ্জীবিনী বিজা যেন শুক্রেণ ধীমতা ॥
মহাদেবঃ সমায়াধ্য পুরা বদরিকাক্ষম ।
জরামরণনির্মুক্তো বজ্রকায়ে মহাত্মনঃ ।
যোগাচার্য্য ইতি খ্যাতঃ প্রসাদাদিগিরিজাপতেঃ
অনন্তয়া তু সুবুবে ক্রমাৎ পুত্রদ্বয়ং বিজাঃ ।
দস্তাত্রেয়ঃ চন্দ্রমসং তথা তুর্কাসসং মুনিম্ ॥২২
আত্রেয়া ইতি তে খ্যাতা নিরপত্যস্তথা ক্রতুঃ
বসিষ্ঠায় দদৌ কন্তাং নারদো মুনিপুত্রবাঃ ।
অরুদ্বতীমরুদ্বত্যাং শক্তিন্ৰীম বকুব হ ॥২৪
শক্রেঃ পরাশরস্তম্মাৎ ককটৈপায়নো মুনিঃ ।

পুষ্পোৎকটার গর্ভে বিশ্ববার ঔরসে উৎপন্ন ।
হে বিজগণ ! ত্রিশিরা, দূষণ এবং মহাবল
বিহাজ্জিহ্বা নামক কুরকর্ষী রাক্ষস পুত্রদ্বয়
বাকাগর্ভে সন্তত । ভূত, যুগ, পিশাচ
ও দংষ্টিগণ পুলস্ত্যবংশসন্তত । কশ্চপ
মরীচির পুত্র । দৈত্যাকর্ষ বিখ্যাত শুক্রে
ভৃগু হইতে উৎপন্ন । এই ধীমান শুক্রে
পূর্বকালে বদরিকাক্ষমে শিবারাধনা করিয়া
সঞ্জীবিনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাহাতেই
সেই মহামুনি জরামরণ-মুক্ত বজ্র-দৃঢ়-দেহ
হইয়াছেন । আর পার্শ্বতীপতির প্রসাদে
যোগাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়াছেন । ১—২১ ।
হে বিজগণ ! অনন্তয়া ক্রমে এই পুত্রদ্বয়
প্রসব করেন,—দস্তাত্রেয়, চন্দ্রমা এবং তুর্কাসা
মুনি । ইহার আত্রেয় (অত্রিপুত্র) বলিয়াই
বিখ্যাত । ক্রতু নিঃসন্তান । হে মুনিপুত্রব-
গণ নারদ অরুদ্বতী নাম্নী কন্তা বসিষ্ঠকে
দান করেন, অরুদ্বতীগর্ভে শক্তির উৎপত্তি ;
পরাশর শক্তির পুত্র, ককটৈপায়ন পরাশর-

দৈপায়নাক্ষকে জজ্ঞে পঞ্চ পুত্রাঃ শুকস্ত তে
 তুরিষবাঃ প্রভুঃ শত্ৰুঃ কুরুগৌরচ পঞ্চমঃ ।
 কন্তা কীৰ্ত্তিমতী নাম বংশা এতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 কন্তপাদিতিলেভে ভাক্ষরং তেজসাধিকম্ ।
 সংজা রাজ্যী প্রভা ছায়া ভানোৰ্ভাৰ্ঘ্যাঃ

স্মৃতাঙ্কিমাঃ ॥ ২৭

স্মৃতে সূৰ্য্যায়মুঃ সংজা যন্ত বংশেহতবন নৃপাঃ
 যমক যমুনাকৈব রাজ্যী রেবতমেব চ ॥ ২৮
 প্রভা প্রভাতমাদিত্যাচ্ছায়া সাবর্ণিমেব চ ।
 শনিঞ্চ তপতাকৈব বিষ্ণিকৈব যথাক্রমম্ ॥ ২৯
 ইক্ষাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্ষাতিরেব চ ।
 নরিস্যন্তশ্চ নাভাগো হরিশ্চৈব ককুৎস্থথা ॥ ৩০
 বৃষধ্বজো মহাতেজা নব বৈবস্বতাঃ সমাঃ ।
 ইলা জ্যেষ্ঠা বরিশ্চৈব চ কন্তা এতান্নয়ঃ স্মৃতা ॥
 ইক্ষাকোশ্চাতবৎ পুত্রো বিকুক্কিরিতি বিজ্ঞতঃ
 তন্ত পুত্রশতস্যাসীৎ ককুৎস্থো জ্যেষ্ঠ ঈরিতঃ
 তস্মাৎ সূর্যোধনো জজ্ঞে পৃথুস্তন্ত

স্মৃতোহতবৎ ।

নন্দন । দৈপায়নের পুত্র, শুক ; শুকের
 পঞ্চ পুত্র ও এক কন্তা । তুরিষবা, প্রভু,
 শত্ৰু, কুরু এবং গৌর । কন্তার নাম
 কীৰ্ত্তিমতী । এই বংশ কীৰ্ত্তিত হইল ।
 অদिति, কন্তপ হইতে অতিতেজা সূর্য্যকে
 পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন । সংজা, রাজ্যী, প্রভা
 এবং ছায়া সূর্য্যের এই চারি পত্নী । সংজা
 সূর্য্য হইতে (বৈবস্বত) মনুকে উৎপাদন
 করেন ; এই বংশে রাজগণের জন্ম হয় ।
 যম এবং যমুনাও সংজাসমুত । রেবত
 রাজ্যীর গর্ভে উৎপন্ন । সূর্য্যের ঔরসে
 প্রভা, প্রভাতকে এবং ছায়া সাবর্ণি মনু,
 শনি, তপতী ও বিষ্ণিকে ক্রমে উৎপাদন
 করিলেন । ইক্ষাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্ষাতি,
 নরিস্যন্ত, নাভাগ, অরিশ্চৈব, ককুৎস্থ এবং মহা-
 তেজা বৃষধ্বজ এই নয় জন বৈবস্বত মনুর
 সমভগসম্পন্ন পুত্র, আর ইলা, জ্যেষ্ঠা এবং
 বরিশ্চৈব এই তিন কন্তা । ইক্ষাকুর পুত্র
 বিকুক্কি । বিকুক্কির শত পুত্র ; জ্যেষ্ঠ ককু-

বিষকস্তন্ত পুত্রোহুৎসদমকস্তন্ত বৈ স্মৃতঃ ॥ ৩৩

তস্মাচ্ছর্ষাতিরতবদ্যুবনাশ্চ তৎস্মৃতঃ ।

শ্রাবস্তিস্তন্ত পুত্রোহুৎসদ্যুবন্তী যেন নির্মিতা ॥

তস্মাৎ কুবলয়ঃ খ্যাতো ধুকুমারিস্ততোহতবৎ

ধুকুমারেশ্বয়ঃ পুত্রা দৃঢ়াশ্বাতা মহোন্নয়ঃ ॥ ৩৫

দৃঢ়াশ্বস্ত চ দায়াদো হরিশ্চন্দ্রস্ততোহতবৎ ।

রোহিতস্তন্ত পুত্রোহুৎসদ্যোহিতশ্চাপি

তৎস্মৃতঃ ।

ধুকুমারাদুৎস পুত্রো ধুকোঃ পুত্রো বভূবতুঃ ॥

সুদেবো বিজয়শ্চৈব কুরুকো বিজয়াৎ স্মৃতঃ ।

বুকোহুৎস কুরুকাজ্জজ্ঞে তস্মাদ্বাহরভূৎ স্মৃতঃ ॥

সগরস্তন্ত পুত্রোহুৎস পৌলস্ত্যাতঃশ্যমান স্মৃতঃ

তন্ত পুত্রো দিলীপস্ত তস্মাজ্জজ্ঞে ভগীরথঃ ॥ ৩৮

ঐতোহুৎস তপসা শমুর্দদৌ বরমনুভূতমম্ ।

গঙ্গাং বতার শিরসা রক্ষার্থং জগতাং হরঃ ।

দশাযুতানাং বর্ষাণি দ্বিসহস্রং শতদ্বয়ম্ ॥ ৩৯

৩৪ । ককুৎস্থের পুত্র সূর্যোধন, সূর্যোধনের
 পুত্র পৃথু, পৃথুপুত্র বিশ্বক, বিশ্বকের পুত্র
 দমক । শর্ষাতি দমক হইতে উৎপন্ন,
 শর্ষাতিপুত্র যুবনাশ, যুবনাশ পুত্র শ্রাবস্তি ;
 শ্রাবস্তী নগরী ইহার নির্মিত । শ্রাবস্তিপুত্র
 কুবলয়, তাঁহার পুত্র ধুকুমারি, ধুকু-
 মারির দৃঢ়াশ্ব প্রভৃতি তিন মহাতেজা
 পুত্র । দৃঢ়াশ্ব-সন্তান হরিশ্চন্দ্র । হরিশ্চন্দ্র-
 পুত্র রোহিত, রোহিতপুত্র হরিত, * হরিত-
 পুত্র ধুকু, ধুকুর দুইপুত্র—সুদেব এবং বিজয় ।
 বিজয়পুত্র কুরুক, বুক কুরুকের পুত্র ; বুকপুত্র
 বাহু, বাহুর পুত্র সগর, সগরের পৌত্র
 অংশুমান (পুত্রগণ রাজ্য প্রাপ্ত না হও-
 যাতে পৌত্রের উল্লেখ আছে), তাঁহার পুত্র
 দিলীপ, দিলীপপুত্র ভগীরথ ॥ ২২—৩৮ ॥ শিব,
 ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হইয়া অত্যাশ্রয়
 বর প্রদান করেন, তাহাতে ৬ গৎ-রক্ষার্থ,
 দশাযুত দুইহাজার দুই শত বৎসর মনুকে

* ‘পুত্রোহুৎসদ্যোহিতশ্চাপি তৎস্মৃতঃ’
 দুলের পাঠ হইবে ।

মহাদেবাবধরং লক্ষ্মী রাজ্যং কুত্বা ভগীরথঃ ।
 বিরক্তো রাজ্যভোগেভ্যো বিশ্বং মতেন্দ্রজালবৎ
 জাবালং সমনুপ্রাপ্য যতজ্জ্ঞানং শিবায় কুম্ ।
 যুনেরনুগ্রহাঙ্গক্কা পরাং সিকিঃ গতৌ নৃপঃ ॥৪১
 ক্ষতস্তস্তাত্তবৎ পুত্রো নাভাগস্তৎসুতোহভবৎ
 সিন্ধুদ্বীপস্ততো জজ্ঞে অযুতায়ুস্ততোহবৎ ॥৪২
 ঋতুপর্ণস্তৎপুত্রঃ সুধামা তৎসুতোহভবৎ ।
 যতৈশ্চ দত্তং ভগবতা গাণপত্যমনুত্তমম্ ॥৪৩
 কন্যাষপাদস্তৎপুত্রঃ ক্ষেত্রজস্তৎসুতোহশ্বকঃ ।
 ঋষের্বসিষ্ঠাদিপ্রেস্ণানকুলস্তৎসুতোহভবৎ ॥৪৪
 নকুলস্তাত্তবৎ পুত্রো নাম্না শতরথো নৃপঃ ।
 অভূদিলবিলস্তস্মাদবুদ্ধশর্ম্মা ততোহভবৎ ॥৪৫
 তস্মাদ্বিশ্বসহো নাম খট্টাকস্তৎসুতোহভবৎ ।
 দীর্ঘবাহুস্ততো জজ্ঞে রঘুস্তাত্তবৎ সূতঃ ॥৪৬
 রঘোরজন্তু বিখ্যাতো রাজা দশরথশ্চতঃ ।
 তস্মা পুত্রাশ্চ চত্বারো ধর্ম্মজ্ঞা লোকবিশ্রুতাঃ ॥৪৭
 রামোহথ ভরতশ্চৈব তৃতীয়ো লক্ষ্মণঃ স্মৃতঃ ।

লক্ষ্মী ধারণ করেন । ভগীরথ শিববর-
 নাগপুর পর রাজত্ব করিয়া জগৎকে ইন্দ্রজাল
 বৎ মনে করিয়া রাজ্যভোগ হইতে বিরক্ত
 হইলেন । তখন তিনি জাবালমুনির প্রপন্ন
 ইয়া তাঁহার অনুগ্রহে অত্যুত্তম শিবজ্ঞান
 প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার পরমা
 সিকি প্রাপ্ত হইল । ভগীরথ পুত্র ক্ষত, ক্ষত-
 পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধু-
 দ্বীপ হইতে অযুতায়ুর জন্ম । অযুতায়ুর
 পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুধামা ;—ভগ-
 বান্ শিব এই সুধামাকে অত্যুত্তম গাণপত্য
 দি প্রদান করিবেন । সুধামার পুত্র কন্যাষ-
 পাদ, কন্যাষপাদের ক্ষেত্রজ পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি-
 ভূত অশ্বক । অশ্বকপুত্র নকুল, নকুলের
 পুত্র রাজা শতরথ । শতরথের পুত্র ইন্দ্ৰ-
 বন, বুদ্ধশর্ম্মা তাঁহা হইতে উৎপন্ন । বিশ্বসহ
 কশর্ম্মা হইতে উৎপন্ন ; খট্টাক তাঁহার পুত্র,
 খট্টাকের পুত্র দীর্ঘবাহু, রঘু দীর্ঘবাহুর পুত্র,
 রঘুর পুত্র ; রাজা দশরথ অজ হইতে
 উৎপন্ন । তাঁহার লোকবিশ্রুত ধর্ম্মজ্ঞ চারি

চতুর্ধৈব শক্রয়ো রামো নারায়ণঃ শ্রবন্ ।
 ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্করো মহাদেবপরায়ণঃ ॥৪৮
 সীতা তস্তাত্তবত্যায়া পার্শ্বত্যাংশমুত্তবা ।
 জনকেন পুরা গৌরী তপসা তৌষিতা যতঃ ।
 জনকায় দদৌ শত্ৰুঃ প্রীতো ধনুঃশস্ত্রমম্ ।
 তদ্বনুর্ভষ্যামাস জনকস্ত গৃহে হিতম্ ॥৪৯
 দৃষ্ট্বা পরাক্রমং তস্ত রামস্ত গুণশালিনঃ ।
 জনকঃ প্রদদৌ ততৈশ্চ সীতাং ব্রহ্মবিদ্যং বরঃ ।
 পিতা কতোহভিষেকার্থং রামো রাজ্যাস্ত
 বৈ যদা ।
 বারয়ামাস কৈকেয়ী তদা রাজঃ প্রিয়া বধুঃ ॥৫০
 রাজংস্তুয়া বরো দত্তঃ পূর্বমেব যতঃ প্রভো ।
 রাজানং মৎসুতং তস্মাদভরতং কর্তুমর্হসি ॥৫১
 ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা রাজ্যে তমভিষিচ্য সঃ ।
 প্রেষয়ামাস তং রামং বনং প্রাতি সগন্ধনম্ ॥৫২
 বনং গত্বা নিবসতো ভার্য্যাং দৃষ্ট্বাথ রাকসঃ ।
 রাবণো নাম পৌলস্ত্যো নীত্বা লক্ষ্মাং পুনর্ধমৌ

পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শক্রয় ; রাম স্বয়ং
 নারায়ণ । তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং
 শিবপরায়ণ । তাঁহার ভার্য্যা জানকী । জনক
 পূর্বকালে তপস্যা দ্বারা ভবানীকে আরাধনা
 করাতে ইনি পার্শ্বতীর অংশে উৎপন্ন হন ।
 শিব প্রীত হইয়া জনক রাজাকে অত্যুত্তম
 শরাসন দান করেন । শ্রীরাম জনকগৃহস্থিত
 সেই ধনু ভগ্ন করিলেন ॥৩৯-৫০॥ ব্রহ্মজ-প্রধান
 জনক, গুণশালী শ্রীরামের পরাক্রম দর্শনে
 তাঁহাকে সীতা দান করিলেন । পিতা দশ-
 রথ যখন রামের রাজ্যাভিষেক উদ্ভোগ
 করেন, তখন তাঁহার প্রিয় বনিতা কৈকেয়ী
 তাহা নিবারণ করিলেন । (তিনি বলিলেন)
 হে প্রভো ! রাজন্ ! আপনি পূর্বে যে বর
 দিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার পুত্র ভর-
 তকে আপনার রাজ্য করিতে হইবে । কৈকে-
 যীর এইরূপ কথা শুনিয়া দশরথ ভরতকে
 রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রামকে লক্ষ্মণের সহিত
 বনে পাঠাইলেন । পৌলস্ত্য রাবণ-রাকস,

অদৃষ্টা তাং ততঃ সীতাং হৃদিভিত্তৌ রামলক্ষণৌ
 সখ্যং বানররাজেন গদ্যা দাশরথির্বিজাঃ ॥ ৫৬
 সূত্রীবস্ত সখা বীরো হনুমান্ নাম বানরঃ ।
 গদ্যাধ রাবণপুত্রীমপশুজ্জনকাস্বজাম্ ॥ ৫৭
 অশ্রুপূর্ণেকপাং সীতামিন্দীবরনিভাননাম্ ॥
 বিশ্বাসার্থং দদৌ তস্মৈ রামৈশ্ববাস্কুলীয়কম্
 দৃষ্টাদুলীয়কং সীতা প্রহৃষ্টা চ তদাভবৎ ॥ ৫৯
 সমাধাস্ত ততঃ সীতাং প্রযযৌ রাঘগান্তিকম্ ॥
 রামস্তমাগতং দৃষ্টা প্রহর্ষোৎফুল্ললোচনঃ ।
 কদা তদচেনাদবৃত্তং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৬১
 সেতুং কৃত্বাধ রক্ষোভিযুক্তং কদা মহামনাঃ ।
 নিহত্য রাবণং রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ সূত্রতঃ ।
 আনয়ামাস তাং সীতামশোকবনমধ্যগাম্ ॥ ৬২
 প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং সেতুমধ্যেহথ রাঘবঃ ।

বনবাসী রামের (অলোক-সামান্য রূপবতী)
 ভাষা দর্শনে (লোভাঙ্ক হইয়া) তাঁহাকে
 লঙ্কায় হরণ করিয়া লইয়া গেল । হে দ্বিজগণ !
 অনন্তর দশরথ-নন্দন রাম-লক্ষণ সীতাকে
 দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে অগ্রসর
 হইয়া বানর-রাজ সূত্রীবের সহিত সখা
 স্থাপন করিলেন । সূত্রীব সচিব বানর বীর
 হনুমান, রাবণ-পুত্রীতে গমন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-
 নননা নীলকমল-লোচনা জনকনন্দিনী
 সীতাকে দেখিতে পাইলেন । হনুমান সীতার
 বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত সেই শ্রীরামেরই
 একটি অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দিলেন । সীতা
 অঙ্গুরীয় দর্শনে আনন্দিতা হইলেন । অনন্তর
 হনুমান সীতাকে আশ্বাস দিয়া শ্রীরামের
 নিকট প্রত্যাগমন করিলেন । শ্রীরাম, হনু-
 মানকে আগত দেখিয়া অতি আনন্দে উৎফুল্ল
 নেত্রে হনুমানের প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া
 যুদ্ধের জন্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন । অনন্তর
 মহামনা রাম, সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্বক (লঙ্কায়
 গিয়া) রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃ-
 গণ-সমভিব্যাহারে রাবণকে নিহত করিলেন ।
 অনন্তর অশোক-বনমধ্যস্থতা সীতাকে
 আনয়ন করিলেন । শিবপরাক্রম রঘুনন্দন

লক্ষবান্ পরমাং ভক্তিং শিবৈ শিবপরাক্রমঃ ।
 রামেশ্বর ইতি খ্যাতো মহাদেবঃ পিনাকধ্বক্ ।
 তস্ত দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৬৪
 অভিজিতস্ততো রাজ্যে রামো রাজীব-
 লোচনঃ ।

পালয়ন্ পৃথিবীং সর্বাং ধর্ম্মেণ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অযজদ্দেবদেবেশমশ্বমেধেন শঙ্করম্ ॥ ৬৫
 তস্ত প্রসাদাৎ স্বপদং প্রাপ্তবানথ রাঘবঃ ॥ ৬৬
 এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং রামস্ত স্মৃতিং ময়া ।
 ইদং বিস্তরতো বিপ্রাঃ প্রোক্তং বাগ্মীকিনা পুনঃ
 কুশশ্চকো লবশ্চান্তঃ পুত্রৌ রামস্ত সূত্রতো ।
 সত্যসঙ্কো মহাবীৰ্য্যো মহাদেবপরাধরণৌ ॥ ৬৮
 অতিথিঞ্চ কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তৎসূতোহভবৎ ।
 নলস্তস্তাভবৎ পুত্রো নভস্তস্তাভবৎ সূতঃ ॥ ৬৯
 ততশ্চন্দ্রাবলোকশ্চ তারাপীড়স্ততোহভবৎ ।
 ততশ্চন্দ্রগিরিনাম ভানুর্জিৎ তৎসূতোহভবৎ
 এতে সর্বে নৃপাঃ প্রোক্তা ইক্ষাকুকুলসম্ভবাঃ ।

রাম, সেতুমধ্যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া শিব-
 ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন । সেই সেতু-মধ্য-
 প্রতিষ্ঠিত পিনাকপাণি মহাদেব রামেশ্বর নামে
 খ্যাত । রামেশ্বর শিবের দর্শনমাত্রে ব্রহ্ম-
 হত্যা দূর হয় । হে মুনিবরগণ ! অনন্তর
 রাজীবলোচন রাম রাজ্যাভিজিত হইয়া
 সমস্ত পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করত অশ্ব-
 মেধ যজ্ঞে দেবদেব শিবকে পূজা করি-
 লেন । অনন্তর রাঘব, তাঁহার প্রসাদে
 স্বপদ প্রাপ্ত হইলেন । আমি রামচরিত্র
 সংক্ষেপে বলিলাম ; হে বিপ্রগণ ! বাগ্মীকি
 ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন । রামের
 দুই পুত্র—লব এবং কুশ ; উভয়েই সূত্রত,
 সত্যসঙ্ক, মহাবীৰ্য্য, শিবপরাধরণ । কুশের
 পুত্র অতিথি । অতিথির পুত্র নিষধ । তাঁহার
 পুত্র নল, নলের পুত্র নভ । নভের
 পুত্র চন্দ্রাবলোক, তাঁহার পুত্র তারাপীড় ।
 তাঁহার পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি-পুত্র ভানু-
 জিৎ । এই সকল রাজা ইক্ষাকুকুল-সম্ভব ।

শ্রীশ্রীমহাসত্ত্বাঃ কীর্ত্তিমন্তো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭১ ॥
 যঃ পঠতে নিত্যমিচ্ছাকোর্বংশমুত্তমম্ ।
 সপাপবিনির্মুক্তঃ সৃধ্যলোকে মহীয়তে ॥ ৭২ ॥
 তি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 তীনকসংবাদে প্রহ্লাদরাজ্যারোহণাদীকাকু-
 কুলসম্ভবনূপমালিকাস্তকথনং নাম
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

নঃ পুরুবাশচাসীদ্ রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 ব্রীহাং জনয়ামাস বহু পুত্রান্ প্রথিতৌজসঃ ॥
 ঋত্মা যুরমাযুশ্চ বিশ্বাযুশ্চ ততঃ পরঃ ।
 তায়ুশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ বভেতে দেবযোনয়ঃ ॥ ২ ॥
 ঐয়োঃ পঞ্চ সূতাঃ খ্যাতাঃ স্বর্ভানুতনয়ান্বজাঃ
 যষ্ঠস্তেষামভূৎ পুত্রো নহুষো লোকবিশ্রুতঃ
 পদ্মাঃ পিতৃকন্তায়াং নহুষাৎ পঞ্চ স্তনবঃ ।

এরা সকলেই ধর্ম্মাত্মা, মহাসত্ত্ব, কীর্ত্তিমান
 : দৃঢ়ব্রত । যে ব্যক্তি, এই সর্বোত্তম
 াকুবংশ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপ-
 : হইয়া সৃধ্যলোকে সাদর বসতি প্রাপ্ত
 । ৭১—৭৩ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—ইহার পুত্র পুরুব-
 ম পরম-ধার্মিক রাজা ছিলেন । তিনি
 ধততেজা ছয় পুত্রকে উকশী-গর্ভে উৎ-
 নন করিলেন ; তাঁহাদের নাম—আয়ু,
 ১, অমায়ু, বিশ্বায়ু, শতায়ু এবং শ্রুতায়ু ।
 ঐরা ছয়জনেই দেবযোনি । স্বর্ভানুতন-
 : গর্ভে আয়ুর পঞ্চপুত্র ; তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ
 : ক-বিখ্যাত নহুষ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 হলোকের কন্তার গর্ভে নহুষের পঞ্চ পুত্র,

বিরজায়াঃ মুনিশ্রেষ্ঠা যযাতিরিতি বিব্রতঃ ॥ ৪ ॥
 হে চ ভার্য্যে যযাতেষ প্রথমা শুক্রকন্তকা ।
 দেবযানী তি বিখ্যাতা দ্বিতীয়া বৃষপর্কণঃ ।
 সূতাসুরস্ত শশ্বিষ্ঠা তয়োর্বক্যামি সন্ততিম্ ॥ ৫ ॥
 দেবযানী তু সূবুবে যহং তুর্ধ্বসুমেব চ ॥
 ক্রহ্মাঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শশ্বিষ্ঠা সূবুবে সূতান্ ॥ ৬ ॥
 অভিষিচ্য পুরুং রাজা যবীয়াং সমনিদ্রিতম্ ।
 বৈরাগ্যযুক্তো মতিমান্ যযাতিঃ প্রযযৌ বনম্
 যোহয়ং প্রসিদ্ধঃ শতজিৎযদোঃ সমভবৎ সূতঃ
 হৈহয়ঃ শতজিৎপুত্রো ধর্ম্মস্তস্ত সূতঃ সূতঃ ॥ ৭ ॥
 ধর্ম্মনেত্রঃ সূতস্তস্ত ধনকস্তৎসূতোহভবৎ ।
 ধনকস্ত তু দায়াদঃ কৃতবীর্ঘ্যো মহাবশাঃ ॥ ৮ ॥

আর বিরজার গর্ভে যযাতি নামে খ্যাত
 পুত্র উৎপন্ন হন * । যযাতির দুই পত্নী ;
 —প্রথমা শুক্রকন্তা দেবযানী, দ্বিতীয়া বৃষ-
 পর্কণা অসুরের কন্তা শশ্বিষ্ঠা । সেই
 উভয় ভার্য্যার সন্তান কীর্ত্তন করিতেছি ।
 যহ ও তুর্ধ্বসু দেবযানীর প্রসূত । ক্রহ্মা,
 অনু এবং পুরু শশ্বিষ্ঠার পুত্র । ধীমান্
 যযাতি কনিষ্ঠপুত্র প্রশংসনীয় পুরুকে রাজ্যা-
 ভিষিক্ত করিয়া বৈরাগ্যযোগে বন-গমন
 করিলেন । প্রাসক শতজিৎ যহর পুত্র,
 শতজিৎয়ের পুত্র হৈহয়, হৈহয়পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-
 পুত্র—ধর্ম্মনেত্র ; তাঁহার পুত্র ধনক ; ধনকের
 পুত্র † মহাবশা কৃতবীর্ঘ্য ॥ ১-৮ ॥ (কৃতবীর্ঘ্যের

* অথবা পিতৃকন্তা বিরজার গর্ভে
 নহুষের পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে যযাতি
 বিখ্যাত ।

† এখানে এবং পরেও কতিপয় স্থলে
 মূলে “দায়াদ” পদ আছে ; দায়াদের অর্থ
 উত্তরাধিকারী । আমি অনুবাদ করি-
 য়াছি—পুত্র বলিয়া । মূলের পুত্র শব্দ ও
 দায়াদ শব্দকে সমান অর্থে ব্যবহার করিতে
 হইবে । নতুবা সর্গপুরাণের সঙ্গতিরক্ষা
 হয় না । আমি সর্বত্রই পুত্র শব্দ ব্যবহার
 করিয়াছি, তাহার অর্থ যথাসম্ভব পুত্র-
 , পৌত্রাদি সন্ততি বুঝিবে ।

কার্তবীৰ্য্যঃ কৃত্যগ্নিচ্চ কৃতবৰ্ম্মা তথা পরঃ ।
 কার্তবীৰ্য্যস্ত নৃপতেঃ পুত্রাণাঞ্চ শতম্ভূতং ॥ ১০
 তত্র পঞ্চ মহাত্মানঃ শূরসেনাদয়ো নৃপাঃ ।
 মহাদেবাজ্জকবরা মহাদেবপরায়ণাঃ ॥ ১১
 জয়ধ্বজস্ত মতিমান্ নারায়ণপরায়ণঃ ।
 জয়ধ্বজস্ত দায়াদাস্তালজজ্ঞা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ১২
 তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ সৰ্ব্বো তে যাদবাঃ
 স্মৃতাঃ ॥ ১৩

বিশ্রুতস্তস্ত দায়াদাস্তস্ত পত্নী পতিব্রতা
 রমণীয়স্তয়া রাজা কদাচিদ্যমুনাতটে ।
 অপশ্তুর্কলীঃ তত্র বীণাবাদনলালসাম্ ॥ ১৪
 উৰ্ব্বশীমববীদ্ রাজা স্মরবাণেন পীড়িতঃ ।
 ত্রয়াহ রক্তমিচ্ছামি ত্বং মাং রক্তমিহাহসি ॥ ১৫
 সা নৃপস্ত বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তং মদনোপমম্ ।
 ক্রীড়মানা তদা তেন চিরকালং সহোৰ্ব্বশী ॥ ১৬
 গতে বর্ষসহস্রে তু বিরক্তঃ কামভোগতঃ ।
 অহোৰ্ব্বশীঃ গমিষ্যামি স্বপুৰীমিতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৭

তিন পুত্র) কার্তবীৰ্য্য, কৃত্যগ্নি এবং
 কৃতবৰ্ম্মা। কার্তবীৰ্য্য-রাজার শত পুত্র,
 তন্মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র মহাত্মা
 নরপতি; তাঁহারা শিব-পরায়ণ এবং শিব-
 বর-প্রাপ্ত। মতিমান্ জয়ধ্বজ (শূরসেনের
 পুত্র), তিনি হরিপরায়ণ ছিলেন; জয়ধ্বজের
 পুত্রগণ তালজজ্ঞ নামে খ্যাত। তন্মধ্যে
 জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। ইহারা সকলেই যাদব
 নামে পরিচিত। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত,
 তাঁহার পত্নী পতিব্রতা। একদা যমুনাতীরে
 পত্নীসহ ক্রীড়াপরায়ণ রাজা, বীণাবাদন-
 লালসা উৰ্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। তখন
 রাজা কামবাণ-পীড়িত হইয়া উৰ্ব্বশীকে বলি-
 লেন,—আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতে
 ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি আমার সহিত ক্রীড়া
 কর। উৰ্ব্বশী রাজার কথা শুনিয়া এবং
 সেই রাজাকে মদনোপম দর্শন করিয়া
 তাঁহার সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিলেন।
 রাজা বিশ্রুত সহস্র বর্ষ গতে, কামভোগে
 বিরক্ত হইয়া উৰ্ব্বশীকে বলিলেন,—এতাদৃশ

ভোগেনৈতাবতা নানমবোচদিতি সা পুনঃ ।
 ন গন্তব্যং ত্বয়া রাজন্ স্নাতব্যং প্রীতয়ে মম ॥
 অববৌংতাংততো রাজা পুরীংগত্বা যশস্বিনী
 আগমিষ্যাম্যহং ক্ষিপ্রমহং পরিসরং তব ॥ ১৮
 প্রাপ্তানুজ্ঞস্ততো রাজা জগাম স্বপুৰীং প্রতি
 দৃষ্ট্বা পতিব্রতাং ভার্য্যামভবদুঃখবিস্মলঃ ॥ ১৯
 চেষ্টিতং তস্ত সা জ্ঞাত্বা মহিষ্যা স্মেন ভামিনী ।
 মা ভৈষীরিতি তং প্রাহ ভর্তারং সা পতিব্রতা
 ন দোষস্তবরাজেন্দ্র সৰ্ব্বং কামস্ত চেষ্টিতম্ ।
 কামেন স্বর্গমাপ্নোতি কামেন নরকং ততঃ ।
 বিধিনা সেবিতঃ কামঃ স্বর্গদঃ শ্রমমন্তথা ॥ ২০
 তস্মাৎ ত্বয়া নরপতে বিধিং হিহ্না স সেবিতঃ
 তস্মাৎ পাপং মহজাতং কুরু পাপবিশোধনম্
 ভার্য্যানিগদিতং শ্রুত্বা যযৌ কণাশ্রমং প্রতি ।
 জ্ঞাত্বা তদ্বচনাচ্ছুকিং জগাম হিমবদিগরিম্ ॥ ২১

ভোগে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমি স্বীয়
 রাজধানীতে গমন করিব। তখন উৰ্ব্বশী
 বলিলেন,—রাজন্! যাইবেন না, আমার
 প্রীতির জন্ত এখানে অবস্থান করুন। অন-
 তর রাজা বলিলেন,—যশস্বিনী পুরীতে
 গিয়া শীঘ্র আবার তোমার নিকট আসি-
 তেছি। তার পর রাজা উৰ্ব্বশীর অনুমতি
 পাইয়া স্বীয় নগরীতে গমন করিলেন।
 তথায় পতিব্রতা পত্নীকে দেখিয়া তিনি ভীতি-
 বিহ্বল হইলেন। ১০—২০। ভামিনী পতিব্রতা
 স্বীয় মহিমায় পতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া
 তাঁহাকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তব পাই-
 বেন না; আপনার দোষ নাই, এসব
 মদনেরই কৰ্ম্ম; কাম হইতে স্বর্গলাভ
 ও কাম হইতে নরক প্রাপ্তি হয়। বিধি-
 পূর্বক কামসেবায় স্বর্গ ও অবিধিপূর্বক কাম-
 সেবায় নরক হয়। হে নরনাথ! আপনি
 কিন্তু বিধি পরিত্যাগ করিয়া কামসেবা
 করিয়াছেন; অতএব মহাপাপ জন্মিয়াছে,
 প্রায়শ্চিত্ত করুন। রাজা পত্নীর কথা শুনিয়া
 কণাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার
 বাক্যে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় অবগত হইয়া

মার্গেহপশুং স গন্ধৰ্বঃ বিশ্বাবসুর্মরিন্দমম ।
সকান্তঃ ক্রৌড়মানং তং শোভিতং দিব্যমানয়্য
দৃষ্ট্বা মালাং স রাজেন্দ্রঃ সন্মারাপ্রসং তদা ।
উৰ্বশী এষ যোগ্যেমা মালা নাস্ত্যস্ত কস্তচিৎ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা মালামাহৰ্ভুযুদ্যতঃ ॥২৭
তেন সার্কঃ মহদযুদ্ধং গন্ধৰ্বেণ নৃপোত্তমঃ ।
কৃত্বা গৃহীত্বা তাং মালাং জগামাপ্রসং প্রতি ।
অধিষ্ঠামাণঃ সকলাং বভ্রাম স বসুন্ধরাম্ ।
বনানি পৰ্বতান দ্বীপান লোকান সৰ্বানশেষতঃ
অতিতাপি চ নাপশুতুৰ্বশীং রাজপুঙ্গবঃ ।
অনুগ্রহান্মহেশস্ত যা তিরোহপ্যস্তি খেচরী ॥৩০
ব্রহ্মমাণো মহর্লোকে সৌহপশুপ্রারদং মুনিম্ ।
ঐথাবদভিবাদ্য্যথ লজ্জিতঃ পার্শ্বগোহভবৎ ॥৩১
দৃষ্ট্বা তু কুশলং রাজ্ঞে নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ॥
অত্রবীম্মারদং রাজা চোৰ্বশীদর্শনোৎসুকঃ ।
ভগবন্নাগতং কস্মাৎ দৃষ্ট্বা বাস্তি হি তত্র তু ।

ইমালয় যাত্রা করিলেন; পথে দেখিতে
পাইলেন, অরিন্দম বিশ্বাবসু গন্ধৰ্ব দিব্য-
মালাবিভূষিত হইয়া কান্তা সহ ক্রৌড়া করি-
তেছে। সেই মালা দেখিয়া রাজশ্রেষ্ঠ
বংশতের উৰ্বশীকে মনে পড়িল। “এ মালা
উৰ্বশীরই যোগ্য, আর কাহারও নহে”
রাজা মনে মনে ইহা ভাবিয়া মালা আচ্ছিন্ন
করিয়া লইতে উদ্যত হইলেন। রাজা
গন্ধৰ্বের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া মালা কাড়িয়া
ইয়া অপসার উদ্দেশে গমন করিলেন।
উৰ্বশীকে অবেষণ করত রাজা সমগ্র ভূম-
ল ভ্রমণ করিলেন। বন, পৰ্বত, দ্বীপ
এবং জনপদ সকল সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রমণ
করিয়াও রাজা উৰ্বশীর দর্শন পাইলেন না।
কননা সেই আকাশচারিণী অপ্সরা শিবের
অগ্রহে তিরোহিত হইয়া অবস্থিত ছিল।
নি যথাবিধি অভিবাদন করিয়া লজ্জিত-
ভাবে পার্শ্ববর্তী হইলেন। মুনিপুঙ্গব নারদ,
রাজাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উৰ্বশী-
দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত রাজা নারদকে বলিলেন,
—ভগবন্! আপনি কোথা হইতে আসিতে-

অস্তি চেচ্ছোতুমিচ্ছামি ব্রবীতু ব্রহ্মণঃ সূত ।
রাজ্ঞো মনোগতং সৰ্বং বিজ্ঞায় ভগবান্ মুনিঃ
যথাবৎ কুশলং তস্ত নারদস্তঃ তথাববীৎ ॥৩৪
যত্রাসৌহৰ্বশী দেবী মেঘোদক্ষিণদেশতঃ ।
সরশ্চ মানসং নাম তত্রাহং মেদিনীপতে ॥৩৫
বিরিক্কেঃ কার্য্যমুদ্দিশু গতা পুনরিহাগতঃ ।
গমিষ্যামি পুনস্তত্র যত্রাস্তে সত্যলোকপঃ ॥৩৬
ইতি ঋত্বা মুনেৰ্বাক্যং রাজানুজ্ঞাপ্য নারদম্
তং প্রদেশং গতক্লৃণং তত্রাপশুং স চোৰ্বশীম্
মালাং নিবেদয়ামাস সা তয়ালঙ্কৃতাভবৎ ।
ব্রহ্মমাণস্তয়া সার্কং গতং বর্ষশতং পুনঃ ॥৩৭
কদাচিৎ তমপৃচ্ছৎ সা রাজানং মুনিপুঙ্গবঃ ।
স্বকীয়ং নগরং গতা ভবতা তত্র কিং কৃতম্ ।
ক্রুহি রাজন্ মহাবাহো যদ্যস্মি তব বরতা ॥

ছেন? উৰ্বশীকে কি তথায় দেখিয়াছেন
বা তিনি কি সেখানে আছেন? হে ব্রহ্ম-
পুত্র! যদি থাকেন ত বলুন, শুনিতে
ইচ্ছা করি। ভগবান্ নারদ মুনি, রাজার
মনোগত সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যথো-
চিত কুশল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—
রাজন্! সূমেরুর দক্ষিণভাগে মানস সরো-
বর, উৰ্বশী তথায় অবস্থিত ছিলেন, আমি
ব্রহ্মার কার্য্য উদ্দেশে তথায় গিয়াছিলাম,
তথা হইতে এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে
সত্য-লোকপতি যেখানে আছেন, পুনরায়
তথায় যাইতেছি। রাজা, নারদ মুনির এই
কথা শ্রবণে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সেই
প্রদেশে শীঘ্র গমন করিয়া উৰ্বশীর দর্শন-
লাভ করিলেন, আর সেই মালা তাঁহাকে
দিলেন। উৰ্বশী সেই মালায় বিভূষিতা
হইলেন। তাঁহার সহিত ক্রৌড়া করিতে
করিতে রাজার পুনরায় শতবর্ষ অতীত
হইল! হে মুনিপুঙ্গবগণ! উৰ্বশী একদা
রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাবাহো
রাজন্! স্বীয় রাজধানীতে গিয়া আপনি
কি করিয়াছেন? আমাকে আপনি যদি
ভালবাসেন ত তাহা বলুন। উৰ্বশী এই

ইতি পৃষ্ঠস্তয়া রাজা প্রোবাচ তদশেষতঃ ।
 তন্তোরিতমথাকণ্য রাজানং প্রত্যভাবত ॥ ৪০
 ইত উৰ্দ্ধং ময়া সার্কিং স্বাতব্যং নৈব সূত্রত ।
 শাপং দাস্ততি তে কথো ভাৰ্য্যা তব মমানঘ ॥
 তয়া চোক্তোহপি তবজ্যা ন ততাজ্জ
 হ উৰ্দ্ধনীম্ ।

জাহ্নব তন্তু নির্বন্ধমকরোদাঘনস্তমুম্ ॥ ৪২
 বলিভিঃ পলিতাকীর্ণাং তাং দৃষ্ট্বা রাজসত্তমঃ ।
 তৎকণাচ্ছনীং ত্যক্তা তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৩
 দ্বাদশাহান্তভূৎ রাজা কন্দমূলকলাশনঃ ।
 তাবৎকালঞ্চ বায়ানী ততঃ কথাম্রমং যযৌ ॥ ৪৪
 দৃষ্ট্বা মুনিবরং শান্তং শিবধ্যানৈকতৎপরম্ ।
 প্রণম্য দণ্ডবদন্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ পার্শ্বসংস্থিতঃ ॥ ৪৫
 যদব্রতমাশ্রমঃ সৰ্বং মূনেঃ সৰ্বং স্তবেদয়ৎ ।
 মুনিবিদিত্বা তৎপাপমত্রবীৎ পাপশোধনম্ ॥ ৪৬
 মুনিম প্রেষিতো রাজা গহ্বা বারাগসীং পুরীম্

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা সকল ব্রতাস্ত
 বলিলেন । রাজার সেই কথা শুনিয়া উৰ্দ্ধনী
 তাঁহাকে বলিলেন,—হে সূত্রত ! অতঃপর
 আপনার আমার সহিত অবস্থান বিধেয়
 নহে । হে অনঘ ! কথ আপনাকে এবং
 আপনার ভাৰ্য্যা আমাকে অভিশাপ দিবেন ।
 ২১-১৪। তবঙ্গী উৰ্দ্ধনী একথা বলিলেও রাজা
 তাঁহাকে ছাড়িলেন না । উৰ্দ্ধনী রাজার আগ্র-
 হাতিশয় দর্শনে স্বীয় শরীরকে বলিপলিতা-
 কীর্ণ জরাবৃদ্ধ করিলেন । তদদর্শনে রাজ-
 সত্তম, তৎকণাৎ সেই উৰ্দ্ধনীকে পরিত্যাগ
 করিয়া তপস্তায় স্থির-সংকল্প হইলেন । রাজা
 দ্বাদশদিন কন্দ-মূল-কলমাত্র আহার
 করিয়া রহিলেন । অনন্তর দ্বাদশদিন
 বায়ু আহারে থাকিয়া কথমুনির আশ্রমে
 যাইলেন । শিবধ্যানৈকতৎপর শম-গুণা-
 বলঘী কথমুনিকে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ
 প্রণত হইয়া কৃতাজলিপুটে একপার্শ্বে দণ্ডায়-
 মান হইলেন এবং স্বীয় চরিত্র মুনির
 নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলেন । মুনি তাঁহার
 পাপ বিদিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তনির্দেশ করি-

স্বাহা সস্তপ্য জাহ্নব্যাং দৃষ্ট্বা বিশেষরং শিবম্ ।
 মুক্তোহসাবেনসে । রাজা জগাম স্বপুরীং তদা ।
 বহুনি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত্বা রাজ্যমপালয়ৎ ॥ ৪৮
 উৰ্দ্ধগ্ৰাং বিক্রতাজ্জাতাঃ সপ্ত পুত্রা মহৌজসঃ ॥
 ক্রোষ্টোর্যহুতস্তাসন্ বংশাঃ সংকীৰ্ত্তিশালিনঃ
 শৃগুধ্বং তান্ মুনিশ্ৰেষ্ঠা মুখ্যানেব ন চাপরান্ ॥
 ক্রোষ্টোর্বংশে ক্রথঃ খ্যাতো বিদর্ভঃ

কোশলস্তথা ।

সাত্বতশ্চ ততঃ খ্যাতো মহাভোজস্ততঃ পরঃ ॥
 ভোজশ্চ সত্যবাকু চৈব সত্যকঃ সাত্যকিস্তত
 ক্রথকশ্চ সুষেণশ্চ স্তুভোজো নরবাহনঃ ॥ ৫২
 আহুকো দেবকশ্চৈব ক্রীদেবো দেবসূত্রতঃ ।
 উগ্রসেনশ্চ কংসশ্চ বসুদেবো মহাযশাঃ ॥ ৫৩
 উগ্রসেনশ্চ কন্তায়াং দেবক্যাং বসুদেবতঃ ।
 ভৃগোঃ শাপবশাদ্ বিষ্ণুঃ সমুত্থাদশেষশ্বরঃ ॥ ৫৪
 রোহিণী নাম যা পত্নী বসুদেবস্ত শোভনা ।
 তস্তাং সঙ্কর্ষণো জাতো যোহনন্তঃশেষসংজিতঃ

লেন । মুনি রাজাকে কাশীতে পাঠাইলেন ;
 তথায় গঙ্গাস্নান, তর্পণ এবং বিশেষর দর্শন
 করাতে পাপমুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় রাজ-
 ধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । অনন্তর
 ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া রাজ্য পালন
 করিতে লাগিলেন । উৰ্দ্ধনী-গর্ভে বিক্রতেয়
 মহাতেজা সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হইলেন ।
 বহুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশীয়গণ সকলেই
 সংকীৰ্ত্তিশালী । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ । তন্মধ্যে
 মুখ্য ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতেছি, অবগ
 কর ; অপ্রধান ব্যক্তিগণের উল্লেখ
 করিতেছি না । ক্রোষ্টুবংশে ক্রথ, বিদর্ভ
 এবং কোশলের উৎপত্তি । অনন্তর সাত্বত,
 তৎপরে মহাভোজ, ভোজ, সত্যবাকু সত্যক,
 সত্যকপুত্র সাত্যকি, ক্রথক, সুষেণ, স্তুভোজ,
 নরবাহন, আহুক, দেবক, ক্রীদেব, দেবসূত্রত,
 উগ্রসেন, কংস এবং মহাযশা বসুদেব উৎ-
 পন্ন হন । উগ্রসেন-কন্তা দেবকীর গর্ভে
 বসুদেবের ঔরসে ভৃগুশাপবশতঃ সুরশ্রেষ্ঠ
 বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় । ৪২-৫৪। রোহিণী-নাম্নী

যোড়শ স্রীসহস্রাণি পদ্মো মাধবস্ত যাঃ ।
তানু জাতা হসংখ্যাতাঃ প্রহ্মায় প্রমুখাঃ স্মৃতাঃ ।
কৃষ্ণোহপি দেবকীমুখঃ পরমাশ্রয় সনাতনঃ ।
কৃতকৃত্যোহপি যোগাত্মা মায়াবী বিশ্বভুক্ত স্বয়ং
তথাপি পূজয়ত্যেব ভগবন্তমুমাপতিম্ ।
লিঙ্গে সৰ্বাঙ্ককং মত্বা মহাদেবং পিনাকিনম্ ॥৫৯॥
বরাংশ বিবিধান লজ্জা তস্মাদেবান্নহেশ্বরান্ ।
অজ্ঞেয়স্ত্রিষু লোকেষু দেবদেবো জনার্দনঃ ॥৬০॥
ন কৃষ্ণাদধিকস্তস্মাদস্তি মাহেশ্বরগ্রণীঃ ।
তস্মাৎ তৎপূজনাচ্ছত্বর্ভবত্যেব স্পৃজিতঃ ॥৬১॥
হরৈরবজ্ঞাকরণাভবেদৌশঃ পরাশ্রুতঃ ।
তস্মাৎ পূজ্যঃ সদা শাক্তী মহাদেবপরায়ণৈঃ ।
তদ্বৈকৈশ্চ বিশেষেণ ক্রীতয়ে গিরিজাপতেঃ ॥
এষ বঃ কথিতো বংশো যদোঃ সঙ্ক্ষেপতো

দ্বিজাঃ ।

সৰ্বপাপক্ষয়করং পঠতাং শ্রুতাং ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥
ইতি শ্রীভক্তপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌম্যে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে পুরু-যজুবংশকথনঃ

নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শোভনা বসুদেবপত্নীর গর্ভে সঙ্কর্ষণের
উৎপত্তি ; ইনি সাক্ষাৎ অনন্তদেব । মাধ-
বের যে যোড়শ সহস্র পত্নী, তাঁহাদের গর্ভে
প্রহ্মায় প্রভৃতি অসংখ্য পুত্রের উৎপত্তি হয় ।
দেবকীনন্দন কৃষ্ণ পরমাশ্রয় সনাতন ; তিনি
স্বয়ং যোগযুক্ত, মায়াবী, বিশ্বভোক্তা ; তিনি
নিত্যতৃপ্ত ; তথাপি পিনাকী উমাপতি মহা-
দেবকে সৰ্বস্বরূপে জ্ঞান করিয়া তিনি লিঙ্গে
তাঁহাকে পূজা করেন । দেবদেব জনার্দন,
সেই দেবদেব মহেশ্বর হইতে বিবিধ বর
লাভ করিয়া ত্রিলোকে অজ্ঞেয় হইয়াছেন ।
কৃষ্ণ অপেক্ষা শৈবশ্রেষ্ঠ আর নাই ; অতএব
কৃষ্ণপূজা করিলেই শিব স্পৃজিত হইয়া
থাকেন । বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করিলে শিব
পরাস্রুত হন । অতএব শিবপরায়ণ ব্যক্তি-
গণ বিষ্ণুপূজা অবজ্ঞা করবে । আর
বিষ্ণুভক্তগণও ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশে বিশেষ
করিয়া শিবপূজা করিবে । হে দ্বিজগণ !

ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

মহন্তরাণি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
মনবঃ যতীতীতান্তে সপ্তমো বর্ততে কিল ॥ ১ ॥
তেষাং স্বায়ত্ত্ববংশাদ্যন্ততঃ স্বারোচিষঃ স্মৃতঃ ।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥ ২ ॥
স্বায়ত্ত্ববন্ত কল্লাদাবন্তরঃ কথিতঃ ময়া ॥
স্বারোচিষেহস্তরে দেবাস্তাষতা নাম তে স্মৃতাঃ
বিপাশ্চিন্নাম দেবেস্ত ঋষীন বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্
উর্জস্তস্তস্তথা প্রাণো দান্তোহথ ঋষভস্তথা ।
তিমিরঃ শাক্ষরীবাংশচ সপ্তৈত ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
ঔত্তমে কৃত্তরে দেবাঃ সুধামানো দ্বিজোত্তমাঃ
প্রতর্দনাঃ শিবাঃ সত্যাস্ততশ্চ বশবর্তিনঃ ॥ ৬ ॥

এই যজুবংশ সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম ।
ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সৰ্বপাপ
ক্ষয় হয় * । ৫৫—৬৩ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষাতিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ !
মহন্তর সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।
ছয় মনু অতীত হইয়াছেন, সপ্তম মনু বর্ত-
মান । তন্মধ্যে প্রমথ স্বায়ত্ত্বব, অনন্তর
স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ
(এই পঞ্চ মনু) । স্বায়ত্ত্বব মহন্তরের কথা
কল্লারস্তপ্রস্তাবে কীৰ্ত্তন করিয়াছি । স্বারো-
চিষ মহন্তরে তুষিত নামক দেবগণ ; ইত্য়ের
নাম বিপাশ্চিৎ । এক্ষণে সপ্ত ঋষিগণের
উল্লেখ করিতেছি ;—উর্জ, স্তস্ত প্রাণ, দান্ত,
ঋষভ, তিমির এবং শাক্ষরীবান ইহারা
সপ্তর্ষি । হে দ্বিজবরগণ ! উত্তম মহন্তরে
সুধামা নামে দেবগণ ; প্রতর্দন, শিব, সত্য

* বংশবর্ণনায় নামাদি সম্বন্ধে যত্নতঃ—
ব্যক্তিতেদ ইত্যাদি অন্ত্যসারে সীমাংসনীয় ।

এতেষাঞ্চ গণাঃ প্রোক্তা ভবদ্বাদশভির্গণৈঃ ।
 সুদাঃশ্রীম দেবেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১
 রজো গোত্রোর্দ্ধ্ববাহুঃ সর্বনন্দানন্দস্তথা ।
 সূতপাঃ শুক্রনামাধ সপ্তৈত ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮
 মর্ত্য্যাক্ষ সুধিযশৈব তামসস্তাস্তরে সুরাঃ ।
 জ্যোতির্ধর্ম্যঃ পৃথুঃ কল্পশৈত্র্যাগ্নিঃ সর্বনন্দস্তথা ।
 পীবরশ্চ সমাখ্যাতাঃ সপ্তৈত ঋষয়ো মতাঃ ॥ ১২
 স্মাচ্ছিবীর্নাম দেবেন্দ্রঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ।
 দেবরাজ্যং পরিত্যজ্য পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ
 জ্যোতির্বাশাশ্রিতঃ সর্বঃ বৃহস্পতিমথারবীৎ ॥ ১১
 ভগবন্ কিং করোমীদং রাজ্যং তুচ্ছসুখং যতঃ
 কৈবল্যং লভতে কেন তন্মে ক্রহি গুরো ক্ষুটম
 বৃহস্পতিক্রবাচ ।

অস্ত্যনন্তগুণাবাসঃ পরানন্দকবিগ্রহঃ ।
 ধ্যাতঃ কৈবল্যদঃ পুংসাঃ মহাদেবো ন চাপরঃ
 মোহপাশনিবদ্ধানাং মহামোহাত্মতাং হরেৎ ।
 স্মরণান্মোচকস্তেষামুমাপাতরিত শ্রুতিঃ ॥ ১৪

এবং বশবর্তী—এই শ্রেণীচতুষ্টয়সম্পন্ন দেব-
 গণ দ্বাদশটি গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত । মহা-
 বল-পরাক্রান্ত ইন্দ্রের নাম সুদাশ্রি (সু-
 শাস্তি) । রজ, গোত্র, উর্দ্ধবাহু, সর্বনন্দ, সূতপা এবং শুক্র ইহারা সপ্তর্ষি ।
 পৃথু-মর্ত্য্য-সুধীগণ তামস-মবস্তরের দেবতা ।
 জ্যোতি, ধর্ম্য, পৃথু, কল্প, শৈত্র্যাগ্নি, সর্বনন্দ এবং
 পীবর ইহারা সপ্তর্ষি । সিদ্ধচারণসেবিত
 সুররাজের নাম শিব । ইন্দ্র শিব, সকল
 বস্তুতে অনিত্যত্ব জ্ঞান হওয়াতে স্বর্গরাজ্য
 ত্যাগ করিয়া পরম বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক
 বৃহস্পতিকে বলিলেন,—ভগবন্ ! রাজ্য
 করিবার প্রয়োজন নাই ; কেননা, ইহাতে
 তুচ্ছসুখ । হে গুরো ! কৈবল্য লাভ কি
 করিয়া হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন । বৃহ-
 স্পতি বলিলেন,—অনন্ত-গুণাধার পরমানন্দ-
 বিগ্রহ মহাদেব আছেন, তাঁহাকেই ধ্যান
 করিলে পুরুষের কৈবল্য লাভ হয় । শিব,
 স্মরণমাত্রেরই মোহপাশনিবদ্ধ ব্যক্তিগণের
 মহামোহরূপতা হরণ করেন এবং মুক্তি দান

যদব্রহ্ম পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাকরমব্রহ্ম
 সর্বানুগ্রাহিণং শম্ভুং তমাণ্ড শরণং ব্রজ ॥ ১
 স জ্যোতিষাং পরং জ্যোতিরানন্দং তমসঃ
 পরম
 ন যস্মাদধিকং কিঞ্চিৎ ভক্তত্বং বিদ্ধি শাকরম
 তং জানীহি পরং ব্রহ্ম বিশ্বাত্মানং মহেশ্বরম্ ।
 তদাত্মকতয়া সর্বং জানীহুসুরসুদন ॥ ১৭
 আত্মানং যে হি মন্তস্তে বিভিন্নং ত্রিপুরাধিবঃ ;
 তে পশ্যন্ত্যেব তং দেবং নাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ
 সর্বস্মাদধিকং শম্ভুঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ।
 ইতি যে নিশ্চিতাধয়ঃ কৃতার্থান্তে সুরাধিপ ॥
 দর্শনং তস্য কাঙ্ক্ষন্তে হরিব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 যোগিনো নিয়তাত্মানস্তমীশং শরণং ব্রজ ॥ ২০
 মহাদাদিবেশেষান্তং জগদ্যস্মিন্ময়ং ব্রজেৎ ।
 পুনরপদ্যতে যস্মাৎ তং জানীহি পিনাকিনঃ
 লীলাবত্সিতং যস্য বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ।

করেন ; ইহা বেদতাৎপর্য্য ১১—১৪। যিনি
 পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সর্বাত্ম্য অক্ষর পরমব্রহ্ম,
 সেই সর্বানুগ্রহকারী শিবের শীঘ্র শরণাগত
 হও । তিনি জ্যোতিঃসমূহের পরমজ্যোতিঃ ;
 তিনি আনন্দরূপী ও তমোভীত । যাহা
 অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই, তাহাই
 শৈবতত্ব । হে অনুরসুদন ! সেই
 পরমেশ্বরকেই বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম জানিবে ।
 সকল জগৎকে সেই শিবস্বরূপ জানিবে ।
 যাহারা আত্মাকে শিব হইতে অভিন্ন দেখেন,
 তাঁহারা শিবকেই দর্শন করেন ; তাঁহাদের
 পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয় না । পর-
 মাত্মা মহেশ্বর শম্ভু সর্বশ্রেষ্ঠ ; হে দেবরাজ !
 এই প্রকার নিশ্চিত বুদ্ধি যাহাদের আছে,
 তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু
 প্রভৃতি দেবগণ এবং সংযতচিত্ত যোগিগণ,
 যাহারা দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ঈশ্বরের
 শরণাপন্ন হও । মহত্ত্ব হইতে সুল-ভূত
 পর্য্যন্ত জগৎ যাহাতে লীন হয় এবং যাহা
 হইতে পুনরুৎপন্ন হয়, তাঁহাকে পিনাকপাশি
 বলিয়া জানিবে । এই চরাচর বিশ্ব যাহার

তদভাবাচ্চ বিলম্বস্তং জানৌহি মহেশ্বরম্ ॥২২
যন্তাক্ষয়া স্থিতো ব্রহ্মা জগজ্জননকৰ্ম্মণি ।
হরিশ্চ পালনে ক্রুদ্রঃ সংহারে চ স শূলভৃৎ ॥২৩
যন্ত প্রসাদলেশেন মর্ত্যা মরণধৰ্ম্মিণঃ ।
ভবন্ত্যেব হি তেহমর্ত্যা ভজন্তে বৃষভধ্বজম্ ॥
কণঃ মুহূৰ্ত্তমথবা ধ্যাতঃ সম্পূজিতঃ স্মৃতঃ ।
প্রদদাত্যাশু কৈবল্যং যন্তঃ ভজ মহেশ্বরম্ ॥২৪
তন্ত্বেব মুৰ্ত্তয়ান্ত্রয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুহর ইতি ।
সর্গরক্ষাণ্ডলয়েন্তুমৌশং শরণং ব্রজ ॥ ২৬
যন্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেনেদং ভ্রাম্যতে জগৎ
ব্রহ্মোতি চ জগৎবেদান্তঃ ক্রুদ্রঃ শরণং ব্রজ ॥২৭
যজ্ঞৈর্ষ ইজ্যতে দেবো মুকুয়ে বেদবাদিভিঃ ।
কৰ্ম্মণাঃ কলদন্তেযাঃ শরণং ব্রজ তং হরম্ ॥২৮
যং বিনিজ্য জিতশাসা ধ্যায়ন্তি কৌণকৰ্ম্মিণঃ ।

লীলাবিনাসসম্ভূত এবং ষাঁহার লীলাভাবে
বিশ লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া
জানিবে। ষাঁহার আদেশে ব্রহ্মা জগতের
সৃষ্টিকার্য্যে, বিষ্ণু পালনকার্য্যে এবং ক্রুদ্র
সংহারকার্য্যে অবস্থিত, তিনিই শূলপাণি।
ষাঁহার লেশমাত্র প্রসাদে মরণধৰ্ম্মী মর্ত্যগণ
অমরত্ব লাভ করেন, সেই বৃষধ্বজকে ভজনা
কর *। কণকাল বা মুহূৰ্ত্তকাল যিনি ধ্যাত,
পূজিত বা স্মৃত হইলে, শীঘ্র মুক্তি প্রদান
করেন, সেই মহেশ্বরকে ভজনা কর। সৃষ্টি,
স্থিতি ও সংহাররূপ গুণত্রয়ভেদে ষাঁহার
ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে খ্যাত, সেই
ঈশ্বরকে ভজনা কর। ভূত সকল ষাঁহার
অন্তর্গত, যিনি জগচ্চক্র ঘুরাইতেছেন, বেদ
ষাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, সেই ক্রুদ্রের
শরণাপন্ন হও। বেদবাদিগণ মুক্তির জন্ত
ষাঁহাকে যজ্ঞে অর্চনা করিলে, তিনি তাঁহাদের
কৰ্ম্মকল দান করিয়া থাকেন, সেই হরের
শরণাপন্ন হও। বীতনিদ্র শাসজেতা কৌণ-

* মূলে “ভজ তং বৃষভধ্বজম্” হইবে।
“ভজন্তে” পাঠ ভাল নয় বলিয়া উপরে তাণ্ডর
অনুবাদ করিলাম না।

তেষাং প্রজ্ঞায়তে যন্তং তন্তং বিদ্ধি চ শাকরম্
অজ্ঞানরজ্জ্বা বন্ধানাং মনুষ্যাदिशरीरिणाम् ।
মহাদেবাদৃতে নাত্যং শক্রং পশ্যামি মোচকম্ ॥৩০
তস্মাৎ ত্বং তপসা শক্রং সমাধায় শক্কেয়ম্ ।
প্রসন্নো দাস্ত্যতি পদং তব কৈবল্যমুত্তমম্ ॥৩১
এবং গুরোনিগ দতং ব্রহ্মা সুরপতিস্তদা ।
সমাধায়িতুং দেবং যযৌ বদরিকাগ্রমম্ ॥ ৩২
তত্র গতা জটী ভূতা ভস্মনিষ্ঠো জিতেন্দ্রিযঃ ।
মন্দাকিনীজলে স্নাত্বা ভস্ম চৈবাভিমন্ত্য চ ॥৩৩
অগ্নিরিত্যাदिमन्त्रैश्च समुक्कूल्या च विग्रहम् ।
পূজয়ামাস দেবেশং পুণ্যৈঃ পত্রের্মনোহরৈঃ ॥
শৈবীং বিজ্যাং জপমাস্তে শিবখ্যানৈকতৎপরঃ
এবং গতানি বর্ষাणि सहस्राणि चतुर्दश ।
তপসা দেবরাজস্য প্রসন্নোহভূৎ ততঃ শিবঃ ॥
প্রাহ ত্রিপুরহা শক্রং বরং ব্রাহি শতক্রতো ।
তপসানেন তৌত্রেণ প্রসন্নোহহং তবানঘ ॥৩৭

কৰ্ম্মা পুরুষেরা ষাঁহাকে ধ্যান করিলে, যে তত্ত্ব
স্ফুৰ্ত্তি হয়, তাহাই শৈবতত্ত্ব জানিবে। ১৫—২৯
হে শক্র! অজ্ঞানরজ্জ্ব দ্বারা বদ্ধ মনুষ্যাदि
প্রাণিগণের মোচনকর্ত্তা মহাদেব ভিন্ন আর
কাহাকেও দেখি না। হে শক্র! অতএব তুমি
শিবারাধনা কর, তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে
উত্তম কৈবল্যপদ প্রদান করিবেন। দেবরাজ,
গুরুর এই কথা শুনিয়া শিবারাধনার জন্ত
বদরিকাগ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি
জটীধারী, জিতেন্দ্রিয ও ভস্মনিষ্ঠ হইয়া
মন্দাকিনী-জলে স্নান, ভস্মকে মন্ত্রপত করা
এবং “অগ্নিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শরীরে
ভস্ম-ব্রহ্মণের পর পবিত্র মনোহর পত্র দ্বারা
দেবদেবের পূজা করিলেন। অনন্তর শিব-
ধ্যানমাত্রপরাগণ হইয়া শিবমন্ত্র জপ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে চতুর্দশ সহস্র বৎসর
গত হইল। অনন্তর ত্রিপুরারি শিব, দেব-
রাজের তপস্তায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলি-
লেন,—হে শতক্রতো! বর প্রার্থনা কর;
হে অনঘ! আমি তোমার তীব্রতপস্তায়
প্রসন্ন হইয়াছি। দুর্লভ হইলেও তোমার

ঐন্দ্রিতঃ তে প্রদান্যামি তব যতাপি দুর্লভম্ ।
যদি প্রসন্নো তু হসে ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥ ৩৮
এবং শস্তোর্বচঃ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা তং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ
কৃতাজলিপুটে ভূত্বা প্রণম্যাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৩৯
ইন্দ্র উবাচ ।

ভগবন কৃতকৃত্যোহস্মি ভবতো দর্শনাচ্ছিব
অলমস্তুর্বৈরৈঃ শস্তো ভক্তির্ভবতু মে ত্বয়ি ।
তব ভক্ত্যমৃতানন্দপরানন্দস্ত দেহিনঃ ।
তবেৎ কষ্টং কুতঃ শস্তো পূর্ণকামো যতো হি সঃ
তাবদেবাস্থিরং চেতঃ পরিভ্রমতি বজ্রম্ ।
ন যাবৎ ত্বয়ি দেবেশ ভক্তির্ভবতি দেহিনঃ ॥ ৪২
তাবদেব ভবান্তোদ্ধিত্তরো দেহিনাং হর ।
তব পাদাস্থজে ভক্তিঃ পরা যাবন্ন লভ্যতে ॥ ৪৩
তাবৎ পততি সংসারগর্তে জন্তুঃ পুনঃপুনঃ ।
যাবন্ন তব কারুণ্যলেশো ভবতি শঙ্কর ॥ ৪৪
সংসারবৃক্ষবৃক্ষে যঃ সর্বতোহতিভয়ঙ্করঃ ।
তব ভক্তিকুঠারেণ ক্ষিদ্যতে নান্থথা শিব ॥ ৪৫

অতীষ্ট বস্ত প্রদান করিব । হে ইন্দ্র ! আমি
প্রসন্ন হইলে, কিছুই দুর্লভ হয় না । ইন্দ্র
মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বিবিধ
স্তোত্রে স্তব ও প্রণাম করিয়া, কৃতাজলিপুটে
বলিলেন,—হে শিব ! আপনার দর্শনলাভেই
আমি চরিতার্থ হইয়াছি । হে শস্তো ! অন্ত
বরে প্রয়োজন নাই, আপনাতে আমার ভক্তি
থাকুক । ভবদীয় ভক্তিপুখা-আনন্দে পরমা-
নন্দ প্রাপ্ত প্রাণীর কি কষ্ট হইতে পারে ?
কেমনা তখন সেই প্রাণী যে পূর্ণকাম । হে
দেবেশ ! লোকের যতদিন আপনাতে ভক্তি
না হয়, ততদিন অস্থিরচিত্ত ইতর বস্ততে
ঘুরিয়া বেড়ায় । হে হর ! যাবৎ আপনার
চরণকমলে পরমভক্তি লাভ না হয়, সেই
পর্যন্তই সংসার-সাগর পার হওয়া অসম্ভব ।
হে শঙ্কর ! যতদিন আপনার করুণাকণা না
হয়, ততদিন প্রাণী সংসারগর্তে পুনঃপুনঃ
পতিত হয় । হে শিব ! সর্বতোভাবে অতি
ভয়ঙ্কর যে সংসারবিষ-বৃক্ষ, তাহা ভবদীয়
ভক্তিরূপ কুঠার দ্বারাই ছেদা, অন্ত প্রকার

ইতি শক্রবচঃ শ্রদ্ধা কারুণ্যাদবলোক্য তম্ ।
সমুৎস্পৃশ্য তু পাণিত্যাং গাণপত্যং দদৌ শিবঃ
বিরিকিপ্রমুখা দেবা জায়ন্তে কৰ্ম্মগৌরাং ।
প্রলয়ে চ বিনশ্যন্তি ভবন্তি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৭
স্বর্গঃ গতা গতাঃ শ্রবঃ তিষ্ঠাকৃৎক মনুষ্যতাম্
পুনর্বিরিক্যাদিপদমেবং চক্রপরম্পরা ॥ ৪৮
শস্তোর্বচঃ শ্রদ্ধা যো চ নাবর্তন্তে ভবে পুনঃ ।
ভোগান যথেষ্টিতান ভুক্তা শস্তোঃ
সায়ুজ্যমাপুয়াৎ ॥ ৪৯

স্বেচ্ছাবিগ্রহিণঃ সর্কে স্বেচ্ছাচার্য গণেশ্বরঃ ।
শিবেন সহ তে ভোগান যুক্তা যান্তি শিবং পদম্
এবং দত্তা বরং শস্তুর্গাণপত্যং দুর্লভম্ ।
সুররাজায় শিবয়ে তত্রৈবান্তর্হিতোহভবৎ ॥ ৫১
গাণপত্যং বরং লব্ধা শিবর্ভগবতো দ্বিজাঃ ।
আজ্ঞয়া তস্ত দেবস্ত জগাম স্বপুরীং ততঃ ॥ ৫২
মহাদেবার্চনরতো মহাদেবকথারতঃ ।

নহে ১৩০—৪৫ । শিব ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণে
তাঁহার প্রতি রূপাকটাকপাত করিলেন ও
করযুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে গাণপত্য
প্রদান করিলেন । ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার
কর্ম্মফলানুসারে সৃষ্ট, রক্ষিত, লীন এবং পুনঃ-
পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকেন । স্বর্গভোগ, নরক-
ভোগ, তিষ্ঠাগ্‌যোনিপ্রাপ্তি, মনুষ্যজন্ম এবং
পুনর্বার ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি এই প্রকার চক্রপর-
ম্পরা প্রচলিত যাহারা শিবগণপতি, তাঁহাদের
সংসারে কিরিতে হয় না, যথাভিলষিত ভোগ্য
ভোগের পর শিবসায়ুজ্যপ্রাপ্তি তাঁহাদের
হয় । গণনারকগণ, স্বেচ্ছার শরীরধারী
এবং ইচ্ছামত আচরণসম্পন্ন ; তাঁহারা
শিবের সহিত বিবিধ ভোগ করিয়া শেষে
শিবপদ লাভ করেন । শস্তু এই প্রকারে
দুর্লভ গাণপত্য-বর দেবরাজ শিবিকে প্রদান
করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ।
হে দ্বিজগণ ! শিবি ভগবানের নিকট
গাণপত্য বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা-
ক্রমে স্বনগরীতে প্রতিগমন করিলেন ।
তথায় তিনি এক মনস্তরে শিবপূজারত শিব-

হিহা মনস্তরং তত্র চণ্ডো নাম গণোহভবৎ ॥
 বৃষধ্বজত্ৰিনেত্রশ্চ জটাজুটেন্দুমণ্ডিতঃ ।
 শুক্লফটিকসঙ্কাশ্চতুর্বাহুস্ত্রিশূলভৃৎ ॥ ৫৪
 অক্ষমালাধরঃ খড়্গী সর্কেষামভয়প্রদঃ ।
 দ্বীপিচর্ম্মাহরধরঃ সর্কাতরগভূষিতঃ ।
 রয়াজ শাকরপদে নন্দীশ্বর ইবাপরঃ ॥ ৫৫
 এতদ্ব্যং কথিতং সর্কং শিবেষু চরিতং দ্বিজাঃ
 সর্কপাপক্ষয়করং সর্কসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৫৬
 অক্ষয়া যে পঠন্তীদং শিবেষু চরিতং দ্বিজাঃ ।
 প্রাপ্নুস্ত্যগ্নমেধস্ত কলমিত্যববীজবিঃ ॥ ৫৭
 ইতি ত্রীত্রম্পুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে শিবিনামধেয়দেবেশ্চরিত-
 কথনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

বিভূর্নাম ভবেদিল্লো রৈবতস্তাস্তরে দ্বিজাঃ ।
 বৈকুণ্ঠাদ্যাঃ স্মৃতা দেবা গণাশ্চহ্যার ঈরিতাঃ ॥১

কথালোচনাপরায়ণ হইয়া থাকিলেন, অনন্তর
 তিনি শিবসমীপে চণ্ড নামে গণপতি হই-
 লেন। তিনি বৃষধ্বজ, ত্রিনেত্র, জটাজুট-
 ধারী, শুক্লশেখর শুক্লফটিকসঙ্কাশ, চতুর্ভুজ,
 ত্রিশূল-অক্ষমালা খড়্গ অভয়মুদ্রাধারী, ব্যাঘ্র-
 চর্ম্মপরিধান এবং সর্কাতরগভূষিত হইয়া
 শিবলোকে দ্বিতীয় নন্দীশ্বরের স্তায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! মানব-
 গণের সর্কপাপনাশক সর্কসিদ্ধিপ্রদ শিবচরিত
 সম্পূর্ণরূপে এই তোমাকে বলিলাম। হে দ্বিজ-
 গণ! যাহারা অক্ষাসহকারে এই শিবচরিত
 পাঠ করে, তাহাদের অগ্ন্যমেধ যজ্ঞের কল-
 প্রাপ্তি হয়, সূর্য্য ইহা বলিয়াছেন। ৪৬—৫৭।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! রৈবত
 যজ্ঞের ইন্দ্রের নাম বিভূ। সে মনস্তরে।

হিরণ্যরোমা বিশ্বক্রীর্কবাহুস্তথৈব চ ।
 ইন্দ্রবাহুঃ সূবাহুশ্চ পর্জন্তশ্চ মহামুনিঃ ।
 সপ্তৈতে ঋষয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়ব্রতকুলোদ্ভবাঃ ॥২
 মনোজবঃ সুরেন্দ্রোহুচ্চাক্ষুষেহপ্যস্তরে দ্বিজাঃ
 আযোঃ প্রসূতা ভাবাদ্যাঃ কথিতা দেবতাগণাঃ
 সূমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো বুধঃ ।
 অত্রিনামা সহিসুশ্চ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 পুলো বিবস্বতো বিপ্রা মনুর্বেবস্বতঃ স্মৃতঃ ।
 সাম্প্রতং বর্ততে যোহসৌ তত্র দেবান
 ব্রবীম্যহম্ ॥৫
 মরুদগণাস্তথা দিত্যা কুজাশ্চ বসবঃ স্মৃতাঃ ।
 পুরন্দরশ্চ দেবেন্দ্রো বভূবাসুরদর্পহা ॥৬
 বাসিষ্ঠঃ কণ্ডপশ্চাত্ত্রিজমদাগ্নশ্চ গোতমঃ ।
 বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্তৈতে ঋষয়ো মতাঃ ॥৭
 মনস্তরান্যতীতানি বর্তমানং ময়া দ্বিজাঃ ।
 কথিতান্ধ্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং প্রতिसংকরম্ ॥৮
 চতুর্কি কথিতং সোহপি পুরাণেহস্মিন দ্বিজোত্তম
 নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা

বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত দেবতা ।
 হিরণ্যরোমা, বিশ্বক্রী, উর্কবাহু, ইন্দ্রবাহু,
 সূবহু পর্জন্ত এবং মহামুনি, ইহার সপ্তর্ষি;
 এই সপ্তর্ষিগণ, প্রিয়ব্রত-বংশসম্বৃত। হে
 দ্বিজগণ! চাক্ষুষ মনস্তরের ইন্দ্রের নাম,—
 মনোজব; আয়ুসম্বৃত ভাব প্রভৃতি দেবগণ
 চাক্ষুষ মনস্তরের; সূমেধা, বিরজা, হবিষ্মান,
 উত্তম, বুধ, অত্রি এবং সহিসু ইহারাই
 সপ্তর্ষি। হে বিপ্রগণ, বিবস্বৎপুত্রের নাম
 বৈবস্বত মনু; সাম্প্রতি তিনিই বর্তমান।
 ইহাতে মরুদগণ, আদিত্যগণ, কুজগণ এবং
 বসুগণ—দেবতা। ইন্দ্রের নাম পুরন্দর;
 তিনি অসুরদর্পহাতী। বাসিষ্ঠ, কণ্ডপ, অত্রি,
 জমদগ্নি, গোতম, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজ
 ইহার সপ্তর্ষি। হে দ্বিজগণ! অতীত
 মনস্তর কীর্তন করিলাম। অনন্তর প্রলয়-
 বৃত্তান্ত অবগণ করুন। ১—৮। হে দ্বিজোত্তম-
 গণ! চারি প্রকার প্রলয় পুরাণশাস্ত্রে কথিত
 আছে। নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং

যোহয়ঃ ভূতকরো লোকে নিত্যঃ নিত্যঃ স
স্মৃতঃ ।
কল্পান্তে যন্ত সংহারো নৈমিত্তিক ইহোচ্যতে
মহাদান্যঃ বিশেষান্তঃ স যদা যাতি সঙ্করম্ ।
প্রাকৃতঃ প্রাতিসর্গোহয়ঃ কথ্যতে মুনিভির্বিজ্ঞাঃ
আত্যন্তিকঃ প্রলয়ো জ্ঞানাদেব প্রজায়তে ।
তচ্চ জ্ঞানং মহেশস্য ভক্তিমভ্যমিতি শ্রুতিঃ ॥
চতুর্ধুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে ভূতসঙ্করে ।
অনারুষ্টিভূতস্তীত্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥১৩
বৃক্শশূলতাঃ সর্বা পৃথিব্যাঃ যান্তি সঙ্করম্ ।
গভস্তমালী ভগবানথ সপ্তরথোহভবৎ ॥
রশ্মিভিঃ সাগরাস্তাংসি তদা পিবতি ভাস্করঃ ॥
দীপ্তাশ্চ রশ্ময়ন্তেন ভবন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ।
ভবন্তি সূর্যাঃ সপ্তৈতে সর্বতো রশ্মিসঙ্কলাঃ ॥
তেষাং রশ্মিপ্রতাপেন দক্ষা ভবতি মেদিনী ।
দ্বীপৈশ্চ পর্বতৈঃ সার্বিঃ সাগরৈশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
সূর্যতেজোহগ্নিদক্ষানাং ভূতানাঞ্চ পরম্পরম্ ।

একস্মুপজাতানামগ্নিরেকস্ততোহভবৎ ॥১৮
জালাভিরধিলং বিশ্বং নির্দহত্যাশ্চ পাবকঃ ।
স দক্ষা পৃথিবীঃ সর্বাঃ ক্রুদ্রতেজোবিজৃম্বিতঃ
দিবঃ দক্ষাথ পাতালঃ দন্দহীতি দ্বিজোত্তমাঃ ।
উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্ত শতযোজনমায়তাঃ ॥ ২০
তেজসা তস্য কালাগ্নেরগ্নিঃ সংবর্তকঃ স্বয়ম্ ।
দক্ষা স চতুরো লোকান্ স যক্ষোরগরাক্সান্
তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ সৰ্বাঃ জগদেতৎ প্রকাশতে
উত্তিষ্ঠন্তে ততো মেঘাস্তড়িভিঃ সমস্ততঃ ॥২২
সংবর্তকোপমাঃ সর্বে নানাবর্ণা ভয়ঙ্করাঃ ।
জায়ন্তে ভাস্করাদ্ঘোরা রাবিণো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
ততো বর্ষং প্রমুঞ্চন্তি বিন্দুভির্গজস্রিভৈঃ ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতা বৃষ্টির্জায়তে শতবার্ষিকী ॥২৪
জলোদৈর্বাশমায়াস্তি তদা কল্লাস্তপাবকাঃ ।
দ্বীপৈশ্চ পর্বতৈর্ভূক্সা পৃথিবী পূর্যতে জলৈঃ ।
বিলীয়তে ধরা চৈব সর্বা এব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২

আত্যন্ত । জগতে প্রতিদিন যে ভূতকর,
তাহাই নিত্য প্রলয় ; কল্পান্তে যে ভূতসংহার
হয়, তাহা নৈমিত্তিক প্রলয় ; মহত্ব হইতে
স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত সমুদয়ের যে কয়প্রাপ্তি,
তাহা প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়
জ্ঞানসাধ্য (তত্ত্বজ্ঞান হইলে অবিজ্ঞা ও
অবিজ্ঞাকর্ম তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে চিরদিনের
জন্ত বিনষ্ট হয়, সেই বিনাশই আত্যন্তিক
প্রলয়) । সেই জ্ঞান শিবভক্তিসম্বোধে লভ্য,
ইহা কতিবাক্য । চতুর্ধুগসহস্র অবসানে
ভূতকরকাল উপস্থিত হইলে, শতবর্ষব্যাপিনী
তীত্র অনারুষ্টি হইয়া থাকে ; পৃথিবীর তরু,
লতা, গুল্ম বিনষ্ট হয় ; ভগবান্ গভস্তমালী
ভাস্কর, তখন সপ্তরথী হইয়া, রশ্মিজাল দ্বারা
সাগরজল শোষণ করেন । হে মুনিপুঙ্গব-
গণ ! তৎকালে তাঁহার রশ্মিজাল প্রদীপ্ত
হয়, সপ্তরথের সপ্তসূর্যই সর্বতোভাবে
রশ্মিসঙ্কুল হইয়া থাকেন । তাঁহাদের রশ্মি-
প্রভাবে শৈল-সাগরদ্বীপ-সহিত সমগ্র ভূম-
ণ্ডল দগ্ধ হইয়া থাকে ; সূর্যতেজঃপাবক-

দহমান ভূতগণ পরস্পর ব্যবধানশূন্য হও-
য়াতে এক অগ্নিই (পৃথিবীব্যাপী) হইয়া
থাকেন । সেই পাবক শিখাসমূহ দ্বারা
নিখিল-জগৎকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া ফেলেন ।
ক্রুদ্রতেজোবিজৃম্বিত কুশান্ন সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ
করিয়া স্বর্গ ও পাতাল দগ্ধ করিয়া থাকেন ।
তাঁহার শতযোজন বিস্তৃত শিখা-জাল
উৎখিত হয় । ১—২০ । সেই কালানলতেজঃ-
সঙ্কুচিত স্বয়ং সংবর্তক অনল, যক্ষ-রাক্ষস-
পন্নগসহকৃত চতুর্লোক (মহালোক পর্য্যন্ত)
দগ্ধ করেন । তখন এই নিখিল জগৎ
তপ্ত লোহপিণ্ডের স্থায় প্রতিভাত হইয়া
থাকে । তৎপরে সূর্য্যমণ্ডল হইতে ঘোর-
গর্জনে চপলাবলসিত, সংবর্তকসদৃশ, নানা-
বর্ণ, ভয়ঙ্কর জলদজাল উৎখিত হয় । তাহার
ব্রহ্মপ্রেরিত হইয়া, শত বৎসর গজগুণাকৃতি
ধারায় বৃষ্টি করিয়া থাকে । তখন কল্লাস্ত-
পাবক জলরাশি দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় । দ্বীপ-
পর্বতযুক্তা পৃথিবী জলপূর্ণা হইয়া থাকেন ।
হে দ্বিজোত্তমগণ ! তখন সমগ্র পৃথিবী

তন্মিহেকার্ণবে ঘোরে দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ।
 যোগনিদ্রাং সমাস্থায় শেতে ধ্যানম্ মহেশ্বরম্ ॥
 এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অতঃ শৃণুধ্বং বক্ষ্যামি প্রাকৃতঃ প্রলয়ো যথা ॥
 কালাগ্নিক্রোধো ভগবান্ পরাক্রিদ্ধিতয়ে গতে ।
 ব্রহ্মাণ্ডং ভস্মসাৎ কৃৎবা তাণ্ডবঃ নাট্যমাস্থিতঃ ।
 পীত্বা তৎপরমানন্দং সমালোক্য গিরীশ্বজাম্ ॥
 একা সা পরমা শক্তির্নিত্যাহৈমবতী শিবা ।
 এক এব মহাদেবস্তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে ॥২৯
 তিষ্ঠত্যেকা তদা তন্মিহেক এব মহেশ্বরঃ ।
 পার্শ্বত্যা পরয়া শক্ত্যা নাত্তঃ কশ্চিদতি ঋতিঃ
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাকৃতিরীশ্বরঃ ।
 সহস্রনয়নো দেবঃ সহস্রচরণঃ শিবঃ ॥ ৩১
 সহস্রবাহুবিশ্বাত্মা ত্রিশূলী দীপ্তলোচনঃ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনঃ পরব্রহ্মতমুঃ শিবঃ ।
 দগ্ধা ব্রহ্মাদিকং বিশ্বং স্বতেজশ্বাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩২
 পৃথিবী বিলয়ং যাতি সত্ত্বৈরপ্সু সংযুতা ।

জ্বলন্ত হইয়া যায়। সেই ঘোর একার্ণবে
 দেবদেব ব্রহ্মা, শিবধ্যান করত যোগনিদ্রা
 অবলম্বনপূর্বক শয়ান হন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
 গণ! ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়। অনন্তর
 প্রাকৃত প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর; পরাক্রি-
 দ্বিতীয় কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত
 হইলে, ভগবান্ কালাগ্নি-রুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড ভস্মী-
 কৃত করিয়া, পার্শ্বতীকে অবলোকন ও পরমা-
 নন্দ আন্বাদন করত তাণ্ডব-নৃত্য করিতে
 থাকেন। একমাত্র হিমালয়নন্দিনী পরমা-
 শক্তি শিবা নিত্য; একমাত্র মহাদেবই
 নিত্য; তাঁহাদের উভয়ের ভেদ নাই।
 তখন এক শক্তি আর একমাত্র মহেশ্বরই
 থাকেন। পরমা শক্তি সহস্রত মহেশ্বর ভিন্ন
 আর কাহারও সত্তা তখন থাকে না, ইহা বেদ
 বাক্য। ২১—৩০। সহস্রশীর্ষা, প্রণীপ্তসহস্রচক্ষু,
 সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রাকৃতি, ত্রিশূলধারী,
 দংষ্ট্রাকরালাস্ত্র, বিশ্বাত্মা পুরুষ, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম-
 ময় শিব, ব্রহ্মাদি বিশ্ব দত্ত করিয়া, স্বীয় তেজে
 অধিষ্ঠিত হন। সত্ত্ব-সংযুতা পৃথিবী জলে

জলমগ্নো লয়ং যাতি বায়ৌ তেজশ্চ লীয়তে ।
 ব্যোম্নি বায়ুর্লয়ং যাতি ভূতাদৌ ব্যোম লীয়তে
 ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি তৈজসে যাস্তি সজ্জয়ম্ ।
 বৈকারিকে দেবগণাঃ প্রলয়ং যাস্তি সত্তমাঃ ।
 অহঙ্কারো লয়ং যাতি মহাত ত্রিবিধশ্চ যঃ ॥ ৩০
 মহত্ত্বং লয়ং যাতি বিরিকৌ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অবাক্তে নিলমস্তস্ত ব্রহ্মণঃ পদ্মজন্মনঃ ॥৩৬
 এবমুতৈশ্চ তত্ত্বানি সংহৃত্য ভগবাৎশিবঃ ।
 আন্তে স ভগবনেকো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চন
 ইচ্ছয়া পার্শ্বতীশস্ত প্রলয়ো নাত্তথা দ্বিজাঃ ।
 ব্রহ্মাদীনাং পুনঃ সৃষ্টিরিতিাত্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৮
 তৈশ্চৈব শক্তয়ান্ত্যশ্চো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 সর্বস্মাদধিকস্তাত্যঃ শূলপাণিরিতি ঋতিঃ ॥৩৯
 একমেব মহাদেবং বদন্তি বহুধা জনাঃ ॥৪০
 ব্রহ্মাণং শার্ঙ্গিনং রুদ্রং বায়ুমিন্দ্রং রবিং শশিম্

লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু
 আকাশে এবং আকাশ ভূতাদি অহঙ্কারে,
 (পঞ্চতমাত্র লয়ক্রমে) লীন হয়। ইন্দ্রিয়-
 সমূহ তৈজস অহঙ্কারে, দেবগণ সাত্তিক
 অহঙ্কারে এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্ত্বে লীন
 হয়। হে মুনিপুঙ্গবগণ! মহত্ত্বের ব্রহ্মাতে
 আর পদ্মজন্ত ব্রহ্মার প্রকৃতিতে লয় হয়।
 ভগবান্ শিব এইরূপে ভূতগণের সহিত
 সকল পদার্থ সংহার করিয়া একমাত্ররূপে
 থাকেন, দ্বিতীয় কেহ থাকে না। হে দ্বিজ-
 গণ! পার্শ্বতীকাত্তের ইচ্ছাতেই প্রলয় হয়,
 অস্ত্র প্রকারে হয় না। ব্রহ্মাদির পুনর্বার
 সৃষ্টি হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ ইহা বলিয়া
 থাকেন। সেই শিবেরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
 মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শূলপাণি সেই
 মূর্তি বা শক্তিগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বেদে ইহা
 কথিত হইয়াছে। ভেদদশী লোকে এক
 মহাদেবকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বায়ু, ইন্দ্র,
 রবি, শশী, অগ্নি, যম, বরুণ এবং নানাবিধ
 ব্যক্তি ইত্যাদি বহুপ্রকারে কীর্তন করিয়া
 থাকে। সর্বশক্তিময় ভগবান্ শঙ্কর শিবই
 সেই সেই রূপ অবলম্বনপূর্বক সকলকে কল-

অগ্নিঃ যমঞ্চ বরুণঃ জনং ভৈদদৃশো জনাঃ ॥৪১

ভক্তকৃপাঃ সমাহ্বায় ভগবানেব শঙ্করঃ

কলঃ দদাতি সর্কেষাঃ সর্কশক্তিময়ঃ শিবঃ ॥৪২

তন্মাং সর্কান্ পরিত্যজ্য যজ্ঞদেকং মহেশ্বরম্

আদিমধ্যাস্তরহিতং নির্গুণং তমস্ পরম্ ॥৪৩

ক্রমেণ লভ্যতে হস্তে যাঃ মুক্তিরারাধনে দ্বিজাঃ

আরাধয়ন্ মহেশং তং তস্মিন্ জন্মানি মুচ্যতে ॥

এব বঃ কথিতো বিপ্রা যথাবৎ প্রতিসংকরঃ ।

যদীয়িতঃ ভগবতা কিমন্তুচ্ছোতুমিচ্ছথ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-

শৌনকসংবাদে নিত্যনৈমিত্তিকপ্রাক্র-

তাত্ত্বিকপ্রতিসংকরকথনং নাম

ত্ৰয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচঃ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশা মবন্তুরাণি চ ।

বংশানুচরিতকৈব জ্ঞাতং সর্বমশেষতঃ ॥ ১

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামশ্চরিতং ত্রিপুরবিশ্বঃ ॥ ২

দান করিয়া থাকেন। অতএব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সদাশিবকে পূজা করিবে। তিনি আদি-মধ্য-অস্তরহিত, নির্গুণ এবং তমোভীত। হে দ্বিজগণ! অস্ত দেবতা আরাধনায় ক্রমে মুক্তিলাভ হয়; আর মহেশ্বরের আরাধনায় সেই জন্মেই মুক্তিলাভ হয়। হে বিপ্রগণ! ভগবান্ সূর্য্য যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে এই আপনাদিগের নিকট প্রলয়ব্যাপার কীর্তন করিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৩১—৪৬

ত্ৰয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মবন্তর এবং বংশসমুত্তরণের চরিত্র সমস্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে ত্রিপুরারির চরিত্র শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি

পুরাণি ত্রীণি ভগবান্ দদাহ স কথং পুরা ।

লীল্যৈবেষুগৈকেন সূত নো বদ কোতুকম্

সূত উবাচ

শৃণুধ্বময়ঃ সর্কে চরিতং শূলপাণিনঃ ।

যথৈরিতং ভগবতা সূর্য্যেণ মনবে পুরা ॥ ৪

শৃণুতাং সর্কপাপহ্নং সর্কহৃষ্টনিবারণম্ ।

যন্তং সর্কপদাং হস্ত শ্রোত্রপীষুষমুত্তমম্ ॥ ৫

তারকো নাম যো দৈত্যো নিহতঃ শক্তিপাণি

আসন্ সূতাস্ত্রয়স্তস্মৈ ত্রৈলোক্যৈর্ঘ্যদর্পিতাঃ

বিদ্যান্মালী তারকাখ্যঃ কমলাখ্যো মহাবলঃ ॥

তেপুস্তপো মহাঘোরং দানবাঃ প্রিয়কামজয়া ।

যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তা বভূবুরনিলাশনাঃ ॥ ৭

শ্রীতশ্চতুর্গুণস্তেবাং প্রদদৌ বরমুত্তমম্ ।

দেবাসুরাণাং সর্কেষামবধ্যত্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

পুনর্নৈস্তরমরেশত্বং যাচিতঃ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৯

বরমন্তং দৈত্যবর্ঘ্য বৃণীধ্বং মনসেপিপিতম্ ।

‘রারির চরিত্র শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি হে সূত। পূর্ষকালে ভগবান্ শিব ঐ প্রকারে এক শরে লীলাক্রমে পুরাতন দৈত্য করিয়াছিলেন; তাহা বলুন, আমরা কুতূহলী হইয়াছি। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! ভগবান্ সূর্য্য মনুকে পূর্ষকালে যাহা বলিয়া ছিলেন, সেই শূলপাণি-চরিত্র আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। এই শিবচরিত্র শ্রবণ-কারীই পাপনাশক, সর্কহৃষ্ট নিবারক, সর্কবিপৎ-সংযমনকারী এবং কি উত্তম কণামৃত! কার্ত্তিকেয় তারক নামে যে দৈত্যকে বিনষ্ট করেন, তাহার তিন পুত্র ছিল; তাহারা ত্রৈলোক্যের আধিপত্যলাভে দর্পিত হইয়াছিল। মহাবল বিদ্যান্মালী, তারকাখ্য এবং কমলাখ্য * দানব প্রিয়কামনায় যমনিয়মযুক্ত ও পবনাহারী হইয়া মহাঘোর তপস্বী করিতে লাগিল। ১—৭। হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রহ্মা শ্রীত হইয়া, তাহাদিগকে সর্ক-দেবাসুরের অবধ্যরূপ উত্তম বর প্রদান করিলেন। সেই পুরাণান্তরে মম নামে প্রসিদ্ধ

দাস্তামি তদহং কিপ্রমিতি ব্রহ্মাববৌৎ পুনঃ ॥১০।
অক্রবংস্তে বিচাৰ্য্যেবং মিথঃ কমলসম্ভবম্ ।
পুরাণি ত্রীণি লোকেশ রচয়িত্বা বয়ং সদা ।
ত্রীলোকান্ বিচরিস্যামস্ততো লকবরা বিভো ॥
ততো বর্ষসহস্রে তু সমেষ্যামঃ পরস্পরম্ ।
একৌভাবং গমিস্যন্তি পুরাণি চ সুরোত্তম ॥১২।
যদা সমেতাশ্চেতানি যো হস্তান্তগবংস্তদা ।
একেনৈববেষুণা দেব স নো মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥১৩।
এবমস্তিতি তানুক্রা ব্রহ্মাস্তর্কানমাশুবান্ ।
তেষাং ময়স্ত ক্রমশশ্চক্রে ত্রীণি পুরাণাথ ॥ ১৪।
পৃথিব্যামায়সস্তাসৌজাজতং গগণাক্ষনে ।
স্বর্গে তু কাঞ্চনময়মসুরাণাং পুরং দ্বিজাঃ ॥ ১৫।
বিস্তারায়ামতস্তেষাং যোজনানাং শতং ভবেৎ
আয়সং যৎ পুরং দিব্যং বিদ্যান্মালেস্তদাভবৎ ।
রাজতং তারকাখ্যস্ত কমলাখ্যস্ত কাঞ্চনম্ ॥১৬।

অসুরত্রয় ব্রহ্মার নিকট অমররাজহুও
প্রার্থনা করিল, তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! অন্ত মনোমত বর প্রার্থনা
কর, তাহা আমি শীঘ্রই দিব। তখন তাহারা
পরস্পর বিচার করিয়া, ব্রহ্মাকে বলিল,—
হে বিভো! হে লোকেশ! আমরা পুরত্রয়
রচনা করিয়া, ত্রিলোক বিচরণ করিব। আর
হে সুরশ্রেষ্ঠ! সহস্র বর্ষ গতে আমরা পরস্পর
মিলিত হইব, পুরত্রয়ও মিলিত হইবে। হে
ভগবন্! পরস্পর মিলিত পুরত্রয়কে যিনি
এক শরে বিনাশ করিতে পারিবেন, তিনিই
আমাদের মৃত্যুস্বরূপ হইবেন। এই বর
প্রদান করুন। ব্রহ্মা “তথাস্তু” বলিয়া অস্ত-
হিত হইলেন। ময়-দানব ক্রমে তাহাদের
পুরত্রয় রচনা করিলেন। অসুরগণের
পৃথিবীস্থিত অর্থাৎ নিম্নস্থ নগর লৌহময়,
আকাশস্থিত অর্থাৎ মধ্যস্থিত নগর রজতময়
এবং স্বর্গস্থিত অর্থাৎ উপরিতলস্থ নগর
কাঞ্চনময় হইল। সেই সকল নগর দৈর্ঘ্য-
বিস্তারে শত যোজন হইল। দিব্য লৌহ-
ময় যে নগর বা পুর, তাহাই বিদ্যান্মণীর
হইল, তারকাখ্যের রজতময় এবং কমলা-

ময়স্ত তু গৃহং রম্যং পুরেষু ত্রিষু বিস্তুতম্ ।
তত্রাস্তে দানবঃ ক্রীমান্ দেবদানবপূজিতঃ ॥১১।
রম্যং পুরত্রয়ং রেজে ত্রৈলোক্যমিব চাপরম্ ।
বিমানৈঃ সূর্য্যাসক্তাশৈঃ সমস্তাং পরিশোভিতম্
গজবাজসমাকীর্ণং গোপুরাটোলমণ্ডিতম্ ।
সিন্ধুচারণগন্ধর্ষৈর্দীব্যাস্ত্রীভির্বিরাজিতম্ ॥২১।
রহস্তায়তনৈর্দীব্যৈরগ্নিহোত্রৈর্গৃহৈ গৃহৈ ।
বেদাধ্যায়নসম্পন্নৈঃ সমস্তাঃ পশোভিতম্ ॥ ২২।
সর্বাঃ পতিব্রতাস্তত্র দানবানাং স্ত্রয়ো দ্বিজাঃ
মহাদেবার্চনরতৈর্দানবৈরুপশোভিতম্ ॥২৩।
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ শক্রাত্মাস্তরুতাঃ গতাঃ ।
দৃষ্ট্বা দেবাস্তদৈর্ঘ্যং পুরাণাং দ্বিজসমুদয়ঃ ।
দেবাস্তত্তেজসা দম্বা বিষ্ণুঃ গত্বৈদমক্রবন্ ॥ ২৫।
দেবা উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্যস্তান্তয়প্রদ ।
পুরত্রয়াসুরভয়াস্তবাংস্তাতুমিহাহতি ॥ ২৬।
এবং সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা দানবমর্দনঃ ।

খোর সুবর্ণময় পুর হইল। ময়-দানবের
বিস্তুত গৃহ নগরত্রয়েতেই থাকিল। তথায়
ক্রীমান্ ময়-দানব দেবদানবপূজিত হইয়া
বাস করিলেন। ৮—১১। সেই পুরত্রয় অপর
ত্রৈলোক্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।
সূর্য্যাসন্নিভ বিমানরাজি, চতুর্দিকে হস্তী-
অশ্বসঙ্কুল-পুরদ্বার-অটোলক-মণ্ডিত সেই
পুরত্রয়ের শোভা সম্পাদন করিল। সেই
পুরত্রয় সিন্ধুচারণ-গন্ধর্ষ ও দিব্যাস্ত্রীণ-
বিরাজিত এবং গৃহে গৃহে বেদাধ্যায়ন-মুখরিত
দিব্য অগ্নিহোত্র-গৃহ ও গুপ্ত-গৃহ দ্বারা পরি-
শোভিত হইল। হে দ্বিজগণ! তথায় দানব-
পত্নীরা সকলেই পতিব্রতা এবং দানবগণ
শিবপূজারত। তাহাদের তপস্তাপ্রভাবে
ইন্দ্রাদি দেবগণ হীন হইয়া পড়িলেন। হে
দ্বিজসমুদয়গণ! দেবতারা পুরত্রয়ের ঐর্ষ্যা-
দর্শনে ও তেজে দম্ব হইয়া, বিষ্ণুর নিকট
গিয়া বলিলেন,—হে ত্রৈলোক্য-অস্তর-প্রদ
দেবদেব জগন্নাথ! ত্রিপুরাসুর-ভয় হইতে
আমাদিগকে আপনার রক্ষা করিতে আচ্ছা

গোবিন্দচিন্তয়ামাস কিং কার্যমিতি চেতসা ॥
 হস্তব্যাক্তে কথং দৈত্যা মহাদেবপরায়ণাঃ ।
 হরতেজোহগ্নিনির্দগ্ধপাপান্তেহত্র ন সংশয়ঃ ॥
 ত্রৈলোক্যমপি যো হত্বা মহাদেবপরায়ণঃ ।
 কন্তুঃ নিহত্বা ত্রৈলোক্যো বিনা শস্তোরনুগ্রহাৎ
 শঙ্কুপ্রসাদলেশেন খ্যাতোহস্মি ভুবনত্রেয়ে ।
 ব্রহ্মা চ দেবা দৈত্যাশ্চ সিদ্ধাশ্চ মুনয়স্তথা ৩০
 মনবো রাক্ষসাঃ সর্পা গন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ যে ।
 মাতরো গৃহকা ভূতাঃ পিশাচা মানবাস্তথা ॥৩১
 ভগবন্তুঃ মহাদেবমসম্পূজ্য জগত্রেয়ে ।
 সিদ্ধিমিচ্ছান্তি যে মূঢ়াস্তে স্মৃতাঃখস্তা ভাজনম্
 তস্মাৎ তমীশমুগ্ৰেণ যজ্ঞেনেষ্টা সুরোত্তমম্ ।
 হস্তব্য দানবা নুনমিত্যুক্তা কমলাপতিঃ ॥৩৩
 মেরোকুন্তরতো গত্বা যজ্ঞেনাথ সদাশিবম্ ।
 ইষ্টা বৈ কৃত্তভাগেণ ততো ভূতা নির্গতাঃ ।
 নানাসুধকরাঃ সর্পে ত্রৈলোক্যাদহনপ্রভাঃ ॥৩৪

হয়। দানবমর্দন গোবিন্দ দেবগণের এই
 কথা শুনিয়া ‘কি কর্তব্য’ মনে মনে চিন্তা
 করিতে লাগিলেন। সেই সকল দৈত্যা
 শিবপরায়ণ, শিবতেজোরূপ অনল দ্বারা
 তাহাদের পাপরাশি নিশ্চয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে;
 তাহাদিগকে নিহত করা যাউবে কি প্রকারে?
 যে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যহত্যা করিয়াও শিব-
 পরায়ণ হয়, শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত তাহাকে
 বধ করিতে পারে—জগতে এমন কে
 আছে? শঙ্কুর প্রসাদলেশেই আমি ত্রিভু-
 বনে খ্যাতিলাভ করিয়াছি; ব্রহ্মা, দেব,
 দৈত্যা, সিদ্ধ, মুনি, মনু, রাক্ষস, সর্প, গন্ধর্ব,
 পিতৃ, মাতৃ, গৃহক, ভূত, পিশাচ এবং মানব
 ইহারা সকলেই(শিব-প্রসাদলেশেই বিখ্যাত)
 ভগবান্ শিবের অর্চনা না করিয়া যাহারা
 সিদ্ধি-অভিলাষী হয়, ত্রিজগতে তাহারা মূঢ়
 এবং কুঃখভাগী। অতএব সেই সুরশ্রেষ্ঠ
 ঈশ্বরকে উগ্রযজ্ঞে অর্চনা করিয়া তবে
 দানবগণকে নিহত করিতে হইবে। কমলা-
 পতি এই কথা বলিয়া সুরমের উত্তর প্রদেশে
 গমনপূর্বক যত্নে কৃত্তাংশ দ্বারা সদাশিবের

ভূতাঃস্তান্ প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা দেবো
 নারায়ণোহব্রবীৎ ।
 গত্বা পুরত্ৰয়ং শীঘ্রং দগ্ধা হত্বা মহাসুরান্ ।
 নিঃশেষানসুরান কৃত্বা পুনরাগন্তুমর্হথ ॥ ৩৫
 অথ বিকোর্বচঃ শ্রুত্বা ভূতবৃন্দা মহাবলাঃ ।
 হরিং প্রণম্য প্রযবুস্তান্নিযোগাৎ পুরত্ৰয়ম্ ॥ ৩৬
 ভূতা ভয়ঙ্করা দৃষ্টা অযুতায়ুতকোটয়ঃ ।
 পুরত্ৰয়মনু প্রাপ্য বভূবুর্নষ্টচেতসঃ ॥ ৩৭
 পরাজিতাস্ততো ভূতা দৈতৈঃ সন্মার্গবর্ত্তিভিঃ
 পুনরভ্যোত্যা শক্রাচ্চা দেবং নারায়ণং বিভূম্ ।
 অক্ৰবৎস্নাহি ভগবান্নির্জিতা ভয়বৎসলাঃ ॥ ৩৯
 চিন্তয়ামাস তান্ দৃষ্ট্বা শক্রাদৌন্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
 ভবিষ্যতি কথং কার্যং দেবানামিতি শূত্রতাঃ ॥
 নাভিচারেণ নাশোহস্তু ধর্ম্মিষ্ঠানাং মহাত্মনাম্
 এতে দৈত্যা মহাভাগাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪১
 শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠা মহাদেবার্চনে রতাঃ ।

পূজা করিলেন। অনন্তর নানা অস্ত্রধারী,
 ত্রৈলোক্যদাহি-প্রভাসম্পন্ন ভূতসমূহ নির্গত
 হইল। ভূতগণকে প্রস্থিত দেখিয়া নারায়ণ-
 দেব বলিলেন—শীঘ্র গিয়া ত্রিপুরদাহ, মহা-
 সুরত্ৰয়-বধ এবং নিঃশেষরূপে অসুরসমূহের
 নিধন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হও। ২০—৩৫। মহা-
 বল ভূতসমূহ বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করিয়া
 হরিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ অনু-
 সারে ত্রিপুর-যাত্রা করিল। অযুত অযুত কোটি
 ভয়ঙ্কর দৃষ্ট ভূতবৃন্দ ত্রিপুরসন্নিধানে উপস্থিত
 হইবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইল। অনন্তর সৎপথ-
 বর্ত্তী দৈত্যেরা ভূতগণকে পরাজয় করিল।
 তখন পরাজিত ভীতিগ্রস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ
 (তাঁহারা ভূতগণের সাহায্যার্থ যুদ্ধে গিয়া-
 ছিলেন) পুনরায় আসিয়া প্রভু নারায়ণকে
 বলিলেন,—ভগবন্! রক্ষা করুন। হে
 সুরতগণ! অব্যয় বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে
 অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—
 দেবগণের কার্য্য হইবে কিরূপে? ধর্ম্মিষ্ঠ
 মহাত্মাদিগের নাশ অতিচার দ্বারা হইবে
 না; কেননা, মহাভাগ দৈত্যগণ সত্যব্রত-

মায়া মোহয়িত্বৈব নিহন্তব্য মহানুরাঃ ॥ ৪২
 হনিষ্যে ত্রিপুরং সৰ্বমিতি সঙ্কিত্য চেতসা ।
 অপহৃত্য যিনিং শাস্ত্রী শাস্ত্রদেহানুনৌহরাঃ ॥ ৪৩
 দৃষ্টপ্রত্যয়কুচ্ছান্তং দদৌ বিষ্ণুঃ সুবিস্তরম্ ।
 যন্মিহরীরমেবায়া নাস্তি পারত্রিকৌ গতিঃ ॥ ৪৪
 নঃস্বাতশ্চেতয়তোব সুরায়া মদশক্তিবৎ ।
 অপহৃত্য পরজ্বাং কামস্তেনৈব সেবাতে ॥ ৪৫
 শাস্ত্রং তদুপদিষ্টৌব ত্রিপুরং প্রতি সুরতাঃ ।
 প্রেষয়ামাস তং বিষ্ণুঃ সোহপি মায়া তদা যযৌ
 পুরজয়ং প্রাশ্ণাথ দানবা মোহিতাস্তদা ।
 ততাজুর্বেদিকং কৰ্ম ভবে ভক্তিক শাস্ত্রতীম্ ॥
 পাতিব্রত্যাং বিহায়ৈব স্মরিত্যশ্চ স্ত্রিয়স্তদা ॥ ৪৮
 পরায়ণ, শ্রোত-স্মার্ত-ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং শিব-
 পূজারত । মায়া মোহিত করিয়াই এই
 মহানুরদিগকে নিহত করিতে হইবে। হে
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ! “সমগ্র ত্রিপুর নিহত করিব”
 এই চিন্তা করিয়া বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে
 মায়া পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। বিষ্ণু অদৃষ্ট-
 বিশ্বাসনাশক বিস্তৃত শাস্ত্র তাঁহাকে দিলেন।
 “শরীরই আত্মা, পারত্রিক গতি নাই, সুরার
 মাদকতা শক্তির স্থায় * মিলিত ভূতসমূহ
 হইতে চৈতন্য আবির্ভূত হয়। পরজ্বা
 অপহরণ করিয়া তদ্বারা কামসেবা কর্তব্য”
 যে শাস্ত্রে এই সব কথা আছে, হে সুরত-
 গণ! ত্রিপুরে সেই শাস্ত্র উপদেশ করিবার
 জন্য বিষ্ণু মায়াকে প্রেরণ করিলেন।
 মায়াও তখন তথায় গেলেন। ত্রিপুরে
 প্রবেশ করিয়া মায়া, দানবগণকে মুগ্ধ করি-
 লেন; দানবেরা বৈদিক কৰ্ম ও পরম্পরাগত
 শিবভক্তি পরিত্যাগ করিল। দানব-
 রমণীগণ পাতিব্রত্যা ত্যাগ করিয়া স্মেরিণী

নারদোহপি যযৌ তত্র স্বশিষ্যৈঃ সহিতো মুনিঃ
 মায়ারূপং সমাহ্বায় নিয়োগাচ্চক্রিণো বিজাঃ ॥
 দ্বিযো দৃষ্টকলার্থিষ্ঠো দৈত্যা দৃষ্টকলার্থিনঃ ।
 বভূবুরূপদেশেন নারদস্ত মহানুরাঃ ॥ ৫০
 পাণ্ডুমার্গভূমিষ্ঠা বেদমার্গবিবার্জিতাঃ ।
 শিবার্চনপরিভ্রষ্টাঃ সজ্জাতা দানবাস্তদা ॥ ৫১
 এবং স ভগবান্ বিষ্ণুর্মায়া রূপধরো বিভূঃ ।
 অধর্মবহুলং কৃত্বা ত্রিপুরং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৫২
 মহাদেবমনুপ্রাপ্য শরণং সৰ্বদেহিনাম্ ।
 তুষ্টাব স্তোত্রবর্ষণে ভগবন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৫৩
 দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ জলে স্থিতা সমাহিতঃ ॥ ৫৪
 নমঃ সৰ্বদাম্মাকং নাস্তদেবারিমর্দন ।
 ক্রজায় নীলকণ্ঠায় ক্রজায় প্রচেতসে ॥ ৫৫
 গতিস্তং সৰ্বদাম্মাকং নাস্তদেবারিমর্দন ।
 স্বমাদিস্বমনাদিস্বমনস্তশ্চাক্ষয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৫৬
 প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্ভ্রষ্টা হর্তা জগদ্ভুজঃ ।
 জাতা নেতা জগত্যস্মিন্ বিজাদীন বিজবৎসলঃ

হইল। হে বিজগণ! বিষ্ণুর আদেশে
 নারদ মুনিও মায়া রূপ অবলম্বন করিয়া শিষ্য-
 গণ সমভিব্যাহারে ত্রিপুরে গমন করিলেন।
 মহাত্মা নারদের উপদেশে স্ত্রীলোকেও
 প্রত্যক্ষ-কলাভিলাষী হইল, পুরুষেরাও
 প্রত্যক্ষ কল কামনা করিতে লাগিল। তখন
 দানবগণ পাণ্ডুমার্গবহুল, বেদমার্গভ্রষ্ট এবং
 শিবপূজাপরাডুথ হইল। হে মুনিপুঙ্গবগণ!
 ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু ত্রিপুরে মায়া রূপে অধর্ম-
 বাহুল্য সম্পাদন করিয়া সৰ্বদেহিরক্ষক মহা-
 দেবের শরণাপন্ন হইয়া উত্তম স্তোত্রে তাঁহার
 স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৬—৫০। বিষ্ণু
 দণ্ডবৎ প্রণত ও জলে অবস্থিত হইয়া
 একাগ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—আপনি
 সৰ্বদাম্মাক, আর্তিহারী ক্রজ, নীলকণ্ঠ প্রচেতা
 শঙ্কর; আপনাকে নমস্কার। হে অনুরমর্দন!
 আপনিই আমাদের নিত্য উপায়। আপনি
 আদি অনাদি; আপনি অনন্ত অক্ষয় প্রভু।
 আপনি প্রকৃতি, পুরুষ, সাক্ষাৎ ভ্রষ্টা, হর্তা
 এবং জগতের ভুজ। আপনি বিজবৎসল;

* ততুলে বা গুড়ে মাদকতা না
 থাকিলেও মিলিত হইয়া সুরারূপে পরিণত
 করিলে তাহার মাদকতা হয়। এইরূপ
 পৃথিবী জল ইত্যাদি পদার্থের চেতনা না
 থাকিলেও শরীররূপে পরিণত হইলে,
 তাহাতে চৈতন্যসঞ্চায় হয়।

বরদো বায়সো বাচ্যো বাচ্যবাচকবর্জিতঃ ।
 ধোয়ো মুক্ত্যর্থমীশানো যোগিভির্যোগবিত্তমৈঃ
 হুংপুণ্ডরীকভূষিতৈঃ যোগিনাং সংস্থিতং সদা ।
 বদন্তি সুরয়ঃ সন্তঃ পরব্রহ্মস্বরূপিণম্ ॥ ৫৯
 ভবন্তঃ তত্ত্বমিত্যাহন্তেজোরশিঃ পরাংপরম্ ।
 পরমাত্মানমিত্যাহরশ্মিন্ জগতি যদ্বিভো ॥ ৬০
 দৃষ্টং শ্রুতং স্থিতং সর্কং জায়মানং জগদুত্তরো ।
 অণোরহতয়ং প্রাহুর্মহতোহ'প মহন্তরম্ ॥ ৬১
 সর্কতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্কতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
 মহাদেবমনির্দেশ্যঃ সর্কজঃ ত্বামনাময়ম্ ॥ ৬২
 বিব্রূপং বিব্রূপাকং সদাশিবমনুত্তমম্ ।
 কোটিভাস্বরসঙ্কাশং কোটিশীতাং সগ্নিভম্ ॥
 কোটিকালাগ্নিসঙ্কাশং বদ্রিংশাশ্বকমীশ্বরম্ ।
 প্রবর্তকং জগত্যশ্মিন প্রকৃতেঃ প্রপিতামহম্ ॥
 বদন্তি বরদং দেবং সর্কাবাসং স্বয়ভূবম্ ।
 শ্রুতয়ঃ শ্রুতিসারং ত্বাং শ্রুতিসারবিদশ্চ যে ।

এ জগতে দ্বিজাতির ত্রাতা এবং নেতা—
 আপনি । আপনি বরদ, বায়স, বাচ্যবাচক-
 বর্জিত অথচ বাচ্য ; আপনি ঈশান, যোগ-
 বিত্তম, যোগিগণ মুক্তির জন্ত আপনাকে
 ধ্যান করিয়া থাকেন । জ্ঞানিগণ আপনাকে
 হুংপদমধ্যস্থ পরব্রহ্মস্বরূপী বলিয়া থাকেন ।
 আপনাকেই তাঁহারা তেজোরশি পরাং-
 পর তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন । হে জগদ-
 উত্তরো ! বিভো ! এ জগতে যাহা দৃষ্ট,
 শ্রুত, স্থিত এবং উপপাদ্যমান, তৎসমস্তের
 পরমাত্মা বলিয়া আপনিই কথিত হন ।
 জ্ঞানিগণ বলেন, আপনি অণু হইতে অণু-
 তর, মহান হইতে মহন্তর ; আপনার কর-
 চরণ সর্কাংশে ; আপনার চক্ষুঃ মস্তক মুখ
 সর্কাংশে ; আপনি মহাদেব, অনির্দেশ্য, সর্কজ
 এবং অনাময় । আপনি বিব্রূপ, বিব্রূপাক,
 অমুত্তম সদাশিব ; আপনি কোটিহুঁয়া-সদৃশ,
 কোটিচক্রেসন্নিভ ; আপনি কোটি কালানল-
 ভূজ, বদ্রবিংশ তব ঈশ্বর । এজগতে আপনি
 প্রকৃতির প্রবর্তক ও প্রপিতামহ (পিতা-
 মহেশ্বর জনক) ।” জ্ঞানিগণ আরও বলেন,

অদৃষ্টমশ্মাভিরনেকমুখে
 দ্বিধা কৃতং যন্তবতা নু লোকে ।
 তদেব দৈত্যানুরভূনুরাশ্চ
 দেবানুরাঃ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ ॥ ৬৬
 পাহি নান্ভাগতিঃ শস্তোবিনিহত্যানুরান কণাৎ
 মায়া মোহিতাঃ সর্কে দৈত্যান্তে পরমেশ্বরঃ ।
 যথা তরঙ্গাঃ শকরীসমূহা
 যুধ্যন্তি চাত্তোন্তমপাংনিধৌ তু ।
 জড়াশ্রয়াদেব জড়ীকৃতাস্চ
 সুরানুরাস্তদ্বিজয়ে হি সর্কে ॥ ৬৮

শ্রুত উবাচ ।

য ইমং প্রাতরুথায় শুচির্ভূত্বা পঠেন্নরঃ ।
 শৃণুয়াদ্বা স্তবং পুণ্যং সর্কান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৬৯
 এবং স্ততো মহাদেবো রুজ্জ্জাপ্যেন চক্রিণা
 নন্দদত্তকরঃ শত্ৰুঃ স্বয়ং বচনমব্রবাৎ ॥ ৭০

ঈশ্বর উবাচ ।

যুগ্মং কার্য্যং ময়া জ্ঞাতং বিবোধীয়াবলং তথা ।

“আপনি বরপ্রদ, সর্কাবাস, স্বয়ভূ ।” শ্রুতি
 ও শ্রুতিসারবিৎ জ্ঞানিগণ, আপনাকে শ্রুতির
 সারাংশ বলিয়া নির্দেশ করেন । হে
 অনেকমূর্ত্তে ! আমরা দেখি নাই বটে ; কিন্তু
 আপনি জগতে যে দুই ভাগ (স্ত্রী পুরুষ)
 করিয়াছেন, তাহাই দৈত্য (সাধারণ)
 অনুর এবং ব্রাহ্মণ, তাহাই দেবতা ও
 বিশেষ অনুর স্থাবর-জঙ্গম ও তাহাই । হে
 শস্তো ! অনুরগণকে কণমধ্যে নিহত করিয়া
 (আমাদিগকে) রক্ষা করুন, অন্য উপায়
 নাই । হে পরমেশ্বর ! দৈত্যগণ সকলেই
 মায়া মোহিত হইয়াছে । যেমন সাগরে
 তরঙ্গাশ্রিত শকরীসমূহ, পরস্পর যুদ্ধ করে,
 সেইরূপ জড়ের আশ্রয়ে জড়ীকৃত দেবা-
 নুরগণ পরস্পর জয়ার্থ পরস্পর যুদ্ধ করে ।
 ৫৪—৭০ । শ্রুত বলিলেন,—যে মানব প্রাতঃ-
 কালে উঠিয়া শুদ্ধ হইয়া এই পরিচ্ছন্ন স্তব পাঠ
 বা শ্রবণ করে, তাহার সর্কাতীষ্টপ্রাপ্তি
 হয় । বিষ্ণু রুজ্জমন্ত্র দ্বারা শিবকে এই-
 রূপ স্তব করিলে, শিব নন্দীর উপর

ত্রিপুরে চৈব যদ্বন্তমসুরাণাং সুরোত্তম ॥ ৭১
সর্কে গভসমাচার্য বেদধর্ম্যবিনিন্দকাঃ ।
দানবাস্তে যতো জাতাস্তস্মাদধ্যা ময়া তথা ॥ ৭২
এবমুক্তা মহাদেবঃ সোমঃ স্কন্দেন নন্দিনা ।
গণেশরৈশ্চ সহিতোদ্যোতঃ ভবনমাবিশ ॥ ৭৩
অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা দ্বারমাশ্রিত্য তুষ্টিবুঃ ।
ততো গণাগ্রগীর্নন্দী শূলহস্তো বিনির্গতঃ ॥ ৭৪
আজ্ঞয়া দেবদেবস্ত তং দৃষ্ট্বা দেবতাগণাঃ ।
তুষ্টিবুবিবিধৈঃ স্তোত্রৈরভীষ্টার্থপ্রদায়িনম্ ॥ ৭৫
ববষুঃ পুষ্পবর্ষণি নন্দিনো মুক্তিং খেচরাঃ ।
নিয়োগাধিজ্ঞাঃ সর্কে নন্দী তুষ্টিস্তদাভবৎ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
শৌনকসংবাদে বিদ্যান্মালিতারকাখ্য-কম-

লাখ্যতপ-আদিকথনং নাম চতুস্ত্রিংশ-

শোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

• হস্ত স্তম্ভ করিয়া এই কথা বলিতে
লাগিলেন,—তোমাদের কার্য্য, বিষ্ণুর মায়াবল
এবং ত্রিপুরের যাহা ঘটয়াছে, তাহা—হে
দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিদিত আছি! সকল
দানবেরাই সদাচারভ্রষ্ট ও বেদ-ধর্ম্মনিন্দক-
হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তাহারা আমার
বধ্য হইয়াছে! উমা-সমভিব্যাহারী মহাদেব
এই কথা বলিয়া কার্তিকেয়, নন্দী ও গণনাথক
দিগের সহিত দিব্য ভবনে প্রবেশ করি-
লেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, দ্বারে থাকিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর, গণাগ্রগণ্য
শূলপাণি নন্দী শিবের আদেশে বাহিরে
আসিলেন। দেবগণ, অভীষ্টার্থ-প্রদাতা
নন্দীকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব
করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের আদেশে আকাশ-
চারী দেবগণ, নন্দীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করি-
লেন; নন্দী সন্তুষ্ট হইলেন। ৭১—৭৪।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ নন্দীশ্বরঃ প্রাহ ব্রহ্মাদীন পরয়া যুদা ।
সসারথিং রথং শস্তোঃ সশরং কর্তুমর্হথ ।
রথাক্রটো মহাদেবস্ত্রিপুরং সংহরিষ্যতি ॥ ১
অথ দেবাধিদেবস্ত নিশ্চিন্তো বিশ্বকর্মাণা ।
রথঃ পরমশোভ্যাত্যঃ সর্ষদেবময়ঃ শিবঃ ॥ ২
সূর্য্যচন্দ্রৌ স্মৃতৌ চক্রে অরয়ঃ শশিনঃ কলাঃ ।
স্বক্ষ্মারা দ্বাদশাদিত্যা নেম্যঃ ষড়্ভূতবঃ স্মৃতাঃ ॥
অস্তরীক্ষমভুৎ তস্ত পুরুষঃ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
মন্দরশাভবন্নৌড়ঃ কুবরং কথয়ামি বং ॥ ৪
উদয়ঃ দিস্তথাস্ত্যাজিরাধিষ্ঠানমথোচ্যতে ।
মেকঃ কেশরশৈলশ্চ বেগঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
অয়নে মেখলে প্রোক্তে চক্রয়োর্মুনিপুঙ্গবাঃ ।
মুহূর্ত্তা বহুরাঃ শস্তা রথস্ত দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৬
ষোণা কাষ্ঠাশ্চ বিজ্ঞেয়া অক্ষদণ্ডঃ কণা দ্বিজাঃ
কুখা নিমেঘাঃ কথিতাঃ কলাশ্চৈব লবাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ৭

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—অনন্তর নন্দীশ্বর পরম
আনন্দে ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিলেন, শিবের
সারথি সমেত রথ এবং বাণ নিৰ্ম্মাণ করা
আপনাদের উচিত। মহাদেব সেই রথে
আরোহণ করিয়া (সেই বাণ দ্বারা) ত্রিপুর
নাশ করিবেন। তখন বিশ্বকর্মা দেবাধিদেব
শিবের পরম শোভাত্য সর্ষদেবময় স্তব রথ
নিৰ্ম্মাণ করিলেন। সে রথের চক্রদ্বয় চন্দ্র-
সূর্য্য। শশি-কলা—অর, স্বক্ষ্ম আর—
দ্বাদশ সূর্য্য। নেম্য—ছয় ঋতু। হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! অস্তরীক্ষ সেই রথের পুরুষ এবং
মন্দর-পর্ব্বত—রথনৌড়, হইল। উদয়-পর্ব্বত—
রথকুবর, অস্তাচল—অধিষ্ঠান (বসিবার স্থান),
কেশরশৈল—মেক স্থান, সংবৎসর—রথবেগ,
উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন—চক্রমেখলাদ্বয়, মুহূর্ত্ত
সকল—রথাত্রা, হে দ্বিজসন্তমগণ! কাষ্ঠা
সকল—রথাবয়ব-বিশেষ, কণাসমূহ—অক্ষদণ্ড

দ্যৌর্বরুধমভুং তন্ত স্বর্গমোক্ষাবুভৌ ধ্বজৌ ।
 দণ্ডৌ চ কৰ্মবৈরাগ্যৌ মখা দণ্ডাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥
 সঙ্করো দক্ষিণাস্তস্ত যুগাক্ষৌ শূন্যত দ্বিজাঃ ।
 অর্থকামৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ঈষাদণ্ডস্তথোচ্যতে । ৯
 অব্যাক্রমিতি বৎ প্রোক্তং বুদ্ধিস্তৈশ্চ বিড লঃ
 অহঙ্কারো ভবেৎ কোণো ভূতানি বলমুত্তমম্ ॥
 ভূষণানৌল্লিয়াণি সূর্যরন্ধক গতিক্রমমা ।
 বেদান্তস্ত হযাঃ প্রোক্তাঃ ষড়ঙ্গানি চ ভূষণম্ ॥
 ধর্মশাস্ত্রাণি মীমাংসা পুরাণং স্তায় এব চ ।
 বাণাশ্রয়াক্ষয়শ্চৈব মজ্জা ষণ্টা ইহেরিতাঃ ॥ ১২
 রথস্তরক চন্দ্রাংসি দিশঃ পাদা রথস্ত তাঃ ।
 সরিতাং পতয়স্তস্ত রথকঙ্কলিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩
 গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ শুভ্রাঃ সর্ষাতরগভূষিতাঃ ।
 সর্ষাঃ স্ত্রীরূপধারিণ্যামরাগ্রকরাঃ শুভ্রাঃ ॥ ১৪
 নপ্তাবহাদ্যাঃ সোপানাঃ সারথির্ভগবানজঃ ।
 প্রতোদঃ প্রণবস্তস্ত শৈলেন্দ্রঃ কাম্মুকং তথা ॥

নিমেষ সকল—কুখা (আস্তরণ), লবসমূহ—
 কীল, আকাশ—বরুথ, স্বর্গ-মোক্ষ—দুই ধ্বজ
 কৰ্ম ও বৈরাগ্য—দণ্ডদ্বয়, ষড়ঙ্গসমূহ—দণ্ডা-
 শ্রয়স্থান। দক্ষিণা—সন্ধি সকল, অর্থ ও
 কাম—যুগাক্ষদ্বয়, প্রকৃতি—ঈষাদণ্ড, বুদ্ধি—
 রথের বিডুল (রথাক্ষ বিশেষ), অহঙ্কার—
 কোণ, পঞ্চভূত—উত্তম বল, দশেন্দ্রিয়ের
 অর্ধ পঞ্চেন্দ্রিয়—ভূষণ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়—
 উত্তম গতি, চতুর্বেদ অশ্ব, ষড়ঙ্গ—অশ্বভূষণ,
 ধর্মশাস্ত্র মীমাংসা পুরাণ এবং স্তায়—বাণ-
 রক্ষাস্থান, মজ্জা-সমূহ—ষণ্টা, চন্দ্রাঃসমূহ—রথ-
 মধ্য *, দ্বিজগণ—রথপাদ, সমুদ্র চতুষ্টয়
 —রথকঙ্কলিকা। গঙ্গা আদি নদীগণ,
 সর্ষাতরগ-ভূষিতা শুভ্রবর্ণা রমণীরূপে চামর
 ধারণ করিয়া রহিলেন। আবহ প্রভৃতি সপ্ত
 বায়ু—সোপানাবলী, ভগবান ব্রহ্মা—সারথি,
 প্রণব—প্রতোদ (চাবুক), গিরিরাজ—সরা-

* রথস্তর (বেদৈকদেশ), চন্দ্র এবং
 দিক্‌সমূহ রথের পাদ (খুরা)। স্বরূপ হইল।
 এ অনুবাদ মূলের অক্ষরানুযায়ী।

জ্যা ভূজস্বাধিপঃ স্ত্রীমান্ ষণ্টা বৈ ভারতী স্মৃতা
 ইবুস্তস্তাভবদ্বিকুর্মমঃ শল্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 শৈরস্ত তৈক্ষ্যঃ কালাগ্নিরেবং দেবময়ো রথঃ ॥
 অথাকরোহ ভগবান্ দিব্যঃ রথমন্তমম্ ।
 সূর্যমানো মহাদেবো মুনিসজ্জৈর্মুনীশ্বরঃ ॥ ১৭
 স্বকার্যবিঘ্নকর্তারং দেবং দৃষ্ট্বা বিনায়কম্ ।

সম্পূজ্য ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ কলৈশ্চ বিবিধৈঃ

শুভৈঃ ॥ ১৮

উণ্ডৈরৈর্মোদকৈশ্চৈব পুষ্পদীপৈর্মনোহরৈঃ ।
 এবং সম্পূজ্য ভগবান্ পুরং দক্ষুং জগাম হ ॥
 শস্তোরগ্রে যযুর্দেবাস্তেষামগ্রে গণেশ্বরঃ ।
 তেষামগ্রেসরো নন্দী সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ২০
 বিমানং কোটিস্থধ্যাভমাক্রহ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 দৈত্যান্ প্রহৃতুং শৈলাদিস্তরেণ প্রযযৌ তদা ॥
 সমস্তাং প্রযযুর্দেবাঃ সাযুধাশ্চ সবাহনাঃ ।
 লোকপালাস্তথা সিদ্ধা গন্ধর্বাশ্চরসাং গণাঃ ॥

সন, স্ত্রীমান্ সর্পরাজ—মোক্ষী, সরস্বতী ষণ্টা,
 বিষ্ণু—বাণ, যম—শল্য (ফলা), কালাগ্নি
 স্বয়ং শরের তীক্ষ্ণতা; হে দ্বিজোত্তমগণ! এই
 প্রকার সর্বদেবময় রথ হইল। ১—১৬। হে
 মুনিবরগণ! অনন্তর ভগবান্ মহাদেব, মুনি-
 সমূহ কর্তৃক স্তুত হইয়া সেই দিব্য অতুলনীয়
 রথে আরোহণ করিয়া, পরে মহাদেব স্বকার্য
 বিঘ্নকর্তা দেব বিনায়ককে অবলোকন করিয়া
 পিষ্টকাবশেষ ও মোদকাদি ভক্ষ্য-ভোজ্য,
 বিবিধ ফল এবং মনোহর পুষ্প ও দীপসমূহ
 দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পুরদাহের জন্ত
 গমন করিলেন। শিবের অগ্রে দেবগণ,
 তাঁহাদের অগ্রে গণাধ্যক্ষ সকল এবং তাঁহা-
 দেরও অগ্রে সর্বলোকনমস্কৃত নন্দী চলিলেন।
 হে মুনিপুঙ্গবগণ! শিলাদতনয় নন্দী কোটি
 স্থ্যাসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া
 দৈত্যগণকে মারিবার জন্ত ভ্রমায়
 গমন করিলেন। দেবগণ অস্ত্রধারী বাহনা-
 রূঢ় লোকপালগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা
 শংসিতায়া মুনিগণ এবং লোকজননী মাতৃ-
 গণ, সকলেই শিবের চতুর্দিকে কৃতাজ্ঞাপুটে

মুনয়ঃ শংসিতাআনো মাতরো লোকমাতরঃ ।
সমস্তাদেবদেবন্ত কৃতাজ্জলিপুটা যযুঃ ॥ ২৩
পুষ্পবর্ষাণি বরযুঃ খেচরাশ্চারণাস্থথা ॥ ২৪
ভৃঙ্গী পুরত্রয়ঃ হস্তঃ লক্ষকোটীগণৈর্ভূতঃ ।
জগাম শঙ্কুকর্ণশ্চ গোকর্ণশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৫
কুন্দদন্তো মহাকালো ডিগুী মুগুী গণেশ্বরঃ ।
শতজিহ্বাঃ সহস্রাক্ষো বীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ২৬
শিবাখ্যো বিশিখশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মহান্
শতান্শট্টকহস্তশ্চ পিশাচীশঃ পিনাকধকৃ ॥ ২৭
এতে চান্তে চ বহবো গণানাং লক্ষকোটয়ঃ ॥
সমস্তাং পরিবার্যোশং ত্রিপুরং হস্তমুদ্যতাঃ ॥ ২৮

অথ বিরিকিমুরাবিরিভাবসু-
প্রভৃতিভিন্তপাদসৈরোকহঃ ।
সহ তদা হি জগাম তয়াস্বরা
সকললোকহিতায় পুরত্রয়ম্ ॥ ২৯
দধুঃ সমর্থো মনসা ক্ষণেন
চরাচরং সর্বমিদং ত্রিশূলী ।
কিঞ্চিদ দধুঃ ত্রিপুরং পিনাকী
স্বয়ং গতস্তত্র গণৈশ্চ সাক্ষিম্ ॥ ৩০

চলিলেন । আকাশচারী, চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি
করিতে লাগিলেন । লক্ষকোট-গণ-পরিবৃত্ত
ভৃঙ্গী, শঙ্কুকর্ণ, মহাবল গোকর্ণ ত্রিপুরাবিনা-
শের জন্ত গমন করিলেন । কুন্দদন্ত, মহা-
কাল, ডিগুী, মুগুী, গণেশ্বর, শতজিহ্বা,
সহস্রাক্ষ, মহাবল বীরভদ্র, শিবাখ্য, বিশিখ,
পঞ্চশিখ, শতান্শ, টকহস্ত, পিশাচীশ,
পিনাকধারী, এই সব গণাধ্যক্ষ এবং এত-
দ্ভিন্ন বহু লক্ষকোট গণ চতুর্দিকে মহাদেবকে
বেষ্টন করিয়া ত্রিপুরনাশের জন্ত গমন
করিলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অগ্নি প্রভৃতি
দেবগণ ষাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন,
সেই শিব উমা-সমভিব্যাহৃত হইয়া সকল-
লোক-হিতার্থ পুরত্রয়-দাহের জন্ত গমন
করিলেন । “শৃঙ্গপাণি, এই চরাচর বিশ্ব
ক্ষণমধ্যে মনের দ্বারা দধু করিতে সমর্থ;
তথাপি তিনি ত্রিপুরদাহ করিতে প্রমথগণের
সহিত করিলেন কেন ? ত্রিপুর-দাহাভিলাষী

রথেন কিঞ্চৈবুবরেন তস্ম
গণৈশ্চ শস্তোস্ত্রপুরং দিধক্ষতঃ ।
পুরত্রয়ং দধুমলুপ্তশক্তেঃ
কিমিতদিত্যাহরজেস্ত্রমুখ্যাঃ ॥ ৩১
মন্ত্রে চ নুনং ভগবান্ পিনাকী
লীলার্থমেতৎ সকলং প্রহর্ভুম্ ।
ব্যবস্থিতশ্চেতি তথাস্থথা চে-
দাভিস্বরেনাস্ত ফলং কিমেতৎ ॥ ৩২

অথ পাণো সমাদায় ধনুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
শরং সঙ্কায় বেগেন ত্রিপুরং সমচিস্তয়ৎ ॥ ৩৩
তাম্মিন্ কালে পুষ্যযোগে পুরাণ্যেকত্বমাষয়ুঃ ।
তদা সমভবদ্বিপ্রা দেবানাং তুমুলো মহান্ ॥ ৩৪
দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্কৈ তুষ্টীবুঃ পরমেশ্বরম্ ।
ননৃতুর্ধক্ষগন্ধর্বাশ্চারণাঃ । সর্দাকল্পরাঃ ॥ ৩৫
অথাববীন্মহাদেবঃ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
পুষ্যযোগস্তনুপ্রাপ্তো ভগবান্ পার্শ্বতীপতে ॥ ৩৬
পুরাণীমান দেবেশ পৃথগ্ভাবং ন যাস্তি বৈ ।

শিবের ত্রিপুর-দাহে রথে কি প্রয়োজন,
শরশ্রেষ্ঠে কি প্রয়োজন, প্রমথগণেই বা
কি প্রয়োজন ? কেননা, তাঁহার শক্তি অব্যা-
হত” ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এই কথা
বলিতে লাগিলেন ; আর বলিলেন,—বোধ
হয়, ভগবান্ পিনাকী লীলাবশতই এই
সকল প্রহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন,
নতুবা ইহাঁর এত আড়ম্বরে ফল কি ? ১৭—
৩২ । অনন্তর দেব মহেশ্বর, হস্তে ধনু লইয়া
তাহাতে শর সঙ্কান করিয়া, ত্রিপুর চিন্তা
করিলেন । সেই সময় পুষ্যযোগ হওয়াতে
পুরত্রয় একত্ব প্রাপ্ত হইল । হে বিপ্রগণ !
তখন দেবগণের তুমুল ধ্বনি হইল । দেবতা
ও মুনিগণ পরস্পরে মহেশ্বরকে স্তুত করিতে
লাগিলেন । যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ,
কিন্নরগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন । অন-
ন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন,
হে ভগবান্ পার্শ্বতীকান্ত ! পুষ্যযোগ
উপস্থিত, পুরত্রয়ের সম্মেলন হইয়াছে ।
ভগবান্ ! এই যোগেই ত্রিপুর দাহ করিতে

যোগেহস্মিন্নেব ভগবঃত্রিপুরং দক্ষমহীসি ॥ ৩৭
 দেবাস্ত দৈত্য্য দেবেশ সমাস্তব মহেশ্বর ।
 ধর্ম্মান্নানঃ সুরা যস্মাৎ পাপান্নানোহনুসাস্তথা
 তস্মান্নীলাং বি ায়ৈব ভগবন্ বিশ্বপূজিত ।
 ত্রৈলোক্যস্ত হিতার্থায় ত্রিপুরং দক্ষমহীসি ॥ ৩৯
 অথাবৈক্যত দেবেশঃ পুরত্রয়মবজ্জয়া ।
 ভস্মসাদভবদ্বিপ্রাঃ প্রভাবাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪০
 অথাক্রবন্ পুঞ্জ্যাত্মা ভগবঃ মুমাপতিম্ ।
 কৃতাজ্জলিপুটাঃ সর্কে স্তবস্তোহস্ত রথে স্থিতাঃ
 দক্ষঃ যদ্যপি দেবেশ ত্রিপুরং বীক্ষণাৎ প্রভো
 দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থং শরং মোক্তুমিহাহীসি ॥
 অথ জ্যাং ধনুষো মৃজ্য প্রহসন্ ভগনেত্রহা ।
 মুমোচ বাণং বেগেন ত্রিপুরং ভস্মসাদভূৎ ॥ ৪৩
 যে তত্রেশাননিরতা দৈত্য্যঃ কপিতকল্যাণাঃ ।
 শিবলোকং গতাঃ সর্কে শিবস্তানুগ্রহাদ্বিজাঃ

আজ্ঞা হয়। হে মহেশ্বর! আপনার নিকট
 দেব দৈত্য উভয় পক্ষই সমান, কিন্তু দেব-
 তারা ধর্ম্মাত্মা এবং অসুরেরা অধর্ম্মাত্মা ।
 এই জন্যই অসুর নাশ করিতে আজ্ঞা হয় ।
 হে ভগবন্ বিশ্বপূজিত! ত্রৈলোক্যহিতার্থ
 ত্রিপুরদাহ আপনাকে করিতে হইবে ।
 অনন্তর দেবদেব অবজ্ঞাক্রমে পুরত্রয়ের
 উপর (নাশক) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,
 অমনি পরমেশ্বর-প্রভাবে সমুদয় ভস্মীভূত
 হইতেছে এমন সময়ে * শিবরথাবাস্থিত
 বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কৃতাজ্জলিপুটে ভগবান
 উমাপতিকে বলিলেন,—হে দেবদেব প্রভো!
 যদিচ দর্শনমাত্রেই পুরত্রয়কে দক্ষ করিয়াছেন,
 তথাপি দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্ত ইহাতে শর-
 ক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হয়। তখন ভগনেত্র-
 ঘাতী শিব, হস্ত-সহকারে শরাসন-জ্যা
 মার্জনপুষ্পক ত্রিপুরে বাণক্ষেপ করিলেন,
 তাহাতে পুরত্রয় নীত্রই ভস্মীভূত হইল। হে
 বিজগণ! তথায় শিবপূজারত, অতএব
 নিষ্পাপ যে সকল দৈত্য ছিল, তাহারা শিবের

বিবিধিপ্রযুখা দেবা মুনয়ঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ ।
 ববন্দিরে মহাদেবং দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তে ॥ ৪৫
 স্মৃত উবাচ ।
 এবং বিশেষরো দেবো ভগবান্ পার্বাতীপতিঃ
 ব্রহ্মাদিত্যো বরং দত্ত্বা মন্দরং প্রযযৌ শিবঃ ।
 ততো দেবাঃ প্রমুদিতাঃ স্বঃ স্বঃ ধাম যযুর্বিজাঃ
 নির্ধৈরাঃ স্বহৃদমনসঃ শিবস্তানুগ্রহাৎ স্থিতাঃ ॥
 এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং দক্ষং ভগবতা যথা ।
 ত্রিপুরং মুনিশার্দ্দূলাঃ পুণ্যাত্মানমনুজমম্ ॥ ৪৮
 যঃ পঠেদিদমাখ্যানং মহাদেবস্ত সন্নিধৌ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৯
 লক্ষ্মীং বিদ্যাং যশঃ পুত্রান্ দারাংশ্চ লভতে নরঃ
 অন্ত্যংশ্চ প্রাপ্নুয়াৎ কামান্ শ্রদ্ধয়া মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে শিবরথাত্রিপুরদাহকথনং
 নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুগ্রহে শিবলোক প্রাপ্ত হইল। ব্রহ্মাদি
 দেবগণ, মুনি সিদ্ধ এবং কিন্নরগণ শিবকে
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শিবকে বন্দনা করি-
 লেন। স্মৃত বলিলেন,—বিশেষর দেব ভগ-
 বান্ ভবানীপতি, ব্রহ্মাদিকে বরদান করিয়া
 মন্দরাগারে প্রবেশ করিলেন। হে বিজগণ!
 অনন্তর দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব ধামে
 গমন করিলেন এবং শিবের অনুগ্রহে বৈরহীন
 ও সুস্থচিত্তে তথায় অবাস্থত হইলেন। হে
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ভগবান্ শিব কর্তৃক ত্রিপুরদাহ-
 কৃতান্ত পাবিত্র ও উত্তম উপাখ্যান, ইহা এই
 প্রকার সংক্ষেপে তোমাদিগের নিকট কীর্তন
 করলাম। হে মুনিগণ! যে ব্যক্তি এই
 পাবিত্র আখ্যান শিবসমীপে শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ
 করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে
 সাদর-বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐশ্বর্য্য,
 বিদ্যা, যশ, পুত্র, পত্নী ও অন্ত্যন্ত অভীষ্ট
 সকল লাভ করে। ৩৩—৫০ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

* মূলের কাব এইরূপ ।

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

গাণপত্যং কথং লক্ষ্মীশ্বরাদুপমন্যুনা ।

কীরোদধিঃ কথং লকো হেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥১

স্বত উবাচ ।

উপমন্যুরিতি খ্যাতে যোহসৌ ধোম্যাগ্রজো
মুনিঃ ।

মহাদেবাজ্ঞকবরো দ্বিতীয় ইব যগুথঃ ॥ ২

ক্রৌড়মানো মহাভাগঃ কদাচিন্মাতুলাশ্রমে ।

তন্তৈব চ গৃহে পীতং কীরং তেনোপমন্যুনা ॥

অব্রবীন্মাতরং বালঃ পুনরেত্য স্বমাশ্রমম্ ।

মাতর্মমাতু ভদেহি কীরং স্বাতরং ততঃ ॥ ৪

তন্মাতা হুঃখিতা ভূত্বা পুত্রমালিঙ্গ্য সাদরম্ ।

বীজান্তথ সমাদায় পিষ্ট্বা সা কলভাষিনী ।

পুত্রায় প্রদদৌ কীরং সামপূর্ব্বক কৃত্রিমম্ ॥ ৫

মাত্ৰা দত্তং ততঃ পীত্বা পয়ঃ স মুনিপুঙ্গবাঃ ।

মাতঃ পয়স্বয়া দত্তং নৈতদিত্যববৌদ্বচঃ ॥ ৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—উপমন্যু শিবের
নিকট গাণপত্য প্রাপ্ত হইলেন কিরূপে,
কীরসমুদ্র প্রাপ্ত হইলেনই বা কিরূপে ? ইহা
বলুন । স্বত বলিলেন,—উপমন্যু নামে
বিখ্যাত মুনি, ধোম্যমুনির জ্যেষ্ঠ । তিনি
শিবের নিকট বরলাভ করিয়া দ্বিতীয় কাক্তি-
কেয়ের জায় হইয়াছেন । একদা মহাভাগ
উপমন্যু মাতুলাশ্রমে ক্রৌড়া করিতে করিতে
ভাঁহারই গৃহে দুগ্ধ পান করিলেন । অনন্তর
স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া মাতাকে বলি-
লেন,—মা ! মাতুলালয়ের দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু
দুগ্ধ আজ আমাকে দিতে হইবে । ভাঁহার
মাতা (পুত্রের কথা শুনিয়া) হুঃখিতা হইয়া
পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর সেই
কলভাষিনী, বীজ লইয়া পেষণপূর্ব্বক তাহার
কৃত্রিম দুগ্ধ মিষ্ট কথা বলিয়া পুত্রকে দিলেন ।
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! উপমন্যু মাতৃদত্ত দুগ্ধ পান
করিয়া বলিলেন,—মাতঃ ! তুমি যে দুগ্ধ

অশ্রুপূর্ণেকণং দৃষ্ট্বা পুত্রং মাতা সুহুঃখিতা ।

নেত্রে সম্মার্ক্য্য হস্তাভ্যাং পুত্রং প্রতীদমব্রবীৎ

বনে নিবসতাং পুত্র দরিদ্রাণাং বিশেষতঃ ।

যৎ ত্বয়া যাচ্যতে কীরং তৎ সদা দুর্লভং হি নঃ

ভুক্তিচ্চ শিবকাক্ষণাল্লভ্যাতে নান্তথা স্মৃত ॥২

স্বত উবাচ ।

এবং মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বালোহপি মুনিপুঙ্গবাঃ

মাতরং প্রাহ কল্যাণীং বিনয়েন তপস্বিনীম্ ॥১০

উপমন্যুকবাচ ।

মাতঃ শোকং ত্যজ ক্ৰিপ্রং যদ্যন্তি ভগবাক্ষিবঃ

কচিদপ্যানয়াম্যাস্ত কীরাক্তিঃ তব সন্নিধৌ ॥ ১১

এবমুক্তাথ তাং নত্বা মাতরং মুনিবালকঃ ।

জগাম স তপস্তপ্তং মাতুরাজ্ঞাপ্রণোদিতঃ ॥ ১২

উপমন্যুস্তপস্তপে গত্বা তু হিমপর্ব্বতম্ ।

ভূত্বানিলাশনো বিপ্রা বহুশতশতানি সঃ ॥ ১৩

তস্তোপমন্তোস্তপসা প্রদাপ্তং ভুবনত্রয়ম্ ।

দৃষ্ট্বা তদাদৃশং দেবা বিষ্ণুং গচ্ছেদমক্ৰবন্ ॥ ১৪

দেবা উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ পুরাণ পুরুষোত্তম ।

দিয়াছ, তাহা ত দুগ্ধ নহে । মাতা পুত্রকে
অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া অতীব হুঃখিতা হইয়া
করযুগল দ্বারা পুত্রের নয়ন মার্জনা করিয়া
দিলেন এবং বলিলেন,—বাছা ! আমরা বন-
বাসী, বিশেষতঃ দরিদ্র; তুমি যাহা চাহিতেছ,
সেই দুগ্ধ আমাদের যে অতি দুর্লভ ! পুত্র !
শিবের দয়া ব্যতীরেকে ভোগ্যপ্রাপ্তি হয় না ।
১-৯। স্বত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! উপ-
মন্যু বালক হইলেও মাতার এই প্রকার কথা
শুনিয়া সেই তপস্বিনী কল্যাণীকে বিনয়-সহ-
কারে বলিলেন,—মাতঃ ! শোক ত্যাগ কর ;
শিব যদি কোথাও থাকেন ত আমি শীঘ্রই
তোমার নিকটে কীরসমুদ্র আনিয়া দিব । মুনি
বালক উপমন্যু মাতাকে প্রণাম করিয়া মাতৃ-
আজ্ঞায় তপস্তার্থ গমন করিলেন । হে বিপ্রগণ !
উপমন্যু হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া পবনাহারী
হইয়া বহুশত বর্ষ তপস্তা করিলেন । দেবগণ
উপমন্যু-তপস্তায় ত্রিভুবন প্রভৃৎ দেখিয়া

ত্রৈলোক্যং দহতো বহুৈরস্মাংস্তাতুমিহাসি ॥
 ক্ৰন্দা তদৌরিতং বিষ্ণুঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা তদা ।
 জগাম শঙ্করং দ্রষ্টুং মন্দরং পদিতোত্তমম্ ॥ ১৬
 মহাদেবং প্রণম্যথ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ কৃতাজ্ঞানিঃ ।
 অত্রবীজগবান্ কশ্চিদ্ধালকো হিমবদগিরৌ ॥ ১৭
 উপমহ্যুরিতি খ্যাতঃ কৌরার্থং তপাস স্থিতঃ ।
 তপোহগ্নিস্তস্ত ভগবন্ দন্দহৌতি জগত্রয়ম্ ॥ ১৮
 অথ দেবো মহাদেবঃ পরমাত্মা শিবঃ স্বয়ম্ ।
 ইন্দ্ররূপং সমাস্থায় জগাম হিমবদগিরিম্ ॥ ১৯
 ঐরাবতং সমাক্রুত্ব দেবসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ।
 বামেণ শচ্যা সহিতো মুনৈস্তস্ত তপোবনম্ ॥
 শঙ্করপথরঃ শঙ্কুঃ প্রীতো ভূত্থাথ সুব্রতঃ ।
 বরং ক্রতীত্ব্যবাচেদমুপমহ্যঃ মহামুনিম্ ॥ ২১
 ইতৌরিতং বচস্তস্ত শ্রুত্বা বজ্রধরস্ত সঃ ।
 ততঃ প্রহসিতঃ প্রাহ শিবোহপত্যমনাঃ স্বয়ম্ ॥
 ভক্তিং শূলিন্ত্বহং যাচে শিবাদেব ন চান্তথা ।
 অলমন্তৈবরৈঃ শঙ্ক তরঙ্গৈরিব চঞ্চলৈঃ ॥ ২২

বিষ্ণু-সকাশে গমনপূর্বক বলিলেন,—হে দেব
 দেব জগন্নাথ! হে পুরাণ-পুরুষোত্তম!
 ত্রৈলোক্যদাহক অনল হইতে আমাদিগকে
 আপনার রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। বিষ্ণু
 দেবগণের বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা
 করিয়া শিবদর্শনের জন্ত উৎকৃষ্ট মন্দরপর্বতে
 গমন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু শিবকে দর্শন
 ও প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞানপুটে বলিলেন,—
 ভগবন্! উপমহ্য নামে কোন বালক, হুঙ্কর
 জন্ত হিমালয়-পর্বতে তপস্তা করিতেছে,
 তাহার তপঃসমুত কৃশাশু ত্রিলোকদাহে
 প্রবৃত্ত। অনন্তর পরমাত্মা মহাদেব শিব
 স্বয়ং ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্বক দেবগণ-পরিবৃত,
 বাম-ভাগস্থিত-শচীযুক্ত ও ঐরাবতাক্রুত হইয়া
 সেই মুনির তপোবনে গমন করিলেন। হে
 সুব্রতগণ! ইন্দ্ররূপধারী শিব প্রসন্নতা প্রকাশ
 করিয়া মহামুনি উপমহ্যাকে বলিলেন,—বর
 প্রার্থনা কর। শিবার্পিতচেতা উপমহ্য বজ্র
 ধরের এই কথা শুনিয়া সহাস্তে তাঁথাকে
 বলিলেন,—আমি শূলপাণির নিকটে তাঁহার

নিমিষং নিমিষাৰ্দ্ধং বা মুহূৰ্ত্তং কণমেব বা ।
 ন হলকপ্রসাদস্ত ভক্তিৰ্ভবতি শঙ্করে ॥ ২৩
 ত্বৎপদং তুচ্ছবদ্ব্যতি ব্রহ্মত্বকাপি বৃত্রহন্ ।
 ভক্তিরেব বিরূপাক্ষে ভবত্বিতি মতির্মম ॥ ২৪
 তস্মিন্ মহেশ্বরে শঙ্ক ভক্তিশ্চেল্লভ্যতে সদা ।
 ব্রহ্মত্বমপি মে ভাতি পলাশমিব নান্থথা ॥ ২৫
 এবং মুনৈর্নিগাদিতং শ্রুত্বা কুপিতবৎ প্রভুঃ ।
 তমত্রবীচ্ছচীনাথো ন মাং বেৎসি কথং মুনৈঃ ॥
 মৎপরো মন্নমস্কারী মৎপূজনপরো ভব ।
 মাং প্রসন্নো জগতি দুর্লভঃ কিমিহাস্তি তে ॥ ২৭
 কিং তেন পার্শ্বতীশেন নির্গুণেন মহাস্বনা ।
 ক্রিয়তে মুনিশাৰ্দূল তস্মান্নস্তো বরং শৃণু ॥ ২৮
 এবং শঙ্কস্ত বচনং শ্রুত্বা মুনিবরাগ্ৰণীঃ ।
 উপমহ্যরভুৎ ক্রুদ্ধশ্চিন্তয়ানস্তদা দ্বিজাঃ ॥ ২৯
 অহো কশ্চিদিহায়াতঃ পাপাত্মা রাক্ষসাধমঃ ।
 শঙ্করূপং সমাস্থায় মন্তপোবিঘ্নহেতবে ॥ ৩০
 তস্মাদসৌ নিহন্তব্যঃ শিবনিন্দাকরো যতঃ ।

প্রতি ভক্তিই প্রার্থনা করি, হে ইন্দ্র! তরঙ্গ-
 চঞ্চল অস্ত্র বর আমি প্রার্থনা করি না।
 শিবের প্রসন্নতা লাভ না হইলে, মুহূর্ত্ত, কণ,
 নিমিষ বা নিমিষাৰ্দ্ধ কালও শিবের প্রতি
 ভক্তি হয় না। হে বৃত্রঘাতিন্! তোমার পদ
 বা ব্রহ্মপদও আমার তুচ্ছবৎ বোধ হয়, শিব-
 ভক্তি আমার হউক, ইহাই আমার হিরসঙ্কল্প।
 হে ইন্দ্র! শিবভক্তিলাভের নিকট ব্রহ্মপদ-
 প্রাপ্তিও আমার পলাশবৎ অকিঞ্চিৎকর বোধ
 হয়। ১০-২৫। ইন্দ্ররূপধারী প্রভু, উপমহ্যর
 বাক্য শ্রবণে যেন কুপিত হইয়া বলিলেন,—
 হে মুনৈ! কি! আমাকে জান না? মৎপরায়ণ,
 মৎপূজন-পরায়ণ এবং মন্নমস্কার-পরায়ণ হও।
 আমি প্রসন্ন হইলে, জগতে তোমার দুর্লভ কি
 থাকিবে? হে মুনিবর! মহাত্মা হইলেও সেই
 নির্গুণ পার্শ্বতীকান্ত কি করিবে? অতএব
 আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে দ্বিজগণ!
 ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মুনিবর উপমহ্য
 ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন, কোন পাপাত্মা
 রাক্ষসাধম, আমার তপোবিঘ্নের জন্ত ইন্দ্ররূপ

তরিন্দাশ্রবণাৎ পাপাদধিকং তত্‌পেক্ষণাৎ । ৩১
শিবনিন্দাকরং দৃষ্ট্বা ষাতিষায়া প্রযত্নতঃ ।
হৃদ্যান্নানং পুনর্ঘট স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩২
ইতি শাস্ত্রং সমুদ্ভিষ্ট শক্রং হস্তং সমুচ্চতঃ ।
অত্রবীৎ সুররাজানমুপমহুর্মুনীশ্বরঃ ৩৩
কীরার্থং যৎ তপস্তাবদাস্তামজ্ঞ শচীপতে ।
ত্বাং নিহত্যাশ্রনো দেহং দহিষ্যে যোগবহিনা
এবমুক্তা সমাদায় তস্মিনো মুষ্টিমাদয়াৎ ।
অথর্কাস্ত্রেণ তজ্জপ্ত্বা শক্রং দক্ষুং যুমোচ সঃ ॥ ৩৫
বহ্নিধারণয়াশ্রানং দক্ষুং সমুপচক্রমে ।
ধ্যায়ন বিধেঃস্বরং দেবং পরমাশ্রানমব্যয়ম্ ॥ ৩৬
এবং ব্যবসিতে তস্মিন্ পিনাকী নীললোহিতঃ
সৌম্যধারণয়াগ্রেয়ীং বারয়ামাস শঙ্করঃ ॥
শৈলাদিনাত্তথা তত্র সংহতকাতিভীষণাম্ ॥ ৩৭
অথ বিশ্বাধিপো ক্রজো ভক্তিং জ্ঞাত্বা দৃঢ়াং মূনে

ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে! অতএব
ইহাকে বধ করা কর্তব্য; যেহেতু এ
ব্যক্তি শিবনিন্দাকারী। শিবনিন্দাশ্রবণ-পাপ
তাহার উপেক্ষায় অধিক পাপ। যে ব্যক্তি
অপেক্ষা শিব-নিন্দককে নিহত করিয়া
আত্মহত্যা করে, তাহার পরম গতি লাভ
হয়। হে মুনিবরগণ! এই শাস্ত্রের
উপর নির্ভর করিয়া ইন্দ্রবধাথ উদ্যত
উপমহু্য সেই দেবরাজকে বলিলেন,—আমি
হস্তের জন্ত তপস্তা করিতেছি বটে; কিন্তু
তাহা থাক, এক্ষণে হে ইন্দ্ররূপিন্। তোমাকে
নিহত করিয়া স্বীয় দেহ যোগানলে দক্ষ
করিব। উপমহু্য এই বলিয়া সাগ্রহে
তস্মমুষ্টি গ্রহণপূর্বক তাহাতে অথর্কাস্ত্র জপ
করিয়া ইন্দ্রদাহের জন্ত নিক্ষেপ করিলেন
এবং অব্যয় পরমাশ্রা বিধেঃস্বর দেবকে ধ্যান
করত বহিষোগে আত্মশরীর-দাহে উদ্যত
হইলেন। উপমহু্য এই প্রকার করিলে
পিনাকপাণি নীললোহিত শঙ্কর সৌম্যযোগে
অগ্নিযোগ বারণ করিলেন; উপমহু্যর
সেই জীর্ণ অগ্নিযোগ নন্দী প্রকারাস্ত্রেণও
সংহার করিয়াছিলেন। অনন্তর বিশ্বপতি

আশ্রানং দর্শয়ামাস কোটিসূর্যাসমপ্রভম্ ॥ ৩৮
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং বালেন্দ্রকৃতশেখরম্ ।
দ্বীপিচর্ম্যপরীধানং ত্রিপঙ্কনয়নং বিভূম্ ॥ ৩৯
তং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যোহভূতপমহু্যর্মহামুনঃ ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যোজ্যৈব পরমেশ্বরম্ ॥ ৪০
তস্মৈ প্রসন্নো ভগবান্ দত্তবান্ কীরসাগরম্ ।
গাণপত্যঞ্চ দুম্প্রাপং ব্রহ্মাণ্ডৈরপি সুরভাঃ ॥
যদন্তং দেবদেবেন নাতুং তত্রাদরো মুনৈঃ ।
ভক্তিমেব বিরূপাক্ষে পুনঃপুনরঘাচত ॥ ৪২
এবং দত্তা বরং তস্মৈ মহাদেবঃ সহোমরা ।
সুয়মানঃ সুরগণৈস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৪৩
যঃ পঠেদিদমাখ্যানমুপমহু্যর্মহামুনঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৪
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
শৌনকসংবাদ উপমন্যুপাখ্যানকথনং
নাম ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ।

শিব, মুনি উপমহু্যর দৃঢ়ভক্তি বিদিত হইয়া
কোটিসূর্যাসমপ্রভ, পঞ্চবক্ত্র, প্রত্যেক মুখে
নয়নত্রয়সম্পন্ন, দশভুজ, শশিকলাশেখর,
ব্যাভ্রচর্ম্যপরিধান এবং প্রভূতসম্পন্ন আশ্র-
স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মহামুনি উপমহু্য
তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং নানা-
বিধ স্তবে সেই পরমেশ্বরকে স্তব করিলেন।
ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কীরসাগর
প্রদান করিলেন। হে সুরভগণ! ব্রহ্মাণ্ড-
দেবত্বলভ গাণপত্যও শিব তাঁহাকে দিলেন,
কিন্তু উপমহু্য তাহাতে আদরবুজ্বল হন নাই;
পুনঃপুনঃ শিবভক্তি প্রার্থনা করিলেন।
উমাসহিত মহাদেব উপমহু্যকে সেই বর দিয়া
দেবগণকর্তৃক সুয়মান হইয়া সেই স্থানেই
অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি মহাত্মা উপ-
মহু্যর এই উপাখ্যান পাঠ করে, সে সর্বপাপ-
মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। ২৬—৪৪ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং জালঙ্করো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা ।
সুদর্শনে চক্রেণ বক্রমর্হিত সা প্রত্যক্ষ ॥ ১

সূত উবাচ ।

আসীৎ কৃতান্তসঙ্কশো জালঙ্কর ইতি শ্রুতঃ ।
জগমগুণসমুত্তমেন দেবা বিনির্জিতাঃ ॥ ২
লোকপালাশ্চ সাধ্যাশ্চ বসবশ্চ মরুদগণাঃ ।
বিশ্বেদেবাস্তথা দিত্যা রুদ্রাষ্ট্রশ্চ বিনির্জিতাঃ ॥
ব্রহ্মাণঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠং সমরে মুনিপুঙ্গবাঃ ।
জগাম জেতুং দেবেশং বিষ্ণুং দৈত্যনিবর্হণম্ ॥ ৪
তেন সর্কিমদুদুহং জালঙ্কর-সুরেশয়োঃ ।
বিনির্জিত্য ততো বিষ্ণুং দৈত্যান প্রতীদম-
ব্রবাৎ ॥ ৫

দেবা বিনির্জিতাঃ সর্বে বর্জয়িত্বা ত্রিলোচনম্ ।
তমগ্ৰ জেতুমিচ্ছামি ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।
নন্দীশ্বরেণ সহিতং সাস্বকৈব রণাঙ্গনে ॥ ৬
জালঙ্করবচঃ শ্রুত্বা দৈত্যৈস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ বলিলেন,—শূলপাণি সুদর্শনচক্র
দ্বারা কিরূপে জালঙ্কর দৈত্যকে নিহত করি-
য়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমাদিগকে বলুন ।
সূত বলিলেন,—জালঙ্কর নামে বিখ্যাত,
জগমগুণ-সমুত্তম, কৃতান্তসদৃশ এক দৈত্য ছিল,
দেবগণ তাহার নিকট পরাজিত হইলেন ।
লোকপাল, সাধ্য, অষ্টবসু, পবন, বিশ্বদেব,
আদিত্য এবং রুদ্রগণকে জালঙ্কর জয় করিল ।
হে মুনিপুঙ্গবগণ ! অনন্তর সেই দৈত্য, সুর-
শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং দৈত্যনাশক দেবদেব বিষ্ণুকে
যুদ্ধে জয় করিবার জন্য যাত্রা করিল । জাল-
ঙ্করের সহিত (ব্রহ্মা ও) বিষ্ণুর যুদ্ধ হইল ।
(ব্রহ্মজয়ের পর) বিষ্ণুকে জয় করিয়া জাল-
ঙ্কর দৈত্যগণকে বলিল,—এক ত্রিলোচন
ব্যতীত সকল দেবগণই পরাজিত হইয়াছে ।
নন্দীশ্বর ও পার্বতীর সহিত ভগবান্ মহে-
শ্বরকে অগ্ৰ আমি রণাঙ্গনে জয় করিতে

যযুর্দেবঃ তমীশানং যোক্ যুদ্ধযুক্তমানসাঃ ॥ ৭
ততো জালঙ্করো দৈত্যো দৈত্যৈশ্চ সহিতো
বলী ।

রথৈর্ন গৈশ্চ সন্নদ্ধঃ প্রযযৌ শঙ্করাস্তিকম্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা জালঙ্করং শত্রুরঞ্জনাচ্চিচয়োপমম্ ।
প্রহ ব্রবীদ্ দৈত্যঃ ব্রহ্মণো বরদর্পিতম্ ॥ ৯
যুদ্ধেনালং দিতেঃ পুত্র মদ্বাগৈর্নিশিতৈরিহ ।
ক্ষণাচ্ছিন্নসর্বাঙ্গো মৃত্যোগ্রাসং গমিষ্যসি ॥
শ্রুত্বা জালঙ্করো বাক্যং দেবদেবশ্চ শূলিনঃ ।
কুপতঃ প্রাহ দেবেশং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥
অনেন বাকুপ্রলাপেন কিং মহেশ বৃথা তব ।
গদয়া ভাঙয়ামি ত্বামনয়া তীক্ষ্ণধারয়া ॥ ১২
মাং যো জেয্যতি লোকেষু ন তং পশ্যামি
শঙ্কর ।

তস্মাদুখায় যুধ্যস্ব যদি তেহস্তি বলং শিব ॥ ১৩
শ্রুত্বাথ দৈত্যবচনং পাদাঙ্গুষ্ঠেন শঙ্কর ।
চকার লীলয়া চক্রমশ্লুধৌ দিব্যমাযুধম্ ॥ ১৪

ইচ্ছুক হইয়াছি । হে দ্বিজোত্তমগণ ! জালঙ্ক-
রের কথা শুনিয়া দৈত্যগণ, যুদ্ধোদ্যত হইয়া
দেবদেব শিবের উদ্দেশে যাত্রা করিল । অন-
ন্তর জালঙ্কর-দৈত্য দৈত্যগণ-পরিবৃত্ত ও রথ-
করিনিকরে সুসজ্জিত হইয়া, শিবসমীপে উপ-
স্থিত হইল । শিব, অঞ্জন-গিরি-সন্নিভ ব্রহ্মবর-
দর্পিত জালঙ্কর-দৈত্যকে অবলোকন করিয়া
সহাস্তে বলিলেন,—হে দিতিনন্দন ! যুদ্ধে
প্রয়োজন নাই, আমার নিশিত শরানিকরে
বিচ্ছিন্নসর্বাঙ্গ হইয়া এখান মৃত্যুর গ্রাসে নিপ-
তিত হইবে । জালঙ্কর-দৈত্য দেবদেব শূল-
পাণির কথা শুনিয়া সক্রোধে ভগবান্ ত্রিলো-
চনকে বলিল,—হে মহেশ ! তোমার বৃথা
বাক্য-প্রলাপে কি হইবে ? এই তীক্ষ্ণধার-
সম্পন্ন গদা দ্বারা তোমাকে ভাঙিত করিতেছি ।
হে শঙ্কর ! আমাকে জয় করিতে পারে এমন
লোক ত ত্রিভুবনে দেখি না ; তবে তোমার
যদি বল থাকে ত উঠিয়া যুদ্ধ কর । ১—১৩ ।
শিব, দৈত্যের কথা শুনিয়া লীলাক্রমে পাদা-
ঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সাগরে দিব্য চক্রাশ্লুধ অঙ্কন

যদিদং নির্মলং চক্রং জালঙ্কর ময়াসুধৌ ।
বলং তে যদি চোদ্ধর্তুং তিষ্ঠ যোদ্ধৃক্ণ নাতুথা
আকর্ণ্য তস্ত বচনং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
শূলিনং প্রাহ বিপ্রেন্দ্রাত্মৈলোক্যং প্রদহন্নিব ॥
জালঙ্কর উবাচ ।

রেখামাত্রং কিমুদ্ধর্তুং কিমিদং ভাষসে শিব ।
মের্কাদয়োহপি তিষ্ঠন্তি কিং ময়া ন বিচালিতাঃ
যা তুষা লিখিতা রেখা চক্ররূপা মহেশ্বর ।
তামুদ্ধৃত্য ততো হস্মি হ্যং নন্দি প্রমুখৈঃ সহ ॥১৮॥
বালত্বে নির্জিজ্ঞাতো ব্রহ্মা তরসৈব পুরা ময়া ।
নিষ্কিপ্তো ভগবান্ বিষ্ণুর্লীলয়া শতযোজনম্ ॥
ইন্দ্রাণ্য লোকপালাশ্চ বন্ধাঃ কারাগৃহে স্থিতাঃ
দাসীভূতাঃ স্ত্রিয়ন্তেষাং বর্তন্তে মদগৃহে শিব ॥
দৌর্ভাগ্যং বিয়ন্নদৌ ব্রহ্মা ক্রৌড়ার্থং হিমবত্কারৌ
দিগ্গজাশ্চ বিনিষ্কিপ্তাঃ সিন্ধাবৈরাবণাদয়ঃ ॥২১॥

করিলেন এবং বলিলেন,—হে জালঙ্কর !
আমি সমুদ্রে এই যে নির্মল চক্র প্রস্তুত
করিলাম, ইহা উত্তোলন করিতে যদি
তোমার সামর্থ্য হয় ত যুদ্ধের জন্ত থাক,
নতুবা নহে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! জালঙ্কর
শিবের এই কথা শ্রবণে ক্রোধরক্তলোচন
হইয়া, যেন ত্রৈলোক্য দাহ করত শিবকে
বলিল,—শিব ! ও চক্র ত রেখামাত্র,
উহা উত্তোলন করিতে বলিতেছ কি ?
সুমেরু প্রভৃতিও কি মৎকর্তৃক সঞ্চালিত না
হইয়া আছে ? হে মহেশ্বর ! চক্ররূপীণী যে
তোমার অঙ্কিত রেখা, তাহা উত্তোলন করিয়া
পরে তোমাকে নন্দিপ্রভৃতির সহিত বধ
করি । আমি বাল্যাবস্থাতেই বলপূর্বক
ব্রহ্মাকে জয় করিয়াছি, ভগবান্ বিষ্ণুকে অব-
লীলাক্রমে শত যোজন ছুড়িয়া ফেলিয়াছি,
ইন্দ্রাদি লোকপালগণ বন্ধনদশায় আমার
কারাগারে রহিয়াছে । হে শিব ! তাহাদের
পত্নীগণ আমার গৃহে দাসী হইয়া রহিয়াছে ।
আমি ক্রৌড়ার জন্ত আকাশগঙ্গাকে বাহ-
যুগল দ্বারা হিমালয়ে বন্ধ করিয়াছি । ঐরা-
বত প্রভৃতি দিগ্গজগণকে সাগরে নিক্ষেপ

বড়বাগ্নেমুখে বন্ধে চৈকর্ণব ইবাভবৎ ।
তস্মান্ জানাসি কথং শস্তো মম পরাক্রমম্ ॥২২॥
দ্ব্যমপি প্রাপয়াম্যগ্ন জিহ্বা কারাগৃহং প্রতি ॥২৩॥
তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা দানবস্ত মহেশ্বরঃ ।
নেত্রাগ্নিলবভাগেন চমুং তস্যাদহৎ কণাৎ ॥২৪॥
অক্ষৌহিনীনাং সাতশ্চ লীলয়ৈব মহেশ্বরঃ ।
কৃত্বা তদ্ব্যসাদ্বিপ্রা জালঙ্করমথাববীৎ ॥ ২৫॥
ঐশ্বর উবাচ ।

সময়ো যঃ কৃতঃ পূৰ্ব্বং লেখামুদ্ধরণং প্রতি ।
কুরু দৈত্য তথা শীঘ্রং ততো মাং জেতুমহিসি
অথ শস্তোর্বচঃ শ্রুত্বা মদাক্ষৌ দৈত্যপুঙ্গবঃ ।
দৌর্ভাগ্যাক্ষৌ বেগেন লেখামুদ্ধর্তুমুত্তমঃ ॥২৭॥
সুদর্শনাখ্যং যচ্চক্রং কুচ্ছ্রেণ মহতা দ্বিজাঃ ।
স্বন্ধে বৈ স্থাপয়ামাস দ্বিধাতুতে ততঃ কণাৎ ॥
নিপপাত ততো দৈত্যো মেঘাচল ইবাপরঃ ।
তস্ত দেহস্ত রক্তেন সম্পূরিতমভূজগৎ ॥ ২৯॥

করিয়ান্ । আমি বাড়বানল প্রতিক্রম
করিতে, সমুদ্রজলে একাৰ্ণব হইবার উপক্রম
হইয়াছিল । অতএব হে শস্তো ! আমার
বিক্রম তুমি জান না কেন ? তোমাকেও অগ্ন
জয় করিয়া কারাগারে পাঠাইব । ১৪—২৩ ।
মহেশ্বর জালঙ্কর কথা শুনিয়া, নয়নানল-কণিকা
দ্বারা সেই দৈত্যের সহস্র অক্ষৌহিনী সৈন্য
কণমধ্যে অবলীলাক্রমে দগ্ধ করিলেন ।
অনন্তর হে বিপ্রগণ ! জালঙ্কর অসুরকে
তিনি বলিলেন,—হে দৈত্য ! আমার অঙ্কিত
রেখা (যাহা চক্ররূপে পরিণত, তাহা) উত্তো-
লন করিতে পূর্বে স্বীকার করিয়াছ, তাহা
শীঘ্র সম্পাদন কর ; পরে আমাকে জয়
করিবে । অনন্তর মদাক্ষ দৈত্যরাজ, শিব
বাক্য শ্রবণ করিয়া সবেগে বাহ্যাক্ষাটন-
পূর্বক সেই রেখা উত্তোলনে উদ্যত হইল ।
সেই রেখাই সুদর্শনচক্র । হে দ্বিজগণ !
মহাকণ্ঠে দৈত্যরাজ তাহা স্বন্ধে স্থাপন
করিল ; তৎকণাৎ তদ্বারা বন্ধ দ্বিধাতিত
হইলে, সেই দৈত্য, দ্বিতীয় কুরুপর্বতের
স্তায়, নিপতিত হইল । তদীয় শরীররক্তে

নিয়োগাদেবদেবস্ত তন্মাংসং তস্ত শোণিতম্ ।
 রক্তকুণ্ডলম্ তত্র নিরয়ে পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩০ ॥
 দৃষ্ট্বা জালঙ্করং দেবা নিহতং শূলপাণিনা
 মুমূচুঃ পুষ্পবর্ষণে জয় দেবেতি চাক্রবন্ ॥ ৩১ ॥
 দেবাঃ স্বস্থানমাপন্বাঃ সমুদ্রাশ্চ বসুন্ধরা ।
 দিগ্গজাঃ পর্কতাঃ সর্কেষ হতে তস্মিন্ মহাসুরে
 জালঙ্করবধং যন্ত পঠেদ্বা শৃণুয়াদাপি ।
 শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজান্ ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 শৌনকসংবাদে জালঙ্করবধকথনং নাম
 সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

চতুষ্পি চ বেদেষু পুরাণেষু চ সর্কশঃ ।
 শ্রীমহেশাং পরো দেবো ন সমানোহস্তি কশ্চন
 ব্রহ্মা বিষ্ণুর্বারাতিঃ সর্কেষ যন্ত বশে স্থিতাঃ ।

জগৎ পূর্ণ হইল । দেবদেবের আদেশে
 জালঙ্করের রক্তমাংস পাপিষ্ঠগণের নরকে
 রক্তকুণ্ডরূপে পরিণত হইল । দেবগণ
 জালঙ্কর-দৈত্যকে শূলপাণিকর্তৃক নিহত
 দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং ‘জয় মহাদেব’
 বলিতে লাগিলেন । সেই মহাসুর নিহত
 হইলে, দেবগণ, সাগর, বসুন্ধরা, দিগ্গজ
 এবং পর্কতসমূহ স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলেন ।
 যে ব্যক্তি জালঙ্করবধ-বৃত্তান্ত ভক্তিসহকারে
 পাঠ বা শ্রবণ করে, অথবা দ্বিজগণকে শ্রবণ
 করায়, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২৪—৩৪ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—চতুর্কোদ ও সর্কপুরাণের
 মত এই যে, শ্রীমহেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা
 তত্তুল্য আর কোন দেবতা নাই । ব্রহ্মা,

উৎপত্তিঃ সর্কদেবানাং স এব ধ্যেয় উচ্যতে ॥
 নাস্তি শস্তোঃ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যর্থঃ শঙ্করাং পর
 শিবাদস্তং সুখং নাস্তি মোক্ষো নৈব হরাং পরঃ
 যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যস্তি মানবাঃ ।
 তদা শিবমবিজ্ঞায় দুঃখস্তান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥
 অষ্টকং ব্রহ্মণো যেন ধ্যেয়ত্বং যেন শার্ঙ্গিণঃ ।
 বিষ্ণুত্বং যেন শক্রস্ত তস্মাদন্যঃ পরো ন হি ॥ ৫ ॥
 ধ্যেয় উচুঃ ।

কোচিল্লোকা মহেশানং ত্যক্তা কেশবকিঙ্করাঃ ।
 তত্র কিং কারণং সূত বদ সংশয়নাশক ॥ ৬ ॥
 অন্তকালে অরন্ত্যেব প্রায়েণ গুরুভবজম্ ।
 বিদ্যमानে শিবে বিকোঃপ্রভেঃ শ্রীপার্কতীপতো
 সূত উবাচ ।

যদা যদা প্রসন্নোহভূদভক্তিভাবেন ধূর্জটিঃ ।
 বিষ্ণুনারাধিতোভক্ত্যা তদাসৌ দত্তবান্ বরান্
 ততঃ পরং প্রভুং নৈব প্রায়েণ জ্ঞাস্ততি স্মৃষ্টম্

বিষ্ণু এবং ইন্দ্র (ইত্যাদি) সকলেই ষাংহার
 বণবর্তী, ষাংহা হইতে সর্কদেবগণের উৎপত্তি
 সেই শিবই ধ্যেয় । শিব ব্যতীত ধর্ম্ম নাই,
 শিব ব্যতীত অর্থ নাই, শিব ব্যতীত সুখ
 নাই, শিব ব্যতীত মুক্তিও নাই । মানবগণ
 যখন আকাশকে শিব হইতে বিভিন্ন জ্ঞান
 না করিয়া, চর্ম্মবৎ বেষ্টন করে, তখনই তাহা-
 দেয় দুঃখ নাশ হয় । অর্থাৎ লোক যখন সর্ক
 পদার্থ শিবস্বরূপ ভাবিয়া, আপনি নিরালঙ্ক
 আকাশমূর্ত্তি হয়, তখনই মুক্তি লাভ করে ।
 ষাংহার প্রসাদে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু ধ্যেয়
 এবং ইন্দ্র জিষ্ণু (জয়শীল), তাঁহা অপেক্ষা
 (শিব হইতে) শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ।
 ঋষিগণ বলিলেন,— হে সূত ! হে সংশয়-
 নাশক ! অনেক লোকে শিবকে ত্যাগ করিয়া,
 বিষ্ণুসেবক হয়, তাহার কারণ কি ? বিষ্ণু-
 প্রভু পার্কতীপাত থাকিতেও লোকে মৃত্যু-
 কালে প্রায়ই বিষ্ণুস্মরণ করে ॥ ১—৭ ॥ সূত
 বলিলেন,—শিব, বিষ্ণুর ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনায়
 যখনই প্রসন্ন হইয়াছেন, তখনই তিনি বহু বর
 দিয়াছেন ; (তিনি বিষ্ণুকে বলিয়াছেন),

বিমলাঃ কেচিদেতদৈব নিষ্ঠাং বেৎস্বস্তি তত্ত্বতঃ
হেতুনা তেন বিপ্রেস্তাঃ শিবং জানন্তি কেচন
প্রায়েণ বিষ্ণুনামানি গুণস্তি বরদানতঃ ॥ ১০
বিক্ষেপঃ স্মরণমাত্রেণ সৰ্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
শত্ৰুপ্রসাদ এবৈষ নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১
যঃ শত্ৰুং তত্ত্বতো বেত্তি স তু নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
যন্ত নারায়ণং বেত্তি স শক্রো বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১২
য ইন্দ্রঃ বেত্তি দেবেশং লোকপালো জনাধিপঃ
এবং সৰ্বাল্লোকপালান্ জানাতি স ইহামরঃ ॥
দেবান্ জানাতি যষ্টব্যান্ স ঋষিবেদবিৎ স্বয়ম্
ঋষীন্ যো বেত্তি সম্যক্তাৎ স এব ব্রাহ্মণোত্তমঃ
সৰ্ববেদময়ং বিপ্রং যো জানাতি স বেদবিৎ ।
রহস্ত্যং বেত্তি বেদস্ত স এব হরবল্লভঃ ॥ ১৫
জন্মাদিকারণং শত্ৰুং বিষ্ণুং ব্রহ্মাদিপূৰ্ব্বজম্ ।
ন জানন্তি মহামূৰ্খা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ১৬
আসীৎ প্রতর্দনো নাম রাজা পরমধার্মিকঃ ।

লোকে প্রায়ই তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ যে আর
কেহ আছেন, ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবে
না । অতি অল্প লোকই তত্ত্বকথা অবগত
হইবে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই কারণেই
শিবতত্ত্বজ্ঞান অল্প লোকের হয়; এবং শিবের
বরদান-প্রযুক্ত বিষ্ণু নাম-কীর্তনও লোকে
করিয়া থাকে । বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রে যে সৰ্ব
পাপক্ষয় হয়, ইহা শিবপ্রসাদ বৈ আর কিছু
নয়? ইহাতে বিচার-বিতর্ক নাই । যে ব্যক্তি
শিবকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, তিনি স্বয়ং নারা-
য়ণ; যে ব্যক্তি নারায়ণকে তত্ত্বতঃ অবগত
হন, তিনি ইন্দ্র; যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে তত্ত্বতঃ
জানেন, তিনি লোকপাল বরুণ; আর যে
ব্যক্তি, সকল লোকপালকে তত্ত্বতঃ জানেন,
তিনি অমর হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ষজনীয়
দেবগণকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ঋষি ।
যিনি ঋষিগণকে সম্যকরূপে জানেন, তিনি
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ । সৰ্বদেবময় ব্রাহ্মণের তত্ত্ব যিনি
জানেন, তিনি বেদজ্ঞ । যিনি বেদরহস্তজ্ঞ,
তিনি শিবপ্রিয় । বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত মহা-
মূৰ্খগণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী বিষ্ণু-ব্রহ্মাদির

সপ্তদ্বীপপতিঃ পৃথ্বীপ্রভুরেকঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭
শূরঃ পুণ্যমতিভোগী দাতা বেদার্থপালকঃ ।
রক্ষিতা সৰ্বসেতুনাং ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ১৮
তস্ত রাজ্যে সদা দেবা গৃহুস্তি হবিকৃতমম্ ।
ন পাষণ্ডী ন বা বৌদ্ধস্তস্ত রাজ্যেহভবজ্জনঃ
কদাচিত্ স পুরীং ত্যক্তা ক্রৌড়ার্থং নির্গতো

বহিঃ ।

তদা দদর্শ ক্ষপণং রাজা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ২০
পৃষ্টং কথং কুতো যাত্তং কিংকার্য্যকং তবেপিতম্
কুত্র যাস্তসি তৎ সৰ্বং কিংজাতীয়ো ভবান্ বদ
ক্ষপণক উবাচ ।

রাজন্ বণিগহং শাস্তো যতিঃ শীলব্রতে স্থিতঃ
মদৌষাঞ্চলসংলগ্নাঃ সন্ত্যক্ত বণিজঃ পরে ॥ ২২
রাজোবাচ ।

কো ধর্ম্যঃ কিংব্রুতত্ব ব্রজ্যায়তে কেন বক্তি কঃ ।
অয়ং পন্থাঃ কথং প্রাপ্তঃ কস্মিন্ন প্রকটো ভবান্

পূৰ্ব্বপুরুষ শত্ৰুকে জানিতে পারে না । প্রতর্দন
নামে এক প্রতাপশালী পরম ধার্মিক রাজা
ছিলেন । তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি ।
তিনি বীর, পবিত্রবুদ্ধি, ভোগী, দাতা এবং
বেদার্থপালক ছিলেন । সেই রাজা সৰ্ববিধ
নিয়মের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণপ্রিয়
ছিলেন । তাঁহার রাজ্যে দেবগণ সতত
হবির্গ্রহণ করিতেন । পাষণ্ডী বা বৌদ্ধ তাঁহার
রাজ্যে ছিল না । একদা সেই রাজা ক্রৌড়ার
জন্ত রাজধানী ছাড়িয়া বহির্ভাগে গিয়া-
ছেন, এমন সময়ে এক ক্ষপণকে অবলোকন
করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি, কোথা হইতে
যাইতেছ, তোমার প্রয়োজন কি? কোথায়
যাইবে এবং তোমার জাতি কি? এই সমস্ত
কথা বল । ১—২১ । ক্ষপণক বলিল,—রাজন্ !
আমি যতি শীলব্রতসম্পন্ন শাস্ত বণিক, আমার
অঞ্চলসংলগ্ন (অমুযায়ী) আরও বণিক এখানে
আছে । রাজা বলিলেন,—তোমার ধর্ম্য কি,
তত্ত্ব কি, ইহার বোদ্ধা কে এবং বক্তা কে?
এপথে আসিলে কেন? তুমি প্রকটভাবেই

কপণক উবাচ ।

অহিংসা পরমো ধর্মস্তৎ তত্ত্বং যৎ তনোদমঃ ।
বুধ্যতে বৌদ্ধজৈনাত্যাং বক্তা তন্ত জিনো

মতঃ ॥ ২৪

বেদবেদাঙ্গবেত্তারো যাজ্ঞিকা বৈষ্ণবা দ্বিজাঃ ।
মাহেশ্বরী মহাপূজ্যা ন ব্যক্তোহহং ভয়ান্ প ॥

শ্রুত উবাচ ।

ততো রাজা পরাং চিন্তাং প্রাপ্তো

দুঃখিতমানসঃ ।

ধিগ্ রাজ্যং মম দুর্ষদ্বৈবেদবাহোহস্তি মৎপুরে
এতং হ্মি যদা পাপং তদেতন্মানিনী প্রজা ।
কথয়িষ্যতি শাস্ত্রাত্মা হতো রাজ্ঞা কুবুদ্ধিনা ॥২৭॥
এতন্মিন্ নিহতে কিং শ্রান্তবন্তি বহুবন্তথা ।

দয়াশকং পুরস্কৃত্য হৃদম্মো বিচরিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেদবাহুঃ প্রজা রাজ্ঞা শাসিতুং নৈব শক্যতে
তদা তৎপাপভাগী শ্রাদিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ ॥

শ্রুত উবাচ ।

ভ্যক্তা রাজ্যং তপস্তপে ততো রাজাপ্রতর্দনঃ

সাবিত্রীং মনসা ধ্যানত্বা নিত্যমেকাগ্রমানসঃ ॥

ততঃ কতিপয়াহোতির্ব্রহ্মা প্রত্যক্ভাঃ গতঃ ।

মহতা তপসা তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ

পুত্র প্রাপ্তোহস্মি সন্তোষং বরং বরয় শ্রুত ।

কথং ত্বং খিদ্যসে চিন্তে রাজ্যং ত্যক্তং

কুতস্তয়া ॥ ৩২

ব্রাজোবাচ ।

বেদঃ প্রমাণং বক্তব্যং জানাত্যেব চ যৎ প্রজা

শক্তামাত্রং ভবেন্নৈব বেদপ্রামাণ্যগোচরম্ ॥৩৩॥

ইতি যাচে বরং দেব কিমন্তেন বরেন মে ।

যাচে নিকটকং রাজ্যং সপ্তদ্বীপাবনৌপতিঃ ॥

শ্রুত উবাচ ।

এবমস্তিত সম্প্রোচ্য ব্রহ্মাস্তর্দানমায়মৌ ।

প্রতর্দনোহাপ রাজর্ষিঃ সন্তুষ্টঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

ততঃ প্রভৃতি তদ্রাজ্যে সর্বো ধর্মো ব্যবস্থিতঃ

বেদবেদাঙ্গবেত্তারো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ ।

অগ্নিহোত্রাণি যজ্ঞাশ্চ যতয়ে ব্রহ্মচারিণঃ ।

বা থাক না কেন ? কপণক বলিল, অহিংসা
পরম ধর্ম, শারীরিক দমই তত্ত্ব, বৌদ্ধা জৈন
এবং বৌদ্ধ । ইহার বক্তা ভগবান্ জিন ।
রাজন্ ! বেদবেদাঙ্গবেত্তা যাজ্ঞিক বৈষ্ণব দ্বিজ
এবং মহাপূজ্য মাহেশ্বর (শৈব) দিগের ভয়ে
আমি প্রচ্ছন্নভাবে থাকি । শ্রুত বলিলেন,—
অনন্তর রাজা দুঃখিতচিত্তে ভাবিতে লাগি-
লেন,—আমি যোগ্য রাজবুদ্ধিসম্পন্ন নহি,
আমার রাজ্যে ধিক, কেননা আমার রাজ্যে
বেদবাহুখ ব্যক্তি অবস্থান করে । এখন
যদি এই পাপিষ্ঠকে বধ করি, তাহা হইলে যে
সব প্রজা ইহাকে মান্ত করে, তাহার বলিবে,
কুবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা এই শাস্তাচর্য যাতকে
(অকারণ) বধ করিল । আর ইহাকে যদি
বধ না করি ত কি হইবে ?—অধিকতর প্রজা
ক্রমে ইহার অনুগামী হইবে ; দয়ার নামে
অধর্ম প্রচারিত হইবে । বেদবাহুখ প্রজা
রাজার শাসনবাহ্য নহে, অথচ তাহার পাপ-
ভাগী রাজাকে হইতে হয়, ইহা ভগবান্ মনু

বলিয়াছেন । শ্রুত বলিলেন,—(ইহা ভাবিয়া)
রাজা প্রতর্দন রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক একাগ্র-
চিত্তে সাবিত্রী ধ্যান করত তপস্তা করিতে
লাগিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা কতিপয় দিনেই
মহাতপস্তায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রত্যক-
গোচর হইলেন এবং বলিলেন,—বৎস
শ্রুত ! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা
কর ; কেন মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছ, কেনই
বা তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়াছ ? ২২—৩২ ।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি প্রতর্দন বলি-
লেন,—যাহাতে বেদপ্রমাণবক্তা, বেদপ্রামাণ্য-
জ্ঞাতা প্রজা থাকে, এমন নিকটক রাজ্য
প্রার্থনা করি । হে দেব ! অন্ত বরে প্রয়োজন
কি ? ব্রহ্মা ‘তথাস্থ’ বলিয়া অস্তহিত হইলেন ।
পৃথিবীপতি রাজর্ষি প্রতর্দনও সন্তুষ্ট হইলেন ।
তদবধি সেই রাজ্যে সর্বধর্ম-ব্যবস্থিতি
হইল । বেদবেদাঙ্গবেত্তা শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ
যতি, ব্রহ্মচারী বিবিধ বিত্তক শৈব এবং ভক্ত
বৈষ্ণবেরা তাঁহার রাজ্যে সুব্যবস্থিত হই-

শৈবা নানাবিধাঃ পুণ্যা বৈকবাঃ শুভলক্ষণাঃ ।
তন্ত রাজ্যে মহাপুণ্যে ন পাষণ্ডী ন হৈতুকী ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং ক্রিয়াঃ সৰ্বাস্তদাভবন ॥ ৩৮
উৎসবা বিষ্ণুভক্তানাং শিবপূজা গৃহে গৃহে ।
সৰ্বে দেবান্ মানয়ন্তি ন ককিদ্দেষ্টি মানবঃ ॥ ৩৯
ভৰ্কবেদান্তমৌমাঃসাব্যাকাথানানি গৃহে গৃহে ।
বেদনির্ঘোষবজ্রাজ্যং যজ্ঞস্তত্ত্ব : স্থলে স্থলে ॥ ৪০
অনেকভোগসংযুক্তা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ সতীঃ ।
রক্ষন্তি পতয়ঃ পুণ্যা যথা বৃদ্ধপুরস্কৃতাঃ ॥ ৪১

শ্রুত উবাচ ।

এবং বহুতিথে কালে গতে যে দৈত্যদানবাঃ ।
পাপিষ্ঠা হীনকৰ্ম্মাণো স্নেচ্ছান্তেহপি দিবং গতাঃ ।
যেষাম্ভ সন্ততিঃ শুদ্ধং বেদমার্গং হি মনুতে ।
তে সৰ্বে নরকান্ মুক্তা প্রাপ্তা এবামরাবতীম্

লেন, অগ্নিহোত্র এবং যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে
হইতে লাগিল (তাহার বিরুদ্ধবাদী কেহ
থাকিল না) । তাহার সেই মহাপবিত্র
রাজ্যে পাষণ্ডী বা কুতর্কিক বিলুপ্ত হইল ।
বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্নদিগের ক্রিয়াকলাপ তখন
(অবাধে) হইতে লাগিল । তখন বিষ্ণু-
ভক্তগণের উৎসব ও গৃহে গৃহে শিবপূজা
হইতে লাগিল; সকলেই দেবতাগণকে
মানিল; কোন লোকই দেবদেবী রহিল না ।
গৃহে গৃহে ত্রায়, বেদান্ত ও মীমাংসা
ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, সমগ্র রাজ্য বেদ-
নির্ঘোষে শঙ্করমান হইল । যজ্ঞস্তত্ত্বসমূহ
গানাহানে উচ্ছ্রুত হইল । পুণ্যকারী পতি,
বৃদ্ধগণ-সম্মানিতা * বহুভোগ-সম্পন্ন হৃষ্ট-
পুষ্টা সতী রমণীদগকে রক্ষা করিতে লাগি-
লেন । শ্রুত বলিলেন,—এই প্রকার বহু-
লাল অতীত হইলে, যে সকল পাপী হীন-
কৰ্ম্ম দৈত্য-দানব ও স্নেচ্ছ ছিল, তাহারাও
স্বর্গে গমন করিল । যাহাদিগের সন্তান-
ভক্তি শুদ্ধ বেদমার্গাবলম্বী হইল, তাহারা

সৰ্বত্র তুলসীবৃন্দং সৰ্বত্র হরিপূজনম্ ।
বিষদনৈস্ত সৰ্বত্র পূজ্যতে গিরিজাপতিঃ ॥ ৪৪
কথং তেষাম্ভ পিতরো নরকে নিবসন্তি হি ।
তস্মিন্ রাজ্যে সমাগত্য কিং কুর্য্যর্থমকিঙ্করাঃ
শ্রুত উবাচ ।
শৃগুধনমুষয়ঃ সৰ্বে যদাসীৎ পরমাত্মতম্ ।
স্বর্গগামিষু সৰ্বেষু ব্যাপাররহিতে যমে ।
পূজিতাঃ সৰ্বলোকেষু সৰ্বে দেবা বহুবিরে ।
তদাসৌ ধর্ম্মরাজাহা শত্রুলোকং মহামনাঃ ।
উবাচ সৰ্বদেবানাং পুরতঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥ ৪৭

যম উবাচ ।

চতুরনীতিলক্ষণাং জীবানাং য়া স্থিতিঃ সদা ।
তাং নষ্টামধুনা বেদ্বি যদি দেবঃ প্রমাণবান্ ॥ ৪৮
যন্তাং কীর্তাদিযোনৌ যঃ স্থিতো জীবোহত-
পাপবান্ ।

নরকে সংযমিত্তাং বা তৎপুত্রেন স উদ্ধৃতঃ ॥ ৪৯
আন্ধদেবার্চনাদীনি কয়োতি ক্ষতিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫০

সকলেই নরকমুক্ত হইয়া অমরাবতী প্রাপ্ত
হইল । তুলসীবৃন্দরাজি সৰ্বত্র, বিষ্ণুপূজা
সৰ্বত্র এবং বিষ্ণুপত্র দ্বারা সৰ্বত্র শিবপূজা
হইতে লাগিল । শ্রুতরাং এই সব ধর্ম্মাস্ত্রা-
দিগের পিতৃলোক নরকে থাকিবে কিরূপে ?
সে রাজ্যে আসিয়া যমকিঙ্করেরাই বা কি
করিবে ? ৩৩—৪৫ । শ্রুত বলিলেন,—ঋষিগণ
শ্রবণকরুন; সৰ্বলোক স্বর্গারূঢ় হইতে থাকিলে,
যম ব্যাপার-হীন হইলেন, তখন সকলেই
সৰ্বলোকপূজিত দেবতা হইতে লাগিলেন ।
তখন মহামনা ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রলোকে গিয়া সৰ্ব-
দেবগণ সমক্ষে কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগি-
লেন,—দেবতা সাক্ষী; চতুরনীতি লক্ষ
জীবের বাস আমার ঐ স্থানে ছিল, তাহা
নষ্ট হইয়াছে । যে অতি পাপিষ্ঠ জীব,
কীর্তাদি-যোনিতে বা সংযমনীপুরে ছিল,
তাহার পুত্র তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে ।
(পাপীর পুত্র) বেদের প্রাত নির্ভর করিয়া
আন্ধ ও দেবপূজাদি করিতেছে । ইন্দ্র

* “বৃদ্ধপুরস্কৃতঃ” পার্শ্বে, “বৃদ্ধগণের
গাঢ়ত পতি” এই অর্থবাদ ।

ইন্দ্র উবাচ।

অস্মাকং হীনজীবানাং কো বিশেষো যদা ক্রতি
প্রমাণম্ভি তবৈন বয়ং দেবা যদাজ্ঞয়া ॥ ৫১
পুরোহিত তব প্রজ্ঞা শোভনা প্রতিভাতি মে।
পূৰ্ণঃ চাক্ষিকবৌদ্ধাদিমার্গাঃ সন্দর্শিতাস্থয়া ॥ ৫২
তেন মার্গেণ বিভাস্তা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।
দৈত্যাস্ত দানবাষ্টৈশ্চ তথা কুরু দ্বিজোত্তমাঃ ॥
শুরুকবাচ।

ন চাক্ষিকো ন বৈ বৌদ্ধো ন জৈনো জব-

নোহপি বা।

কাপালিকঃ কোলিকো বা তস্মিন্ রাজ্যে বিশেষঃ
কর্চিৎ ॥ ৫৪

বেদঃ প্রমাণমিত্যেব মন্ত্যমানাঃ প্রজাঃ শুভাঃ।
কথং সা চাল্যতে তাত ন শক্যং হি শুভাধুনা
বিধিদত্তবরস্তাহমুচ্ছেদুঃ শক্তিমান্ কথম্ ॥ ৫৫
ইন্দ্রাদয় উচুঃ।

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ দুর্দশানাং ভবো যদা।
তদা শুক্রঃ স্বয়ং তেষাং রূপয়া সোদ্যমো ভবেৎ

বলিলেন,—বেদ তখন তবুতঃ প্রমাণ করিয়া
দিতেছেন, তখন আমরা হীনজীব, আমা-
দের বিশেষ কর্তব্য কি আছে? যেহেতু
আমরাও বেদের আদেশবর্তী। (বৃহ-
স্পতির দিকে চাহিয়া বলিলেন) পুরোহিত!
আমার স্থির আছে, আপনার বুদ্ধি শোভনা;
পূর্বে চাক্ষিক ও বৌদ্ধাদি-মার্গ আপনিই
প্রদর্শন করিয়াছেন। দৈত্যদানবগণ সেই
মার্গে বিভাস্ত হইয়া বেদমার্গ-বহিষ্কৃত হয়,
হে দ্বিজোত্তম! এক্ষণেও সেই প্রকার
করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—চাক্ষিক, বৌদ্ধ,
জৈন, জবন, কাপালিক বা কোলিক সে
রাজ্যে কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না।
সেই রাজ্যের উত্তম প্রজাগণ বেদকেই
প্রমাণ স্থির করিয়া আছে; হে তাত!
তাহাদিগকে এখন বিচলিত করিতে ত পারা
যায় না। ব্রহ্মপ্রদত্ত বর খণ্ডন করিতে
আমার কি শক্তি হইতে পারে? ইন্দ্রাদি
বলিলেন,—দৈত্যদানবগণের যখন দুর্দশা

তস্মাৎ ত্বং বিশ্ৰশাদূল কস্মাদস্মায়ুপেক্ষসে ॥
অসাধ্যং তব কিং মন্ত্য বয়ং তুচ্ছরূপং গতাঃ।
অস্মাকং দুর্জনাঃ সর্বে বেদকর্ম্মরতাঃ কৃতাঃ ॥
তেষাং ব্যামোহনায় ত্বং কুরু যত্নং রূপানিধে।
দেবানাং রক্ষসাকৈব দৈত্যানাং পাপকর্ম্মণাম্
স্মৃত উবাচ।

এবং ক্রবৎসু দেবেষু বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস সৃষ্টেঃ সংরক্ষণায় সঃ ॥ ৬০
শুরুকবাচ।

শৃগন্ত ত্রিদশাঃ সর্বে মমোপায়ং বদাম্যহম্।
দেবঃ কশ্চিদযদি ভবেৎ কপটী বৈকবঃ স্বয়ম্ ॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততুলসীকাষ্ঠভূষিতঃ।
উর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ বিভ্রাণো হরিনামাক্ষরং জপন ॥ ৬২
দেবতামাত্রনিন্দা চ অকুত্ৰা মতিমৌখরে।
শিবদ্বেষ্টা মহাপাপপ্রেরকঃ শিবনিন্দকঃ ॥ ৬৩
দন্তেন যদি তদ্রাজ্যে শিবনিন্দা কৃতা ভবেৎ।
তদা তৎপূর্ব্বজাঃ সর্বে নরকং যান্তি দারুণম্ ॥

হয়, তখন শুক্রাচার্য্য স্বয়ং তাহাদের প্রতি
রূপা করিয়া কত উল্লেখ করেন। অতএব
হে বিশ্রবর! আমাদিগকে কেন আপনি
উপেক্ষা করিতেছেন? আপনার অসাধ্য কি
আছে? আমরা আপনার শরণাগত। আমা-
দের দ্বিষ্ট ব্যক্তিরাও বেদকর্ম্মনিরত হইয়াছে,
অতএব হে দেব-রূপানিধে! সেই পাণিষ্ঠ
দৈত্য এবং রাক্ষসদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্ত
যত্ন করুন। ৪৬—৫৯। স্মৃত বলিলেন,—দেব-
গণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, উদারমতি বৃহ-
স্পতি সৃষ্টিরক্ষার জন্ত উপায় চিন্তা করিলেন।
অনন্তর তিনি বলিলেন,—দেবগণ সকলে
শ্রবণ কর; আমার বিবেচিত উপায় কীর্তন
করিতেছি। যদি কোন দেবতা (সেই রাজ্যে
গিয়া) শঙ্খচক্রাঙ্কিতদেহ, তুলসীকাষ্ঠভূষিত,
উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী, হরিনামাক্ষর-জপপরাশর অথচ
দেবতামাত্রনিন্দক, শিব দ্বিষী, মহাপাপ-
নিযোক্তা, শিবদ্বেষ্টা এবং শিব-নিন্দক কপটী
বৈকব হন এবং (তদুপদেশে) দন্ত-সহকারে
সেই রাজ্যে শিবনিন্দা করা হয়, তাহা হইলে,

ততো দেবেষু সর্বেষু ন কশ্চিদবদৎ তথা ।
কথয়ন্তি স্ম চাত্তোক্তং নৈতৎ কস্মান্তি সুন্দরম্
কণ্ঠাণাং শিবং ক্রয়াৎ সাধারণেন বিষ্ণুনা ।
যন্ত প্রসাদাঈকুণ্ঠঃ প্রাপ্তবানৌদৃশং পদম্ ॥ ৬৬
স্মৃত উবাচ ।

ততঃ কিম্বরমাহুয প্রোবাচেদং শচীপতিঃ ।
যাহি কিম্বর মায়াবৌ ভূত্বা ত্বং বৈষ্ণবো ভুবম্ ॥
তত্র গত্বা জনান্ সর্বান্ ক্রাহি গোহস্তি শিবো
মহান্ ।

এক এব মহাবিশ্বনাশ্তো ধোয়ঃ কথকন ॥ ৬৮
পূর্ষঃ প্রচ্ছন্নরূপেণ হিত্বা মার্গং প্রদর্শয় ।
শনৈঃ শনৈর্জনা এবং ভবিষ্যন্তি চ হৈতুকাঃ ॥
বেদঃ প্রমাণমিত্যেব বদিতব্যং ত্বয়া সদা ।
পরন্তেকো মহান্ বিষ্ণুঃ শিবস্তস্মৈ চ কিস্করঃ ॥
স্মৃত উবাচ ।

প্রেরিতোহসৌ বলাৎ তেন ভীতোহগচ্ছ-
চ্ছনৈঃ শনৈঃ ।

সেই রাজ্যবাসিগণের পূর্বপুরুষের দাক্ষণ
নরকে যাইতে পারে। তখন সেই সমস্ত
দেবতার মধ্যে কেহই একাধো সম্মতি প্রকাশ
করিলেন না, প্রত্যুত পরস্পরে বলাবলি করিতে
লাগিলেন,—এ কার্য্য বড় উত্তম নয়; যাহার
প্রসাদে বিষ্ণু ঈদৃশ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,
সেই শিবকে কোন্ চাণ্ডাল বিষ্ণুর সঙ্গে সমান
করিতে যাইবে? (অপর নিন্দা ত দূরের
কথা!)। স্মৃত বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্র,
এক কিম্বরকে ডাকিয়া বলিলেন, হে কিম্বর!
তুমি মায়াবৌ বৈষ্ণব হইয়া ভূতলে গমন কর;
তথায় গিয়া সকল লোককে বলিবে,—শিব ত
সর্বশ্রেষ্ঠ নহেন, এক মহাবিশ্বই ধোয়, আর
কেহ কোনরূপে ধোয় নহেন। পূর্বে প্রচ্ছন্ন-
রূপে থাকিয়া এই মার্গ প্রদর্শন করিবে,
পরে ক্রমে ক্রমে সকল লোকেই এই
প্রকার কৃতকী হইবে। তুমি বলিবে, বেদই
প্রমাণ, পরন্তু বিষ্ণুই একমাত্র মহান্, শিব
তাঁহার কিস্কর। স্মৃত বলিলেন,—সেই
কিম্বর ইন্দ্র কর্তৃক বলপূর্বক প্রেরিত হইয়া,

দাস্তিকং রূপমান্বায় যথা সাধুং বদেচ্ছনঃ । ৭১
সর্ববৈষ্ণবচিহ্নানি ধৃত্বা ভ্রাম্যতি তৎপুরে ।
শিষ্যান্ করোতি তান্ পূর্ষঃ বদেয়ান্শ্চো ন
শক্যঃ ॥ ৭২

কচিৎকদতি ন ধোয়ো ন মুখ্য ইতি চ কচিৎ ।
কচিৎকৃষ্ণজীবোহয়ং কচিৎকৌবক্কিস্করঃ ॥ ৭৩
ইতি নানাবিধা বুদ্ধির্নরানাং ভেদিতা যদা ।
তদা শৈব্যঃ পরিবৃত্তো রাজগেহং বশত্যাপি ॥
চালিতো রাজলোকোহপি বিরুদ্ধং নৈব
দৃশতে ।

বিশ্বভক্তো মহান্ শাস্তো বেদবেদান্তপারবান্
উপায়নাত্তনেকানি হৃদ্যাংস্ত স্মদনান্ বহু ।
লোকাঃ সর্বে দদত্যেব শুণ্ডঃ পাপং ন দৃশতে
স্মৃত উবাচ ।

একস্মিন্ সময়ে বিপ্রা একাদশাষুপোষিতাঃ ।

লোকে যাহাতে সাধু বলে, এইরূপ অথচ
দাস্তিকরূপ অবলম্বন করিয়া সত্যে শনৈঃ
শনৈঃ গমন করিলেন। কিম্বর, সর্ব বৈষ্ণব-
চিহ্ন ধারণ করিয়া সেই নগরে ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন, শিষ্য করিতেও লাগিলেন, এবং
শিষ্যদিগকে পূর্বেই বলিলেন,—শক্য মাত্ত
নহেন। কিম্বর কোথাও বলিলেন,—শিব
ধোয় নহেন, কোথাও বলিলেন,—প্রধান
নহেন, কোথাও বলিলেন,—শিব উৎকৃষ্ট
জীব, কোথাও বা বলিলেন,—শিব জীবিকার
কিস্কর। ৬০—৭৩। এইরূপে তিনি লোকের
বুদ্ধি যখন নানা প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত করিয়া
দিলেন, তখন তিনি শিষ্যপরিবৃত্ত হইয়া রাজ-
গৃহেও প্রবেশ করিলেন। রাজপুরুষগণ সেই
কিম্বর কর্তৃক চালিত হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধ-
ভাব দর্শন করিতে পারে নাই। সকলেই
তাঁহাকে বুঝিয়াছিল যে, ইনি বিশ্বভক্ত,
শান্ত, বেদবেদান্তপারগামী, মহাপুরুষ।
সকল লোকেই তাঁহাকে নানা উপচোকন,
অন্ন, রথ এবং ধন দিতে লাগিল; কিন্তু
তাঁহার শুণ্ডপাপ কেহ দেখিতে পাইল না।
স্মৃত বলিলেন,—হে বিপাগণ! একসময়ে

জনাঃ প্রাতঃশ্রদ্ধপাণিঃ নমস্কৃত্ব গতাঃ শুভাঃ
 তজ্জোপবিষ্টঃ শিবৈঃ শৈবৈঃ স্বীয়েন তেজসা
 ন কৰ্ণকৃত্তে বিপ্রঃ যো ভাস্করিতভালবান্ ॥
 এতন্নিবৃত্তরে রাজা প্রাপ্তবান্ শ্রীপ্রতর্দনঃ ।
 কৃত্যে বহুবিধৈর্বিষ্টৈঃ কুশলৈঃ শুচিতৈঃ ॥৭৯
 ত্রিপুরধারিণঃ কেচিদুর্দ্ধপুত্রধরাস্তথা ।
 পঠন্তঃ শিবশূক্তানি বিষ্ণুশূক্তানি চাপরে ॥ ৮০
 এতৈর্বহুবিধৈর্বিষ্টৈঃ প্রবৃত্তো রাজোপবিষ্ট সঃ ।
 উবাচ বচনং যুক্তং কোমলাকরসংযুতম্ ॥ ৮১
 স্বামিনাগতবান্ সাক্ষাৎগবান্ হরিপার্ষদঃ ।
 বেদঃ পঠসি বিকোশ্চ ভক্তস্তদ্বেষধার্য্যপি ॥ ৮২
 বৈকবাতাস উবাচ ।

বেদ এব পরঃ শ্রেয়ো বেদার্থাদধিকং ন হি ।
 প্রমাণং বেদ এবৈকো বিষ্ণুবাক্যশ্রুতিরেব চ ॥

সজ্জনেরা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া
 প্রাতঃকালে বিষ্ণু-নমস্কারের জন্ত গমন
 করিলেন । তথায় সেই কপট-বৈকব শিষ্য-
 পরিবৃত্ত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন ; স্বীয় তেজো-
 দর্পে ভাস্করিতলাট বিপ্রদিগকে গ্রাহ্যই
 করিলেন না । এমন সময়ে রাজা শ্রীপ্রতর্দন
 কুশলন্ত শুচিততসম্পন্ন বহুবিধ বিপ্রগণ-
 কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হই-
 লেন । তন্মধ্যে কেহ কেহ ত্রিপুরধারী ও
 শিবশূক্ত পাঠ করিতেছিলেন ; কেহ কেহ
 বা উর্দ্ধপুত্রধারী ও বিষ্ণুশূক্ত পাঠ করিতে-
 ছিলেন । এই সকল বহু ব্রাহ্মণ-পরিবৃত্ত
 রাজা উপবেশন করিয়া কোমলাকর-সংযুক্ত
 উপযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—স্বামিন্ !
 আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, বিষ্ণুপারিষদ ;
 আপনি বেদাধ্যয়নরত, বিষ্ণুভক্ত এবং
 বৈকবোচিত বেষধারী । বৈকবাতাস *
 বলিলেন,—বেদই পরম শ্রেয়স্কর, বেদার্থ
 অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই । একমাত্র
 বেদই প্রমাণ, বিষ্ণু-বাক্যই শ্রুতি । রাজন্ !

* প্রকৃত বৈকব না হইয়াও বৈকবরূপে
 প্রতীয়মান ।

রাজন্ বেদার্থবিজ্ঞানে বহুবো মোহিতা জনাঃ ।
 শিবপূজারতাঃ সন্তো নানাদৈবতপূজকাঃ ॥৮৪
 একো বিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ো ধ্যেয়ঃ কিম্বিতরৈঃ সুরৈঃ
 কুরক কুরকশ্মাণঃ শঙ্করঃ মন্ততে কথম্ ॥ ৮৫
 তদীয়া ব্রাহ্মণা এতে উর্দ্ধপুত্রাঙ্কিতাঃ শুভাঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা প্রীতিরত্যাঃ জায়তে নৃপসন্তম ॥ ৮৬
 এতে ত্রিপুরভালা যো করুজাকমালিনঃ ।
 পঠন্তঃ শিবশূক্তানি দৃষ্ট্বাবজ্রং পতেদ্রবঃ ॥ ৮৭
 দর্ভশ্রোপগ্রহঃ কোহয়ঃ কিং বা ভাস্করধারণম্
 কুজাক্ষা কা চ কো কুজঃ কানি শূক্তানি তস্ম চ
 বিষ্ণুরেকঃ পরো ধ্যেয়ো নাস্তো দেবঃ কদাচন
 তদীয়াযুধিষ্ঠিরানি পূজ্যো বৈ বৈকবঃ সদা ॥ ৮৯
 রাজোবাচ ।

অনাদিনা প্রমাণেন বেদেন প্রোচ্যতে শিবঃ ।
 বিষ্ণোরপ্যধিকো বিপ্র সংপূজ্যো ন কথং
 ভবেৎ ॥ ৯০

শিবাदिषু পুরাণেষু প্রোচ্যতে শঙ্করো মহান্ ।

বহু ব্যক্তিই বেদার্থ বিজ্ঞানে বিমূঢ় ; তাহা-
 তেই পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নানাদেবপূজক
 এবং শিবপূজক হইয়াছেন । এক বিষ্ণুই
 অন্তদেবগণের ধ্যেয় ; আর কেহ নহে ।
 তবে কুর কুরকশ্মা শঙ্করকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 কেন মানে ? হে নৃপসন্তম ! তোমার এই
 সকল ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুত্রধারী ; ইহাদিগকে
 দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি হইতেছে । লগাটে-
 ত্রিপুর, করে কুজাকমালা, শিবশূক্ত-পাঠরত
 এই সকল ব্রাহ্মণ দর্শনে আকাশ হইতে বজ্র-
 পাত বোধ হইতেছে । বহু কুশধারণ, ভাস্ক-
 রপন এবং কুজাকধারণ এ সব কি
 ব্যাপার ! শিব কে ? তার আবার শূক্তই
 (মন্ত্র) বাকি ? এক বিষ্ণুই পরম ধ্যেয়,
 অন্ত দেবতা কদাচ ধ্যেয় নহেন । তদীয়
 অস্ত্রচিহ্ন অর্থাৎ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন ও তদীয়
 ভক্তগণ সতত পূজনীয় । ৭৪-৮৯ । রাজা
 বলিলেন,—হে বিজ্ঞ ! অনাদিপ্রমাণ বেদে
 শিব বিষ্ণু হইতে অধিক বলিয়া কীকৃত
 হইয়াছেন, তিনি পূজ্য নহেন, এ কি হইতে

সৰ্বানু স্মৃতিষু ব্রহ্মন্ শিবাচারেষু সৰ্বতঃ ॥১১

নানাগমেষু পুণ্যেষু প্রোচ্যতে হজ ঈশ্বরঃ ।

কঠোরঃ বাক্যমেতৎ তে ভাতি চেতসি

মেহশনিঃ ॥ ১২

বৈষ্ণবভাস উবাচ ।

নৈকাগ্রমনসন্তে তু যেহর্চয়ন্তীহ ধূর্জটিম্ ॥ ১৩

শ্রীশানবাসী দিগ্বাসী ব্রহ্মমন্তকধৃগ্ ভবঃ ।

সর্পহারঃ কথং সেব্যো বিষধারী জটাধরঃ ॥১৪

তন্মাদ্বিধুঃ সদা সেব্যঃ সুন্দরঃ কমলাপতিঃ ॥

রাজোবাচ ।

নানারূপাণি ক্রতুস্ত কে জানন্তি নরাধমাঃ ।

ত্বং বৈষ্ণব ইবাভাসি বেদার্থং নৈব বেৎসি রে

শ্রুত উবাচ ।

চিন্তয়িত্বা ততো রাজা বিহবো ব্রাহ্মণোত্তমান্ ।

আহুয় নির্ণয়কান্ত করিষ্যামীতি ততঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে শ্রুত-

শৌনকসংবাদে শিবমহিমাধিকথনং নামাষ্ট-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ।

একোনচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

গৃহং গতা হিরো ত্বা যাবদাহুযতে বিজান্ ।

তাবদেব কলিঃ পাপো ব্রাহ্মণেষু বিবেশ হ ॥

কশিড্রোক্ষানমাশ্রিত্য ক্রতে তাদৃশমেব হি ।

অন্তোত্তামর্ষযোগেণ খণ্ডয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ২

মুকৌতাবাশ্রিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্যাথার্থবাদিনঃ ।

যো যথা বাক্ত তৎ তাদৃগিৎ কেচিদধোচিরে

ইতি কোলাহলে বৃন্তে রাজচেতসি নির্ণয়ে ।

জাতে লোকে নাস্তিকতাং বহবঃ প্রতিপেদিরে

রাজা বেত্তি মহামূর্থং ন তু মায়াবিনঃ বিজম্ ।

লোকে তু ভ্রান্তিমাগ্নে রাজা চিন্তাপরোহতবৎ

ঈশ্বরং হস্তি হৃষ্টায়া বধ্যোহয়ং মম শাস্ততঃ ।

পরন্তু লোকো ব্রহ্মহঃ মিথ্যা মাভ বদিষ্যতি ॥৬

আহ্বান করিয়া ইহার তব নির্ণয়

করিব । ১০—১৬ ।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ॥

উনচত্রিংশ অধ্যায় ।

পারে? শিবপুরাণ প্রভৃতিতে, সর্ব-
বিধ স্মৃতিতে এবং শৈব আচারে শিবই
শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্বতোভাবে কথিত হইয়াছে।
নানা পবিত্র তন্ত্রে শিবই অজ এবং ঈশ্বর
নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রুতরাং আপ-
নার এই বাক্য আমার হৃদয়ে বজ্রের স্তায়
প্রতিভাত হইতেছে। বৈষ্ণবভাস বলি-
লেন,—যাহারা শিবপূজা করে, তাহারা
একাগ্রচিত্তই নহে; শিব দিগম্বর, শ্রীশান-
বাসী, ব্রহ্মমন্তকধারী, সর্পহারযুক্ত, বিষধারী
এবং জটাধর; শ্রুতরাং তিনি কিরূপে সেব্য
হইতে পারেন? অতএব সুন্দর কমলাপতি
বিষ্ণুই সত্তত সেবনীয়। রাজা বলিলেন,—
শিবের নানা রূপ, কে তাহা জানিতে পারে?
নরাধমে ত জানিতে পারেই না। অরে!
তুই বৈষ্ণববৎ প্রতিভাত, কিন্তু কিছুই
জানিস না। শ্রুত বলিলেন,—অনন্তর রাজা
চিন্তা করিলেন, বিজান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে

শ্রুত বলিলেন,—রাজা গৃহে গিয়া হির
হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে যখন আহ্বান করিলেন,
তখন পাপরূপী কলি ব্রাহ্মণগণে প্রবিষ্ট হইল।
কলি-সমাবিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে লক্ষ্য
করিয়া কপট-বৈষ্ণবের বাক্যানুরূপ বাক্য
বলিতে লাগিল, ক্রোধে পরস্পরের বাক্য
পরস্পরে খণ্ডন করিতে লাগিল। কেহ
মোনাবলম্বী হইয়া রহিল, কেহ বা তব্বকথা
বলিলেন। “এইরূপই বটে” বলিয়া কেহ
কেহ যথা কথার অনুমোদনও করিতে লাগি-
লেন। এইরূপ কোলাহল হইতে থাকিলে,
রাজার চিন্তে সিদ্ধান্ত নির্ণয় হইল, কিন্তু
বহু লোকে নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইল।
রাজা সেই কপট-বৈষ্ণবকে মহামূর্থ বলিয়াই
বুঝিলেন, কিন্তু মায়াবী বলিয়া বুঝিতে
পারেন নাই। লোক ভ্রান্ত হইলে, রাজা
ভাবিলেন,—এই হৃষ্টায়া ঈশ্বরজ্যোহী;
ইহাকে বধ করা উচিত, ইহাই শাস্ত। কিন্তু

সূত উবাচ ।

এতস্মিন্ সময়ে প্রাপ্তে লোকপূৰ্ণপিতামহাঃ ।
স্বর্গাদ্রষ্টা অনেকানি নরকাণি প্রপেদিরে ॥ ৭
যেবাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রতিপৌত্রাস্তথাপরে
মাতামহাদিবর্গাশ্চ সখিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ৮
শিবাবগণনোদ্ধৃতপাতকা যমলোকগাঃ ।
সুকৃতং তস্মতাং যাতং মতাদ্গঙ্গোদকং যথা ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু কমলাহৃদ জমঃ ।
সুপ্ত আক্রন্দমকরোচ্ছোণিতৌষপরিপ্লুতঃ ॥ ১০
লক্ষ্মীদৃষ্টাধ তদ্রূপং বিহ্বলং ভয়বহ্বলং ।
প্রাপ্তাশ্চর্যাং মহাঘোরং কুরোদ ভৃশহুংখিতা ॥

লক্ষ্মীকবাচ ।

বেদান্তবেদ্য পুরুষেশ্বর দেবদেব
ত্রৈলোক্যনাথ কিমিদং ত্বয়ি দৃশ্যতেহত্ ॥
আকারমাত্ররহিতঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্বযোব বিশ্বমিহ রজ্জুভুজঙ্গমাত্রম ॥ ১২

লোকে মিছামিছি আমাকে ব্রহ্মঘাতী বলিবে ।
১—৬। সূত বলিলেন,—সেইসময়ে সেই সমস্ত
(নাস্তিকভাবাপন্ন) লোকের পূর্বপুরুষগণ
স্বর্গদ্রষ্ট হইয়া নানাবিধ নরকে গমন করিলেন ।
যাহাদিগের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি সন্ততি,
মাতামহাদিপক্ষ, সখা, সম্বন্ধী অথবা বান্ধব,
শিব-অবজ্ঞা-জনিত মহাপাপে দূষিত, তাহারা
যমলোকে স্থিত হইলেও তাহাদিগের পুণ্য,
মতসংস্পর্শে গঙ্গাজলের স্নায়, একেবারে
বিনষ্ট হইয়া গেল । এই সময়ে কমলাপতি
সুপ্ত ছিলেন । তিনি রজ্জুধারায় আপ্লুত
হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন । লক্ষ্মী তাঁহার
সেই বিহ্বলরূপ দর্শনে ভীতি-বিহ্বলতা এবং
অশ্চর্য্যাবিতা হইয়া অতি হুঃখে রোদন
করিতে লাগিলেন, আর তিনি বলিলেন,—
হে বেদান্ত বেদ্য ! হে পুরুষেশ্বর ! হে দেব-
দেব ! হে ত্রৈলোক্যনাথ ! আপনাতে আজ
একি (বৈপরীত্য) দেখা যাইতেছে ! আপনি
আকার-সম্বন্ধহীন, পুরাণ পুরুষ, রজ্জুতে
যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ আপনাতেই এই

শৈলাঃ পতন্তি জলধির্মকৃতামুপৈতি
সূর্য্যাদয়ো হতরুচঃ পৃথিবী পরাণুঃ ।
ভূতানি চাচ্যুত বিভো বিলয়ং প্রয়াস্তি
ত্বদ্রোমমাত্রমপি নৈব চলেৎ কণার্কম্ ॥ ১৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

উক্তং ত্বয়া তদপি লক্ষ্মি তথৈব কিন্তু
মৎস্বামিনোহবগণনা ন হি শক্যতে মে ।
কুতাপি পূজ্যতমমূর্ত্তিমিমাং গিরীশং
নো মন্ততে তদিহ বজ্রসমং মমৈব ॥ ১৪

লক্ষ্মীকবাচ ।

সর্বাঙ্গা সর্ববিৎ কর্তা বক্তা ধর্তাব্যয়ঃ প্রভুঃ ।
ত্বং সাক্ষী সর্বলোকানাং তুস্তঃ পরতরোহস্তি
কঃ ॥ ১৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

অস্তি সর্বং বরারোহে ময়ি তৎ তথ্যমেব হি ।
শ্রীমহেশবরান্নকং মদীয়ং নহি কিঞ্চন ॥ ১৬
একঃ সৃজতি ভূতানি মৎসমানি কিমস্ত্যপি ।
তত্ত্বং বেদ্যাং দেবি মদীয়াঃ কেচনাপরে ॥ ১৭
বেদবেদান্তবেদ্যে গাং সহস্রাণ্যগ্রজন্মানাম্ ।

জগৎ-ভ্রম হয় । শৈল সকল নিপতিত, জলধি
বিস্তৃত, সূর্য্যাদি নিস্প্রভ, পৃথিবী পরমাণুরূপে
পরিণত এবং ভূতগণ বিলয়প্রাপ্ত হয়, তবু
অর্দ্ধক্ষণের জন্যও আপনার রোমমাত্র বিচ-
লিত হয় না । শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে
লক্ষ্মী ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে,
কিন্তু আমার স্বামীর প্রতি অবহেলা আমার
অসহ্য । আমার এই পূজ্যতম মূর্ত্তি স্থাপন
করিয়াও শিবকে যে না মানা, তাহাই আমার
পক্ষে বজ্রতুল্য । লক্ষ্মী বলিলেন,—আপনি
সর্বাঙ্গা, সর্বজ্ঞ, কর্তা, বক্তা, পালয়িতা, অব্যয়,
প্রভু । আপনি সর্বলোকের সাক্ষী, আপনা
হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে ? শ্রীনারায়ণ
বলিলেন,—হে বরারোহে ! আমাতে এসমস্ত
গুণই আছে সত্য কিন্তু এ সবই শ্রীমহেশ্বরের
বরে লাভ করিয়াছি, আমার নিজের
বিছুই নহে । একমাত্র শিব, মাদৃশ কত জীব
সৃষ্টি করেন ; তাঁহার তত্ত্ব আমি এবং মদীয়

হননামুচ্যতে জীবো ন তু শ্রীশিবহেলনাৎ ॥১৮
শুক্রজনাগমনকৃৎ সদা মদ্যানিষেবকঃ ।

ব্রাহ্মণশ্রবণহারী চ কদাচিন্মুচ্যতে জনঃ ॥ ১৯
দ্রৌণো গোম্রো নৃপশ্রুত তথা বিশ্বাসস্বাতকঃ ।
কৃতম্রো নাস্তিকো লুকঃ কদাচিন্মুচ্যতে জনঃ ।
ন তু শ্রীকৃষ্ণসামান্তদর্শী মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥২১
বিরিক্ষিবিশ্বশক্রেভ্যঃ সর্বোৎকৃষ্টং ন জায়তে
বিশ্বনা যদি বা তুল্যং মুচ্যন্তে নৈব জন্তবঃ ॥২২
স্বামী মদীয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত দাসোহীন্সি সর্বদা ॥২৩
লক্ষ্মীকবাচ ।

গচ্ছামস্তত্র বৈকুণ্ঠ যত্র স্বাম্যস্তি তে বিভো ।
কৈলাসপর্বতে রম্যে প্রণয়ামঃ সদাশিবম্ ॥২৪
শ্রুত উবাচ ।

ততস্তৌ গুরুভারুটৌ গতা কৈলাসপর্বতম্ ।
নানাবিধৈঃ স্তোত্রপদৈঃ সন্তুষ্টং চক্রেতুঃ কণাৎ

কতিপয় ভক্ত অবগত আছে । বেদবেদাঙ্গ-
বেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণ বধের পাপ হইতে জীব
মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু শ্রীশিবের অব-
হেলন-পাপ হইতে মুক্তি হয় না ৷১৭—১৮৷ যে
ব্যক্তি গুরুদারগামী, সতত মদ্যপানরত এবং
ব্রাহ্মণ-সুবর্ণ-চোর, তাহারও কখন পাপমুক্তি
ঘটিতে পারে ; যে ব্যক্তি দ্রৌহিত্যা, গোহত্যা
এবং রাজহত্যা করে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসস্বাতী,
কৃতম্র, নাস্তিক এবং লুক, তাহারও কখনও
পাপমুক্তি ঘটিতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যে
অস্ত্রের সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহার
বন্ধনমুক্তি কদাচ হয় না । শিব—ব্রহ্মা,
বিষ্ণু এবং ইন্দ্রাদি সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট,
এ জ্ঞান যদি না হয়, তাঁহাকে বিষ্ণুর তুল্য
বলিয়া যদি জ্ঞান থাকে, তবে সে জীবের
মুক্তি হয় না । শ্রীকৃষ্ণই আমার স্বামী, আমি
তাঁহার সতত দাস্তো নিযুক্ত । লক্ষ্মী বলি-
লেন,—হে প্রভো ! বৈকুণ্ঠ ! যথায় আপ-
নার প্রভু অবস্থিত, সেই রমণীয় কৈলাস-
পর্বতে গমন করিয়া সেই সদাশিবকে প্রণাম
করি । শ্রুত বলিলেন,—অনন্তর লক্ষ্মী-
নারায়ণ গুরুভারুটোহণে কৈলাসপর্বতে গমন

ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সিদ্ধান্তাগতা গিরৌ
রুদ্রঃ কৌতূহলপ্রাপ্তঃ সর্বৈশ্চৈভ্যঃ পরিবারিতঃ
ভবানীসহিতস্তত্র গতো যত্র প্রতর্দনঃ ।
সর্বদেববিমানানাং মধ্যে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ২৭
শ্রীমহেশ উবাচ ।

কথয়ন্ত কথং হেতে মিলিতাঃ সর্বনির্জরাঃ ।
কিং কার্যং কিমপূর্বং বা রাজা চিন্তাতুরঃ কথম্
দেবা উচুঃ ।
স্বামিন্ প্রতর্দনো রাজা বিধিলকবরোহন্তবৎ ।
বেদমার্গপ্রবক্তা চ স্বয়ং তস্ত প্রবর্তকঃ ॥ ২৯
সৃষ্টিরক্ষার্থমস্মাভিঃ কপটং কৃতমৌষর ।
সর্বধাতুশ্চ ভবতো হেলনং কারিতং সুরৈঃ ॥
তৎ ক্রমশ্চ মহাদেব কিমরোহয়ং প্রবর্তিতঃ ।
কল্লিতো বৈকবোহস্মাতিস্তব নিন্দাপরায়ণঃ ॥
শ্রুত উবাচ ।

এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৃত্তান্তমীষিবান্ ।

করিয়া নানাবিধ স্তোত্রে মহেশ্বরকে কণমধ্যে
সন্তুষ্ট করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ
ও সিদ্ধগণ সেই পর্বতে উপস্থিত হইলেন ।
অনন্তর রুদ্র কুতূহলী হইয়া সেই সমস্ত
দেবতাদিগণে পরিবৃত্ত হইয়া উমাসমভি-
ব্যাহারে প্রতর্দনরাজসমীপে গমন করি-
লেন । শঙ্কর সর্ব দেব-বিমানের মধ্যস্থলে
থাকিলেন । অনন্তর শ্রীমহেশ্বর বলি-
লেন,—এই সকল দেবতা মিলিত হইয়াছেন
কেন ? বলুন, কি কার্য অথবা কি অপূর্ব
ব্যাপার উপস্থিত এবং রাজাই বা চিন্তাতুর
কেন ? দেবগণ বলিলেন,—স্বামিন্ ! রাজা
ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া বেদমার্গবক্তা
এবং বেদমার্গ-প্রবর্তক হইয়াছিলেন ; হে
ঈশ্বর ! সৃষ্টিরক্ষার জন্ত আমরা কপটতা
করিয়াছি । আপনি সর্বশ্রুতা ; দেবগণ
আপনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা
করিয়াছেন, এই কিম্বদন্তি আমাদের প্রবর্তিত
আপনার নিন্দাপরায়ণ কল্লিত-বৈকব ; হে
মহাদেব ! আমাদের এই অপরাধ কমা
করুন । শ্রুত বলিলেন,—তখন রাজা সকল

তীক্ষ্ণং খড়্গং সমাদার হতবান্ কিররং ক্রুধা ॥
 তৎপক্ষপাতিনো যে চ তেষাং শীর্ষাণি কঙ্করাৎ
 পৃথক্ কৃতানি পশাদ্যা হতা অশ্বা অনেকশঃ ॥
 ন তং বারয়তে কশ্চিদ্ভ্রাজানং পুণ্যচেতসম্ ।
 মহাদেবেন শমিতঃ ক্রোধস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
 ততঃ কোলাহলে শাস্ত্রে নন্দী কোতুকপূর্বকম্
 বুযোজ হযশীর্ষে তক্ষুরীরাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৫
 শীর্ষাণি হযগাত্রৈশ্চ সম্যক্ সংযোজ্য বুদ্ধিমান্ ।
 উবাচ বচনং তথ্যং দেবসংসদি শুদ্ধগীঃ ॥ ৩৬
 যেন বক্ত্রেণ গিরিশো হেলিতস্তনুখং হযঃ ।
 মুদ্রাধারণগর্বেণ হেলিতস্তনুর্হযঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ ।

জাতং তদধুনা তথ্যং রাজর্ষৌ রাজ্যকর্ত্তরি ।
 ভবিষ্যৎ কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ৩৮
 ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে শ্লেচ্ছব্যাপ্তে ভুবন্তলে

বৃদ্ধান্ত অবগত হইয়া, ক্রোধে তীক্ষ্ণ খড়্গ
 গ্রহণপূর্বক সেই কিররকে নিহত করিলেন ।
 তাহার পক্ষপাতী অনেক ব্যক্তির মস্তকও
 কঙ্কর হইতে বিখণ্ডিত হইল, (তাহাদিগের)
 অশ্ব পশু প্রভৃতি অনেক প্রাণীও নিহত
 হইল ; সেই পুণ্যচেতা রাজাকে নিবারণ
 করিতে কেহ সমর্থ হইল না ; তখন মহাদেবই
 সেই মহাত্মা রাজার ক্রোধ প্রশমন করি-
 লেন । অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে,
 নন্দী কুতূহলক্রমে অশ্বমস্তকের সহিত তাহা-
 দেব শরীর এবং তাহাদের মস্তকের সহিত
 অশ্বদিগের শরীর যোজনা করিলেন ।
 অনন্তর সেই জানী ও সিদ্ধবাক্ নন্দী দেব-
 সত্তা মধ্যে এই সত্যবাক্য বলিতে লাগি-
 লেন,—যাহারা মুখে শিবনিন্দা করিয়াছে,
 তাহাদের অশ্বমুখ হইল এবং মুদ্রাধারণ-গর্বে
 যাহারা শিবের প্রতি অবহেলা করিয়াছে,
 তাহাদের দেহ অশ্বাকার হইল । ব্রহ্মা
 বলিলেন,—রাজর্ষি প্রতর্দনের রাজ্যপালন
 সময়ে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইল ;
 এক্ষণে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিব, তাহা
 এক মনে শ্রবণ কর । ঘোর কলিযুগ ! উপ-

সর্বাচারপরিভ্রষ্টা ভবিষ্যন্তি নম্রাধমাঃ ॥ ৩৯
 তদাজ্ঞৌদেশমধ্যে তু দাক্ষিণাত্যো ভবিষ্যতি
 ব্রাহ্মণো দূর্ভগঃ কশ্চিদ্বিধবাত্মকগীরতঃ ॥ ৪০
 তস্ত পাপিষ্ঠবিপ্রস্ত ব্যভিচারাত্মা স্ততোহনঘঃ ।
 ভবিষ্যতি গুণাশ্বেষৌ দৈবাদধ্যয়নোৎসুকঃ ॥ ৪১
 পদ্মপাত্ৰকমাচার্য্যঃ বরং বেদান্তবাদিনম্ ।
 অষ্টৈতাগমবোদ্ধারং প্রণম্য প্রার্থয়িষ্যতি ॥ ৪২
 বিপ্রোহহং মধুশর্ম্মাশ্চি স্বামিন্ মাং পাঠয় প্রভো ।
 বেদান্তশাস্ত্রসংক্খ্যং মহং পাঠয় তো গুরো ॥ ৪৩
 আচার্য্যঃ কল্পণামূর্ত্তির্বিনয়েন পরিপ্লুতম্ ।
 করিষ্যতি চ শিষ্যাণামগ্রণ্যং প্রেমবৎসলঃ ॥ ৪৪
 ততো দিনে দিনে ভক্তিং করিষ্যতি যথা যথা
 গুরুভবতি সন্তুষ্টঃ সর্বাং বিজ্ঞাং প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫
 একদা গুরুণা দৃষ্টঃ নানসঙ্ক্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
 অকৃত্বা ভোজনশ্রেণ্পূর্ভবিষ্যতি নিরাহ্নিকঃ ॥

স্থিত হইলে, ভূমণ্ডল শ্লেচ্ছব্যাপ্ত হইলে,
 মানবেরা সর্ব আচার-পরিভ্রষ্ট অধম হইবে ।
 সেই সময়ে আজ্ঞৌদেশে দূর্ভাগ্যসম্পন্ন,
 বিধবা-ব্রাহ্মণীরত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ
 হইবে । সেই পাপী ব্রাহ্মণের ব্যভিচার-
 ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, পূর্বাদৃষ্টবশে সে
 ব্যক্তি সূখী, গুণাশ্বেষী এবং অধ্যয়নে
 উৎসুক হইবে । সেই বিধবাপুত্র, অষ্টৈত-
 শাস্ত্রবেত্তা শ্রেষ্ঠ বেদান্তবাদী পদ্মপাত্ৰক
 আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট
 প্রার্থনা করিবে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম
 মধু শর্ম্মা ; হে প্রভো ! আমাকে অধ্যাপনা
 করুন ; হে গুরো ! সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র
 আমাকে পাঠ দিন । দয়ালু আচার্য্য পদ্ম-
 পাত্ৰক, বাৎসল্যবশতঃ সেই বিনয়পূর্ণ মধু-
 শর্ম্মাকে শিষ্যগণের অগ্রগণ্য করিবেন ।
 তৎপরে মধুশর্ম্মা দিন দিন যেরূপ ভক্তি
 করিবে, তাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া, সেই মধু-
 শর্ম্মাকে সমগ্র বিজ্ঞা প্রদান করিবেন । ১৯—
 ৪৫ । মধুশর্ম্মা নান-সঙ্ক্যাদি আহ্নিক-কার্য্য
 না করিয়া ভোজনার্থী হইয়াছে—গুরু একদা
 ইহা দেখিতে পাইলেন । গুরু তাহাকে তখন

পৃষ্ঠোহসৌ গুরুণ তথ্যং গোলকো হি বদিষ্যতি
ধর্ম্যঃ সাধারণো নাথ কৃতোহয়ং কেন কুপ্যসি ॥
ততো বক্ষ্যত্যাচার্য্যঃ কস্তে তাতঃ প্রসূচ কা
ততো মে ব্রাহ্মণঃ স্বামিন্ ব্রাহ্মণী চ প্রসূর্মম ॥
বদ মাতামহঃ কস্তে যেন প্রাপ্তা প্রসূস্তব ।
কো বিধিঃ কুত্র বা দস্তা তথ্যং শীঘ্রং বদান্তথা
ভস্মসাৎ স্বাঃ করিষ্যামি হীনং ব্রাহ্মণবর্চসা ॥
ইত্যেবং কথিতে সর্বং কথয়িষ্যতি তদ্বতঃ ॥৫১
শাপং দাস্তত্যাচার্য্যঃ সিদ্ধান্তো মা ক্ষুরং যম
সিদ্ধান্তে জড়তা তেহন্ত পরমর্ষেতদর্শনে ॥৫২
কথং তদীয়া সেবা যে নিষ্ফলা স্তাষদ প্রভো ।
ইত্যাদিবহ্নির্কোদং যদা তেষ করিষ্যতি ॥ ৫৩
পশ্চাদ্ গদিষ্যতি স্বামী পূর্বপক্ষোহন্ত তে দৃঢ়ঃ
সিদ্ধান্তে সর্বধৈবাক্য্যঃ মম বাক্যং ন চান্তথা ।
মধুনা তেন শাস্ত্রাণাং পূর্বপক্ষো বিলোকিতঃ ।

(সক্যাদি করিয়াছ কি না) জিজ্ঞাসা করিলে,
সেই বিধবাপুত্র সত্য কথা বলিবে; পরে
বলিবে,—হে নাথ! সাধারণ ধর্ম্য অনুষ্ঠান
করিয়াছি,—ইহার জন্ত ক্রোধ করিতেছেন
কেন? তখন আচার্য্য বলিবেন,—তোমার
মাতাপিতার কোন্ জাতি? অনন্তর মধুশর্মা
বলিবে,—স্বামিন্! আমার পিতা ব্রাহ্মণ এবং
মাতা ব্রাহ্মণী। (গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন)
বল—তোমার মাতামহ কে? কোন্ বিধি
অনুসারে কোথায় তাহার সম্প্রদান-কার্য্য
হয়? শীঘ্র সত্য কথা বল, নতুবা ব্রহ্মতেজো-
বিহীন তোমাকে ভস্মসাৎ করিব। গুরু এই
কথা বলিলে, বিধবাপুত্র সকল কথাই স্বার্থ-
রূপে কৌতূহল করিবে। তখন আচার্য্য শাপ
দিবেন—“তোমার এই বেদান্তসিদ্ধান্ত স্মৃতি
হইবে না, বেদান্তসিদ্ধান্ত-অর্ষেতদর্শনে তোমার
জড়তা হইবে।” “হে প্রভো! বলুন, আমি
আপনার সেবা যে করিয়াছি, তাহা কি নিষ্ফল
হইবে?”—বিধবাপুত্র ইত্যাদি বহু বিলাপ
করিলে, আচার্য্য বলিবেন,—তোমার পূর্ব-
পক্ষ দৃঢ় হইবে; সিদ্ধান্তে সর্বথাই স্মৃতি-
বিহীনতা হইবে। আমার বাক্য অন্তথা

ভবিষ্যতি চ বেদান্তমন্তথা কর্তুমদ্যতঃ ॥ ৫৫
যথা যথা কলেদেবাঃ প্রচয়ঃ সন্তবিষ্যতি ।
তথা তথায়মুদ্যগঃ শিবদেহৈর্ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
পূর্বস্ত জাবিড়াদেশাৎ কণাটকতিলজয়োঃ ।
শনৈর্গোদাবরীতীরে প্রমতোহয়ং ভবিষ্যতি ॥
পূর্ণে কলিযুগে প্রাপ্ত আর্য্যাবর্তে চলিষ্যতি ।
মায়াবাদমসচ্ছান্তং বদিষ্যন্তি নরাধমাঃ ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ সচৈলং জ্ঞানমাচরেন ॥৫৮
ভদ্রাত্ত্বক যথা বিষ্টে রাহোঃ স্বর্ভানুতা যথা ।
হরিত্বক যথানেকে তথৈতে তদ্বাদিনঃ ॥ ৫৮
যোগনিন্দাপরা নিত্যমগ্নিহোত্রস্ত নিন্দকাঃ ।
বেদান্তসমমিত্যাহঃ পুরাণানি চ যে নরাঃ ॥ ৬০
কেবলং বেদমাত্রেণ নরা নরকগামিনঃ ।
সম্ভাষণে কৃতে যেষাং পতেচ্চ ব্রহ্মবর্চসঃ ॥৬১

হইবে না। মধু—তাহাতে করিয়া শাস্ত্র
সকলের পূর্বপক্ষ অবলোকন করিবে এবং
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অন্তথা করিতে উদ্যত
হইবে। হে দেবগণ! কলিপ্রচার যেমন
যেমন হইতে থাকিবে, শিবদেহটা মধুর
অসংমার্গ তদনুসারে বিস্তৃতিলাভ করিবে।
জাবিড়ের পূর্বে ও কণাট-তৈলজের মধ্যে
গোদাবরীতীরে মধুর মৃত্যু হইবে। কলি-
যুগের সম্পূর্ণ অধিকার হইলে আর্য্যাবর্তে
এই অসংপথ চলিতে থাকিবে। নরাধমের
অসচ্ছান্ত মায়াবাদ কৌতূহল করিবে। তাহা-
দিগের দর্শনমাত্রে সবস্ত্র-জ্ঞান করিবে।
(সর্বকার্য্য-গর্হিত) বিষ্টি যেমন ভদ্রা, (ভানু-
দেবী) রাহু যেমন স্বর্ভানু, তেজ যেমন হরি,
মায়াবাদদৌরাও সেইরূপ তদ্বদর্শী। (অর্থাৎ
ভদ্রা, স্বর্ভানু এবং হরি যেমন বৃষ্টি প্রভৃতির
নামমাত্র, সেইরূপ “তদ্বদর্শী” মায়াবাদদৌদিগের
নামমাত্র, উহার কোন অর্থ নাই)। তাহার
যোগনিন্দাপরায়ণ, নিত্যঅগ্নিহোত্র নিন্দারত।
তাহারা পুরাণকে বেদান্তসদৃশ বলিবে, তাহার
বেদমাত্রধারী; তাহার সকলেই নরকগামী।
তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলেও ব্রহ্ম-
তেজ হইতে হীন হইতে হয়। ৪৬—৬১।

বরং বৌদ্ধস্তথা জৈনঃ কাপালিকমতোহপি ব
ব্যক্তং বদন্তি বেদানামপ্রামাণ্যন্ত তৈঃ কিম্ ॥৬॥
বেদপ্রামাণ্যবৎ কৃষ্ণাভিমানী ন চ বৈদিকঃ ।
ঈশ্বরঃ বচনাদ্বক্তি পরঞ্চানীশ্বরঃ খলঃ ৬৩

শ্রুত উবাচ ।

এবং জাতে ততঃ সর্বে যথাগতমিতো গতাঃ ।
প্রতর্দনোহপি রাজর্ষিঃ কৃত্বা রাজ্যমকণ্টকম্ ।
দেহান্তে মুক্তিমাশ্রয়ঃ পরামর্শে তলক্ষণাম্ ॥ ৬৪ ॥
ততঃ পরং ভবিষ্যন্তি তস্য শিষ্যা অনেকশঃ ।
সন্ন্যাসিবেশমাত্রেণ কুর্বাণা জীবিকাং নিজাম্
রাজসেবাং প্রকুর্বাণাঃ প্রচ্ছরাঃ কোলিকা অপি
অগম্যাগমনে সক্ষা অভক্ষ্যন্ত চ ভক্ষণে ॥ ৬৫ ॥
অপেয়নিরতাঃ কেচিন্নানাভোগসমাকুলাঃ ।
যানাকুটাঃ সদা রাজসেবায়াং তৎপরো অপি ।
অষ্টৈতনিন্দানিরতাঃ প্রচ্ছরগ্রহগৌরবাঃ ।
অন্তদর্শনসিদ্ধান্তং নৈব জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৬ ॥
তত্র দোষস্ত বুধ্যা বৈ পঠিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥

জৈন, বৌদ্ধ এবং কাপালিক বরং ভাল, কেননা তাহারা স্পষ্টতঃ বেদের অপ্রমাণ্য ঘোষণা করে, তাহাদের দ্বারা কি হয়? কিন্তু ইহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকারের অভিমান রাখে, অথচ প্রকৃত বেদার্থ-বিরুদ্ধবাদী; কথায় ঈশ্বর মানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বর। শ্রুত বলিলেন,—এইরূপ ব্যাপার হইলে, দেবতারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি প্রতর্দনও নিকটকে রাজ্যভোগ করিয়া, দেহান্তে পরমর্শে তরুণ মোক্ষ লাভ করিলেন। কালক্রমে মধুর অনেক শিষ্য হইবে। তাহারা সন্ন্যাসিবেশমাত্র ধারণ করিয়া, নিজ নিজ জীবিকা-নির্বাহ করিবে। রাজসেবা করিবে; প্রচ্ছর-কোলিক হইবে; অগম্যাগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও অপেয় পান করিবে; বিবিধ ভোগের জন্ত আকুল হইবে। যানাকুট, সর্বদা রাজ-সেবা-তৎপর, অষ্টৈতনিন্দাপর-রূপ এবং আপনাদিগের গুণ গ্রহের গৌরবে গৌরবাবিত থাকিবে। অন্ত দর্শনের

অন্তদৈবতনামানি যদি হেয়ানি তৎ কথম্ ।
বেদং পঠন্তি পাণিষ্ঠাঃ কথং তর্কং বদন্তি হি ॥৭॥
মীমাংসাশাস্ত্রসদৃশানাংলোক্য চ পুনঃপুনঃ ।
পূর্বপক্ষঞ্চ সর্বেষাং গ্রহীষ্যন্তি সমৎসরাঃ ॥ ৭১ ॥
স্বকীয়ং ন বদিষ্যন্তি যতো নাস্তি প্রমাকরম্ ।
হংসান্ পরমহংসাংশ্চ নিন্দিষ্যন্তি চ জারজাঃ ॥
জাতমাত্রং নরং ককিমুগুয়িত্বা মঠাধিপম্ ।
কাষায়বস্ত্রমাত্রেণ করিষ্যন্তি নরাধমাঃ ॥ ৭৩ ॥
মঠাপত্যঞ্চ সেবা চ ধনসংগ্রহ এব চ ।
দাসীগমনবৌধ্যা চ পঞ্চধা তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৭৪ ॥
সংসারস্তত্ত্বমিত্যেব পরং তে তত্ত্ববাদিনঃ ।
মায়াবিলসিতং বিশ্বমিতি মায়ৈকবাদিনঃ ॥ ৭৫ ॥
তদ্বৎ তত্ত্বং ন জানন্তি বিশ্বং তত্ত্বং বদন্তি চ ।
শব্দমাত্রেণ তে জাতাঃ কলৌ হা তত্ত্ববাদিনঃ ॥
ভবিষ্যতি যদা বিপ্রাঃ পাপানাং প্রভবঃ কলৌ

সিদ্ধান্ত যথার্থরূপে জানিবে না। কেবল দোষ দিবার নিমিত্ত সেই সব দর্শন পাঠ করিবে। হায়! অন্ত দেবতার নাম যদি হেয়ই হয় ত কেন সেই পাণিষ্ঠেরা বেদপাঠ বা তর্ক অধ্যয়ন করে? তাহারা পুনঃপুনঃ মীমাংসাদি সদৃশ আলোচনা করিয়া, বিবেচনাবুদ্ধিতে সেই সব শাস্ত্রের উপরে যে পূর্বপক্ষ আছে, তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহারা নিজ সিদ্ধান্ত বলিবে না, কেননা, অত্রান্ত সিদ্ধান্ত তাহাদের থাকিবে না। সেই জারজ সন্তদায় হংস ও পরমহংসদিগকে নিন্দা করিবে। সেই নরাধমেরা কোন এক মনুষ্যকে জন্মিবামাত্র মুণ্ডিত করিয়া (তাহাকেই কালক্রমে) কাষায়-বস্ত্র পরিহিত করাইয়া মঠাধিপতি করিবে। মঠাধিপত্য, সেবা, ধনসংগ্রহ, দাসীগমন এবং ঈর্ষা এই পাঁচপ্রকার ধর্ম বাহাদের, তাহারাই তত্ত্ববাদী হইবে। সংসারই তত্ত্ব—এই মত তাহাদের হওয়াতে তাহারা তত্ত্ববাদী হইবে। বিশ্ব মায়াবিলাসমাত্র—এই কথা বলাতে তাহারা ‘মায়ৈকবাদী’ বলিয়া অভিহিত হইবে। বিভূত-তত্ত্বজ্ঞান থাকিবে না, কিন্তু বিশ্বকেই ‘তত্ত্ব’ বলিবে। হায়! কলিযুগে

তথা তথা ভবিষ্যন্তি হ্যদৌচ্যঃ দন্তবৈষ্ণবাঃ ॥৭৭
শিবসামান্তবক্তারঃ শিবসামান্তদর্শিনম্ ।
দৃষ্ট্বা স্মারাং সটেলঃ সন্ শিবসামান্তসংগমম্ ॥
মধুদর্শিতমার্গেণ পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবাঃ কলৌ ।
ভবিষ্যন্তি ততো ম্লেচ্ছাঃ শূদ্রা যুধবহিষ্কৃতাঃ ॥৭৯
তস্মাক্ষুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা মহাত্মাঃ পার্শ্বতীপতেঃ
ভক্তিঃ তস্মৈ সদা মর্তুমুদ্যতা ভবত ক্রবম্ ॥৮০
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে কলিপ্রবেশাদিকথনং নামৈ-
কোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

স্মৃত ভদ্রঃ সমাচক্ষুঃ সেবকো যস্মৈ মাধবঃ ।
শ্রীমহেশস্মৃতিবিশেষে তুল্যত্বং ক্রবতে কথম্ ১

শক্যমাত্রেই তত্ত্ববাদী হইবে । হে বিপ্রগণ !
কলিযুগে যেমন যেমন পাপবৃদ্ধি হইতে
ধাকিবে, তদনুসারে উত্তরদেশে দাস্তিক
বৈষ্ণবের প্রাক্তর্ভাব হইবে । শিবকে যে
ব্যক্তি অপরের সমান বলে, অপরের সমান
মনে করে বা তাহাদিগের সঙ্গ করে, তাহা-
দিগকে দর্শন করিলেও সবস্ব অবগাহন
করিতে হয় । কলিকালে মধু-দর্শিত-পথানু-
সারী পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব অনেক হইবে, অনন্তর
জাতিভ্রষ্ট শূদ্র এবং ম্লেচ্ছগণ—এই বৈষ্ণব-
পথাবলম্বী হইবে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! অত-
এব পার্শ্বতীকান্তের মহাত্ম্য অবগণ করুন ।
সর্বদা তাহার প্রতি ভক্তি করিতে উত্তম
হউন । ৬২—৮০ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—স্মৃত ! মাধব ঋষির
সেবক—সেই শ্রীমহেশ্বরের এবং বিষ্ণুর

ক্রবন্তি তুল্যতাং কেচিৎপরীত্যেন কেচন ।
একত্বং কেচিদীশেন কেশবস্ত বদন্তি হি ॥ ২
অত্র সিদ্ধান্তমর্থাদাং ত্রাহি তন্মেন স্মৃতজ ।
অবাধা যেন চাস্মাকং সংশয়ো বিনিবর্ততে ॥ ৩
স্মৃত উবাচ ।

শৃণু ঋষয়ঃ সর্বৈঃ ক্রতিসিদ্ধান্তমুত্তমম্ ।
মহেশ্বর পরং তত্ত্বং সর্বদেবেষু গীয়তে ॥ ৪
বৈকুণ্ঠপ্রভৃতীনাঙ্ক মহেশকৃপয়া পুনঃ ।
মহেশস্মৃতিচ দাসোহয়ং বিষ্ণুস্তেনান্নকম্পিতঃ ॥৫
ক্রতিস্মৃতিপুরাণানাং সিদ্ধান্তোহয়ং যথার্থতঃ ।
ইন্দ্রোপেন্দ্রাদয়ঃ সর্বৈঃ মহেশস্মৃতিব কিত্তরাঃ ॥৬
দেদাস্তবেদ্যমীশানং পার্শ্বতীরমণং প্রভুম্ ।
যো জানাতি স বৈকুণ্ঠো দ্বঃখহা সর্বদেহিনাম্ ॥
বৈকুণ্ঠঃ মন্ততে সমাগীশানং স পুরন্দরঃ ।
য ইন্দ্রঃ মন্ততে সর্বস্বামিনং স ঋষির্ভূতঃ ॥৮
স্বর্গলোকং সমাপ্নোতি মুক্তাজ্ঞাপ্রতিপালকঃ ।

তুল্যত্ব কেমন করিয়া কীর্তিত হয়, ইহা
উত্তমরূপে বলুন । কেহ কেহ ইহাদের
তুল্যতা কীর্তন করেন, কেহ কেহ বিষ্ণুকে
শিবসেব্য বলেন, কেহ কেহ বা উভয়ের
একত্ব নির্দেশ করেন,—হে স্মৃতনন্দন !
এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমর্থাদা যথার্থরূপে
কীর্তন করুন, যেন তাহাতে অবাধে
আমাদের সন্দেহনিবৃত্তি হয় । স্মৃত বলি-
লেন,—ঋষিগণ ! সকলে উত্তম ক্রতি-
সিদ্ধান্ত অবগণ করুন ; মহেশ অপেক্ষা পরম-
বস্ত আর কিছু নাই, ইহা সর্ববেদ সম্মত ।
বিষ্ণু প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা শিবকৃপায় হইয়াছে !
দাস বলিয়া বিষ্ণুকে মহেশ্বর অহুগ্রহ করিয়া-
ছেন । ইহা ক্রতি-স্মৃতি-পুরাণের যথার্থ
সিদ্ধান্ত । ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই
মহেশ্বরেরই কিত্তর । বেদান্তবেত্ত প্রভু
পার্শ্বতীপাতকে ঈশ্বর বলিয়া যিনি অবগত
হন, তিনি সর্বপ্রাণিগণের দ্বঃখহারী সাক্ষাৎ
বিষ্ণু । যিনি বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন,
তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্র । যিনি ইন্দ্রকে সর্বস্বামী
বলিয়া জানেন, তিনি ঋষি । ১—৮। ঋষিগণকে

অষ্টৈতঃ শিবমীশামমজ্ঞাত্বা নৈব মুচ্যতে ॥২
 ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে শ্রীশঙ্করপরানুখাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি নরাস্তখ্যমিতি বৈপায়নোহব্রবীৎ ॥
 ক্রুদ্ধক্ৰোধাগ্নিনির্দগ্ধে মন্থধে তস্ম ভাষ্যমা ।
 রত্যা বলিগিতে তস্ম সখায়োহপ্যতিদুঃখিতাঃ
 বসস্তাদয় আগত্য তামুচুঃ কিং বিধীয়তে ।
 সৰ্বলোকেশিতুঃ শস্তোর্বেরাকা বৈরবারণে ॥
 রতিকুবাচ ।

মস্ততে ঘাতকঃ সৰ্বৈলোকৈহপুজ্যো ভবেদয়ম্
 তত্র বিদ্বঃ প্রকর্ষব্যো যেন কেনাপি হেতুনা ॥
 অস্তাপকৌর্তিবক্তব্য্য ন চলেদ্যদি কিঞ্চন ।
 তেন মে হুঃখশাস্তিঃ স্তাৎ কিঞ্চিন্মাত্রং ন
 চান্তথা ॥ ১৪

বসস্তাদয় উচুঃ

চতুর্দশশু বিদ্যাশু গীয়তে চন্দ্রশেখরঃ ।
 বেদান্তা যঞ্চ গায়ন্তি মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ১০
 ব্রহ্মাজ্ঞা দেবতাঃ সৰ্বা ইন্দ্রোপেন্দ্রাদয়স্তথা ।

যিনি ঈশ্বর মনে করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয় ।
 কিন্তু অষ্টৈত শিবরূপী ঈশ্বরকে না জানিলে
 মুক্তি হয় না । ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে
 মানব শিবপরানুখ হইবে, এই সত্যকথা
 বৈপায়ন বলিয়াছেন । কামদেব শিবকোপা-
 নলে দগ্ধ হইলে, তাঁহার ভাষ্যরতির বিলাপে
 কামদেবের বন্ধু বসন্ত প্রভৃতি অধিকতর
 দুঃখিতভাবে আসিয়া রতিকে বলিলেন,—
 এক্ষণে করা যায় কি ? শিব সৰ্বলোকেশ্বর,
 তাঁহার বৈরনিধাতনে আমরা ত অসমর্থ ।
 রতি বলিলেন,—যাহাতে লোকে ইহাঁকে
 ঘাতক বোধ করে, জগতে যাহাতে ইহাঁর
 পূজা না হয়,—সেইরূপ বিদ্ব যেক্রমে হউক,
 করিতে হইবে । ইহাঁর অপকৌর্তি ঘোষণা
 করিবে, তাহাতে যদি কিছু-কলও না হয়,
 তথাপি তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র হুঃখেরও
 শাস্তি হইবে । বসন্ত প্রভৃতি বলিলেন,—
 যে চন্দ্রশেখর চতুর্দশ বিজ্ঞায় অভিহিত,
 বেদান্ত, সংশিতব্রত মুনিগণ এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-
 ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল যাহার মাধব্য-

ন্যনতাং তস্ম যো ক্রতে কৰ্ম্মচাণ্ডাল উচ্যতে ॥
 তেন তুল্যো যদা বিষ্ণুর্ব্রহ্ম বা যদি গচ্ছতে ।
 ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ১৭
 তুল্যতা যদি নো শক্যা ন্যনতায়াম্ কা কথা ।
 মিত্রস্তানুগ্যমিচ্ছামঃ সঙ্কটং প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮
 স্মৃত উবাচ ।

বিচার্যৈবং তদা সৰ্বৈ মহামোহপুরঃসরাঃ ।
 তপস্তেপূৰ্ণহারোদ্রঃ সৰ্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৯
 কদাচিত্তগবান্ ব্রহ্মা প্রাহুর্নাসৌদয়ানিধিঃ ।
 মোহো দন্তস্তথা ক্রোধো লভন্তে সেবকাঃ
 কলেঃ ।

পঞ্চমো হেতুবাদশ্চ মধুনা সৰ্ব আশ্রিতাঃ ॥ ২০
 তানুবাচ ততো ব্রহ্মা কুণীধ্বঃ মনসেপ্সিতম্ ।
 যথা বাণী চ ভবতাং তথাহং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ২১
 মোহাজ্ঞা উচুঃ ।

অস্মাকং পরমং মিত্রং কন্দর্পো নাশিতঃ প্রভো
 মহাদেবেন তেনামৌ আনুগ্যং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ ॥ ২২

গানে তৎপর, সেই দেবদেবের ন্যনতা-
 কীর্ত্তন যে করে, সে ত ‘কৰ্ম্মচাণ্ডাল’ নামে
 অভিহিত । ব্রহ্মা বিষ্ণুকেও তাঁহার তুল্য
 বলিলে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া
 থাকে । যখন তুল্যতা কীর্ত্তনই করা যায়
 না, তখন ন্যনতার কথা আর বক্তব্য কি ?
 অথচ মিত্রের ঋণমুক্তি ইচ্ছা করিতেছি;
 বড়ই সঙ্কট উপস্থিত দেখিতেছি । স্মৃত
 বলিলেন,—তখন মহামোহ প্রভৃতি কাম-
 মিত্রগণ, এইরূপ বিচার করিয়া সৰ্বলোক-
 ভয়ঙ্কর অতি কঠোর তপস্তা করিতে লাগিল ।
 একদা কৃপানিধি ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাহুর্ভূত
 হইয়া মধুর আশ্রয়স্থল কলিসেবক মোহ, দণ্ড,
 ক্রোধ, লোভ এবং হেতুবাদকে বলিলেন,—
 তোমরা মনোমত বর প্রার্থনা কর ; তোমরা
 যেমন বলিবে, তদনুসারে বরদান করিতে
 আমি উচ্ছত হইয়াছি । ১৯—২১ । মোহাদি
 বলিল,—প্রভো । মহাদেব, আমাদের পরম-
 মিত্র কামদেবকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তজ্জন্ত
 আমরা ঋণ-পরিশোধে অর্থাৎ বৈর-নিধাতনে

ভবিষ্যামো বয়ং তাত কল্পপূজাভিনিদকাঃ ।

যথা ন লভতে পূজামম্মত্শশেখরঃ ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

অধুনা ন ভবেদেবঃ ভবিষ্যত্যথ তচ্চিরম্ ।

ভবিষ্যাম ইতি প্রোক্তং ভবন্তো নান্যথা

কচিৎ ॥ ২৪

যে ভববশগা লোকান্তেভ্যঃ পূজা ন ধূর্জটে:

প্রার্থিতোহয়ং বরো দত্তো যথেষ্টং কৰ্ত্তুমর্হথ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যাচ্চ তানথো ব্রহ্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

সর্কে তে মন্ত্রয়াধিক্রুঃ কলিনা সহ হুঃখিতাঃ ॥ ২৬

কলিরুবাচ ।

ভবন্তিরধুনা নোক্তং ভবিষ্যাম ইতীরিতম্ ।

ততো মৎসময়ে প্রাপ্তে সর্বমেব ভবিষ্যতি ॥ ২৭

অম্মত ইতি যৎ প্রোক্তং তেন চাম্মতশে

স্থিতাঃ ।

নিন্দাকরা ভবিষ্যন্তি নাম্মান যো মন্ততে ন সঃ

লোভমোহাদিসংযুক্তাঃ প্রাপ্তে চ ময়ি দাক্ষণে ।

হেতুবাদং পুরস্কৃত্য শিবভক্তিপরাদুখাঃ ॥ ২৯

সূত উবাচ ।

ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে সর্বধর্মবিবর্জিতৈ ।

শ্লেচ্ছব্রাহ্মণধেনুনাং বিধবঃসনকরে খরে ॥ ৩০

অস্বাধ্যায়বঘটকারে জৈনবৌদ্ধাদিসঙ্কুলে ।

ব্রাহ্মণে শ্লেচ্ছমার্গস্থে শূদ্রে ব্রাহ্মণঘাতিনি ॥ ৩১

তদা বসন্তঃ কর্ণাটভিলঙ্গাদিকদূষকঃ ।

মধুনা মা চ বিধবাক্ষেত্রে বিপ্রাভ্যবস্যাতি ॥ ৩২

গোলকঃ স তু পাপিষ্ঠঃ পদ্মপাতকমীশ্বরম্ ।

বেদান্তব্যাখ্যানরতঃ শিষ্যভেদনার্চয়িষ্যতি ॥ ৩৩

শাস্ত্রং পূর্ণং ততোহধীত্য স্থিত আত্মিকবর্জিত

কিমাগ্নিহোত্রং কো যাগো হেতুমেবং করিষ্যতি

শুকরা কর্ণা তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণো ন ভবেদয়ম্ ।

ইতি নিশ্চিত্য তং হৃষ্টং বক্ষ্যতি অততঃ চ ॥

শুকরুবাচ ।

কো বর্ণস্তব মে ক্রুহি যথার্থং বেদদূষক ।

উক্তত হইয়াছি ; হে দেব ! চন্দ্রশেখর আমাদের নিকট হইতে পূজা লইতে যাহাতে না পারেন, তদনুরূপে তদীয় পূজার নিন্দাকারী হইব । ব্রহ্মা বলিলেন,—সম্প্রতি সেরূপ হইবে না । বহুকালের পর সেইরূপ হইবে । কেননা তোমরাই “হইব” বলিয়াছ ; তাহা কখন অসম্ভব হইবে না । যে সব লোক তোমাদের বশবর্তী থাকিবে, তাহার শিব-পূজা করিবে না । তোমাদের প্রার্থনাক্রমে এই বর প্রদান করিলাম, এক্ষণে যাহা ইচ্ছা কর । সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন । মোহাদি সকলে তখন হুঃখিতভাবে কালর সাহিত মজ্জনা করিতে লাগিল । কলি বলিল,—“একণ্ঠেই হইতে পার” এমন কথা না বলিয়া “হইব” বলিয়াছ । অতএব আমার অধিকার-কাল উপস্থিত হইলে এ সমস্তই হইবে । “আমাদের নিকট হইতে” এই কথা বলাতে আমাদের বশবর্তী লোক অর্থাৎ আমাদের

পক্ষভুক্ত লোক শিব-নিন্দাকর হইবে, কিন্তু যে আমাদের নিকট হইতে পূজা লইতে যাহাতে না পারেন, সে শিব-নিন্দক হইবে না । দাক্ষণভাবাপন্ন আমি উপস্থিত হইলে (অর্থাৎ কলিযুগে) লোভমোহাদিযুক্ত ব্যক্তিগণ, হেতুবাদকে আদর করিয়া শিব-ভক্তি-পরাদুখ হইবে । সূত বলিলেন,—যখন সর্বধর্ম-বিবর্জিত প্রবল কলিযুগ উপস্থিত হইবে, শ্লেচ্ছরা ব্রাহ্মণ-ধেনুবধ করিতে থাকিবে, স্বাধ্যায়-বঘটকার উঠিয়া যাইবে, জৈনবৌদ্ধাদি-প্রাহর্য্য অধিক হইবে, ব্রাহ্মণ শ্লেচ্ছাচারী এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ-ঘাতী হইবে, তখন ঋতুরাজ বসন্ত ব্রাহ্মণের গুণসে বিধবা-ব্রাহ্মণী-গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মধু নামে খ্যাত হইবে । কর্ণাট ভিলঙ্গাদি দেশ তদ্বারা দূষিত হইবে । সেই পাপিষ্ঠ বিধবা-পুত্র, শিষ্যভাব অবলম্বন করিয়া বেদান্তব্যাখ্যানরত প্রভু পদ্মপাতককে পূজা করিবে । মধু তাহার নিকট সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আত্মিক পরিত্যাগ করত এইরূপ কৃতর্ক করিবে,—অগ্নিহোত্র কি, যাগই বা

কর্মসম্পাদকবশেষে নোৎপত্তিপ্রাপ্তিঃ তব ॥৩৬॥
মধুরবাচ ।

ব্রাহ্মণাদহমুৎপন্নো ব্রাহ্মণ্যাক ন সংশয়ঃ ।
সত্যং বদামি নো মিথ্যা কথং মাং পশুসে
শুরো ॥৩৭॥

শুরুরবাচ ।

দ্রুমাতা কেন দত্তা রে কশ্চ পুল্লী কদা কথম্ ।
কস্মৈ দত্তা চ বিধিনা কেন তদ্ব্রহ্মি মা চিরম্
মধুরবাচ ।

বিধবা জননী নাথ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা ।
গর্ভিণী সমভূৎ তস্মাদয়ং দেহস্ততোহভবৎ ॥৩৮॥
শুরুরবাচ ।

কপটেন যতঃ শাস্ত্রং মন্তোহধীতং হুরাশ্বনা ।
তেন সিদ্ধাস্তমধ্যাদা কদাচিন্মা সুরভিষম্ ॥ ৪০ ॥
মধুরবাচ ।

ভবিষ্যতি মহাভাগ বচনং তব নাশ্রথা ।

কি ? শুরুর তাহার কথা শুনিয়া “এ ব্যক্তি
ব্রাহ্মণ নয়” ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দৃষ্টিকে
বলিবেন,—রে বেদ-দুষক ! কোন্ বর্ণে
তোমর উৎপত্তি যথার্থ করিয়া বল । ব্রাহ্ম-
জাত যে কর্ম তাহার প্রতি যখন তোমর দ্বেষ,
তখন তোমর উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতে নহে ॥২২
—৩৬। মধুর বলিবে,—আমি ব্রাহ্মণের গুণসে
ব্রাহ্মণী-গর্ভে উৎপন্ন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ;
আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিতেছি না । তথাপি
হে শুরো ! আমাকে কিরূপ দেখিতেছেন ?
শুরুর বলিলেন,—অরে ! তোমর মাতা কাহার
কন্যা ?—কে, কবে, কিপ্রকারে, কোন্ বিধি-
অনুসারে, কাহাকে তাহার সম্প্রদান করিয়া-
ছিল, তাহা শীঘ্র বল । মধুর বলিবে,—
প্রভো ! আমার জননী বিধবাবস্থায় তপস্বী
ব্রাহ্মণের সংসর্গে গর্ভবতী হইল, তাহাতেই
আমার এই শরীর হইয়াছে । শুরুর বলি-
বেন,—রে হুরাশ্বন ! কাপট্য অবলম্বন
করিয়া আমার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-
হিস্ বলিয়া কদাচ তোমর শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্মৃতি
পাইবে না । মধুর বলিবে,—হে মহাভাগ !

পূর্বপক্ষে মম হৃদি প্রাহুর্ভবতু নিশ্চলঃ ॥ ৪১ ॥
শুরুরবাচ ।

অন্ধতা তব সিদ্ধান্তে পূর্বপক্ষে চ পাটবম্ ।
ভবত্বৈব পরম্বেকং পাপাঃ শিষ্যা ভবন্ত তে ॥
মোহাৎ সিদ্ধান্তরাহিতা লোভাৎ তে নৃপসেবকাঃ
ক্রোধাৎ কঠিনবক্তারো দস্তাদ্বেষণে স্তন্দরাঃ
হেতুবাদেন শাস্ত্রাণি সর্বাণি ন বিদন্তি তে ।
নিরয়েষেব ঘোরেষু গমিষ্যন্ত্যচিরাক্ষিরম্ ॥৪৪
শূত উবাচ ।

মধুনামা ততঃ প্রাপ্য শাপং তং হৃষ্টবুদ্ধিমান্ ।
বাদরায়ণসূত্রাণাং ব্যাখ্যানং স করিষ্যতি ॥৪৫
মধ্বাচার্য্যস্ততো ভাবাদাক্ষিণাত্যো মহান্কলো
তচ্ছিষ্যাঃ প্রতিশিষ্যাশ্চ নার্য্যাবর্তে ন
চোৎকলে ॥ ৪৬ ॥

ন গোড়ে ন চ গঙ্গায়াস্তীরে গোদাবরীতটে ।
নার্কুদারণ্যমধ্যে চ তৎপ্রচারো ভবিষ্যতি ॥৪৭
যথা যথা কলেক্ষোরঃ প্রচারো হি ভবিষ্যতি ।

আপনার কথা অন্তথা হইবার নহে ; কিন্তু
পূর্বপক্ষ যেন আমার হৃদয়ে দৃঢ় থাকে ।
শুরুর বলিলেন,—সিদ্ধান্তে অন্ধতা এবং
পূর্বপক্ষে পটুতা তোমর হইবে, পরন্তু তোমর
শিষ্যবৃন্দ পাণিষ্ঠ হইবে । তোমর শিষ্যগণ
মোহ বশতঃ সিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন, লোভ বশতঃ
রাজসেবক, ক্রোধ বশতঃ পরুষভাষী, দস্ত-
বশতঃ ধার্মিক-বেষধারী হইবে ; হেতুবাদ
বশতঃ সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না ;
স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার চিরদিনের জন্ত ঘোর
নরকে গমন করিবে ॥৩৭—৪৪। শূত বলিলেন,
—অনন্তর দৃষ্টবুদ্ধি মধুর শুরুর শাপগ্রস্ত হইয়া
বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিবে । সেই কার্য্য
দ্বারা দাক্ষিণাত্য মধুর মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত
হইবে ; কলিযুগে তাহার প্রাধান্তও খুব
হইবে । তাহার শিষ্য-প্রতিশিষ্যগণ আর্ধ্য-
বর্ত, উৎকল, গোড়, গঙ্গাতীর, গোদাবরী-
তীর এবং নার্কুদারণ্যমধ্যে প্রচার প্রাপ্ত
হইবে না, অন্তত্র হইবে । তবে কলির
ঘোর প্রচার যেমন যেমন হইবে, তদনুসারে

তথা তথা মহারাষ্ট্রে হৈতুক্য বিরলাঃ কচিৎ ॥ ৪৮ ॥
 ততোহতিদৃষ্টসময়ে মগ্নলৈচ্ছন্তিরস্কৃতে ।
 প্রচুরঃ কুত্রচিৎ পাপী প্রচারঃ হি বিধাস্থতি ॥
 পঞ্চবর্ষস্য সন্ন্যাসী পঠিত্বা দৃষ্টবুদ্ধিমান্ ।
 শিষ্যোপশিষ্যসংযুক্তো হেতুবাদং করিষ্যতি ॥
 ততঃ সংসার ইত্যেব ন বাধ্যঃ সত্য এব হি ।
 বদত্যন্তত্ববাদী মিথ্যাবাদী স উচ্যতে ॥ ৫১ ॥
 মিথ্যাত্বতঃ প্রপঞ্চোহয়ং মায়া নির্মিত ইষ্যতে ।
 মায়াবাদিন ইত্যেতে বস্তুতন্ত্ববাদিনঃ ॥ ৫২ ॥
 সচ্ছাস্ত্রং জৈমিনীয়ন্ত কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রবর্তকম্ ।
 গোতমীয়ন্ত সচ্ছাস্ত্রমীশ্বরপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫৩ ॥
 পুং প্রকৃত্যোবিবেকস্ত বোধকঃ কপিলং মতম্ ।
 তথা বৈশেষিকং শাস্ত্রমীশ্বরপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫৪ ॥
 পাতঞ্জলং যোগশাস্ত্রং শৈবং তচ্ছাস্ত্রমিষ্যতে ।
 বেদান্তশাস্ত্রমুর্দ্ধন্তমদ্বৈতং যচ্চ বোধয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
 বেদাঃ সৰ্ব্বৈ যদজ্ঞাস্ত পুরাণানীতিহাসকঃ

মহারাষ্ট্রে তাহাদের প্রচার হইতে থাকিবে ।
 এই ‘হৈতুক’গণ কোথাও বা বিরল হইবে ।
 অনন্তর মহালৈচ্ছগণ-পরিবৃত অতি দৃষ্ট সময়
 উপস্থিত হইলে পাপাচারী শিষ্যগণ, প্রচুর-
 ভাবে (আত্মবর্তাদি দেশেরও) কোথাও
 কোথাও প্রচার করিবে । দৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত পঞ্চ-
 বর্ষীয় সন্ন্যাসী অধ্যয়ন করিয়া শিষ্য-উপশিষ্য-
 যোগে এইরূপ হেতুবাদ করিবে,—সংসারই
 তত্ত্ব, ইহা বাধ্য নহে, সত্য—এই কথা যে
 বলে, সেই তত্ত্ববাদী বস্তুতঃ মিথ্যাবাদী বলিয়া
 কথিত । এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা এবং
 মায়াকল্পিত, এইরূপ মায়াবাদী যাহারা,
 তাহারা ই বস্তুতঃ তত্ত্ববাদী । সেই মিথ্যা-
 বাদীরা কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রবর্তক জৈমিনিপ্রণীত
 সচ্ছাস্ত্র মীমাংসা, ঈশ্বরপ্রতিপাদক গোতম-
 প্রণীত সচ্ছাস্ত্র ত্রায় দর্শন, পুরুষপ্রকৃতির
 বিবেকবোধক কপিলপ্রণীত শাস্ত্র, ঈশ্বর-
 প্রতিপাদক বৈশেষিকদর্শন, যোগশাস্ত্র
 পাতঞ্জল, এ সমস্তকেই শৈবশাস্ত্র বলিয়া
 থাকে ; এমন কি, অদ্বৈতবোধক সর্বশ্রেষ্ঠ
 বেদান্তশাস্ত্র, যদুজ্ঞ সমন্বিত বেদ, পুরাণ উপ-

স্মৃতিশোপপুরাণানি তথোপস্মৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ৫৬ ॥
 অন্তোন্তঃ সর্ববিদ্যানাং প্রামাণ্যমধিকারিতঃ ।
 তাৎপর্যঞ্চ পুমর্থেষু সৰ্ব্বাণ্যেবং জ্ঞাতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥
 কিঞ্চিদ্বিরোধে সত্যেব ন বিরোধোহস্তি তদ্বতঃ
 মন্তস্তে শ্রীমহেশানাং সৰ্ব্বাণ্যেব পরাৎপরম্ ॥
 পাপিষ্ঠা নৈব মন্তস্তে বেদমার্গবিক্ষিতাঃ ।
 আচার্য্যঃ মধুনামানঃ বদন্তো বিধবাস্তুতম্ ॥ ৫৯ ॥
 প্রচ্ছন্নোহসৌ মহাদৃষ্টচাক্ষাকো মধুসংজ্ঞকঃ ।
 ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ শিবনিন্দাপ্রবর্তকঃ ।
 মোহাৎ সিদ্ধান্তবাহুঃ ক্রোধাচ্ছাস্ত্রনিষেধনম্ ।
 লোভেন নৃপতেঃ সেবা দস্তাদন্তপ্রচারণম্ ॥ ৬১ ॥
 গণিকামৈথুনং কামাঙ্কেতুবাদেন বাদিতা ।
 ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ যোঢ়েয়ং তত্ত্ববাদিতা ॥
 পঞ্চবর্ষং যতিং কুত্বা ক্রমেণাদায় বালকম্ ।
 মঠাপত্যং বিধাস্তাস্ত দ্রব্যলোভেন নাস্তিকাঃ ॥

পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি এবং উপস্মৃতিও
 তাহাদের মতে শৈবশাস্ত্র । কিন্তু অধিকার-
 হুসারে সর্ব বিচারই পরস্পর প্রামাণিকতা
 আছে, (শিবপক্ষে নহে) আত্মপক্ষে সর্ব-
 শাস্ত্রের তাৎপর্য,—হেতুবাদীরা এইরূপ
 বলিবে । শাস্ত্রের পরস্পরের কিঞ্চিৎ
 বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে
 কিছুমাত্র বিরোধ নাই । হেতুবাদীরা বলে,
 “লোকে শ্রীমহেশ্বরকে পরাৎপর মনে করে,
 কিন্তু বেদমার্গবিক্ষিত পাপিষ্ঠেরা মধ্বাচার্য্যকে
 মানে না, প্রত্যুত তাহারা তাঁহাকে বিধবা-
 পুত্র বলিয়া থাকে ।” মহাদৃষ্ট মধু প্রচ্ছন্ন-
 চাক্ষাক । হে বিপ্রগণ ! কলিকালে এই মধুই
 শিব-নিন্দাপ্রবর্তক হইবে । হে বিপ্রগণ !
 কলিকালে মোহবশতঃ সিদ্ধান্ত-বহির্ভাব,
 ক্রোধ-বশতঃ শাস্ত্রপ্রতিষেধ, লোভ-
 বশতঃ রাজসেবা, দস্তবশতঃ অন্ত প্রচারণা,
 কামবশতঃ গণিকামৈথুন এবং হেতুবাদ-
 বশতঃ বিচারকতা এই ছয় প্রকার তত্ত্ববাদি-
 তার লক্ষণ । নাস্তিকেরা বালককে লইয়া
 ক্রমে পঞ্চবর্ষ বয়সে তাহাকে যতি করিয়া
 ধনলোভে মঠাধিপত্য সম্পাদন করিবে ।

পায়স্পর্শ্যং মঠৈস্তৈব রক্ষিষ্যন্ত্যভিরাগিণঃ
 ভোগাসক্তাশ্চ পাপিষ্ঠা দাসীগমনকারিণঃ ॥ ৬৪
 নারায়ণ্যাসিনস্তীর্থে যানারুঢ়াঃ সসেবকাঃ ।
 নরবাহনমারুঢ়াঃ শিখাস্ত্রবহিকৃত্যঃ ॥ ৬৫
 তৎপক্ষপাতিনো মূঢ়া গৃহস্থাঃ শিবনিন্দকাঃ ।
 মিথ্যা বৈষ্ণবমানেন গ্রস্তা নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৬
 বৈষ্ণবা বৈষ্ণবাত্রেণ তন্তুমাত্রেণ বাড়বাঃ ।
 ষাদিনঃ ক্রোধমাত্রেণ বিদ্ভাংসো হেতুবাদতঃ ॥
 পঠিষ্যন্তি চ শাস্ত্রাণি কেচিদদুষণসিদ্ধয়ে
 স্বকীয়ং গোপয়িষ্যন্তি পরকীয়েণ পণ্ডিতাঃ ॥ ৬৭
 সূত উবাচ ।

মহামোহাদয়ঃ সর্কে রতিমাশ্বাস্ত ভামিনীম্ ।
 প্রোচুশ্চ লক্ষ্ময়া বাচা তদ্বৃথবিনিবারবাঃ ॥ ৬৯
 মোহাদয় উচুঃ ।

ব্রতে মা কুরু সন্তাপমহং মোহঃ কলেঃ সখা ।
 ক্রোধঃ পতু্যঃ পরো বন্ধুলোভমোহো চ দেবরো
 প্রাপ্তে কলিযুগে পূর্ণে মোহলোভাদয়ো বয়ম্ ।

অনুরাগক্রমে মঠাধিপত্য সঙ্ঘক্ষে পরম্পরা-
 ক্রমে রক্ষা করিবে। সেই পাপিষ্ঠগণ
 ভোগাসক্ত, দাসীগমনকারী, তীর্থে যানারুঢ়
 এবং সেবক-পরিবৃত হইয়া নামমাত্রে সন্ন্যাসী
 হইবে। শিখাস্ত্রবর্জিত হইবে, নরবাহন
 শিবিকাদি যানে আরোহণ করবে। তৎ-
 পক্ষপাতী মূঢ় গৃহস্থগণ শিবনিন্দক হইবে।
 মিথ্যা বৈষ্ণবাভিমানগ্রস্ত হইয়া তাহারা
 নরকগ্রামী হইবে। বৈষ্ণবাত্রে বৈষ্ণব, স্ত্র-
 মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্রোধমাত্রে বিচারক এবং
 হেতুবাদমাত্রে পণ্ডিত হইবে। দোষ দিবার
 ক্ষমতা তখন শাস্ত্রপাঠ হইবে, পরকীয়-মত-
 দূষণ দ্বারা স্বীয়-মত-দোষ গোপন করা
 পণ্ডিতের কার্য হইবে। ৪৫—৬৭। সূত বলি-
 লেন,—তখন রতি-ভ্রম-নিবারক মহামোহাদি
 সকলেভামিনী রতিকে আশ্রয় করিয়া কোমল
 কথায় কহিল,—রতি! সন্তাপ করিও না,
 আমি কলিযুগে মোহ, আমি তোমার পতির
 পরম বন্ধু ক্রোধ, আমরা লোভ-মোহ
 তোমার দেবর কলিযুগের সম্পূর্ণ অধিকার

বসন্তং মধুনামানমবতীর্ণঞ্চ দক্ষিণে ॥ ৭১
 সমাশ্রিত্য ততো হেতুবাদং কুটিলবুদ্ধয়ঃ ।
 করিষ্যামো যথা শক্যং শিবপূজানিবারণম্ ॥ ৭২
 সূত উবাচ ।
 ইতি তে রতিমাশ্বাস্ত যথাগতমিতো গতাঃ ।
 ইতি সর্কঃ সমাখ্যাতঃ শিবনিন্দককারণম্ ॥ ৭৩
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 শৌনকসংবাদে মহেশ-বিষ্ণুতুল্যত্বকারণাদি-
 কথনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সুদর্শনাখ্যং যচ্চক্রং লক্ষবাস্তং কথং হরিঃ ।
 মহাদেবান্তগবতঃ সূত তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১
 সূত উবাচ ।

দেবানুরাণামভবৎ সংগ্রামোহদ্ভুতদর্শনঃ ।
 দেবা বিনির্জিতা দৈত্যৈর্বিষ্ণুং শরণমাগতাঃ ॥ ২
 স্তম্বা তং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য পুরতঃস্থিতাঃ

হইলে, আমরা দক্ষিণদেশে মধ্বাচার্য্যরূপে
 অবতীর্ণ বসন্তকে আশ্রয় করিয়া কুটিল-
 বুদ্ধিবলে শিবপূজা-নিবারক হেতুবাদ যথা-
 শক্তি করিব। সূত বলিলেন,—এইরূপে
 তাহারা রতিকে আশ্রয় করিয়া যথাস্থানে
 গমন করিল। শিবনিন্দা-কারণ সমস্তই এই
 বলিলাম। ৬৮—৭৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! বিষ্ণু,
 ভগবান্ মহাদেবের নিকট সুদর্শনচক্র লাভ
 করিলেন কিরূপে, তাহা বলুন। সূত বলি-
 লেন,—দেবানুরের অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল,
 তাহাতে দেবতারা দৈত্যগণ-কর্তৃক পরাজিত
 হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। দৈত্য-

ভয়ভীতাশ্চ তে সর্গে কতাক্কাঃ ক্লেশিতা ভূশম্,
তান্ দৃষ্ট্বা প্রাহ ভগবান্ দেবদেবো জনার্দনঃ ।
কিমর্থমাগতা দেবা বক্রমর্হথ সাম্প্রতম্ ॥ ৪
বচঃ শ্রুত্বা হরেদেবাঃ প্রণমোচুঃ সুরোত্তমাঃ ।
নির্জিতা দানবৈঃ সর্গে শরণং ত্বামিহাগতাঃ ॥
গতিস্বমেব দেবানাং ত্রাতা ত্বং পুরুষোত্তম ।
হস্তমর্হসি তান্ শীঘ্রমবধ্যান্ বারিজেক্ষণ ॥ ৬
জালঙ্করবধার্থায় যচ্চক্রং শূলপাণিনঃ ।
মহাদেবাহ্বরাল্লকং জহি তেন মহাবলান্ ॥ ৭
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ বারিজেক্ষণঃ ।
অহং দেবাস্থতা নুনং করিষ্যামীতি সূত্রতাঃ ॥ ৮
হিমবৎপর্বতং গত্বা পূজয়ামাস শঙ্করম্ ।
লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য স্নাপ্য গন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ
ত্বরিতাখ্যেন ক্রদ্রেণ সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্ ।
ততো নাম্নাং সহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১০

ভয়ভীত কতাক্স অতি-দুঃখপ্রাপ্ত দেবগণ,
বিবিধ স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম
করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । ভগবান্
দেবদেব জনার্দন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া
বলিলেন,—দেবগণ কিজন্ত আসিয়াছে,
তাহা এক্ষণে বল । সুরশ্রেষ্ঠগণ বিষ্ণুর
কথা শুনিয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন,—অসুর-
পরাজিত হইয়া আমরা সকলে আপনার
শরণাপন্ন হইয়াছি । হে পুরুষোত্তম !
আপনিই দেবগণের উপায়, আপনিই
রক্ষক । হে কমললোচন ! সেই অবধ্য
অসুরগণকে শীঘ্র বিনাশ করিতে আজ্ঞা
হয় । জালঙ্কর-বধের জন্ত মহাদেব যে
চক্র প্রস্তুত করেন, মহাদেব-বরে সেই চক্র
প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা সেই মহাবল দানবগণকে
বধ করুন । ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাদিগের
সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে সূত্রত
দেবগণ ! আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব ।
অনন্তর বিষ্ণু হিমালয়-পর্বতে গমন করিয়া
শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শুভ গন্ধজলে
স্নান করাইয়া ত্বরিতাখ্য ক্রদ্রেণ শিবপূজা

প্রতিনাম্ চ পদ্মানি তৈরিষ্ট্বা বৃষভধ্বজম্ ।
ভবাতৈর্নামভির্ভক্ত্যা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ১১
বিষ্ণুরুবাচ ।
ভবঃ শিবো হরো ক্রদ্রঃ পুঙ্কলো মুদগলোচনঃ ।
অগ্রগণ্যঃ সদাচারঃ সর্বঃ শঙ্কুর্মহেশ্বরঃ ॥ ১২
ঈশ্বরঃ স্বাগুরীশানঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
বরীয়ান্ বরদো বন্দ্যঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩
গঙ্গাধরঃ শূলধরঃ পরার্থৈকপ্রযোজকঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদেবাদিগিরিধ্বজা গদাধরঃ ॥ ১৪
চন্দ্রাপীড়চন্দ্রমৌলিবেধা বিশ্বামরেশ্বরঃ ।
বেদাস্তসারসন্দোহঃ কপালী নীললোহিতঃ ॥ ১৫
ধ্যানাহারোহপরিচ্ছেদ্যো গৌরীভর্তা গণেশ্বরঃ
অষ্টমূর্তিবিষ্মমূর্তিস্ত্রিবর্গঃ স্বর্গসাধনঃ ॥ ১৬
জ্ঞানগম্যো দৃঢ়প্রজ্ঞো দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ।
বামদেবো মহাদেবঃ পটুঃ পরিবৃটো দৃঢ়ঃ ॥ ১৭
বিশ্বরূপো বিরূপাক্ষো বাগীশঃ শ্রুতিমন্তগঃ ।
সর্বপ্রণবসংবাদী বৃষাক্ষো বৃষবাহনঃ ॥ ১৮
ঈশঃ পিনাকী খট্টাক্সৌ চিত্রবেশশ্চিরন্তনঃ ।

করিলেন ; অনন্তর ভব প্রভৃতি প্রতি নামে
একএকটি পদ্ম অর্পণ করিয়া সেই সহস্র নামে
ভক্তিপূর্বক পরমেশ্বর শিবের স্তব করিতে
লাগিলেন ;—ভব শিব হর ক্রদ্র পুঙ্কল মুদগ-
লোচন । অগ্রগণ্য সদাচার সর্ব শঙ্কু মহে-
শ্বর । ১—১০ । ঈশ্বর স্বাগু ঈশান সহস্রাক্ষ
সহস্রপাৎ । বরীয়ান্ বরদ বন্দ্য শঙ্কর পরমে-
শ্বর । গঙ্গাধর শূলধর পরার্থৈকপ্রযোজক ।
সর্বজ্ঞ সর্বদেবাদি গিরিধ্বজা গদাধর । চন্দ্রা-
পীড় চন্দ্রমৌলি বেধা বিশ্বামরেশ্বর । বেদাস্ত-
সার-সন্দোহ কপালী নীল-লোহিত ।
ধ্যানাহারী (*) অপরিচ্ছেদ্য গৌরীভর্তা
গণেশ্বর । অষ্টমূর্তি বিষ্মমূর্তি ত্রিবর্গ স্বর্গ-
সাধন । জ্ঞানগম্য দৃঢ়প্রজ্ঞ দেবদেব
ত্রিলোচন । বামদেব মহাদেব পটু পরিবৃট
দৃঢ় । বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ বাগীশ শ্রুতিমন্তগ ।
সর্ব-প্রণবসংবাদী বৃষাক্ষ বৃষবাহন । পিনাকী

* মূলে “তানাহার” আছে, ছন্দোহত-
রোধে তাহার প্রতিবাক্য দিলাম ।

মনোময়ো মহাযোগী স্থিরো ব্রহ্মাণ্ডধূজ্জটী ॥১৯
কালকালঃ কৃতিবাসাঃ সূভগঃ প্রণবাস্ককঃ ।
নাগচূড়ঃ সূচক্ষুষ্যো দুর্দ্বাসাঃ পুরশাসনঃ ॥ ২০
দৃগায়ুধঃ স্কন্দগুরুঃ পরমেষ্ঠী পরায়ণঃ ।
অনাদিমধ্যনিধনো গিরিশো গিরিজাধবঃ ॥২১
কুবেরবন্ধুঃ ত্রীকণ্ঠো লোকবন্দ্যোত্তমো যুধঃ ।
সামান্তো দেবকো দণ্ডী নীলকণ্ঠঃ পরশ্বধীঃ ॥২২
বিশালাক্ষো মহাব্যাধঃ সুরেশঃ সূর্যাতাপনঃ ।
ধর্মধামা ক্রমাক্ষেত্রং ভগবান ভগনেত্রহা ॥২৩
উগ্রঃ পশুপতিস্তার্ক্যঃ প্রিয়ভক্তঃ প্রবরংবদঃ ।
দাতা দয়াকরো দক্ষঃ কপদী কামশাসনঃ ॥২৪
শাশাননিলয়ান্ত্রিয়াঃ শাশানস্থো মহেশ্বরঃ ।
লোককর্তা ভূতপতির্মহাকর্তা মহৌষধিঃ ॥ ২৫
উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ ।
নীতিঃ সুনীতিঃ শুদ্ধাত্মা সোমঃ সোমরতঃ
সুধীঃ ॥২৬
সোমপোহমৃতপঃ সৌম্যো মহানীতির্মহাস্মৃতিঃ
অজাতশত্রুরালোক্যঃ সন্তাব্যো হব্যবাহনঃ ।
লোককারো বেদকারঃ সূত্রকারঃ সনাতনঃ ।

খট্টাকী ঈশ চিত্তবেষ চিরন্তন । মনোময়
মহাযোগী স্থির ব্রহ্মাণ্ডধূজ্জটী । কালকাল
কৃতিবাস সূভগ প্রণবাস্কক । নাগচূড় সূচ-
ক্ষুষ্য দুর্দ্বাসা পুরশাসন । দৃগায়ুধ স্কন্দগুরু
পরমেষ্ঠী পরায়ণ । অনাদিমধ্যনিধন গিরিশ
গিরিজাধব । কুবেরবন্ধু ত্রীকণ্ঠ লোকবন্দ্যো-
ত্তম যুধ । সামান্ত দেবক দণ্ডী নীলকণ্ঠ পর-
শ্বধী । বিশালাক্ষ মহাব্যাধ সুরেশ সূর্য-
তাপন । ধর্মধামা ক্রমাক্ষেত্র ভগবান
ভগনেত্রহা ॥১৯—২৩। উগ্র পশুপতি তার্ক্য
প্রিয়ভক্ত প্রিয়ংবদ । দাতা দয়াকর দক্ষ
কপদী কামশাসন । শাশাননিলয় ত্রিষা শাশা-
নস্থ মহেশ্বর । লোককর্তা ভূতপতি মহা-
কর্তা মহৌষধি । উত্তর গোপতি গোপ্তা
জ্ঞানগম্য পুরাতন । নীতি সুনীতি শুদ্ধাত্মা
সোম সোমরত সুধী । সোমপামৃতপ সৌম্য
মহানীতি মহাস্মৃতি । অজাতশত্রু আলোক্য
সন্তাব্য হব্যবাহন । লোককার বেদকার

মহর্ষিঃ কপিলাচার্যো বিশ্বদীপ্তির্বিলোচনঃ ॥২৮
পিনাকপাণির্ভূদেবঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তিদঃ সুধা ।
ধাত্রীধামা ধামকরঃ সর্বগঃ সর্বগোচরঃ ॥ ২৯
ব্রহ্মসৃষ্টিসৃকৃ সর্গঃ কর্ণিকারঃ প্রিয়ঃ কবিঃ ।
শাখো বিশাখো গোশাখঃ শিবো ভিষগনুত্তমঃ
গঙ্গাপ্রবোধকো ভব্যঃ পুঙ্কলঃ স্থপতিঃ স্থিতঃ ।
বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা ভূতবাহনসারথিঃ ॥৩১
সগণো গণকায়শ্চ সূকার্ত্তিচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
কামদেবঃ কামকালো ভস্মোদ্ধূলিতাবগ্রহঃ ॥৩২
ভস্মপ্রিয়ো ভস্মশায়ী কামৌ কান্তঃ কৃতাগমঃ ।
সমাবৃত্তো নিবৃত্তাত্মা ধর্মপুঞ্জঃ সদাশিবঃ ॥ ৩৩
অকল্মষশ্চতুর্ভূহঃ সর্বাভাসো দুঃখাসদঃ ।
দুর্লভো দুর্গমো দুর্গঃ সর্বাযুধবিশারদঃ ॥ ৩৪
অধ্যাত্মযোগনিলয়ঃ সূতন্তুস্তন্তুবর্ধনঃ ।
শুভাক্ষো যোগসারঙ্গো জগদীশো জনার্দনঃ ॥
ভস্মশুদ্ধিকরো মেরুস্তেজস্বী শুদ্ধবিগ্রহঃ ।
হিরণ্যরেতাস্তরুণর্ময়ী চর্মহিমালয়ঃ ॥ ৩৬
মহাত্তদো মহাগর্ভঃ সিন্ধুবন্দারবন্দিতঃ ।

সূত্রকার সনাতন । মহর্ষি কপিলাচার্য বিশ্ব-
দীপ্তি বিলোচন । পিনাকপাণি ভূদেব স্বস্তি-
কৃৎ স্বস্তিদ সুধা । ধাত্রীধামা ধামকর সর্বগ
সর্বগোচর । ব্রহ্মসৃকৃ বিশ্বসৃকৃ সর্গ কর্ণিকার-
প্রিয় কবি । শাখ বিশাখ গোশাখ শিব
ভিষগনুত্তম (সর্ববৈদ্যোত্তম) । গঙ্গাপ্রবো-
দক ভব্য পুঙ্কল্য স্থপতি স্থিত । বিজিতাত্মা
বিধেয়াত্মা ভূতবাহনসারথি । সগণ ও গণ-
কায় সূকার্ত্তিচ্ছিন্নসংশয় । কামদেব কাম-
কাল ভস্মোদ্ধূলিতাবগ্রহ । ভস্মপ্রিয় ভস্ম-
শায়ী কামৌ কান্ত কৃতাগম । সমাবৃত্ত নিবৃ-
ত্তাত্মা ধর্মপুঞ্জ সদাশিব । অকল্মষ চতুর্ভূহ
সর্বাভাস দুঃখাসদ । দুর্লভ দুর্গম দুর্গ সর্বাযুধ-
বিশারদ । অধ্যাত্মযোগনিলয় সূতন্তু তন্তু-
বর্ধন । শুভাক্ষ যোগসারঙ্গ জগদীশ জনার্দন ।
২৪—৩৫ । ভস্মশুদ্ধিকর মেরু তেজস্বী শুদ্ধ-
বিগ্রহ । হিরণ্যরেতা তরুণি ময়ীচি মহিমা-
লয় । মহাত্তদ মহাগর্ভ সিন্ধুবন্দারবন্দিত ।

ব্যাসচরিত্রধরো ব্যালী মহাত্মো মহানিধিঃ ॥৩৭॥
 অমৃতামৃতবপুঃ পঞ্চযজ্ঞঃ প্রভঞ্জনঃ ।
 পঞ্চবংশতিতত্ত্বঃ পারিজাতঃ পরাপরঃ ॥ ৩৮ ॥
 সুলভঃ সুব্রতঃ শূরো বায়ুৈকনিধিনিধিঃ ।
 বর্ণাশ্রমগুরুবর্ণী শক্রজিচ্ছক্রতাপনঃ ॥ ৩৯ ॥
 আশ্রমঃ কপণঃ কামো জ্ঞানবানচলচলঃ ।
 প্রমাণভূতো দুর্জয়ঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ ॥ ৪০ ॥
 ধনুর্ধরো ধনুর্ধ্বদো গুণরাশিগুণাকরঃ ।
 অনন্তদৃষ্টিরানন্দো দণ্ডো দময়িতা দমঃ ॥ ৪১ ॥
 অবিবাদো মহাকাযো বিশ্বকর্মা বিশারদঃ ।
 বীতরাগো বিনীতাত্মা তপস্বী ভূতবাহনঃ ॥৪২॥
 উন্নতবেষঃ প্রচ্ছন্নো জিতকামো জিতপ্রিয়ঃ ।
 কল্যাণপ্রকৃতিঃ কল্পঃ সর্বলোকপ্রজাপতিঃ ॥৪৩॥
 তপস্বী তারকো ধীমান প্রধানপ্রভুরব্যয়ঃ ।
 লোকপালোহস্তহিতাত্মা কল্পাদিঃ কমলেক্ষণঃ ॥
 বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো নিয়মো নিয়মাশ্রয়ঃ ।
 রাহুঃ সূর্য্যঃ শনিঃ কেতুবিরামো বিজয়চ্ছবিঃ ॥
 ভক্তিগম্যঃ পরং ব্রহ্ম যুগবাণার্পণোহনঘঃ ।

ব্যাসচরিত্রধর ব্যালী মহাত্ম মহানিধি ।
 অমৃতামৃতবপুঃ পঞ্চযজ্ঞ প্রভঞ্জন । পঞ্চ-
 বিংশতিতত্ত্ব পারিজাত পরাপর । সুলভ
 সুব্রত শূর বায়ুৈকনিধি নিধি । বর্ণাশ্রম-
 গুরু বর্ণী শক্রজিৎ শক্রতাপন । আশ্রম
 কপণ কাম জ্ঞানবান অচল চল । প্রমাণ-
 ভূত দুর্জয় সুপর্ণ বায়ুবাহন । ধনুর্ধর ধনু-
 র্ধ্বদ গুণরাশি গুণাকর, অনন্তদৃষ্টি আনন্দ
 দণ্ডদময়িতা দমঃ । অবিবাদ্য মহাকায বিশ্ব-
 কর্মা বিশারদ । বীতরাগ বিনীতাত্মা তপস্বী
 ভূতবাহন । উন্নতবেষ প্রচ্ছন্ন জিতকাম
 জিতপ্রিয় । কল্যাণপ্রকৃতি কল্প সর্বলোক-
 প্রজাপতি । তপস্বী তারক ধীমান প্রধান-
 প্রভু অব্যয় । লোকপাল ছরুপী *
 কল্পাদি কমলেক্ষণ । বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ নিয়ম
 নিয়মাশ্রয় । রাহু সূর্য্য শনি কেতু বিরাম
 বিজয়চ্ছবি । ভক্তিগম্য পরব্রহ্ম যুগবাণা-

* মূলে “অস্তহিতাত্মা” আছে ।

অদ্বিদ্ভোগিকৃতস্থানঃ পবনাত্মা জগৎপতিঃ ॥৪৬॥
 সর্বকর্মাচলস্থষ্টা মঙ্গল্যো মঙ্গলপ্রদঃ ।
 মহাতপা দীর্ঘতপাঃ স্ববিষ্ণুঃ স্ববিরো ঋবঃ ॥৪৭॥
 অহঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রমাণঃ পরমঃ তপঃ ।
 সংবৎসরকরো মন্ত্রঃ প্রত্যয়ঃ সর্বদর্শনঃ ॥ ৪৮ ॥
 অজঃ সর্বেশ্বরঃ সিদ্ধো মহারেতা মহাবলঃ ।
 যোগী যোগো মহাদেবঃ সিদ্ধঃ সর্বাদিরচ্যুতঃ ।
 বসুর্বসুমনাঃ সত্যঃ সর্বপাপহরো হরঃ ।
 অমৃতঃ শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রো বাণহস্তঃ প্রতাপবান ॥
 কমণ্ডলুধরো ধন্বী বেদাজ্ঞো বেদবিষ্ণুনিঃ ।
 ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনঃ ভোক্তা লোকনেতা হ্রাদধরঃ ।
 অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ঃ সর্বাবাসচতুষ্পথঃ ।
 কালযোগী মহানাদো মহোৎসাহো মহাবলঃ ॥
 মহাবুদ্ধির্মহাবীর্য্যো ভূতচারী পুরন্দরঃ ।
 নিশাচরঃ প্রেতচারী মহাশক্তির্মহাহ্রাতিঃ ॥৫০॥
 অনির্দেশ্যবপুঃ শ্রীমান সর্বাধিকারকো মতঃ ।
 বহুজ্ঞাতো বহুমাযো নিয়তাত্মাভয়োদ্ভবঃ ॥৫৪॥
 ওজস্তেজোহ্রাতিধরো নর্তকঃ সর্বনাথকঃ ।
 নিত্যঘণ্টাপ্রিয়ো নিত্যপ্রকাশাত্মা প্রতাপনঃ ॥

পূর্ণানঘ । অদ্বিদ্ভোগিকৃতস্থান পবনাত্মা
 জগৎপতি । সর্বকর্মাচল স্থষ্টা মঙ্গল্য মঙ্গল-
 প্রদ । মহাতপা দীর্ঘতপা স্ববিষ্ণু স্ববির
 ঋব । অহঃ (দিন) সংবৎসর ব্যাল
 প্রমাণ-পরমতপ । সংবৎসরকর মন্ত্রপ্রত্যয়
 সর্বদর্শন । অজ সর্বেশ্বর সিদ্ধ মহারেতা
 মহাবল । যোগী যোগ মহাদেব সিদ্ধ সর্বাদি
 অচ্যুত । বসু বসুমনা সত্য সর্বপাপহর
 হর । অমৃত শাস্ত্রত শাস্ত্র বাণহস্ত প্রতাপ-
 বান । কমণ্ডলুধর ধন্বী বেদাজ্ঞ বেদবিষ্ণুনি ।
 ভ্রাজিষ্ণু ভোজন ভোক্তা লোকনেতা হ্রাদধর ।
 অতীন্দ্রিয় মহামায় সর্বাবাস চতুষ্পথ । কাল-
 যোগী মহানাদ মহোৎসাহ মহাবল । মহা-
 বুদ্ধি মহাবীর্য্য ভূতচারী পুরন্দর । নিশাচর
 প্রেতচারী মহাশক্তি মহাহ্রাতি । অনির্দেশ্য-
 বপুঃ শ্রীমান সর্বাধিকারক তথা । বহুজ্ঞাত
 বহুমায নিয়তাত্মাভয়োদ্ভব । ৩৬—৫৪ । ওজ-
 স্তেজোহ্রাতিধর নর্তক সর্বনাথক । নিত্য

ঋক্ ঋগ্ ঋগ্ মন্ত্রঃ সংগ্রামঃ শারদপ্লবঃ ।
 যুগাদিকৃৎ যুগাবর্তো গভীরো যুববাহনঃ ॥ ৫৬
 ইষ্টো বিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্ঠঃ শরভঃ সরভো ধনুঃ ।
 অপাংনিধিরধিষ্ঠানঃ বিজয়ো জয়কালবিৎ ॥ ৫৭
 প্রতিষ্ঠিতঃ প্রমাণজ্ঞো হিরণ্যকবচো হরিঃ ।
 বিমোচনঃ সুরগণো বিদ্যেশো বিবুধাশ্রয়ঃ ॥ ৫৮
 বালরূপো বলোদ্ধাধী বিকর্তা গহনো গুহঃ ।
 করণং কারণং কর্তা সর্ববন্ধ প্রমোচনঃ ॥ ৫৯
 ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ স্থানদো জগদাদিজঃ ।
 হৃদুভো ললিতো বিম্বো ভবাত্মা আনি সংস্থিতঃ
 রাজরাজপ্রিয়ো রামো রাজচূড়ামণিঃ প্রভুঃ ।
 বীরেশ্বরো বীরভদ্রো বীরাসনবিধিবিরাট্ ॥ ৬১
 বীরচূড়ামণিবর্তো ভীতানন্দো নদীধরঃ ।
 আত্মাধারজিহ্মলাভঃ শিপিবিষ্টঃ শিবাশ্রয়ঃ ॥ ৬২
 বালধিল্যো মহাচারজিহ্মাংগুবারিধিঃ খগঃ ।
 অভিরামঃ সুশরণাঃ সুব্রহ্মণ্যঃ সুধাপতিঃ ॥ ৬৩
 মধুমান কোশিকো গোমান্ বিরামঃ সর্বসাধনঃ

ঘণ্টাপ্রিয় নিত্যপ্রকাশাত্মা প্রতাপন । ঋক্
 ঋগ্ ঋগ্ মন্ত্র সংগ্রাম শারদপ্লব । যুগাদিকৃৎ
 যুগাবর্ত গভীর যুববাহন । বিশিষ্ট শিষ্টেষ্ঠ
 ইষ্ট শরভ ধনুঃ । জলনিধি * অধিষ্ঠান
 বিজয় জয়কালবিৎ । প্রতিষ্ঠিত প্রমাণজ্ঞ
 হিরণ্যকবচ হরি । বিমোচন সুরগণ বিদ্যেশ
 বিবুধাশ্রয় । বালরূপ বলোদ্ধাধী বিকর্তা গহন
 গুহ । করণ কারণ কর্তা সর্ববন্ধ প্রমোচন ।
 ব্যবসায় ব্যবস্থান স্থানদ জগদাদিজ ।
 হৃদুভ ললিত বিম্ব ভবাত্মা আনি-সংস্থিত †
 রাজরাজপ্রিয় রাম রাজচূড়ামণি প্রভু ।
 বীরেশ্বর বীরভদ্র বীরাসনবিধি বিরাট্ ।
 বীরচূড়ামণিবর্ত ভীতানন্দ নদীধর । আত্মা-
 ধার জিহ্মলাভ শিপিবিষ্ট শিবাশ্রয় । বালধিল্য
 মহাচার জিহ্মাংগু বারিধি খগ । অভিরাম
 সুশরণ্য সুব্রহ্মণ্য সুধাপতি । মধুমান

* মূলে “অপাংনিধিঃ” আছে ।

† মূলে আছে,—“আত্মনি সংস্থিতঃ” ।

ললাটাক্ষো বিশ্বদেহঃ সারঃ সংসারচক্রভৃৎ ॥ ৬৪
 অমোঘদণ্ডো মধ্যস্থো হিরণ্যো ব্রহ্মবর্চসী ।
 পরব্রহ্মপদো হংসঃ শবরো ব্যাত্রকোহনলঃ ॥ ৬৫
 কুচিবরকুচিবন্দ্যো বাচস্পতিরহর্পতিঃ ।
 রবিবিরোচনঃ কন্দঃ শান্তা বৈবস্বতোহর্জুনঃ ।
 মুক্তিকরতকৌর্টিশ্চ শান্তরামঃ পুরঞ্জয়ঃ ।
 কৈলাসপতিঃ কামারিঃ সবিতা রবিলোচনঃ ॥ ৬৭
 বিশ্বস্তমো বীতভয়ো বিশ্বকর্মানিবারিতঃ ।
 নিত্যো নিয়তকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকৌর্টনঃ ॥ ৬৮
 দূরশ্রবা বিশ্বসহো ধ্যেয়ো হৃঃস্বপ্ননাশনঃ ।
 উত্তারকো হৃকৃতিহা হৃক্বর্ষো হৃঃসহোহভয়ঃ ॥ ৬৯
 অনাদিভূর্ভুবো লক্ষ্মীঃ কিরীটী ত্রিদশাধিপঃ ।
 বিশ্বগোপ্তা বিশ্বহর্তা সুবীরো কুচিরাজদী ॥ ৭০
 জননো জনজন্মাদিঃ প্রীতিমান্ নীতিমানধ ।
 বশিষ্ঠঃ কণ্ডপো ভানুভৌমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৭১
 প্রণবঃ সংপথাচারো মহাকাব্যো মহাধনুঃ ।
 জন্মাধিপো মহাদেবঃ সকলাগমপারগঃ ॥ ৭২

কৌশিক গোমান্ বিরাম সর্বসাধন । ললা-
 টাক্ষ বিশ্বদেহ সার সংসারচক্রভৃৎ । অমোঘ
 দণ্ড মধ্যস্থ হিরণ্য ব্রহ্মবর্চসী । পরব্রহ্মপদ
 হংস শবর অগ্নি ব্যাত্রক * । কুচি বরকুচি
 বন্দ্য বাচস্পতি অহর্পতি । রবি বিরোচন
 কন্দ শান্তা ভাস্বতি † অর্জুন । মুক্তি ও
 উন্নতকৌর্টি শান্তরাম পুরঞ্জয় । বৈলাসপতি
 কামারি সবিতা রবিলোচন । বিশ্বস্তম
 বীতভয় বিশ্বকর্মানিবারিত । নিত্য নিয়ত-
 কল্যাণ পুণ্যশ্রবণকৌর্টন । দূরশ্রবা বিশ্বসহ
 ধ্যেয় হৃঃস্বপ্ননাশন । উত্তারক হৃকৃতিহা
 হৃক্বর্ষ হৃঃসহাভয় ॥ ৫৫—৬৯ । অনাদি ভূর্ভুবো-
 লক্ষ্মী কিরীটী ত্রিদশাধিপ । বিশ্বগোপ্তা
 বিশ্বহর্তা সুবীর কুচিরাজদী । জনন জন-
 জন্মাদি প্রীতিমান নীতিমান । বশিষ্ঠ কণ্ডপ
 ভানু ভীম ভীমপরাক্রম । প্রণব সংপথা-
 চার মহাকব্য মহাধনু । জন্মাধিপ মহাদেব

* মূলে আছে,—ব্যাত্রকঃ অনলঃ” ।

† মূলে আছে,—“বৈবস্বতঃ” ।

তত্বং তত্ববিদেকাত্মা বিভূতিভূতিভূষণঃ ।
 ঋষির্ব্রাহ্মণবিদ্বিজ্ঞানমৃত্যুজরাতিগঃ ॥ ৭৩
 যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞা যজ্ঞোহমোঘবিক্রমঃ ।
 মহেন্দ্রো হৃর্তরঃ সেনী যজ্ঞো যজ্ঞবাহনঃ ॥ ৭৪
 পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তির্বিষতো বিমলোদয়ঃ ।
 আত্মায়োনিরনাত্যন্তঃ যট্টত্রিংশো লোকভূৎ কবিঃ
 গায়ত্রীবল্লভঃ প্রাণুর্বিষ্যবাসঃ সদাশিবঃ ।
 শিঙগিরিরতঃ সম্রাট সুবেণঃ সুরশক্রহা ।
 অমেয়োহরিষ্টমথনো মুকুন্দো বিগতজরঃ ।
 স্বয়ংজ্যোতিরহুজ্যোতিরচলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৭
 পিঙ্গলঃ কপিলশ্রীকঃ শাস্ত্রনেত্রস্বয়ীতনুঃ ।
 জ্ঞানস্কন্ধো মহাজ্ঞানী বীরোৎপত্তিরূপপ্লবী ॥
 ভগো বিবস্বানাদিত্যো যোগাচারো দিবস্পতিঃ
 উদারকীর্তিরদ্যোগী সদ্যোগী সদসন্ময়ঃ ॥ ৭৯
 নক্ষত্রমালী নাকেশঃ স্বাধিষ্ঠানষড়াক্ষয়ঃ ।
 পবিত্রপাদঃ পাপারির্মণিপূরো নভোগতিঃ ॥ ৮০

সকলাগমপারগ । তত্ব তত্ববিৎ একাত্মা
 বিভূতি ভূতিভূষণ । ঋষি ব্রাহ্মণবিৎ বিষ্ণু
 জ্ঞানমৃত্যুজরাতিগ । যজ্ঞ যজ্ঞপতি যজ্ঞা
 যজ্ঞান্ত অমোঘবল । * মহেন্দ্র হৃর্তর সেনী
 যজ্ঞো যজ্ঞবাহন । পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তি বিষ-
 তোবিমলোদয় † আত্মায়োনি অনাত্যন্ত
 যট্টত্রিংশ লোকভূৎ কবি । গায়ত্রীবল্লভ
 প্রাণুর্বিষ্যবাস সদাশিব । শিঙগিরিরত
 সম্রাট সুবেণ সুরশক্রহা । অমেয় অরিষ্ট-
 নাসী ‡ মুকুন্দ বিগতজর । স্বয়ংজ্যোতি
 অহুজ্যোতি অচল পরমেশ্বর । পিঙ্গল
 কপিলশ্রীক শাস্ত্রনেত্র ত্রয়ীতনু । জ্ঞানস্কন্ধ
 মহাজ্ঞানী বীরোৎপত্তি উপপ্লবী । ভগ
 বিবস্বান আদিত্য যোগাচার দিবস্পতি ।
 উদারকীর্তি উদ্যোগী সদ্যোগী সদসন্ময় ।
 নক্ষত্রমালী নাকেশ স্বাধিষ্ঠানষড়াক্ষয় ।
 পবিত্রপাদ পাপারি মণিপূর নভোগতি ।

হৃৎপুণ্ডরীকমাসীনঃ শুক্রাংশানো বৃষাকপিঃ ।
 তুষ্টো গৃহপতিঃ কৃষ্ণঃ সমর্থোহনর্থশাসনঃ ॥ ৮১
 অধর্মশক্র অক্ষয়্যঃ পুরুহুতঃ পুরুষ্টুতঃ ।
 বৃহদ্রজো ব্রহ্মগর্ভো ধর্মধেহুর্ধনাগমঃ ॥ ৮২
 জগদ্ধিতৈষী সুগতঃ কুমারঃ কুশলাগমঃ ।
 হিরণ্যগর্ভো জ্যোতিষ্মানুপেন্দ্রস্তিমিরাপহঃ ॥ ৮৩
 অরোগস্তপনাধ্যক্ষো বিশ্বামিত্রো দ্বিজেশ্বরঃ ।
 ব্রহ্মজ্যোতিঃ সুবুদ্ধাত্মা বৃহজ্জ্যোতিরনুত্তমঃ ॥ ৮৪
 মাতামহো মাতরিষা মনস্বী নাগহারধুক্ ।
 পুলস্ত্যঃ পুলহোহগস্ত্যো জাতুকর্ণ্যঃ পরাশরঃ
 নিরাবরণবিজ্ঞানো বিরঞ্চো বিষ্টরশ্রবাঃ ।
 আত্মভূরনিক্রদোহত্রির্জ্ঞানমূর্তির্মহাযশাঃ ॥ ৮৬
 লোকচূড়ামণিবীরচন্দ্রঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
 ব্যালকল্পো মহাকল্পঃ কল্পবৃক্ষঃ কলানিধিঃ ॥ ৮৭
 অলঙ্কারিষ্ণুরচলো রোচিষ্ণুবিক্রমোত্তমঃ ।
 আশুঃ সপ্তপতিবেগী প্লবনঃ শিখিসারথিঃ ॥ ৮৮
 অসন্তোষোহতিথিঃ শুক্রঃ প্রমাথী পাপশাসনঃ ।

হৃৎপুণ্ডরীকে আসীন শুক্রাংশান বৃষাকপি ।
 তুষ্ট গৃহপতি কৃষ্ণ শক্র * অনর্থশাসন । ৬০০ ।
 অধর্মশক্র অক্ষয়্য পুরুহুত পুরুষ্টুত । বৃহদ্রজ
 ব্রহ্মগর্ভ ধর্মধেহু ধনাগম । জগদ্ধিতৈষী
 সুগত কুমার কুশলাগম । উপেন্দ্র হিরণ্য-
 গর্ভ জ্যোতিষ্মান তমোহর † অরোগ
 তপনাধ্যক্ষ বিশ্বামিত্র দ্বিজেশ্বর । ব্রহ্মজ্যোতি
 সুবুদ্ধাত্মা বৃহজ্জ্যোতি অনুত্তম । মাতামহ
 মাতরিষা মনস্বী নাগহারধুক্ । পুলস্ত্য
 পুলহাগস্ত্য জাতুকর্ণ্য পরাশর । নিরাবরণ-
 বিজ্ঞান বিরঞ্চ বিষ্টরশ্রবা । কাম ‡ অনিক্রদ
 অত্র জ্ঞানমূর্তি মহাযশাঃ । লোকচূড়ামণি
 বীর চন্দ্র সত্যপরাক্রম । ব্যালকল্প মহাকল্প
 কল্পবৃক্ষ কলানিধি । অলঙ্কারিষ্ণু অচল
 রোচিষ্ণু বিক্রমোত্তম । আশু সপ্তপতি বেগী
 প্লবন শিখিসারথি । ৭৯—৮৮ । অতুষ্ট আতিথি

* মূলে আছে,—“অমোঘবিক্রমঃ ।

† ঋষির নির্মল প্রকাশ সর্বত্র ।

‡ মূলে আছে,—“অরিষ্টমথনঃ” ।

* মূলে আছে,—“সমর্থঃ” ।

† মূলে আছে,—“তিমিরাপহঃ” ।

‡ মূলে আছে,—“আত্মভূঃ” ।

বসুধাঃ কব্যবাহঃ প্রভন্তে । বিশ্বভোজনঃ ॥৮৯॥
জয়ো জরারিশমনো লোহিতাশ্বত্ননপাৎ ।
পৃষদশো নভোযোনিঃ সুপ্রতীকস্তামশ্বহা ॥৯০॥
নিদাঘস্তপনো মেঘঃ পক্ষঃ পরপুৰঞ্জয়ঃ ।
সুখী নীলঃ সুনিপ্পন্নঃ সুরভিঃ শিশিরাশ্বকঃ
বসন্তো মাধবো গ্রীষ্মো নভস্তো বীজবাহনঃ ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রপালক ৯২
জমদগ্নি জলনিধি বিপাকো বিশ্বকারকঃ ।
অধরোহনুস্তরো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠো নিঃশ্রেয়ঃ লয়ঃ
শৈলো নাম তরুদাহো দানবারিররিন্দমঃ
চামুণ্ডী জনকশ্চাক্রনিঃশল্যো লোকশল্যহৃৎ ॥৯৬॥
চতুর্কৈদচতুর্ভাবচতুরচতুরপ্রিয়ঃ ।
আম্রায়োহথ সমাম্রায়তীর্থদেবঃ শিবালয়ঃ ॥ ৯৫
বজ্ররূপো মহাদেবঃ সর্বরূপচরাচরঃ ।
জ্ঞাননির্কাহকো জ্ঞায়ো জ্ঞায়গম্যো নিরঞ্জনঃ ॥৯৬॥
সহস্রমূৰ্ত্তা দেবেন্দ্রঃ সর্বশস্ত্রপ্রভঞ্জনঃ ।
মুণ্ডো বিরূপো বিরূতো দণ্ডী দান্তো গুণোত্তরঃ
পিঙ্গলাক্ষোহথ হর্যাপ্তো নীলগ্রীবো নিরাময়ঃ
সহস্রবাহুঃ সর্কেশঃ শরণ্যঃ সর্বলোকধুক্ ॥ ৯৮

শুকপ্রমাধীপা পশাসন । বসুধাঃ কব্যবাহঃ
প্রভন্তে বিশ্বভোজন । জয় জরারিশমন
লোহিতাশ্ব ত্ননপাৎ । পৃষদশ নভোযোনি
সুপ্রতীক তামিশ্বহা । নিদাঘ তপন মেঘ
পক্ষ পরপুৰঞ্জয় । সুখী নীল সুনিপ্পন্ন
সুরভি শিশিরাশ্বক । বসন্ত মাধব গ্রীষ্ম
নভস্ত বীজবাহন । মন বুদ্ধি অহঙ্কার ক্ষেত্রজ
ক্ষেত্রপালক । জমদগ্নি জলনিধি বিপাক
বিশ্বকারক । অধর ও অনুস্তর জ্যেষ্ঠ
নিঃশ্রেয়সালয় । শৈলনাম তরু দাহ দানবারি
অরিন্দম । চামুণ্ড জনক চাক্র নিঃশল্য লোক-
শল্যহৃৎ । চতুর্কৈদ চতুর্ভাব চতুর চতুর-
প্রিয় । আম্রায় ও সমাম্রায় তীর্থদেব শিবালয় ।
বজ্ররূপ মহাদেব সর্বরূপ চরাচর । জ্ঞান-
নির্কাহক জ্ঞায় জ্ঞায়গম্য নিরঞ্জন । দেবেন্দ্র
সহস্রমূৰ্ত্তা সর্বশস্ত্রপ্রভঞ্জন । বিরূপ বিরূত মুণ্ড
দণ্ডী দান্ত গুণোত্তর । পিঙ্গলাক্ষ ও হর্যাপ্ত
নীলগ্রীব নিরাময় । সর্কেশ সহস্রবাহু শরণ্য

পদ্মাসনঃ পরংজ্যোতিঃ পরাবরঃ পরঃ ফলম্
পদ্মগর্ভো মহাগর্ভো বিশ্বগর্ভো বিলক্ষণঃ ॥ ৯
যজ্ঞভূগু বরদো দেবো বরেশচ মহাশ্বনঃ
বাসুরগুরুর্দেবঃ শঙ্করো লোকসম্ভবঃ ॥১০॥
সর্ববেদময়োহচিন্ত্যো দেবতাসত্যসম্ভবঃ ।
দেবাধিদেবো দেবমির্দেবাসুরবরপ্রদঃ ॥ ১০১
দেবাসুরেশ্বরো দিব্যো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ।
দেবাসুরাণাং বরদো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ১০২
দেবাসুরমহামাত্রে দেবাসুরমহাশ্রয়ঃ ।
সর্বদেবময়োহচিন্ত্যো দেবানামাত্মসম্ভবঃ ॥ ১০
ঈড্যোহনীশঃ সুরব্যাগ্তো দেবসিংহো
দিবাকরঃ ।

বিবুধাগ্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বদেবোত্তমোত্তমঃ ॥ ১০
শিবধ্যানরতঃ স্রীমান্ শ্রীপার্বতপ্রিয়ঃ ।
বজ্রহস্তঃ প্রতিষ্ঠন্তী বিশ্বজ্ঞানী নিশাকরঃ ॥১০
ব্রহ্মচারী লোকচারী ধর্মচারী ধনাধিপঃ ।
নন্দী নন্দীশ্বরো নগ্নো নগ্নব্রতধরঃ শুচিঃ ॥ ১০১
লিঙ্গাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যাক্ষো ধর্ম্যাধ্যাক্ষো যুগাবহঃ ।

সর্বলোকধুক্ । পদ্মাসন পরজ্যোতি পরাবর
পর ফল । পদ্মগর্ভ মহাগর্ভ বিশ্বগর্ভ
বিলক্ষণ । যজ্ঞভূক বরদ দেব বরেশ ও
মহাশ্বন । দেবাসুরগুরু দেব শঙ্কর লোক-
সম্ভব । সর্ববেদময়াচিন্ত্য দেবতা-সত্য-
সম্ভব । দেবমি দেবাধিদেব দেবাসুর-
বরপ্রদ । দেবাসুরেশ্বর দিব্য দেবাসুর-
মহেশ্বর । দেবাসুরবরদাতা * দেবাসুর-
নমস্কৃত । দেবাসুরমহামাত্র দেবাসুরমহাশ্রয় ।
সর্বদেবময়াচিন্ত্য দেবআত্ম-সমুদ্ভব † ঈড্যা-
নীশ সুরব্যাগ্ত দেবসিংহ দিবাকর । -বিবু-
ধাগ্রবর শ্রেষ্ঠ সর্বদেবোত্তমোত্তম । শিব-
ধ্যানরত স্রীমান্ শ্রীপার্বতপ্রিয় । বজ্রহস্ত
প্রতিষ্ঠন্তী বিশ্বজ্ঞানী নিশাকর । ব্রহ্মচারী
লোকচারী ধর্মচারী ধনাধিপ । নন্দী নন্দীশ্বর
নগ্ন নগ্নব্রতধর শুচি ॥৮৯—১০৬॥ লিঙ্গাধ্যক্ষ

* “দেবাসুরাণাং বরদঃ” মূল

† “দেবনামাত্মসম্ভবঃ” মূল ।

স্ববশঃ স্বর্গতঃ স্বর্গঃ সর্গঃ স্বরময়ঃ স্বনঃ ॥ ১০৭
বীজাধ্যক্ষো বীজকর্তা ধর্মকৃৎ ধর্মবর্দ্ধনঃ ।
দন্তোহদন্তো মহাদন্তঃ সর্বভূতমহেশ্বরঃ ॥ ১০৮
শশাননিলয়স্তিষ্যঃ সেতুরপ্রতিমাকৃতিঃ ।
লোকোত্তরঃ স্তুটালোকস্ত্র্যক্ষকো ভক্তবৎসলঃ ॥
অঙ্ককারির্নথেষ্টী বিষ্ণুকঙ্করপাতনঃ ।
বীতদোষোহক্ষয়গুণোহস্তকারিঃ পুষ্পদন্তভিৎ ॥
ধূজ্জটিঃ খণ্ডপরশুঃ সকলো নিকলোহনঘঃ ।
আকারঃ সকলাধারঃ পাণ্ডুরাগো যুগো নটঃ ॥
পূর্ণঃ পুরয়িতা পুণ্যঃ স্নকুমারঃ স্নলোচনঃ
সামগেয়ঃ প্রিয়ঃ ক্রুরঃ পুণ্যকীর্তিরনাময়ঃ ॥ ১১২
মনোজবস্তীর্থকরো জটিলো জীবিতেশ্বরঃ ।
জীবিতান্তকরোহনন্তো বসুরেতা বসুপ্রদঃ ॥
সদগতিঃ সংকৃতিঃ শান্তঃ কালকণ্ঠঃ কলাধরঃ ।
মানী মন্তর্মহাকালঃ সদ্ভূতিঃ সংপরায়ণঃ ॥ ১১৪
চন্দ্রসঞ্জীবনঃ শান্তা লোককটো মহাধিপঃ ।
লোকবন্ধুলোকনাথঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতভূষণঃ ॥ ১১৫
অনপায়োহক্ষরঃ ক্ষান্তঃ সর্বশস্তৃত্তাং বরঃ ।

সুরাধ্যক্ষ ধর্ম্যাধ্যক্ষ যুগাবহ । স্ববশ স্বর্গত
স্বর্গ সর্গ স্বরময় স্বন । বীজাধ্যক্ষ বীজকর্তা
ধর্মকৃৎ ধর্মবর্দ্ধন । দন্তাদন্ত মহাদন্ত সর্ব-
ভূতমহেশ্বর । শশাননিলয় তিষ্য সেতু
অপ্রতিমাকৃতি । লোকোত্তর স্তুটালোক
ত্র্যক্ষক ভক্তবৎসল । অঙ্ককারি মথেষ্টী
বিষ্ণুকঙ্করপাতন । বীতদোষাক্ষয়গুণ যমারি
‡ পুষ্পদন্তভিৎ । ধূজ্জটি খণ্ডপরশু সকল
নিকলানঘ । আকার সকলাধার পাণ্ডুরোগ
যুগ নট ! পূর্ণ পুরয়িতা পুণ্য স্নকুমার স্নলো-
চন । সামগেয় প্রিয় ক্রুর পুণ্যকীর্তি অনা-
ময় । মনোজব তীর্থকর জটিল জীবিতেশ্বর ।
জীবিতান্তকরানন্ত বসুরেতা বসুপ্রদ ।
সদগতি সংকৃতি শান্ত কালকণ্ঠ কলাধর । মান
মন্ত মহাকাল সদ্ভূতি সংপরায়ণ ॥ ১০৭—১১৫
চন্দ্রসঞ্জীবন শান্তা লোককট মহাধিপ । লোক-
বন্ধু লোকনাথ কৃতজ্ঞ কৃতভূষণ । অনপায়া-

‡ “অস্তকারিঃ” মূল ।

তেজোময়ো হ্যতিধরো লোকমায়াগ্রণীস্রগুঃ
সুবিম্বিতঃ প্রসন্নাত্মা তুর্জয়ো হ্রতিক্রমঃ ।
জ্যোতির্ময়ো নিরাকারো জগন্নাথো জলেশ্বরঃ
তুস্বী বীণী মহাশোকো বিশোকঃ শোকনাশনঃ
ত্রিলোকেশস্ত্রিলোকাত্মা সিদ্ধিঃ শুদ্ধিরধোকজঃ
অব্যক্তলক্ষণো ব্যক্তো ব্যক্তাব্যক্তো
বিশাম্পতিঃ ।
বরশীলো বরগুণো গতো গব্যয়নো ময়ঃ ॥ ১১৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ প্রজাপালো হংসো হংসগতির্মতঃ ।
বেধা বিধাতা স্রষ্টা চ কর্তা হর্তা চতুর্মুখঃ ॥ ১২০
কৈলাসশিখরাবাসী সর্ষাবাসী সদাগতিঃ ।
হিরণ্যগর্ভো গগনঃ পুরুষঃ পূর্বজঃ পিতা ॥ ১২১
ভূতালয়ো ভূতপতির্ভূতিদো ভুবনেশ্বরঃ ।
সংযমো যোগবিদ্রুষ্টো ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥
দেবপ্রিয়ো দেবনাথো দৈবজ্ঞো দেবাচলকঃ ।
বিষমাক্ষো বিশালাক্ষো বৃষদো বৃষবর্দ্ধনঃ ॥ ১২৩
নির্ম্যমো নিরহঙ্কারো নির্ম্যোহো নিকপপ্লবঃ ।
দর্পহা দর্পণো দৃষ্টঃ সর্ষভুপরিবর্তকঃ ॥ ১২৪
সপ্তজিহ্বঃ সহস্রার্চিঃ স্নিগ্ধঃ প্রকৃতিদক্ষিণঃ ।

ক্ষর ক্ষান্ত সর্বশস্তৃত্তাংবর । তেজোময়
হ্যতিধর লোকমায়াগ্রণী অণু । সুবিম্বিত
প্রসন্নাত্মা তুর্জয় হ্রতিক্রম । জ্যোতির্ময়
নিরাকার জগন্নাথ জলেশ্বর । তুস্বী বীণী
মহাশোক বিশোক শোকনাশন । ত্রিলো-
কেশ ত্রিলোকাত্মা সিদ্ধি শুদ্ধি অধোকজ ।
অব্যক্তলক্ষণ ব্যক্ত ব্যক্তাব্যক্ত বিশাম্পতি ।
বরশীল বরগুণ গত গব্যয়ন ময় । ব্রহ্মা
বিষ্ণু প্রজাপাল হংস হংসগতি আর । বেধা
ও বিধাতা স্রষ্টা কর্তা হর্তা চতুর্মুখ । কৈলাস-
শিখরাবাসী সর্ষাবাসী সদাগতি । গগন
হিরণ্যগর্ভ পুরুষ পূর্বজ পিতা । ভূতালয়
ভূতপতি ভূতিদ ভুবনেশ্বর । সংযম যোগবিৎ
ভ্রষ্ট ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণপ্রিয় । দেবপ্রিয় দেবনাথ
দৈবজ্ঞ দেবাচলক । বিষমাক্ষ বিশালাক্ষ বৃষদ
বৃষবর্দ্ধন । নির্ম্যম নিরহঙ্কার নির্ম্যোহ নিক-
পপ্লব । দর্পহা দর্পণ দৃষ্ট সর্ষভুপরিবর্তক ।
সপ্তজিহ্ব সহস্রার্চিঃ স্নিগ্ধ প্রকৃতিদক্ষিণ ।

কৃতভব্যভবরাধঃ প্রভবো ভ্রান্তিনাশনঃ ॥ ১২৫
 অর্থোহনর্থো মহাকোশঃ পরকার্যৈকপণ্ডিতঃ ।
 নিষ্কটকঃ কৃতানন্দো নির্ব্যাজো ব্যাজদর্শনঃ ।
 সর্ববান্ সাধিকঃ সত্যঃ কীর্তিস্তম্ভঃ কৃতাগমঃ ।
 অকার্পিতো গুণগ্রাহী নৈকাত্মা লোককর্মকৃৎ ॥
 শ্রীবল্লভঃ শিবারম্ভঃ শাস্তভদ্রঃ সমঞ্জসঃ ।
 ভূশয়ো ভূতিকৃৎভূতিবিভূতিভূতিবাহনঃ ॥ ১২৮
 অকাযো ভূতকাযস্থঃ কালজ্ঞানো মহাপটুঃ ।
 সত্যব্রতো মহাত্যাগ ইচ্ছাশাস্তিপরায়ণঃ ॥ ১২৯
 পরার্থবৃত্তিবরদো বিবিজ্ঞঃ ক্রতীসাগরঃ ॥
 অনির্বিগ্নো গুণগ্রাহী নিষ্কলঙ্কঃ কলহহা ॥ ১৩০
 স্বভাবভদ্রো মধ্যস্থঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুনাশনঃ ।
 শিখণ্ডী কবচী শূলী জটী মুণ্ডী চ কুণ্ডলী ॥ ১৩১
 মেখলী কঙ্কৌ খড়্গী মালী সংসারসারথিঃ ।
 অমৃত্যুঃ সর্বজিৎ সিংহস্তেজোরশির্মহামণিঃ ।
 অসংখ্যোহপ্রমেয়াত্মা বীৰ্য্যবান্ কার্য্য-

কোবিদঃ

বেদ্যো বৈজ্ঞো বিয়দোগোপ্তা সপ্তাবরমুনীশ্বরঃ ।

কৃতভব্য ভবরাধ প্রভব ভ্রান্তিনাশন অর্থ-
 নর্থ মহাকোশ পরকার্যৈকপণ্ডিত । নিষ্কটক
 কৃতানন্দ নির্ব্যাজ ব্যাজদর্শন । সর্ববান
 সাধিক সত্যকীর্তিস্তম্ভ কৃতাগম । অকার্পিত
 গুণগ্রাহী নৈকাত্মা লোককর্মকৃৎ । শ্রীবল্লভ
 শিবারম্ভ শাস্তভদ্র সমঞ্জস । ভূশয় ভূতিকৃৎ
 ভূতি বিভূতি ভূতিবাহন । অকায ভূতি-
 কাযস্থ কালজ্ঞান মহাপটু । সত্যব্রত মহা-
 ত্যাগ ইচ্ছাশাস্তিপরায়ণ । বিবিজ্ঞ পরার্থবৃত্তি-
 বরদ ক্রতীসাগর । অনির্বিগ্ন গুণগ্রাহী নিষ্ক-
 লঙ্ক কলহহা ॥ ১২৫—১৩০ । স্বভাবভদ্র মধ্যস্থ
 শত্রুঘ্ন শত্রুনাশন । শিখণ্ডী কবচী শূলী
 জটী মুণ্ডী ও কুণ্ডলী । মেখলী কঙ্কৌ খড়্গী
 মালী সংসারসারথি । অমৃত্যু সর্বজিৎ সিংহ
 তেজোরশি মহামণি । অসংখ্য * অপ্রমে-
 যাত্মা বীৰ্য্যবান্ কার্য্যকোবিদ । বেদ্য বৈজ্ঞ
 বিয়দোগোপ্তা সপ্তাবরমুনীশ্বর । অমৃতম

“অসংখ্যঃ” মূল ।

অমৃতমো হ্রাদধর্ষো মধুরঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
 সুরেশঃ শরণং শর্য্য-সর্বঃ শব্দবতাং গতিঃ ।
 কালঃ পক্ষঃ করকারিঃ কঙ্কীকৃতবাসুকিঃ ।
 মহেশ্বাসো মহীভর্তা নিষ্কলঙ্কো বিশৃঙ্খলঃ ॥ ১৩১
 হ্যামণিস্তরনির্ধৃতঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসাধনঃ ।
 বিবৃতঃ সংবৃতঃ শিল্পী ব্যাটোরক্ষো মহাভূজঃ ।
 একজ্যোতির্নিরাতঙ্কো নরনারায়ণপ্রিয়ঃ ।
 নির্লেপো নিষ্প্রপঞ্চাত্মা নির্ব্যাগ্রো ব্যাগ্রনাশনঃ ।
 স্তব্যঃ স্তবপ্রিয়ঃ স্তোতা ব্যোমমূর্তিরনাকুলঃ ।
 নিরবদ্যপদোপায়ো বিদ্যারশিরকৃত্রিমঃ ।
 প্রশান্তবুদ্ধিরক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রহা নিত্যশুন্দরঃ ।
 ধ্যেয়োহগ্রধূর্য্যো ধাত্রীশঃ সাকল্যঃ

শর্করৌপতিঃ ॥ ১৩২

পরমার্থগুরুব্যাপী শুচিরাশ্রিতবৎসলঃ ।
 রসো রসজ্ঞঃ সারজ্ঞঃ সর্বসম্বাবলম্বনঃ ॥ ১৪০
 এবং নাম্নাং সহস্রৈশ তুষ্ঠাব গিরিজাপতিম্ ।
 সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা পুণ্ডরীকৈর্হিজোত্তমাঃ ।
 জিজ্ঞাসার্থং হরের্ভক্ত্যা কমলেশু শিবঃ শ্রয়ম্ ।
 তত্রৈকং গোপয়ামাস কমলং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪২

হ্রাদধর্ষ মধুর প্রিয়দর্শন । সুরেশ শরণ শর্য্য
 সর্ব শব্দবতাংগতি । কাল পক্ষ করকারি
 কঙ্কীকৃতবাসুকি । মহেশ্বাসো মহীভর্তা
 নিষ্কলঙ্ক বিশৃঙ্খল । হ্যামণি তরনি ধৃত
 সিদ্ধিদ সিদ্ধিসাধন । বিবৃত সংবৃত শিল্পী
 ব্যাটোরক্ষ মহাভূজ । একজ্যোতি নিরাতঙ্ক
 নরনারায়ণপ্রিয় । নির্লেপ নিষ্প্রপঞ্চাত্মা
 নির্ব্যাগ্র ব্যাগ্রনাশন । স্তব্য স্তবপ্রিয় স্তোতা
 ব্যোমমূর্তি অনাকুল । নিরবদ্যপদোপায়
 বিদ্যারশি অকৃত্রিম । অক্ষুদ্র প্রশান্তবুদ্ধি
 ক্ষুদ্রহা নিত্যশুন্দর । ধ্যেয়াগ্রধূর্য্য ধাত্রীশ
 সাকল্য শর্করৌপতি । পরমার্থগুরু ব্যাপী
 শুচি আশ্রিতবৎসল । রস রসজ্ঞ সারজ্ঞ
 সর্বসম্বাবলম্বন । হে হিজোত্তমগণ ! শিবকে
 পরমভক্তি সহকারে সহস্র পদ্য দ্বারা পূজা
 করিয়া বিষ্ণু, এইরূপ সহস্র নামে স্তব করি-
 লেন । শ্রয়ঃ শিব বিষ্ণুর ভক্তি পরীকার্থ
 (পূজা করিবার সময়) সেই সহস্র কমল

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মে পুষ্পে তদা বিষ্ণুশ্চিস্তয়ন কিমিদৃষ্টিতি ।
জ্ঞানান্ননোহকিমুদ্রিত্য পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥
অথ জ্ঞাত্বা মহাদেবো হরেৰ্ত্তিত্তিঃ সুনিস্চল্যাম্ ।
প্রাহুৰ্ভূতো মহাদেবো মণ্ডলাৎ তিগদীধিতেঃ
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
শূলটঙ্কগদাচক্রকুস্তপাশধরো বিভূঃ ।
বরদাভয়পানিচ সৰ্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ১৪৫
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশঃ ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥
পুনৰ্ননাম চরণৌ দণ্ডবচ্চুলপানিনঃ ॥ ১৪৬
দৃষ্ট্বা শঙ্করং তদা দেবা হৃদ্রবুৰ্ভয়বিহ্বলাঃ ।
চাল ব্রহ্মভূবনঃ চকম্পে চ বসুধরা ॥ ১৪৭
অধশ্চোৰ্দ্ধং ততঃ প্রীতে দদাহ শতযোজনম্ ।
শস্তোৰ্ভগবতস্তেজস্তদৃ দৃষ্ট্বা প্রহসন শিবঃ ॥
অববীচ্ছাঙ্গিণঃ বিপ্রাঃ কৃতাজ্জলিপুটং স্থিতম্ ॥
দেবকার্য্যমিদং জ্ঞাতমিদানীঃ মধুসূদন ।
দিব্যং দদামি তে চক্রমদ্ভুতং তৎ সুদৰ্শনম্ ॥
হিতার্থং সৰ্বদেবানাং নিৰ্ম্মিতং যন্ময়া পুরা ।

হইতে একটি পদ্য গোপন করেন, বিষ্ণু পুষ্পহরণের পর “একি” পদ্য ন্যূন হইল কেন? এইরূপ চিন্তা করত বিবেচনা করিয়া আশ্চর্য্য উৎপাটন করিয়া তদ্বারা শিবপূজা করেন। অনন্তর বিষ্ণুর দৃঢ়ভক্তি অবগত হইয়া—কোটি সূর্য্যসম্মিত শূল-টঙ্ক গদা-চক্র-কুস্ত-পাশ-ধারী বরাভয়কর সৰ্ব্বাভরণ-ভূষিত ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখররূপে শিব সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রাহুৰ্ভূত হইলেন। ভগবান্ কমল-লোচন দেবদেব ঈশ্বরকে অবলোকন করিয়া তাঁহার চরণে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। শিবের সেই মুক্তি দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। অধোদেশ এবং উর্দ্ধদেশ শত যোজন-ভগবান্ শিবের তেজে দম্ব হইতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! তদর্শনে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত বিষ্ণুকে শিব সহাস্তে বলিলেন,—হে মধুসূদন! এক্ষণে উপস্থিত যে দেবকর্ম্ম, তাহা অবগত হইয়াছি, তোমাকে অদ্ভুতদর্শন দিব্য চক্র

গৃহীত্বা তদুত্তরৈর্দৈত্যান্ জহি বিষ্ণো মমাজ্ঞয়া
এবমুক্তা দদৌ চক্রং সূর্য্যযুতসমপ্রভম্ ।
লোকেষু পুণ্ডরীকাক্ষ ইতি খ্যাতিং গতৌ হরিঃ
পুনস্তমত্রবীচ্ছভূর্নায়ায়নমনাময়ম্ ।
বরানন্তান সুরশ্রেষ্ঠ বরয়স্ব যথেষ্পিতান্ ॥ ১৫৩
এবং শস্তোৰ্ভগবতঃ শ্রদ্ধা দেবো জনার্দনঃ ।
অববীৎ খণ্ডপরশুং প্রাজ্জলিঃ প্রণয়াযিতঃ ॥ ১৫৪
শ্রীবিষ্ণুর্বাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ পরমাত্মন্ শিবাব্যয় ।
নিশ্চলা ত্বয়ি মে ভক্তিৰ্ত্তবহিতি বরো মম ॥ ১৫৫
ঈশ্বর উবাচ ।
ভক্তিৰ্ময়ি দৃঢ়া বিষ্ণো ভবিষ্যতি তবানঘ ।
অজেষ্যস্তিষু লোকেষু মৎপ্রসাদান্তবিষ্যসি ॥ ১৫৬
সূত উবাচ ।

এবং দত্ত্বা বরং শঙ্করবিষ্ণুবে প্রভবিষ্ণুবে ।
অন্তহিতৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ইতি দেবোহবব্রবীজবিঃ ॥

প্রদান করিতেছি। হে বিষ্ণো! আমার আদেশে তাহার গুণে তুমি দৈত্যগণ বধ কর। এই বলিয়া অযুতসূর্য্যসমপ্রভ সেই চক্র বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। * (শিবের বরেই) বিষ্ণু জগতে পুণ্ডরীকাক্ষ নামে খ্যাত হইলেন। শিব, অনাময় নারায়ণকে পুনরায় বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! অস্ত্র ঈষ্পিত বর সকল প্রার্থনা কর ॥ ১৩১—১৫৩ ॥ দেব জনার্দন শিববাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে সপ্রণয়ে শিবকে বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ পরমাত্মন্! অব্যয়! শিব! আপনার প্রতি আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। এই আমাকে বর দিন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে অনঘ! বিষ্ণো! আমার প্রতি তোমার অচলা ভক্তি থাকিবে এবং আমার প্রসাদে তুমি ত্রিলোকে অজেষ্য হইবে। সূত বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিব, প্রভু বিষ্ণুকে এইরূপ বর দিয়া অন্তহিত হইলেন, এই কথা সূর্য্য-

* এইস্থলে মূলে আর ২১১টা শ্লোক থাকিলে ভাল হইত।

নাশ্যঃ সহস্রং যদিব্যঃ বিষ্ণুনা সমুদীরিতম্ ।
 যঃ পঠেচ্ছূয়াত্বাপি সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫৮
 অশ্বমেধসহস্রশ্চ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
 পঠিতঃ সৰ্বভাবেণ বিদ্যা বা মহতী ভবেৎ ॥
 জায়তে মহদৈশ্বর্যং শিবশ্চ দয়িতো ভবেৎ ।
 হুস্তরে জলসজ্জাতে যজ্জলং স্থপতাং ব্রজেৎ ॥
 হারায়ন্তে মহাসর্পাঃ সিংহঃ ক্রৌড়ামুগায়তে ॥ ১৬১
 তস্মান্নান্নাং সহস্রেন স্তোতব্যো ভগবান্ শিবঃ
 প্রযচ্ছত্যখিলান্ কামান্ দেহান্তে চ পরাং
 গতিম্ ॥ ১৬২
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে বিষ্ণুচক্রপ্রাপ্তিকথনং
 নার্মৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ঋতঃ শস্তোর্থথা চক্রং প্রাপ্তবান্ পুরুষোত্তমঃ
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ শিবপূজাবিধিং শুভম্
 দেব বলিয়াছেন । বিষ্ণুকথিত শিবসহস্রনাম
 যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সৰ্বপাপ-
 মুক্ত হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ
 করে, ইহাতে সংশয় নাই । একাগ্রচিত্তে
 ইহা পাঠ করিলে মহতী বিদ্যা হয়, মহৎ
 ঐশ্বর্য হয় এবং তাহার প্রতি শিবের ত্রীতি
 হয় । হুস্তর জলে পতিত হইয়া এই সহস্র-
 নাম পাঠ করিলে জল স্থলরূপে পরিণত হয় ।
 এই সহস্রনামপ্রভাবে মহাসর্পগণ হারবৎ
 এবং সিংহ সকলও ক্রৌড়ামুগের স্তায় হইয়া
 থাকে । অতএব ভগবান্ শিবকে সহস্রনাম
 দ্বারা স্তব করা উচিত । এই স্তবে শুভ
 হইলে, তিনি অখিল কামনা এবং দেহান্তে
 পরমগতি প্রদান করেন । ১৫৪—৬২১ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—পুরুষোত্তম, শিবের
 নিকট হইতে যেরূপে চক্র লাভ করেন,

স্মৃত উবাচ ।

শিবপূজাবিধিং বক্ষ্যে সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ
 বক্তুং বর্ষশতেনাপি ন শক্যং বিস্তরেণ তু ॥ ২
 পুরা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গে সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতো ।
 উক্তঃ সনৎকুমারায় নন্দিনা কুলনন্দিনা ॥ ৩
 নন্দীশ্বরং সুখাসীনং সৰ্বজ্ঞং মরুতাং পতিম্ ।
 উপসঙ্গম্য বিধিবদ্ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ৪
 সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ শিবপূজাবিধিক্রমম্ ।
 সর্বেষাং বরদং শাস্তং গণকোটিভিরাবৃতম্ ॥ ৫

সনৎকুমার উবাচ ।

নমস্তভ্যং গণেশায় মার্কণ্ডায়ুতবর্চসে ।
 শিবার্চনবিধিং ক্রহি মম ত্রিদশপূজিত ॥ ৬
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

শিবপূজাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু ব্রহ্মসুতোত্তম ।
 সর্বাশ্বকে মহাদেবে ভক্তোহসি ত্বং যতো মূনে
 তত্রাদৌ বিধিনা স্নাত্বা সমাচম্য যথাবিধি ।
 পূজাস্থানমন্নু প্রাপ্য উপবিষ্টাথ বুদ্ধিমান্ ॥ ৮

তাগা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে শুভ শিব-
 পূজাবিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ।
 স্মৃত বলিলেন,—সংক্ষেপে শিবপূজাবিধি
 কৌতূহল করিতেছি, শতবর্ষেও সবিস্তারে বলা
 যায় না । পূর্বকালে সিদ্ধ-গন্ধর্বসেবিত
 সুমেরুশৃঙ্গে কুলানন্দকারী নন্দী সনৎ-
 কুমারকে শিবপূজাবিধি বলিয়াছিলেন ।
 সনৎকুমার, সুখোপবিষ্ট সর্বলোকবরপ্রদ
 শাস্ত কোটিগণপরিবৃত সর্বজ্ঞ দেবদেব নন্দী-
 শ্বরের সমীপে যথাবিধি উপস্থিত হইয়া
 দণ্ডবৎ প্রণামপূরঃসর শিবপূজাবিধি-পারি-
 পাট্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অমৃতসুধ্য-
 সমতেজঃসম্পন্ন ! গণাধ্যক্ষ ! আপনাকে
 প্রণাম, হে দেবপূজিত ! আমাকে শিবপূজা-
 বিধি উপদেশ দিন । ১—৬ নন্দিকেশ্বর বলি-
 লেন, হে ব্রহ্মনন্দনশ্রেষ্ঠ ! মূনে ! তুমি সর্বাশ্বক
 মহাদেবের ভক্ত বলিয়া তোমাকে শিবপূজা-
 বিধি বলিতেছি ; তাহার প্রথমে যথাবিধি
 স্নান আচমনাদি নিত্যকর্ম সম্পাদন করিয়া
 জ্ঞানসম্পন্ন পূজক পূজাস্থানে গিয়া বসিয়া তিন

বিচারিংগশৌখ্যায়ঃ ।

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েদেবং সদাশিবম্ ॥ ৯
 শরীরশৌষণং কৃত্বা দহনং প্লাবনং ততঃ ।
 শৈবীং ততঃ সমাস্থায় স্তাসকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১০
 যোহয়ং সূত্রাত্মকো মন্ত্রঃ সর্বদেবাত্মকঃ পরঃ ।
 তস্মৈ বর্ণাংশ্চ বিধিবদ্ব্যাসেৎ প্রণবপূর্ব্বকান্ ॥ ১১
 ব্রহ্মাণি ততো বিস্তৃত্য ততশ্চন্দনবারণা ॥ ১২
 পূজাস্থানং সূসম্প্রোক্ষ্য দ্রব্যানি চ মুনীশ্বর ।
 কালনং প্রোক্ষণকৈব প্রণবেন বিধীয়তে ॥ ১৩
 স্থাপয়েৎ প্রোক্ষণীপাত্রং পাদ্যপাত্রং তথৈব চ ।
 তথা হ্যচমনীয়ঞ্চ হবন্তু যথাবিধি ॥ ১৪
 আচ্ছাদ্য দর্ভৈর্ম্মতিমাংস্তেনৈবাত্ম্যক্য বারিণা
 জলং তেষু বিনিষ্কিপ্য দ্রব্যানি চ ততঃ ক্রিপেৎ
 উদীয়ঞ্চন্দনকৈব পাদ্যে তু পরিকল্পয়েৎ ।
 চূর্ণয়িত্বা সকলোলং কর্পূরং জাতীফলম্ ॥ ১৬
 ক্রিপেদাচমনীয়ে তু প্রণবেন যথাক্রমম্ ॥ ১৭
 সর্বত্র চন্দনং দদ্যাদর্ঘ্যাপাত্রেহধুনা শূণ্ ।
 ব্রীহীন্ যবাংশ্চ পুষ্পাণি কুশাগ্রাণি তথৈব চ ।

সিদ্ধার্থানকতাঃশৈব সাজ্যঞ্চ ভসিতং তথা ॥ ১৮
 কুশপুষ্পযবব্রীহিবহুমূলতমালকান্ ।
 প্রক্রিপেৎ প্রোক্ষণীপাত্রে প্রণবেন সুধীকৃতঃ ॥
 সূত্রেণ ভবগায়ত্র্যা গায়ত্র্যা চ দ্বিজোক্তমঃ ।
 প্রোক্ষণীপাত্রমাদায় সম্প্রোক্ষ্য দ্বারপালকৌ ॥
 পার্শ্বতো মাং চতুর্দ্বাং সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ।
 বানরাস্তং ত্রিনয়নং পুষ্পমালাসুশোভিতম্ ।
 সর্বাভরণশোভাঢ্যং নন্দীশং সম্প্রপূজয়েৎ ॥ ২১
 দক্ষিণে তু মহাকালং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনং কালাগ্নিচয়সন্নিভম্ ॥ ২২
 পশ্চাদবৃণুং শস্ত্রাঃ প্রবিষ্টা সূসমাহিতঃ ।
 পঞ্চপুষ্পাজলিং দদ্যাদব্রহ্মাভিঃ পঞ্চতিমুনে ॥ ২৩
 গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মহাদেবং তক্ত্বা সম্পূজয়েদবুধঃ ॥
 স্কন্দং বিনায়ককৈব লিঙ্গত্বদ্বিমথারভেৎ ।
 সূক্তৈর্ম্মত্রেণৈব বিধিবদ্ব্যাসেৎ প্রণবাদিকৈঃ ॥
 আসনং কল্পয়েৎ পশ্চাদৈশ্বর্য্যাদলপঙ্কজে ॥ ২৬
 অগ্নিমা পূর্ব্বপাত্রং স্ত্রাং সর্ব্বভূতমথেষ্বরম্ ।

বার প্রাণায়াম করিবার পর সদাশিব-ধ্যান করিবে। শরীর শৌষণ, দহন এবং প্লাবন করিয়া শৈবদেহ অবলম্বন করিয়া (ভূতশুদ্ধি করিয়া) অঙ্গস্তাস করিবে। সর্বদেবময় সূত্রাত্মক পরম মন্ত্রের (এই মন্ত্র—কাহারও মতে যড়কর, কাহারও মতে মাতৃকা) এক একটি বর্ণ প্রণবযোগে যথাবিধি স্তাস করিবে। অনন্তর হে মুনিবর! মন্ত্র সকল স্তাস করিয়া, চন্দনজল দ্বারা পূজাস্থান ও পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। প্রক্ষালন এবং প্রোক্ষণ প্রণব দ্বারা কর্তব্য। প্রোক্ষণীপাত্র পাদ্যপাত্র এবং আচমনীয় যথাবিধি অবগুষ্ঠন ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কুশ দ্বারা জলাভ্যুক্ষণ করিবার পর তাহাতে জল ঢালিয়া জলে বক্ষ্যমাণ দ্রব্যক্ষেপ করিবে। পাদ্যে বেণার মূল এবং চন্দন দিবে; ককোল কর্পূর এবং জাতীফল চূর্ণ করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে আচমনীয়ে নিক্ষেপ করিবে। চন্দন সর্বত্রই দিবে। এক্ষণে অর্ঘ্যপাত্রে যাহা দেয়, তদ্বিবরণ গ্রহণ

কর;—ব্রীহি, যব, পুষ্প, কুশাগ্র, খেতসর্ষপ, তুল এবং ঘৃতাক্ত ভস্ম অর্ঘ্যপাত্রে দিবে। কুশ, পুষ্প, যব, ব্রীহি, বহুমূল এবং তমাল প্রণব উচ্চারণ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে। দ্বিজোক্তম, সূত্রাত্মক মন্ত্র, শিব-গায়ত্রী এবং গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিয়া—আমি ও মহাকাল এই দুই দ্বারপালকে পূজা করিবে। অযুত-সূর্য্যসমপ্রভ, চতুর্ভুজ, বানরানন, ত্রিনয়ন, পুষ্পমালা-সুশোভিত, সর্বাভরণশোভাঢ্য নন্দীশ নামে আমাকে বামপার্শ্বে পূজা করিবে। ঘোররূপ, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরালবক্র, কালাগ্নিচয়-সন্নিভ মহাকালকে দক্ষিণপার্শ্বে পূজা করিবে। হে মুনে! ১—২২। পরে শিবগৃহাভ্যস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাজল দিবে। জ্ঞানী সাধক, গন্ধপুষ্প দ্বারা মহাদেব, স্কন্দ এবং বিনায়কের পূজা করিয়া যথাবিধি প্রণবাদি-নমোস্ত সূক্তমন্ত্র দ্বারা লিঙ্গত্বদ্বি আরত করিবে। অনন্তর অগ্নিমা দিষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ

কর্ণিকায়াঃ স্তসেদ্বিপ্র বহুর্বে মণ্ডলং ততঃ ।
 সৌরং সৌম্যঞ্চ বিস্তৃত্য ধর্মাদীন বৈ বিদিক্ষু চ
 অধর্মাদীঃস্ততো দিক্ষু সৌম্যস্তান্তে গুণত্রয়ম্ ।
 তৎত্রয়মথো বিদ্বাঃস্ততঃ শত্ৰুং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
 আপরেষিধিনা দেবং গন্ধযুক্তেন বারিণা ॥ ২৯
 পঞ্চামৃতং ততো মস্তৈঃ সাধিতং বিধিপূর্বকম্ ।
 আপয়েৎ প্রণ বনৈব তত্রাদৌ পরমা মূনে ।
 আজ্যেন মধুনা দধা তথা চেন্দ্ররসেন চ ॥ ৩০
 জলন্ত শুদ্ধং বিধিবন্যস্তৈঃ কুর্যাদনেকশঃ ।
 সঙ্খ্যায় সিতবস্ত্রেণ আপয়োদক্ষুশেখরম্ ॥ ৩১
 কুশাপামার্গকপূরজাতৌচম্পকপুষ্পকৈঃ ।
 করবীরৈঃ সিতৈশ্চৈব মল্লিকাকমলোৎপলৈঃ ॥
 আপুর্ধ্য পুষ্পৈঃ সুশুভৈশ্চন্দনাদৈশ্চ তজ্জলম্
 সদ্যোজাতাদিকাস্তত্র বিস্তসেদব্রক্ষণং সুত ॥ ৩৩
 সুবর্ণকলশেনাথ তথা বৈ রাজতেন চ ।

অষ্টদলযুক্ত পদ্মে তাঁহার আসন কল্পনা
 করিবে। অগ্নিমা-ঐশ্বর্য্য সেই পদ্মের পুষ্প
 পত্র। ঐশানকোণের পত্র সর্বজ্ঞতা;
 কর্ণিকারে বহুমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল এবং চন্দ্র-
 মণ্ডল বিস্তার করিবে; অগ্ন্যাদি কোণ চতু-
 ষ্টয়ে ধর্ম্মাদি এবং পূর্ব্ব দি চতুর্দিকে অধর্ম্মাদি
 স্তাস করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের সমোপে গুণত্রয় ও
 তৎত্রয় বিস্তার করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ
 সাধক শিবপূজা করিবে; প্রথম যথাবিধি
 গন্ধযুক্ত জল দ্বারা, অনন্তর মস্তসাধিত পঞ্চা-
 মৃত দ্বারা শিবের স্নান করাইবে। পঞ্চামৃতের
 মধ্যে প্রথম দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান কর্তব্য;
 তাহার মস্ত প্রণব; এবং ঘৃত, মধু, দধি ও
 ইন্দুরস দ্বারা স্নান করাইতে হয়। জল-
 শুদ্ধি বিবিধ মস্ত উচ্চারণপূর্ব্বক অনেক
 প্রকারে করিতে হয়। শুক্রবস্ত্রে আবৃত করিয়া
 শিবকে স্নান করান কর্তব্য ॥ ২৩—৩১ ॥ হে
 ব্রহ্মনন্দন! কুশ, অপামার্গ, কপূর, জাতী-
 পুষ্প, চম্পকপুষ্প, শুক্ল করবীর-পুষ্প, মল্লিকা,
 পদ্ম ও কল্লার-পুষ্প ও উত্তম চন্দনাদি দ্বারা
 স্নানীয় জল পূর্ণ করিয়া তথায় সদ্যোজাতাদি
 স্তাস করিবে। স্কর্চ্চ পুষ্প সমাধৃত—হির-

শঙ্খন মুন্ময়েনাথ শোভিতেন শুভেন চ ॥ ৩৪
 স্কর্চ্চেন সপুষ্পেণ আপয়েন্নাম্পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫
 পবমানেন ক্রদ্রেণ তথা বামৌষবেন চ ।
 তুরিতাথেন ক্রদ্রেণ নীলক্রদ্রেণ বা পুনঃ ॥ ৩৬
 অথর্ষাশরসা বাপি ক্রদ্রেণ চ তথৈব চ ।
 রথস্তরেণ পুণ্যেন ত্রীশৃঙ্কেনাথবা মূনে ॥ ৩৭
 পৌক্রেণ চ শৃঙ্কেন জ্যেষ্ঠসায় চ বিষ্ণুনা ॥ ৩৮
 পঞ্চাভির্ব্রক্ষ ভবীথ শৃঙ্কেন প্রণবেন বা ।
 আপয়েদেবদেবেশং সর্ব্বযজ্ঞকলাপ্তয়ে ॥ ৩৯
 বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতে চ তথা হ্যচমনৌষকম্ ।
 মুকুটঞ্চ শুভং ভদ্রং তথা বৈ ভূষণানি চ ।
 মুখবাসঞ্চ নৈবেদ্যং সর্ব্বং বৈ প্রণবেন চ ॥ ৩৯
 ততঃ স্ফটিকসঙ্কাশং দেবং নিকলমক্ষরম্ ।
 কারণং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকময়ং পরম্ ॥ ৪০
 ব্রক্ষণা বিষ্ণুক্রজাদৈরপি দেবৈরগোচরম্ ।
 বেদবিভিহি বেদান্তৈরগোচরমিতি ঋতম্ ॥ ৪১
 আদিমধ্যান্তরহিতং ভেষজং ভবরোগিণাম্ ।
 শিবলিঙ্গমিতি খ্যাতং শিবলিঙ্গে ব্যবস্থিতম্ ॥
 প্রণবেনৈব মস্ত্রেণ পূজয়েল্লিঙ্গমুর্দ্ধনি ॥ ৪৩

ময় রজতময় বা উত্তম মুন্ময় কলস, অথবা
 শঙ্খ দ্বারা মস্ত উচ্চারণ করিয়া শিবান্নাপন
 কর্তব্য। হে মূনে! পবমান, বামৌষক,
 তুরিতাথ্য, নীলক্রদ্র অথবা অথর্ষা-শিরো-
 নামক ক্রদ্রশৃঙ্ক দ্বারা অথবা ত্রীশৃঙ্ক; পুরুষ-
 শৃঙ্ক, “তদ্বিকোঃ” ইত্যাদি মস্ত, পঞ্চব্রক্ষ-
 শৃঙ্কমস্ত অথবা প্রণব দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞ কল-
 লাভের জন্ত দেবদেব শিবকে স্নান করা-
 ইবে। বস্ত্র যজ্ঞোপবীতযুগ্ম, আচমনৌষ, উত্তম
 মুকুট, বিবিধ ভূষণ, তাহুলাদি মুখশোধক
 বস্ত্র এবং নৈবেদ্য সমস্তই প্রণবোচ্চারণ-
 পূর্ব্বক প্রদান কর্তব্য। অনন্তর স্ফটিক-সঙ্কাশ,
 নিকল, অক্ষর, সর্ব্বলোককার্ণ, সর্ব্বরূপ,
 ব্রক্ষ-বিষ্ণু ক্রজাদি দেবেরও অগোচর, বেদজ
 ও বেদান্তের অস্ত্রেয় আদি-মধ্যান্তরহিত
 ভবরোগিগণের মহৌষধ শিবলিঙ্গে অবস্থিত
 শিবলিঙ্গ নামে খ্যাত পরম বস্ত্র প্রণবমস্ত্র
 উচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গমস্তকে পূজা করিতে

স্তোত্রৈঃ তদ্বা মহাদেবঃ প্রণিপত্য প্রদক্ষিণম্
পুনরর্ঘ্যকং বৈ দত্ত্বা পুষ্পাণি চ বিকীৰ্ণ্য বৈ ।
নাদয়োর্দেবদেবস্ত প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ৪৪
এবং সাক্ষিপ্য কথিতং ব্রহ্মসূত্রো শিবার্চনম্ ।
সর্ববেদেষু যদুচ্চং যথা শস্তোর্ময়া ঐতম্ ॥ ৪৫
সূত উবাচ ।

মনঃকুমারো ভগবান্ ঐতবান্ যচ্ছিবার্চনম্ ।
নন্দীশ্বরাস্তগবতস্তন্ময়া কথিতং ব্রজাঃ ॥ ৪৬
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভক্ত্যা শিবার্চনাবধিক্রমম্
সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
শৌনকসংবাদে শিবপূজাবিধিকথনং নাম
ত্রিচত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অন্তদ্বতং পাপহরং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্ ।
উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ১

হয় । অনন্তর শিবস্তব, প্রদক্ষিণ, প্রণাম,
পুনর্বার অর্ঘ্যদান, পুষ্পার্জলিদান ও দেব-
দেবের চরণে প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবে ।
হে ব্রহ্মপুত্র ! সংক্ষেপে আমি এই শিবপূজা-
বিধি তোমাকে বলিলাম, ইহা সর্ববেদে
গোপনীয়, আমি শিবসমীপে ইহা শ্রবণ
করিয়াছি । সূত বলিলেন,—ভগবান্
মনঃকুমার ভগবান্ নন্দীশ্বরের নিকট
যে শিবপূজা-বিধি শ্রবণ করিয়াছিলেন,
হে বিজগণ ! তাহা আমি আপনাদিগকে
বলিলাম । যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তি-
পূর্বক এই শিবপূজা-বিধিক্রম পাঠ করে,
সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সাদর-
বসতি প্রাপ্ত হয় । ৩২—৪৭ ।

ত্রিচত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—উমা-মহেশ্বর নামে পাপ-
বিনাশক ধর্ম-কামার্থ-মোক্ষপ্রদ ত্রৈলোক্য-

পৌর্ণমাস্যামমাবাস্তাং চতুর্দশষ্টমী তথা ।
কার্যমেতানু তিথিষু নক্তমেতদ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২
ব্রহ্মচারী হবিষ্যাদী সত্যবাদী সূসংযমী ।
বর্ষান্তে প্রতিমা কার্য্য হোম বা রজতেন চ ॥ ৩
পঞ্চামৃতৈস্ত সন্মাপ্য পূজয়েদ্বিধিবাদ্বিজাঃ ।
বস্ত্রেঃ পুষ্পৈরলঙ্কিত্য ভক্ষ্যর্নানাবধৈঃ শুভৈঃ
ধ্বজৈবিতানৈশ্চমরৈর্ধ্বা শোভাং প্রকল্পয়েৎ ।
আচার্য্যং পূজয়েত্তজ্জা বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৫
ভক্ত্যা চ দক্ষণাং দত্ত্বাচ্ছবভক্তাংশ্চ ভোজয়েৎ
শৈবমেকস্ত সন্তোজ্য শতভোজ্যকলং লভেৎ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং দেবস্ত বচনং যথা ॥
প্রতিমাং পূজিতাং পশ্চাৎ তাম্রপাত্রে সুনির্মলে
নিধায় সিতবস্ত্রেণ সজ্জাত্য শিরসা নমেৎ ॥ ৭
শঙ্খতুর্ঘ্যাदिनिर्ঘোষৈঃ শিবস্তায়তনং মহৎ ।
পুনর্বৈজাং সূসংস্থাপ্য ব্রতং শস্তোনিবেদয়েৎ

বিশ্রুত এক ব্রত আছে । পূর্ণিমা, অমাবস্তা,
চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে রাত্রিকালে এই ব্রত
কর্তব্য । ব্রতকর্তা ব্রহ্মচারী, হবিষ্যাদী,
সত্যবাদী এবং সূসংযত হইবে । বৎসরান্তে
সুবর্ণ বা রজত দ্বারা প্রতিমা করিবে । হে
বিজগণ ! সেই প্রতিমা পঞ্চামৃতে স্নান
করাইয়া বস্ত্র ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া
নানাবিধ শুভ ভক্ষ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে ।
ধ্বজ, চন্দ্রাতপ এবং চামর দ্বারা শোভা
সম্পাদন করিবে । গুরুকে বস্ত্র, অলঙ্কার
এবং ভূষণ দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা
করিবে ; ভক্তিসহকারে দক্ষিণা দিবে
এবং শিবভক্তগণকে ভোজন করাইবে ।
একজন শৈবকে ভোজন করাইলে, শত-
জনকে ভোজন করাইবার ফলপ্রাপ্তি হয় ।
ইহা সত্য, সত্য, পুনঃ সত্য—ইহা দেবের
অথবা বেদের বাক্য । পূজিত প্রতিমা নির্মল
তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া শুক্রবস্ত্রে আচ্ছা-
দনপূর্বক প্রণাম করিবে । ১—৭ । শঙ্খ-
তুর্ঘ্যাदि-বাদ্যধ্বনি করিয়া শিবের মহালয়ে
বেদীতে প্রতিমা স্থাপন করিয়া শিবকে ব্রত

শিবং প্রদক্ষিণীকৃত্য পশ্চাদ্বেবং ক্রমাপয়েৎ ॥
 ব্রহ্মা যঃ করোতীদং ব্রতং ত্রিংশপূজিতম্ ।
 সূর্য্যায়ুতপ্রতীকাশং বিমানং সাক্ষকামিকম্ ॥১০
 আকৃষ্ণ স্ত্রীসহস্রৈশ্চ গণৈর্নানাবৈধৈর্বৃতঃ ।
 যাতি মাহেশ্বরং স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥১১
 তত্র মাহেশ্বরান ভোগান ভুক্ত্বা কল্পশতত্রয়ম্
 তদন্তে বৈকবান্ ভোগান্ ভুঙ্ক্তে বিকোঃ

সমীপতঃ ॥ ১২

পশ্চাভোগসমাযুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 ব্রহ্মলোকাৎ পারব্রহ্মঃ প্রাজাপত্যান্ সমশ্রুতে ॥
 তস্মান্নলোকাচ্চ্যুতঃ পশ্চাৎ সৰ্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ।
 সৌমলোকং সমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথৈ-

পিতান্ ॥ ১৪

সৌমাদেবেন্দ্রগন্ধৰ্ব্বযক্ষলোকমন্তুমম্ ।
 ভুক্ত্বা তত্র মহাভোগাঃস্তদন্তে মেকমুর্দ্ধনি ॥১৫
 তদন্তে লোকপালানাং লোকানাসাচ্চ মোদতে ।
 ততঃ কৰ্ম্মাবশেষেণ পৃথিব্যামেকরাড্ভবেৎ ॥
 উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং সৰ্ব্বসুখপ্রদম্ ।

নিবেদন করিবে। শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া
 পরে দেবদেবকে “ক্রমশ্চ” বলিবে। যে
 ব্যক্তি দেব-পূজিত এই ব্রত আচরণ করেন,
 তিনি অযুত-সূর্য্য-সাম্রাজ্য সৰ্ব্বকামপ্রদ বিমানে
 স্ত্রীসহস্র ও বিবিধ গণে পরিবৃত হইয়া
 আরোহণ করত শোকশূন্য শিবপদ প্রাপ্ত
 হন; তথায় ত্রিশত কল্প শৈবভোগ্য ভোগ
 করিবার পর বিষ্ণুসমীপে বৈকবভোগ প্রাপ্ত
 হন; পরে ভোগযোগ সহকারে ব্রহ্মলোকে
 সসন্মানে বাস করেন। ব্রহ্মলোক-ভ্রষ্ট
 হইয়া প্রাজাপত্য লোক ভোগ করেন। সেই
 সৰ্ব্বলোকনমস্কৃত ব্রতী প্রাজাপত্যলোক ভ্রষ্ট
 হইয়া চন্দ্রলোকে যথাভিলষিত ভোগ করিয়া
 সেই ভোগশেষে অত্যাংকুষ্টে ইন্দ্রলোক,
 গন্ধৰ্ব্বলোক এবং যক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া
 তথায় মহাভোগ করিয়া স্ত্রীমেকশৃঙ্গে বিবিধ
 ভোগ করেন। তার পর লোকপালগণের
 লোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ অমৃতভব করেন।
 অনন্তর তিনি কৰ্ম্মশেষে পৃথিবীতে এক-

শঙ্করেণ পুরা গীতং পার্শ্বত্যাঃ বগুধন্ত চ ॥ ১৭
 অগস্ত্যঃ বগুধাঙ্গক্কা প্রাপ্তবান্ মে গুরুস্ততঃ ।
 দ্বৈপায়নামুনিবরাৎ প্রাপ্তবানহমুত্তমম্ ॥১৮
 অন্তচ্চুলব্রতং নাম শৃগুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অমাবান্তাঃ নিরাহারো ভবেদকং স্ত্রুসংযমী ॥১৯
 শূলং পিষ্টময়ং কুত্বা বর্ষান্তে বিনিবেদয়েৎ ।
 শিবায় রাজতং পদ্মং সুবর্ণং কৃতকর্ণিকম্ ॥ ২০
 তক্ত্যা তু বিম্বসেন্মুর্দ্ধি সৰ্ব্বমন্তচ্চ পূর্ববৎ ।
 ব্রহ্মহত্যাাদিভিঃ পাপৈশ্চ্যুক্তো যাতি পরাং গতিম্
 লোকান পূর্বোদিতান্ প্রাপ্য তদন্তে পৃথিবী-
 পতিঃ ।

পূর্ণমাস্ত্যামমাবান্ত্যামকমেকং দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২২
 বর্ষান্তে সৰ্ব্বগন্ধাঢ্যাং প্রতিমাং বিনিবেদয়েৎ ।
 পূর্ববৎ ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মেনানেন বৈ দ্বিজাঃ ।
 অষ্টম্যাক চতুর্দশামুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

চ্ছত্রাধিপত্য প্রাপ্ত হন। উমামহেশ্বর
 নামে সৰ্ব্বসুখপ্রদ ব্রত শঙ্কর পার্শ্বতী ও
 কার্তিকেয়কে বলেন, অগস্ত্য কার্তিকেয়ের
 নিকট ইহা প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট আমার
 গুরু মুনিবর ব্রহ্মদ্বৈপায়ন লাভ করেন, আমি
 এই উত্তম ব্রত তাঁহার নিকট পাইয়াছি।
 ৮-১৮। হে মুনিপুঙ্গবগণ! শূলব্রত নামে
 অন্ত ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এক
 বৎসর অমাবস্তায় উপবাসী হইবে ও
 স্ত্রুসংযমী থাকিবে। বৎসরান্তে পিষ্টকময় শূল
 করিয়া শিবকে তাহা নিবেদন করিবে। সুবর্ণ-
 কর্ণিকাযুক্ত রাজতপদ্ম ভক্তিসহকারে শিব-
 মন্তকে স্থাপন করিবে; অন্ত সকল পারি-
 পাট্য উমামহেশ্বর ব্রতের জ্ঞায়। শূল ব্রত
 যে করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাাদি পাপমুক্ত-
 হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। পূর্বকথিত
 সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইয়া শেষে পৃথিবীপতিত্ব-
 প্রাপ্তি তাহার হয়। এক বৎসর অমাবস্তা
 বা পূর্ণমায় দৃঢ়ভাবে ব্রত সম্পাদন করিয়া
 বৎসরান্তে সৰ্ব্বগন্ধযুক্ত প্রতিমা নিবেদন
 করিবে; এই ব্রত দ্বারাও পূর্ববৎ ফল-
 প্রাপ্তি হয়। অষ্টমী চতুর্দশীতে জিতেন্দ্রিয়

সৰ্বভোগসমায়ুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥২৪

কমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ

শিবপূজাশিবনং সন্তোষোহস্তেয়তা তথা ॥২৫

সৰ্বব্রতেষ্বং ধৰ্ম্মঃ সামান্তো দশধা স্মৃতঃ ॥২৬

অন্তদ্বতং পাপহরং শৃগুধং মুনিপুঙ্গবাঃ ।

যগুখন্ত পুরা প্রোক্তং দেবদেবেন শত্ৰুনা ॥২৭

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।

প্রণম্য বিধিবন্তক্যা পপ্রচ্ছ গিরিজাসুতঃ ॥২৮

কন্দ উবাচ ।

কেন ব্রতেন ভগবন্ সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ।

পুত্রপৌত্রধনৈশ্বৰ্য্যং মনুজঃ সুখমেধতে ॥ ২৯

তন্মে বদ মহাদেব ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।

যেন চৌর্ণেন দেবেশ নরো রাজ্যঞ্চ বিন্ধতি ॥

রাজ্যীব জায়তে নারী অপি দাসকুলোদ্ভবা ।

রাজপুত্রো জয়েচ্ছত্রেন গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥৩১

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবৰ্চস্তুং প্রাপ্য সৰ্বাধিকো ভবেৎ

বর্ণাশ্রমবিহীনোহপি সোহপি সিদ্ধিঞ্চ বিন্ধতি ॥

হইয়া উপবাসী থাকিবে; তাহাতে সৰ্বভোগ ও শিবলোকে সাদর-বসতি প্রাপ্তি তাহার হয়। কমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়-সংযম, শিবপূজা, হোম, সন্তোষ এবং চৌৰ্ঘ্যা-ভাব,—এই দশাবধ ধৰ্ম্ম সৰ্বব্রতের সাধা-রণ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পাপবিনাশক অন্ত ব্রত শ্রবণ করুন। এই ব্রত পূর্বে দেবদেব শত্ৰু ষড়াননকে বলিয়াছিলেন। পার্শ্বতীনন্দন কন্দ কৈলাসশিখরস্থিত দেব-দেব জগদ্গুরুকে ভক্তিসহকারে যথাবিধি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন! কোন ব্রত করিলে পুত্র-পৌত্র ধন-ঐশ্বৰ্য্য-স্বচিৎ অতুলা সৌভাগ্য লাভ হয়—মানব মুখে থাকিতে পারে? হে মহাদেব! যে ব্রত আচরণ করিলে, মনুষ্য রাজ্যলাভও করিতে পারে, (যে ব্রত করিলে) দাসকুল-সমুজা নারীও রাজ্যের স্থায় হয়, গরুড় যেমন সর্পকুল জয় করেন, রাজপুত্র সেইরূপ শত্রু-জয়ী হন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়া সৰ্বা-ধিক হইতে পারেন, আর বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মবর্জিত

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।

অস্তি দূৰ্কাগণপতেব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥৩৩

ভগবত্যা পুরা চৌর্ণং পার্শ্বত্যা পদ্ময়া সহ ।

সরস্বত্যা মহেশ্বরেণ বিষ্ণুনা ধনদেন চ ॥ ৩৪

অশ্বৈশ্চ দেবৈর্মুনিভির্গন্ধৰ্বৈঃ কিমরৈস্তথা ।

চৌর্ণমেতদ্ব্রতং সৰ্বৈঃ পুরা কল্পে ষড়ানন ॥৩৫

চতুর্থী যা ভবেচ্ছুক্কা নভোমাসস্ত পুণ্যদা ।

তস্তাং ব্রতমিদং কুর্যাৎ কার্ত্তিক্যাং বা ষড়ানন

গজাননং চতুর্কাহমেকদন্তং বিপাটিতম্ ।

বিধায় হেমা বিঘ্ৰেশং হেমপীঠাসনস্থিতম্ ॥ ৩৭

তথা হেমময়ীং দূৰ্কাং তদাধারে ব্যবস্থিতাম্ ।

সংস্থাপ্য বিঘ্নহর্তারং কলশে তাত্ত্বতাজনে ॥৩৮

বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেণ সৰ্বতোভদ্রমণ্ডলে ।

পূজয়েদ্রক্তকুসুমৈঃ পত্রিকাভিচ্চ পঞ্চতিঃ ॥৩৯

বিল্বপত্রমপামার্গং শমী দূৰ্কা হরিপ্রিয়া ।

অশ্বৈঃ স্নগন্ধিকুসুমৈঃ পত্রিকাভিঃ স্নগন্ধিভিঃ

হইলেও সিদ্ধিলাভ হয়—তাদৃশ ব্রতোত্তম ব্রত আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—বৎস! ব্রতোত্তম ব্রত বলিতেছি শ্রবণ কর;—দূৰ্কাগণপতির এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত ব্রত আছে; হে ষড়ানন! পূর্বকল্পে ভগবতী পার্শ্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কুবের ও অশ্বাশ্ব দেবতা, মুনি, গন্ধৰ্ব এবং কিম্বর-গণ সকলে এই ব্রত করিয়াছেন। হে ষড়া-নন! শ্রাবণ মাসের যে শুক্লা চতুর্থী অথবা কার্ত্তিক মাসের যে শুক্লা চতুর্থী, তাহাতেই এই ব্রত কর্তব্য। ১৯—৩৬। গজানন, চতুর্ভুজ উৎপাটিত-একদন্ত, বিঘ্নরাজ-প্রতিমা সুবর্ণ, দ্বারা নির্মাণ করিবে এবং স্বর্ণপীঠে স্থাপিত করিবে। সেই আসনে সুবর্ণময় দূৰ্কাও রাখিবে। সৰ্বতোভদ্রমণ্ডলে কলসোপরি তাত্ত্বপাত্রে সেই আসনস্থ গণপতিকে রক্ত-বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া স্থাপনপূর্বক রক্তপুষ্প ও বিল্বপত্র, অপামার্গপত্র, শমীপত্র, দূৰ্কা এবং তুলসীপত্র * এই পঞ্চ পত্র দ্বারা আর অন্ত-

* তুলসীপত্র দ্বারা যে গণেশের পূজা

কলৈশ্চ মোদকৈঃ পশ্চাদুপহারঃ প্রকল্পয়েৎ ।
যথাবহুপচারৈস্ত পূজয়ামি জগৎপতে ॥ ৪১
ইত্যুচ্চাশ্রয়্য নুনং পূজয়েদগ্নিগ্নানুতম ॥ ৪২
এহেহি দেব হেরষ বিশ্বরাজ গজানন ।
উপবিশ্তাসনং দেব সৰ্বকামপ্রদো ভব ॥ ৪৩
(ইত্যাবাহনাসনমন্ত্রঃ) ।

উমানুত নমস্তভ্যঃ বিশ্বব্যাপিন সনাতন ।
বিরোধঃ ছিদ্ৰি সকলমর্থ্যঃ পাণ্ডঃ দদামি তে ॥
(ইত্যৰ্ঘ্যপাদ্যমন্ত্রঃ)

গণেশরায় দেবায় উমাপুত্রায় বেধসে ।
পূজামধ প্রযচ্ছামি গৃহাণ ভগবন্ নমঃ ॥ ৪৫
(ইতি গন্ধমন্ত্রঃ) ।

বিনায়কায় শূরায় বরদায় গজানন ।
উমানুতায় দেবায় কুমারেশ্বরবে নমঃ ।
লম্বোদরায় বৌরায় সৰ্ববিরোধহারিণে ॥ ৪৬
(ইতি পুষ্পমন্ত্রঃ) ॥

উমাকমলসমুত দানবানাং বধায় বৈ ।
অমৃতগ্রহায় লোকানাং স দেবঃ পাতু বিশ্বভুক ॥
(ইতি ধূপমন্ত্রঃ) ।

পরং জ্যোতিঃপ্রকাশায় সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায় চ ।
তুভ্যং দীপং প্রদান্য়ামি মহাদেবাত্মনে নমঃ ॥ ৪৮
(ইতি দীপমন্ত্রঃ) ।

গণানাং হা গণপতিঃ হবামহে,
কবিং কবীনাং উপশ্রমবস্তমম্ ।

বিধ স্মৃগন্ধি পুষ্প স্মৃগন্ধি পত্রিকা দ্বারাও
তাঁহার পূজা করিবে। পরে ফল ও মোদক
দ্বারা উপহারপ্রদান কর্তব্য। ‘যথাবহুপচারৈস্ত’
ইত্যাদি মন্ত্রে গণেশকে অঙ্কাসহকারে পূজা
করিবে। দেব-হেরষ! বিশ্বরাজ গজানন।
আনুন্ন, আনুন্ন; আসনে উপবেশন করিয়া
সৰ্বকামকল প্রদান করুন (ইত্যাদি-অর্থ-
সম্পন্ন) “এহেহি দেব হেরষ” ইত্যাদি অষ্ট
মন্ত্রে যথাশক্তি বিশ্বরাজের পূজা করিয়া
দ্রব্যাদি সহ স্বর্ণ-গণেশ আচার্য্যকে দিবে।
দানমন্ত্র—“গৃহাণ ভগবন্” ইত্যাদি। যে

নিষিদ্ধ আছে, তাহা অন্য প্রকার পূজায়
জানিবে।

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ .
শৃণু মৃতিভিঃ সীদ সাদনম্ ॥ ৪৯
(ইত্যুপহারমন্ত্রাঃ) ।

গণেশ্বর গণাধ্যক্ষ গোত্রীপুত্র গজানন ।
ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু স্বৎপ্রসাদাদিতানন ॥ ৫০
(ইতি প্রার্থনামন্ত্রঃ) ।

এবং সম্পূজ্য বিশেষঃ যথাবিভববিস্তরৈঃ ।
সোপস্করং গণাধ্যক্ষমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥ ৫১
গৃহাণ ভগবন্ ব্রহ্মন্ গণরাজঃ সদক্ষিণম্ ।
ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদ্য সম্পূর্ণা যাতু সূত্রত ॥ ৫২
(ইতি দানমন্ত্রঃ) ।

এবং যঃ পঞ্চ বর্ষাণি কৃত্বোদ্যাপনমাচরেৎ ।
ঐপিতামহভতে কামান দেহান্তে শাকরং পদম্
অথবা শুক্লপক্ষান্ত চতুর্থীং সংযতেশ্রিয়ঃ ।
কুর্ধ্যাদ্বর্ষত্রয়েষু বৎস সৰ্বসিদ্ধিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৫৩
উদ্যাপনং বিনা যন্ত করোতি ব্রতমুত্তমম্ ।
তেন শুক্লতিলৈঃ ক্লৃপ্যং প্রাতঃস্নানং বড়ানন ॥
হেমা বা রজতেনাপি কৃত্বা গণপতিঃ বুধঃ ।
পঞ্চগব্যৈশ্চ স্নান্যাপ্য দূর্ক্যভিঃ সস্ত্রপূজয়েৎ ।
মজ্জৈশ্চ দশভির্ভক্ত্যা দূর্ক্যযুক্তৈঃ শিখিধ্বজ ॥ ৫৬
ইত্যেবং কথিতং বৎস সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং শুভম্ ।
ব্রতং দূর্ক্যগণপতেঃ কিমন্তুচ্ছোভুমহসি ॥ ৫৭
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে উমামহেশ্বরদূর্ক্যগণপতি-
ব্রতকথনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

ব্যক্তি পাঁচ বৎসর এই ব্রত করিয়া, উদ্যাপন
করে, তাহার দেহান্তে অভীষ্ট লোকপ্রাপ্তি
এবং শতুপদ লাভ হয়। অথবা সংযতেশ্রিয়
হইয়া তিন বৎসর প্রতি শুক্লা চতুর্থীতে
এইরূপ ব্রত করিবে; তাহাতে সৰ্বসিদ্ধি-
প্রাপ্তি হইবে। হে বড়ানন! যে ব্যক্তি
এই ব্রত করিয়া উদ্যাপন না করিবে, তাহার
শুক্লতিলযোগে প্রাতঃস্নান কর্তব্য। জানী
সাধক, সূবর্ণ বা রজত দ্বারা গণেশ নির্মাণ-
পূর্বক পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া দূর্ক্য
দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে। হে কার্তিকেয়!
পূর্বোক্ত দশবিধ মন্ত্র ও দূর্ক্য পূজার সাধন।

চতুশ্চরিত্রিশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

মৃগাদিরত্বপর্য্যট্টৈর্জবৈঃ কৃত্বা শিবালয়ম্ ।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্যস্তত্ত্বো বক্তুমিহাহসি ॥ ১
সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বমমঃ সর্ষে প্রভাবঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
শিবালয়স্ত করণাৎ ফলমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ৩
অপি লোষ্ট্রময়ঃ বাপি যঃ করোতি শিবালয়ম্ ।
সর্বযত্নেন বিপ্রস্তা ধর্ম্যকামার্থমুক্তয়ে ॥ ৩
কৈলাসাখ্যঃ যঃ কুর্যাৎ প্রাসাদঃ পরমেষ্ঠিনঃ
মেক্ষাখ্যঃ মন্দরাখ্যঃ বা তুহিনাদ্রিমথাপি বা ॥ ৪
নিষধাদ্রিক নীলাদ্রিঃ মহেন্দ্রাখ্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ
স তৎপর্কতসঙ্কটৈর্বিমানৈঃ সার্ককামিকৈঃ ॥ ৫
গত্বা শিবপদং দিব্যং শিববন্দোদতে চিরম্ ।

বৎস! সর্বসিদ্ধিপ্রদ শুভ দূর্গাগণপতি-ব্রত
এই কথিত হইল, অস্ত্র কি শুনিতে ইচ্ছা
কর। ৩৭—৫৭ ।

ত্রিচরিত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চরিত্রিশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—মৃত্তিকাদি হইতে
রত্ন পর্য্যন্ত জব্য দ্বারা শিবালয় করিলে,
মাতৃষের যে ফললাভ হয়, তাহা একপে
আমাদিগকে বলুন । সূত বলিলেন,—ঋষি-
গণ সকলে পরমেষ্ঠী শিবের প্রভাব শ্রবণ
করুন, শিবালয়-নির্মাণের অনন্ত ফল । হে
বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি সর্বতোযত্ন-সহ-
কারে লোষ্ট্রময় শিবমন্দির করে, তাহারও
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি
কৈলাস নামক, সূমের নামক, মন্দর নামক,
হিমালয় নামক, নিষধ নামক, নীলাদ্রি নামক
অথবা মহেন্দ্রপর্কত নামক শিবপ্রাসাদ নির্মাণ
করে, হে দ্বিজোত্তমগণ! সে ব্যক্তি সেই সেই
ধর্মত-সদৃশ সর্বকাম-প্রদ বিমানারোহণে
দিব্য শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া, চিরকাল শিববৎ

মহাপ্রলয়পর্য্যন্তঃ ভুক্তা ভোগান্ যথেষ্পিতান্ ।
তদন্তে বিষয়াস্ত্যক্তা শিবসায়ুজ্যাপুয়াৎ ॥ ৬
পতিতঃ খণ্ডিতঃ বাপি জীর্ণঃ বা ক্ষুটিতঃ তথা
কারয়েৎ পূর্ববদ্যন্ত সুধাতৈঃ সূমনোহরৈঃ ॥
প্রাকারঃ মণ্ডপঃ বাপি প্রাসাদঃ গোপুরঃ তথা
কর্ত্তুরভ্যধিকঃ পুণাৎ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
বৃত্তার্থঃ বা প্রকুব্বীত নরঃ কর্ম্ম শিবালয়ে ।
যঃ প্রয়াতি ন সন্দেহঃ স্বর্গলোকে সবাঙ্কবঃ ॥ ৯
যচ্চাত্তোগসিদ্ধার্থমপি কৃত্বালয়ে সত্বৎ ।
কর্ম্ম কুর্যাদ্যদি সুখং লব্ধ্বা সৌখ্যং প্রমোদতে
যদাশক্তো ভবেন্নর্ত্তাঃ প্রাসাদং বক্তুর্দীপরে ।
সম্বার্কজনাতিভির্বাপি সর্বান কামানবাগুয়াৎ ॥ ১১
সম্বার্কজনন্ত যঃ কুর্যান্মার্কজন্তা যত্নশ্চয়া ।
চাত্রায়ণসহস্রস্ত ফলং মাসেন লভ্যতে ॥ ১২
শিবস্ত পুরতো বহিঃ সংস্থাপ্যাত্মার্ক্য শঙ্করম্
জুহুয়াদাত্মনো দেহং যঃ স যাতি শিবং পদম্ ॥

আনন্দ ভোগ করে । মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত
অভিলাষাত্মক ভোগ করিয়া, শেষে বিষয়
ত্যাগ করিয়া শিবসায়ুজ্য লাভ করে । যে
ব্যক্তি পতিত, খণ্ডিত, জীর্ণ বা ক্ষুটিত
প্রাকার, মণ্ডপ, প্রাসাদ বা পুরদ্বার
চূর্ণ প্রভৃতি মনোহর জব্যযোগে পূর্ববৎ
প্রস্তুত করে, তাহার পুণ্যলাভ—প্রথম
নির্মাতা অপেক্ষা অধিক হয়, ইহাতে সংশয়
নাই । যে মানব, বৃত্তির জন্তও শিবালয়ে
কর্ম্ম করে, তাহারও সবাঙ্কবে নিশ্চয় স্বর্গবাস
হয় । যে ব্যক্তি আত্মভোগ-সিদ্ধির জন্তও
কৃত্বালয়ে একবার কর্ম্ম করিবে, তাহারও
স্বর্গবাস ও আনন্দ লাভ হয় । শিবপ্রাসাদ-
নির্মাণে সামর্থ্য না থাকিলে,—সম্বার্কজনাতি
করিলেও সর্ব কামনা পূর্ণ হয় । যে ব্যক্তি
যত্নশ্চয়া সম্বার্কজনী দ্বারা শিবালয় মার্কজনা
করে, এক মাসে তাহার সহস্র চাত্রায়ণের
ফল হয় । শিবের সম্মুখে বহিঃস্থাপন ও
শিবপূজা করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে আত্ম-
দেহ আহুতি দিবে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি

শিবকেত্রে নিরাহারো ভূত্বা প্রাণান্ পরি-

তাজেৎ ।

শিবসামুজ্যাপোতি প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥১৪

অধাঃচরণৌ চিহ্না শিবকেত্রে বসেন্নরঃ ।

দেহান্তে শিবসামুজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫

কলং যদধমেধস্ত তদেব কেত্ৰদর্শনাৎ ।

শতাধিকং প্রবেশাচ্চ দ্বিগুণং লিঙ্গদর্শনাৎ ॥১৬

তস্মাচ্ছতগুণা পূজা জলস্নানং ততোহধিকম্ ।

জলস্নানাচ্চ বিপ্রেক্ষাঃ কীর্ত্তনং শতাধিকম্

দগ্ধা সহস্রমাখ্যাতং মধুনা তচ্ছতাধিকম্ ।

আনন্তং সর্পিষা স্নানং বাসসা তচ্ছতাধিকম্ ॥১৮

তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং পঞ্চত্বং শঙ্করালয়ে

তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নিয়মৈর্মহন্ত্যাজেৎ তনুম্ ॥

প্রদক্ষিণাজয়ং কুর্ধ্যাদ্যঃ প্রাসাদং সমস্ততঃ ।

সব্যাপসব্যাব্যাজেন যুত্ গহ্বা শুচির্নরঃ ।

পদে পদেহধমেধস্ত যজ্ঞস্ত ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০

হইবে। শিবকেত্রে অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে, শিবপ্রসাদে শিবসামুজ্য লাভ হয়। স্বীয় পদদ্বয় ছেদন করিয়া শিবকেত্রে বাস করিলে, দেহান্তে নিঃসংশয় শিবসামুজ্যপ্রাপ্তি হয়। শিবকেত্রে-দর্শনে অধমেধ যজ্ঞের ফল হয়, শিবকেত্রে-প্রদেশে শত অধমেধ-যজ্ঞের ফল হয়, আর শিবলিঙ্গ-দর্শনে (কেত্রে প্রবেশ অপেক্ষা) দ্বিগুণ ফল হয়। দর্শন অপেক্ষা পূজার ফল শতগুণ, জল দ্বারা স্নান করানিতে পূজাপেক্ষা অধিক ফল। হুত্ব দ্বারা স্নান করাইলে, জল-স্নাপন অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল, দধিস্নাপন সহস্রগুণ ফল, মধুস্নাপনে দধিস্নাপনাপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল, যুত দ্বারা স্নান করাইলে অনন্ত ফল হয়। বহুদানে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল হয়। শিবালয়ে যুত্যা তদপেক্ষা কোটি-গুণ পুণ্যের জনক। যে ব্যক্তি প্রায়োপ-বেশনাদি নিয়ম দ্বারা (শিবালয়ে) দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পূর্বাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। যে মানব পবিত্র হইয়া পাদচার-প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে গিয়া তিনবার শিব-প্রাসাদের

তুল্যতা থলু যা মুক্তিরনায়াসেন দেখিনাম্ ।

জায়তে কর্ম্মণা যেন শৃগুধ্বং তদ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২১

গোচর্ম্মাত্রাং সংলপ্য মণ্ডলং গোময়েন চ ।

চত্বরং বিধানেন চান্তিরভ্যাক্য মজ্জবিৎ ॥ ২২

অলঙ্কৃত্য বিতানাত্তৈশ্চত্রের্বাপি মনোহরৈঃ ।

বৃদ্ধবৃদ্ধৈবর্দ্ধচৈশ্চ স্বর্গৈরর্থপত্রকৈঃ ॥ ২৩

সিঁটিকৈঃ সিতৈঃ পটৈশ্চ রক্তৈর্নীলোৎপলৈস্তথা

বিমানেন বিচিত্রৈশ্চ মুক্তাদায়্য দ্বিজোক্তমাঃ ॥২৪

সিতযুৎপাত্রকৈশ্চৈব স্তম্ভকৈঃ পূর্ণকুন্তকৈঃ ।

ফলপল্লবমালাভিবৈজয়স্তৌভিরং শুকৈঃ ॥ ২৫

পঞ্চাশদীপমালাভিধূতৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ।

পঞ্চাশদলসংযুক্তং লিখিত্য পদ্মমুক্তমম্ ॥ ২৬

তদ্বদ্বর্গৈস্তথা চূর্ণৈঃ শ্বেতচূর্ণৈরথাপি বা ।

ঐকান্ত্যপ্রমাণেন কুত্বা পদ্মং বিধানতঃ ॥ ২৭

কর্ণিকায়ং ত্র্যসেদেবৎ দেব্য দেবেশ্বরং ভবম্

পর্ণানি বিবত্সেদর্গৈঃ কুজৈঃ প্রাগাত্তনুক্রমাৎ ॥

চতুর্দিক্ প্রদক্ষিণ করে, তাহারও প্রতিপাদ-ক্ষেপে অধমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে দ্বিজোক্তমগণ! যে কর্ম্ম করিলে লোকে তুল্যতা মোক্ষও অনায়াসে পায়, তাহা শ্রবণ করুন। মজ্জজ্ঞ কর্ম্মী গোচর্ম্মাত্রা চতুর্কোণ মণ্ডল গোময়লিপ্ত করিয়া, যথাবিধি জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করিবার পর মনোহর ছত্র, বৃদ্ধ, অর্দ্ধচন্দ্র, স্বর্ণ-অর্থপত্র, শুক্লবর্ণ প্রফুল্ল-পদ্ম, নীলোৎপল, বিচিত্র বিমান, মুক্তামালা, শুক্ল যুৎপাত্র, স্তম্ভক পূর্ণকুন্ত, ফল-পল্লবমালা, পতাকা, বস্ত্র, পঞ্চাশৎ দীপমালা, বিবিধ ধূপ এবং চন্দ্রাতপাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। তাহাতে একহস্তপ্রমাণ পঞ্চাশৎদলযুক্ত উত্তম পদ্ম আঁকিত করিবে। ১১—২৭। তদ্ব্যোগ্য বর্ণ-বিশিষ্ট চূর্ণ * দ্বারা অথবা কেবল শুক্লবর্ণ চূর্ণ দ্বারা যথাবিধি পদ্ম প্রস্তুত করিবে। পদ্মকার্ণ-কায় দেবীসহ দেবদেব শিবকে ন্যস্ত করিবে। পূজাদিক্রমে অকারাদি বর্ণ-যোগে পত্র ও

* মূলে পাঠ স্তনজত নহে। ‘পঞ্চবর্ণ’ হইলে ভাল হয়। তাহার অনুবাদ,—পঞ্চ-বর্ণ চূর্ণ।

প্রণবানিনমোহন্তানি সর্ববর্ণানি স্তুতাতাঃ ।
সম্পূর্ণৈঃ প্ররশ্বেষ্টং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র পকাশবিধিপূর্বকম্ ।
অক্ষমালোপবীতঞ্চ কুণ্ডলে চ কমণ্ডলুং ॥ ৩০
আসনঞ্চ তথা দণ্ডমুকৌষং বস্ত্রমেব চ ।
দ্বা তেষাং দ্বিজেন্দ্রাণাং দেবদেবায় শস্তবে ॥
মহাচক্ৰং নিবেষ্ট্যেব কৃষ্ণং গোমিথুনং তথা ।
অস্ত্রে চ দেবদেবায় দ্বা তদ্বর্ণমণ্ডলম্ ॥ ৩২
যোগোপযোগিজব্যানি শিবায় বিনিবেদ যৎ
ওকারাত্মং জপেদ্ ধীমান্ প্রাতর্বর্ণমনুক্রমাৎ ॥
এবমালিখ্য যো ভক্ত্যা বর্ণমণ্ডলমুত্তমম্ ।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্যাস্তদ্বদামি সমাসতঃ ॥ ৩৪
সাক্ষান্ বেদান্ যথাস্তায়মধীতা বিধিপূর্বকান্ ।
ইষ্টা যজ্ঞৈর্থথাত্মাং জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ ক্রমাৎ
ততো বিশ্বজিতা চেষ্টা পুত্রানুৎপাদ্য মাদৃশান্
বানপ্রস্থান্ অশ্রমং গত্বা সদারঃ সাগ্নিরেব চ ॥ ৩৬
চান্দ্রায়ণাদিকান্ কৃৎস্না সর্কান্ সংশ্রুত্ব বৈ দ্বিজাঃ

তাহাতে ক্রদ্রগণকে বিস্তৃত করিবে ! বিস্তৃত
সকল বর্ণেরই আদিতে প্রণব ও অস্ত্রে 'নমঃ'
ধাকিবে । অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথা-
ক্রমে প্ররশ্বেষ্ট শিবকে ও (ক্রদ্রদিগকে)
পূজা করিবে । বিধিপূর্বক ৫০ জন ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইবে । অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত,
কুণ্ডলমুগল, কমণ্ডলু, আসন, দণ্ড, উকৌষ
এবং বস্ত্র সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণকে দান করিয়া
দেবদেব শিবের উদ্দেশে মহাচক্ৰ নিবেদন
করিয়া কৃষ্ণ গোমিথুন প্রদান করিবে । শেষে
দেবদেব শিবকে সেই বর্ণমণ্ডল প্রদান করিয়া
যোগোপযুক্ত জব্য দিবে । অনন্তর ধীমান্
কর্মী যথাক্রমে আদিতে প্রণব যোগ করিয়া
সমগ্র বর্ণ জপ করিবে । এইরূপে ভক্তি-
পূর্বক উত্তম বর্ণমণ্ডল লিখিলে যে ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি ;—
যথাবিধি সাক্ষ বেদাধ্যয়ন, যথারীতি জ্যোতি-
ষ্টোমাদি-যজ্ঞানুষ্ঠান, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, মাদৃশ
সংপূজ উৎপাদন, পত্নী ও অগ্নির সহিত
বানপ্রস্থ আশ্রমাবলম্বন, চান্দ্রায়ণাদি সকল

ব্রহ্মবিজ্ঞানমধীত্বৈব জ্ঞানমাপাতি যত্নতঃ ॥ ৩৭
জ্ঞানেন জ্যেষ্ঠমালোক্য যোগিবৎ ফলমাপুয়াৎ
তৎ ফলং লভতে সর্বং বর্ণমণ্ডলদর্শনাৎ ॥ ৩৮
যেন কেনাপি বালিখ্য প্রলিপ্যায়তনাম্ভমম্ ।
উত্তরে দক্ষিণে বাপি পৃষ্ঠতো বা দ্বিজোত্তমাঃ
চতুষ্কোণেহপি বা চূর্ণৈরলঙ্কৃত্য সমস্ততঃ ।
বিকার্য গন্ধকুসুমৈধু পৈদীপৈশ্চতুর্বিধৈঃ ।
প্রার্থয়েদেবমৌশানং শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪০
তত্র ভুক্ত্বা মহাভোগান্ কল্পকোটিশতং নরঃ ।
স্বদেহগন্ধৈশ্চ শুভৈঃ পুষ্পৈশ্চ শিবমাদরম্ ॥ ৪১
ক্রমাদাক্ষ সমাপাতি গন্ধকৈশ্চ স্তুপূজিতঃ ।
ক্রমাদাগত্য লোকেহাস্মিন রাজা ভবতি
বৌধ্যবান্ ॥ ৪২
আপঃ পুতা ভবন্ত্যতা বস্ত্রপুতাঃ সমুদ্ভবাঃ ।
অফেনা মূনিশার্দ্দূলা নাদেয়াশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৩
তস্মাদেব সর্বং কাৰ্য্যাণ বৈদিকানি দ্বিজোত্তমাঃ
অদ্ভিঃ কাৰ্য্যাণ সততং পুতাভিঃ সর্কাসিদ্ধয়ে ।

ব্রতচরণ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মবিদ্যা-অধ্যয়ন, তত্ত্ব-
জ্ঞানসম্পাদন এবং জ্ঞানযোগে জ্যেষ্ঠদর্শন,
এই যোগিযোগ্য সকল কর্ম যথাক্রমে করিয়া
যে ফল লাভ হয়, বর্ণমণ্ডল প্রদর্শনে সেই
ফল হইয়া থাকে । হে দ্বিজোত্তমগণ !
যে কোন প্রকারে মণ্ডলাঙ্কন, আয়তনাম্ভম-
লিপন, উত্তর দক্ষিণ পৃষ্ঠ বা চতুষ্কোণে
চূর্ণ দ্বারা অলঙ্করণ, গন্ধ-পুষ্পক্ষেপ
এবং চতুর্বিধ ধূপ-দীপ দান করিয়া
দেবদেব ঈশানের নিকট প্রার্থনা করিলে,
শিবলোকপ্রাপ্তি হয় ! তথায় স্বীয় দেহ-
সৌরভে শিবভবন পূর্ণ করত শতকোটি
কল্প মনঃসুখভোগ করিয়া ক্রমে পুণ্যশেষে
গন্ধর্বলোক প্রাপ্তি হয় ; তথায় গন্ধর্বগণ
তাঁহাকে পূজা করিতে থাকে । ক্রমে এই ধরা-
ধামে আসিয়া বৌধ্যবান্ রাজা হন ॥ ২৭—৪২ ॥
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! শ্রোবরের জল বস্ত্রপুত
হইলে পাবক, কেনবর্জিত নদীজল বিশে-
ষতঃ পবিত্র । হে দ্বিজোত্তমগণ ! অতএব
সর্বসিদ্ধির জন্য বৈদিক সকল কার্যই

অহিংসা তু পরো ধর্মঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং যতঃ
 তন্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বস্ত্রপুতেন কারয়েৎ ॥ ৪৫
 যদানমভয়ং পুণ্যং সর্বদানোত্তমোত্তমম্ ।
 তন্মাৎ সা পরিহর্তব্য হিংসা সর্বত্র সর্বদা ॥ ৪৬
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা সর্বভূতহিতে রতাঃ ।
 যদা দর্শিতপস্থানঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৪৭
 ত্রৈলোক্যমখিলং হৃদ্যং যৎ পাপং জাগতে নৃণাম্
 শিবলয়ে নিহত্যৈকমপি তৎ পাপমাপুয়াৎ ॥ ৪৮
 শিবার্থং সর্বদা কার্য্যাপুস্পহিংসা দ্বিজোত্তমৈঃ
 যজ্ঞার্থং পশুহিংসা চ রাজ্য হৃষ্টেশ্ব শাসনম্ ॥ ৪৯
 ন হস্তব্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা অস্ত্রেণ কুলসম্ভবাঃ ।
 ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমাত্রেয়া বধতো ভবেৎ ॥ ৫০
 স্ত্রিয়ঃ সর্বা ন হস্তব্য সর্বেশৈব দ্বিজাতিভিঃ
 সর্বধর্ম্মেষু বিশ্রেষ্ঠাঃ পাপকর্ম্মরতা অপি ॥ ৫১
 তন্মাদহিংসাদিযুতঃ শাস্তঃ শিবজনপ্রিয়ঃ ।
 ভক্তিঃ শিবে সমাহায় তস্মিন্ জন্মানি মুচ্যতে

পবিত্র জল দ্বারা সম্পাদনীয়। সর্ব প্রাণীর
 অহিংসা পরম-ধর্ম্ম; অতএব সর্বপ্রকার যত্নে
 বস্ত্রপুত জলদ্বারা কৰ্ম্ম কর্তব্য। অভয়দান
 সর্ববিধ শ্রেষ্ঠ দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, অতএব
 সর্বত্র সর্বদা হিংসাবর্জন কর্তব্য। বাহ্য
 বাক্য, মন ও কৰ্ম্ম দ্বারা সর্বভূতের হিতে
 তৎপর এবং দয়া বাহাদিগের পথি-প্রদর্শক,
 তাহার শিবলোকে গমন করেন। সমস্ত
 ত্রৈলোক্য বধ করিলে মানবের যে পাপ হয়,
 শিবমন্দিরে একটি প্রাণবধ করিলেও সেই
 পাপ হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তমগণ! শিবের
 জন্ত সর্বদা পুস্পহিংসা করিবে। যজ্ঞের
 জন্ত পশুহিংসা ও রাজার হৃষ্টশাসনও
 কর্তব্য; কিন্তু ত্রীলোক সর্বত্র অবধ্য। অত্রি-
 কুলসম্ভূতা রমণী বিশেষতঃ অবধ্য।
 আত্মীয়বধে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। হে
 বিশ্রেষ্ঠগণ! পাপকর্ম্মরত হইলেও ত্রীলোক
 কোন দ্বিজের হস্তব্য নহে; ইহা সর্বধর্ম্ম-
 সম্বত ব্যবস্থা। অতএব অহিংসায়ুক্ত, শাস্ত,
 শিবভক্তিপ্রিয় হইয়া শিবে ভক্তি বরিলে
 সেই জন্মেই মুক্তিলাভ হয়। মনোযোগ,

বিশেষতঃ বিরূপাক্ষে বিশ্বব্যাপিনি বিশ্বগে।
 সর্বমন্ত্ৰং পরিত্যজ্য ভক্তিঃ কার্য্য মনোবিভিঃ
 পুত্রবর্তাদিষু যথা সন্তঃ চিত্তং সদা নৃণাম্ ।
 তথা সর্গাধরূপাক্ষে দূরং কিং শাকরং পদম্ ॥
 ভজন্তে যে যথা শত্ৰুঃ কলং তেষাং তথাবিধম্
 প্রযচ্ছতি মহাদেবো ভক্তির্নৈবাস্তি নিফলা ॥ ৫৫
 উচ্ছিষ্টঃ পূজয়েদীশং মোহাক্ষো যদ্বিজাধমঃ
 পিশাচলোকে বিপুলান্ ভোগান্ ভুঙ্ক্তু স
 মানবঃ ॥ ৫৬
 সংক্রুদ্ধো ব্রাহ্মসম্মানমভ্যকৌ যাক্ষমাপুয়াৎ ।
 গান্ধীলো হি গাক্ষসঃ নৃত্যশীলস্তথৈব চ ॥ ৫৭
 খ্যাতিশীলস্তথৈবৈন্দ্রমব্ভক্শ্যচ্চামাপুয়াৎ ॥ ৫৮
 গায়ত্র্যা পূজয়েদীশমদমেকং নিরন্তরম্ ।
 প্রজাপত্যমথাসাদ্য সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৫৯
 ব্রাহ্মণ প্রণবেনৈব তেনৈবাপ্রোতি বৈকবম্ ॥
 শক্য় সর্গদেবাপি সমভ্যর্চ্য মহেশ্বরম্ ।

আর সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বব্যাপী
 বিশ্বগামী বিশেষতঃ বিরূপাক্ষে ভক্তি
 করিবেন। মানবের মন, পুত্র ও ধনাদিতে
 যে প্রকার সতত আসক্ত, শিবের প্রতি
 একবারও সেরূপ হইলে, শিবপদ দূরে থাকে
 না। বাহ্য যে প্রকারে শিবভজনা করে,
 শিব তাহাদের সেই প্রকার ফল দান
 করেন, ভক্তি নিফল হয় না। মোহাক্ষ
 দ্বিজাধম, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় শিবপূজা করিলে,
 পিশাচলোকে বিপুলভোগ প্রাপ্ত হয়। ক্রুদ্ধ
 হইয়া শিবপূজা করিলে ব্রাহ্মসম্মান এবং
 ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিবপূজা করিলে যক্ষসম্মান
 প্রাপ্ত হয়। নৃত্যগীত করত শিবপূজা
 করিলে গন্ধর্ব্বলোক, প্রশংসাপরাগ হইয়া
 শিবপূজা করিলে ইন্দ্রপদ, আর জলাহারে
 থাকিয়া শিবপূজা করিলে চন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়।
 যে ব্যক্তি নিরন্তর এক বৎসর গায়ত্রীমন্ত্রে
 শিবপূজা করে, সে ব্যক্তি প্রজাপতিপদ
 প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকে।
 প্রণব দ্বারা শিবপূজা করিলে ব্রহ্মলোক এবং
 তাহাতেই বিকুলোৎপাদিত হয়। মানব,

কুদ্রলোকমুখ্যাপ্য কদ্রৈঃ সাক্ষিঃ প্রমোদতে ॥
য ইমং পঠতেহধ্যায়ং শ্রদ্ধয়া শিবসন্নিধৌ ।
সৰ্বপাপবিনিষ্কৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৬২
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
শৌনক-সংবাদে শিবালয়করণাদিকলকথনং
নাম চতুশ্চহারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচহারিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ভূয়োহপি শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ
কথং সৰ্বস্বাকো কুদ্রঃ কথং পাশুপতং ব্রতম্ ।
কহি সূত মহাভাগ সৰ্বমেতদসংশয়ম্ ।
কথং নো জায়তে শ্রীতিঃ শ্রোতুং শিবকথামৃতম্
সূত উবাচ ।

পুরা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ভূষ্টকামা মহেশ্বরম্ ।
মন্দরং প্রযযুঃ সৰ্বৈশ্চ শস্তোঃ প্রিয়ভরং গিরিম্ ॥
তদ্বা প্রাজলয়ো দেবা হরস্ত পুরতঃ স্থিতাঃ ।

শ্রদ্ধাসহকারে একবার মাত্র শিবপূজা করি-
লেও কুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া কুদ্রগণের সহিত
আনন্দ ভোগ করিতে পারে। যে ব্যক্তি
এই অধ্যায় শ্রদ্ধাসহকারে শিবসমীপে পাঠ
করিবে, সে, সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে
সাদরে স্থান পাইবে । ৪৩—৬২ ।

চতুশ্চহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচহারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—পরমেষ্ঠী শিবের
আরও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আভিলাষী
হইয়াছি । কুদ্র সৰ্বস্বাক কেন এবং পাশু-
পত ব্রত কিরূপ ? হে মহাভাগ সূত । ইহা
নিঃসংশয়ে বলুন । শিবকথামৃতশ্রবণে কেন
না শ্রীতি হইবে ? সূত বলিলেন,—পূৰ্ব-
কালে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবদর্শনাতলাবে
শিবের প্রিয়ভর মন্দর-পৰ্বতে গমন করেন ।
দেবগণ শুব করিয়া কৃতাজলিপুটে শিবসম্মুখে

তান দৃষ্ট্বা মহাদেবো লীলয়া পরমেশ্বরঃ ॥ ৪
তেষামপহৃতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্ ।
দেবা হৃপৃচ্ছস্তং দেবমাত্মানং পুরতঃ স্থিতম্ ।
আসংস্তে সৰুদজ্ঞানাং তমাহঃ কো ভবানিতি
অববীজগবানীশোহহমেব পুরাতনঃ ॥ ৬
আসং প্রথমমেবাহঃ বর্তামি চ সুরোত্তমাঃ ।
ভাবিষ্যামি চ লোকেহস্মিন্ মত্তো নাশ্তোহ্যত

কশ্চন ॥ ৭

ব্যতিরিক্তঞ্চ মত্তোহস্তি নাশ্চ ॥ কাকং সুরো-

ত্তমাঃ ।

নিত্যানিত্যোহহমেয়াস্মি ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণ্পতিঃ
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব প্রকৃতাশ্চ পুমানহম্ ।
ত্রিষ্টুজগত্যমুষ্টিপ চ পণ্ডিতুহন্দ্রয়ীময়ঃ ॥ ৯
সত্যোহহং সৰ্বতঃশাস্ত্রেতাগ্নিগৌরহং গুরুঃ
গোধ্যহঞ্চ হরশ্চাহং জোরহং জগতাং প্রভুঃ ॥ ১০
শ্রেষ্ঠোহহং সৰ্বতত্ত্বানাং বরিতোহহমপাং পতিঃ
আপোহহং ভগবানীশস্তেজোহহং বোদরপ্যহম্

দণ্ডায়মান রহিলেন । অনন্তর পরমেশ্বর
মহাদেব তাঁহাদগকে দর্শন করিয়া লীলা-
ক্রমে সেই ব্রহ্মাদদেবগণের জ্ঞান অপহরণ
করিলেন । দেবগণ সম্মুখস্থিত আত্মস্বরূপ
মহাদেবকে অজ্ঞান বশতঃ একবার জিজ্ঞাসা
করিলেন,—“কে আপান ?” ভগবান
মহেশ্বর বাণিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আমিই
পুরাতন, প্রথমে আমিই হিগাম, একপেও
আমি আছি, এই লোকে পরেও আমি
থাকিব ; আমি ভিন্ন আর কেহ একপ নহে ।
হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! মদাতারক্ত আর কিছুই
নাই । আমি নিত্য, আমি আনত্য ; আমি
ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মণ্পতি (ব্রহ্মার ঈশ্বর),
আমি দিকু-বাদিকু, প্রকৃত পুরুষ ; আমি
ত্রিষ্টুপ্ জগতা অমুষ্টিপ এবং পণ্ডিতুহন্দঃ ;
আমিই জম্বী । আমি সৰ্বতোভাবে শাস্ত্র,
সত্য ; আমি ত্রেতাযুগ, আমি গো ও আমি
গুরু । আমি হর, আমি গোরী, আমি আকাশ,
এবং আমি জগদাশ্বর । ১—১০ । আমি সৰ্বতঃ
শ্রেষ্ঠ, আমি বরিত, আমি সমুদ্র, আমি জল,

ঋগ্বেদোহং যজুর্বেদঃ সামবেদোহমাত্মভূঃ ।
 অথর্বণোহং মজ্জোহং তথা চাক্ষরসাং বরঃ ॥
 ইতিহাসপুরাণানি কল্লোহং কল্পনা হুহম্ ।
 অক্ষরঞ্চ করুণাহং ক্ষান্তিঃ শান্তিরহং খগঃ ॥
 শুভ্রোহং সর্ববেদেষু আরণ্যোহমজোহপ্যহম্ ।
 পুঙ্করঞ্চ পবিত্রঞ্চ মধ্যাকাং ততঃ পরম্ ॥ ১৪
 বহিষ্ঠাহং তথা চান্তঃ পুরস্তাদহমব্যয়ঃ ।
 জ্যোতিষ্ঠাহং তমষ্ঠাহং ব্রহ্মাবিসুংমহেশ্বরঃ ॥ ১৫
 বুদ্ধিঃ হিমহঙ্করস্তন্মাত্মাণীন্দ্রিয়ানি চ ।
 এবং সর্বঞ্চ মামেব যো বেদ স সুরোত্তমঃ ॥
 স এব সর্ববিৎ সর্বঃ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ ॥ ১৬
 গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ সর্গান ব্রাহ্মণোন হবীঃষিচ
 হবিষা যন্তথা সত্যং সত্যেন চ সুরোত্তমাঃ ॥ ১৮
 ধর্ম্যং ধর্ম্যেন চ তথা তর্পয়ামি স্ততেজসা ।
 ইত্যাদি ভগবানুজ্ঞা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১৯

আমি ভগবান ঈশ্বর, আমি তেজ, বেদিও আমি । আমিই আত্মসমুত্ত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ *, আমি অথর্ববেদমন্ত্র, আমিই অঙ্গিরঃপ্রবর । আমি ইতিহাস, পুরাণ, কল্প গ্রন্থ এবং কল্পনা । আমি অক্ষর, আমি ক্ষর, আমি ক্ষান্তি, আমি শান্তি, আমিই গগনচারী । আমি সর্ববেদান্তগুহ, আমি আরণ্য, আমি অজ্ঞ । আমি পুঙ্কর, পবিত্র এবং মধ্য । আমি তাহারও অতিরিক্ত ; অব্যয়স্বরূপ আমি অন্তর, বাহ্য এবং সমুখ । আমি জ্যোতিঃ, আমি অন্ধকার । আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর । আমি বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় । যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ সর্বাঙ্গক জ্ঞান করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ । সেই ব্যক্তি সর্বজ্ঞ, সর্বস্বরূপ, সর্বাত্মা এবং সর্বদর্শী । আমিই গো দ্বারা গোকৈ, ব্রাহ্মণ সকলকে ব্রাহ্মণ্য দ্বারা, যুতকে যুত দ্বারা, সত্যকে সত্য দ্বারা এবং ধর্ম্যকে ধর্ম্য দ্বারা

* আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং আমি আত্মভূ (বিষ্ণু, ব্রহ্মা বা কামদেব ইহার অর্থান্তর) ।

নাপশ্যন্তে ততো দেবং ক্রুদ্রং পরমকারণম্ ।
 তে দেবাঃ পরমাত্মানং ক্রুদ্রং ধ্যায়ন্তি শঙ্করম্
 সনারায়ণকো দেবাঃ সেন্দ্রাশ্চ মুনয়স্তথা ।
 ততোর্দ্ধিবাহবো দেবাঃ হস্তবন্ শঙ্করঃ তদা ॥ ২১
 দেবা উচুঃ ।

য এষ ভগবান্ ক্রুদ্রো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্নহেশ্বরঃ ।
 ক্রুদ্রাশ্চাশ্রিত্য চন্দ্রো ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ২২
 ভূতানি চ তথা সূর্য্যঃ সোমাদ্যষ্টৌ গ্রহাস্তথা ।
 প্রাণঃ কালো যমো মৃত্যুরমৃতং পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বর্তমানং মহেশ্বরঃ ।
 বিশ্বং ক্রুৎশ্চ জগৎ সর্বং সত্যং তস্মৈ নমো নমঃ
 ওমাদৌ চ তথা মধ্যে ভূর্ভুবঃস্বস্ত্যেব চ ।
 অস্তে স্বং বিশ্বরূপোহসি শীর্ষঞ্চ জগতঃ সদা ॥
 ব্রহ্মৈকভূতঃ দ্বিত্রিধোর্দ্ধমধস্তমঃ সুরেশ্বরঃ ।
 শান্তিঃ চ স্বং তথা পুষ্টিস্তৃষ্টিচাপ্যহুতং হুতম্ ॥ ২৬
 বিশ্বকৈব তথাবিশ্বং দত্তঞ্চাদত্তমৌশ্বরঃ ।
 ঋতং বাপ্যথবা দেব পরমপ্যপরং ধ্রুবম্ ॥ ২৭
 পরায়ণং সত্যাকৈব অসত্যামপি শঙ্কর ॥ ২৮

স্বীয় তেজে তর্পিত করি । ভগবান্ এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । অন্তর সেই দেবগণ, পরমকারণ ক্রুদ্রকে দেখিতে পাইলেন না । তখন দেবগণ, পরমাত্মা শঙ্কর ক্রুদ্রকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । ১১—২১ । অনন্তর নারায়ণ-ইন্দ্র-সমষ্টিত দেবগণ ও মুনীগণ উর্দ্ধবাহ হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—যে ভগবান্ ক্রুদ্র, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ক্রুদ্র, অগ্নি-চন্দ্র, চতুর্দশভুবন ও ভূতগণ; যিনি চন্দ্র-সূর্য্য অষ্ট গ্রহ, প্রাণ-কাল-যম, মৃত্যু, অমৃত ও পরমেশ্বর; যিনি ভূত-ভবিষ্য-বর্তমান; যিনি মহেশ্বর বিশ্ব এবং সম্পূর্ণ জগৎ; যিনি সত্যস্বরূপ; তাঁহাকে নিত্য বারংবার নমস্কার করি । যিনি আদিতে প্রণব, মধ্য ভূর্ভুবঃস্বঃ এবং অস্তে বিশ্বরূপ জগতের শীর্ষ; যিনি ব্রহ্মরূপে একতত্ত্ব, উর্দ্ধ এবং অধোরূপে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ তত্ত্ব; যিনি শান্তি, পুষ্টি, তৃষ্টি, হুত এবং অহুত; যিনি বিশ্ব এবং বিশ্বাতিরিক্ত; যিনি দত্ত এবং অদত্ত;

অপাম সোমমম্বতা অক্ষমা-
গম্ব জ্যোতিরবিদ্যাম দেবান্ ।
কিং নুনমম্বান কৃণবদরাতিঃ
কিমু ধৃতিরমৃত মর্ত্যাস্ত ॥ ২৯

এতজ্জগদেদিতব্যমক্ষরং সূক্ষ্মমব্যয়ম্ ।
প্রাজাপত্যং পবিত্রং বা সোম্যামগ্রাহমগ্রিয়ম্ ॥
আগ্নেয়েনাপি চাগ্নেয়ং বায়ব্যান সমীরণম্ ।
সৌম্যেন সৌম্যং গ্রাসতে তেজসা স্তেন লৌলয়া
তস্মৈ নমোহপসংহত্রে মহাগ্রাসায় শূলিনে ।
হৃদিষ্টা দেবতাঃ সর্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
হৃদি স্মৃতি যোনিষ্ঠং তিস্রো মাত্রাঃ পরম্ব সঃ
শিরশ্চোত্তরতন্তুস্ত পাদৌ দক্ষিণতন্তুখা ॥ ৩৩
স যো জীবোত্তরঃ সাক্ষাৎ স ওঙ্কারঃ সনাতনঃ
ওঙ্কারো যঃ স বৈ দেবঃ প্রণবো ব্যাপ্য তিষ্ঠতি
অনন্ততারঃ সূক্ষ্মশ্চ শুক্রং বৈদ্যাতমেব চ ।
পরব্রহ্ম স ঐশান একো ব্রহ্মঃ স এব চ ॥ ৩৫
ভবাম্ মহেশ্বরঃ সাক্ষাৎসহাদেবো ন সংশয়ঃ ।
ত্রেবং স ওঙ্কারঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৬

যিনি ঋত, পর, অপর, ধ্রুব এং সদসংপরা-
য়ণ ; যিনি ‘অপাম’ ইত্যাদি মজ্জাক, জগৎ-
জ্ঞেয়-অব্যয়, সূক্ষ্ম, অক্ষর ; যিনি পবিত্র
প্রাজাপত্যমন্ত্র; যিনি অগ্রাহ, অগ্রিয় ও সৌম্য-
রূপ ; যিনি স্ত্রীয়া আগ্নেয়তেজে আগ্নেয়-তেজ,
বায়ব্য-তেজে বায়ু এবং সৌম্যতেজে সৌম্য-
তেজ লৌল্যক্রমে গ্রাস করেন, সেই মহাগ্রাস-
সংহর্তা শূলপাণি শঙ্কর ঈশ্বরকে নমস্কার ।
হৃদয়ে সর্বদেবতা প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ে প্রাণ
প্রতিষ্ঠিত, সর্বযোনি আপনি মাত্রাস্বরূপে ও
তদতীতরূপে হৃদয়ে অবস্থিত । তাঁহার উত্তরে
মস্তক, দক্ষিণে চরণ ; তিনি জীবোত্তর এবং
সেই সনাতন দেবই প্রণবস্বরূপ । যিনি ওঙ্কার,
তিনি সেই দেব ; প্রণবরূপী সেই দেব-জগৎ-
ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত । তিনি অনন্ত-তার,
সূক্ষ্ম শুক্র ও বৈদ্যাত-স্বরূপ ; তিনি পরব্রহ্ম
ঐশান এবং একমাত্র ব্রহ্ম । আপনি সাক্ষাৎ
মহাদেব মহেশ্বর, ইহাতে সংশয় নাই । উৎক
উন্নত করান বলিয়া ওঙ্কার ; প্রাণকে টানিয়া

প্রাণান্ নয়তি যৎ তস্মাৎ প্রণবঃ পরিভাষিতঃ
সর্বব্যাপ্নোতি যৎ তস্মাৎ সর্বব্যাপী সনাতনঃ
ব্রহ্মা হরিশ্চ ভগবানাদ্যন্তঃ নোপলব্ধবান্ ।
যথান্তে চ ততোহনন্তো ব্রহ্মঃ পরমকারণম্ ॥ ৩৮
যৎ তারয়তি সংসারাৎ তার ইত্যভিধীয়তে ।
সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীর্যাণি সর্ববদা হৃদিতিষ্ঠতি ॥ ৩৯
তস্মাৎ সূক্ষ্মঃসদা খ্যাতো ভগবান্নীললোহিতঃ
নীলশ্চ লোহিতশ্চৈব প্রধানপুরুষাভ্যাং ॥ ৪০
স্কন্দত্রেহস্ত যতঃ শুক্রং ততঃ শুক্রময়ীতি চ ।
বিদ্যোত্যয়তি যৎ তস্মাদ্ভৈদ্যাতং পরিগীয়তে ॥ ৪১
বৃহস্পাদবৃংহণাদব্রহ্ম বৃংহতে চ পরাবরাম্ ।
তস্মাদ্ বৃহতি যৎ তস্মাৎ পরং ব্রহ্মোতি

কীর্তিতম্ ॥ ৪২

অদ্বিতীয়োহথ ভগবঃ সুর্য্যঃ শিব ঈশতে ।
ঐশানমস্ত জগতঃ স্বর্দৃশং ব্রহ্মমৌখরম্ ॥ ৪০
ঐশানমিদ্র তস্মৈ সর্বেষামপি সর্বদা ।

লন বলিয়া প্রণব ; সকল বস্তু ব্যাপিয়া অব-
স্থিত, এইজন্য আপনি সর্বব্যাপী ও সনাতন ।
অন্তান্ত ব্যক্তির স্তায় ব্রহ্মা এবং হরিও পরম-
কারণ ব্রহ্মের আদি অন্ত জানিতে পারেন
নাই, এই কারণে তিনি অনন্ত । সংসার
হইতে নিস্তার করেন বলিয়া তিনি তার নামে
কথিত । ভগবান্ সর্বদা সূক্ষ্মরূপে শরীর্য-
াধি-
ষ্ঠিত বলিয়া সূক্ষ্ম নামে খ্যাত । নীল এবং
লোহিতবর্ণ বলিয়া তিনি নীললোহিত ।
প্রকৃতিপুরুষরূপী তাঁহা হইতে শুক্র স্থলিত হয়
বলিয়া তিনি শুক্রময় * নামে খ্যাত ।
বিদ্যোতন (প্রকাশ) করেন বলিয়া তাঁহার
নাম বৈদ্যাত । বৃহস্প এবং বুদ্ধিজনক হেতু
তিনি ব্রহ্ম । বৃহৎরূপে স্থিত হইয়া এই পরাপর
অর্থাৎ কার্যকারণস্বরূপ জগৎকে বর্ধিত করেন
বলিয়া তিনি পরমব্রহ্ম ২২—৪২। সেই ভগ-
বান্ শিব অদ্বিতীয় এবং সুর্য্য । তিনি
আত্মা ও স্বাবরের অধীশ্বর, জগৎস্বামী,
স্বর্গদেবী, জগৎপালক ঈশ্বরের ও ঈশ্বর এবং

* “শুক্রমায়ৈ” পাঠ বরং সঙ্গত ।

ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যাণাং যৎ তদীশানমুচ্যতে ॥৪৪॥
 যদীকতে চ ভগবান্ নিরীকয়তি চান্দ্রধা ।
 আত্মজ্ঞানং মহাদেবো যোগো গময়তি স্বয়ম্ ।
 ভগবাংশোচ্যতে তেন দেবেদেবো মহেশ্বরঃ
 সৰ্বলোকান ক্রমেণৈব যো গৃহ্নাতি মহেশ্বরঃ
 বিশ্বজ্যোত্বেব দেবেশো বাসয়ত্যপি লীলয়া ॥৪৭॥
 এষ হি দেবঃ প্রদিশো ব্লু সৰ্বাঃ
 পূৰ্বো হি জাতঃ স উ গৰ্ভ অন্তঃ ॥ ৪৮
 স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
 প্রত্যগ্জ্ঞানান্তিষ্ঠতি সৰ্বতোমুখঃ ।
 উপাসিতব্যঃ যত্নেন তদেতৎ সন্তিরগ্রিয়ম্ ॥৪৯॥
 লভো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ ।
 তদগ্রহণমেবেহ যদ্বাগ্ বদতি যত্নতঃ ॥৫০॥
 অপরক পরঞ্চেতি পরায়ণমিতি স্বয়ম্ ।
 বদন্তি বাচঃ সৰ্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ নীললোহিতম্ ॥৫১॥
 এষ সৰ্বো নমস্তস্মৈ পুরুষঃ পিঙ্গলঃ শিবঃ ।
 স একঃ স মহাক্রজো বিশ্বং ভূতং ভবিষ্যতি ॥৫২॥

ভুবনং বহুধা জাতং জায়মানমিতস্ততঃ ।
 হিরণ্যবাহুর্ভগবান্ হিরণ্যমপি চেশ্বরঃ ॥৫৩॥
 অধ্বিপতিরীশানো হেমরেতা বৃষধ্বজঃ ।
 উমাপতিবিক্রপাক্ষো বিশ্বভূত্বংবাহনঃ ॥৫৪॥
 ব্রহ্মাণং বিদধে যোহসৌ পুত্রমগ্নেঃ সনাতনম্ ।
 প্রহিণোতি স তস্মৈ চ জ্ঞানমাত্মপ্রকাশকম্ ।
 তমেকং পুরুষং ক্রজং পুরুহুতং পুরুষ্টুতম্ ॥৫৫॥
 বালাগ্রমাত্রং হৃদয়ম্ মধ্যো
 বিশ্বদেবং বহিরূপং বরেন্যম্ ।
 তমাত্মস্থং যেহুপশুস্তি ধীরা-
 স্তেষাং শাস্তিঃ শাস্তী নেতরেবাম্ ॥ ৫৬
 মহতোহপি মহীয়ান্ স অণোরপ্যনুরব্যয়ঃ ।
 শুভ্রাং নিহিতশ্চাত্মা জন্তোরস্ত মহেশ্বরঃ ॥৫৭॥
 বিশ্বং ভূতঞ্চ বিশ্বম্ কমলং স্মাদ্ধি স্বয়ম্ ।
 গহ্বরং গগনাস্তম্ বিশ্বাস্তশ্চোদিতঃ স্থিতম্ ॥
 তত্রাপি শুভ্রং গগনমোদ্ধারং পরমেশ্বরম্ ।
 বালাগ্রমাত্রং মধ্যস্থমুতং পরমকারণম্ ॥৫৯॥

তিনি সৰ্ববিদ্যার ঈশ্বর, এইজন্ত তিনি ঈশান নামে কথিত । সেই ভগবান্, আপনি তত্ত্ব দর্শন করেন, অথচ অন্তকে অন্ত প্রকার দর্শন করান এবং সেই মহাদেবই স্বয়ং যোগরূপে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, এইজন্ত দেবদেব মহেশ্বর ‘ভগবান্’ নামে কথিত । এই মহেশ্বর ক্রমেই সৰ্বলোক গ্রহণ এবং সৰ্বলোক বিসৰ্জন করেন; আর লীলাক্রমে ইনিই তাহাদিগকে স্থাপন করেন । সেই দেবদেবই সৰ্বাদিব্যাপী, তিনিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানস্বায়ী । তিনিই প্রত্যগাত্মরূপে এবং অন্তর্বাহ্যে অবস্থিত । তিনি সৰ্বতোমুখ । বাক্য ও মন বাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই আশ্রয় তত্ত্বকেই যত্নসহকারে উপাসনা করা উচিত । “তিনি গ্রহণের অযোগ্য” বাক্য যত্নসহকারে এই কথা প্রকাশ করে । তিনি পর, অপর এবং পরায়ণ । বাক্য তাঁহাকে সৰ্বজ্ঞ শঙ্কর ও নীললোহিত নামে প্রকাশ করে । এই পিঙ্গল পুরুষশিবই সৰ্ব, তাঁহাকে নমস্কার । সেই এক মহাক্রজই

বিশ্ব, তিনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ; তিনি উৎপন্ন এবং উৎপৎশ্রুমান ভুবনস্বরূপে নানা প্রকারে অবস্থিত । সেই বৃষধ্বজই হিরণ্যবাহু, ভগবান্ ঈশ্বর, অধ্বিপতি, ঈশান, হিরণ্যরেতা এবং হিরণ্য । তিনি উমাপতি বিক্রপাক্ষ, বিশ্বভোগী এবং বিশ্ববাহন । যিনি অগ্নি হইতে সনাতন ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছেন এবং আত্মপ্রকাশ জ্ঞান তাঁহাকে দিয়াছেন, সেই একমাত্র পুরুহুত পুরুষ্টুত হৃদয়মধ্যে কেশাগ্রপরিমাণে অবস্থিতি বহিরূপী বরেন্য আত্মস্থিত বিশ্বদেবকে যে ধীরগণ দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্য শাস্তি হয়; অপরের হয় না ॥৪৩—৫৬॥ তিনি মহৎ হইতেও মহীয়ান্, অণু হইতেও অণু, সেই মহেশ্বরই আত্মস্বরূপে প্রাণিগণের হৃদয়গুহায় সংস্থিত । তিনি বিশ্ব ও ভূতস্বরূপ অথচ বিশ্বহৃদয়াবহিত পদ্বও তিনি । তিনি গহ্বর (হৃদয়) এবং গগনমধ্যস্থ (হৃদয়াকাশস্থিত), আর তিনিই বিশ্বের অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে স্থিত । যে পরমেশ্বর নির্মল গগনাত্মক ওদ্ধার; যিনি কেশা-

সত্যং ব্রহ্ম মহাদেবঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ।
 উর্দ্ধরেতসমীশানং বিরূপাক্ষমজঃ ধ্রুবম্ ॥৬০॥
 অধিষ্ঠিত্তি যো যোনিং যোনিষ্ঠৈব স ঈশ্বরঃ
 দেহে পঞ্চবিধাত্মানং তমীশানং পুরাতনম্ ॥৬১॥
 প্রাণেহপ্যন্তর্ধনসো লিঙ্গমাত্-
 র্যস্মিন্ ক্রোধো যা চ তৃষ্ণা কমা চ ।
 তৃষ্ণাং ছিদ্ৰা হেতুজাতস্ত মূলং
 ভজন্ত দেবঃ হরমেব কেবলম্ ॥৬২॥
 পরাৎ পরতরুণাচ্ছঃ পরাৎ পরতরং ধ্রুবম্ ।
 ব্রহ্মণো জনকং বিষ্ণোর্বহুর্বাযোঃ সদাশিবম্ ॥
 ধ্যাওয়াগ্নিনা চ সমগ্নিঃ বিশেষতঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 পঞ্চ ভূতানি সংযম্য মাত্ৰাণ্যুণবিধিক্রমাৎ ॥৬৪॥
 মাত্ৰাঃ পঞ্চ চতুশ্চ ত্রিমাাত্রা দ্বিস্ততঃ পরম্ ।
 একমাত্রমমাত্রং হি দ্বাদশাত্তেষবহ্নিতম্ ॥৬৫॥
 হিত্যাং স্থাপ্যায়তো ভূত্বা ব্রতং পাশুপতং
 চরেৎ ॥
 এতদ্ব্রতং পাশুপতং চরিস্যামঃ সমাসতঃ ॥৬৬॥
 অগ্নিমাধায় বিধিবদ্গৃহ্যজুঃসামসমুভবৈঃ ।

গ্রামাত্র মনোমধ্যস্থ পরম কারণ সত্য ব্রহ্ম ;
 যিনি কৃষ্ণপিঙ্গল, পুরুষ মহাদেব ; যিনি উর্দ্ধ-
 রেতা ঈশান বিরূপাক্ষ নিত্য অজ ; যে
 কারণরূপী ঈশ্বর জীবদেহে পঞ্চবিধ আত্মায়
 অধিষ্ঠিত ; প্রাণস্থিত যে পদার্থই অন্তঃকরণ
 লিঙ্গরূপে কথিত হন ; ক্রোধ, তৃষ্ণা এবং
 কমা ঋহাতে আশ্রিত ; সংসারমূল তৃষ্ণা
 পরিহারপূর্বক সেই দেবদেব হরকেই কেবল
 ভজনা কর । সেই সদাশিবই পরাৎপরতর-
 রূপে কথিত, সেই নিত্য পরাৎপরতর পদার্থই
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বায়ুর জনক ! অগ্নিরূপী
 ক্রজের ধ্যান বায়্বরূপ প্রবেশ এবং পঞ্চমাত্রা,
 চতুর্মাত্রা, ত্রিমাাত্রা, দ্বিমাাত্রা, একমাত্রা এবং
 মাত্রাটীন এই রীত্যনুসারে পঞ্চভূত সংযম
 করিয়া ব্রহ্মরূপাবস্থিত সেই পরম তত্ত্বকে
 আত্মস্থাপিত করিবে ; অনন্তর অমৃতরূপী
 হইয়া “এই পাশুপত ব্রত সংক্ষেপে আচরণ
 করিয়া” বলিয়া পাশুপত-ব্রত করিবে ।

উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতঃ শুক্রাঘরধঃ ধ্রুবম্ ॥৬৭॥
 শুক্রযজ্ঞোপবীতী চ শুক্রমাণ্যাহুলেপনঃ ।
 জুহুয়াদ্বিরজা বিদ্বান্ বিরজাঃ স ভবিষ্যতি ॥৬৮॥
 বায়বঃ পঞ্চ শুদ্ধার্থঃ বায়ানশ্চরণাদয়ঃ ।
 শ্রোত্রে জিহ্বা তথা ভ্রাণঃ মনো বুদ্ধিস্তথৈব চ ॥
 শিরঃ পাণিস্তথা পার্শ্বঃ পৃষ্ঠোদরমনস্তরম্ ।
 জজ্জ্বৈ শব্দরূপস্থঞ্চ পায়ুঃ মেট্রঃ তথৈব চ ॥৭০॥
 ত্বক্চ মাংসঞ্চ কৃধিরং মেদোহস্থীনি তথৈব চ ।
 শব্দঃ স্পর্শঞ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥৭১॥
 ভূতানি চৈব শুধ্যস্তাং মদেহে স্মাদয়স্তথা ।
 অন্তঃপ্রাণমনোভ্রাণঃ শুধ্যতাং মে শিবেচ্ছয়া ॥
 ছুত্বা যেন সমিদ্ধিচ্চ বরুণায় যথাক্রমম্ ।
 উপসংহৃত্য ক্রজাগ্নিং গৃহীত্বা ভস্ম যত্নতঃ ॥৭৩॥
 অগ্নিরিত্যাদিনা ধীমান্ বিমুজ্যাজ্ঞানিসং স্পৃশেৎ
 এতৎ পাশুপতং দিব্যং ব্রতং পাশবিমোক্ষণম্
 ব্রাহ্মণানাং সত্যং প্রোক্তং কলিত্রিয়াণাং তথৈব চ
 বৈশ্বানামপি যোগ্যানাং যতীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
 বানপ্রস্থশ্রমস্থানাং গৃহস্থানাং সতামপি ।

বিদ্বান্ ব্রতী উপবাসী, শুচি, কৃতজ্ঞান,
 শুক্রবস্ত্র শুক্র যজ্ঞোপবীত শুক্রমাণ্য-
 হুলেপনধারী এবং রাজস-ভামসভাববর্জিত
 হইয়া, ঋক্, যজু ও সামবেদসম্বন্ধী
 মন্ত্রে অগ্ন্যাধানপূর্বক তাহাতে হোম করিবে ।
 পঞ্চ বায়ু, বাক্য, মন, পাদ, শ্রোত্র, জিহ্বা,
 ভ্রাণেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মস্তক, হস্ত, পার্শ্ব,
 পৃষ্ঠ, উদর, জজ্জ্বা, উপস্থ, পায়ু, মেট্র, ত্বক্,
 মাংস, কৃধির, মেদ, অস্থি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস, গন্ধ এবং মদীয় শরীরাত্তক পৃথিব্যাদি
 পঞ্চভূত বিশুদ্ধ হউক ; শিবের ইচ্ছাক্রমে
 প্রাণমনোভ্রাণবর্তী জ্ঞানও শুদ্ধ হউক ।
 ৫৭—৭২ । অনন্তর বরুণ উদ্দেশে সমিধ্
 হোমকরিয়া ক্রজাগ্নি উপসংহার এবং যত্নসহ-
 কারে ভস্ম গ্রহণপূর্বক ‘অগ্নি’ ইত্যাদি মন্ত্র
 দ্বারা অঙ্গমার্জন করত স্পর্শ করিবে । সৎ
 ব্রাহ্মণ ও কলিত্রিয় এবং যোগ্য বৈশ্বগণের আর
 বিশেষতঃ যতিদিগের পাশুপত নামক পাপ
 বিমোচক এই দিব্য ব্রত নির্দিষ্ট আছে ।

বিমুক্তিবিধিনানেন দৃষ্টা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৭৫
অগ্নিরিত্যাগিনা সম্যগ্গৃহীত্বা হগ্নিহোত্রকম্ ।
সোহপি পাণ্ডপতো বিপ্রো বিমুক্ত্যাকানি

সংস্পৃশেৎ ॥ ৭৬

ভস্মচ্ছন্নো বিজ্ঞো বিদ্বান্ মহাপাতকসম্ভবৈঃ ।
পাটৈর্বিমুক্ত্যতে সত্যং লিপ্যতে চ ন সংশয়ঃ ॥
বীৰ্য্যমগ্নেযতো ভস্ম বীৰ্য্যবান্ ভস্মসম্মতঃ ॥ ৭৮
ভস্মস্নানরতো বিপ্রো ভস্মশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ শিবসামুজ্যমাণুঘাৎ ॥ ৭৯
ইত্যুক্তা ভগবান্ ব্রহ্মা স্তব্বা দেবঃ সমপ্রভুঃ ।
ভস্মচ্ছন্নঃ স্বয়ং কুণ্ডলং বিররামাসুজাসনঃ ॥ ৮০
অথ তেষাং প্রসাদার্থং পশুনাং পাণ্ডুরীষরঃ ।
স গত্বা চোময়া সার্কং সান্নিধ্যমকরোৎ প্রভুঃ ॥
অথ সন্নিহিতং ক্রুদ্রঃ তুষ্টিবুঃ সুরপুঙ্গবঃ ।
ক্রুদ্রং ধ্যয়েৎ তু দেবেশং দেবদেবমুমাপতিম্ ॥
দেবোহপি দেবতা লোক্য য়গয়া চ বৃষধ্বজঃ ।

বানপ্রস্থাস্থমস্থ ব্যক্তিদিগের, সাধু গৃহস্থ-
দিগের এবং ব্রহ্মচারীদিগেরও এবংবিধ
বিধানে সংসারবিমুক্তি হইয়া থাকে। পাণ্ড-
পত-ব্রতনিষ্ঠ বিপ্র, “অগ্নি” ইত্যাদি মন্ত্রে
যথাবিধি অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া ভস্ম দ্বারা
অঙ্গ প্রমার্জনপূর্বক স্পর্শ করিবে। কারণ,
বিদ্বান্ বিপ্র, সৰ্ব্বাক্ষে ভস্ম লেপন করিলে
মহাপাতকাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে
এবং নিঃসন্দেহ আর কোন প্রকার পাপে
লিপ্ত হয় না। ভস্ম অগ্নির বীৰ্য্যস্বরূপ,
এজন্ত ভস্মবিভূষিত মানবও বীৰ্য্যবান্। যে
বিপ্র, ভস্মস্নাননিরত, ভস্মশায়ী ও জিতে-
ন্দ্রিয়, সে সমুদয় পাপরাশি হইতে নিস্তীর্ণ
হইয়া শিবসামুজ্য লাভ করিয়া থাকে।
ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া দেব মহেশ্বরের
ভূতিবাদান্তে বিরত হইলেন এবং স্বয়ংও
প্রভু মহেশ্বরের তুল্য সৰ্ব্বাক্ষে ভস্ম লেপন
করিলেন। অনন্তর পাণ্ডপতি মহাদেব
উমাদিগের সন্তোষার্থ গমনপূর্বক দেবী
উমার সহিত মিলিত হইলে সেই সুরপুঙ্গব-
গণ, দেবদেব উমাপতি ক্রুদ্রকে সন্নিহিত

তুষ্টিহস্মীত্যাং দেবেশো বরং দত্ত্বা বরারিহা ।
কণাদন্তর্হিতঃ শত্বর্ষাদীনাং প্রপঞ্চতাম্ ॥ ৮৩
স্মৃত উবাচ ।

ইমং যঃ পঠতেহধ্যায়ঃ শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ।
সৰ্বতীর্থকলকৈব সৰ্বযজ্ঞকলং তথা ॥ ৮৪
সৰ্বদেবব্রতকলং সৰ্বস্তোত্রকলং তথা ।
প্রাপ্নোতি তৎফলং বিপ্রাঃ ব্রহ্মা শিবসন্নিধৌ
গাণপত্যমবাপ্নোতি দেহান্তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮৫
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুষাণে শ্রীসৌরো স্মৃত-
শৌনকসংবাদে সৰ্বস্বাক্ষকরুদ্রপাণ্ডপতব্রত-
কথনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

বক্ষ্যামি শিবমাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
বহুভির্বহুধা শাস্ত্রৈঃ কৌৰ্ভিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১

দেখিয়া ভূতি করিতে লাগিলেন। পরম
রিপুনাশন দেবাধিদেব বৃষধ্বজ শঙ্কর সদয়-
নেত্রে দেবগণকে নিরীক্ষণ করত কহি-
লেন,—আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি; এই
বলিয়া বরদানপূর্বক ব্রহ্মাদি-সমক্ষেই কণ-
কালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। স্মৃত কহি-
লেন,—যে ব্যক্তি শুচি ও সমাহিত হইয়া
ব্রহ্মসহকারে শিবসন্নিধানে এই অধ্যায়
পাঠ করে, হে মুনিপুঙ্গবগণ! তাহার সৰ্ব-
তীর্থদর্শনের, সৰ্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের,
নিখিল দেবভারাধনের, সৰ্ববিধ ব্রতানু-
ষ্ঠানের, এবং সমুদয় স্তোত্রপাঠের কললাভ
হইয়া থাকে এবং সে, দেহাবসানে গাণপত্য-
পদ লাভ করে। ৭৩—৮৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ!
একণে শিবমাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সদসজ্জপমিত্যাহঃ সদস্যপি সংস্থিতম্ ।
 তং শিবং মুনয়ঃ কেচিদ্যং প্রপশ্যন্তি সুরয়ঃ ॥২
 ভূতভাববিকাশেণ দ্বিতীয়েন সজ্জাতে ।
 অব্যক্তেন বিহীনঃ স্তাদব্যক্তমসদিত্যপি ॥ ৩
 উভে তে শিবরূপেণ শিবাদভ্যন্তর বিচ্যতে ।
 তয়োঃ পতিত্বাচ্চ শিবঃ সদসংপতিক্র্যতে ॥৪
 করাকরাত্মকং প্রাহঃ করাকরপরং তথা ।
 শিবং মহেশ্বরং কে' মুনয়স্তদ্বচিস্তকাঃ ॥ ৫
 উক্তমকরমব্যক্তং ব্যক্তাকরমুদাহৃতম্ ॥
 রূপে তে শঙ্করশ্চৈব তন্মাত্মা পরমুচ্যতে ॥ ৬
 তয়োঃ পরঃ শিবঃ শান্তঃ করাকরপরো বৃধেঃ
 উচ্যতে পরমার্থেন মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭
 সমষ্টিব্যষ্টি যজ্ঞপং সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্ ।

উহা মূনিবরগণ বহুপ্রকার কীৰ্ত্তন
 করিয়াছেন। জ্ঞানিগণ ষাঁহাকে হৃদয়মধ্যে
 সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্
 শঙ্করকে কোন কোন মূনি সৎ ও অসৎ এবং
 সদসং সমুদয় বস্তুতেই অবস্থিত বলিয়া
 উল্লেখ করিয়াছেন। ষাঁহা হইতে সমুদয়
 ভূতগ্রাম সমুদ্ভূত হইতেছে—সেই অব্যক্ত
 অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে যিনি অতীত, তিনিই
 সৎ এবং উক্ত অব্যক্তই অসৎ শব্দে
 উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সৎ ও অসৎ
 উভয়ই শিবরূপ, শিব ভিন্ন অপর কিছুই
 নাই। আবার ভগবান্ শিব উক্ত সৎ ও
 অসৎ উভয়েরই পতি, এজন্ত সকলে
 তাঁহাকে সদসংপতি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া-
 ছেন। কোন কোন তত্ত্বদর্শী মূনিগণ,
 মহেশ্বরকে কর, অকর ও করাকরপর
 বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অকররূপ
 অব্যক্ত এবং যাহা ব্যক্ত, তাহাই করশব্দ-
 প্রতিপাদ্য। ভগবান্ শঙ্করেরই উক্ত
 উভয়বিধ রূপ। আবার তিনি ঐ করাকর
 হইতে পৃথক্ বলিয়া মনৌষিগণ তাঁহাকে
 করাকরপর বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন।
 কোন কোন আচার্য্যগণ, পরমকারণ শঙ্করকে
 সমষ্টি ও ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-ব্যষ্টির কারণরূপে

বদন্তি কেচিদাচার্য্যাঃ শিবং পরমকারণম্ ॥ ৮
 সমষ্টিমাহরব্যক্তং ব্যষ্টিং ব্যক্তিং মনৌষরাঃ ।
 রূপে তে গদিতে শস্তো'র্নাস্ত্যন্তদ্বন্দ্ব কিঞ্চন ॥
 তয়োঃ কারণভাবেন শিবো হি পরমেশ্বরঃ ।
 উচ্যতে যোগশাস্ত্রজৈঃ সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্ ॥১০
 ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজরূপীতি শিবঃ কৈচিচ্ছদাহৃতম্ ।
 পরমাত্মা পরং জ্যোতির্ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১
 চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি ক্ষেত্রশব্দেন সুরয়ঃ ।
 প্রাহঃ ক্ষেত্রজশব্দেন ভোক্তারং পরমেশ্বরম্ ॥
 ন কিঞ্চিচ্চ শিবাদভ্যদিতি প্রাহর্ষনৌষিগঃ ।
 কেচিদেবঃ প্রশংসন্তি মহাদেবং মনৌষরম্ ॥১৩
 বেদার্থতত্ত্বং বহুয়ঃ সম্যক্ শ্রুত্যানুসারতঃ ।
 প্রাণেন প্রাণিতি হৃদাবপানেন হৃদানিতি ॥১৪
 ব্যানেন ব্যানিতি তথা চোদানেন হৃদানিতি
 সমানিতি সমানেন মন্বীতি মনসা দ্বিজাঃ ॥ ১৫
 বুদ্ধ্যা বিচারয়তোষ পর এব মহেশ্বরঃ ॥ ১৬

নির্দেশ করিয়াছেন। মনৌষিগণ, সমষ্টিরূপকে
 অব্যক্ত ও ব্যষ্টিরূপকেই ব্যক্ত বলিয়াছেন।
 উক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় রূপই ভগবান্ শঙ্কর
 কারণ শব্দে ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন বস্তুই
 নাই। আর তিনিই তদ্ব্যয়ের কারণ বলিয়া
 যোগশাস্ত্র-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সমষ্টি-ব্যষ্টি-
 কারণ শব্দে উল্লেখ করেন। ১—১০। কতিপয়
 বিদ্বদ্গণ, পরম জ্যোতির্ময় পরমাত্মা ভগবান্
 পরমেশ্বর শব্দকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপী বলিয়া
 নির্দেশ করিয়াছেন। মনৌষিগণ, ক্ষেত্র শব্দে
 চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ শব্দে সুখদুঃখ-
 ভোক্তা জীবরূপী পরমেশ্বর আত্মা বলেন,
 আর তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জগতে
 শিবভিন্ন আর কিছুই নাই। কোন কোন
 বেদার্থতত্ত্ব পণ্ডিতগণ সম্যক্ বেদার্থানুসারে
 মনৌষর মহাদেবকে এইরূপে প্রশংসা করেন
 যে, ভগবান্ শঙ্করই প্রাণবায়ু দ্বারা প্রাণযুক্ত,
 অপান দ্বারা অপান-ক্রিয়াবিত, ব্যানবায়ু
 দ্বারা তৎকার্য্যযুক্ত, উদান বায়ু দ্বারা উদান-
 ক্রিয়াবিত, সমান বায়ু দ্বারা তৎকার্য্যযুক্ত
 এবং মন দ্বারা মনোবান্ হইতেছেন। হে

সমস্তকরণৈর্গুণৈঃ বর্ততেহসৌ যদা তদা ।
 জাগ্রদিত্যুচ্যতে সত্ত্বিরন্তর্যামী সনাতনঃ ॥ ১৭
 যদাস্তঃকরণৈর্গুণৈঃ স্বেচ্ছয়া বিচরত্যসৌ ।
 সুপ্ত ইত্যুচ্যতে হ্যাত্মা স্বয়ং তাপবিবর্জিতঃ ॥
 ন বাস্ককরণৈর্গুণৈঃ ন চাস্তঃকরণৈস্তথা ।
 সর্বোপাধিবিনির্গুণঃ পুণ্যপাপবিবর্জিতঃ ।
 স স্বরূপে সদা হ্যাস্তে সুসুপ্ত ইতি গীয়তে ॥ ১৯
 স্বপ্নাস্তকৈব বুদ্ধাস্তঃ বিচরত্যোষ শঙ্করঃ ।
 নদীতলে যথা মৎস্তো গত্বাগত্য নিবর্ততে ॥ ২০
 শ্রোণো বাথ সুপর্ণো বা শ্রাস্তঃ পক্ষতকন্দরে ।
 শেতে সংহত্য পক্ষো চ প্রত্যগাত্মা হ্যয়ং তথা
 জাগ্রৎস্বপ্নগতা ভাবান্তেষু শ্রাস্তো মুহূৰ্দ্ধুঃ ।
 সম্প্রসাদং ততঃ প্রাপ্য পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥
 অবিজ্ঞায়ৈব সর্বোহয়ং ব্যবহারঃ পরাশ্রয়ঃ ।
 গুণধর্ম্যৌ যদি স্মৃতাঃ সুষুপ্তৌ রহিতঃ কথম্ ॥

দ্বিজগণ! সেই পরমাট্মা মহেশ্বরই বুদ্ধি-
 বলে বিচার করিয়া থাকেন। উক্ত অন্ত-
 র্যামী সনাতন শঙ্কর যখন মমুদয় বাহু ইন্দ্রিয়-
 নিচয়ে অধিত থাকেন, পণ্ডিতগণ, তৎকালে
 তাঁহাকে জাগ্রৎ, যৎকালে অন্তরীন্দ্রিয়গুণ ও
 সর্বতাপ-বিবর্জিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক স্বয়ং
 বিচরণ করেন, তখন সুপ্ত, আর যখন বাহু
 ও অন্তরীন্দ্রিয়ের সহিত বিগুণ, সর্বোপাধি-
 বিরহিত ও পুণ্যপাপ-বিবর্জিত হইয়া স্বয়ং
 স্বরূপে অবস্থান করেন, তৎকালে তাঁহাকে
 সুষুপ্ত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। সেই
 ভগবান্ শঙ্কর এইরূপে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায়
 বিচরণ করেন। মৎস্ত যেমন গমনাগমন-
 পূর্বক শ্রাস্ত হইয়া নদীতলে বিশ্রাম করে
 এবং শ্রোণ বা গরুড় যেরূপ শ্রমাবিত হইয়া
 পক্ষদ্বয় সমুচিত করত পক্ষতকন্দরে শয়ন
 করে, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্নগত ভাব-
 নিচয়ে মুহূৰ্দ্ধুঃ পরিগ্রাস্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়া
 থাকেন। অনন্তর পরম প্রসন্নতা প্রাপ্ত
 হইয়া পরমানন্দময় হন। অবিদ্যা-হেতুই
 পরমাট্মার এই সমস্ত ভাব; যদি আত্মার
 গুণ ও ধর্ম থাকে, তবে সুষুপ্ত অবস্থায়

সত্যং নিমিত্তভূতায়ামবিজ্ঞায়াং দ্বিজোক্তমাঃ ।
 বুদ্ধৌ ভ্রমন্ত্যামাত্মাপি ভ্রমতীতি জনা বিহঃ ॥ ২৪
 নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্মা বুদ্ধিসন্নিধিবন্তয়া ।
 যথা যথা ভবেদবুদ্ধিরাত্মা তদ্বদিহেয্যতে ॥ ২৫
 বিজ্ঞাবিজ্ঞাস্বরূপীত শঙ্করঃ কৈশ্চিত্ত্যতে ।
 ধাতা বিধাতা লোকানামাদিদেবো মহেশ্বরঃ ॥
 ভ্রান্তিবিজ্ঞাপরশ্চেতি শিবরূপমনুত্তমম্ ।
 অবাপ মনসা সোহয়ং কেচিদাগমবেদনঃ ॥ ২৭
 অর্থেষু বহুরূপেষু বিজ্ঞানং ভ্রান্তিরুচ্যতে ।
 আত্মাকারেণ সংবর্ত্তির্বুদ্ধির্বিজ্ঞোতি কীর্ত্যতে ।
 বিকল্পরহিতং তদ্বৎ পরমিত্যভিধীয়তে ॥ ২৮
 বাস্তব্যাক্তজরূপীতি শিবঃ কৈশ্চিন্নিগদ্যতে ।
 ধাতা চ সর্বলোকানাং বিধাতা পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯
 ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানি ব্যক্তিশব্দেন স্মরয়ঃ ।
 বদন্তি ব্যক্তশব্দেন প্রকৃতিঞ্চ পরং তথা ॥ ৩০
 কথয়ন্তি জ্ঞশব্দেন পুরুষং গুণভোগিনম্ ।

তাহার অভাব কি প্রকারে হইতে পারে?
 হে দ্বিজোক্তমগণ! অবিদ্যা-নিমিত্তই বুদ্ধির
 ভ্রমণানুসারে আত্মাকে ভ্রমণশীল বলিয়া
 মানবগণ উল্লেখ করিয়া থাকে। নিত্য সর্ব-
 গত আত্মা, বুদ্ধির সন্নিহিত বলিয়া, যদিকে
 বুদ্ধির গতি হয়, আত্মারও যেন সেই দিকে
 গতি বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সর্ব-
 লোকের ধাতা ও বিধাতা আদিদেব মহে-
 শ্বরকে কেহ কেহ বিদ্যারূপী ও অবিদ্যারূপী
 বলেন। কোন কোন আগমবিৎ পণ্ডিত
 মানসিক চিন্তাশক্তিবলে বলিয়া থাকেন যে,
 ভ্রান্তি বিদ্যা ও পর অনুত্তম শিবরূপ ॥ ১১—১৭।
 বহুবিধ বিষয়ে যে বিজ্ঞান, তাহাই ভ্রান্তি; যে
 বুদ্ধিতে নিখিল পদার্থকেই আত্মাকারে জ্ঞান
 হয়, সেই বুদ্ধিই বিদ্যা এবং বিকল্প-রহিত
 যে তত্ত্ব, তাহাই পর শব্দে উল্লিখিত হই-
 য়াছে। সকলের সৃষ্টি ও পালন-কর্তা পরমে-
 শ্বর শিবকে কেহ কেহ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ও
 আত্মরূপী বলিয়া নির্দেশ করেন। মনীষিগণ,
 ব্যক্ত শব্দে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব, অব্যক্ত শব্দে
 প্রকৃতি এবং জ্ঞ শব্দে শঙ্কররূপ গুণভোগী

তত্র যচ্ছাক্ষরং রূপং নাব্যক্তং ন চ শব্দরাৎ ।
 যো হেতুস্ত্রিগুণস্তাপি সর্বস্ত প্রকৃতেঃ পরঃ ।
 চতুর্বিধস্ত্রিবিধঃ স এব ভগবাক্ষিবঃ ॥ ৩২
 স এব সর্বভূতাত্মা সর্বভূতভবোদ্ভবঃ ।
 আন্তে সর্বগতো দেবো ন চ সর্বত্র দৃশ্যতে ॥
 যোগিনামপি যো যোগী কারণানাক কারণম্ ।
 ক্রুদ্রাণামপি যো ক্রুদ্রো দেবতানাক দেবতা ॥ ৩৩
 ব্রহ্মাণ্যাপি যং দেবং ন বিদন্তি মহেশ্বরম্ ।
 যং জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণং বাপি বিজতে ॥ ৩৪
 যদাপদো দেহভূতাঃ ভবন্তি
 প্রাণাত্ম্যপ্রাপ্তকৃত্তদানীম্ ।
 বিহায় বেং জগদেকবন্ধুং
 শিবং ন চাত্তঃ পারহারহেতুঃ ॥ ৩৫
 আন্তে শিববরান্ সর্বান্ সর্বেষাং
 দেহিনাং সদা ।
 দেহভূৎ কথ্যতে তস্মান্নির্গুণোহপি মহেশ্বরঃ ॥
 ভূয়ানত্র গতঃ কালস্তত্রৈকং জন্ম গচ্ছতু ।

পুরুষ বলিয়া থাকেন। তিনি অব্যক্ত
 নহেন এবং শব্দর হইতেও ভিন্ন নহেন।
 যিনি সমুদয় গুণেরই হেতু, প্রকৃতির অতীত,
 সেই ভগবান্ শব্দর ত্রিবিধও বটেন, চতু
 র্বিধও বটেন। তিনিই অখিল জীবের
 আত্মা। তাঁহা হইতে নিখিল প্রাণী উৎপন্ন
 হইতেছে। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, অথচ
 সর্বত্র দৃশ্যমান নহেন। তিনি যোগীদিগেরও
 যোগী, সমুদয় কারণেরও কারণ, ক্রুদ্রগণেরও
 ক্রুদ্র এবং দেবগণেরও দেবতা। ব্রহ্মাদি
 দেবগণও তাঁহাকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন।
 সেই মহেশ্বরকে জানিতে পারিলে আর
 জন্মমৃত্যু ভয় থাকে না; জীবনান্তে প্রাণি-
 গণ, যত প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়, জগতের
 একমাত্র বন্ধু দেব শব্দর ভিন্ন অপর কেহই
 তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তিনি
 সমুদয় দেহিগণের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া
 নির্গুণ হইয়াও দেহভূৎ শব্দে কথিত হন।
 ভগবান্ সূর্য্য বলিয়াছেন, এই জগতে
 গড়ত কাল গত হইল, কেবল জন্মই যাই-

জিহ্মাস্ততামিষং তাবনুজিরেকেন জন্মনা ।
 ভক্ত্যা ভগবতঃ শস্তোরিতি দেবোহব্রবীজ্জবিঃ
 সক্রৎ সংস্মরণাক্ষস্তোৰ্ণশ্চি ক্রেশসকয়াঃ ।
 মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্ত বিরোহমুদয়তে ॥
 তস্মাৎ তাড়নতালোলং মানুষ্যং প্রাপ্য ত্বর্লভম্
 শিবং সম্পূজয়েন্নিত্যং ভক্তিমাশ্বোপলব্ধয়ে ॥ ৪০
 মোহনিদ্রাপ্রসূপ্তেহস্মিন্ পশুপাশশতাকুলে ।
 পুরুষাঃ কৃতকৃত্যন্তে যে শিবং শরণং গতাঃ
 পুত্রদারগৃহক্ষেত্রধনধান্তক্ষিমেদিনীম্ ।
 লক্কেমাং মা কুখা দর্পং রে রমাং কণভঙ্গুরাম্ ॥
 ত্যক্ত্বা ক্রোধঞ্চ কামঞ্চ লোভং মোহং
 মদং তথা ।

জনা যজধর্মীশানং সমীহিতকলপ্রদম্ ॥ ৪৩
 যাবন্নাভ্যোতি মরণং যাবন্নাভ্যোতি বৈ জরা ।
 যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবদেবার্চ্চয়েশ্বরম্ ॥ ৪৪
 যে যজান্তি ন দেবেশং বিষয়াসবমোহিতাঃ ।

তেছে; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ভগবান্ শব্দরের
 প্রতি ভক্তি থাকিলে এক জন্মেই পরম মুক্তি
 লাভ হইয়া থাকে। শব্দরকে একবার মাত্র
 স্মরণ করিলেই সমুদয় ক্রেশ দূর হয় এবং
 জীব অনায়াসে মুক্তি লাভ করে; তাহার
 পক্ষে স্বর্গলাভ বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া অনুমিত হয়।
 তএব মানব, তাড়নতাবৎ কণভঙ্গুর ত্বর্লভ
 মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন আত্মসাক্ষাৎ-
 কার-নিমিত্ত ভক্তিসহকারে ভগবান্ শশাঙ্ক-
 শেখরকে পূজা করিবে। সেই নিদ্রাভিভূত
 শত শত পশুপাশ-সমাকুল এই জগতে যে
 সকল পুরুষ শব্দরের শরণাপন্ন হইতে পারে,
 তাহারাহ কৃতার্থ হইয়া থাকে। রে মূঢ় মানব-
 গণ! রুখা কণভঙ্গুর স্ত্রী-পুত্র গৃহাদি সম্পৎ
 প্রাপ্ত হইয়া গর্ভিত হইও না। হে জীবগণ!
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য পরি-
 ত্যাগপুঙ্খক অভীষ্টকলদাতা ভগবান্ ঈশানকে
 অর্চনা কর; যাবৎকাল জরা, ইন্দ্রিয়বিকলতা
 ও মৃত্যু উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল ঈশ্বরকে
 ভজনা কর। যাহারা বিষয়মদে মত্ত হইয়া
 দেবাধিদেব মহেশ্বরকে অর্চনা না করে,

শোচন্তে হি মৃত্যুঃ পঙ্কলগ্না বনগজা ইব ॥ ৪৫
 কালঃ সন্নিহিতাপায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্ ।
 সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্বমুৎপাদিতং শুক্ল ॥ ৪৬
 যজন্তি যে বিদিত্ত্বৈবং লিঙ্গমৃষ্টিং মহেশ্বরম্ ।
 লভন্তে বিপুলান্ কামানিহ চামুত্র চাক্ষয়ান্ ॥ ৪৭
 আরাধ্যম্ভবং বিপ্রেক্ষাঃ সর্বজ্ঞং বিশ্বতোমুখম্ ।
 কিপ্রং যাস্তথ তেনৈব সাযুজ্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥
 ভক্ত্যা ভবং যজেদ্যজ্ঞমহাপাতকবানপি ।
 সোহপি যাতি পরং স্থানং ত্রিসপ্তপুরুষাবিতঃ
 অশ্বমেধসহস্রাণি রাজস্বয়শতানি চ ।
 মহেশার্চনপুণ্যস্ত কলাং নাইস্তি ষোড়শীম্ ॥ ৫০
 ক্রৌড়স্তি শিবো যত্র লিঙ্গং কৃতা ব্রজন্তি যে ।
 সৈকতং মনুয়ং বাপি তে ভবন্ত্যেব ভূভুজঃ ॥ ৫১
 আধ্যাত্মিকধাধিদেবং তুঃখধৈব্যাধিভৌতিকম্ ।
 দেবাদৌনাং বিদিত্ত্বৈবং মোক্ষার্থী শিবমর্চয়েৎ

তাহারা জীবনান্তে, পঙ্কনিমগ্ন বনহস্তীর স্থায়, শোক করিয়া থাকে। সকল কালেই বিপদ নিকটবর্তী, সম্পদ আপদের পদ, স্ত্রীপুত্রাদি-মিলনেও বিচ্ছেদ আছে, ফলতঃ ইহজগতে যত কিছু বস্তু উৎপন্ন, সকলই ভঙ্গুর;—যাহারা এইরূপ পারিজাত হইয়া লিঙ্গমৃষ্টি মহেশ্বরের অর্চনা করে, তাহারা ইহকাল ও পরকালে অক্ষয় বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিপ্রেক্ষগণ! সেই সর্বজ্ঞানময় সর্বব্যাপী শঙ্করকে আরাধনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি তাঁহার সাযুজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যে ব্যক্তি, ভক্তিপূর্বক ভগবান্ ভবকে অর্চনা করে, সে মহাপাতকী হইলেও উর্দ্ধতন ও অধ-স্তন একবিংশতি পুরুষের সহিত পরম স্থান লাভ করিয়া থাকে। শত শত রাজস্ব-যজ্ঞ ও সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞও শিবপূজাজনিত পুণ্যের ষোড়শাংশেরও সমান নহে। যে স্থানে শিবগণ ক্রৌড়া করে, তথায় সৈকত বা মনুয় শিবলিঙ্গ গঠনপূর্বক যাহারা গমন করে, তাহারা ভূপতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী, সে দেবগণেরও আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক তুঃখ বিদিত হইয়া

অপারতরপর্যন্তাদ্বৈরাৎ সংসারসাগরাৎ ।
 মহামোহজলাৎ কামক্ৰোধগ্রাহাৎ সুখোন্মিণঃ ॥
 প্রাজ্ঞো বেদান্তবিদ্যোগী নিশ্চয়ো নিরহকৃতিঃ
 একো যোগী প্রশান্তাত্মা স সন্তরতি নেতরঃ ॥
 দান্তঃ সুসংযতো ধ্যাননঃ নিরাশো বিগতস্পৃহঃ
 সর্বসঙ্গবিহীনশ্চ নিঃসন্দো নিকপল্লবঃ ॥ ৫৬
 সর্বকর্মফলত্যাগী জড়াক্ষবধিরাকৃতিঃ ।
 মিত্রারিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষুেব জন্তষু ॥ ৫৭
 এবং সুদুর্লভো মোক্ষো ন স্তাদ্যোগীব
 তাদৃশঃ ।

সর্ব পৃথিব্যাং পাতালে মুক্তাঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ
 এবং সুদুর্লভং জ্ঞাত্বা মোক্ষং হি বহুসাধনম্ ।
 পূজয়ম্ভবং মহাদেবং কর্মযোগেন চান্তথা ॥ ৫৮
 কর্ম পূজা জপো হোমঃ শস্তোর্নামানুকীর্তনম্

শঙ্করের উপাসনা করিবে। এই সংসারসাগর অতি ভয়ঙ্কর, ইহার কূল কিনারা নাই, মহা-মোহ ইহার জল, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ কুস্তী-রাদিস্বরূপে ইহাতে বাস করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সুখস্বরূপ উন্মিমালা উথিত হয়। ৪১—৫৩ যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, বেদান্তবিৎ, যোগী, নিশ্চয়, অহঙ্কারশূন্য, প্রশান্তচিত্ত, দান্ত, সুসং-যত, ধ্যাননিষ্ঠ, আশাবিহীন, নিঃস্পৃহ, সর্বসঙ্গ-বিবর্জিত, শীতোষ্ণাদিজন্ত সুখতুঃখরহিত, নিকপল্লব ও সর্বকর্ম-ফলত্যাগী; যাহাকে দেখিলে জড় অন্ধ ও বধির বলিয়া বোধ হয়; শত্রু ও মিত্রে যাহার তুল্য জ্ঞান এবং নিখিল প্রাণীর প্রাতি যে মিত্রভাবাপন্ন, ঈদৃশ মানবই উক্ত সংসার-সাগর হইতে নিস্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি শিবপূজায় নিরত, সে যেরূপ অনায়াসে দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, উক্ত প্রকার যোগীও তাদৃশ মোক্ষের অধি-কারী হয় না। অতএব পৃথিবী ও পাতালে যাহারা বাস করিতেছে, সকলেই মোক্ষকে পূর্বোক্ত প্রকার সাধনে অতি দুর্লভ জানিয়া কাম-ক্রোধাদিবিবর্জিত হইয়া কর্মযোগ দ্বারাই ভগবান্ মহেশ্বরকে পূজা কর। মহেশ্বরের পূজা, তাঁহার নাম বা মন্ত্র জপ, তদ্বৎসে

কর্মযোগাঃ সমাখ্যাতা এতৈঃ পূজ্যো মহেশ্বরঃ
যঃ যঃ কামমভিধায়েৎ তদপিতমনাঃ শিবম্ ।
সম্পূজ্য তং তমাপ্নোতি সাবিজ্ঞাহ যথা পুরা ॥
তন্মামজ্ঞাপী তৎকর্ম্যরতিস্তদাতমানসঃ ।
নিকামঃ পুরুষো বিপ্রাঃ স ক্রুদ্রপদমশ্নুতে ॥ ৬১
যঃ সর্বদার্চয়েদৌশঃ স ক্রুদ্র ইব ভূতলে ।
পাপহা সর্বমর্ত্যানাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ৬২
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
শৌনকসংবাদে শিবমাহাত্ম্যাকথনং নাম
ষট্চত্বরিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

সপ্তচত্বরিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পতিব্রতা মহাভাগা সাবিত্রী বরবর্ণিনী ।
যদাহ তদদাম্মাকং সূত বাক্যবিশারদ ॥ ১

অগ্নিতে আহুতিদান এবং তাঁহার নামসঙ্কীর্ত-
নই কর্মযোগ বলিয়া কথিত হয় । উহা দ্বারা ই
মহেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য । পূর্বে দেবী
সাবিত্রী বলিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্করে চিত্ত
সংসক্ত রাখিয়া তাঁহাকে অর্চনাপূর্বক মানব
যে যে অভীষ্ট বিষয় কামনা করিবে, তাহাই
প্রাপ্ত হইবে । হে বিপ্রগণ ! যে ব্যক্তি সতত
তাঁহার নাম জপে নিবিষ্ট, তৎকর্ম্যপরায়ণ,
তদগতমানস ও নিকাম, সে ক্রুদ্রপদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । অধিক কি, যে মানব সর্বদা
ভগবান্ শঙ্করশেখরকে অর্চনা করে, সে
এই ভূতলে, ক্রুদ্রতুল্য, দর্শন ও স্পর্শনে
অখিল মানবের পাপ হরণ করিয়া
থাকে । ৫৪—৬২ ।

ষট্চত্বরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বরিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বাক্যবিশারদ
সূত ! আপনি যে মহাভাগা সাবিত্রীর কথা
উল্লেখ করিলেন, সেই পতিব্রতা বরবর্ণিনীর

সূত উবাচ ।

স্বর্গে তাং শোভনাং দৃষ্ট্বা গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কিতাম্
অরুন্ধত্যন্তমা স্রোণাং পর্যাপৃচ্ছচ্চুচিস্মিতা ॥ ২
শতশঃ সন্তি সাবিত্রি দেবাঃ স্বর্গনিবাসিনঃ ।
দেবপত্ন্যাস্তথৈবৈতাং সিদ্ধাঃ সিদ্ধাঙ্গনাস্তথা ॥ ৩
ন হেষামৌদ্রশো গন্ধো ন কান্তির্ন সরূপতা ।
নাশ্চেষাং বিদ্যাতে শোভা যথা তে পতিনা সহ
ন চৈবাকল্পজাতানি ভ্রাজন্তে সুরযোষিতাম্ ।
যথা তব তথা পত্ন্যভ্রাজন্তে বরবর্ণিনি ॥ ৫
নাস্তুকাঙ্ক্ষিমানানাং শক্রাদৌনাং দিবোকসাম্
বিমানশ্রাপ তে কাঙ্ক্ষিস্তরুণাকায়ুতহ্যাতৃঃ ॥ ৬
তপঃপ্রভাবো দানং বা কর্ম বা ক্রতুর্বিস্তরম্ ।
যুবয়োস্তন্মমাতঙ্ক যথাবদ্রবর্ণিনি ॥ ৭

সাবিত্র্যুবাচ ।

শৃণুস্বহে মহাভাগে যৎ কৃতং পূর্বজন্মনি ।
ভত্রী সহ ময়া ভাদ্র শস্তোরায়তনে শুভে ॥ ৮
কৃতং সম্মার্জনং তক্ত্যা গোময়েনোপলেনপনম্ ।

বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন । সূত
কহিলেন,—একদা দেবলোকে রমণীপ্রধানা
মধুরহাসিনী অরুন্ধতী সেই সর্বগুণালঙ্কতা
সুস্বপ্নিনী সাবিত্রীকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, সাবিত্রি ! স্বর্গবাসী কত শত
দেব, দেবী এবং সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা সকল
দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারই ত আমি-
সম্মিলনে তোমার জায় শোভা-সৌন্দর্য্যাদি
দৃষ্ট হয় না । হে বরবর্ণিনি ! তোমার ও
তোমার পতির যেরূপ ভূষণশোভা, কোন
সুরললনারই ত তাদৃশ নহে । তদীয় কাঙ্ক্ষি,
অযুততরুণাকবৎ দেদীপ্যমান, বিমাননিচয় বা
শক্রাদি দেবগণেরও এবং বিধ কাঙ্ক্ষি দৃষ্টি-
গোচর করি নাই । অতএব হে সুন্দরি ! ইহা
কি তোমাদিগের উভয়ের তপঃপ্রভাব ? না,
প্রভূত দানের পরিণাম ? কিংবা বিবিধ যজ্ঞেব
কল ? তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১—৭ ॥ সাবিত্রী
কহিলেন,—হে মহাভাগে ! আমি পূর্বজন্মে
যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন । হে
ভদ্রে ! আমি স্বামীসহিত ভক্তিসহকারে

স্বগপ্রাপ্তিরিয়ং তস্ম কৰ্মণঃ ফলমুত্তমম্ ॥৯
 তীর্থোদকৈঃ সুগন্ধৈশ্চ স্নাপিতো যত্নমাপতিঃ ।
 তেন কাঙ্ক্ষিতবৈষা দেহেহভূৎ ত্রিদশেশ্বরে ।
 মনঃপ্রসাদং সৌম্যং শারীরী যা চ নিৰ্দ্ধতিঃ ।
 যৎ প্রিয়বৃদ্ধ সৰ্বশ্চ তদ্ব্যতমানজং ফলম্ ॥১১
 আল্লাদঃ পরমশাস্ত্রমারোগ্যং চাক্রবেগতা ।
 প্রাপ্তিশাশেষকামাণাং দধিকীরফলং শুভে ॥
 সৌগন্ধ্যং যৎ পরং দেহে ধূপদানশ্চ যৎ ফলম্
 গীতৈর্নৃত্যৈশ্চ জ্ঞাপ্যনিয়মৈশ্চ পৃথগ্ধৈঃ ।
 তোষিতো ভগবানীশস্তশ্চয়ং পুষ্টিকৃতমা ॥১৪
 স্বর্গেপ্নুনা সত্যবতা ময়া চ শুভদর্শনে ।
 কৃতমেতদতো ন স্মাদাবয়োভোগসজ্জয়ঃ ॥১৫
 যে নিশ্চিতা নরাঃ সম্যক্ পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ।
 তেষাং দদাতি বিশেষো দেবো মুক্তিং সুহৃ-
 লভাম্ ॥১৬

শিবমন্দির সম্বর্জন ও গোময় দ্বারা উপলে-
 পন করিয়াছিলাম বলিয়া এইরূপ স্বর্গবাসিনী
 হইয়াছি । অগ্নি ত্রিদশেশ্বর ! সুগন্ধ তীর্থো-
 দক দ্বারা ভগবান উমাপতিকে যে স্নান
 করাইয়াছিলাম, তাহারই ফলে এতাদৃশ
 পরম দেহকান্তি লাভ করিয়াছি । আমা-
 দিগের ঐদৃশ চিত্তসাদ, সৌম্যতা ও
 শারীরিক স্বচ্ছন্দতা দেখিতেছ, ইহা স্বত
 দ্বারা স্পর্শের ফল । হে শুভে ! দধি ও
 দুগ্ধ দ্বারা স্পর্শের ফলে এবং বিধ আনন্দ,
 পরম স্বাস্থ্য, মনোহর গতি ও নিখিল অভীষ্ট
 ফল লাভ করিয়াছি । অসুদীর্ঘ দেহে যে
 সৌগন্দ্য অকুণ্ঠিত করিতেছ, ইহা শঙ্করকে
 ধূপদানের পরিণাম । আমরা উভয়ে বিবিধ
 প্রকার ব্রত, শিবমন্ত্র জপ এবং নৃত্য-গীতাদি
 দ্বারা ভগবান মহেশ্বরকে ক্রীত করিয়াছিলাম
 বাতাই আমাদিগের ঐদৃশ সম্পদ । অগ্নি
 শুভদর্শনে ! আমি ও সত্যবান উভয়ে
 হৃগেচ্ছু হইয়া ঐ সকল কাৰ্য্য করিয়াছি
 বাতাই আমরা অক্ষয় স্বর্গভোগ প্রাপ্ত হই-
 য়াছি । যে সকল মানব, স্থিরচিত্ত হইয়া
 যথাবিধি শঙ্করকে পূজা করে, ভগবান

স্বত উবাচ ।

সৈবমুক্তাথ সাবিদ্যা মুনীন্দ্রা হৃষ্টমানসা ।
 ব্রহ্মসুখা শিবেশানো প্রণিপত্যোদমব্রবীৎ ॥১৭
 অরুন্ধত্যাচ ।
 সা পূজ্যা সা নমস্কার্যা সা সাধবী সা পতিব্রতা
 যা পূজয়তি সাবিদ্রী সদা হৈমবতীপতিম্ ॥ ১৮
 যথারাদ্য দিতিঃ পুন্ড্রাল্লভে শক্রপুরোগমান
 দিতিশ্চ দৈত্যান্ বিবিধান্ বিনতা গরুড়াক্রণৌ
 শচ্যাক্ষনীমুখাশ্চাত্মাঃ সম্পূজ্যামাপতিঃ পুরা ।
 প্রাপুশ্চাভিমতান্ কামাঃস্তমীশং কো ন পূজয়েৎ
 অভিনন্দ্যাথ তাকৈবং বসিষ্ঠাঙ্গশরীরিণী ।
 জগাম স্বাশ্রমং সাধবী সৰ্বদেবগণা চ্ৰতা ॥ ২১
 এবং সমৰ্চ্য গৌরীশং ব্রহ্মধানাশ্চ যোষিতঃ ।
 লভন্তেহভিমতান্ ভোগান্ সাবিদ্র্যাঃ যথা
 ॥ ২২

বিশেষর তাহাদিগকে সুদুর্লভ মুক্তিপদ
 প্রদান করিয়া থাকেন । স্বত কহিলেন,—
 হে মুনীন্দ্রগণ ! ব্রহ্মার পুত্রবধু অরুন্ধতী,
 সাবিদ্রী বর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া হৃষ্টাস্তঃ-
 করণে ভগবতী শঙ্করীও ভগবান শঙ্কর
 উদ্দেশে প্রণিপাতপূর্বক বলিলেন, সাবিদ্রী !
 যে ব্রমণী প্রতিদিন ভবানীপতির অর্চনা
 করিয়া থাকেন, তিনি সকলের পূজ্য, সকলের
 নমস্কার্য এবং তিনিই সাধবী; তিনিই
 পতিব্রতা । যে মহেশ্বরের অর্চনাপ্রভাবে
 অদिति সুরপতি প্রভাত সুরগণকে, দিতি
 বিবিধ প্রকার দৈত্যগণকে, বিনতা গরুড় ও
 অরুণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাকে
 পূজা করিয়া শচী ও উক্সী প্রভৃতি, অখিল
 অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়াছেন; সেই ভগ-
 বানকে কাহার না পূজা করা কর্তব্য ? অন-
 স্তর, নিখিল অমরবৃন্দবান্ধিতা সাধবীবসিষ্ঠপত্নী
 অরুন্ধতী, সাবিদ্রীকে অভিনন্দন করিয়া স্বীয়
 আশ্রমে গমন করিলেন । হে দ্বিজগণ !
 সাবিদ্রী বলিয়াছেন, যোষিগণ, ব্রহ্মসহকারে
 গৌরীপতির অর্চনা করিলে তাহাদিগের
 সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় । এই জগতে যে সকল

যে নরাঃ সৰ্বদপ্যত্র পূজয়ন্তি ত্রিলোচনম্ ।
তে ধৃত্যন্তে মহাত্মানস্তে কৃতার্থাশ্চ পণ্ডিতাঃ ॥
ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং লিঙ্গার্চনং হেতুরুচ্যতে ।
সৰ্বেষাং প্রাণিনাং বিপ্রা ইন্দ্ৰিয়াণাং যথা মনঃ ।
হৃৎপদ্মকর্ণকাসং তেজোমূৰ্ত্তিমসঙ্গিনম্ ।
নিৰ্ম্মমা নিরহঙ্কারা ধ্যায়ন্তি জ্ঞানিনঃ সদা ॥২৫
শৈলজং বাণলিঙ্গং বা পূজয়েদ্বিধিবৎ সদা
মৃদাকৃষাটিতং বাপি রত্নজং বা গৃহাশ্রমী ॥২৬
সাত্বাজ্যং মনুজৈঃ কৈশিচৎ স্বারাজ্যঞ্চ তথা
পটৈঃ ।

তথা বৈরাজ্যমন্ত্ৰৈশ্চ লিঙ্গমিষ্টা তদৈশ্বর্যম্ ॥২৭
শোচন্তে তে পরংহীনা অভাগ্যাশ্চ দিনে দিনে
প্রমাদেনাপি যৈর্নোক্তং শিব ইত্যঙ্করদ্বয়ম্ ॥২৮
সম্পূজ্যে সৰ্বসামান্তে স্বাৰাধ্যে সৰ্বকামদে
ভবেহপি সতি সৌদন্তি ভাবিনো যত্নদত্বম্ ॥

মানব, একবার মাত্রও ভগবান ত্রিলোচনকে
পূজা করে, তাহারাই ধৃত, তাহারাই মহাত্মা,
তাহারাই কৃতার্থ ও তাহারাই পণ্ডিত ।
শিবলিঙ্গের অর্চনাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
এই চতুর্ভুগের হেতু । মন যেরূপ ইন্দ্ৰিয়-
নিচয়ের পরিচালক, তদ্রূপ অখিল প্রাণীরই
পরিচালকরূপ হৃৎপদ্মস্থ কর্ণকামধ্যে অবস্থিত
ত্রিগুণাতীত তেজোময় মহেশ্বরকে মমতা ও
অহঙ্কারবিহীন জ্ঞানিগণ সর্বদা ধ্যান করিয়া
থাকেন । গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা
যথাবিধি শৈলজ, বাণলিঙ্গ, মৃন্ময়, দাক্ষময় বা
রত্ননির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করা কর্তব্য । উক্ত
শিবলিঙ্গের অর্চনা-ফলে কোন কোন মানব
সাত্বাজ্য, কেহ কেহ স্বর্গরাজ্য ও কেহ কেহ
বৈরাজ্য লাভ করিয়া থাকে । যাহারা প্রতি-
দিন প্রমাদ বশতও “শিব” এই অঙ্করদ্বয়
উচ্চারণ না করে, ইহা জগতে তাহারাই
অভাগ্যবান, তাহারাই হীন এবং তাহারাই
নানাবিধ শোকে সম্বলিত হইয়া থাকে । সর্ব-
জন-পূজনীয়, সর্বাভীষ্ট-কলপ্রদ, স্বীয় আরা-
ধ্যতম, ভগবান ভবানীপতি থাকিতে জীবগণ
যে অবসাদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই অদ্ভুত । মহে-

উপসর্গাঃ কস্য যান্তি ছিদ্যন্তে বিস্ময়জবাঃ ।
মনঃ প্রসন্নতাং যাতি পূজ্যমানে মহেশ্বরে ॥৩০
পূজতে সর্বদেবেশে সর্বদেবনমস্কৃতে ।
পূজিতাঃ সর্বদেবাঃ সূর্য্যতোহসৌ সর্বগো বিষ্ণুঃ
শিবার্চনরতো নিতাং মহাপাতকসম্ভবৈঃ ।
দোষৈর্ন লিপ্যতে বিদ্বান্ পদ্মপত্রমবাস্তসা ॥৩১
কিমত্র শাস্ত্রমালাভিঃ সংক্ষেপেণোপদিষ্টভূতে ।
ব্যাপারান্ সকলাস্ত্যাক্রা পূজয়ধ্বং মহেশ্বরম্ ॥
নিকটা এব দৃশ্যন্তে কৃতান্তনগরজমাঃ ।
শিবং স্মর শিবং ধ্যায় শিবং চিন্তয় সর্বদা ॥৩৪
কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিং বা তীর্থাদি-
সেবয়া ।

শিবঃ সম্পূজ্যতাং নিতামুপদেশোহয়মুক্তমঃ ॥৩৫
অয়মেব পরো ধর্ম্মশৌর্নমেতৎ পরং তপঃ ।
ইদমেবাখিলং জ্ঞানং পূজনং যন্নহেশিতুঃ ॥ ৩৬
শিবে দত্তং হৃতং জপ্তং বলিপূজানিবেদিতম্ ।

শ্রবকে অর্চনা করিলে, অখিল উপসর্গ কস্য
প্রাপ্ত হয়, বিস্ময়জনক সকল ছিন্ন হয় এবং
অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে । ভগবান
শশাঙ্ক-শেখর যখন সর্বভূতে বিরাজিত,
তখন সেই সর্বদেবনমস্কৃত সর্বদেবেশ্বর মহে-
শ্বরকে পূজা করিলেই নিখিল দেবগণের
অর্চনা করা হয় । যেরূপ পদ্মপত্রে জল
কোন প্রকারেই সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ যে
ব্যক্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিবপূজা করে, মহাপাত-
কাদি-জন্ত কোনরূপ দোষই তাহাকে স্পর্শ
করিতে সমর্থ হয় না ॥৮—৩২। এ বিষয়ে বহুল
শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে ইহাই
উপদেশ যে, অন্তান্ত সমুদয় কার্য্য পরিহার-
পূর্ব্বক মহেশ্বরকে পূজা কর । কৃতান্তের
নগর-তরু সকল নিবটবর্তী দৃশ্য হইতেছে,
অতএব এই বেলা সতত শত্রুরকে স্মরণ কর
ধ্যান বর, চিন্তা কর । সমুদয় বেদ, শাস্ত্র ও
তীর্থ সেবার প্রয়োজন নাই, কেবল নিরন্তর
তাঁহাকে পূজা কর, ইহাই পরম উপদেশ
জানিবে । মহেশ্বরের আরাধনাই পরম ধর্ম্ম,
পরম তপস্যা ও পরম জ্ঞান । ভগবান্ মহে-

একান্ততোহত্যস্তকলং তন্তবেমাত্র সংশয়ঃ ॥৩৭॥ লোভাৎ সঙ্গাৎ প্রমাদাদ্ধা পৃথিব্যামে-
 কৰ্মভূমৌ হি মানুষ্যাং জন্মনাং নিযুতৈরপি । কৰাদ্ভবেৎ ॥৪৪॥
 স্বর্গাপবর্গকলদং কদাচিত্ প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥৩৮॥ ঋষয় উচুঃ ।
 তদীদৃগৃগ্ৰন্থঃ প্রাপ্য নার্চয়ন্তি হ যে শিবম্ । কথং বৈশ্রবণঃ পূর্বে সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ।
 তেষাং 'হি চক্রে মূর্খানাং বিবেকঃ কুন্ত ন্ধিত্তি ॥ লকং তস্মাৎ কুবেরহঃ সূত তদ্বক্তুমহঁসি ॥ ৪৫
 আরোধিতো হি যঃ পুংসামৈহিকামুখিকং ফলম্ সূত উবাচ ।
 দদাতি ভগবাত্তুঃ কন্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৪০ ॥ শৃগুধনমুখয়ঃ সর্বে যত্নকঃ সপ্তমেহস্তরে ।
 যো যমিচ্ছতি বিপ্রেস্তাঃ সমারাধ্য মহেশ্বরম্ । মাহাত্ম্যাস্থচনকথা শিবস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥৪৬॥
 নিঃসংশয়ঃ তমাপ্নোতি পুত্রা বৈশ্রবণো যথা ॥৪১॥ ক'চদাসীদ্বিজোহবন্ত্যাং সোমশর্ম্মেতি বিজ্ঞতঃ
 দৃষ্টঃ সম্পূজিতো ধাতঃসংস্মৃতো বাস্তবোহপি ব পুত্রক্ষেত্রকলত্রাদিব্যাপারেষ্ রতঃ সদা ॥৪৭॥
 যো দদাতি নৃণাং মুক্তিং তস্মাৎ কৈর্নাচ্যতে বিহায়াধ স গার্হস্থ্যং ধনার্থং লোভমোহিতঃ ।
 শিবঃ ॥ ৪২ ॥ প্রচচার মহীং সর্বাং সংগ্রামপুরগন্তনাম্ ॥৪৮॥
 স্বপচোহপি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শিবভক্তো দ্বিজাধিকঃ । ভাৰ্য্যা তস্ত বিশালাক্ষী তস্মিন্ গেহাধিনির্গতে
 শিবভক্তিবিশীনস্ত দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥৪৩॥ স্বচ্ছন্দচারিণী নিত্যং বভূবানঙ্গমোহিতা ॥৪৯॥
 যদা তদা শিবে কৰ্ম পুমান কৃত্বা শিবালয়ে । তস্তাঃ কদাচিত্ পুত্রস্ত শূড়াজাতো বিধের্বশাৎ
 হুরাত্মাতীব নিগূঢ়ো নাম্না হুঃসহ ইত্যুত ॥ ৫০ ॥

স্বয় উদ্দেশে যাহা কিছু দান করা যায় এবং
 যাহা কিছু হোম জপ ও বলিপূজাদি অনুষ্ঠিত
 হয়, সে সকল যে অসৌমফল-জনক, তাহাতে
 আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ! কৰ্মভূমি এই
 ভারতবর্ষে মানবগণ, দশ লক্ষ জন্মান্তেও
 কদাচিত্ স্বর্গাপবর্গকলপ্রদ মানব জন্ম প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি এই দুর্লভ
 মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াও শিবার্চনায় বিমুখ
 হয়, তাদৃশ মূর্খদিগের বিবেক কোথায় ? যে
 ভগবান্ শত্ৰু, আরোহিত হইলে ইহকাল ও
 পরকালের মঙ্গল-বিধান করেন, কোন
 ব্যক্তির না তাঁহাকে পূজা করা বিধেয় ? হে
 বিপ্রেস্তগণ ! অধিক কি কহিব, মহেশ্বরকে
 আরাধনাপূর্বক যে যাহাই প্রার্থনা করে, পুণে
 বৈশ্রবণ যেমন সর্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছিল,
 সেইরূপ সেও নিঃসন্দেহে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । ঐহাকে দর্শন, পূজা, ধ্যান, স্মরণ
 বা ভক্তি করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া
 থাকে, কোন ব্যক্তি সেই শিবকে পূজা
 করিতে প্রবৃত্ত না হয় ? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 শিবভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু
 ব্রাহ্মণ শিবভক্তবিহীন হইলে চণ্ডালের

অধম । লোভ-প্রমাদাদি যে কোন কারণেই
 হউক, শিবালয়ে শিব উদ্দেশে যে কোন
 সংকার্য্য করিলেই পুরুষ এই পৃথিবীতে
 একাধীশ্বর হইয়া থাকে । ঋষিগণ কহিলেন,—
 হে সূত ! পূর্বে বৈশ্রবণ, কিপ্রকারে মহে-
 স্বরকে আরাধনা করিয়া কুবেরহ প্রাপ্ত হন,
 তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন ।
 সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! শিবমহাত্ম্য-
 স্থচক এক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
 করুন । পুরাকালে অবন্তী নগরে সোমশর্ম্মা
 নামক এক ব্রাহ্মণভিগেন । তিনি সতত স্ত্রী-
 পুত্রাদির কার্য্যে আসক্ত থাকিতেন । ৩৩-৪৭ ।
 এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই লোভা-
 ক্রান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ, একদা ধনলাভার্থ গৃহধর্ম্ম
 পরিত্যাগপূর্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত গ্রাম-নগ-
 রাদি বিচরণ করিতে লাগিলেন । এদিকে
 বিশালাক্ষী নামে তদীয় ভাৰ্য্যা, ব্রাহ্মণ, গৃহ
 হইতে বহির্গত হইলে পর, কামমোহিতা
 হইয়া যথোচ্ছাচারিণী হইল । অনন্তর বিধি-
 নির্বন্ধ বশতঃ শূদ্রের গুরসে তাহার অতি
 হুরাত্মা এক পুত্র হয়, তাহার নাম হুঃসহ ।

সোহং কালেন মহতা বাসনোপপ্লুতোহভবৎ
সর্বৈবন্ধুজ্ঞৈনস্তাক্তঃ পরিপস্থিপথে স্থিতঃ ॥৫১
পূজোপকরণদ্রব্যং স কস্মিংশিচ্ছিবালয়ে ।
রজস্তাং প্রবিবেশাথ বাসনেন প্রপীড়িতঃ ॥৫২
যাবদীপো গরুপ্রাণো বর্তিচ্ছেদোহভবৎ কিল
তাবৎ তেন দশা দত্তা দ্রব্যাদ্বেষণকারণাৎ ॥৫৩
প্রবুদ্ধশ্চোদ্ধিতস্তত্র দেবপূজাকরো নরঃ ।
কোহয়ং কোহয়মিতি প্রোচৈব্যাহরন

পরিঘায়ুধঃ ॥৫৪

স চ প্রাণভয়ামষ্টো বিতস্তশ্চাপি মুচ্যধীঃ ।
ন বিন্দন্নান্ননো জন্ম কৰ্ম্ম বাপি স্মৃৎস্থিতঃ ॥৫৫
পুরপালৈর্হতোহবস্ত্যাং মৃতঃ কালাদভূৎ ততঃ
গাঙ্কারবিষয়ে রাজা খ্যাতো নায়। স্মৃৎস্থিতঃ ॥৫৬
গীতবাদ্যরতঃ স্তব্ধো বেষ্টাপানকুচিভূষণম্ ।
প্রজোপদ্রবকনুর্ঘঃ সর্বধর্ম্মবহিকৃতঃ ॥৫৭
কিছুর্জয়তাসৌ নিত্যং সিঙ্গং রাজ্যক্রমাগতম্

সেই পুত্র কিছুকাল পরে মত্তপানাদি কুক্রিয়ায়
আসক্ত হওয়ায় সমুদয় বন্ধু বান্ধব কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত কুপথগামী হয় ।
একদা সে বাসনবায়নির্বাহার্থ রজনীযোগে
কোন শিবালয়ে পূজার উপকরণ-দ্রব্য অপ-
হরণার্থ প্রবেশ করে । ঐ সময়ে শিবালয়ের
প্রদীপটী, বর্তি না থাকায়, গতপ্রায় হইয়া-
ছিল । কিন্তু যেমন সে দ্রব্যের অহুসন্ধানার্থ
তাহাতে বর্তি দান করিল, অমনি পূজক-
ত্রাঙ্কণ জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক
উচ্চৈঃস্বরে “এ কে, এ কে” বলিয়া অর্গল
লইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল ! তখন সেই
মুঢ়মতি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল ।
সে স্বীয় কুৎসিত জন্ম বা কর্ম্মের জন্ত কিছুমাত্র
দুঃখিত ছিল না । অনন্তর নগররক্ষকগণ
কর্তৃক ধৃত ও বিনাশিত হইয়া কালক্রমে
জন্মান্তরে গাঙ্কার-দেশে স্মৃৎস্থি নামে রাজা
হয় । সে সেই দেহেও গীত-বাত ও বেষ্টা-
মত্তপানাদিতে নিতান্ত আসক্ত, প্রজাগণের
উৎপীড়ক, সর্বধর্ম্ম-বহিকৃত এবং ঘোর মূর্খ
হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বজন্মের কার্য স্মৃতিপথে

পুষ্পধূপস্নানৈবেদ্যগন্ধাদিভিরমম্রবিৎ ॥৫৮
স্মরন বৈ পৌর্ষিকং কৰ্ম্ম শিবস্তায়তনেষু চ ।
দদাতি বহুশো দীপান্ বর্তিতৈলসমুজ্জগান্ ।
কদাচিন্মৃগয়াসক্তো মমারাত্ স বীর্ঘ্যবান্ ।
পূর্ষারিতিহীতো যুদ্ধ ঐরাবত্যাশ্রমে শুভে ।
শিবপূজাপ্রভাবেণ বিধবস্তাশেষকিঞ্চিৎ ।
পুল্লো বিশ্ববসশ্চাত্ত্বৎ সর্বধর্ম্মাধিপো বলৌ ।
কুবের ইতি ধর্ম্মাত্মা ক্ষতশীলসমর্ষিতঃ ॥ ৬১
সম্পূজ্যাত্ স চেশানং বিধিবৎ স্বধুনীতটে ।
স্তোত্রোণানেন তুষ্টাব ভক্ত্যা তং সর্বকামদম্ ।
কুবের উবাচ ।

নমামাহং দেবমজং পুরাণ-
মুপেন্দ্রবেদোহমররাজজুষ্টম্ ।
শশাঙ্কসূর্য্যাগ্নিসমাননেত্রঃ
বৃষেক্ষচ্ছিং বিলয়াদিহেতুম্ ॥ ৬৩
সর্বৈবৈকং ত্রিদশৈকবন্ধুং
ধ্যানাধিগম্য জগতোহধিবাসম্ ।

উদিত হওয়ায় মস্তাদি না জানিয়াও প্রতিদিন
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা
রাজ্যক্রমাগত শিবলিঙ্গের অর্চনা করিত
এবং শিবালয়ে প্রভূত তৈল ও বর্তি দ্বারা
সমুজ্জল দীপনিচয়দানে তৎপর ছিল । অন-
ন্তর একদা সেই বীর্ঘ্যবান্ স্মৃৎস্থি, মৃগয়াসক্ত
হইয়া পবিত্র ঐরাবতী-নদীতটে পূর্ষশক্রগণ
কর্তৃক আহত হইয়া পঞ্চদশ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু
শিবপূজাপ্রভাবে নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে
নিকৃতি পাইয়া বিশ্ববা মুনির পুত্ররূপে জন্ম-
গ্রহণ করে এবং কুবের নামে বিখ্যাত, মহা-
বলশালী, ধর্ম্মাত্মা, পরম সংস্কারবান্ ও
সমুদয় যক্ষের অধীশ্বর হয় । ৪৮—৬১ । কুবের
ভাগীরথীতীরে সর্বাভীষ্ট-কলদাতা ভগবান্
ঈশানকে যথাবিধি অর্চনাপূর্বক ভক্তিভাবে
এবংবিধি ক্রটি করিয়াছিলেন,—যিনি, জগতের
সংহারাদি কার্যের একমাত্র হেতু ; ত্রিকা বিষ্ণু
ও ইন্দ্রাদি দেবগণ দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন,
দ্বারা লোচনজর চন্দ্র সূর্য ও অগ্নিকুল্য ;
সেই জন্মরহিত পুরাণ-পুরুষ সুবাহন ভগ-

তং বাহ্যগাধারমনন্তশক্তিং
জ্ঞানার্ণবং হৈর্ষ্যগুণাকরঞ্চ ॥ ৬৪
পিলাকপাশাক্ষশূলহস্তং
কপর্দিনং মেঘসহস্রঘোষম্ ।
সকালকূটং স্ফটিকাবভাসং
নমামি শত্ৰুং ভুবনৈকনাথম্ ॥ ৬৫
কপালিনং মালিনমাদিদেবং
জটাধরং ভীষণভূজহরম্ ।
প্রশাসিতারঞ্চ সহস্রমূর্তিঃ
সহস্রশীর্ষং পুরুষং বরিষ্ঠম্ ॥ ৬৬
যমকরং নির্গুণমপ্রমেয়ং
তং জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ ।
দূরতমং বেদবিদাঞ্চ বন্দ্যং
সর্বশ্চ হৃৎস্বং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৬৭
তেজোনিধিঃ বালমৃগাক্ষমৌলিঃ
নমামি ক্রদ্রং ক্ষুরহগ্রবক্রম্ ।

বান্ মহেশ্বরকে আমি প্রণাম করি । এক-
মাত্র যিনি সকলের ঈশ্বর, দেবগণের পরম-
বন্ধু, ধ্যানমাত্রগম্য, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার,
হৈর্ষ্যগুণের আকর ও জ্ঞানের অর্ণবস্বরূপ ;
বাহার করনিকরে পিনাক, পাশ, অক্ষুণ্ণ ও
শূল বিরাজমান হইতেছে ; বাহার কঠরব
সহস্র-মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর ; বাহার দেহপ্রভা
বিভক্ত স্ফটিকমণির স্তায় সুনির্মল এবং কঠ-
দেশে কালকূট অবস্থিত ; সেই অনন্ত-শক্তি-
মান বাহ্যগাধার কপর্দী কপালী ত্রিভুবনপালক
ভগবান্ শত্ৰুকে নমস্কার । বাহার বক্ষঃস্থলে
ক্রদ্রাকমালা ও ভীষণ ভূজহর দোহল্যমান ।
বাহার উত্তমাস্র জটাজালে জড়িত এবং যিনি
সকলেরই শাস্তা, আমি সেই সহস্রশীর্ষ সহস্র-
মূর্তি প্রধান পুরুষকে প্রণাম করি । জ্ঞানিগণ,
বাহাকে অক্ষর, নির্গুণ, অপ্রমেয়, বেদবিদ-
গণের জ্ঞানগম্য, সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও
দূরবর্তী, একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ এবং পরম
পবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ; বাহার
ললাটদেশে বাল-শশধর শোভমান ; বাহার
মুখমণ্ডল উগ্র অথচ কমলীয় ; যিনি সর্বাভীষ্ট-

কালেছনং কামদমন্তসঙ্গং
ধর্মাশ্রয়ং প্রকৃতিদ্বয়ম্ ॥ ৬৮
অতৌল্লিয়ং বিশ্বভূজং জিতারিঃ
গুণত্রয়াতীতমজং নিরীহম্ ।
মনোময়ং বেদময়ঞ্চ হংসং
প্রজাপতীশং পুরুহুতমিস্রম্ ॥ ৬৯
অনাহতৈকধ্বনিক্রপমাদ্যং
ধ্যায়ন্তি যং যোগবিদো যতীন্দ্রাঃ ।
সংসারপাশচ্ছিন্নং বিশ্বক্ৰৈ
পুনঃপুনস্তং প্রণমামি নিতাম্ ॥ ৭০
ন যশ্চ রূপং ন বলপ্রভাবো
ন চ স্বভাবঃ পরমশ্চ পুংসঃ ।
বিজায়তে বিষ্ণুপিতামহাদৈ
স্তং বামদেবং প্রণমাম্যচিস্ত্যম্ ॥ ৭১
শিবং সমাধায যমুগ্রমূর্তিঃ
পপৌ সমুদ্রং ভগবানগস্ত্যঃ ।
লেভে দিলীপোহপ্যথিলাং স চোক্ষীঃ
তং বিশ্বযোনিং শরণং প্রপঞ্চে ॥ ৭২

দাতা, সঙ্গবিরহিত, ধর্মাশ্রয়বস্থিত, প্রকৃতি-
দ্বয়স্থ, অতৌল্লিয়, বিশ্বভূক, ত্রিপুহস্তা, ত্রিগুণ-
তীত, অজ, নিরীহ, মনোময়, বেদময়, হংস-
স্বরূপ এবং প্রজাপতিরও ঈশ্বর ; আমি সেই
তেজোনিধি ভগবান্কে পুনঃপুনঃ নমস্কার
করি । যোগবিৎ যতীন্দ্রগণ, বাহাকে অনা-
হত ধ্বনিক্রপে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি
সংসাররূপ পাশচ্ছেদনে সুনিপুণ, বাহার
ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, সর্বাঙ্গে বাহার আর্হতি
প্রদত্ত হয়, আমি মুক্তিনাভের নিমিত্ত সতত
সেই শঙ্করকে বারম্বার প্রণিপাত করি ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সুরগণও যে পরম পুরুষের
রূপ, বল, প্রভাব বা স্বভাব কিছুই পরিজ্ঞাত
হইতে পারেন না, সেই অচিস্তনীয় বামদেবকে
নমস্কার । ৬২-৭১ । ভগবান্ অগস্ত্য, যে উগ্র-
মূর্তি শঙ্করকে আরাধনাপূর্বক বিপুল সাগর-
বারি পান করিয়াছিলেন এবং ভূপতি দিলীপ
নিধিল বন্ধুরার অধীশ্বর হইয়াছিলেন,
আমি সেই বিশ্বযোনি ভগবানের শরণ লই-

সংস্পৃজয়ন্তো দিবী দেবসজ্জা
ব্রহ্মেন্দ্রমুখ্যা বিবিধাংশ্চ কামান্ ।
তং স্তোমি নোমৌহি জপামি শব্দৈঃ
বন্দেহভিবন্দ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭৩
স্তবৈবমৌশং বিবরাম যাবৎ
তাবৎ সহস্রার্কসমানতেজাঃ ।
দদৌ স তস্মৈ বরদোহঙ্ককারি-
বরজয়ং বৈশ্রবণায় দেবঃ ॥ ৭৪
কৃত্বাধিরাজঞ্চ ততঃস্বিনেত্রো
যশস্বিনঃ শুভ্রকরাজমত্র
ব্রহ্মাচ্যুতেন্দ্রাদিনতাজ্জি পদ্যো
জগাম কৈলাসমমোঘবাক্যঃ ॥ ৭৫
সখ্যঞ্চ দিকৃপালপদং চতুর্গং
ধনাধিপত্যঞ্চ দিবৌকসাং সঃ ।
তথাধিকৈকৈতদনিন্দ্যকৌর্তিঃ
সুখী বভূবাপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৭৬
দোষাচরেন্দ্রশ্চ তথা দশাশ্রুঃ
সম্পৃজ্য দোষাকরচাক্রমৌলিম্ ।

দোষাকরচাপ্যজিতেন্দ্রিয়শ্চ
মুক্তিঃ স লেভেহস্তসমস্তদোষঃ ॥ ৭৭
স্বর্গশ্চ মার্গা বহবঃ প্রদীষ্টা-
স্তেকৃচ্ছসাধ্যা বহবঃ সবিশ্রাঃ ।
নিমেষমাত্রেণ মহাকলোহয়-
মুজ্জুশ্চ পদ্মাঃ স্মরণং পুরারেঃ ॥ ৭৮
দৃষ্টং তদেবাত্মতমত্র মর্ত্য্য
মাহাত্ম্যমৈশং সসুরাসুরাশ্চ ।
ভ্যক্ত্যন্বযোগঞ্চ মথক্রিয়াশ্চ
যজন্ত্যতস্ত্যস্বকমেব সর্বে ॥ ৭৯
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তে যে ভারতভূমিভাগে ।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্নাং ॥ ৮০
কর্ম্মাণ্যসঙ্কলিততৎকলানি
সংস্তম্ভ ক্রজে পরমাত্মরূপে ।
আবাপ্য তে কর্ম্মমহৌমনসে
তস্মিন্ন্ময়ং যে তুমলাঃ প্রয়াস্তি ॥ ৮১

লাম । স্বর্গে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দ ঋষীকে
পূজা করিয়া বিবিধ অভীষিত বিষয় লাভ
করিয়াছেন, আমি সেই বন্দনীয় মহেশ্বরকে
পুনঃপুনঃ প্রণাম ও স্তব করি এবং তদীয় মন্ত্র
জপপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম । কুবের
ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে এবং বিধি স্তুতি
করিয়া যখন বিরত হন, তৎক্ষণাৎ সহস্রসূর্য্য-
সম-তেজোময় বরদাতা ভগবান্ অঙ্ককারি
প্রত্যক্ষ হইয়া কুবেরকে বরজয় দান করি-
লেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাহার
চরণকমলে সতত প্রণত, যাহার বাক্য
অব্যর্থ, সেই ত্রিনেত্র কৈলাসনাথ, কুবেরকে
রাজরাজ, শুভ্রকর্ণের অধীশ্বর এবং মহাযশ-
স্বান্ করিয়া কৈলাসধামে গমন করিলেন ।
পরে অতুল প্রভাবশালী মহাযশাঃ কুবের,
ভগবানের নিকট তদীয় সখি, দিকৃপাল
এবং সুরগণের ধনাধিপত্য এই অতিরিক্ত
বর প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করি-
তেছেন । নিশাচর দশানন, নিখিল দোষের

আকর ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়াও ভগবান্
চন্দ্রমৌলিকে অর্চনা করিয়া নিখিল পাতক
হইতে পরিভ্রাণ লাভপূর্বক মুক্তিলাভ করি-
য়াছে । স্বর্গ-গমনের বহুল মার্গ নির্দিষ্ট আছে
সত্য, কিন্তু সে সকলই ক্রেশসাধ্য ও বিদ্ব-
বহুল ; কেবল একমাত্র শিবস্মরণই নিমেষ-
মাত্রে মহাকলপ্রদ এবং সরল পথ জানিবে ।
ভগবান্ মাহেশ্বরের এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য দৃষ্ট
হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত সুরাসুর প্রভৃতি
বহুল মানবগণ, আত্মযোগ ও যজ্ঞাদি-কার্য্য
পরিভ্যাগপূর্বক শঙ্করকেই পূজা করিয়া
থাকে । ৭২—৭৯ । দেবগণ সর্বদা এইরূপ
সঙ্গীত করিয়া থাকেন যে, যাহারা দেবত্ব
লাভেরপর পুনরায় স্বর্গ ও অপবর্ণের মার্থ-
স্বরূপ ভারতভূমিতে পুরুষদেহ প্রাপ্ত হয়,
তাহারাই ধন্য । ঐ ভারতভূমিতে বিমল-
চেতা মানবগণ নিকাম কর্ম্মের অমুষ্ঠান
করত পরমাত্মরূপী মহেশ্বরে বর্ষ্যকল সমর্পণ-
পূর্বক দেহাবসানে তাঁহাতেই লীন হইয়া

জানীয় নৈত কিংকদা বিলৌনে
 ততপ্রদে কৰ্ম্মণি দেহবন্ধঃ ।
 প্রাসামখণ্ডে কিল ভারতাত্থে
 কুলেহকলঙ্কে শিবকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ ॥ ৮২
 স্তোত্রেন যেহপি কচিদত্র ভক্তাঃ
 প্রসংস্জবন্তি প্রমথৈকনাথম্ ।
 প্রয়াস্তি তে লোকবরেহন্ধকারে
 পুরন্দরোদগীতমহা প্রভাবাঃ ॥ ৮৩

সূত উবাচ ।

এবং বৈশ্রবণো জাতো মহাদেব প্রসাদতঃ ।
 সৰ্বমেতদশেষেণ কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮৪
 যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 ব্রহ্মলোকে বসেৎ কল্পমিতি দেবোহববৌদ্ধবিঃ
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত
 শৌনকসংবাদেহন্ধকৃতী-সাবিত্রীসংবাদাদি-
 কথনং নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পুনৰ্বক্ষ্যামি মাধাত্ম্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
 পঠতাং শৃণ্বতাং সত্তোহবানি হস্তি বহুতাপি ॥ ১
 জিতারৌদ্ৰিষদ্ভূগা যোগিনোহপ্যনহঙ্কৃতাঃ ।
 যজন্তি জ্ঞানযোগেন শিবমাত্মস্বরূপিনম্ ॥ ২
 তীর্থোদকৈবিশুদ্ধা যে দানযজ্ঞতপোব্রতৈঃ ।
 তে যজন্তি মহেশানং কৰ্ম্মযোগেন সাধবঃ ॥ ৩
 লুকা ব্যাসনিনোহস্তাশ্চ ন যজন্তি জগৎপতিম্
 অজরামরবন্যচাস্তিষ্ঠান্ত নরকৌটকাঃ ॥ ৪
 শিবদাম্বরতাঃ শাস্তাঃ শিবশাস্ত্ররতাঃ সদা ।
 দৈবাৎ কেহপীহ জায়ন্তে পৃথিব্যাংপুরুষোত্তমাঃ
 রূপং ন শক্যতে তস্মা সংস্থানং বা বদাচন ।
 নির্দেহুঃ প্রাণাভিঃ কৈশ্চদ্দেহুঃ বাপ্যকৃতাত্মভিঃ
 ক্রিয়তাং মদ্বচঃ কর্ণে শিবে দ্বাত্মা নিযুজ্যতাম্

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

থাকে। এই শরীরধারী আমি জানি না,
 কবে অশুভকৰ্ম্মকয়ে ভারতখণ্ডে অকলঙ্ক-
 কুলে জন্মগ্রহণপূৰ্ব্বক শিবকৰ্ম্মপরায়ণ হইব।
 এই জগতে যে সকল ভক্তগণ এই স্তোত্রে
 ভগবান্ মহেশ্বরের আরাধনা করে, তাহারা
 সুররাজ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া শিবলোকে
 গমন করিয়া থাকে। সূত কহিলেন,—
 মহাদেবের প্রসাদে হুঃসহ নামক সেই ব্রাহ্মণী-
 কুমার এইরূপে বিশ্ববার পুত্র হইয়া ধনাধিপত্য
 লাভ করে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! তোমাদিগের
 নিকট এই সমুদয়ই বিস্তাররূপে কীৰ্ত্তন
 করিলাম। ভগবান্ ভাস্কর কহিয়াছেন, যে
 ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে
 সমস্ত পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কল্প-
 কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া
 থাকে। ৮০—৮৫।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

সূত কহিলেন,—পুনরায় দেবদেব শূল-
 পাণির মাধাত্ম্যকথা কীৰ্ত্তন করিতেছি, উহা
 পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিখিল
 পাপরাশি তিরোহিত হইয়া যায়। যাঁহারা
 ইন্দ্রিয় ষড়্‌রিপু জয় করিয়াছেন ও যাঁহারা
 অঙ্কার-বিহীন, ঐদৃশ যোগিগণ জ্ঞানযোগ
 দ্বারা আত্মস্বরূপ শঙ্করকে আরাধনা করিয়া
 থাকেন। যে সকল সাধুগণ দান, যজ্ঞ,
 তপস্বী, তীর্থস্থান এবং বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে
 চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৰ্ম্মযোগ
 দ্বারা মহেশ্বরকে অর্চনা করেন। লুকা ও
 ব্যাসনাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাই শঙ্করের
 আরাধনায় বহিষ্কৃত। সেই সকল মূঢ়
 নরকৌট, আপনাকে জরা-মরণ-বিবৈনবৎ মনে
 করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যাঁহারা শিবদাম্ব-
 পরায়ণ এবং শিবশাস্ত্ররত এরূপ মহাপুরুষ
 পৃথিবীতে দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্
 শঙ্করের রূপ ও সংস্থান নির্দেশ করিতে
 কেহই সমর্থ নহে এবং অকৃতাত্মা মানবগণ
 কোন ক্রমেই তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিতে

আদীপ্তে ভবনে কুপং ধনিতুং নৈব শক্যতে ॥
সত্যং বচি হিতং বচি সারং বচি পুনঃপুনঃ ।
অসারে দক্ষসংসারে সারং যচ্ছিবপূজনম্ ॥ ৮
তদন্ত দক্ষসংসারগ্রন্থেরত্যন্তহৃদিতঃ ।
পরং নির্মূলবিচ্ছেদি ক্রিয়তাং তদ্ব্যবর্চনম্ ॥ ৯
মনস্তপ্তি কৰ্ম্মজ্ঞঃ শঙ্করে যৎ প্রবর্ততে ।
সা বাণী বাকুপতিঃ শঙ্কুঃ যা স্তোত্যাচ্যুতমচ্যুতা
প্রবণৌ তৌ ঋতৌ যাত্যাং ঋয়ন্তে তৎকথাঃ
শুভাঃ ।

পাদৌ তৌ সফলৌ পুংসাং শিরায়তনগামিনৌ
তে চ নেত্রে শুভায়াং যাত্যাংসংদৃশ্যতে শিবঃ
সফলৌ তৌ স্মৃতৌ বিপ্রান্তং পূজাকারিণৌ
করৌ ॥ ১২

তদেব সফলং কৰ্ম্ম শিবমুদ্दिष्ट যৎ কৃতম্ ।
সেয়ং লক্ষ্মীঃ পরা পুংসাং সেয়ং ভক্তিঃ সমৌহিতা

সক্ষম হয় না। আপনারা আমার কথা
শুনুন, এই বেলা মহেশ্বরে আত্মসমর্পণ
করুন; কারণ গৃহ প্রজ্জলিত হইলে, আর
কুপধননে কাহারও সামর্থ্য থাকে না। আমি
পুনঃপুনঃ যাহা সত্য, যাহা হিতকর এবং যাহা
সকলের সার, তাহাই বলিতেছি—এই
অসার দক্ষ-সংসারে কেবলমাত্র শিবপূজনই
সার। অতএব এই হৃদে দক্ষ-সংসার-
বন্ধনের সমূলোচ্ছেদক শঙ্করারাদনায় নিযুক্ত
হউন। সেই চিত্তকেই সদসংকৰ্ম্মজ্ঞ জানিবে,
যে চিত্ত সেই ভগবানে অমুরক্ত। যে বচন
দ্বারা বাকুপতি শঙ্কুর ভতিকৌর্ভন হয়, তাহাই
অশ্লীলিত বাক্য। যে ঋতিবৃগল কল্যাণকর
শিবকথা শ্রবণ করে, তাহাই ধন্য। যে পদ-
ব্রহ্ম শিবায়তনে গমন করে, তাহাই সার্থক-
জন্মা। যে নয়নে ভগবান্ মহেশ্বর দৃষ্ট হন,
তাহাই মঙ্গলজনক এবং যে হস্তে তিনি
পূজিত হন, সেই হস্তদ্বয়ই সফল। হে বিপ্র-
গণ! অধিক কি কহিব, ভগবান্ শিবের
উদ্দেশে যাহা কিছু কার্য্য অমুষ্ঠিত হয়,
তাহাই সার্থক জানিও। ভগবান্ মহেশ্বরে
যে ভক্তি, তাহাই পরম সম্পদ, তাহাই পরম

শ্রেয়ান শ্রেয়স্করী ভক্তির্মুক্তের্থা গিরিজাপতে:
রিপবন্তং ন হিংসন্তি ন চ খাদান্তি রাক্ষসাঃ ।
ন দশস্তি চ নাগেন্দ্রা নরং রুদ্রপরায়ণম্ ॥ ১৫
বিপাককটুকান্ রম্যান বিষয়ান্ বিষসন্নিভান্ ।
সন্ত্যজ্যারাদয়েদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥
অহিংসা সত্যমন্তেয়ং দয়া ভূতেষুগ্রহঃ ।
যন্তৈতানি সদা বিপ্রান্তস্ত তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা সম্পূজিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা যশ্চাভিনন্দতি ।
তুষ্যাত্তিকং বা যঃ কুর্যাৎ তস্ত তুষ্যতি শঙ্করঃ
বান্ধনঃ কাযকশ্চৈচ্ছা যন্ত ভক্তির্নহেশ্বরে ।
ব্যসনোপহতস্তাপি তস্ত তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ১৯
যথা দ্বিজা হস্তিপদে পদানি
সংলীয়ন্তে সর্কসম্বোদুবানি ।
এবং ধর্ম্মাঃ শিবধর্ম্মে তু সর্কৈ
সংলীয়ন্তে নাত্র চিত্রং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ২০

সমৌহিত এবং তাহাই পুরুষের মুক্তি অপেক্ষা
শ্রেয়স্করী ১১—১৪। কোন শত্রুই শিবভক্তের
অহিতাচরণে সমর্থ হয় না, নিশাচরগণ তাঁহাকে
ভক্ষণ করিতে পারে না এবং ভুজঙ্গমনিচয়
তাঁহাকে দংশন করিতে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে।
এজন্ত আপাত-রম্য পারিণাম-বিরস বিষয়-
ভোগকে বিষবৎ পারিত্যাগপুষ্টক সর্বজন-
কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্করের আরাধনাই
মানবগণের কর্তব্য। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি
কাহাকেও হিংসা করে না, সতত সত্যবাদী,
পরস্বাপহরণে বিমুগ্ধ, সকলের প্রতি দয়াপর-
বশ এবং সমস্ত ভূতে অনুগ্রহকারী, ভগবান্
শঙ্কর তাহার প্রতিই তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি
সম্পূজিত শিবলিঙ্গ দর্শনে ভক্তিভাবে ভক্তি
বা নৃত্য গীত করে, ভগবান্ তাহার প্রতি
প্রসন্ন হন। যে মানব কায-মনোবাক্যে
মহেশ্বরকে ভক্তি করে, সে ব্যসনা-
সক্ত হইলেও তাঁহার প্রিয়। দ্বিজগণ!
হস্তিপদ-চিহ্নে যেমন অন্তান্ত সমস্ত প্রাণীরই
পদচিহ্ন বিলীন হয়, তজপ, হে মুনীন্দ্রবৃন্দ!
নিখিল ধর্ম্মই যে শিবধর্ম্মে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া

অল্লাশ্রয়ানল্পক সাংসারাত্য

ধৰ্ম্মানন্তান প্রাহুরিহ দ্বিজেন্দ্রাঃ ।

মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপং

বদন্তি সন্তঃ শিবধৰ্ম্মমেকম্ ॥ ২১

সৰ্ব্বৈ বর্ণা দেবদেবন্ত শস্তোঃ

পূজাং কৃত্বা সত্যবাক্যানি চোক্তু

ত্যক্তা ধৰ্ম্মং দাক্ষণ্যং মর্ত্যালোকে

যান্তি স্বৰ্গং নাত্ৰ কার্যো বিচারঃ ॥ ২২

যে বামদেবঃ হি যজন্তি নিত্যং

সদ্বৃত্তশীলাঃ কিম লিঙ্গমূর্তিম্ ।

তে ধ্বস্তদোষা হি ভবন্তি মর্ত্যা

ভবানুরাশিং বিসমং তরন্ত তে ॥ ২৩

তৈরিষ্টং বিবৈধৈর্ধৈর্জৈর্দেঃষিপিভূমানবাঃ ।

তর্পিতাঃ সূর্য্যগন্ধেতুর্ধৈরিষ্টো ভগবান্ ভবঃ

পর্কতান্ দশ যদ্দত্ত্বা মহাদানানি ষোড়শ ।

ধেনুশ্চ দশ যদ্ দত্ত্বা তদ্ দৃষ্ট্বা লিঙ্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫

শিবভক্তো ন যো রাজা ভক্তোহন্যেযু

সুরেষু সঃ ।

থাকে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হে দ্বিজেন্দ্রনিচয়! পণ্ডিতেরা অপর অখিল

ধৰ্ম্মকেই অল্লাশ্রয় ও অল্পফলজনক কহিয়াছেন,

কেবল এক শিবধৰ্ম্মকেই মহাশ্রয় ও মহাফল

জনক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি

সমস্ত বর্ণই এই মনুষ্য-লোকে অন্তবিধ

কঠোর ধৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যত সত্য-

কথন ও শঙ্করের পূজা করিয়া যে স্বর্গে গমন

করে, এ বিষয় অণুমাত্র বিচার্য্য নহে। যে

সকল মানব, সংস্রভাবাপন্ন হইয়া, প্রতিদিন

লিঙ্গমূর্তি মহাদেবের পূজা কবে, তাহার পাপ-

যুক্ত হইয়া, অনায়াসে বিষম সংসার-সাগর

উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা ভগবান্ ভবের

পূজা করে, তাহাদিগের অখিল যজ্ঞানুষ্ঠানের

ফল হয় এবং তাহার সমুদয় দেবতা, ঋষি,

পিতৃগণ ও মনুষ্যাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া

থাকে। দশসংখ্যক পর্কতদান, ষোড়শ-

সংখ্যক মহাদান এবং দশসংখ্যক ধেনুদান

করিলে যে ফল হয়, কেবলমাত্র শিবলিঙ্গ

স্বপত্নীং যুবতীং ত্যক্তা যথৈবাত্মানু রজ্যতে ।

ব্যাঞ্জেনাপি হি যে কুর্য্যঃ কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম

শিবালয়ে ।

ন তে যাস্তৌহ নরকং পাপাত্মানোহপি মানবাঃ

সম্মার্জ্জনাদিকর্তারো মার্গশোভাকরাশ্চ যে ।

তেহবশ্যং পৃথিবীপালা ভবন্তি ত্রিদশোপমাঃ ॥

অশ্মিন্নর্থং পুরাবৃত্তং তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ।

যচ্ছুরা প্রাণিনঃ প্রায়ো ন মোহমুপযান্তি তে ॥

স্বায়ত্ত্বদেহস্তরে ত্রাসীদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।

পঞ্চালবিষয়ে বিপ্রা নরবশ্মেতি বিষ্কৃতঃ ॥ ৩০

দৈবমজ্জবিহুৎসাহশক্তিবৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ ।

ষাড্ভুগ্যবিম্বহাসকঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিতঃ ॥

ভাস্ত্রা ভাষ্যাসহস্রাণাং দর্শনীয়তমাকৃতিঃ ।

দশানামগ্রমহিষী সূদেবীত্যভিবিষ্কৃতা ॥ ৩২

সর্বলক্ষণসম্পন্ন শচীব বরবর্গিনী ।

দর্শনেই তাহা হইয়া থাকে। স্বীয় যুবতী

পত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর রমণীতে আসক্ত

মানব যেরূপ অববেকী, তদ্রূপ যে নৃপতি

শিবভক্ত না হইয়া, অন্য দেবতায় ভক্তিমান

হয়, তাহাকেও তাদৃশ জানিবে। যে সকল মানব

ছল কারিয়াও শিবালয়ে যৎকিঞ্চিৎ সংকৰ্ম্ম

করে, তাহার পাপাত্মা হইলেও নরকগামী

হয় না। যাহারা শিবালয়-সম্মার্জ্জনাদি করে,

কিহা শিবালয়-পথের সংস্কার করে, তাহার

অমরোপম মহাপাল হইয়া থাকে। হে

দ্বিজোত্তমগণ! এই বিষয়ে এক ইতিবৃত্ত বলি-

তেছি, শ্রবণ করুন। উহা শ্রবণ করিলে

প্রায়ই প্রাণিগণের মোহাকার তিরোহিত

হইয়া যায়। ১৫-২৯। স্বায়ত্ত্বব মনস্তরে পঞ্চাল

দেশে নরবর্মা নামক এক পরম ধার্ম্মিক রাজা

ছিলেন। তিনি সমুদয় দৈবাস্ত্র বিষয়ে পার-

দশী, উৎসাহ-শক্তিসম্পন্ন, প্রতাপশালী,

সন্ধি প্রভৃতি ষড্ভুগবেত্তা, মহাবল, পরাক্রান্ত

এবং সত্য সত্য-বদনে বাক্যলাপ করিতেন

বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার দশ সহস্র ভাষ্যার

মধ্যে সূদেবী নামে এক পরম রূপলান্যবতী

প্রধান মহিষী ছিলেন। শচীতুল্য সর্ষ-

তৰ্জুনাপি প্রিয়া সাধ্বী চন্দ্রকান্তিসমপ্রভা ॥ ৩৩
করোতি প্রত্যহং রাজ্ঞী ভূমিসম্মার্জনাতিভিঃ ।
দ্বারশোভাঃ মার্গশোভাঃ শিবস্তায়তনে শুভে
তাং তথাভিরতাং দৃষ্ট্বা তস্মৈ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ
পপ্রচ্ছেদং স তবঙ্গীং গালবো বহসি স্থিতাম্ ॥
ক্রহি সূত্র মহাভাগে কিমর্থং হরমন্দিরে
সম্মার্জনরতা নিতামন্তকর্ম্মপরাঙ্ঘুগী ॥ ৩১
সৈবমুক্তা তদা তেন মুনির্ন বিনয়ান্বিতা ।
প্রহস্তাহ বিশালাক্ষী মুণীন্দ্রং গালবং প্রতি ॥ ৩৭
ন মেহন্তত্ৰ পরা ভক্তির্থথা সম্মার্জনাতিষু ।
তবাহং কথয়িষ্যামি পুরা কর্ম্ম কৃতং ময়া ॥ ৩৮
পূর্ব্বমাসমহং গৃধ্রী পক্ষিণী ব্যোমচারিণী ।
কদাচিদ্ভ্রমমাণা তু গত্বা কিক্কিচ্ছ্যপর্ব্বতম্ ॥ ৩৯
সিদ্ধবিজ্ঞাধরাকৌণং হেমকুটি বাপরম্ ।
আশ্চর্য্যবস্নিরাবাহং খলিঙ্গং যত্র তিষ্ঠতি ।
যস্মৈ সন্দর্শনাদেব স্বর্গং যাস্তি মনৌষিণঃ ॥ ৪০

সম্পূজ্যাত্ত তমেবেশং পুণ্ড্রপূর্ণপাকতাদিভিঃ ।
স্তুতং কেনাপি তৎপার্শ্বে নৈবেদ্যং যৎ
তদৈব হি ॥ ৪১
তদাদাতুং সমাগত্য লিঙ্গং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।
ক্ষুধার্ত্তাহং মহাভাগ নৈবেদ্যে তু কৃতোদ্যমা ।
ক্রমাৎ তদ্বাগ্রহীদ্ বিপ্র পক্ষাভ্যাং
পাণ্ডুমার্জনম্ ।
কৃতং দেবস্ত পুরতো দৈবযোগ্যং কণাৎ ততঃ
তাবৎ তত্র সমাগত্যস্তস্ত দেবস্ত পূজকঃ ।
উদ্যতাহং ততঃ কালান্মৃতা জাতা বাসোগৃহে ॥
নৃবর্ষ্মণে চ তেনাহং প্রদত্তা প্রথমা বধুঃ ।
দশরাজ্ঞীসহস্রাণামুত্তমা তৎপ্রভাবতঃ ।
মাত্তা চ দয়িতা রাজ্ঞঃ পুত্রপৌত্রসমস্থিতা ॥ ৪৫
অকামাদীপ্তরাগারে কৃত্বৈবং পাণ্ডুমার্জনম্ ।
দুহিতাহং বসোজ্ঞাতা রাজ্ঞো জাতিস্মরা তথা ॥
কামাৎ সম্মার্জনং কৃত্বা ভবিষ্যামি ন বেদ্বি তৎ

সুলক্ষণসম্পন্ন; চন্দ্রকান্তি-সমপ্রভা, সাধ্বী,
পতিপ্রিয়া, বরবর্ণিনী উক্ত রাজ্ঞী সূদেবী,
প্রত্যহ ভূমিসম্মার্জনাতি দ্বারা শুভ শিবায়ত-
নের দ্বার ও মার্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেন ।
একদা রাজপুরোহিত মুনিবর গালব, নিজে
সূদেবীকে তাদৃশ কার্য্যে রত দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি সূত্র! মহাভাগে!
তুমি কি জন্ত অস্ত্র কর্ম্ম পারিত্যাগ করিয়া,
প্রতিদিন শিবমন্দির-সম্মার্জন করিয়া থাক?
গালব মুনি এইরূপ কহিলে, আয়তলোচনা
সূদেবী হস্ত করত বিনয়সহকারে তাঁহাকে
কহিলেন,—সম্মার্জনাতি কার্য্যে আমার যেরূপ
অনুরাগ, এরূপ আর কিছুতেই নহে । আমি
পূর্বে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা আপনাকে
বসিতেছি । আমি পূর্বে আকাশচারণী
গৃধ্রিনী পক্ষিণী ছিলাম । একদা ভ্রমণ করিতে
করিতে কিক্কিচ্ছ্য পর্ব্বতে উপস্থিত হই । উহা
দ্বিতীয় হেমকুটের তায় পরম রমণীয়, বাধা-
শূন্য এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্গগণে সমাকৌর্ণ । ঐ
স্থানে খলিঙ্গ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন ।
মনৌষিগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়াই সুরপুরে

গমন করিয়া থাকেন । কোন ব্যক্তি সেই
লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে বিবিধ পুষ্প, ধূপ ও অক-
তাদি দ্বারা পূজা করিয়া, তৎপার্শ্বে নৈবেদ্য
রাখিয়া গমন করিয়াছেন, এমত সময়ে
আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিবার
জন্ত লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করত নৈবেদ্য গ্রহণে
উদ্যত হইলাম । হে মহাভাগ বিপ্র! তখন
মদীয় পক্ষবায়ুতে ভগবানের সম্মুখস্থ ধূলি-
পটল অপস্থত হইল । অনন্তর দৈববশতঃ
কণকাল মধ্যে তথায় সেই পূজক উপস্থিত
হওয়ায়, আমি গগনমার্গে উড্ডীন হইলাম ।
তৎপরে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া
পুনরায় বহুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং
সেই বসুরাজই আমার নরবর্ষ্ম-করে জ্যেষ্ঠ
পত্নীরূপে সমর্পণ করিয়াছেন । আমি সেই
পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম-প্রভাবেই রাজার দশ সহস্র
পত্নীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা, মাত্তা, প্রিয়া ও পুত্র-
পৌত্রাধিতা হইয়াছি । ৩০-৪৫ । আমি যখন
অনিচ্ছাপূর্ব্বক শিবালয়ে এইরূপ পাণ্ডু মার্জন
করিয়া বসুরাজের দুহিতা ও জাতিস্মরা
তখন না জানি, ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া কি হইব ?

এবমুক্তস্তয়া রাজ্য্য প্রদষ্টেস্তামধাত্রবৌৎ ॥ ৪৭
 সমারাধ্য সুরেশানং সর্বদং ত্রিপুরাস্তকম্ ।
 কিমাশ্চর্য্যং গুণাবাসে যদেতৎ প্রাপ্তবত্যসি ॥
 চক্ষুযা প্রেক্ষণকৈব নমনঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ।
 লিঙ্গমূর্ত্তেঃ শিবশ্চৈব রাজ্য্যাবান্তিকরং স্মৃতম্ ॥
 জ্ঞাতিস্মরত্মৈশ্বৰ্য্যং বিদ্যাজ্ঞানং প্রজাসুখম্ ।
 অজ্ঞানান্ধাভয়াদ্যপি দৃষ্টেবেহ মহেশ্বরম্ ॥ ৫০
 নান্যপি নরকচ্ছেদঃ স্মরণাট্টেবুধঃ পদম্ ।
 পূজনাদ্যস্ত নিষ্কাশং তমীশং কো ন সংশয়েৎ
 ফলং প্রসাদাজ্জায়েত ক্রবং কালেন দেহিনাম্
 অর্থিনাস্থখিলান্ কামান্ সদাঃ ফলতি শঙ্করঃ
 শাঠ্যেনাপি নরা নিত্যং যে স্মরন্তি মৎপ্ররম্ ।
 তেহপি যান্তি তনুং ত্যক্তা শিবলোকনাময়ম্
 চরাচরগুরোরস্ত শস্তোরমিততেজসঃ ।
 ন কৃত্বা যৈদৃঢ়া ভক্তিৰ্বিকি ভাস্তে স্কুটংজনাঃ ॥ ৫৪

গালবকে রাজ্য্য এইরূপ কহিলে, তিনি পরম
 হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে গুণাবাসে! কি
 আশ্চর্য্য! তুমি সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুরেশ্বর
 ত্রিপুরারিকে তাদৃশ আরাধনা করিয়াই এবং-
 বিধ ঐশ্বৰ্য্য লাভ করিয়াছ? হে মুনিগণ!
 শিবলিঙ্গ দর্শন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদ-
 ক্ষিণ করিলেই, জন্মান্তরে রাজ্য্য হয়। অধিক
 কি, এই জগতে অজ্ঞান বা ভয় বশতঃ মহে-
 শ্বরকে সন্দর্শন করিলেও জ্ঞাতিস্মরত্ম, ঐশ্বৰ্য্য,
 বিদ্যা, জ্ঞান, পুত্র-পৌত্র ও পরম সুখ লব্ধ
 হইয়া থাকে। যাহার নাম মাত্রেই নরক-
 নিবারণ, স্মরণ মাত্রে দেবত্ব-প্রাপ্তি এবং
 অর্চনা করিলে নিষ্কাশ-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,
 কোন্ ব্যক্তি না তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করবে?
 দেহিগণের শিবপ্রসন্নতার ফল অবশ্যই সময়ে
 ফলিয়া থাকে। তিনি ফলপ্রার্থী মানবগণের
 অভীষ্ট বিষয় সদ্যই প্রদান করেন। যে সকল
 ব্যক্তি শঠতা করিয়াও প্রতিদিন মহেশ্বরকে
 স্মরণ করে, তাহারাও দেহত্যাগান্তে
 অনাময় শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা
 অমিতশক্তি চরাচরগুরু শঙ্করের প্রতি ভক্তি
 বিহীন, তাহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত; যে সকল

প্রমাদেনাপি যৈঃ কাপি প্রণামঃ শূলিনঃ কৃতঃ
 কল্পান্তেহপি ভবগ্রহিণ তেষাং জায়তে পুনঃ
 তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে শোকমোহপরায়ণাঃ ।
 নার্চয়ন্তি বিরূপাক্ষং যাবদেব শরীরিণঃ ॥ ৫৬
 ইতিহাসপুরাণাদিশিবপুস্তকবাচনম্ ।
 যে কুর্য্যুঃ সৰুদপ্যেবং ভক্ত্যা শৃণুন্তি যে নরাঃ ॥
 ব্রতোপবাসদানেষু তীর্থস্নানেষু যৎফলম্ ।
 তৎ তেষাং স্মার সন্দেহ ইত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥
 বিনষ্টলোভা বিষয়েষু নিঃস্পৃহাঃ
 প্রসন্নচিত্তাশ্চ শিবার্চনোদ্যতাঃ ।
 ব্রজন্তি শস্তোঃ পরমং সনাতনং
 নিরাময়ং যৎ প্রবদন্তি স্মরয়ঃ ॥ ৫৯
 কুলং পবিত্রং পিতরঃ সমুদ্ভূতা
 বসুন্ধরা তেন চ পাদিতা দ্বিজাঃ ।
 সনাতনোহনাদিরনন্তাবগ্রহো
 হৃদি স্থিতো যস্ত সদৈব শঙ্করঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে সূদেব্যুপাখ্যানং নামাষ্ট-
 চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতও কোন কালে মহে-
 শ্বরকে নমস্কার করে, কল্পান্তকালেও আর
 তাহাদিগের সংসারবন্ধন হয় না। জীবগণ
 যে পর্য্যন্ত না ভগবান্ বিরূপাক্ষকে অর্চনা
 করে, তাবৎ কালই শোক-মোহাদিতে ক্লিষ্ট
 হইয়া, সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে।
 যাহারা ভক্তিসহকারে একবার মাত্র শিব-
 মাহাত্ম্যময় ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ
 করে, ভগবান্ পরমেশ্বর বলিয়াছেন, তাহা-
 দিগের নিখিল ব্রত, উপবাস, দান ও তীর্থ-
 স্নানের ফল হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই।
 যাহারা লোভবিহীন, বিষয়ে অনাসক্ত, সতত
 প্রসন্নচিত্ত এবং শিবপূজায় তৎপর, জ্ঞানিগণ
 বলিয়া থাকেন, তাহারা ভগবান্ শঙ্কর পরম
 সনাতন নিরাময় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 হে দ্বিজগণ! যাহার হৃদয় মধ্যে সতত
 অনাদি অনন্তমূর্ত্তি সনাতন শঙ্কর বিরাজ
 করেন, তাহার কুল পবিত্র হয় ও পিতৃগণ

একোপকাশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পার্বত্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং লোমহর্ষণ
জঘান সা যথা দৈত্যান রক্তাসুরপুরোগমান ॥

সূত উবাচ ।

প্রণিপত্য মহাদেবীঃ শঙ্করার্দ্ধশরীরিণীম্ ।
মহেন্দ্রাণীশ্বরমুতাং ভক্তানুগ্রহকারিণীম্ ॥ ২
একাকরীতি বিখ্যাতা ব্রাহ্মী দাক্ষয়ণীতি য়া ।
উমা হৈমবতী তুর্গা সতী মাতা মহেশ্বরী ॥
আর্য্যাস্বিকা মৃড়ানী চ চণ্ডী নারায়ণী শিবা ।
মহালক্ষ্মীর্জগন্মাতা কালিকা মেনকাশ্রজা ॥ ৪
নানারূপধরা সৈবমবতীর্ঘ্যৈব পঞ্চমতী ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় নিম্নস্তী দৈত্যদানবান্ ॥ ৫

অধোগতি হইতে নিস্তার পান এবং সে
বসুন্ধরাকে পবিত্র করিয়া থাকে । ৪৬—৬০ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপকাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ সূত !
আমরা ভগবতী পার্বতীর মাহাত্ম্য শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি, তিনি যেভাবে রক্তাসুর
প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন,
তাহা ব্যক্ত করুন । সূত কহিলেন,—হে
ঋষিগণ ! আমি মহেন্দ্রাণী প্রভৃতির বন্দ-
নীয়া, ভক্তানুগ্রহকারিণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী
সেই মহাবেবীকে নমস্কারপূর্বক তদীয় মাহাত্ম্য
কথা কীর্তন করিতেছি । তিনি জগতে একা-
করী, ব্রাহ্মী, দাক্ষয়ণী, উমা, হৈমবতী, তুর্গা,
সতী, মাতা ও মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা ।
তাঁহাকেই সকলে আর্য্যা, অস্বিকা, মৃড়ানী,
চণ্ডী, নারায়ণী, শিবা, মহালক্ষ্মী, জগন্মাতা,
মেনকাশ্রজা ও কালিকা বলিয়া কীর্তন
করেন । সেই পার্বতী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ নানা-
রূপে অবতীর্ণ হইয়া দানবগণকে বিনাশ

পরমাত্মা যথা ক্রত্ব একোহপি বহুধা দ্বিতঃ ।
প্রয়োজনবশাদেবী সৈকাপি বহুধা ভবেৎ ॥ ৬
আসৌজ্ঞানুরো নাম মহিবস্ত সূতো বলী ।
মহামায়ো মহাবাহুর্হিরণ্যাক্ষ ইরাপরঃ ॥ ৭
স বিজিত্য সুরান্ সর্দান্ বিষ্ণুশ্রাণিপুরো-
গমান্ ।

ত্রৈলোক্যেহস্মিন্ নিরাতঙ্কশক্রে রাজ্যং
প্রতাপবান্ ॥ ৮

তন্মৈতে মন্ত্রিণশ্চাসন্ ক্রজাভানো মদোৎকটাঃ ।
ত্রয়স্রিংশদ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সহস্রাক্ষৌহনীযুতাঃ ।
সিংহস্কন্ধা মহাকায়া তুরাভানো মহাবলাঃ ॥ ৯
ধূম্রাক্ষো ভীমদংষ্ট্রশ্চ কালপাশো মহাহনুঃ ।
ব্রহ্মরো যজ্ঞকোপশ্চ স্ত্রীশ্চো বালম্ এব চ ॥ ১০
বিদ্যাম্বালী চ বন্ধুকঃ শঙ্কুকর্ণো বিভাবনুঃ ।
দেবাস্তকো বিধর্ম্মশ্চ তুর্ভিক্ষঃ ক্রুর এব চ ॥ ১১
হয়গ্রীবোহশ্বকর্ণশ্চ কেতুমান্ বৃষভো গজঃ ।
শলভঃ শরভো ব্যাঘ্রো নিকুন্তো মণিকো বকঃ
সূর্য্যকো বিষ্ণুরো মালী কালো দণ্ডশ্চ কেয়লঃ

করিয়া থাকেন । পরমাত্মা ভগবান্ ক্রত্ব
যেমন এক হইয়াও নানারূপে বিরাজ করেন,
তদ্রূপ তিনিও প্রয়োজন বশতঃ বহুধা প্রকাশ
পাইয়া থাকেন । পূর্বে মহিষাসুরের পুত্র
রক্তাসুর নামে দ্বিতীয় হিরণ্যাক্ষবৎ এক
মহামায়াবী মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অসুর
ছিল । সেই প্রতাপবান্ রক্তাসুর, ইন্দ্র
উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে জয় করিয়া নিঃশঙ্ক-
চিত্তে ত্রিভুবনে রাজত্ব করিত । ১—৮। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ধূম্রাক্ষ, ভীমদংষ্ট্র, কালপাশ, মহা-
হনু, ব্রহ্মর, যজ্ঞকোপ, স্ত্রীশ, বালম্, বিদ্যাম্বালী,
বন্ধুক, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবনু, বেদাস্তক, বিধর্ম্ম,
তুর্ভিক্ষ, ক্রুর, হয়গ্রীব, অশ্বকর্ণ, কেতুমান্,
বৃষভ, গজ, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, নিকুন্ত,
মণিক, বক, সূর্য্যক, বিষ্ণুর, মালী, কাল, দণ্ড
ও কেয়ল নামে তাহার ত্রয়স্রিংশৎসংখ্যক
মন্ত্রী ছিল । উহার সকলেই ভীষণস্বভাব,
মদমত্ত, সিংহস্কন্ধ, মহাকায়া ও মহাবলপরাক্রান্ত
এবং প্রত্যেকেই সহস্র অক্ষৌহনী

স কদাচিৎ সমাসীনো দৈত্যকোটিসমাবৃতঃ ।
 সদন্তধাত্রবীর্দৈতান্ দানবান্ সনরাংস্তথা ॥১৪
 মাং যজধ্বং যজধ্বং পূজোহং জবতাং সদা
 যন্ত দেবান্ সমাতিষ্ঠেৎ স গচ্ছেদধ্যাতাঃ মম ॥
 দানযজ্ঞোপবাসাংস্ত ত্যক্তা দেবর্ষিদর্শিতান্ ।
 প্রত্যক্ষসৌখ্যান্ ভুঞ্জীধ্বং যথেষ্টং সুরযোধিতঃ
 ইতি দৈত্যেন্দ্রবাক্যেণ নষ্টা যজ্ঞক্রিয়াস্ততঃ ।
 নাধীয়েন্তে তদা দেবা ন পূজাস্তে চ দেবতাঃ ॥
 উৎসবা ন প্রবর্তন্তে সক্ষমাসীৎ তদাসুরম্ ।
 ধর্মহীনস্ততো লোকো শ্লেচ্ছাকুল ইবাভবৎ ॥১৮
 ধর্মনাশাৎ সুরেন্দ্রস্ত বনহানিরজায়ত ।
 জ্যাহ্না হীনবলং শত্রুং দানবাস্তং সমাদ্রবন্ ॥১৯
 সোহভিভূতোহসুরৈর্গাঢ়ং ত্যক্তারাজ্যঞ্চ দেবরাট
 বৃহস্পতিমুপাগম্য বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২০
 রক্তাসুরাভ্যনুজ্ঞাতা দৈত্যাঃ কোটিসহস্রণঃ ।

সৈন্ত । একদা সেই রক্তাসুর, দানবকোটিতে
 পরিবৃত্ত হইয়া সভামধ্যে আসীন আছে,
 এমন সময়ে মনুষ্যাগণসমর্থিত দৈত্য-দানব-
 গণকে কহিল,—তোমরা আমারই পূজা ও
 আমাকেই স্তুতি করিবে । আজ হইতে যে
 ব্যক্তি দেবতার অর্চনা করিবে, সে আমার
 বধ্য হইবে । দেবর্ষিগণ ! নির্দিষ্ট দান,
 যজ্ঞ ও উপবাসাদি কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক
 প্রত্যক্ষ-সুখকর যথেষ্ট সুরাজ্ঞনা উপভোগ
 সুখে কালহরণ কর । দৈত্যেন্দ্রের ঈদৃশ
 বাক্যে সমুদয় যজ্ঞাদি কার্য্য, বেদাধ্যয়ন,
 দেবপূজা ও উৎসব সমস্তই বিনষ্ট হইল ।
 তৎকালে নিখিল জগৎই অসুরভাবাপন্ন
 হইয়া উঠিল । সকলেই ধর্ম্ম-বিহীন হওয়ায়
 শ্লেচ্ছময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।
 এইরূপে ধর্ম্ম-লোপহেতু ক্রমে সুররাজের
 বলহানি হইল । অনন্তর দানবগণ, ইন্দ্রকে
 হীনবল জানিয়া তাঁহাকে আক্রমণার্থ ধাবমান
 হইতে লাগিল । পরে দেবরাজ, অসুর-
 বিক্রমে অভিভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ-
 পূর্ব্বক বৃহস্পতির নিকট গমন করত কহিলেন,
 শ্রয়ো ! রক্তাসুরের আদেশানুসারে কোটি

আবাধস্তে অ সর্ব্বত্র মদ্বার্থং ন সংশয়ঃ ॥ ২১
 ন হ্যাতুমত্র শক্নোমি ন গন্তুং তৈশ্চভিজ্ঞতঃ ।
 সর্ব্বথা যোদ্ধুমিচ্ছাম যদ্বাব্যং তদ্বিষ্যতি ॥২২
 নশ্রুতো যুধাতো বাপি তাবদ্ববতি জীবিতম্ ।
 যাবৎ প্রমাষ্ট্রি ন বিধির্ভালেহস্ত লিখিতাঙ্গরম
 জয়মাণংস মে ব্রহ্মন্ যোৎশ্রেহমরিতিঃ সহ ।
 মুহূর্ত্তং জ্লিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতং চিরম্ ।
 ধিক্ তস্মৈ জীবিতং পুংসঃ শক্রণামাততায়িনাম্
 অপকর্তুমশক্তো যো জীবামৌত্যধিগচ্ছতি ॥২৫
 কস্মাদ্যন্তং কিতৈশ্বর্য্যং মমায়ত্ত্বঞ্চ পৌরুষম্ ।
 তস্মাদ্যুদ্ধং কারিষ্যামি ক্রবং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
 শ্রুত্বৈবং মঘবদ্বাক্যং বাচস্পতিরথাত্রবৌৎ ।
 ন কালো বিগ্রহস্তাদ্য কিং কোপেন শচীপতে
 ন চ খেদস্তদ্বা কার্য্যঃ কার্য্যাণাং গতিরীদৃশী ।

কোটি দৈত্যগণ নিঃসন্দেহ আমাকে বিনাশ
 করিবার জন্য সর্ব্বত্র উৎপীড়ন করিতেছে ।
 আমি অসুরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এখানে
 থাকিতেও পারিতেছি না এবং অন্তত্র গমন
 করিতেও সমর্থ হইতেছি না । এজন্য আমি
 সম্যকরূপে সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি ;
 আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে ।
 বিধাতা যাবৎকাল না ললাটলিপি প্রমার্জন
 করেন, তাবৎকালই মুমূর্ষু বা যুধ্যমান
 ব্যক্তির জীবন । হে ব্রহ্মন্ ! আপনি জয়-
 প্রার্থনা করুন, আমি অরাতিগণের সহিত
 সংগ্রাম করিব । কারণ, মুহূর্ত্তকালও প্রজ-
 লিত হওয়া ভাল, তথাপি চিরাদন ধূমায়িত
 থাকা শ্রেয়স্কর নহে । যে ব্যক্তি আততায়ী
 শত্রুগণের প্রতিবিধানে অক্ষম হইয়া আপ-
 নাকে জীবিত মনে করে, তাহার জীবনে
 ধিক্ । ঐশ্বর্য্য নিঃসন্দেহ কস্মায়ত্ত্ব, কিন্তু
 পৌরুষ আমার অধীন । একারণ সমর
 করিবই করিব এবং মঙ্গলও নিশ্চয় হইবে ।
 ১—২৬ । বৃহস্পতি, দেবরাজের ঈদৃশ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে শচীপতে ! ইহা
 সংগ্রামের সময় নহে । অতএব ক্রুদ্ধ হইলে
 কি হইবে । তুমি খেদ করিও না, কার্য্যের

দবাস্তবস্তি ভূতানাং সম্পদো বিপদোহপি বা
 স্বশক্তিঃ পরশক্তিঞ্চ যাভুগুণ্যবিদুদারধীঃ ।
 দেশকালবলোপায়ান্ জ্ঞাতা বিগ্রহমাচরেৎ ॥ ১৯
 দেশকালবিহীনানি কৰ্ম্মাণি বিপরীতবৎ ।
 ক্রিয়মাণানি হুয়াস্তি হবিরপ্রযতেষি ব ॥ ২০
 সম্যগ্জ্ঞাতশাস্ত্রার্থো রাজা বিজয়মাচরেৎ ।
 সপ্তাঙ্গরাজ্যভাগঞ্চ বুদ্ধা বারিবিগ্রহম্ ।
 কুর্যাদেবাস্তথা নাশমুপযাতি শচীপতে ॥ ৩১
 বিশ্বাসয়তি ভূতানিন চ বিশ্বসতে কচিৎ ।
 ছিদ্ৰেষু যোহস্থিচ্ছক্ৰং স রাজ্যং মহদশুভে ॥
 সাম্প্রতং বন্ধমূলোহসৌ ত্বং দৈবানবলোকিতঃ
 অতো যুদ্ধাবকাশং তে ন পশ্যামি শতক্রতো ॥
 যৎসহায়ান্চ যে শূরাঃ শক্তিমন্তো নিকৃৎসুকাঃ
 দুৰ্দ্ধীনপি তে শত্রুং জয়ন্ত্যেব সদা নৃপাঃ ॥ ৩৪
 পুরোধসৈবমুক্তস্ত পুনরাহ পুরন্দরঃ ।

গতিই এইরূপ । জীবগণের দৈববশতই
 সম্পদ বা বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে ।
 সন্ধি প্রভৃতি যাভুগুণ্যবেত্তা উদারমতি পুরুষ
 স্বীয় ও পরকীয় শক্তি, দেশ, কাল এবং
 উপায় নির্ণয়পূৰ্ব্বক সময়ে প্রবৃত্ত হইবে ।
 দেশকালাদি বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে
 তাহা, অপ্রযত ব্যক্তিতে স্বতবৎ, দোষোৎ-
 পাদন করিয়া থাকে । রাজা, শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক
 অবগত থাকিলেই যুদ্ধে জয়লাভ, সপ্তাঙ্গ-
 রাজ্যের পরিভাগ এবং শত্রুদগকে নিগ্রহ
 করিতে পারেন । হে শচীপতে ! অস্তথা
 স্বয়ং বিনষ্ট হয় । যে রাজা কাহাকেও
 বিশ্বাস না করিয়া সকলকেই বিশ্বস্ত কারতে
 পারেন এবং ছিদ্ৰাঘেষণপূর্ব্বক শত্রুকে আক্র-
 মণ করেন, তিনিই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর
 হইয়া থাকেন । হে শতক্রতো ! সাম্প্রতি
 তোমার শত্রু বন্ধমূল, কিন্তু তুমি দৈবহীন,
 সূতরাং এ সময়ে তোমার যুদ্ধ করা কর্তব্য
 নহে । যে সকল পরাক্রমশালী অব্যগ্র বীর
 রাজগণ আমাকে সহায় করে, তাহারা দুৰ্দ্ধয়
 ত্রিপুরনিচয়কেও অনায়াসে দহন করিতে সমর্থ
 হয় । পুরন্দর, পুরোধা বৃহস্পতি কর্তৃক এই-

অভিভূতো ভূশং দৈত্যৈর্নাহং জীবিতুমুৎসহে
 শত্রুঃ পির্বর্তমানস্ত মুখস্ত স্ত্রীজিতস্ত চ ।
 ব্যাধিতস্ত দরিদ্রস্ত শ্রেয়ো মৃত্যুর্ন জীবিতম্ ॥
 কিমত্র বহুনোক্তেন যোৎসেহহং দানবৈঃ সহ
 নৃণাং কৰ্ম্মসমারম্ভে শ্রেয়সী হেকচিত্ততা ॥ ৩৭
 গুণদোষাবুভাবেতাবেকীকৃত্য বিচক্ষণঃ ।
 কার্য্যমারভতে যন্ত তস্ত দোষাঃ পরাশুখাঃ ॥
 তাবদ্ব্যস্ত ভেতব্যং যাবদ্ব্যমনাগতম্ ।
 আগতস্ত ভয়ং দৃষ্ট্বা যোদ্ধব্যং বাপ্যভীকবৎ ॥
 মৃতস্ত জীবতো বাপি নরশ্চেহ প্রযুধ্যতঃ ।
 শ্রেয় এব মহর্দ্ধিঃ স্তাৎ তস্মাদ্যোৎসাম্যহং
 পঠৈঃ ॥ ৪০

তয়োঃ সংবদতোরেবং ব্রহ্মাগতোদমব্রবীৎ ।
 মা বিষাদং কৃথাঃ শত্রু শরণং ব্রজ পার্শ্ব তীম্ ॥

রূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন,—হে
 গুরো ! আমি দৈত্যগণের নিকট পরাভূত
 হইয়া জীবনধারণ কারিতে ইচ্ছুক নহি ।
 দেখুন, যে ব্যক্তি, শত্রুদিগের অনুগ্রহভাজন,
 কিংবা যে ব্যক্তি মুখ, স্ত্রীজিত, ব্যাধিগ্রস্ত
 বা দরিদ্র, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, জীবন-
 ধারণ বিভ্রমনামাত্র । আমি এ বিষয়ে আর
 অধিক কি কহিব, আমি নিশ্চয়ই দানবগণের
 সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব ; আপনি স্থির
 জানিবেন, মানবগণের কার্য্যারম্ভকালে দৃঢ়-
 সঙ্কল্পই শ্রেয়োজনক । যে ব্যক্তি দোষ গুণ
 উভয়কেই সমান জ্ঞান করত কার্য্য আরম্ভ
 করে, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির কোনরূপ অকু-
 শল ঘটে না । ভয়-কারণ, যাবৎকাল
 উপস্থিত না হয়, তাবৎকালই ভীত
 হওয়া উচিত, কিন্তু ভয়ের কারণ আসিয়া
 উপস্থিত হইলে নিঃশঙ্কচিত্তের স্তায় তাহার
 সহিত যুদ্ধ করা কর্তব্য । ২৭—৩৯ । মানব
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যুমুখেই পতিত হউক
 আর জীবিতই থাকুক, উভয়খাই তাহার পরম
 মঙ্গল । অতএব আমি শত্রুসহ অবশ্যই যুদ্ধ
 করিব । ইন্দ্র ও বৃহস্পতি উভয়ে এইরূপ
 পরস্পর কহিতেছেন, এমত সময়ে তথায়

যা জয়ে মহিষং দৈত্যং রুদ্রং চিত্রাসুরং তথা ।
সদ্যো রক্তাসুরং হত্বা স্বং রাজ্যং তে প্রদাস্তাত
এবমুক্তা হরিং ব্রহ্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
শক্ৰোহপি ত্রিদশৈঃ সার্কঃ জগাম হিযবদ্বিগিম্
স তত্র গহ্না সর্বাণীং নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ ।
স্তোত্রোণানেন তুষ্টাব শিবাং শঙ্করবল্লভাম্ ॥৪৪
শক্ৰ উবাচ ।

জয়াক্ষরে জয়ানন্তে জয়াব্যক্তে নিরাময়ে ।
জয় দেবি মহামায়ে জয় ত্রিদশবন্দিতে ॥ ৫
জয় ভদ্রে বিদেহস্বৈ জয়াদ্যে ত্রিগুণাত্মকে ।
জয় বিশ্বস্তরে গঙ্গে জয় সর্বার্থসিদ্ধিদে ॥৪৬
জয় ব্রহ্মাণি কৌমারি জয় নারায়ণীশ্বরী ।
জয় ব্যরাহি চামুণ্ডে জয়েস্ত্রাণি মহেশ্বরী ॥৪৭
জয় মাতর্মহালক্ষ্ম জয় পার্বতি সর্বগে ।
জয় দেবি জগজ্জ্যোষ্ঠে জয়ৈরাবতি ভারতি ॥৪৮
মৃগাবতি জয়ানন্তে তেজোবতি জয়ামলে ।

ব্রহ্মা আগমনপূর্বক কহিলেন,—হে শক্ৰ !
বিষয় হইও না, পার্বতীর শরণাপন্ন হও ।
যিনি, সংগ্রামে মহিষ, রুদ্র ও চিত্রনামক
অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনিই
অবিলম্বে রক্তাসুরকে নিহত করিয়া তোমাকে
স্বর্গরাজ্য প্রদান করিবেন । ব্রহ্মা ইন্দ্রকে
এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অস্থিত হই-
লেন, এদিকে দেবরাজও সুস্থ ও নির্ভয় হইয়া
দেবগণের সহিত হিমালয়ে গমনপূর্বক শঙ্কর-
প্রিয়া সর্বাণীকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে
দেবি ! হে মহামায়ে ! তুমি দেবগণের আরাধ্যা
তুমি অক্ষরা, অব্যক্তা, অনন্তা ও নিরাময়া ;
তোমার জয় হউক । হে সর্বার্থসিদ্ধিদে ! হে
বিদেহস্বৈ ! হে ভদ্রে ! তুমি ত্রিগুণময়ী আদ্যা-
শক্তি ; হে বিশ্বস্তরে ! হে গঙ্গে ! তোমার
জয় হউক । হে মাতঃ ! হে দেবি ! তুমিই
ব্রহ্মাণী, তুমিই কৌমারী, তুমিই নারায়ণী,
তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই ব্যরাহী, তুমিই ইন্দ্রাণী,
তুমিই মাহেশ্বরী, তুমিই মহালক্ষ্মী এবং তুমিই
সর্বভূতে অধিষ্ঠাতা ; তোমার জয় হউক ।
হে পার্বতি ! তুমি জগতের জ্যোষ্ঠা । বুধগণ

জয়ৈশানি শিবে সর্বৈ জয় নিত্যে জয়ার্চিতে
মোক্ষদে জয় সর্বজ্ঞে জয় ধর্মার্থকামদে ।
জয় গায়ত্রি কল্যাণি জয় সঙ্ক্যে বিভাবরি ॥৫০
জয় দুর্গে মহাকালি শিবদূতি জয়াজয়ে ।
জয় দণ্ডমহামুণ্ডে জয় নন্দে শিবপ্রিয়ে ॥ ৫১
জয় ক্ষেমঙ্করি শিবে জয় ভ্রামণি রেবতি ।
জয়োমে সাধব মঙ্গল্যে হরসিদ্ধে নমোহস্ত তে
জয়ানন্দে মহাবর্ণে মহিষাসুরঘাতিনি ।
জয়ানঘে বিশালাক্ষি জয়ানঙ্গে সরস্বতি ॥ ৫৩
জয়াশেষগুণাবাসে জয় ব্রহ্মাসুরাস্তকে ।
জয় যোগেশি সঙ্কল্ল জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি ॥
জয় শুভনিশুভস্বৈ জয় পদ্মেন্দুসম্ভবে ।
জয় কোশিকি কৌমারি জয় বাকুণি কামদে ॥৫৫
নমো নমস্তে সর্বাণি ভূয়ো ভূয়ো জয়ান্বিকে ।

তোমাকেই ঐরাবতী, ভারতী, মৃগাবতী ও
তেজোবতী বলিয়া বর্ণন করেন ; তোমার
জয় হউক । হে ঈশানি ! হে শিবে ! তুমি
নির্মূল, নিত্য সর্বস্বরূপ ও সকলের পূজনীয় ;
অতএব তোমার জয় হউক । হে দুর্গে ! হে
মহাকালি ! তুমি সর্বজ্ঞা এবং তুমিই জীব-
গণকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্কর্গ প্রদান
করিয়া থাক ; তুমিই গায়ত্রী, সঙ্ক্য ও বিভা-
বরীরূপে বিরাজ করিতেছ । তুমি কল্যাণময়ী
এবং তুমিই জীবগণের জয় ও পরাজয়স্বরূপা,
হে ক্ষেমঙ্করি ! হে শিবে ! তুমি শিবদূতী,
মহামুণ্ডা, নন্দা, শিবপ্রিয়া, ভ্রামণী ও রেবতী
নামে প্রসিদ্ধা ; তোমার জয় হউক । হে উমে !
হে মঙ্গল্যে ! তোমার জয় হউক, তোমাকে নম-
স্কার কর । ৪০—৫২ । হে মহিষাসুরঘাতিনি !
তোমার নাম হরসিদ্ধি, আনন্দা, মহাবর্ণী,
অনঘা, বিশালাক্ষী, অনঙ্গা ও সরস্বতী ;
তোমার জয় হউক । হে ত্রৈলোক্যসুন্দরি !
তুমি অশেষগুণের আবাসভূমি, তোমা হই-
তেই ব্রহ্মাসুর নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । হে
পদ্মেন্দুসম্ভবে ! তুমিই শুভ ও নিশুভকে
বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই যোগেশ্বরী ও
সঙ্কল্লরূপা । হে সর্বাণি ! তুমি সর্বাভীষ্ট

ত্রাহি নস্ত্রাহি নো দেবি শরণাগতবৎসলে ॥৫৬
য ইমাং কৌর্ভয়িষ্যন্তি জয়মালাং ভবানি তে ।
ত্রিবিধৈরপি দুঃখৌঘৈর্মুচ্যন্তে পরমেশ্বরি ॥ ৫৭
সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্রাঃ সৰ্বৈশ্বৰ্য্যসমৰ্ষিতাঃ ।
ভাস্তি লোকে তথা দিত্যাঃ সৰ্বরোগবিবৰ্জিতাঃ
দেহাবসানে তেহবশ্যং পশুন্ত্যেব হি পার্শ্বতীম্
নেল্লিঘাণাং বিকলতা যথাস্থেষাং ভবেমুণাম্ ।
দেবীলোকং গমিষ্যন্তি স্কন্দলোকোপরি স্থিতম্
পুনরাবুত্তিরহিতং স্তোত্রজাপ্যাম সংশয়ঃ ॥ ৬০
শ্রুত উবাচ ।

সৈবং শ্রুত্বা ভগবতী মহেন্দ্রেনাথ পার্শ্বতী ।
আত্মানন্দর্শয়ামাস সৰ্বানলঙ্করণবিতম্ ॥৬১
নমস্কৃত্যথ তামুচুঃ সুরাস্তে ভয়নাশিনীম্ ।
হুয়া রক্তাসুরং দৈত্যং পাহি নো মহতো ভয়াৎ

দান করিয়া থাক এবং তুমিই কৌশিকী ও
বাক্রণী নামে অভিহিতা হও ; তোমার জয়
হউক । হে অধিকে ! তোমার জয় হউক,
জয় হউক । হে দেবি ! হে শরণাগত বৎসলে !
তোমাকে বারংবার নমস্কার, আমাদিগকে
রক্ষা কর, রক্ষা কর । হে ভবানি ! যাহারা
তোমার এই জয়মালা কৌর্ভন করে, হে পর-
মেশ্বরি ! তাহাদিগের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ
দুঃখই বিনষ্ট হইয়া থাকে । তাহারা সৰ্ব-
পাপবিনিশ্চুক্র, সৰ্বৈশ্বৰ্য্য-সমৰ্ষিত ও সৰ্বরোগ-
বিবৰ্জিত হইয়া সূর্য্যসম প্রকাশ পাইতে
থাকে এবং দেহাবসানে নিঃসন্দেহ ভগবতী
পার্শ্বতীকে সন্দর্শন করে ; অশ্রুশ্র মানব-
দিগের শ্রায় কোন কালে তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-
বিকলতা ঘটে না । অধিক কি, এই স্তোত্র
পাঠকলে স্কন্দলোকের উপরিস্থিত পুনরাবুত্তি-
রহিত দেবীলোকে যে গমন করিবে, তাহাতে
আর কিছুমাত্র সংশয় নাই । শ্রুত কহি-
লেন,—দেবরাজ ভগবতী পার্শ্বতীকে এই-
রূপ শ্রব করিলে তিনি সৰ্বানলঙ্করণভূষিতা
হইয়া ইন্দ্রসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন । অন-
ন্তর দেবগণ, সেই ভয়নাশিনীকে নমস্কার-
পূৰ্ব্বক কহিলেন,—দেবি ! রক্তাসুরকে নিধন

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তেভ্যোহভয়ং ততঃ
বভূবাস্তুতরূপা সা ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা ॥৬০
সিংহাক্রুতা মহাদেবী নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ।
সুবক্রা বিংশতিভুজা ক্ষুর্জা বহুশ্রতোপমা ॥৬১
ততোহধিকা ননাদৌচৈঃ সাট্টহাসঃ মুহূৰ্ঘুহুঃ ।
তস্তা নাদেন ঘোরেন ক্রৎস্রমাপুরতঃ জগৎ ॥৬২
প্রকম্পিতাখিলা চৌকী তদা বারিধিমেখলা ।
শৈলোত্তরস্তনী রম্যা প্রমদেব ভয়াতুরা ॥৬৩
তেহপি তত্রাসুরাঃ প্রাপ্তাশ্চতুরঙ্গরলোকটাঃ
সম্যগ্দিদিতব্রহ্মাস্তাঃ কালান্তকষমোপমাঃ ॥৬৪
রক্ষোদানবদৈত্যাশ্চ পাতালেষপি যে স্থিতাঃ
তে সৰ্বা এব দৈত্যেন্দ্রঃ কোটিশস্ত্রমুপাগতাঃ ।
দেবারয়স্তদা সৰ্বৈ সন্নদ্ধাশ্চোদ্ধৃতধ্বজাঃ ।

করিয়া মহৎ ভয় হইতে আমাদিগকে পার্জাতাণ
করুন । তখন সেই ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা
পার্শ্বতী, দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহাদিগকে অভয়-প্রদানপূৰ্ব্বক অদ্ভুত রূপ
ধারণ করিলেন । সকলেই দেখিলেন, সেই
মহাদেবী সিংহোপরি আক্রুতা হইয়া বিংশতি
হস্তে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ;
তাঁহার মুখমণ্ডল কমনীয় কাস্তিতে সুশোভিত
এবং দেহপ্রভা ক্ষণপ্রভাবৎ দেদীপ্যমান হই-
তেছে । অনন্তর ভগবতী অধিকা, অট্ট-
হাস্তের সহিত মুহূৰ্ঘুহুঃ সিংহনাদ করিতে
লাগিলে সেই ঘোরতর শব্দে সমুদয় বিশ্ব-
মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল । তৎকালে
শৈলরূপ-সমুন্নত-পয়োধর-শোভিতা বারিধি-
মেখলা অখিলা বসুন্ধরা, ভয়াতুরা প্রমদার
শ্রায়, কম্পিতা হইতে লাগিল । ৫৩-৬৬ অনন্তর,
কালান্তক-যমোপম অসুরগণ, তদব্রহ্মাস্ত্র
সম্যক্ পার্জাত হইয়া চতুরঙ্গ বলের সহিত
তথায় উপস্থিত হইল । তৎকালে যে সকল
রাক্ষস ও দৈত্য দানব পাতালমধ্যে অব-
স্থিত ছিল, তাহারাও কোটি কোটি আসিয়া
দৈত্যেন্দ্র রক্তাসুরের সহিত যোগদান করিল ।
তখন অখিল অসুরশক্রগণ, বিবিধ প্রকার
আয়ুধ ধারণপূৰ্ব্বক সুসজ্জিত এবং দৈত্যেন্দ্র

পালিতা কানবেশ্বেণ নানাশস্ত্রাপাণয়ঃ ॥৬৯
 তমালানিকুলান্তাস্য জীমূতধ্বনিমিশ্রনাঃ ।
 যুগান্তমিৎ কুর্কশা নানালঙ্কারকুশিতাঃ ॥ ৭০
 গজঘণ্টারবৈশ্চোট্যৈর্হৃদয়ানামথ ত্রৈবিতৈঃ ।
 সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং শস্ত্রাণাং কণিতেন চ ।
 রথনেমিনিমাদৈশ্চ কম্পয়ন্তো বনুজরাম ॥ ৭১
 ততস্তে দানবাঃ সর্ষে দেবীঃ দৃষ্ট্বা প্রংঘিতাঃ ।
 আফোটয়ন্তঃ পটহান ভেরীজজ্জরিণীমুখান ।
 অনেকান্ বাদয়ন্তোহস্তে শঙ্খডমরুডিণ্ডিমান ॥
 মনোজবৈর্হৃদৈর্জাতৈর্গজৈশ্চালৈসরিভৈঃ
 অষ্টৈবিচিত্রৈরাকৃতা বিরেজুর্দৈত্যপুঙ্গবাঃ ॥ ৭২
 এবংবিধে সমাজে তাং ভবানীং ত্রিদশারয়ঃ ।
 সর্ষে এব সমাজয়ঃ সর্ষাণীং সর্ষতোমুখীম ॥৭৪
 বাণৈর্নানাবিধৈর্ঘোরৈর্ঘমদগোপমৈঃ সিতৈঃ ।
 কুঠারচক্রপরশুম্বলাঙ্কুশলাঙ্গলৈঃ ॥ ৭৫
 পাশতোমরশূলৈশ্চ দণ্ডপট্টিশমুদগৈঃ ।

কর্তৃক পালিত হইয়া ধ্বজপতাকা সকল উড্ডীন করিল। তাহারা সকলেই নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। তাহাদিগের দেহপ্রভা তমাল ও অলিকুলের স্থায় রূপবর্ণ। তাহাদিগের তৎকালীন ভাব দর্শন করিলে বোধ হয় যেন যুগপরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তৎকালে মাতঙ্গগণের গলঘণ্টারবে, অশ্বসমূহের হ্রেসাধ্বনিতে, বীরগণের সিংহনাদে, শস্ত্রানকরের বজ্রনাশকে এবং রথচক্র নিমাদে বনুজরা কম্পিত হইতে থাকিল। অনন্তর দানবগণ, দেবী পার্শ্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত-চিত্তে পটহ, ভেরী, ঝাঝরিণী, শঙ্খ, ডমরু ও ডিণ্ডিমা দি নানাবিধ বাদ্য সকল বাদিত করিতে লাগিল, কেহ কেহ দ্রুতগামী অশ্বে, কেহ কেহ পর্ষতোপম মাতঙ্গে এবং কেহ কেহ অশ্রুবিধ বিচিত্র যানে আরোহণপূর্বক পরম শোভা ধারণ করিল। অশ্বরগণ এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া এককালে যমদগোপম ভীষণ স্তম্ভীকৃত নানাবিধ বাণ দ্বারা পার্শ্বতীকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা কুঠার, চক্র,

পরিঘপ্রাসজ্জাষ্টিশতদ্রীকণপোপলৈঃ ॥ ৭৬
 আঘোত্তৈর্ভূতুভীভিশ্চক্রকুন্তগদাদিভিঃ ।
 ছাদয়ন্তো মহাদেবীং সিংহনাদান্ বিনেদিরে ।
 সা হস্তমানা রোষেণ জজ্বাল সমরেহস্বিকা ।
 অগ্রসং সাধ সর্ষাণী শস্ত্রাশ্রাণি সুরষিষাম ॥৭৮
 শৈলেন্দ্রতনয়া দেবী সূর্যমানা সুরষিভিঃ ।
 যুযুধে দানবৈঃ সার্কং মহাসমরহৃদিনে ॥ ৭৯
 তে হস্তমানাঃ পার্শ্বত্যা তামেবাভিপ্রহুজ্বুঃ ।
 পরিপূর্ণে যথাকালে শলভা জাতবেদসম ॥ ৮০
 সৈকা প্রজবতী তেষাং বহুনা মাততায়িনাম ।
 দধার বেগং সর্ষেযাং মরুতামিব পর্ষতঃ ॥ ৮১
 পার্শ্বতীশস্ত্রনিভিরা দৈত্যাস্তে কতজ্ঞৈকণাঃ ।
 আলিঙ্গ্য শেরতে কৌলীঃ রতে কাস্তামিব
 প্রিয়াম ॥ ৮২
 মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডাং দদৃশুশ্চাঙ্গিকাং তদা ।

মুসল, অঙ্কুশ, লাঙ্গল, পাশ, তোমর, শূল, দণ্ড, পট্টিশ, মুদগর, পরিঘ, প্রাস, শক্তি, ঝাষ্টি, শতদ্রী, কণপ, উপল, আঘোত্ত, ভূতুভী, কুন্ত ও গদা প্রভৃতি আয়ুধনিচয়ে ভগবতীকে আচ্ছাদনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন সেই সমরক্ষেত্রে পার্শ্বতী আহতা হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশুরাস্ত্র সকল গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দেবী শৈলেন্দ্রনন্দিনী দেবর্ষিগণ কর্তৃক সূর্যমানা হইয়া সেই মহাসমরহৃদিনে দানবগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কালপূর্ণ হওয়ায় শলভনিচয় যেমন অনলাভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ দানব-বৃন্দও পার্শ্বতী কর্তৃক হস্তমান হইয়াও তাঁহা-রই সন্মুখে ধাবমান হইতে লাগিল। পর্ষত যেরূপ প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবেগ ধারণ করে, সেই-রূপ তিনি একাকিনী ধাবমানা হইয়া প্রহৃত আততায়ী দানবগণের বেগ ধারণ করিলেন। অনন্তর দৈত্যগণ, পার্শ্বতীর শস্ত্রপ্রহারে ছিন্নভিন্ন হইয়া, রমণাস্তে প্রিয়া কাস্তার স্থায়, ধরণীকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিতে লাগিল। তৎকালে পার্শ্বতীর কোদণ্ড

মৃত্যুজিহ্বাদিতাকারাং প্রাণকর্ষণতৎপরাম্ ।

জয়ন্তে কোটিশো দৈত্য্যঃ পার্শ্বতীঃ

সমরাজনে ॥ ৮৪

হুকারেণ নিনাদেন পাতয়ন্তী সহস্রশঃ ।

প্রচিচ্ছেদ রণেহরীণাং শিরাংসি নিশিতৈঃ

শটৈঃ ॥ ৮৫

দেবীকাঞ্চুকনিশ্চুতৈর্দৈবানানাবিধৈঃ শটৈঃ ।

দহন্তেহসুরসৈন্তানি ভৃগানাব দবাগ্নিনা ॥ ৮৬

সিংহবেগানিলোকুতাংচূর্ণন্তী মহারথান্ ।

ববর্ষ শরবর্ষাণি যুগান্তাসুদসন্নভান্ ॥ ৮৭

গজবাজিরথানাঞ্চ ভ্রবতাং পততাং তথা ।

দৈত্যোস্ত্রাণাঞ্চ ভারেণ খসিতীব বশুন্ধরা ॥ ৮৮

সমুখিতং রজো ঘোরং সংস্পৃষ্টাকৈন্দুমণ্ডলম্ ।

গজাখদৈত্যরক্তোদৈঃ প্রশান্তিমগমৎ ততঃ ॥

প্রাবর্তত নদী তত্র শোণিতোদতরঙ্গিনী ।

হয়মৎস্তা গজগ্রাহা চর্মকুর্মাশ্বিসঙ্কলা ॥ ৯০

মণ্ডলাকার হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে দেখিল, সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবী দানবগণের জীবন আকর্ষণার্থেই রসনা বিস্তার করিয়াছেন। সেই সমরাজনমধ্যে কোটি কোটি দৈত্য পার্শ্বতীকে আঘাত করিতে থাকিলেও তিনি হুকার শব্দেই পাতিত করত নিশিত শর দ্বারা তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন। দাবানলে ভৃগপুঞ্জের স্থায় পার্শ্বতীর শরাসন-যুক্ত নানাবিধ দিব্য শরজালে অসুরসৈন্ত সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি, স্বয়ং বাহন সিংহের গমনবেগজাত প্রচণ্ড বায়ুভরে মহারথ সকল চূর্ণিত করত প্রলম্বকাণীন জলদ-জালের স্থায় গভীর শব্দায়মান শর-নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইতস্ততঃ ধাবমান ও পতনশীল বহুল মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও দৈত্যগণের ভয়ে বশুন্ধরা যেন খাসযুক্ত হইলেন। তখন ধূলিপটল গগনমার্গে সমুখিত হইয়া, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল স্পর্শকরত দৈত্য ও গজ-বাজির শোণিতে শাস্তি প্রাপ্ত হইল। ৮১—৮৯। অনন্তর শোণিতময়ী তরঙ্গিনী প্রবাহিতা হইতে লাগিল। ঐ নদীতে অগ্নি-

মহারথমহাবর্তা পতাকাচ্ছত্রকেনিলা ।

বহন্তী যমলোকান্তঃ দৈত্যাসুরতটক্রমান্ ॥ ৯১

তদ্বলঞ্চ বভৌ শীঘ্রং শস্ত্রাশ্রকতকঙ্করম্ ।

গলক্রধিরকেনৌষঃ ঘূর্ণিতাণবসন্নিতম্ ॥ ৯২

বধ্যমানং স্বকং সৈন্তং দৃষ্ট্বা দেব্যান্ত বিক্রমম্ ।

রক্তাসুরোহভ্রাবাচেদং সৈনিকান্ জাতবিস্ময়ঃ

হস্ততাং হস্ততাং শীঘ্রং ভবানী কালসন্নিতা ।

পরিবৃত্য রথৈর্নগৈর্হৈয়ৈশ্চৈব পদাতিভিঃ ॥ ৯৪

দানবেশ্বরবাক্যেণ ততস্তে তস্ত সৈনিকাঃ ।

ত্যাগান্নানং মহান্নানো দেবীমাপূর্ব্ণাবিতাঃ ॥

ধূম্রাক্ষপ্রমুখা ধীরঃ ষোড়শৈব মহারথাঃ ।

শরশক্তিগদাশূলৈস্তাড়য়ন্তোহস্রিকাং রণে ॥ ৯৬

খসন্ত ইব নাগেস্ত্রাঃ প্রজ্জলন্ত ইবাগ্নয়ঃ ।

ভূস্তন্ত ইব শাদ্দুলা গর্জন্ত ইব তোয়দাঃ ॥ ৯৭

নিচয় মৎস্তের, হস্তী সকল কুন্তীরাদি বৃহৎ বৃহৎ জলজন্তুর চর্মকলক-সমূহ কুর্মের, বৃহদাকার রথ সমুদয় ভীষণ আবর্তের এবং পতাকা ও ছত্রনিচয় ফেনপুঞ্জের আকার ধারণ করিল। উক্ত শোণিততরঙ্গিনী যেন দৈত্য ও অসুররূপ তীরতক্রনিকরকে বহন করত যমলোক পর্য্যন্ত প্রবহমাণা হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে অসুর-সৈন্ত সকল, দেবীর শস্ত্রাশ্রাঘাতে কতকঙ্কর হইয়া ক্রধির-ফেনপুঞ্জ বষণ করত ঘূর্ণমান অর্ণববৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর রক্তাসুর, স্বয়ং সৈন্ত-দিগকে দেবীর শরে হস্তমান ও তাঁহার বিক্রম দর্শনে বিস্ময়াবিত হইয়া সেনাপতি-দিগকে কহিল,—কালসমা ভবানীকে অগ্নি-রাহী, গজারোহী ও রথিগণে পরিবেষ্টিতপূর্ব্বক ভয়ায় বিনাশ কর, বিনাশ কর। তখন দৈত্যরাজের আদেশানুসারে ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবীর মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত ষোড়শ সেনাপতি, জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবীকে আক্রমণ করিল এবং শর, শক্তি, গদা, শূলাদি দ্বারা প্রহার করত, নাগেস্ত্র-নিচয়ের ন্যায়, ঘন ঘন নিখাস ত্যাগ করিতে লাগিল; অগ্নিহুলা দেদীপ্যমান হইতে

যুধিষ্ঠিরে স্থিরীকৃত্য বিবিধাযুধোধিনঃ ॥ ৯৮
 নৃত্যন্তোব চ কজ্জালী নুনং ভাতি মহাহবে ।
 পার্শ্বী চ শুকোদগুণাদাপুরিতদিযুধা ॥ ৯৯
 পট্টশাভিহতান্ কাংশ্চিন্মূলোদ্রুগধিতাঃস্তথা ।
 সারোহান্ পাতয়ামাস গজানশাংশ্চ কোটিশঃ ॥
 কালপাশশিরশ্ছিহ্না সার্কচন্দ্রেন ভাসুরম্ ।
 গদয়া প্রমমাধাশু বেদাস্তকমহাহবম্ ॥ ১০১
 ব্রহ্মস্মাসিনা কায়াং পাতয়ামাস চাঘিকা ।
 ধুম্রাঙ্কং কালদণ্ডেন বজ্রেন ক্রুরমেব চ ॥ ১০২
 যজ্ঞদংষ্ট্রং যজ্ঞকোপং বিধর্ম্মক চমুপাতম্ ।
 রৌজানন্তাংশ্চিশূলেণ জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১০৩
 সশঙ্কবর্ণহৃৎকবচ্যামালিবিভাবহন ।
 তুর্বারপৌরুষাংশ্চক্রে চক্রেণোৎকৃতমস্তকান্ ॥
 রক্তানুরামুজৌ চোভৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥

লাগিল ; শাদূলপ্রতিম মুখ ব্যাদান করিতে
 লাগিল ও জলদ-জালের সদৃশ ভীষণ গর্জন
 করিতে লাগিল । সেই সকল বীরগণ বিবধ
 আয়ুধজাল বিস্তারপূর্বক স্থিরভাবে সংগ্রাম
 করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবতী কজ্জালীও সেই
 তুমুল সংগ্রামক্ষেত্রে যেন নৃত্য করিতে
 করিতে প্রচণ্ড কোদগু-নির্নাদে দিগ্ভাঙল পরি-
 পূর্ণ করত কতিপয় দৈত্যকে পাটশাভিঘাতে,
 কতকগুলিকে মুষলাভিঘাতে এবং কোটি
 কোটি গজারোহী ও অশ্বারোহী অশুরকে
 বাহনের সহিত ভূতলে পাতিত করিলেন ।
 অনন্তর তিনি, অর্ধচন্দ্র-বাণ দ্বারা কালপাশ
 নামক অশুরের মস্তক দ্বিখণ্ড করত গদা-
 ঘাতে বেদাস্তক নামক দৈত্যের প্রকাণ্ড হস্ত-
 দেশ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । পরে সেই
 পরমেশ্বরী অঘিকা, অগ্নি দ্বারা ব্রহ্মস্মের
 মস্তক শরীর হইতে নিপাতিত করত ধুম্রা-
 ঙ্কে কাল-দণ্ডপ্রহারে এবং ক্রুরানুরকে
 বজ্রপ্রহারে সংহারপূর্বক ত্রিশূলাঘাতে যজ্ঞ-
 দংষ্ট্র, যজ্ঞকোপ ও বিধর্ম্ম প্রভৃতি ভীষণকর্ম্মা
 সেনানীদিগকে অস্তকদেবের আতিথ্য গ্রহণ
 করাইয়া, চক্রপ্রহারে ভীমপরাক্রমশালী
 শঙ্কুকর্ণ, হৃৎক, বিহ্বামালী ও বিভাবহকে

কুম্মাণ্ডশতকাক্ষৌ তু জয়তুর্মূলশ্রুতিঃ ॥ ১০৪
 মহাবলৌ মহাকায়ৌ ঘোরৌ তত্র মহানুরৌ ।
 শরৈরানীবিষাকারৈর্জঘনাধ তদা দ্বিজাঃ ॥
 ততঃ স্ত্রীশ্চোভ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা ভৌ বিনি-
 পাতিভৌ ॥
 তমপ্যপাতয়ন্তুমৌ খড়্গেনাভিহতং ক্রবা ॥ ১০৭
 ঘণ্টকশ্চাখ দৈত্যোল্লো গিরীশ্চসদৃশৌ বলৌ ।
 পরিঘোণায়সেনাজৌ দেবী ক্রু ক্কাহত্যাতাড়য়ৎ
 ততঃ সপারিঘচসৌ দেব্যাঃ করতলাহতঃ ।
 স পপাত তদা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ১০৯
 প্রাপঞ্চিকৌ মহাবাহুশ্চক্রৌকৃতশরাসনঃ ।
 শক্ত্যা দগ্ধতনুত্রাণৌ জগামাস্তকমন্দিরম্ ॥ ১১০
 অষ্টাদশৈবং তুর্দ্ধিয়ান্ নিহত্যানু রসৈনিকান্ ।
 সানন্দা বিননাদোচ্চৈঃ সংবর্তকঘনোপমা ॥ ১১১
 জঘান দানবানীকমেকানেকস্বরূপিণী ॥ ১১২

মস্তকবিহীন করিলেন । তদর্শনে কুম্মাণ্ড ও
 শতকাক্ষ নামক মহাবল পরাক্রান্ত ভীমকর্ম্মা
 ভীমকায় রক্তানুরের অল্পজঘন, অসংখ্য
 মুষল ও অশ্ব প্রহারে দেবীকে আহত করিলে,
 ভগবতী পার্শ্বীও আশীবিষসদৃশ শরনিকরে
 উভয়কে সংহার করিলেন । হে দ্বিজগণ !
 তাহাদের উভয়কে নিহত দেখিয়া স্ত্রীশ্ব নামক
 সেনানী অঘিকার প্রতি ধাবমান হইবামাত্র
 তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণ-
 বিনাশ করিলেন । তদর্শনে গিরীশ্চতুল্য
 মহাকায় মহাবলশালী ঘণ্টক নামক দৈত্যোল্ল
 ক্রোধভরে লোহময় পরিঘ দ্বারা দেবীকে
 প্রহার করিল । ৯০—১০৮ । অনন্তর দেবীর
 চপেটাঘাতে আহত হইয়া, বজ্রাহত অচলোর
 স্থায় ভূতলে পতিত হইল । তৎকালে প্রাপঞ্চিক
 নামে মহাবীর দৈত্য, যেমন শরাসন মণ্ডলা-
 কার করিয়াছে, অমনি পার্শ্বীর শক্তিপ্রহারে
 বিদীর্ণদেহ হইয়া যমালয়ে গমন করিল ।
 সেই দেবী পার্শ্বী এইরূপে অষ্টাদশ সংখ্যক
 তুর্দ্ধি অশুর-সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া
 সানন্দহৃদয়ে, সংবর্তক মেঘবৎ উচ্চরবে গর্জন
 করিতে লাগিলেন । সেই দেবী, একাকিনী

বহ্যংসম্পাতিনিহাদা বিহ্যৎসম্পাতচকলা ।
 াতবতী চচাৱাজো সানুরেন্দ্রমহাচমু ॥ ১১৩
 ১১৩ তুলন্য তুলনো নাদো বাধ্যয় শক্যু ।
 ১১৪ যেন ব্রহ্মাণ্ডমকাণ্ডাকুলতাং যযৌ ॥ ১১৪
 ১১৫ ানৈবং চতুঃসপ্ত ত্রিদশৈশ্চিদশবিধাম ।
 ১১৬ একোহিণীসহস্রাণি ত্রয়স্বিংশং সুরেশ্বরী ॥ ১১৬
 ১১৭ একত্রিংশং সহস্রাণি শতান্ত্রো চ সপ্ততিঃ ।
 ১১৮ ানুগানাং সযোধানাং রথানাং বাতরংহনাম ॥
 ১১৯ াথ্যৈবৈবা গজেন্দ্রাণামকোহিণ্যাং মহোজসাম
 ১২০ গুণং চতুরঙ্গাণাং পঞ্চ চৈব পদাতিনাম ॥ ১২০
 ১২১ চিদ্ভবিত্তা সৈব বিবিধায়ুধধারিণী ।
 ১২২ ানানুরসৈন্তানি হযহস্তিগতা কচিৎ ॥ ১২২
 ১২৩ চিচ্চ মহিষারূঢ়া বৃষভে চ স্থিতা কচিৎ ।
 ১২৪ তালৈঃ প্রেতভূতৈশ্চ শ্বেচ্ছাস্তৈষ্টৈর্বতাভূতৈঃ
 ১২৫ কবচনৃত্যসঙ্কুলে হৃদয়সাহসিকর্দমে,
 ১২৬ রণাজিরে নিশাচরাস্ততো বিরেজুর্জজিতাঃ

শৃগালগৃধ্রবায়নাঃ পরঃ প্রণামমাদয়ুঃ,
 কচিৎ পরেতশাবকাঃ প্রতীতশোণিতা বহুঃ
 কচিৎ পিনাকপাণয়ঃ পিশাচযক্ষরাকসাঃ,
 প্রতর্পা চাস্থজা পিতৃন্ সমর্চয়রথায়িভৈঃ ।
 গজান্ নরাস্তরঙ্গমান্ প্রভকয়ন্তি নিযুণা-
 স্তদোড়ুপৈস্তথাপরে তরন্তি শোণিতাপগাম্
 ইতি প্রগাঢ়মঙ্গরে সুরারিসজয়সঙ্কুলে
 বিরাজিতেহৃদিকা ধনুঃশরাসিশূলধারিণী ।
 গজেন্দ্রবৃন্দমদিনৌ তুরঙ্গযুথপোবিনৌ,
 মহারথোঘঘাতিনৌ সুরারিসৈন্তনাশনৌ ॥
 ততশ্চণ্ডিকাচণ্ডকোদণ্ডযুগৈস্ত-
 দিবাহারিণাং কোটয়োহন্ত্রো তথাষ্ট্রো ।
 হতাঃ পট্টিণে রাক্ষসানাঞ্চ লক্ষা-
 স্ত্রয়স্বিংশদাষ্টাদশৈবাত্র কোট্যঃ ॥ ১২৩
 ততো দানবেন্দ্রং রণে তর্জয়ন্তী
 বিলাসোল্লসচ্ছাবিত্তস্তশস্ত্রা ।

যাও যেন অনেক রূপ ধারণ করিয়া
 শনিসদৃশ ঘোর গর্জন করত সমরাজ্ঞমধ্যে
 যক্ষ অসুর সৈন্তগণকে সংহারপূর্বক
 দামিনীর স্তায় চঞ্চলরূপে চতুর্দিকে বিচরণ
 রিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হস্তমান
 সুর-সৈন্তমধ্যে একরূপ অতুলনীয় তুলন শব্দ
 মুখিত হইল যে, তাহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই
 ন আকুল হইয়া উঠিল। ভগবতী সুরে-
 রী, এবম্প্রকারে অষ্টপঞ্চাশং-সংখ্যক প্রধান
 ধান অসুর ও ত্রয়স্বিংশং সহস্র একো-
 নী সৈন্ত সংহার করিলেন। একত্রিংশং
 ১২৬ অষ্ট শত ও সপ্ততিসংখ্যক আরোহি-
 ণিত ক্ষতগামী রথ, ইয়ংসংখ্যক গজ,
 গুণ অশ্ব ও পঞ্চগুণ পদাতিতে উক্ত এক
 কোহিণী সৈন্ত কথিত আছে। দেবী,
 বন রথোপরি, কখন অশ্বোপরি, কখন
 জাপরি, কখন মহিষোপরি এবং কখন
 বৃষভপৃষ্ঠে আরোহণ করত স্বীয় ইচ্ছানু-
 সারে অদ্ভুতাকার বেতাল ও ভূতপ্রেতা-
 ত পরিবৃত্ত হইয়া বিবিধ আয়ুধনিচয়
 রণপূর্বক অসীম অসুরসেনা সংহার

করিতে লাগিলেন। নৃত্যকারী কবচনিকরে
 পরিব্যাপ্ত শোণিত বসাদি-কর্দমময় সেই
 রণভূমিতে নিশাচারগণ আনন্দোন্মত্ত হইয়া
 ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।
 কোন স্থানে শৃগাল, গৃধ্র ও বায়সগণ
 পরমানন্দে শোণিত পানে আনক্ত রহি-
 য়াছে; কোথাও প্রেতশিঙগণ রক্তপান
 করত বিপুল হর্ষ প্রকাশ করিতেছে এবং
 কোথাও বা পিনাকপাণি যক্ষ, পিশাচ ও
 রাক্ষসগণ রক্তমাংস দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ
 করত গজ, অশ্ব ও নরকলেবর ভক্ষণ করি-
 তেছে; আর কেহ কেহ বা উড়প দ্বারা
 শোণিতনদী পার হইতেছে। এতাদৃশ
 অসুরসমূহ-সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে দেবী
 অশ্বিকা শর, শরাসন, অসি ও শূল ধারণ
 করত মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও রথাদি অসুরসেনা-
 নিচয় দলনপূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন।
 অনন্তর ক্রমে চণ্ডিকার প্রচণ্ড কোদণ্ড-নির্ঘাত
 শরনিকর অষ্টকোটি ও অষ্টসংখ্যক দানব এবং
 পট্টিণাস্ত্রে অষ্টাদশ কোটি ও ত্রয়স্বিংশং যক্ষ
 রাক্ষস নিহত হইল ॥ ১২৩—১২৪ ॥ পরে অশ্ব-

ননর্ভাপ্রমেষপ্রভাবা ভবানী
মহেশ্বাদিদেবান্ মুদা হর্বয়ন্তী ॥১১৫
হরগ্রীবমুখ্যাঃ পুনর্দৈত্যসজ্জা-
দশৈবাবশিষ্টা মহারৌজরূপাঃ ।
নমস্কৃত্য রক্তাসুরং তেহত্যাধাবন্
রণে পার্শ্বতীঃ তাদ্রয়ন্তোহস্রপুংগৈঃ ॥১২৫
সমুদ্রত্যা নেত্রাণি কিঞ্চিদসমু
দ্বিষৎসৈন্তসজ্জানি সা সংযন্তী ।
সমুদ্রং ততোহস্তাণি দিব্যানি দেবী
নদন্ স্বাধ্যাতুর্যোষু খেহনস্তসজ্জা ॥১২৬

ততো গিরীশজারীণাং চক্রে সৈন্তানি ভস্মসাৎ
রক্তাসুরমধামেত্য শস্ত্রাস্ত্রধৃতপাণিনম্ ॥১২৭
পানাক্রান্ত্যানতভুবং সজ্জাভিতজগলয়ম্ ।
মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডং গর্জন্তঃ কালমেঘবৎ ॥১২৮
শরবর্ষণি মুকুটঃ পার্শ্বতী তমুবাচ হ ।
কুষোপতাপং দেবানাং জীবন্ কাদ্য গমিষ্যসি ।
হৃষ্টেত্যুক্রোধ সা দেবী শৃঙ্গেনাভিহনদ্ধৃদি ।

মেষপ্রভাবা ভবানী, ভুজনিচয়ে নানাবিধ অস্ত্র-
শস্ত্রধারণ করিয়া সেই সমরাজ্ঞ মধ্য ইন্দ্রাদি
দেবগণের হর্ষোৎপাদনপূর্বক দানবেশ্বের
প্রতি তর্জন করত নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
তখন হরগ্রীবাদি ডোমমূর্তি অবশিষ্ট দশ
সংখ্যক মহাসুর, রক্তাসুরকে নমস্কারপূর্বক
পার্শ্বতীর সম্মুখীন হইয়া বিবিধ অস্ত্রনিচয়ে
তাঁহাকে আঘাত করিলে সেই অনন্তশক্তি-
রূপিনী পার্শ্বতী, লোচনজয়, কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত
করত ঈষৎ হাস্ত সহকারে দিব্যাস্ত্রনিচয়ে
নিখিল অসুরসৈন্তদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া
কেলিলেন । অনন্তর যাহার পাদচালনে
বনুধরা যেন অবনত হইতেছিলেন, যে জগ
প্রত্যেকেও কুরু করিয়াছে এবং যে শরাসন
মণ্ডলীকৃত করিয়া প্রলয়কালীন জলধরের
ভাষ্যগতীর গর্জনপূর্বক শরজাল বর্ষণ করি-
তেছিল, ঈদৃশ সেই শস্ত্রাধারী রক্তাসুরের
নিকট গমন করিয়া দেবী কহিলেন,—অরে
হুই দানব! তুই সুরগণের মনঃকোষ
উৎপাদন করিয়া জীবন ধারণপূর্বক কোথায়

সন্তিরহদরো দৈত্যো যুষ্টিং চক্রে সুদারণাম্ ।
রক্তবিন্দুসমো দৈত্যো দেবীং ব্যামোহয়ন্বিব ।
জগামানেকরূপোহসৌ নিহতোহদ্বিকয়া রণে ।
রক্তাসুরোহপি নিধনং গত্যা ত্রিদশকণ্টকঃ ।
পপাত মুনিশার্দীলাঃ প্রজলজ্জলনোপমঃ ॥ ১৩২
হাহাকারং প্রকৃষ্ণাণা দৈত্যাস্তেহথ প্রহৃদ্রবুঃ ।
কোচচ্ছষ্টা ভয়জন্তা বিসৃষ্টাযুধজীবিতাঃ ॥১৩৩
কোচৎ সমুদ্রং বিবণ্ডয়দ্রোণ কেচিচ্চ দানবাঃ ।
কেচিল্লুকিতমূর্দানো নগ্না ভূত্বা বনেহবসন্ ।
দয়াধর্ম্যং ক্রাণাশ্চ নিগ্রহব্রতমাস্থিতাঃ ।
কেচিৎ প্রাণপরা ভীতাঃ পামণ্ডব্রতমাস্থিতাঃ ॥
হেতুবাদপরা যুতা নিঃশৌচা নিরপেক্ষকাঃ ।
আসুরস্ত জনৈস্তে কপণা ইব লকিতাঃ ॥
তে চাদ্যাপীহ দৃষ্টান্তে লোকে কপণকাঃ কিল ।

যাইবি? এই কথা বলিয়া তাহার হৃদয়ে শূল
বিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর সেই শূলাহত
রক্তাসুর, দেবী পার্শ্বতীকে যেন ব্যামোহিত
করত ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল । পরে
দেবী অদ্বিকা সেই নানারূপধারী অসুর-
বরকে সমরে নিহত করিলেন । হে মুনি-
শার্দূলগণ! প্রজলিত অনলোপম সুরকণ্টক
রক্তাসুর এইরূপে গতাসু হইয়া ভূতলে
পতিত হইলে অবশিষ্ট দৈত্য সকল হাহাকার
করিতে করিতে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে
লাগিল । কেহ কেহ ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরি-
ত্যাগপূর্বক জীবন পাইল ॥১২৪—১৩৩। কো
কেহ সমুদ্রমধ্যেও কেহ কেহ পর্বতগুহায় লুকা-
য়িত হইল । কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডনপূর্বক মা
হইয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতে থাকিল । কে
কেহ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অমূলক ব্রত অব-
লম্বনপূর্বক দয়াধর্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিল ।
কেহ কেহ পামণ্ড-ব্রত অবলম্বন করিল ।
উহারা হেতুবাদে নিপুণ, শৌচবিহীন, যুত,
কাহারও অপেক্ষা রাখে না এবং উহারা যেন
অসুর-জনের কপণ, অর্থাৎ অসুরভাবাপন্ন
ত্যাগকারী স্বরূপ বলিয়া লকিত হয়, এজ্জ
অদ্যাপি কপণক নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ।

অহস্তস্ত তথৈবান্তে শিবশাস্ত্রবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৩৫
মন্ত্রোষধপ্রয়োগৈশ্চ জনবধনকারকাঃ ।
সমুৎপৎস্তস্তি দৈত্যাস্ত ঘোরৈহস্মিন্ বৈ

কলৌ যুগে ॥ ১৩৬

শিবোক্তং কৰ্ম্মযোগঞ্চ দ্বিযন্ত্ৰশ্চ কুযুক্তিভিঃ ।
দেব্যাঃ ক্রোধাগ্নিনা দক্ষা বেদমার্গবিনিদকাঃ ॥
শাস্ত্রান্তে নরকাগ্নৌ তে নিঃশেষাঃ পাশকৰ্ম্মিণঃ
ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিস্তেষাং শাস্ত্রেষু পরমযিভিঃ ॥
ররাজাচিন্ত্যমাহাস্ত্রা চিহ্নপা পরমেশ্বরী ॥ ১৩৯
হত্বারিং জগদৈশ্বর্যং দত্ত্বা নমুচিশত্রবে ।

জগামাদর্শনং দেবী ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ১৪০
শক্রোহপি তাং প্রণম্যাস্ত সৰ্ব্বজ্ঞঃ বিশ্বরূপিণীম্
প্রযযৌ বিবুধৈঃ সার্কঃ স্বাঃ পুরীমমরাবতীম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে রক্তাসুরবধকথনং নামৈ-
কোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

আর কেহ কেহ শিবশাস্ত্র-বহিষ্কৃত অহং নামে
বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকল পাষণ্ডেরা
মন্ত্রোষধ প্রয়োগ করিয়া জনগণকে বধন
করিয়া থাকে। এই ঘোর কলিযুগে নিহত
দৈত্যগণ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কুযুক্তি
দ্বারা শিবোক্ত কৰ্ম্মযোগের ঘেষ করিবে।
বেদমার্গ-বিনিদক পাশাচারী সমুদয় দানবগণই
দেবীর কোপানলে দগ্ধ হইয়া নরকাগ্নিতে
শাসিত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ কোন
শাস্ত্রেই তাহাদিগের নিস্তারোপায় দেখিতে
পান না। ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী-অচিন্ত্য-মহি-
মাধিতা চিহ্নপা দেবী পরমেশ্বরী, এইরূপে
রিপুনিচয় দলনপূর্বক সুররাজকে স্বর্গরাজ্য
প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে
দেবরাজ ইন্দ্রও সৰ্বজ্ঞানময়ী বিশ্বরূপিণী
ভগবতীকে প্রণাম পূর্বক সুরগণের সহিত
স্বীয় অমরাবতীপুরীতে গমন করিলেন।
১৩৪ — ১৪০।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

অধোপবিষ্ট সুররাট পূজ্যমানো বরাসনে ।
অপ্সরোগণগন্ধৰ্ব্ব-সিন্ধুবিজ্ঞাধরোরগৈঃ ॥ ১
সহস্রানুচরাণাঞ্চ দেবতানাং মহোজসাম্ ।
নির্জরানাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিভিঃপরিবারিতঃ ॥
মোহভবিষ্কৃতদা সর্ষেবৃহস্পতিপুরোগমৈঃ ।
ত্রৈলোক্যেহস্মিন পুনঃ শক্রশক্রে রাজ্যম-
কণ্টকম্ ॥ ৩

সমাজযুক্তদা দ্রষ্টুং প্রাপ্তরাজ্যং সুরাধিপম্ ।
মুনয়শ্চান্দিয়। দক্ষবশিষ্ঠকৃতুগৌতমাঃ ॥ ৪
পুলস্ত্যপুলহাগস্ত্যবিশ্বামিত্রাঅশৌনকাঃ ।
জমদগ্নিতরদ্বাজভৃগুভাণ্ডরিগালবাঃ ॥ ৫
ঋতুঃ শাণ্ডিল্যত্বক্সাসোগর্গজৈমিনিনারদাঃ ।
দালভ্যোদালকবাজ্রব্যশরভঙ্গনিশাকরাঃ ॥ ৬
মরীচিচ্যবনোত্তককাত্যায়নপরশরাঃ ।
সংবর্তশঅলিখিতদেবভাগসুবেণকাঃ ॥ ৭

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

স্মৃত করিলেন,—অনন্তর দেবরাজ, উৎ-
কৃষ্ট আসনে উপবেশনপূর্বক সহস্র সহস্র
অনুচরবর্গাবৃত জরাবিহীন মহাতেজাঃ ত্রয়-
স্ত্রিংশৎ কোটি দেবগণে পরিবৃত আছেন এবং
অপ্সরা, গন্ধৰ্ব্ব, সিন্ধু, বিদ্যাধর ও উরগগণ
তাঁহার গুণগান করিতেছে, এমন সময়ে বৃহ-
স্পতি প্রভৃতি সকলে ত্রৈলোক্য-রাজ্যে
তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিলেন, আর তিনিও
পুনরায় নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন।
অনন্তর একদা দেবরাজ পুনর্বার স্বর্গরাজ্য
প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া, তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অঙ্গিরা, দক্ষ,
বশিষ্ঠ, কৃতু, গৌতম, পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য,
বিশ্বামিত্র, অত্রি, শৌনক, জমদগ্নি, তরদ্বাজ,
ভৃগু, ভাণ্ডার, গালব, ঋতু, শাণ্ডিল্য, ত্বক্সা,
গর্গ, জৈমিনি, নারদ, দালভ্য, উদালক,
বাজ্রব্য, শরভঙ্গ, নিশাকর, মরীচি, চ্যবন,
উত্তক, কাত্যায়ন, পরাশর, সংবর্ত, শত্ৰু,

ত্রিতরৈভ্যযবক্রীতশ্বেতকেতুপমন্তবঃ ।
 শকটায়নকৌণ্ডিন্তকচগুৎসমদাসিতাঃ ॥ ৮
 দেবরাতশ্চ জাবালিহারীতশ্চৈব কশ্চপঃ ।
 বৃহদশ্বাঘ্নিহোতথ্যা জাতুকণ্যাঃ পরাবসুঃ ॥ ৯
 পৈঠীনসির্ব্যাব্রপাদো বীতিহোজাশ্বলায়নো ।
 শাতাতপো মধুচ্ছন্দা ঋচীকক্রতুদেবলাঃ ।
 বামদেবশ্চ মৈত্রেয়মার্কণ্ডেয়পুরোগমাঃ ॥ ১০
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়াস্তে জটিল তন্মভূষিতাঃ ।
 ক্রজা ইব মহাআনো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ১১
 তানাগতান্ সুসম্পূজ্য কৃতাসনপরিগ্রহান ।
 ব্রহ্মকল্মাশীন সর্গান্ পপ্রচ্ছেদঃ পুরন্দরঃ ॥ ১২
 কণ্ঠমারাধ্যতে দেবী বরদাচলকন্তকা ।
 তে ধন্তাস্তে কৃতার্থাস্তে যৈঃ সম্যক পূজিতা
 শিবা ॥ ১৩
 যন্তাঃ প্রসাদাদ ভূয়োহপি রাজ্যং প্রাপ্তমিদং
 ময়া ।
 তবাস্তাঃ সর্বমেবৈতদ্বক্তুমর্হথ সন্তমাঃ ॥ ১৪

লিখিত, দেবভাগ, সুশ্ৰেণক, ত্রিত, রৈভ্য, যবক্রীত, শ্বেতকেতু, উপমন্তা, শাকটায়ন, কৌণ্ডিন্য, কচ, গুৎসমদ, অসিত, দেবরাত, জাবালি, হারীত, কশ্চপ, বৃহদশ্ব, অঘ্নিক, উতথ্যা, জাতুকণ্যা, পরাবসু, পৈঠীনসি, ব্যাব্রপাদ, বীতিহোজ, আশ্বলায়ন, শাতাতপ, মধুচ্ছন্দ, ঋচীক, ক্রতু, দেবল, বামদেব, মৈত্রেয় ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মস্তকে জটা, সর্বাঙ্গ তন্মভূষিত এবং স্কন্ধদেশে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়। সেই সকল বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভগবৎকে দর্শন করিলে, ক্রতুমুর্তিসমূহ বলিষ্ঠা বোধ হয়। সুরপতি, সমাগত সেই সকল ব্রহ্মকল্মাশ-গণকে যথাবিধি অর্চনাপূর্বক আসনে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিসন্তমগণ! যাঁহারা প্রসাদে আমি পুনরায় এই স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অচল-নন্দিনী ভগবতী ভবানীকে কি প্রকারে আরাধনা করিতে হয়, তৎসমস্ত বিষয় কীর্তন করুন। যাঁহারা সেই বরদায়িনীকে সম্যক-

তে চৈবমুক্তাঃ শক্রেণ মুনয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 প্রত্যাচুস্তাঃ নমস্কৃত্য সর্বাণীঃ শিবরূপিণীম্ ॥ ১৫
 তে ধন্তাস্তে কৃতার্থাস্তে সাধবস্তে শচীপতে ।
 ভক্ত্যা যজন্তি যে নিত্যং পার্শ্বতীঃ পরমে-
 শ্বরীম্ ॥ ১৬
 কুর্ষস্তোহপীহ কস্ম্যপি চণ্ডিকার্ণিতমানসাঃ ।
 সূর্য্যাংশব ইব জালৈর্ন বাধ্যস্তেহত্র কিম্বিধৈঃ
 আঘুরারোগ্যসৌখ্যানি সৌভাগ্যঞ্চ বরজ্জিয়ঃ ।
 ভবন্তি তেষাং যে নিত্যং জুবন্তি পরমেশ্বরীম্ ॥
 সংবৎসরাস্তথা মাসা বিকলা দিবসাস্ত তে ।
 নরাণাং বিষয়াস্তানাং যেষাং গেহে ন পার্শ্বতী ॥
 যত্র যত্রার্চ্যতে দেবী বরদা পরমেশ্বরী ।
 তত্র তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং শ্রাদ্ধিত্যাহ প্রজাপতিঃ ॥
 নামোচ্চারণমাত্রেণ যন্তাঃ কৌণ্ডিন্যসকল্যঃ ॥
 ভবত্যাযাপ্তকল্যাণঃ কস্তাং নারাধয়েচ্ছিবাম্ ॥

রূপে পূজা করে, তাহারাই ধন্ত ও তাহারাই কৃতকৃত্য। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই সকল মুনিগণ, সুরপতি কর্তৃক ঐদৃশ জিজ্ঞাসিত হইয়া, মনে মনে শিবরূপিণী সর্বাণীকে নমস্কারপূর্বক কহিলেন,—হে শচীপতে! যাঁহারা প্রতিদিন ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরী পার্শ্বতীর অর্চনা করে, যথার্থ তাহারাই ধন্ত, তাহারাই কৃতার্থ এবং তাহারাই প্রকৃত সাধু। ১—১৬। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল ব্যক্তি, ভগবতী চণ্ডিকার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করত কর্মের অনুষ্ঠান করে, সূর্য্যকিরণ যেমন জালবদ্ধ হয় না, তদ্রূপ কোন প্রকার পাতকই তাহাদিগকে জড়ীভূত করিতে পারে না। যাঁহারা প্রত্যহ পরমেশ্বরীকে জ্ঞাত করে, তাঁহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, সুখ, সৌভাগ্য ও রূপবতী স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল বিষয় মানব-গণের গৃহে পার্শ্বতী পূজিতা না হন, তাহাদিগের বৎসর, মাস ও দিবস সমুদয় বিকল। স্বয়ং ভগবান্ প্রজাপতি বলিয়াছেন, যে যে কার্য্যে বরদাজী দেবী পরমেশ্বরী পূজিতা হন, সেই সেই কার্য্যেই অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা নামোচ্চারণ মাত্রে নিখিল পাপ

পশুভিষ্টিহ তুল্যাস্তে ঘূঢ়ৈর্বা তে শবা ইব ।
 যে মূঢ়া নার্কয়ন্ত্যার্ব্যাং পার্কতীং পরমেশ্বরীম্
 অচিন্ত্যাং সংস্কৃপাংতাং শাস্ততীং বিশ্বতোমুখীম্
 যে যজন্তীহ ধন্তাস্তে শিবাং স্বর্গাপবর্গদাম্ ॥২৩
 তপস্তার্থপ্রদানৈশ্চ যজ্ঞৈর্বা বহুদক্ষিণৈঃ ।
 ন তাং গতিং লভন্তেহত্র যাং স্ত্বাচলকণ্টকাম্
 সর্গান্ কামানবাপ্নোতি যান্ যানিচ্ছতি মানবঃ
 ব্রতোপবাসপূজাভিঃ সমারাদ্য মহেশ্বরীম্ ॥২৪
 ব্রতেন যেন দেবেশ্চ প্রসাদত্যাশু পার্কতী ।
 যচ্চোদ্ধানবমীসংজ্ঞং শূণ্ সর্গফলপ্রদম্ ॥ ২৬
 তন্ত্যাং নবম্যাং সর্গাণী মহিষাদীন মহাসুরান্ ।
 জঘান সমরে শক্র তেন সা নবমী প্রিয়া ॥ ২৭
 অশ্বযুক্কপকশ্চ নবম্যাং প্রযতাত্ত্বান্ ।
 স্নাত্বাভ্যর্চ্য পিতৃন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ যথাক্রমম্

তিরোহিত হইয়া থাকে, কোম কল্যাণবান্
 পুরুষ সেই শিবকে অর্চনা না করিবে? যে
 সকল মূঢ় ব্যক্তি পূজনীয়া পরমেশ্বরী পার্ক-
 তীকে অর্চনা না করে, তাহার পশুতুল্য
 কিংবা শবপ্রায়। যাহারা সেই স্বর্গাপবর্গ-
 দায়িনী, সর্বতোমুখী, সংস্কৃপা, সনাতনী,
 অচিন্তনীয় শিবাকে অর্চনা করিতে পারে,
 তাহারাই শ্লাঘনীয়। ভগবতী পার্কতীকে
 স্তুতি করিলে যে গতিলাভ হয়, কি তপস্যা,
 কি তীর্থসেবা, কি দান ও কি বহু দক্ষিণায়ুক্ত
 যজ্ঞনিচয়, কিছুতেই তাহা গতি প্রাপ্ত হওয়া
 যায় না। ব্রত, উপবাস ও পূজাদি দ্বারা
 পরমেশ্বরীকে আরাধনা করিলে, তিনি সমুদয়
 কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবেশ্চ!
 যে ব্রত করিলে, ভগবতী অবিলম্বে প্রসন্ন
 হন, উদ্ধানবমী নামক সর্গফলপ্রদ সেই ব্রতের
 বিষয় শ্রবণ কর। হে শক্র! ঐ নবমীতে
 ভগবতী সর্গাণী, সমরে মহিষাদি মহাসুর-
 গণকে সংহার করেন বলিয়া উহা তাঁহার
 প্রিয় হইয়াছে। হে রুদ্রা! শক্রবান্
 ব্যক্তি সংযত হইয়া আশ্বিন-মাসের শুক্লা
 নবমীতে স্নানানন্তর যথাক্রমে পিতৃগণ,
 দেবগণ ও মনুষ্যগণকে পূজা করিয়া

যজ্ঞে পশ্চান্নশাদেবীং মহিষাসুরঘাতিনীম্ ।
 পুষ্পৈধুপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পয়োদধিকলাদিত্তিঃ ॥
 ভক্ত্যা সম্পূজয়িত্ত্বৈবং স্ত্বা সম্প্রার্থয়েৎ ততঃ
 মজ্জেনানেন রুদ্রারে শক্রাবান্ প্রযতো ব্রতী ॥৩০
 মহিষশ্চ মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি ।
 দ্রব্যমারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ত তে
 ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ মহেশ্বরি ।
 দেবেভ্যো মানুষ্যেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং

সদা । ৩২

সর্গমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
 উমে ব্রহ্মাণি কোমারি বিশ্বরূপে প্রসাদ মে ॥৩৩
 কুমারীভোজয়িত্ত্বা বা কুর্ধ্যাদাচ্ছাদনাদিত্তিঃ ।
 যথাবর্ণং কুমারীশ্চ ভোজয়িত্ত্বা ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৩৪
 নব সপ্তাথ একাং বা চিত্তবিত্ত্বাশ্রয়তঃ ॥ ৩৫
 শ্রদ্ধয়া প্রীতিমাপ্নোতি দেবী ভগবতী শিবা ।
 অনেন বিধিনা বর্ষং মাসি মাসি সমাচরেৎ ॥৩৬
 ততঃ সংবৎসরস্তান্তে ভোজয়িত্ত্বা কুমারিকাঃ ।

ভক্তিসহকারে পুষ্প, ধূপ এবং দধি-হৃদ্ধাদি
 নৈবেদ্য দ্বারা মহিষমর্দিনী ভগবতীকে
 অর্চনাপূর্বক স্তবপাঠান্তে এইরূপ প্রার্থনা
 করিবে,—“হে মহিষশ্চ! হে মহামায়ে! হে
 চামুণ্ডে! হে মুণ্ডমালিনি! আমাকে অতীষ্ট
 বস্ত্র, আরোগ্য ও বিজয় দান কর। হে দেবি!
 তোমাকে নমস্কার। হে মহেশ্বর! ভূত,
 প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দেবতা, মনুষ্য এবং
 যাবতীয় ভয় হইতে আমাকে সতত রক্ষা
 কর। ১৭—৩২। হে সর্গমঙ্গলমঙ্গলো! হে
 শিবে! তুমি বিশ্বরূপা ও সর্বার্থসাধিকা, অতএব
 হে উমে! হে ব্রহ্মাণি! হে কোমারি! আমার
 প্রাতঃপ্রসন্ন হও।” এবংবিধ প্রার্থনার
 পর কুমারী পূজা করিবে, অথবা ব্রহ্মসহকারে
 বিভবানুষ্ঠানিক নব, সপ্ত বা একটী সর্বা
 কুমারীকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া পূর্বোক্ত
 প্রকার প্রার্থনা করিবে। এইরূপ করিলে,
 দেবী ভগবতী শিবা পরম প্রীতা হইয়া
 থাকেন। এইরূপ বিধানে এক বৎসর
 প্রতিমাসে দেবীর আরাধনাপূর্বক বৎসরান্তে

বজ্রৈরাভরণৈঃ পূজ্যাঃ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥
 সৰুস্বপূজাং গাং দদ্যাৎসুবিপ্রায় সুশোভনাম্
 নরো বা যদি বা নারী ব্রতমেতৎ কৰোতি চ ।
 উদ্ধাবৎ সা সপত্নীনাং তেজসা ভাতি ভূতলে ॥
 জীমহানবমীত্যেযা খ্যাতা সুরপতেহধনা ।
 সৰ্বসিদ্ধিকরী পুণ্যা সৰ্বোপজ্জবনাশিনী ॥ ৪০
 নাধ্যাত্মিকং তস্ম ভয়ং দৈবং স্মারাদিভৌতিকম্
 রক্ষতোব সদা শত্রু সৰ্বাপৎসু চ চণ্ডিকা ॥ ৪১
 শান্তিপুষ্টিকরী পুণ্যা পুত্রারোগ্যার্থলাভদা ।
 অনুষ্ঠেয়া সদা পুষ্টিচতুর্ধর্গকলার্থিভিঃ ॥ ৪২
 যশ্ছান্যাপি কুরুতে ব্রতমেতদিথঃ
 চণ্ডীপ্রিয়ং সুরপতে মুনিসিদ্ধজুষ্টম্ ।
 ক্রজ্জানাকুলবরাহকুলিতং বিমান-
 মাক্রহ য়াতি স সুরেন শিবস্ত লোকম্ ॥ ৪৩

কুমারীদিগকে ভোজন করাইয়া, বস্ত্রালঙ্কা-
 রাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে প্রণাম-
 পূর্বক বিসর্জন করিয়া সূত্রাঙ্কণকে স্বর্ণ-
 শৃঙ্গমণ্ডিত সুলক্ষণা গো দান করিবে। এই
 ভূমণ্ডলে যে পুরুষ এই ব্রত করে, সে
 অতিশয় তেজস্বান্ হয় এবং যদি কোন রমণী
 ইহার অনুষ্ঠান করে, সে সপত্নীগণের মধ্যে
 স্যায় তেজঃপ্রভাবে উদ্ধাবৎ দেদীপ্যমান
 হইয়া থাকে। হে সুরপতে! এক্ষণে এই
 তিথি মহানবমী নামে বিখ্যাতা হইয়াছে।
 উহা সৰ্বসিদ্ধিকরী, সৰ্বোপজ্জবনাশিনী ও
 পরম পুণ্যজনিকা। হে শত্রু! যে ব্যক্তি
 এই ব্রত করে, তাহার কি আধ্যাত্মিক, কি
 আধিদৈবিক, কি আধিভৌতিক কোন
 প্রকারই ভয় থাকে না। ভগবতী চণ্ডিকা
 তাহাকে সৰ্বপ্রকার আপৎকালেই রক্ষা
 করিয়া থাকেন। চতুর্ধর্গ-কলাভিলাষী পুরুষ-
 গণের এই শান্তিপুষ্টিকর, পুত্র আরোগ্য ও
 অর্থপ্রদ, পুণ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করা সৰ্বদা
 কর্তব্য। হে সুরপতে! যে মানব ছল
 করিয়াও সিদ্ধ ও মুনিগণ-চরিত এই চণ্ডীপ্রিয়
 ব্রতের আচরণ করে, সে ব্যক্তি ক্রজ্জা-
 নাপরিপূর্ণ বিমানে আরোহণপূর্বক পরম

শূলাগ্রভিষমহিষাসুরপাদপীঠা-
 মুখাতথজগচ্চিরাসদবাহুদণ্ডম্ ।
 যেহত্যর্চয়ন্তি হি তু নক্তভূজা নবম্যাং
 দুর্গাতিদুর্গগহনং ন বিশন্তি মর্ত্যাঃ ॥ ৪৪
 অন্তদ্যদাহ কপিলো ভগবান্ মহাত্মা
 মেরো চ দৈত্যগুরবে ভৃগুনন্দনায় ।
 তৎ স্বঃ শৃণুয স্মনা মঘবন্ মহাস্ত-
 মারাধনং কিমদপি ত্রিজগজ্জনন্তাঃ ॥ ৪৫
 যা কামধেনুসদৃশী কিল ভক্তিভাজাঃ
 যা কল্পপাদপসমা স্কৃততার্থিনাং ।
 চিন্তামণীত্যবগতা ধননিপুভির্বা
 কম্মান তাং ভৃগুসুতাত্ যজন্তি গৌরীম্ ।
 যে তাং স্মরন্তি নিগড়ৈরপি বন্ধপাদা
 ব্যাভ্রাহিচৌরনূপবহ্নিভয়েষু দুর্গাম্ ।
 তেষাং ন কিঞ্চিদপি শত্রুভয়ং নৃণাং স্মা-
 দ্বদাস্ত মুক্তিমুপলভ্য সুখং লভন্তে ॥ ৪৬

সুখে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। যিনি
 শূলাগ্র দ্বারা মহিষাসুরের বক্ষঃস্থল বিদারণ-
 পূর্বক তদুপরি চরণপঙ্কজ স্থাপন করিয়াছেন,
 ঐহার হস্তে নিষ্কাষিত অসি ও অঙ্গদ বিরাজ-
 মান; যাহারা স্নাত্তিতে হবিষ্যাদী হইয়া নবমী-
 তিথিতে সেই দুর্গাকে অর্চনা করে, তাহার
 কখন কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করে, না। হে
 মঘবন্! ভগবান্ মহাত্মা কপিল, মেরুগিরিতে
 দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে ত্রিজগজ্জননী
 পার্বতীর যে অন্তবিধ আরাধনা বলিয়াছেন,
 তাহার কিমদংশ বলিতেছি, স্মৃতিচিহ্ন হইয়া
 গ্রহণ কর। হে ভৃগুসুত! যিনি ভক্তগণের
 কামধেনুসদৃশী, স্কৃততার্থীগণের কল্পপাদপ-
 তুল্যা এবং ধনভিলাষিগণের চিন্তামণিস্বরূপা,
 অতএব কে না সেই গৌরীর উপাসনা
 করিবে? ৩৩-৪৬। রাজভয়, চৌরভয়, অগ্নিভয়
 এবং ব্যাঘ্র সর্পাদি যে কোন প্রকার শত্রুভয়
 উপস্থিত হইলে, যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে,
 তাহাদিগের সমুদয় ভয়ই দূর হইয়া থাকে;
 অধিক কি, যদি কেহ চরণে নিগড়বদ্ধ হইয়াও
 তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে, তবে সে তাঁ

হে ভার্গবাধ্য গিরিজাপ্রপতিপ্রসাদে
দৈবং নিরুদ্ধমপি ন প্রভবত্যবশ্যম্ ।
আসন্নমেঘসময়াং বনরাজিমূচ্চে-
গ্রীষ্মোহপি পল্লবচয়োপচিহ্নাং কয়োতি ॥৪
ধাত্মা স্বহস্তলিখিতানি ললাটপট্টে
দৈবাক্ষরাণি হুরিতৈকনিবন্ধনানি ।
গৌরীপ্রসাদজনিতেন জনঃ সমস্ত-
স্তাস্ত্রেকতঃ স পরিমার্জয়তীতি সত্যম্ ॥৪১
তে সম্যতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি বক্রুবর্গঃ ।
ধন্যস্ত এব নিভৃতাঅজভূতাদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা গিরিজা প্রসন্ন৷ ৫০
যঃ কারয়েষরপতাকসিতাজগৌরং
তদগোপুরঞ্চ সুধয়ায়তনং ভবান্তাঃ ।
চন্দ্রাবদাতভবনে বিপুলে চ সৌখ্যং
রাজ্যং শ্রিয়ঞ্চ ভুবি কামমুপৈতি সত্যম্ ॥৫১
যে কারয়ন্তি ভবনং ভৃগুনন্দনার্থাঃ
শক্ত্যা সুবর্ণরজতায়সতাত্রশৈলম্ ।

সামন্তমোলমাণরাশ্যসমুজ্জ্বলে তে
সিংহাসনেহঙ্গদকিরীটভূতো রমন্তে ॥৫২
যে মেকমূর্ধ্না সুরসজ্জকৃতাভিষেকাং
পঞ্চামৃতৈর্গিরিসুতাভিষেচয়ন্তি ।
তে দিব্যকল্পমহুভূয় সুরেন্দ্ররাজ্যং
রাজ্যাভিষেকমতুলং পুনরাগুবন্তি ॥ ৫৩
যে দেবদাক্ষমলয়োস্তবচন্দনেন
যে কুঙ্কমেন চ শিবাধিপলেপয়ন্তি ।
তে দিব্যগন্ধপটবাসসুগন্ধদেহা
নন্দন্তি নন্দনবনেষু সহাপ্সরোভিঃ ॥ ৫৪
দিব্যৈশ্চ পদ্মকরবীরকজাতিপুষ্পৈ-
গৌরীং শুভৈরহুদিনং নহু য়েহচ্চয়ন্তি ।
তে ভূতলে নরপতিত্বমবাপ্য যোগাদ-
যান্তান্ত সৌখ্যমচিরেণ পরাঞ্চ সিদ্ধিম্ ॥৫৫
আমোদিভির্মককপুষ্পসুগন্ধধূপৈ-
যে লোকনাবাদয়িতামিহ ধূপয়ন্তি ।

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম সুখী হয় । হে
ভার্গব ! পার্বতী প্রসন্ন হইলে প্রাক্কুল দৈবও
বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না ; তাহার দৃষ্টান্ত
দেখ, বর্ষাকাল সমাগত হইলে প্রথমে গ্রীষ্ম-
তাপেও বনরাজি নব পল্লবে সুশোভিতা
হইয়া থাকে । পার্বতীর প্রসন্নতাপ্রভাবে
বিধাতা কর্তৃক ললাটে স্বহস্তলিখিত দুঃখ-
ভোগসূচক দৈবাক্ষরও নিশ্চয় ব্যর্থ হইয়া
যায় । সর্বাভ্যুদয়দায়িনী পার্বতী যাহা-
দিগের প্রতি সতত প্রসন্ন, এ জগতে
তাহারাই সর্বত্র মাত্ত, ধনবান্, যশস্বী,
ভাগ্যবান্, এবং পত্নী পুত্র ও ভৃত্যগণে
পরিবৃত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, ভগবতী
ভবানীর শুভ মেঘবৎ সুধাধবলিত পতাকা-
শোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, সে এই
পৃথিবীতে নিঃসন্দেহ শশাঙ্কবৎ শুভ ভবনে
পরম সুখে অবস্থান করত যথেষ্ট রাজ্য
ঐশ্বর্য উপভোগ করিয়া থাকে । হে ভৃগু-
নন্দন ! যাহারা শক্তি অমুসারে পার্বতীর

প্রীত্যর্থ স্বর্ণময়, রজতময়, লৌহময়, তাম্রময়
বা প্রস্তরময় মন্দির নির্মাণ করান, তাঁহারা
সামন্তগণের কিরীটমণি প্রভায় সুশোভিত
সিংহাসনে অধিরূঢ় ও অঙ্গদ-কিরীটাদি
ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে কাল-
যাপন করিয়া থাকেন । ৪২—৫২ । সুরগণ
মেকশিখরে যাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,
সেই পার্বতীকে যাহারা পঞ্চামৃত দ্বারা অভি-
ষেক করে, তাহারা দিব্য কল্পকাল সুররাজ্য
ভোগ করত পুনরায় পৃথিবীতে বিপুলরাজ্যে
অভিষিক্ত হইয়া থাকে । যাহারা দেবদাক্ষ
ও মলয়-চন্দনরসে কিংবা কুঙ্কম দ্বারা পার্ব-
তীকে উপলিষ্ট করিতে পারে, তাহারা দিব্য
চন্দন ও পটবাস দ্বারা সুগন্ধময়-কলেবর
হইয়া নন্দনবনে অপরাদিগের সহিত আনন্দ
উপভোগে সমর্থ হয় । যাহারা প্রতিদিন উৎ-
কৃষ্ট পদ্ম, করবীর বা জাতীপুষ্প দ্বারা পার্ব-
তীর অর্চনা করে, তাহারা ভূমণ্ডলে বহুদিন
রাজত্ব করিয়া যোগবলে পরমসুখ ও সিদ্ধি
লাভ করিয়া থাকে । যাহারা এই জগতে
সদাঙ্গশালী মক্ক-পুষ্প-সুবাসিত ধূপনিচয়ে

কপূরসারসমগন্ধবরাঃ সুরামা
 আলিঙ্গয়ন্তি দয়িতাঃ সুররাজলোকে ॥ ৫৬
 দোধুযতে কনকদণ্ডবিরাজিতৈশ্চ
 সচ্চামরৈঃ প্রচলকুণ্ডলসুন্দরীভিঃ ।
 দিব্যাশ্বরশ্রগমুলেপনভূষিতাঃ
 কুঙ্কমা মুড়ানিভবনে বরবস্ত্রপূজাম্ ॥ ৫৭
 দেদৌপ্যতে স কনকোজ্জ্বলপদ্মরাগ-
 রত্নপ্রভাভরণহেমময়ে বিমানে ।
 দিব্যাঙ্গনাপরিবৃত্তো মনসোহভিরামঃ
 প্রজ্জ্বল্য দীপমমলঃ ভবনে ভবান্তাঃ ॥ ৫৮
 যো জাগরং গিরিসুতাভবনে দদাতি
 চৈত্রোৎসবাদিদিবসেহভাবি তুর্গানাদম্ ।
 বীণামৃদঙ্গমধুরস্বর ভাষিনীভিঃ
 সঙ্গীয়তে স হি কুশোদরিকিন্নরীভিঃ ॥ ৫৯
 কুর্কস্তুি যে সত্পলেপনবাসচিহ্নঃ
 সম্মার্জনং গিরিসুতায়তনেহনুরক্তাঃ ।
 মুক্তাকলাপমণিকাঞ্চনভিত্তিচিহ্নৈ
 বৈদূর্যাকুটিমতলে ভবনে বসন্তি ॥ ৬০

শঙ্করদয়িতাকে ধূপিত করিতে পারে, তাহার
 ইন্দ্রলোকে উৎকৃষ্ট কপূরবৎ সুগন্ধময়-কলে-
 বরাধিতা পরম রূপলাবণ্যবতী রমণীদগকে
 আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি
 পার্শ্বতীমন্দিরে উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে
 পূজা করে, সে সুরপুরে দিব্য বস্ত্র, দিব্য
 মালা ও দিব্য-গন্ধামুলেপনে ভূষিতা হয়
 এবং কুণ্ডলালঙ্কৃত সুন্দরীগণ কনকদণ্ডবির-
 জিত দিব্য ব্যজননিচয় দ্বারা তাহাকে বীজন
 করিতে থাকে। ভবানীগৃহে উজ্জ্বল দীপ
 দান করিলে দিব্যরূপ ধারণ করত দিব্যাঙ্গ-
 নায় পরিবৃত্ত হইয়া সুবিমল পদ্মরাগ-রত্নরাজি-
 বিরাজিত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণপূর্বক
 দেদৌপ্যমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চৈত্রোৎ-
 সবাদি দিবসে ভবানীগৃহে তুর্গাধ্বনিসহকারে
 জাগরণ করে, বীণা মৃদঙ্গবৎ মধুরকণ্ঠি
 কুশোদরী কিন্নরীগণ তাহার গুণগান করিয়া
 থাকে। যে সকল রমণীগণ অম্বরকুচিত্তে
 সম্মার্জন ও উপলেপন দ্বারা তুর্গামন্দির,

দদ্যাচ্চ যঃ পরমভক্তিয়ুতো ভবান্তা
 ঘণ্টাবিতানমথ চামরমাতপত্রম্ ।
 কেয়ুরহারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতোহসৌ
 রত্নাধিপো ভবতি ভূতলচক্রবর্তী ॥ ৬১
 অভ্যর্চয়ন্তি বিধিবদ্বিবিধোপচারৈ-
 র্গন্ধধ্বনিকুবিবুধস্ততপাদপদ্মাম্ ।
 ভক্ত্যা প্রহৃষ্টমনসঃ প্রণমন্তি দেবীঃ
 তে ভূভুবস্বমহিমাশ্রুতলা ভবন্তি ॥ ৬২
 গায়ন্তি যে গিরিসুতাক বিলোকয়ন্তি
 ধ্যায়ন্তি বামলধিয়শ্চ শিবাং স্মরন্তি ।
 গৌরীমুমাং ভগবতীং জগদেকদেবীং
 তে বৈ প্রয়াস্তি পরমং পদমিন্দুমোলেঃ ॥ ৬৩
 দেবীং সমস্তভুবনাদিবিচিত্রদেহাং
 সূর্য্যগ্নিচন্দ্রনয়নামিহ কালবক্রাম্ ।
 দৌর্ঘাষ্টদিগ্ভুজচয়াং মূর্ত্ত্যাবহাসাং
 যেহভ্যর্চয়ন্তি হৃদি হস্ত ত এব ধন্তাঃ ॥ ৬৪

পরিষ্কার পারচ্ছন্ন করে, তাহার মণিমুক্তাদি,
 ভূষিত স্বর্ণময় ভিত্তিযুক্ত বৈদূর্য্যমণিময় কুটিম-
 তলে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরম
 ভক্তিসহকারে পার্শ্বতীকে ঘণ্টা, বিতান,
 চামর বা ছত্র দান করে, সে কেয়ুর, হার ও
 মণিময় কুণ্ডলাদি ভূষণে বিভূষিত ভূতলচক্র-
 বর্তী ও রত্নাধিপ হয়। গন্ধধ্ব, সিক্ত ও দেব-
 গণ ষাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন,
 ষাহার প্রফুল্লাস্তঃকরণে ভক্তিসহকারে বিবিধ
 উপচার দ্বারা বিধিবৎ তাঁহার অর্চনাপূর্বক
 নমস্কার করিতে পারে, তাহার সেই
 কার্যের ফলে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্লোকে
 মহিমাযিত হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব,
 ষাহার জগদেকদেবী ভগবতী পার্শ্বতীর
 গুণগান করে কিংবা তাঁহাকে ধ্যান, বিলো-
 কন বা স্মরণ করে, সেই সকল বিমলচিত্ত
 মানবগণ ভগবান্ শশাঙ্কশেখরের পরমপদ
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৩—৬৩। নিখিল ভুবন
 ষাঁহার দেহ, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ষাঁহার লোচন,
 কাল ষাঁহার বক্র এবং অষ্টদিক্ ষাচার
 বাহুস্বরূপ, সেই মন্দমধুরহাসিনী দেবীকে

ইক্ষাকুপুরুপৃথুয়াবধুকুমার-
মাক্ষাত্বেহৈহয়যাত্যজমৌচমুখ্যৈঃ ।
আরোগ্যসন্ততিধরাজয়সৌখ্যলুকৈঃ
সম্পূজিতা ভগবতী মনুজৈর্ভবানী ॥ ৬৫
যাগেশ্বরীং বেদবতীং ভবানীং
ব্রাহ্মীং কুমারীং সূভগাঞ্চ বাণীম্ ।
নারায়ণীং হৈমবতীমনন্তাং
বিশ্বাদিভূতাং ভজ ভার্গবার্যাম্ ॥ ৬৬
যশাংসি বিদ্যাঃ সূখমর্থমাযু-
বিভূতঃ পুষ্টিরনর্থহানিঃ ।
তন্তুক্তিভাজাং ভবিনাং বিমুক্তয়ে
ভবন্তি যোগানুগতাঃ সমাধয়ঃ ॥ ৬৭
নৌচোহপি মন্দমতিবল্লকুলোত্তবোহপি
ভৌকঃ শঠোহপি চপলোহপি
নিকৃত্যমোহপি ।
গৌরীপদাজয়জন্যমিহোদ্যতশ্চ
সংদৃশ্যতে ননু সুরৈরপি গৌরবেণ ॥ ৬৮
তাবৎ কৃতাকৃতমপি প্রতিঘাতমেতি
কর্ম্মার্জিতেন বিধিনাপি কৃতোদ্যমেন ।

যাহারা হৃদয়মধ্যে অর্চনা করিতে পারে,
তাহারাই ধন্ত । ইক্ষাকু, পুরু, পৃথু, রাম-
চন্দ্র, ধুকুমার মাক্ষাতা, হৈহয়, যযাতি ও
আজমৌচ প্রভৃতি নৃপতিগণ আরোগ্য, সম্ভান-
সন্ততি, পৃথিবীজয় এবং সর্বপ্রকার সুখাভি-
লাষী হইয়া সেই ভগবতী ভবানীর পূজা
করিয়াছিলেন । হে ভার্গব ! জ্ঞানিগণ তাঁহা-
কেই যাগেশ্বরী, বেদবতী ভবানী, ব্রাহ্মী,
কুমারী, সূভগা, বাণী, নারায়ণী, হৈমবতী ও
অনন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ;
অতএব তুমি সেই বিশ্বের আদিভূতা পার্শ্ব-
তীর ভজনা কর । পার্শ্বতীভক্ত মানবগণের
যশ, বিজ্ঞা, সুখ, অর্থ, আয়ুঃ, ঐশ্বর্য, পুষ্টি,
কল্যাণ এবং মুক্তির কারণ যোগানুগত সমাধি
লাভ হইয়া থাকে । নীচ, মূঢ়মতি, নীচ-
কুলোদ্ভব, ভৌক, শঠ, চপল ও নিকৃত্যম
ব্যক্তিও গৌরীর চরণাবিন্দ পূজা করিলে
সুরগণও তাহার গৌরব করিয়া থাকেন ।

আর্থাপদাস্বজরজো বিরজঃ প্রণম্য
যাবন্ন বৎস শিরসা ধ্রুতে জনেন ॥ ৬৯
বিদ্যা তপঃ কুলজনির্বিবিধক শিল্পঃ
শৌর্য্যঃ মতিশ্চ বিনয়স্ত বিদম্ভতা চ ।
এতে গুণা গুণবতাং পরমঞ্চ ভজঃ
গৌরীপ্রসাদরহিতস্ত তুণীভবন্তি ॥ ৭০
তাবন্ন সিধ্যতি রসো ন রসায়নানি
মন্ত্রা মহোদয়কলা বিলসৎপ্রবাদাঃ ।
ক্লিষ্টস্তি সাধকজনা ভূবি বক্তিকাশ্চ
যাবন্ন তুষ্যতি কবে বরদা ভবানী ॥ ৭১
গৌর ক্লণার্চনপরাশ্চ রতাঃ স্বধর্ম্মে
যে মদ্যমাংসবিমুখাঃ শুচয়শ্চ শৈবাঃ ।
সত্যপ্রিয়াঃ সকলভূতাহতে রতাশ্চ
তেষাঞ্চ তুষ্যতি সদা স্মৃতে মৃডানী ॥ ৭২
ভূতাদিভূতাং বিষয়েন্দ্রিয়াণাং
পর্য্যং তথাস্তঃকরণান্বরূপাম্ ।

হে বৎস ! মানব, যাবৎকাল প্রণামপূর্ব্বক
ভগবতীর চরণাবিন্দের বিমল রজ মস্তক
দ্বারা ধারণ না করে, তাবৎকালই সে পাপ-
পুণ্যের প্রতিঘাত সহ করিয়া থাকে । যাহারা
পার্বতীর প্রসন্নতালাভে বঞ্চিত, সেই সকল
গুণবান্ ব্যক্তিদিগের কি বিজ্ঞা, কি তপস্বী,
কি কৌলীন্ত, কি বিবিধপ্রকার কারুকার্য্য, কি
শৌর্য্য, কি বুদ্ধিমত্তা, কি বিনয় এবং কি
চাতুর্য্য, সমুদয় গুণই তুণতুল্য । হে
কবে ! যাবৎকাল ভবানী প্রসন্ন না হন,
তাবৎকালই এই পৃথিবীতে সাধক জন-
গণ ক্লেশ পাইয়া থাকে এবং তাবৎকালই
তাহাদিগের কোনরূপ রসায়ন ও পরম উন্নতি-
প্রদ গ্রন্থিক মন্ত্র সকল সিদ্ধ হয় না । ৬৪—৭১
হে স্মৃতে ! যাহারা গো-ব্রাহ্মণগণের পূজায়
আসক্তচৈত, স্বধর্ম্মনিরত, মদ্যমাংসে বিমুখ,
বিশুদ্ধচেতা, শিবভক্ত, সত্যবাদী এবং সর্ব-
ভূতহিতে তৎপর, ভগবতী মৃডানী তাহা-
দিগের প্রতিই সতত তুষ্ট থাকেন । যিনি
নিখিল-ভূতগণের আদি, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের
অতীত, অস্তঃকরণ ও আত্মস্বরূপ এবং

সদাক্ষয়াঃ কায়মনোবচোভিঃ
সকিস্ত্যার্থ্যাঃ সকলার্থদাত্রীম্ ॥ ৭৩
অজ্ঞামেকাং লোহিতশুক্লবর্ণাং
বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সুরূপাম্ ।
অজ্ঞো হেকো জুষমাণোহনুশেতে
জহাত্যোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহনুঃ ॥ ৭৪
প্রভাবমেতং ত্রিজগজ্জনন্তা-
ন্তবোধিতং ভার্গব বেদশুভম্ ।
শ্রোতুং যদিচ্ছা তদুদীরয়স্ব
বিশ্রেষু কিং বা কথনীয়মস্তি ॥ ৭৫
শৃণুতি যে বাথ পঠন্তি মর্ত্যাঃ
স্তবান্ধিতাখ্যানমিদং ভবান্তাঃ
ভুক্তাক্ষয়ান্ কামসুখাংশ্চ তেহত্র
প্রয়াস্তি শস্তোঃ পরমং পদঞ্চ ॥ ৭৬

সূত উবাচ

ঐবং মুনীনাং গদিতং ভবান্তাশ্চরিতং শুভম্
জ্ঞান পুরন্দরঃ শ্রীমান্ ভক্ত্যা পরময়া দ্বিজাঃ

সর্বদা অক্ষয়, তুমি সেই সর্বার্থদায়িনী ভবা-
নীকে কায়মনোবাক্যে ভজনা কর। যিনি
অদ্বিতীয়া, ষাঁহার জন্ম নাই, যিনি এক
হইয়াও লোহিতশুক্লাদি নানাবর্ণে প্রকাশ
পাইতেছেন, ষাঁহার রূপ পরম মনোহর, যিনি
প্রকৃতিরূপে অখিল প্রজা সৃজন করিতেছেন,
আবার তিনিই সকলের আরাধ্যতম জন্ম-
বিরহিত অদ্বিতীয় পুরুষরূপে তাঁহার সহিত
মিলিত থাকিয়া ভোগান্তে তাঁহাকেই পরিত্যাগ
করিয়া থাকেন, হে ভার্গব ! সেই ত্রিজগজ্জন-
নীর বেদশুভ এবং বিধ প্রভাব আমি তোমার
নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পুনরায় যদি
কোন বিষয় শ্রবণ-বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর;
কারণ ব্রাহ্মণগণের নিকট কোন বিষয়ই বা
অবজ্ঞব্য আছে ? যে সকল মানব ভগবতী
ভবানীর স্তবযুক্ত এই আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ
করে, তাহারাই এই জগতে অক্ষয় অভৌষ্ট
বিষয় উপভোগান্তে ভগবান্ শত্ভুর পরম-পদ
প্রাপ্ত হয়। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ !
সুররাজ, মুনীগণ-কথিত ভবানীর ঈশ্বর

আরাধ্যামাস তদা পার্শ্বতীং পরমেশ্বরীম্ ।
বরাংশ্চ গিবিধান্ত্ব চক্রে রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৭৮
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শোনকসংবাদে পার্শ্বতীপ্রভাবকথনং
নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

তিথীনাং নির্ণয়ং সূত প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা।
বক্তুমর্হসি চান্মাকং ব্যাসশিষ্য মহামতে ॥ ১
সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বমৃষয়ঃ সর্বে তিথীনাং নির্ণয়ং পরম্ ।
অনির্গীতাসু তিথিষু ন কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম সিধ্যতি ॥ ২
শ্রোতং স্মার্ত্তং ব্রতং দানং যচ্চান্তং কৰ্ম্ম বৈদি-
কম্ ।

নির্গীতাসু তিথিষুেব কৰ্ম্ম কুর্স্বীত নাস্তথা ॥ ৩
প্রায়ঃ প্রান্তমুপোষ্যঃ স্ত্রাং তিথের্দৈবফলে-
প্সুতিঃ ।

কল্যাণময় চরিত শ্রবণান্তে পরম ভক্তিসহকারে
পরমেশ্বরী পার্শ্বতীকে আরাধনাপূর্বক বিবিধ-
প্রকার বরলাভ করিয়া নিকটকে রাজ্যভোগ
করিতে লাগিলেন। ৭২—৭৮ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন,—হে মহামতে ব্যাসশিষ্য
সূত ! এক্ষণে আমাদিগের নিকট তিথিবিবেক
ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রকাশ করুন।
সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! কোন কোন
তিথিতে কোন কোন কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা
বলিতেছি, শ্রবণ করুন; তিথি-নির্ণয়
না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।
জ্ঞাত্যক্ত বা স্মৃত্যক্ত যে কোন ব্রত ও দান
এবং বেদোক্ত অপর যাবতীয় কার্য্যই তিথি-
নির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্য, অন্যথা কোন মতেই

নঃ হি পিতৃতৃষ্টাং পিতৃাকৌতুং মহষিভিঃ ॥
প্রাপ্যাস্তমুপৈত্যকঃ সা চেৎ স্তাৎ ত্রিমু-
হুতিকা ।

ঋকতোষু সর্কেষু সম্পূর্ণাঃ তাং বিহুস্তিথিম ॥
নয়ে পূর্বা প্রকর্তব্য্য বৃহদৌ কার্য্য তথোত্তরা ।
তথিস্ত্যাস্তিকণায়াঃ ক্ষয়বৃদ্ধিকারণম্ ॥ ৬
অষ্টম্যেকাদশী যষ্ঠী তৃতীয়া চ চতুর্দশী ।
কর্তব্য্যঃ পরসংযুক্তা অপরাঃ পূর্বমিশ্রিতাঃ ॥ ৭
বৃহত্তরা তথা রজ্জা সাবিত্রী বটপৈতৃকৌ ।
কৃষ্ণাষ্টমী চ ভূতা চ কর্তব্য্য সন্মুখী তিথিঃ ॥ ৮
ওক্রে হে হে তথা কৃষ্ণে যুগাদী কবয়ো বিহুঃ ।
ওক্রে পূর্বাহিকে কার্য্যে কৃষ্ণে চৈবাপরাহিকে
গবিদ্ধা তু যা যষ্ঠী শিববিদ্ধা তু সপ্তমী ।
শম্যেকাদশীবিদ্ধা নোপাষ্যেব কথঞ্চন ॥ ১০

রণীয় নহে । যাহার দেবতাজীতি প্রার্থনা
করেন, প্রায় তাঁহাদিগের তিথির শেষভাগে
উপবাস করা বিধেয় । আর পিতৃগণের
স্তুতিার্থ তিথির অগ্রভাগেই উপবাসাদি-
কার্য্য করিবে, কারণ মহর্ষিগণ তিথির অগ্র-
ভাগকে পিতৃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।
এ তিথিতে সূর্য্য অস্তমিত হন, উহা যদি ত্রি-
কর্তব্য্যাপিনী হয়, তবে সমুদয় ধর্ম্মকার্য্যেই
পিতৃগণ উহাকে সম্পূর্ণ বলিয়া কৌর্ভন করেন ।
কপক্ষে তিথির পূর্বভাগ এবং শুক্রপক্ষে
স্তরভাগ গ্রাহ্য, কিন্তু যদি ঐ তিথিখণ্ড ত্রি-
কর্তব্য্যাপিনী হয়, তবেই ক্ষয়-বৃদ্ধিকারণ
হইবে । অষ্টমী, একাদশী, যষ্ঠী, তৃতীয়া
চতুর্দশী, পর-তিথিসংযুক্ত গ্রাহ্য, অপর
তিথি পূর্বমিশ্রিত গ্রাহ্য । তন্মধ্যে বৃহত্তরা
(শম্যেকাদশী), রজ্জা-তৃতীয়া, সাবিত্রী ও
চতুর্দশী, বটপৈতৃকৌ যষ্ঠী ও কৃষ্ণাষ্টমী
দিন পূর্বতিথিসংযুক্ত হইবে, সেই দিবসেই
গ্রাহ্য । পণ্ডিতগণ, শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষে হই
এ তিথিকে যুগাদি বলিয়াছেন । তন্মধ্যে
কপক্ষে উক্ত যুগাদি তিথিষ্ম পূর্বাহব্যাপিনী
কৃষ্ণপক্ষে অপরাহব্যাপিনী গ্রাহ্য । পঞ্চমী-
কা যষ্ঠী, যষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমী এবং দশমীবিদ্ধা

জ্যৈষ্ঠবঃ সূর্য্যচ্ছাভ্যাঃ তিথিঃ ক্ষুটতরঃ ব্রতী
একাদশীঃ তৃতীয়াঞ্চ যষ্ঠীকোপবসেৎ সদা ॥ ১১
কলমেবাদশী হস্তি বিহিতং দশমীযুতা ।
পারগন্ত ত্রয়োদশ্যামুল্লজ্যা দ্বাদশীব্রতম্ ॥ ১২
পারগাহে ন লভ্যেত দ্বাদশী সকলাপি চেৎ ।
তদানীং দশমীবিদ্ধা ছাপোস্যেকাদশী তিথিঃ ॥
শুক্রে বা যদি বা কৃষ্ণে ভবেদেকাদশীদ্বয়ম্ ।
উত্তরাস্ত যতিঃ কুর্ঘ্যাৎ পূর্ক্যামেব সদা গৃহী ॥ ১৪
দর্শক পৌর্ণমাসীঞ্চ সপ্তমীং পিতৃবাসরম্ ।
পূর্ববিদ্বমকুর্ক্যণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৫
দিনৌবালী দ্বিজৈগ্রহা সাগ্নিকৈঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ।
বহুঃ স্ত্রীতিস্তথা শূদ্রৈরপি চাষ্টৈরনগ্নিকৈঃ ॥ ১৬
পারগে মরণে নৃণাং তিথিস্তাৎ কালিকী স্মৃতা
নিশাব্রতেষু চ গ্রাহ্যা প্রদোষব্যাপিনী সদা ॥ ১৭
উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ ।

একাদশী কদাপি উপবাসার্থ নহে । ১—১০ ।
ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াদি দ্বারা
এইরূপে তিথিনির্ণয়পূর্ব্বক একাদশী, যষ্ঠী ও
তৃতীয়াতে উপবাস করিবে । দশমীবিদ্ধা
একাদশী নিহিত ফল নষ্ট করিয়া থাকে এবং
দ্বাদশী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে পারগ
করিলেও উপবাসফল বিনষ্ট হয় । যদি
পারগ-দিনে কলামাত্র দ্বাদশী না পাওয়া
যায়, তাহা হইলে সে স্থলে দশমী-
বিদ্ধা একাদশীতেই উপবাস হইবে । শুক্র
বা কৃষ্ণপক্ষে যদিও একাদশী উত্তর-দিন-
ব্যাপিনী হয়, তবে যতিগণ পূর্ব্বদিনে ও
গৃহিগণ পরদিনে উপবাস করিবে । অমা-
বস্তা, পূর্ণিমা, সপ্তমী ও শ্রাদ্ধতিথি পূর্ব্ববিদ্ধা
গ্রহণ না করিলে নরকগামী হইতে হয় ।
সাগ্নিক দ্বিজগণ, শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দশীযুক্তা
অমাবস্তা এবং নিরগ্নিক দ্বিজ ও স্ত্রীশূদ্র
প্রতিপদযুক্তা অমাবস্তা গ্রহণ করিবে ।
মানবগণের পারগ ও মরণে তৎকাল-
ব্যাপিনী তিথিই বিহিত আছে, আর ব্রাহ্ম-
কর্তব্য্য ব্রতে প্রদোষব্যাপিনী তিথিই গ্রহ-
ণীয়া । হে বিপ্রগণ ! যে নক্ষত্রে ভাস্কর

যজ্ঞ বা বৃক্ষ্যতে বিপ্রাঃ প্রদোষে হিমরশ্মিনা ॥
 অর্কাবোধশ নাভ্যস্ত পরতশ্চৈব যোড়শ ।
 পুণ্যকালোহর্কসংক্রান্তৌ স্নানদানজপাদিশু ॥১৯
 আসন্নসংক্রমঃ পুণ্যঃ দিনার্দ্ধঃ স্নানদানয়োঃ ।
 স্নাত্তৌ সংক্রমণে ভানোবিষুবত্যয়নে দিনে ॥২০
 সূর্যোন্মুগ্ধহণঃ যাবৎ তাবৎ কুর্ধ্যাজ্জপাদিকম্ ।
 ন স্প্যাম চ ভুঞ্জীত স্নাত্বা ভুঞ্জীত যুক্তয়োঃ ॥২১
 আদিত্যশীতকিরণৌ গ্রস্তাবস্তঃ গতৌ যদা ।
 দৃষ্ট্বা তদান্তদিবসে স্নাত্বা ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥২২
 সূতকে মৃতকেবাপি নোপবাসং ত্যজেদ্রতী ।
 যস্মান্তগ্নব্রতোহতীব গহিতৌ বেদবাদিভিঃ ॥২৩
 তস্মাৎ প্রমাদভুংখে বা সূতকে বাসনেহপি চ ।
 স্নাত্বা কার্য্যব্রতংবিপ্রা অন্তথা ব্রতলোপভাক্
 দেবার্চনাদিকং কন্ম কার্য্যং দীক্ষাব্রিতৈঃ সদা ।

অন্তমিত হন, কিংবা প্রদোষকালে চন্দ্রের
 সহিত যাহার যোগ হয়, তাহাতেই উপবাস
 বিধেয়। সূর্য্যসংক্রমণকালের পূর্কোত্তর
 যোড়শ দণ্ড স্নান দান-জপাদি-কার্য্যে পুণ্য-
 কাল জানিবে। বিষুব ও অয়নদিনে
 স্নাত্তিতে সূর্য্যসংক্রমণ হইলে সংক্রমণের
 নিকটবর্ত্তী দিনার্দ্ধ স্নানদানে পুণ্যকাল।
 যাবৎকাল সূর্য্য ও চন্দ্র রাহগ্রস্ত থাকেন,
 তাবৎকালই জপাদি কর্ত্তব্য এবং তাবৎকাল
 শয়ন বা ভোজন বারিবে না। সূর্য্য বা
 চন্দ্রকে যুক্ত দেখিয়া স্নানান্তে ভোজন
 করিবে। যদি সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রস্ত হইয়াই
 অন্তমিত হন, তবে বাগ্‌যত থাকিয়া পরদিন
 যুক্তি দেখিয়া স্নানান্তে ভোজন করা কর্ত্তব্য।
 জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও ব্রতী
 উপবাস ত্যাগ করিবে না, কারণ, যাহার
 ব্রতভঙ্গ হয়, বেদবাদিগণ তাহাকে অতিশয়
 নিন্দা করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ! অত
 এব কোন প্রকার বিপদ বা অশৌচাদিতেও
 অবগাহনপূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রতের অনুষ্ঠান
 করিবে, অন্তথা ব্রতভঙ্গজন্য পাতকী হইবে।
 দীক্ষাব্রিত ব্যক্তিগণ স্নান দেবার্চনাদি
 কার্য্য করিতে পারিবে, কারণ সংযতাস্না-

নাস্তিশাবং যতস্তেবাং সূতকঞ্চ যদাস্ননাৎ ॥২৫
 শিবে দেবার্চনং যন্ত যন্ত বাগ্নিপরিগ্রহঃ ।
 ব্রহ্মচারিযতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্ ॥২৬
 মহচ্ছন্দ প্রযুক্তা যা যা চ সোপপদা তিথিঃ ।
 সামাবস্থাসমা জ্ঞেয়া দানাধ্যয়নকন্মসু ॥ ২৭
 মার্গা হপরপক্ষে তু পূর্ব্বমধ্যা তু শদিতা ।
 সূচ্যতুরষ্টকাস্তিস্থঃ সপ্তম্যাদিষষ্ঠক্রমাৎ ॥ ২৮
 মাঘে পঞ্চদশী কৃষ্ণা নভস্তে চ ত্রয়োদশী ।

দিগের জনন বা মরণজন্য অশৌচ প্রতি-
 বন্ধক হয় না। যে শিব পূজা করিবে কিংবা
 যে সাগ্নিক, অথবা ব্রহ্মচারী বা যতি, তাহার
 শরীরে কোনরূপ অশৌচ থাকে না। যে
 তিথির পূর্ব্ব মহৎশব্দ প্রযুক্ত হয়, কিংবা
 যে তিথি কোন উপপদযুক্ত, তাহা দানা-
 ধ্যয়নকার্য্যে অমাবস্তাতুল্য জানিবে। ১১—২৭।
 অগ্রহায়ণ প্রভৃতি মাসচতুষ্টয়ের কৃষ্ণপক্ষে
 সপ্তমী প্রভৃতি তিথিভেদে “পূর্ব্ব, মধ্য এবং
 অন্ত” নামে খ্যাত তিন “অষ্টকা” যথাক্রমে
 হয়। * (অষ্টকায় শ্রদ্ধ করিতে হয়।)
 মাঘ মাসের অমাবস্তা, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-

* মূলে “পূর্ব্বমধ্যান্তশদিতা” পাঠ
 হইবে। সপ্তমী প্রভৃতি তিন দিন অষ্টকা
 সাগ্নিকের। নিরগ্নির অষ্টকা কেবল অষ্ট-
 মীতে। তাহাতে দৈবপক্ষ এবং পিতাদি
 ষট্পুরুষপক্ষ আছে, এই অনুবাদ মূলের
 বিশেষ অনুগত হইলেও প্রচলিত শাখীর
 গৃহাদিগত নহে। চার মাসে অষ্টকা সাত
 শাখীর পক্ষে হইতে পারে। প্রচলিত
 শাখী অনুসারে তিন মাসে “অষ্টকা” হয়।
 এই নিয়ম-সম্মত অনুবাদ—“অগ্রহায়ণ
 প্রভৃতি মাসত্রয়ের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তম্যাদি
 তিথিভেদে “পূর্ব্ব মধ্য অন্ত” নামে খ্যাত তিন
 অষ্টকা যথাক্রমে হয়। এই তিন অষ্টকায়
 চার পক্ষ—বন্ধুপক্ষ, দৈবপক্ষ, পিতাদি ষট্-
 পুরুষপক্ষ, মাতাদি পক্ষ।

তৃতীয়া মাধবে শুক্লা নবমী কার্তিকে সিতা ।
এতা যুগাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্বাশ্চাক্ষয়পুণ্যদাঃ ॥
সিংহরুশিকয়োঃ কুস্তসংক্রান্তিষু ভবন্ত্যত ।
ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং যুগান্তাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩০
শ্রাদ্ধপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘানিন্দুঃ করে রবিঃ
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পূর্ণোরবাপ্যতে ॥ ৩১
ধনুঃশ্রীমীনযুগাক্তঃ ষড়শীতিমুখাঃ স্মৃতাঃ ।
অশ্বযুক্তশুক্লনবমী দ্বাদশীকার্তিকেসিতা
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্ত তথা ভাদ্রপদস্ত চ ॥ ৩৩
ফাল্গুনস্ত অমাবাস্তা পৌষশ্চৈকাদশী তথা ।
আষাঢ়স্তাপি দশমী মাঘমাসস্ত সপ্তমী ॥ ৩৪
শ্রাবণশ্রাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ।
কার্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা ।
মঘস্তরাদয়শ্চৈতাদন্তশ্চাক্ষয়কারিকাঃ ॥ ৩৫
সংক্রান্তয়স্তথা পুণ্যা ভাস্বতো দ্বাদশৈব হি ॥ ৩৬
পর্কস্বেতেষু দানানি ধেনুশৈলাদিকানি চ ।

ত্রয়োদশী, বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া এবং
কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী যুগাদ্যা বলিয়া
কথিত, ঐ সকল তিথিতে পুণ্যকার্য্য করিলে
অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে । হে মহর্ষিগণ !
সিংহ, রুশিক ও কুস্ত সংক্রান্তিতে যথাক্রমে
সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের অন্ত হইয়া
থাকে । অপর পক্ষের ত্রয়োদশীতে যদি
চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে ও সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে অব-
স্থিত হন, তাহা হইলে উহার নাম গজচ্ছায়া,
বহুপুণ্যফলে শ্রাদ্ধকার্য্যে উহা লক্ষ হইয়া
থাকে । ধনু, কস্তা, মীন ও মিথুন রাশিতে
রবিসংক্রমণের নাম ষড়শীতি সংক্রান্তি ।
আশ্বিন-মাসের শুক্লা নবমী, কার্তিক-মাসের
শুক্লা দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের শুক্লা
তৃতীয়া, ফাল্গুনমাসের অমাবাস্তা, পৌষ-
মাসের একাদশী, আষাঢ়-মাসের দশমী,
মাঘ-মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী
এবং আষাঢ়, কার্তিক, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ-
মাসের পূর্ণিমা মঘস্তরা । মঘস্তরায় দান
করিলে অক্ষয় ফল হয় । সূর্য্যের দ্বাদশ
সংক্রান্তি-দিবস পুণ্যকাল । উক্ত

প্রযচ্ছন্তি দ্বিজেন্দ্রেভ্যো লভন্তে চাক্ষয়াং গতিম্
পানৌষমপ্যোষু তিনৈবিমিশ্রং
দগ্ধাং পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাসহস্রং
রহস্তমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ৩৮
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে
শৌনকসংবাদে তিথিনির্ণয়াদিকথনং
নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
সর্বেষামেব বর্ণনাং শুদ্ধিমাংস যথা রবিঃ ॥ ১
দ্বিবিধং পাপমিত্যুক্তং প্রকটং গুপ্তমেব চ ।
প্রকটঃ প্রকটেনৈব রহস্তোন তথৈতরং ॥ ২
বেদশাস্ত্রার্থবিদ্যাংসো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।
কামক্ৰোধবিনির্মুক্তাঃ শাস্ত্রান্নানো জিতেশ্রিয়াঃ
পর্কদিনে দ্বিজগণক ধেনু শৈলাদি দান
করিলে অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে
ব্যক্তি, ঐ সকল দিনে সংযত হইয়া পিতৃগণ-
উদ্দেশে সতিল জল দান করে, তাহার সহস্র
বৎসর শ্রাদ্ধদানের ফল লাভ হয়, পিতৃগণ
এই রহস্ত বিষয় বলিয়া থাকেন । ২৮—৩৮ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ !
একণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ
করুন । প্রকট ও গুপ্ত এই দ্বিবিধ পাপ
কথিত আছে ।—প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ্য কার্য্য
দ্বারা যে পাপ হয়, তাহার নাম প্রকট ; আর
গুপ্ত কার্য্য দ্বারা গুপ্ত পাপ হইয়া থাকে ।
যাহারা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পারগ, কাম-ক্রোধ-
লোভ হিংসাদি-বর্জিত, শাস্ত্রসত্যাব ও জিতে-

সমাঃ শত্রৌ চ মিহৈ চ হিংসালোভবিবর্জিতাঃ
 একবিংশতিসংখ্যাকাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োহথ বা ॥
 যঃ ত্রয়ুহুস্তসংখ্যাকাঃ স ধর্ম্যঃ স্তাদিতি ক্রতিঃ
 ব্রহ্মহা মন্তপঃ স্তেয়ী গুরুতল্লগ এব চ ।
 মহাপাতকিনশ্চৈতে যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥
 যশ্চ সংবৎসরস্তেভিঃ পতিতৈঃ সহ সংবসেৎ ।
 বানশয্যাসনৈর্নিত্যাংজানন্ বৈ পতিতো ভবেৎ
 ব্রহ্মহা দ্বাদশাদানি নিয়তায়া বনে বসেৎ ।
 ভিক্ষাহারেণ সততং ধূয়া শবশিরোধ্বজম্ ॥ ৮
 এককালং চরেদৈকং দোষং বিখ্যাপয়ন্নগাম্ ।
 পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ৯
 অকামস্ত স্মৃতা শুদ্ধিঃ কামতো মরণান্তিকৌ ।
 জলন্তঃ প্রবিশেদগ্নিঃ ভূগোঃ পতনমেব চ ॥ ১০
 কুর্ঘ্যানশনং বাপি ব্রাহ্মণার্থে ত্যজেদহ্নন ।
 গুরুর্থে বাত্যজেৎ প্রাণান্ ব্রহ্মহত্যাং

ব্যাপোহতি ॥ ১১

শ্রিয়, এবংবিধ একবিংশতি অথবা সপ্ত কিংবা
 পঞ্চ বা ত্রিসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বলিবেন,
 তাহাই ধর্ম, বেদে এইরূপ কথিত আছে.
 ব্রহ্মহত্যাকারী মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীতে উপ-
 গামী, স্ত্রবর্ণচোর ও ইহাদিগের সংসর্গী--এই
 পঞ্চজন মহাপাতকী। যে ব্যক্তি পতিত ঐ
 পঞ্চজনের সহিত এক বৎসর কাল জ্ঞান-
 পূর্বক একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন
 ও একখানে আরোহণাদি ধারা সতত সহ-
 বাস করে, সেও পতিত হইয়া থাকে।
 ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশ বৎসর সংযত হইয়া
 বনে বাস করিবে এবং সতত নর-কপাল
 ধারণ করিয়া মানবগণের নিকট নিজ দোষ
 উল্লেখ করত একবার মাত্র ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক
 জীবন ধারণ করিবে। এইরূপ দ্বাদশ
 বৎসর অতীত হইলে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাপ
 বিনষ্ট হইবে। এই প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানপূর্বক
 ব্রহ্মহত্যাকারীর। যে জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মহত্যা
 করে, তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। সে প্রজ্জলিত
 অনলে প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন,
 অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগ, অথবা ব্রাহ্মণ কিংবা

গহ্বা বারাগসীং বাপি কালান্তে তত্র ত্যজেদহ্নন
 সর্ষপাপবিনির্মুক্তো য়াতি শৈবঃ পরং পদম্ ॥
 সুরাপস্ত সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ ততঃ ।
 শুক্লো ভবতি নির্দম্বস্তদ্বর্ণাং বা পয়ঃ পিবেৎ ॥ ১৩
 গোমূত্রং বা স্মৃতং বাপি তৎপাপান্মুচ্যতে দ্বিজঃ
 ব্রহ্মহত্যাভ্রতঞ্চাপি চরেৎ তৎপাপশাস্তয়ে ॥ ১৪
 অভিগম্য তু রাজানং স্ত্রবর্ণস্তেয়বান্ দ্বিজাঃ ।
 স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ক্রয়াৎ স্বং মাং হস্তমিহাইসি ॥ ১৫
 গৃহীত্বা মুষলং রাজা সক্রুদ্ধস্তাৎ তু তং স্বয়ম্ ।
 বধে তু মুচ্যতে তেন কৃচ্ছ্রবা বিবিধৈর্দ্বিজাঃ ॥
 অবগৃহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তামায়সীং গুরুতল্লগঃ ॥ ১৬
 যশ্চ যশ্চ চ সম্পর্কাৎ তৎসংযোগী ভবেদ্বিজাঃ
 তশ্চ তশ্চ ব্রতং কুর্ঘ্যাৎ তত্তৎপাপাপমুত্তয়ে ॥ ১৮

গুরুক নিমিত্ত জীবন বিসর্জন করিলে, তাহার
 সেই পাপ তিরোহিত হয়। ১১—১১। কিংবা
 সে যদি বারাগসীতে গমনপূর্বক কালে তথায়
 প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সমুদয়
 পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম শিবপদ প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ সন্তপ্ত অগ্নি-
 বর্ণ সুরা কিম্বা পয়ঃ, অথবা তাদৃশ গোমূত্র
 বা স্মৃত পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে
 পারিলে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ
 করিতে পারে। অথবা ব্রহ্মহত্যাভ্রত করি-
 লেও সেই পাপ বিনষ্ট হয়। হে দ্বিজগণ!
 যে ব্যক্তি স্ত্রবর্ণ হরণ করে, সে রাজার নিকট
 গমনপূর্বক নিজ কর্ম্ম খ্যাপন করত বলিবে,
 “আপনি আমাকে বধ করুন।” পরে রাজা
 তাহাকে মুষলাঘাত করিবেন। সে তাহা-
 তেই জীবনত্যাগ করিলে, কিংবা বিবিধ
 ক্রেশসাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারি-
 লেও সেই পাপের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান
 পায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে, সে
 লৌহময়ী তপ্ত স্ত্রী আগ্নিস্নানপূর্বক জীবন
 বিসর্জন করিতে পারিলে, তাহার সেই
 পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। হে দ্বিজগণ! মানব
 যে প্রকার পাতকীর সংসর্গে পাতকী হয়,
 সেইরূপ পাতকীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত

প্রাশ্নমেধাবভূধে সর্কে পাতকিনো দ্বিজাঃ ।
 শুধ্যংস্তংকণাদেব রবিরিত্যত্রবৌঃ স্বয়ম্ ॥
 মাতৃস্বসাং মাতুলানৌ তথৈব চ পিতৃস্বসাম্ ।
 ভাগিনেয়ীঃ সমাক্ষু কুৰ্ঘ্যাৎ কঙ্কাতিকঙ্কুকৌ ।
 চান্দ্রায়ণং বা কুব্বীত তন্ত পাপাপমুত্তয়ে ॥২০॥
 ভ্রাতৃভার্য্যাং ভাগিনেয়ীঃ তন্ত পাপাপমুত্তয়ে ।
 চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা কথিতানি বৈ ॥ ২১॥
 মাতুলস্ত সূতাং গহ্না সখিভার্য্যাং তথৈব চ ।
 অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা তপ্তকঙ্কুঃ সমাচরেৎ ॥
 উদক্যাগমনে চৈব ত্রিরাত্রোণ বিশুধ্যতি ॥ ২৩॥
 ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গহ্না কঙ্কুমেকং সমাচরেৎ ।
 কন্তাগমনে চৈব চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ২৪॥
 রেতঃ সিক্তা জলে যন্ত কঙ্কুঃ সান্তপনং চরেৎ
 বেষ্ঠায়া গমনে বিপ্রং প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ।
 নান্ধাসাং নিকৃতিদৃষ্টা শাস্ত্রেষু পরমর্ষিভিঃ ॥
 সংবৎসরস্ত চান্দ্রায়ণাদ্গুরুতল্লব্রতং স্মৃতম্ ।

যদি তত্র প্রজোৎপত্তিনিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ২৭॥
 শূদ্রা ভবতি চেদৃঢ়া ব্রাহ্মণস্ত যদা তদা ।
 ন তস্তা গমনে পাপং প্রজোৎপত্তৌ তথৈব চ
 রণ্ডায়া গমনে চৈব চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্ ।
 সংবৎসরেণ ভবতি গুরুতল্লসমো হি সঃ ॥ ২৯॥
 নটীঃ শৈলুষিকৌকৈব রজকীঃ বেণুজীবিনীম্ ।
 গহ্না চান্দ্রায়ণং কুৰ্ঘ্যাৎ তথা চর্ম্মোপজীবিনীম্ ।
 দৌকিতং কজ্রিয়ং হত্বা চরেদ্ভ্রুক্কাহণো ব্রতম্ ।
 অদৌকিতস্ত হননে ষড়্ভবৎ কঙ্কুমাচরেৎ ॥ ৩১॥
 বৈষ্ঠস্ত কামতো হত্বা ত্র্যকঙ্কুঃ সমাচরেৎ ॥
 নিহত্যা ব্রাহ্মণীং বিপ্রঋষ্টবর্ষং ব্রতং চরেৎ ।
 বর্ষষট্‌কন্ত রাজন্তাং বৈষ্ঠাং সংবৎসরজয়ম্ ॥
 বৎসরেণ বিশুদ্ধঃ স্ত্রীচ্ছূজ্যতীবধ এব চ ।
 বেষ্ঠাং হত্বা প্রমাদেন কিঞ্চিদানমিহোচিতম্ ॥
 মর্কটং নকুলং কাকং বরাহং মুবকং তথা ।
 মার্জ্জারং বাথ মণ্ডুকং শ্বানং বৈ কুকুটং ধরম্ ॥

আছে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ
 হইবে । স্বয়ং ভগবান্ ভাস্কর বলিয়াছেন,
 —অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে, সর্বপ্রকার
 পাপীই তৎকণাৎ শুদ্ধ হইয়া থাকে । মাতৃস্বসা,
 পিতৃস্বসা ও মাতুলানৌ গমন করিলে কঙ্কু ও
 অতিকঙ্কু ব্রত করিবে । অথবা তৎপাপ-
 শাস্তির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ কর্তব্য । ভ্রাতৃভার্য্যা
 ও ভাগিনেয়ী গমন করিলে তৎপাপধ্বংসের
 জন্ত পঞ্চ বা চতুঃসংখ্যক চান্দ্রায়ণ বিহিত
 আছে । মাতুলকন্তা কিংবা বন্ধুভার্য্যায়
 উপগত হইলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া,
 তপ্তকঙ্কু ব্রত করিবে । রজস্বলা-গমনে
 ত্রিরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত । ব্রাহ্মণ অপর
 ব্রাহ্মণপত্নী গমন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত
 করিবে । কন্তাগমনে চান্দ্রায়ণ কর্তব্য ।
 যে ব্যক্তি জলে রেতঃপাত করে, সে
 সান্তপন ব্রত করিবে । ব্রাহ্মণ, বেষ্ঠাতে
 উপগত হইলে প্রাজাপত্যব্রত কর্তব্য ।
 ধর্ম্মশাস্ত্রে মহর্ষিগণ, ঐ সকল পাপীদিগের
 অস্ত্র প্রকার আর নিস্তারের উপায়
 দেখেন নাই । যে ব্যক্তি এক বৎসর বেষ্ঠা

গমন করে, তাহার গুরুপত্নী-গমনের প্রায়-
 শ্চিত্ত করা কর্তব্য । কিন্তু যদি সেই বেষ্ঠাগর্ভে
 সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহার
 আর নিকৃতি নাই । ১৩—২৭। শূদ্রা যদি ব্রাহ্ম-
 ণের বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে তাহাতে
 গমন বা সন্তানোৎপাদন করিলে কোন দোষ
 নাই । রণ্ডাতে উপগত হইলে, সান্তপনব্রত
 কর্তব্য এবং এক বৎসর গমনে গুরুতল্ল-গম-
 নের পাতকী হয় । নটী, শৈলুষিকী, রজকী,
 বেণুজীবিনী ও চর্ম্মজীবিনী গমন করিলে
 চান্দ্রায়ণ করিবে । দৌকিত-কজ্রিয়-বধে ব্রহ্ম-
 হত্যার প্রায়শ্চিত্ত এবং অদৌকিত-কজ্রিয়-
 বধে ষড়্‌বর্ষ-সাধ্য ব্রত করা কর্তব্য । জ্ঞান-
 পূর্ব্বক বৈষ্ঠহত্যা করিয়া ত্রিবর্ষসাধ্য ব্রত
 করিবে । ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণীহত্যা করে, তবে
 ঋষ্টবর্ষসাধ্য, কজ্রিয়া বধ করিলে ষড়্‌বর্ষসাধ্য,
 বৈষ্ঠা বধ করিলে ত্রিবর্ষসাধ্য এবং শূদ্রা বধ
 করিলে একবর্ষ-সাধ্য ব্রত করিবে । অজ্ঞা-
 নতঃ বেষ্ঠাবধে কিঞ্চিদান প্রায়শ্চিত্ত । মর্কট,
 নকুল, কাক, বরাহ, মুবিক, মার্জ্জার, ভেক,

পানকৃত্বং চরেৎকহা কৃচ্ছমখবধে স্মৃতম্ ।
 তপ্তকৃচ্ছং হস্তিবধে পারাকং গোবধে স্মৃতম্ ॥
 কামতো গোবধে নৈব শুদ্ধির্দৃষ্টা মনৌষিতিঃ ॥
 তক্যতোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্ত চ ।
 পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥ ৭৮
 তৃণকাষ্ঠজমাণাঞ্চ শুষ্কারস্ত শুভস্ত চ ।
 তৈলচৰ্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রঃ স্নাদতোজনম্ ।
 হংসঃ কারণ্ডবকৈব চক্রবাকঞ্চ টিট্টিভম্ ।
 শুকঞ্চ সারসঞ্চৈব উলুকঞ্চ কপোতকম্ ॥ ৮০
 চামঞ্চ শিশুমারঞ্চ বলাকাঞ্চ বকং তথা ।
 জগ্ধা চৈতান্ দ্বিজঃ কুৰ্য্যাদ্ভাদশাহমতোজনম্ ॥
 নালিকাং তণ্ডুলীয়ঞ্চ জগ্ধা কৃচ্ছং সমাচরেৎ ॥
 কামতোহুহরং জগ্ধা তপ্তকৃচ্ছং সমাচরেৎ ।
 অলাবুং কিংকং জগ্ধা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ
 যানি কীরণ্যপেয়ানি তেষাং পানাদব্রতস্তদম্
 গোমূত্রযাবকহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ৮৪
 অশুরামৃতপানেন কুৰ্য্যাচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ।

কুকুর, কুকুট ও গর্দভ বধে প্রাজাপত্য-
 পান এবং অখবধে সম্পূর্ণ প্রাজাপত্য, হস্তি-
 বধে তপ্তকৃচ্ছ ও গোবধে পরাক-ব্রত নির্দিষ্ট
 আছে; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক গোহত্যা করিলে,
 মনৌষিগণ তাহার শুদ্ধির উপায় দেখিতে
 পান না। তক্য, ভোজ্য, যান, আসন,
 শয্যা এবং ফল, মূল ও পুষ্প অপহরণ
 করিলে, পঞ্চগব্য-পান প্রায়শ্চিত্ত। তৃণ,
 কাষ্ঠ, বৃক্ষ, চিপীটক, শুভ, তৈল, চৰ্ম্ম ও
 আমিষ অপহরণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস
 করিবে। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, টিট্টিভ,
 শুক, সারস, উলুক, কপোত, চাম, শিশুমার,
 বলাকা ও বক ভক্ষণ করিলে, দ্বিজগণের
 দ্বাদশাহ উপবাস বিধেয়। নালিকা ও তণ্ডু-
 লীয় ভক্ষণে কৃচ্ছব্রত প্রায়শ্চিত্ত। ইচ্ছা-
 পূর্বক হুহর ভক্ষণ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ ব্রত
 করিবে। অলাবু ও কিংক-ভোজনে
 প্রাজাপত্য কর্তব্য। অপেষ কীর পান
 করিলে একমাস গোমূত্র-যাবক পান করিয়া
 শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ ত্রিষ অশ্রু বর্ষ মদ্য-

প্রাজাপত্যং চরেৎ সম্যগ্ৰেতোবিগ্নব্রতকর্ণে ॥
 বিড়ুবরাহরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ
 এতেষাং ভক্ষণে চৈব দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
 ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা কৃচ্ছং সমাচরেৎ
 কত্রিয়ে তপ্তকৃচ্ছং স্নাদৈশ্চৈব চৈবাতিকৃচ্ছকম্ ॥
 শূদ্রোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্
 সুরাভাণ্ডাদকং পীত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ৮৮
 মহাপাতকিনঃ স্পৃষ্টা বেদবিক্রয়ণং তথা ।
 রজস্বলাঞ্চ চাণালীমজ্জাহা যদি ভোজয়েৎ ।
 ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি
 তৈলাভ্যক্তো দ্বিজো যন্ত কুৰ্য্যান্নত্পুরীষকে ।
 অহোরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্তাৎ শাশ্বককর্ম্মণি মৈথুনে ॥
 খরযানং সমাকুহ তথা চৈবোষ্ট্রযানকম্ ।
 নগ্নো যন্ত বিশেষাপস্মিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ৯১
 পাপানামাধিকং পাপং দেবতানাঞ্চ নিন্দনম্ ।

পান করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। রেতঃ
 বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত
 প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজগণ বিড়ুবরাহ, গর্দভ,
 উষ্ট্র, শৃগাল, বানর ও কাক ভক্ষণ করিয়া
 চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের
 উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে কৃচ্ছব্রত;
 কত্রিয়ার উচ্ছিষ্ট-ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ; বৈশ্যের
 উচ্ছিষ্ট ভোজনে অতিকৃচ্ছ এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট
 ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে।
 সুরাভাণ্ডে জল পান করিলেও ব্রাহ্মণের
 চান্দ্রায়ণ কর্তব্য। ৮৮ - ৮৮। অজ্ঞানতঃ মহা-
 পাতকী, বেদবিক্রয়ী, রজস্বলা ও চাণালী
 স্পর্শ করিয়া যদি ভোজন করে, তবে ব্রাহ্মণ
 ত্রিরাত্র অনাহারপূর্বক পঞ্চগব্য-পানে শুদ্ধ
 হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ সর্বাঙ্গে তৈল
 মর্দনপূর্বক বিষ্ঠা মূত্র উৎসর্গ কিংবা শাশ্ব-
 বপন বা মৈথুন করে, সে একাহ উপবাস
 দ্বারা শুদ্ধ হয়। গর্দভ বা উষ্ট্রযানে আরো-
 হণ, অথবা উলঙ্গ হইয়া জলপ্রবেশ করিলে
 ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যন্ত
 কিছু পাপের বিষয় উল্লেখ করা হইল, দেব-
 নিন্দা এই সমস্ত পাতক হইতেও গুরুতর।

মোহাৎ কুরুতে যন্ত কুরুঃ চান্দ্রায়ণঃ চরেৎ ॥
সকৃদ্যঃ কুরুতে নিন্দাং শিবস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ।
তস্ত শুক্লির্ন দৃষ্টান্তি পুরাণে মুনিভিঃ কৃতা ।
কুর্যাদ্যদি গুরুঃ শুক্লিঃ কারণ্যাং পরমেষ্ঠিনঃ
চান্দ্রায়ণত্রয়ং ক্রায়ান্নাথ্যথা শুক্লিরিষ্যতে ॥ ৫৪
শৃণোতি শুক্লিনিন্দাং যন্তস্তা চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥ ৫৬
একাসনকোপবিশেদগুরুণা সহ মূঢ়ধীঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্মাস্তি পাপং গুরুতরং হি তৎ
প্রায়শ্চিত্তমপীচ্ছন্তি কেচিদজ্ঞানতঃ কৃতে ।
কুর্য্যাৎ সন্তাপনকৈব চান্দ্রায়ণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫৮
যোহয়ং শুক্লিবিধিঃ প্রোক্তো গুরোরঙ্গী-

কৃতেপ্সয়া ॥ ৫৯

বাগদন্তপ্ৰদানেন ব্রহ্মহত্যাশয়ং ভবেৎ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্মাস্তি দত্তৈগ্রামশতৈরপি ॥
শিবদ্রব্যাপহরণঃ গুরোরপ্যগুমাত্রকম্ ॥ ৬১
কুৎসনঞ্চ তথা শস্তোৰ্গুরোরপি তথৈব চ ।
তথা চ শিবভক্তানাং জ্ঞানস্ত চ বিদূষণম্ ॥ ৬২

যে ব্যক্তি মোহ বশতও দেবনিন্দা করে,
তাহার চান্দ্রায়ণ করা কর্তব্য । যে মূঢ় এক-
বার মাত্র ভগবান্ শঙ্করের নিন্দা করে,
মুনিগণ কোন পুরাণ-শাস্ত্রেই তাহার নিস্তা-
রোপায় দেখিতে পান না । গুরু যদি
কৃপাপরবশ হইয়া তাহার শুক্লির উপায়
করেন, তবে চান্দ্রায়ণত্রয় ব্যবস্থা করিবেন ;
নতুবা তাহার আর শুক্লি দেখি না । যে
ব্যক্তি শুক্লিনিন্দা শ্রবণ করে, তাহারও চান্দ্রা-
য়ণত্রয় কর্তব্য । যে মূঢ়মতি গুরুর সহিত
একাসনে উপবেশন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত
নাই ; তাহার পাতক অতি গুরুতর । অজ্ঞান-
পূর্বক উক্ত পাতক করিলে কেহ কেহ চান্দ্রা-
য়ণ-চতুষ্টয় বা সন্তাপনত্রয় প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া-
ছেন । এই যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে,
উহা গুরুর ইচ্ছানুসারে জানিবে । বাগদন্ত
বস্ত্রদান না করিলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক
হয় ; শত শত গ্রাম দান করিলেও সে
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না । শিবদ্রব্য বা
অন্নদানও গুরুদ্রব্য অপহরণ, কিংবা শিব,

গিরিজামাশ্চ বিকোশ্চ স্বন্দস্তেভমুখস্ত চ ।
যোগিনাঞ্চ তথা নিন্দা নিন্দিনোহপি তথা বিজ
পাপান্তেতানি সৰ্ব্বাণি ব্রহ্মহত্যাশমানি বৈ ॥
তস্মায় নিন্দেদেতাংস্ত কৰ্ম্মণা মনসা গিরা ।
যদীচ্ছেচ্ছাশ্রিতঃ স্থানমিতি দেবোহব্রবীজবিঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তস্ত সৰ্ব্বস্ত পশ্চাত্তাপো হি কারণম্ ।
ন তেন রহিতং পাপং গচ্ছতীতি হি নিশ্চিতম্
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাৎ তস্মিন্ পাপে প্রবর্ততে
কৃতস্তকৃতমেব স্মাৎ তৎ পাপং পূৰ্ব্ববৎ স্থিতম্
স্থূনানি যানি পাপানি স্মৃন্মানি বিবিধান্তপি ।
তানি নাশয়তি কিপ্রং মুহূৰ্ত্তং শিবচিন্তনম্ ॥ ৬৮
সৰ্ব্বপাপাপনোদার্থং প্রায়শ্চিত্তং বদাম্যহম্ ॥ ৬৯
সমাহিতো জলে মগ্নঃ শিবং ধ্যায়ন্ প্রসন্নধীঃ ।
অষ্টকৃজ্ঞো হর ইতি জপন্ পাটপঃ প্রমুচ্যতে ॥
কার্ত্তিক্যাং গুরুপক্ষস্ত যা সা পুণ্যা চতুর্দশী ।

গুরু, শিবভক্ত, পার্বতী, বিষ্ণু, কার্ত্তিক,
গণেশ ও যোগিগণের যে নিন্দা, উহা ব্রহ্ম-
হত্যাভূত গুরুতর পাপ । এজন্ত ভগবান্
সূর্য্যদেব বলিয়াছেন, যদি নিত্যধাম প্রার্থ-
নীয় হয়, তবে কি মন, কি শরীর এবং কি
বাক্য, কিছুতেই যেন ইহাদিগের নিন্দাপ্রকাশ
না করা হয় । ৪২—৬৪ । যত কিছু প্রায়শ্চিত্তের
কথা বলা হইল, অনুতাপই ঐ সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত
দ্বারা পাপনাশের কারণ । অনুতাপ ভিন্ন
নিশ্চয়ই কোন প্রায়শ্চিত্তেই পাপ বিদূষিত
হয় না । যদি কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায়
সেই কার্য্যে আসক্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত
করা না-করা উভয়ই সমান, সেই পাপ পূর্ব্ববৎ
অবস্থিত থাকে । মুহূর্ত্তকাল ভগবান্ শশাঙ্ক-
শেখরকে চিন্তা করিলে স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয়
পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে নিখিল
পাপনাশের জন্য এক অনায়াস-সাধ্য
প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি ; — একাগ্রচিত্তে জলে
মগ্ন হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে শঙ্করকে ধ্যান করত
অষ্টবার “হর” এই নাম জপ করিতে পারিলে
অখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হওয়া যায় । যে
ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের পুণ্য গুরুা চতুর্দশীতে

তস্তাং সম্পূজ্য দেবেশং দেবদেবমুমাপতিম্ ।
 জপ্তাধর্মশিরো যন্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোঃতি ॥৭১॥
 তস্তামেব নবম্যাকং ভগবন্তমুমাপতিম্ ।
 উদ্ভিক্ত দদ্যাদ্ যৎ কিঞ্চিৎ সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে
 পৌর্ণমাস্ত্রায়মাবস্তাং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
 পঞ্চামৃতৈঃ স্তুতং স্ত্রাপ্য লিঙ্গমুর্তিধরং হরম্ ।
 পূজয়িত্বা বিধানেন সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৩
 মন্দবারমুতা পুণ্য্য শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী ।
 তস্তামুপোষ্য বিধিনা সম্পূজ্য গিরিজাপতিম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাাদিভিঃ পাপৈর্ঘৃক্তো ভবতি মানবঃ ।
 তৃতীয়া বা সমাখ্যাতা বৈশাখমহাশ্রমসংক্রান্তা
 তস্তাং শিবায় যৎ কিঞ্চিদভ্যাহা শিবযোগিনে
 সর্ষপাপবিনির্মুক্তঃ পরাং গতিমবাগুয়াৎ ॥ ৭৫
 ব্রহ্মহত্যাাদিভিঃ পাপৈর্ঘৃক্তো লোকবিনন্দিতঃ ।
 শঙ্করঃ শরণং গচ্ছা সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৭৬
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত-
 শৌনকসংবাদে প্রায়শ্চিত্তবিধিকথনং নাম
 ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

দেবাধিদেব উমাপতি মহেশ্বরকে অর্চনাপূর্ব্বক
 অধর্মবেদের সারস্বরূপ “হর” এই নাম জপ
 করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট
 হইয়া থাকে। ঐ কার্তিকমাসীয় শুক্লনবমী
 তিথিতে ভগবান্ উমাপতির উদ্দেশে যৎ
 কিঞ্চিৎ দান করিলে মানব সকল পাপ হইতে
 মুক্ত হয়। পূর্ণিমা অমাবস্তা এবং চন্দ্রসূর্য্য-
 গ্রহণ-কালে পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান
 করাইয়া যথাবিধি পূজা করিলেও সমুদয় পাপ
 তিরোহিত হইয়া থাকে। মানব, শনিবারযুক্ত
 শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে উপবাসপূর্ব্বক ভগ-
 বান্ ভবানীপতিকে যথাবিধি অর্চনা করিলে
 ব্রহ্মহত্যাাদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।
 বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়াতে শিব বা শিব-
 যোগী উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে নিখিল
 পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া মানব পরমগতি
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব, সর্ষ-
 জন-নিদিত মহাপাতকীও ভগবান্ শঙ্করের

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ঋতমস্মাভিরখিলং জ্ঞানং মাহেশ্বরং মহৎ ।
 বর্ণাশ্রমবিধিচৈব প্রায়শ্চিত্তমশেষতঃ ।
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো বিবাহং গিরিজাপতেঃ
 সূত উবাচ ।
 যত্বাচ পুরা দেবঃ পৃষ্টো মার্ত্তণ্ডশ্রুত্বা ।
 স্তব্ধা চ স্তোত্রবর্ধ্যেণ তচ্ছ্রুত্বাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥২
 মনুরুবাচ ।
 ভগবন্ যদ্যথা পৃষ্টং তৎ তথৈব ত্রয়োদিতম্ ।
 ঋতং তদপি ৎ তাত হৃদি তচ্চ স্থিরীকৃতম্ ।
 জানাসি যৎ ভগবতো মাহাশ্রয়ঃ পার্শ্বতীপতেঃ
 ভবতো নাপরঃ কশ্চিদেতাস্তৌত্যববীক্ষুতিঃ ।
 ত্রয়োদশাপরা মূর্ত্তির্যতোহসি পরমেশ্বরঃ ।

শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মহত্যাাদি নিখিল পাপ
 হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ৬৫—৭৬।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষি কহিলেন,—হে সূত ! আমরা অখিল
 শিবজ্ঞান এবং বর্ণাশ্রমবিধি ও অশেষবিধ
 প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে ভগবান্
 পার্শ্বতীপতির বিবাহের বিষয় শ্রবণ করিতে
 ইচ্ছা করি। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম-
 গণ ! পূর্বে ভগবান্ সূর্য্যদেব, মনুরুত্বক স্তব-
 রাজ দ্বারা স্ততিবাদান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া
 যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন। মনু বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ !
 যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি সেই
 সেই বিষয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। হে তাত !
 আমি তৎসমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে
 ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। বেদে এইরূপ
 উক্তি আছে, আপনিই ভগবান্ পার্শ্বতী-
 পতির মাহাশ্রয় সম্যক্ বিদিত আছেন, আপনা-
 তির অপর কেহই পরিজাত নহেন। কারণ,

অতঃস্বমেব জানাসি মহিমানং মহেশিতুঃ ॥ ৫
ত্বামেব রুদ্রং বরদং শিবং পরমকারণম্ ।
তপনং শরণং যামি সহস্রাক্ষং হিরণ্যম্ ॥ ৬
সূৰ্য্যঃ প্রভাকরঃ ভানুঃ জ্যোতিষাঃ জ্যোতিৰব্যয়ম্
অধিকাংশিতমীশানং জ্যোতিষ্যন্তঃ দিবাকরম্ ॥
হিরণ্যবাহুং জটিলমোক্ষারাম্যং প্রচেতসম্ ।
ব্রহ্মি মে দেবদেবেশ বিবাহং পরমেশ্বিনঃ ॥ ৮
কালৌ হৈমবতৌ গৌরৌ পুনর্জাতা কথং বিভো ॥

ভানুরুবাচ ।

পৃষ্ঠং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণু মনুজেশ্বর ।
সর্বপাপক্ষয়করং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০
নীলগ্রীবো মহাদেবঃ শরণ্যো গোপতিবিরাট্
প্রপত্তো ত্বাং মহেশানমুগ্রং শৰ্ম্মং কপর্দিনম্ ॥ ১১
ত্বাং নম্যামি পরং হংসং পশুভর্তারমৌশ্বরম্ ।
সর্বেষাং স্বরণাদেব দেহিনাং মোক্ষসাধনম্ ॥ ১২

আপনি শঙ্করের দ্বিতীয়মূর্ত্তিস্বরূপ পরমেশ্বর ।
সুতরাং আপনিই মহেশ্বরের প্রকৃত মহিমা
জানেন । আপনি রুদ্র, বরদ, পরমকারণ ও
শিবময় । আপনি তপন, সহস্রাক্ষ, হিরণ্য,
সূৰ্য্য, প্রভাকর ও ভানু নামে প্রসিদ্ধ । বৃধগণ
আপনাকেই অখিল জ্যোতিষ্ময় পদার্থের
মধ্যে অব্যয় জ্যোতিষ্ময়, দিবাকর ও
অধিকাংশিত ঈশানস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া
থাকেন । আপনি হিরণ্যবাহু, জটিল, ওঙ্কা-
রাম্য ও প্রচেতা বলিয়া বিখ্যাত । হে
দেবেশ ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ।
আপনি আমার শঙ্করের বিবাহের বিষয় বলুন ।
হে প্রভো ! হিমালয়সুতা কালৌ কি প্রকারে
পুনরায় গৌরী হইয়াছিলেন, তাহা বিষয় ব্যক্ত
করুন । ভানু বলিলেন,—হে মনুজেশ্বর !
তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি,
শ্রবণ কর । উহা সর্বপাপক্ষয়কর ও সনাতন
পরম ব্রহ্মস্বরূপ । ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহেশ্বর
সকলের শরণ্য ; তিনি গোপতি ও বিরাট্ ।
আমি সেই উগ্র ও কপর্দী নামে বিখ্যাত
পরমব্রহ্মস্বরূপ পশুপতি পরমেশ্বর ঈশানকে
প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ।

য এতৈর্নামতিঃ স্তোতি প্রাতঃ সম্প্রত্যম্বান্
তন্ত পাপং কয়ং যাতি নন্দীকৈব প্রবর্ত্ততে ।
সর্বরোগবিনির্মুক্তো জীবৈষ বর্ষশতং নরঃ ॥ ১৩

সূত উবাচ ।

এবং মনোর্বচঃ শ্রুত্বা যত্নবাচ দিবাকরঃ ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৪
যা সা দক্ষসুতা দেবী সতী ত্রৈলোক্যপূজিতা
ত্যক্তা দাক্ষং শরীরঞ্চ বভূবাচলকম্ভকা ॥ ১৫
নাম্না কালৌতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী ।
জগচ্চৈতন্তরূপা চ জগচ্চৈতন্তবোধিনী ॥ ৬
অধিষ্ঠিতস্তয়া কাল্যা হিমবান্ পরমতোত্তমঃ ।
পুণ্যস্থানমভূষিত্রা মোক্ষদঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ১৭
সিদ্ধানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ গন্ধর্বাণাং দিবৌকসাম্ ।
আবাসঃ কিম্মরণাঞ্চ স্বরণাং পুণ্যাদৌ নুণাম্ ॥
শিবং ভর্তারমিচ্ছন্তৌ তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে ।
তপস্তপ্তুং গতা কালী শিবা পিত্রোরহুজয়া ॥ ১৯

তিনি স্বরণমাত্রে সমুদয় দেহিগণের মুক্তি-
বিধান করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি, সংযত
হইয়া প্রাতঃকালে এই সকল নাম দ্বারা
তাঁহাকে স্তব করে, তাহার সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত
হয় এবং ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে । সে সমুদয়
রোগ হইতে মুক্ত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে ।
১—১৩ । সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ !
দিবাকর মনুর বাক্য শ্রবণান্তে যাহা বলিয়া-
ছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন
ত্রিলোকপূজিতা দক্ষসুতা দেবী সতী, দক্ষৌ-
রসজাত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কালৌ নামে
হিমালয়ের কন্যা হন । হেঁ বিপ্রগণ ! যাহা
হইতে নিখিল জগৎ চৈতন্ত প্রাপ্ত হয়,
সেই জগচ্চৈতন্তরূপিনী বিশ্বরূপা মহেশ্বরী,
দেহিগণের মোক্ষপ্রদ, সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্ব
দেবতা ও কিম্মরণগণের আবাসস্থল, স্বরণ-
মাত্রে মানবগণের পুণ্যপ্রদ, পুণ্যস্থান, গিরি-
বর হিমালয়ে কিয়ৎকাল অধিষ্ঠানপূর্ব্বক
ভগবান্ শঙ্করকে স্বামিরূপে লাভ করিবার
বাসনায় একদা পিতামাতার অনুমতি লইয়া
তপস্তপ্তুং গতা কালী শিবা পিত্রোরহুজয়া ॥ ১৯

অধাশ্মিন্নস্তরে দৈত্যস্তারকো লোককণ্টকঃ ।
জাতো দৈত্যকুলেবীরো যুত্যাৰূপো দিবৌকসাম্
ব্রহ্মাণঃ তপসারাদ্য বরং তস্মাদবাপ হ ।
দেবাঃ পলায়িতাস্তেন তারকেণ বলীয়সা ॥ ২১
দেবানাং যোষিতে। যাস্ত বলাদপহতাশ্চ তাঃ ।
হুঃখাগ্নিনা স্তুসস্তপ্তাঃ শক্রাদ্যাঃ প্রধিতৌজসঃ
গতাঃ শশক্রাঃ শরণং ব্রহ্মাণং ত্রিদশৈশ্বরম্ ।
আগতাশ্চ সুরান দৃষ্ট্বা ততঃ প্রোবাচ পদ্মজঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

কস্মাৎ ক্রান্তাঃ সুরা সূৰ্যমাগতা বৈ মমাস্তিকে ।
ক্রত তৎ সকলং দেবা উপায়ং বাচি বঃ স্কুটম্
দেবা উচুঃ ।

তারকাস্তয়সজ্জতাঃ শরণং দেবমাগতাঃ ।
যথা যুতোর্ভয়ং দেব তস্মান্নস্মাতুমর্হসি ॥ ২৫
অপি কণঃ সুরশ্রেষ্ঠ ন লভামো বয়ং সুখম্ ।

গমন করিলেন। এদিকে ঐ সময়ে দেব-
গণের যুত্যাৰূপ লোককণ্টক মহাবীর
তারকাসুর দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক কিয়-
দিন পরে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা
করিয়া তাঁহা হইতে অভীষ্ট-বর প্রাপ্ত হয়।
অনন্তর সেই মহাবলশালী তারকাসুরের
ভয়ে ভীত হইয়া দেবগণ পলায়ন করিলে
সে বলপূর্বক দেবাজ্ঞাসকল হরণ করিল।
অনন্তর প্রসিদ্ধ পোকষশালী ইন্দ্রাদি সুর-
বৃন্দ, হুঃখানলে দগ্ধ হইয়া ত্রিদশনাথ ব্রহ্মার
শরণাপন্ন হইলেন। তৎপরে ভগবান্ পদ্ম-
যোনি, সুরগণকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন,
—হে সুরগণ! তোমরা কিজন্ত ভীত হইয়া
আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? সমুদয় প্রকাশ
করিয়া বল, আমি তোমাদিগকে নিস্তারের
উপায় বলিতেছি। তখন দেবগণ কহিলেন,—
হে দেব! আমরা তারকাসুর হইতে ভীত
হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। সকলে
যুত্যাৰূপে ধরুণ ভয় করে, আমরা তাহা
হইতেও তজ্জন ভীত হইয়াছি, অতএব
আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ!
আমরা কণকালও সুখী নহি। ভগবান্

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি হরিতারকয়োন্তদা ।
অহর্নিশমবিশ্রাস্তঃ যুদ্ধমাদৌৎ সুদারুণম্ ॥ ২৭
তথাপি ন জিতস্তেন দেবদেবেন চক্রিণা ॥ ২৮
অবধ্যোহয়মিতি জ্ঞাত্বা যযৌ ত্যক্তা মহোদধিম্
ভ্রাস্তচিত্তস্তদা শাক্ষ্যে গতসূৰ্ণং মহাবলঃ ॥ ২৯
বয়মপ্যেবমেবং হি ভীতাস্তাং শরণং প্রভো ।
আগতাস্মাহি নস্তস্মাৎ সুখদো ভব পদ্মজ ॥ ৩০
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মেহমরাঃ সর্কৈ যুগ্মাকং সুখদং মহৎ ।
যোহসৌ দৃষ্টস্তারকাখ্যস্ততাপ পরমং তপঃ ॥ ৩১
তস্ম দৈত্যস্ত তপসা দহমানং চরাচরম্ ।
দৃষ্ট্বা তদ্বরদানার্থং গতোহহং তারকাস্তিকম্ ॥ ৩২
উক্তং ময়া বরং বৎস বরয়েতি মহাসুরঃ ।
অববীদৈত্যরাজো মামভিবন্দ্য কৃতাজ্জনিঃ ॥ ৩৩
তারক উবাচ ।
অবধ্যোহহং সুরৈঃ সর্কৈর্বিষ্ণুর্ভাণৈঃ পদ্মসম্ভব ।

হরি ও তারকাসুরের ত্রিংশৎসহস্র বর্ষ
দিবারাতি অবিশ্রান্তভাবে তুমুল সংগ্রাম
হইয়াছিল, তথাপি মহাবল দেবদেব চক্রপাণি
তাহাকে জয় করিতে না পারিয়া অবধ্য
বিবেচনায় ভ্রাস্তচিত্তে তাহাকে পরিত্যাগ-
পূর্বক স্বরায় মহোদধিতে গমন করিয়াছেন!
হে প্রভো! আমরাও এই সকল কারণে
ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি।
হে পদ্মজ! আমাদিগকে তারকাসুর হইতে
পরিদ্ধাণ করিয়া সুখী করুন। ১৪—৩০। ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা সকলে
আমার বাক্য শ্রবণ কর, উহা তোমাদিগের
পরম সুখপ্রদ হইবে। তোমরা যে মদেচ্ছিত
তারকাসুরের কথা বলিলে, সে পূর্বে
কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে
তাহার তপস্যায় চরাচর সকলকেই ক্রিষ্ট
দেখিয়া তাহাকে বরদানার্থ আমি তাহার নিকট
গমনপূর্বক বলিলাম,—বৎস! বর প্রার্থনা
কর। তখন দৈত্যরাজ তারক আমাকে
বন্দনাপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিল,—হে দেব!
ব্রহ্মন! আমি যাহাতে বিষ্ণু প্রভৃতি সকল

ভবাম্যহং যথা দেব তথা ত্বং দেহি মে বরম্ ॥৩৪।
এবমস্তিত্যহং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সুরোত্তমাঃ ।
অন্ত্ৰচ্ছোভুঃ হিতার্থং বঃ কস্মাদ্বধ্যোহসি

তদ্বদ ॥ ৩৫

তারক উবাচ ।

ষোহয়ং দেবাধিদেবেশঃ কপদী নীললোহিতঃ
তস্তু রেতঃ সুরা পীত্বা সগর্ভা বিষ্ণুনা সহ ।
ভবিষ্যন্তি ততো জাতান্মৃত্যুরিষ্টো ন বাপরঃ ॥
তথাস্থিতিততশ্চোক্তা গতোহহং মেকুমুর্দ্ধনি ॥৩৭।
গচ্ছধ্বং শরণং তস্মাচ্ছরণ্যং সর্ষদেহিনাম্ ।
বিশ্বেশ্বরমুমাকান্তং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩৮।
মুক্তা হর্যাক্ষকং দেবং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে
ন তং পশ্যামি ভো দেবাস্তারকং যো বধিষ্যতি ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ ।
কথং ভবিষ্যতীত্যেবমালোক্যামনসা দ্বিজাঃ ॥
শুক্ৰণা দৈবতৈঃ সার্কং পুনরেব দ দেবরাট্ ।
হরশ্চৈব সূতোৎপত্তাবুপায়শ্চিন্ত্যতাং সুরাঃ ॥

দেবতারই অবধ্য হই, সেইরূপ বর আমাকে
দিন। হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! “তথাস্তু” বলিয়া
সেই বর তাহাকে দিয়া তোমাদের হিতার্থ
জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কাহার বধ্য হইবে,
তাহা বল। তারক বলিল,—এই যে দেবাধি-
দেবেশ নীললোহিত কপদী, বিষ্ণুসহ দেব-
গণ ইহার শুক্রপান করিয়া গর্ভযুক্ত হইবে,
সেই গর্ভোৎপন্ন যে পুরুষ—তাহার হস্তেই
আমার মৃত্যু ইষ্ট, অন্তবিধ মৃত্যু আমার
অভিপ্রেত নহে। আমিও “তথাস্তু” বলিয়া
সুমেক্ষশিখরে আগমন করিলাম। অতএব
তোমরা সর্ষলোকশরণ্য লোকশঙ্কর বিশ্বে-
শ্বর উমাকান্ত শঙ্করের শরণাগত হও।
হরস্বরূপ দেব ব্যতীত সচরাচর ত্রৈলোক্যে
এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যিনি তারক-
বধ করিতে সমর্থ। হে দ্বিজগণ! শচীপতি
সহস্রাক্ষ, ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া “সে ঘটনা
কি রূপে হইবে” ইহা মনে মনে পর্যালোচনা
করত “বৃহস্পতি এবং দেবগণ সমভিব্যাহারে
শিবের পুত্রোৎপত্তিবিষয়ে উপায়চিন্তা কর্তব্য”

ইত্যুক্তা প্রযযুর্দেবাঃ শক্রাদ্যা ব্রহ্মণা সহ ।
মেরোকুত্তরতঃ শৃঙ্গং যত্র তিষ্ঠতি মাধবঃ ॥ ৪২।
শুপ্তস্তিষ্ঠত্যমেয়াত্মা তারকাস্তয়পীড়িতঃ ।

সব্রহ্মকান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ প্রোবাচ মাধবঃ ॥
মাধব উবাচ ।

উপায়শ্চিন্তিতঃ কোহত্র বধার্থং তারকস্ত হি ।
অস্তি চেহ্যতাং দেবাঃ শশ্ম নো জায়তে যথা
সূত উবাচ ।

এবং বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ ।
যথোক্তং ব্রহ্মণা ত্তেত্যস্তথোক্তং বিষ্ণবে সুরৈঃ
কিমিদানীন্ত কর্তব্যমিতি সাধুস্ত্য দেবরাট্ ।
সোহস্মরন্নমনসা কামমজেষ্মম সুরৈঃ সুরৈঃ ॥ ৪৬।
শক্রস্ত চিন্তিতং ত্রাতা কামো রতিপতিঃ স্তম্ভম্
শচীপতিং সমাগম্য প্রাহ পুষ্পধনুর্ধরঃ ॥৪৭।

কাম উবাচ ।

হিং কার্য্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ কর্তব্যং কিং ময়া প্রভো
তীরেণ তপসা কো হি স্থানমীহেত তাবকম্ ॥

এই বলিয়া ইন্দ্র এবং তদনুগত দেবগণ
ব্রহ্মার সাহিত্য সুমেক্ষর উত্তর-শৃঙ্গে গমন
করিলেন। তথায় অমেয়াত্মা মাধব তারক-
ভয়ে শুপ্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। মাধব
ব্রহ্মার সাহিত্য দেবগণকে অবলোকন করিয়া
হৃষ্টভাবে বলিলেন,—তারকবধ-বিষয়ে কোন
উপায় চিন্তা করিয়াছ কি? হে দেবগণ! যদি
কোন উপায় থাকে ত বল, আমাদের তাহাতে
শক্তি হইবে। ৩১—৪৪। সূত বলিলেন,—
ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ, বিষ্ণুর এই কথা
শ্রবণ করিলেন! অনন্তর ব্রহ্ম-কথিত বৃত্তান্ত
দেবগণ বিষ্ণুকে বলিলেন। “একণে কি
কর্তব্য” দেবরাজ ইহা চিন্তা করিয়া সুরা-
সুরের অজেষ্ম কামদেবকে মনে মনে স্মরণ
করিলেন। রতিপতি পুষ্পধনুর্ধর কামদেব
ইন্দ্ৰের চিন্তা অবগত হইলে পর তাহার নিকট
উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে প্রভো! ত্রিদশ-
নাথ! একণে আমাকে কি করিতে হইবে?
কোন ব্যক্তি তীরতপস্যায় ভবদীয় স্থান
অধিকার করিতে উদ্যত? কিংবা কোন

কিং বা কাচিৎ তবাদেশং কর্তুং নেচ্ছতি চাক্ষন
তাং কামিনীং করোম্যদ্য তব ধ্যানপরায়ণাম্
ন কশ্চিদস্তি মে শূরো ন মানী ন চ পণ্ডিতঃ ।
ব্যাপয়ামি জগৎ কুৎসং ব্রহ্মাদ্যঃ স্তম্ভগৌচরম্
অথ কিং বহনোক্তেন দুর্কাসা বা মহামুনিঃ ।
সোহপি বিদ্ধঃ পতত্যাশু মদ্বাণৈর্মকতাং পতে ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

জানাম্যহং রতেনাথ সামর্থ্যং পুষ্পধবনিঃ ।
নূনং হি সর্বকাৰ্য্যাণি কৃত্তং সিদ্ধান্তি নাশ্রয়া ॥৫১
গচ্ছ পার্শ্বং মহেশস্ত সুরাণাং হিতকাম্যয়া ।
চিন্তং হরস্ত সংকোভ্য পার্শ্বত্যাঃ সঙ্গমং কুরু
এতদেব হি মে কাৰ্য্যমেষ এব মনোরথঃ ।
এতস্মাৎ কারণং ত্বং হি স্মৃতঃ পুষ্পধবুর্ধর ॥৫৪
এবং শক্রবচঃ শ্রুত্বা বলবান্ মকরধ্বজঃ ।
মধোঃ সখা রতীযুক্তঃ পঞ্চবাণো মনোভবঃ ॥৫৫
যজ্ঞান্তে ভগবান্ শত্ৰুর্ধ্যানদৃষ্ট্য সমাহিতঃ ।
নিকম্পঃ স্বাস্থ্যনাস্থ্যনং চিন্তয়ানো মহেশ্বরঃ ॥৫৬

রমণী আপনার আদেশ-পালনে অসম্মতা? আজ সেই কামিনীকে, ভবদীয় ধ্যান-পরায়ণা করিব। আমার নিকট বীর, মানী এবং পণ্ডিত কেহ নাই। আত্রক্ষ-স্তম্ভপর্যন্ত সমগ্র জগৎ আমার আয়ত্ত। হে দেবরাজ! অধিক কি বলিব, মহামুনি দুর্কাসাও আমার বাণবিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই পতিত হইতে পারেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে রতিনাথ! হে পুষ্প-ধবন! তোমার সামর্থ্য আমার অবিদিত নহে; তোমা হইতেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, অন্ত প্রকারে হয় না। তুমি দেবগণের হিতকামনায় শিবপার্শ্বে গমন কর। মহা-দেবের মনঃকোভ উৎপাদন করিয়া পার্শ্বতী-সহ তাঁহার সম্মেলন সম্পাদন কর। হে পুষ্পধবন! ইহাই আমার কার্য্য, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা, এই জন্তই তোমাকে আমি স্মরণ করিয়াছি। ৪৪—৫৪। বলবান্ মনোভব মকরধ্বজ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মধু-রতি-সমভিব্যাহারে পঞ্চশর গ্রহণপূর্বক তথায় গমন করিলেন—যথায়

প্রাপ্য শস্তোরাগতনমপশ্চাত্তমকরধ্বজঃ ।
শৈলাদিং দ্বারদেশে তু মেরুশৃঙ্গমিবোদিতম্ ।
সর্বাভরণসংযুক্তং সহস্রাদিত্যবর্চসম্ ।
শূলহস্তং ত্রিনেত্রঞ্চ চন্দ্রাবয়বভূষণম্ ॥ ৫৮
বজ্রশাণিং চতুর্ভূজং দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ।
তংদৃষ্ট্বা মদনো বিপ্রাশ্চিন্তাক্রান্তস্তদাভবৎ ॥৫৯
কথং প্রবিষ্টা বক্ষ্যামি শত্ৰুং ত্রিদশবন্দিতম্ ।
কথং কাৰ্য্যং করিষ্যামি সুরাণাং ক্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
চিন্তয়িত্বা তু বহুধা বঞ্চনার্থায় নন্দনঃ ।
বায়ুরূপং ততঃ কৃত্বা স্নুগন্ধং মৃদুশীতলম্ ।
প্রবিবেশ তদা কামো দক্ষিণাং দিশমাশ্রয়ন্ ॥
তেন যাম্যাং দিশি গতো বায়ুর্বাতি সূখাবহঃ ।
অতাপি কারণাৎ সোহয়ং স্নুগন্ধো মৃদুশীতলঃ ॥
অপশ্যৎ তত্র মদনঃ সূর্য্যকোটিমিবোদিতম্ ।
সহস্রনয়নং দেবং সহস্রতল্লমীশ্বরম্ ॥৬৩
নীলকণ্ঠং সূধাভাসং শুভ্রখণ্ডেন্দুধারিণম্ ।

ভগবান্ মহেশ্বর শত্ৰু একাগ্রচিত্ত হইয়া অচলভাবে ধ্যানযোগে আত্মায় স্বাচ্ছিত্তা করত অবস্থিত। মকরধ্বজ শিবাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দ্বারদেশে মেরুশৃঙ্গবৎ উন্নত চতুর্ভূজ দ্বিতীয় শঙ্করের স্তায় নন্দী দণ্ডায়মান;—অঙ্গে সর্কালঙ্কার, সহস্র সূর্য্যের স্তায় তেজ, হস্তে বজ্র ও শূল, ত্রিলোচন এবং শশিকলা শিরোভূষণ। হে বিপ্রগণ! তাঁহাকে দেখিয়া কামদেব চিন্তা-কুল হইলেন,—কি রূপে প্রবেশ করিয়া ত্রিদশ-পূজিত শিবকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব, কেমন করিয়াই বা দেবকীর্তি-বর্দ্ধক কার্য্য করিব? মদন অনেক চিন্তায় পর স্নুগন্ধ মৃদু শীতল বায়ুরূপ ধারণ-পূর্বক নন্দীকে বঞ্চিত করিয়া দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করত শিবাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সেইজন্তই অতাপি দক্ষিণদিকের বায়ু স্নুগন্ধ, মৃদু, শীতল এবং সূখাবহ হইয়া বহিতে থাকে। মদন তথায় দেখিলেন, কোটি সূর্য্যের স্তায় উদ্ভিত সহস্রচক্ষু, সহস্র-

জগৎপতিসংহারস্থিত্যুগ্রহকারিণীম্ ।
 শুক্লফটিকসঙ্কাশং বিধুমমিব পাবকম্ ।
 রুণ্ডমালাচিতং দেবং সূর্য্যামালাবিভূষিতম্ ॥৫৫
 অনৌপম্যমসাদৃশম্ প্রমেয়মনাকুলম্ ।
 জগচ্চক্ষুর্জগদ্বাহুং জগচ্ছীর্ষাং জগন্ময়ম্ ॥৫৬
 জগৎপাদং জগচ্ছোত্রং সূক্ষ্মসূক্ষ্মং পরাৎপরম্
 রুদ্রং সর্কং পশুপতমুগ্রং ভৌমং ভবং দ্বিজাঃ ॥
 মহাদেবং মহেশানমষ্টমূর্ত্তিঃ জগৎপতিম্
 ব্যক্তাব্যক্তং ত্রিলোকেশং পূজিতঞ্চ সুরাসুরৈঃ
 অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবং প্রকৃষ্টো মকরধ্বজঃ ।
 নিকৃষ্য চাপমাকৃষ্য স্থিতঃ পশুন্ ভবোদ্ভবম্ ॥৫৯
 এবং স্থিতস্ত কামস্ত সহস্রাণ্যুতানি ঘট ।
 গতানি তস্ত বর্ষাণি মুনীন্দ্রাশ্চিত্তজন্মনঃ ॥৬০
 ততঃ স ভগবান্ দেবো নেত্রে উন্মীল্য শঙ্কঃ
 অপশাদ্ গিরিজাং দেবীমগ্রে বিশেষ্বরঃ শিবঃ
 গিরীন্দ্রপুত্রীং তপসঃ প্রসক্তাং
 লজ্জাষিতাং পুষ্পশরাস্তকারী ।

দৃষ্ট্বা কিমভ্যেতি বিকল্পবুদ্ধ্যা
 কামোহয়মভ্যেতি বিচিন্ত্য শঙ্কঃ ॥৬২
 জাহ্না বিলোক্য প্রবিকৃষ্টচাপঃ
 নেত্রাগ্নিনাসৌ মদনোহপি দম্বকঃ ॥ ৬৩ ॥
 ইতি শ্রীমদনদাহো নাম ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

দম্বে রতিপতৌ শত্ৰুর্বাচালকন্তকাম্ ।
 কিমহং তব দেবেশি কৰোমি মনসি স্থিতম্ ॥১
 বরং ক্রহি মহাদেবি দাস্তাম্যদ্য সুরেশ্বরি ।
 মমি প্রসন্নো দেবেশি কিং দুর্লভমিহাস্তি তে ॥২

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

হতে তু কামে বদ নীলকণ্ঠ
 বরেণ কিং দেব কৰোমি তেহদ্য
 বিনৈব কামেন ন চাস্তি ভাবঃ
 শ্রীপুংসয়োর্ভাস্করকোটিকম্পঃ ॥ ৩

দেহ, জগচ্চক্ষু, জগদ্বাহু, জগচ্ছীর্ষ, জগৎপাদ,
 জগৎকর্ণ, জগন্ময়, জগতের উৎপাদক পালক
 সংহারক ও অনুগ্রাহক, শুক্লফটিক ও সুধার
 স্তায় বিভূষিতসম্পন্ন, শুভ্র, শশিকলাধারী,
 রুদ্রাঙ্ক ও সূর্য্যামাল্যে বিভূষিত, বিধুম অনল
 বৎ দেদীপ্যমান, সূক্ষ্মসূক্ষ্ম, পরাৎপর ব্যক্ত-
 ব্যক্ত, সুরাসুরপূজিত, উপমাবর্জিত,
 সাদৃশ্যহীন, অপ্রমেয়, অনাকুল, জগৎপতি,
 অষ্টমূর্ত্তি—তব সর্ক রুদ্র উগ্র ভৌম পশুপতি
 মহাদেব মহেশান ঈশ্বর দেবদেব নীলকণ্ঠ
 অবস্থিত । মকরধ্বজ, মহাদেবদর্শনে হৃষ্ট
 হইয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক শিবের ধ্যানাবসান
 প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন । হে মুনীন্দ্রগণ !
 কামদেবের এইরূপ ভাবে থাকিতে থাকিতে
 ঘটসহস্র অযুত বর্ষ অতীত হইল । অনন্তর
 ভগবান্ বিশেষ্বর শঙ্কর শিব, নয়নযুগল উন্মী-
 লনপূর্ব্বক অগ্রে পার্বতীকে দেখিতে পাই-
 লেন । তপঃপ্রসক্তা লজ্জাষিতা গিরিরাজ-
 পুত্রীকে দর্শন করিয়া স্মরহর “এখানে একি !

এইরূপ বিকল্পবুদ্ধি হইবামাত্র বুঝিলেন,—
 “এ যে কাম” ! শঙ্ক যখন বুঝিলেন,
 কামদেব শরাসন আকর্ষণ করিয়া অবস্থিত,
 তখনই তাঁহাকে নয়নানলে ভ্রমসাৎ করি-
 লেন । ৫৫—৭৩ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—কন্দর্পদাহানন্তর শত্ৰু
 পার্বতীকে কহিলেন,—হে দেবেশি ! তোমার
 কি অভিলাষ পূরণ করিব ? হুমি বর প্রার্থনা
 কর, আমি তাহা প্রদান করিব । হে সুরে-
 শ্বর ! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি,
 তোমার দুর্লভ কি আছে ? পার্বতী কহি-
 লেন,—হে নীলকণ্ঠ ! কন্দর্প ও আপনা-
 কর্তৃক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আর আপ-
 নার নিকট বর লইয়া কি করিব ? কাম

ভাবস্ত হানে: সুখপনিকষ:
কথং ভবেদ্রুহি সুরেশবন্দ্য।
উবাচ ভূয়ো মদনাস্তকারী
দেহে ন চাহং মদনং সুনৈরে।
নেত্রস্ত চৈব জলনাস্তকশ্চ
স্বরূপমেতদ্বদ কিং করোমি ॥ ৪
দেব্যাবাচ।

বালৈতি মত্বা ভব ভূতনাথ
ব্যামোহসে কিং তুমনিন্দ্যবধা।
স্বতন্ত্রবুত্তির্যদি বা তবৈষা
তদা দহের্ম্যপি চাগ্রসংস্থাম্ ॥ ৫

যদি বিশেষরো দেবো ব্রহ্মাদীনাং হং শিবঃ।
প্রতারণে প্রবৃত্তশ্চেৎ কো নিবারয়িতুং ক্ষমঃ ॥
নাহং প্রত্যাগ্যা ভগবৎস্বামহং শরণং গতা।
গতির্নাত্যস্তি মে দেব তস্মান্মাং ত্রাতুমহসি ॥
তমেব চক্ষুর্জগতস্বমেব বচসাং পাতঃ।
তমেব ধাতা জগতো বিধাতা বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৮

ব্যতিরেকে, একত্র কোটি ভাস্করের উদয়ের
শ্রায়, স্ত্রীপুরুষের ভাব একান্ত অসম্ভব; হে
সুরেশবন্দ্য। ভাবোদয় না হইলেই বা
কিরূপে সুখলাভ হইবে, বলুন। বন্দর্প-
নিধনকারী শিব পুনর্বার কহিলেন,—হে
সুনয়নে, আমি মদনকে ভস্ম করি নাই,
জলন-স্বভাব আমার চক্ষুরই ঐ ধর্ম্ম, আমি
কি করিব বল। দেবী কহিলেন,—হে ভূত-
নাথ! আমি বালিকা, হে তানন্দবধা!
আপনার এই প্রকার ব্যামোহ উপস্থিত
হইল কেন? যদি আপনার ইহা স্বতন্ত্রবুত্তি
হয়, তবে আমি আপনার সম্মুখে আছি,
আমাকেও দগ্ধ করিতে পারেন। ব্রহ্মাদিরও
সংহারকারী বিশেষর শিব যদি প্রতারণার্থ
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কে নিবারণ
করিতে পারে? ভগবন! আমাকে প্রতা-
রণা করা আপনার উচিত হয় না, আমি
আপনার শরণাগত, আমার আর উপায়ান্তর
নাই, আমাকে আপনার পরিজ্ঞান করিতে
হইবে। আপনিই জগতের চক্ষু ও বাহুপতি,

নমাম্যহং দেববরং পুরাণ
মুপেন্দ্রবেদোহমররাজজুষ্ঠম্।
শশাক্ষসূর্য্যগ্নিময়ং ত্রিনেত্রং
ধ্যানাধিগম্যং জগতঃ প্রকাশম্ ॥ ৯
ত্বাং বাহুযাধারমনন্তবীর্য্যং
জ্ঞানার্ণবকৈব শুণার্ণবঞ্চ।
পর্যাপরং ধামনিধিঃ সূক্ষ্ম-
মনাদিমধ্যান্তবিহীনরূপম্ ॥ ১০
হিরণ্যগর্ভং জগতঃ প্রসূতিং
নমামি দেবং হিরণ্যাকচিহ্নম্।
পিণাকপাশাক্ষুশূলহস্তং
কপর্দিনং মেঘসহস্রঘোষম্ ॥ ১১
তমালকর্পং ক্ষটিকাবদাতং
নমামি শস্ত্রং ভুবনৈকসিংহম্।
দশার্দ্ধবজ্রং সুরসিন্ধুশীর্ষং
শশাক্ষচিহ্নং নরসিংহদাক্ষণম্ ॥ ১২
ত্বাং নমামি শরভরূপধরোরগেন্দ্র-
রাজহারং চলদ্বলয়ভূষণং হরম্।

আপনিই জগতের ধাতা, বিশ্বতোমুখ
বিধাতা। উপেন্দ্র, বিধাতা ও অমররাজ
যাঁহার সেবা করিতেছেন, যিনি জগৎপ্রকাশক
চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপে বিরাজমান, ধানগম্য
দেববর পুরাণপুরুষ সেই ত্রিঘনত্রকে আমি
প্রণাম করি ১১—১২। আপনিবাহুয়ের আধার,
অনন্তবীর্য্য, জ্ঞান ও শুণের সাগর,
পর্যাপর, তেজোনিধি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আপ-
নার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, আপনি
হিরণ্যগর্ভ, জগৎপ্রসবিতা, শশাক্ষচিহ্ন, আপ-
নাকে প্রণাম করি। যাঁহার হস্তে পিনাক,
পাশ, অক্ষুশ ও শূল রহিয়াছে, সহস্র মেঘ-
গর্জনসদৃশ যাঁহার গভীর নিনাদ, ক্ষটিকের
শ্রায় নিখিল, জগতে অদ্বিতীয়, সিংহস্বরূপ,
তমালকর্প, জটাজুটধারী শস্ত্রকে আমি প্রণাম
করি। যাঁহার মস্তকে সুরসিন্ধু, কণীন্দ্র
যাঁহার হার, বিবুধগণ যাঁহার অজিহ্ম-সেবা-
পরায়ণ, যাঁহার ভূষণবলয় কম্পিত হইতেছে,
নরসিংহ-রূপধারী বিষ্ণু দমনের জন্ত যিনি

বরবিবুধমুকুটার্চিভাজিঃ
নমামি হি হরিচর্নবসনঃ ত্বাম্ ॥ ১৩
যদক্ষরং নির্গুণমপ্রমেয়ঃ
যজ্জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ ।
দূরঙ্গমং দেবমনস্তমূর্ত্তিঃ
নমামি সূক্ষ্মং পরমং পবিত্রম্ ॥ ১৪
নমামি রুদ্রং প্রমথান্নাথং
ধর্ম্মাসনস্থং প্রকৃতিদ্বয়স্থম্ ।
তেজোনিধিঃ বালশশাঙ্কমৌলিঃ
কালেক্ষনং বহ্নিরবীন্দ্রনেত্রম্ ॥ ১৫
সূত উবাচ ।

প্রসন্নোহথাব্রবীদেবীঃ কালীঃ ত্রিপুরহা হরঃ ।
বরয়স্ব বরং দেবি দদামি ত্বব সূত্রতে ॥ ১৬
দেবুবাচ ।

জীবত্বয়ং মহাদেব কামো লোকপ্রতাপনঃ ।
বিনা কামেন ভগবান্ নাহং যাচে কথঞ্চন ॥ ১৭
ঈশ্বর উবাচ ।

ভবত্বনক্সো মদনস্তৎপ্রিয়ার্থং সুলোচনে ।

দাক্ষণ শরভ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্রান্তি-
বাস পঞ্চ-বদন সেই হরের পাদপদ্মে আমি
প্রণাম করি । সাধুগণ ঘাঁহাকে নির্গুণ, অপ্র-
মেয়, অনন্তর একজ্যোতি বলিয়া থাকেন,
অবানন্দনসগোচর অনন্তমূর্ত্তি সূক্ষ্ম পরম
পবিত্র সেই দেবকে প্রণাম করি । বহ্নি,
চন্দ্র ও সূর্য্য ঘাঁহার নেত্র ও বাল-
শশিলেখা ঘাঁহার মৌলিতে শোভমান,
যিনি কালকে ইক্ষন করিয়া ব্রহ্মা-
ছেন, সেই তেজোনিধি, প্রকৃতিদ্বয়ে অবস্থিত,
ধর্ম্মাসনাসীন এবং প্রমথনাথ রুদ্রের পাদপদ্মে
প্রণাম করি । সূত বলিলেন,—অনন্তর
ত্রিপুরহস্তা হর প্রসন্ন হইয়া দেবী কালীকে
বলিলেন,—হে সূত্রতে দেবি! তুমি বর
প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি । দেবী
বলিলেন,—হে ভগবন্ মহাদেব! লোক-
প্রতাপকারী কাম জীবিত হউক, কাম ব্যতীত
আমি আর কিছুই চাহি না । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে সুলোচনে! তোমার ক্রীড়িত

ভেন রূপেণ লোকস্ত কোভণায় ভবত্বনম্ ॥ ১৮
ততোথিতো বায়ুরিবা প্রমেয়-
স্তনঙ্গরূপো মকরধ্বজশ্চ ।
হরস্ত বাক্যাত্ময়েরিতশ্চ
সচাপবাণঃ সরতির্বভূব ॥ ১৯
ইতি প্রীত্যা মহেশানো বরং দত্ত্বা হরঃ স্বয়ম্ ।
স্বরস্ত পঞ্চবাণস্ত তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ২০
যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং ভক্ত্যা দেবস্ত সন্নিধৌ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২১
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকনংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম
চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

শঙ্করাচ্চ বরং লব্ধ্বা দেবী ত্রৈলোক্যপূজিতা ।
উমা ভগবতী কালী সম্প্রাপ্তা পিতৃমন্দরম্ ॥
অপশ্যদ্বা ররাজস্তাং চন্দ্রকান্তিনিভাননাম্ ।

নিমন্ত কাম অনঙ্গ হইয়া থাকুক এবং সেই-
রূপে জগৎকে মুক্ত করিতে সমর্থ হউক ।
অনন্তর বায়ুর আয় অপ্রমেয় অনঙ্গাকার
মকরধ্বজ উখিত হইলেন; উমার প্রার্থনা
মত শিববাক্যে চাপবাণধারী ও রত্নসহচর
হইলেন । মহেশ্বর প্রীতিপূর্ব্বক পঞ্চবাণ
স্বরকে বর প্রদান করিয়া অস্তহিত হইলেন ।
যিনি দেবসন্নিধানে ভক্তিপূর্ব্বক এই অধ্যায়
পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত
হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিবেন । ১০—২১ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—ত্রিজগৎপূজনীয়া ভগ-
বতী উমা, শঙ্করের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া
পিতৃ-মন্দিরে গমন করিলেন । চন্দ্রাননা,

দীপয়ন্তীঃ জগৎ সৰ্বং বিদ্যাংপুঞ্জসমপ্রভাম্ ॥২
অঙ্কে কালীঃ সমাধায় শিরস্ত্রাঘ্রায় চ দ্বিজাঃ ।
উবাচ পরমা শ্রীত্যা বিশেষীঃ পৰ্বতেশ্বরঃ ॥ ৩
হিমালয় উবাচ ।

তপসা তোষিতঃ শম্ভুরমেয়াস্মা সনাতনঃ ।
কৌদৃশশ্চ বরো লক্ষ্মণা দেবান্নহেশ্বরঃ ॥ ৫
দেবুবাচ ।

তপসারাদ্য বিশেষঃ গোপতিঃ শূলপাণিনম্ ।
তমেবেশং পতিং লক্ষ্মা কৃতার্থীশ্চোতি মে বরঃ ॥
ভেদোহস্তি তত্ত্বতো রাজন্ ন মে দেবান্নহে-
শ্বরঃ ॥

শিঙ্কমেবাবয়োরৈক্যং বেদান্তার্থবিচারণাং ॥
যদেতদৈশ্বরং তেজস্তন্মাং বিদ্ধি নগেশ্বর ।
সৰ্বভূতাত্মকং শাস্তং বিশ্বং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭
অহং সৰ্বাস্তরা শক্তির্মায়া মায়ী মহেশ্বরঃ ।
অহমেকা পরা শক্তিরেক এব মহেশ্বরঃ ।
নাবয়োর্বিভূতে রাজন্ ভেদো বৈ পরমার্থতঃ ॥

বিদ্যাংপুঞ্জ-সমপ্রভা, শরীরকাস্তিতে সকল
জগতের উদ্দীপনকারিণী ঐ বিশেষরী কালীকে
গিরিরাজ উৎসঙ্গে আরোপণপূর্বক মস্তক
আঘ্রাণ করিয়া অতি প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—অমেয়াস্মা শম্ভুকে তপস্তা দ্বারা
সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ ত? তুমি দেব
মহেশ্বরের নিকট কি প্রকার বর লাভ
করিলে? দেবী কহিলেন,—আমি বিশেষর
শূলপাণিকে তপস্তা দ্বারা আরাধনা করিয়া
সেই ঈশ্বরকেই পতিরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ
হই, এই আমার প্রার্থিত বর । হে রাজন্!
আমাতে এবং দেব মহেশ্বরে তত্ত্বতঃ ভেদ
নাই, বেদান্তের অর্থবিচারণে আমাদের
ঐক্য সিদ্ধই হয়, হে নগেশ্বর! ঈশ্বরায় তেজ
আমাকেই জানিবে—সৰ্বভূতাত্মক বিশ্ব
শাস্তভাবে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।
আমিই সৰ্বাস্তর্যামিনী মায়া শক্তি, মহেশ্বর
মায়াবান; আমিই একা পরা শক্তি, মহেশ্বরও
এক । রাজন্! আমাদের উভয়ের পর-
মার্থতঃ ভেদ নাই । হে গিরিবরশ্রেষ্ঠ!

একাহং বিশ্বগান্ধা বিশ্বরূপা সনাতনী ।
পিনাকপাণেদয়িতা নিত্যা গিরিবরোত্তম ॥ ১
জাতুং ন শক্তা ব্রহ্মাদ্যা মৎস্বরূপং হি তত্ত্বতঃ ।
ইচ্ছাশক্তিরহং রাজন্ জ্ঞানশক্তিরহং পুনঃ ।
ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশক্তিঃ শক্তিমান্ ভগনেত্রহা,
কূটস্থমলং সূক্ষ্মং সত্যং নির্গুণমব্যয়ম্ ।
আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম তাত জানৌহি মৎপদম্ ॥১২
তৎ পদং তে প্রপশ্যন্তি যেষাং ভক্তির্ময়ি স্থিরা
নান্তথা কৰ্ম্মকাণ্ডৈশ্চ তপোভিচ্চাপি দুর্করৈঃ ॥
শিবস্ত পরমা শক্তির্নিত্যানন্দময়ী হৃদম্ ।
ব্রহ্মণো বচনাদ্রাজন্মভবং দক্ষকণ্ঠকা ॥ ১৪
শূলিনো দেবদেবস্তা নিন্দকং পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষং জাতাস্মি তব কণ্ঠকা ॥
স্বেচ্ছ্যৈবাবতারো মে নৈব চান্তবশাৎ পিতঃ ।
তস্মান্মাং পরমাং শক্তির্মিতি জাতা স্মৃথী ভব ॥
নাশয়ামি তবাজ্ঞানং ভববন্ধনকারণম্ ।
দিব্যং দদামি তে জ্ঞানং দুঃখত্রয়বিনাশকম্ ॥১৭

আমি একাই বিশ্বব্যাপিনী অনন্তা বিশ্বরূপা
সনাতনী নিত্যা পিনাকপাণির দয়িতা;
ব্রহ্মাদিও আমার যথার্থ স্বরূপ অবগত নহেন ।
আমি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং
প্রাণশক্তি, ভগনেত্রহস্তা শক্তিমান্ । হে তাত!
কূটস্থ, অচল, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, অব্যয়, সত্য,
অক্ষর, আনন্দ, ব্রহ্ম আমার পদ জানিবেন ।
১—১ । আমার উপরে যাহাদের অচলা
ভক্তি আছে, তাহারা সেই পদ জানিতে
পারে; অপর নানাবিধ কৰ্ম্মকাণ্ড বা দুর্কর
তপশ্চরণে জানিতে পারা যায় না । আমি
নিত্যানন্দময়ী শিবের পরমাশক্তি, হে রাজন্!
ব্রহ্মার আদেশে আমি দক্ষকণ্ঠ হইয়াছিলাম ।
পিতা দক্ষ দেবদেব পরমেষ্ঠী শূলীর নিন্দা
করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া
একণ্ঠে তোমার কণ্ঠ হইয়াছি । হে পিতঃ!
এবারে আমি স্বেচ্ছাময় অবতীর্ণ হইয়াছি,
অপর কোন কারণে নহে; অতএব আপনি
আমাকে পরমা শক্তি অবগত হইয়া স্মৃথী
হউন । আপনার ভববন্ধনহেতু অজ্ঞান

এবং দেব্যাঃ প্রসাদেন হিমবান্ পৰ্বতেশ্বরঃ ।
লক্ । মাহেশ্বরঃ জ্ঞানং জীবমুক্তস্তদাভবৎ ॥ ১৮
অপশ্চদধিলং বিশ্বমুমামহেশ্বরায়কম ।
নিত্যানন্দং নিষ্কিভাগমাত্মানঞ্চ তদাত্মকম্ ॥ ১৯
মানমেয়াদিরহিতং ভেদাভেদবিবৰ্জিতম্ ।
বাহ্যভ্যন্তরনিৰ্ম্মুক্তং শুদ্ধং নিৰ্গুণমব্যয়ম্ ॥ ২০
ন সমীপং ন দূরস্থং ন স্থূলং নাপি বা কৃশম্ ।
ন দীৰ্ঘং নাপি বা হ্রস্বং ন পীতং নাপি

লোহিতম্ ॥ ২১

ন নীলং ন চ কৃষ্ণঞ্চ ন শুক্লং নাপি বৰ্করম্ ।
পাণিপাদবিনিৰ্ম্মুক্তং ন শ্রোত্রং ন চ চাক্ষুষম্ ॥ ২২
অনাসিকমজিহ্বঞ্চ মনোবুদ্ধিবিবৰ্জিতম্ ।
বন্ধমোক্ষবিনিৰ্ম্মুক্তং বোধাবোধবিবৰ্জিতম্ ॥ ২৩
নাধারস্থং ন নাভিস্থং ন হৃদিস্থং ন কণ্ঠগম্ ।
নাপি নাসাগ্রগং বিপ্রা ন ক্রমধ্যগতং হি তৎ ॥
ন নাড়ীত্ৰয়মধ্যস্থং দ্বাদশান্তর্গতং ন চ ।
নোৰ্ণাতস্তনিভং তৎ তু বিদ্যাৎপুঞ্জনিভং ন চ ॥ ২৪
সর্বোপাধিবিনিৰ্ম্মুক্তং চৈতন্যং সৰ্বগং শিবম্ ।

আমি নাশ করিব এবং দুঃখত্রিতয়-বিনাশ-
কারী দিব্যজ্ঞান প্রদান করিব। এইরূপ
দেবীর অনুগ্রহে পৰ্বতেশ্বর হিমালয়, মাহে-
শ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া তৎকালে জীবমুক্ত
হইলেন এবং নিখিল জগৎ উমা-মহেশ্বরময়,
নিত্যানন্দ ও নিষ্কিভাগ অবলোকন
করিতে লাগিলেন। আত্মাকেও মান-
মেয়াদি-রহিত, ভেদাভেদ-বিবৰ্জিত, বাহ্য
ও অভ্যন্তর-নিৰ্ম্মুক্ত, শুদ্ধ, নিৰ্গুণ, অব্যয়,
অ রহিত, অদূরস্থ, অস্থূল, অকৃশ, অদীৰ্ঘ
ও হ্রস্ব নয়, পীত ও লোহিত নয়, নীল কৃষ্ণ
শুক্ল বা বৰ্কর নয়, হস্তপদ-রহিত, শ্রোত্র
বা চাক্ষুষ নয়, নাসিকা-জিহ্বা-রহিত, মনো-
বুদ্ধি-বিবৰ্জিত, বন্ধন-মুক্তিরহিত, আধারস্থ
নয়, নাভিস্থ নয়, হৃদিস্থ বা কণ্ঠস্থ নয়, নাসাগ্র-
গামী নয় অথচ ক্রমধ্যগত নয়, নাড়ীত্ৰয়মধ্যস্থ
নয়, দ্বাদশান্তর্গত নয়, উৰ্ণাতস্তদৃশ বা বিদ্যাৎ-
পুঞ্জসন্নিভও নয়, সকল প্রকার উপাধি-বিব-
ৰ্জিত, সৰ্বগ চৈতন্য শিবময় দেখিতে লাগি-

তদেবেদমিদং বিশ্বং তস্মাদনন্তর বিদ্যাতে ॥ ২৬
আস্থায় পরমাং ভক্তিং শিবয়োঃ পাদপঙ্কজে ।
পিত্রোহিরণ্যগর্ভস্ত শার্ঙ্গিণশ্চাপি সূত্রত ॥ ২৭
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে মাহেশ্বরজ্ঞানকথনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

আহ্বানয়ৎ ততো বিশ্বকর্মাণং পৰ্বতেশ্বরঃ ।
বিবাহমগুপং কর্তুং নানাস্তর্যাবিভূষিতম্ ॥ ১
তেনাহুতস্ততঃ শীঘ্রং বিশ্বকর্মা মহামতিঃ ।
প্রযযৌ হিমবৎপাশং কুশলো বিশ্বকর্মানি ॥ ২
দৃষ্ট্বাথ বিশ্বকর্মাণং হৃষ্টঃ পৰ্বতরাট স্বয়ম্ ।

লেন ; এই বিশ্বও সেই শিবময়, তদ্ব্যতীত
আর কিছুই নাই। অনন্তর সূত্রত হিমালয়
পিতা-মাতা শিব-শিবা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর চরণ-
পঙ্কজে ভক্তিস্থাপন করিলেন * ॥ ১৩—২৭ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর পৰ্বতেশ্বর
নানাবিধ বিস্ময়কর উপকরণ-বিভূষিত বিবাহ-
মগুপ নির্মাণ করিবার জন্ত বিশ্বকর্মা
আহ্বান করাইলেন। তাঁহার আহ্বান শুনিয়া
মহামতি, জগতের সকল কর্মে কুশল, বিশ্বকর্মা
হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর
পৰ্বতরাজ, বিশ্বকর্মা কে দেখিয়া আনন্দিত
হইয়া স্বয়ং স্বাগত আসন পাদ্যাদি দ্বারা
সাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। যথাবিধি

* মূলে এই শ্লোকটি সূত্রত ও পরিণত
নহে। এই শ্লোক পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথম
নিবেশিত হইলে সুসঙ্গত হয়।

স্বাগতাসমপাচ্ছাটোঃ সাদরস্তমপূজয়ৎ ॥ ৩
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তু বিশ্বকর্মাণমব্রবীৎ ॥ ৪
পরিতরাডুবাচ ।

বিশ্বকর্মান্ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
যৎকারণাদিহাহুতো ময়া ত্বং তদব্রবীম্যহম্ ॥ ৫
বিশ্বেশ্বরো মহাদেবো ভগবান্ নীললোহিতঃ ।
আগমিষ্যতি বিশেষীঃ পরিণেতুঃ শিবঃ স্বয়ম্ ॥
মণ্ডপস্তত্র কর্তব্যো যজ্ঞার্থং হি হিরণ্ময়ঃ ।
যোজনাযুতবিস্তীর্ণমনেকাশ্চর্য্যাসংযুতম্ ॥ ৬
দৃষ্টমাত্রেণ সর্বশাস্ত্র জ্ঞীতিভাবতি বৈ যথা ।
তথা ত্বং মণ্ডপং শীঘ্রং কুরু বিশেষ্যরাশ্রয়ম্ ॥ ৭
এবমুক্তস্তদা তেন গিরিণা বিশ্বকর্মান্বয়ং
বৈবাহং মণ্ডপং শীঘ্রমসৃজদ্রবগ্রহম্ ॥ ৮
স্তম্ভৈর্হেমমধৈশ্চিৎতৈর্মণিভিঃ সূর্য্যাসন্নৈঃ ।
ইন্দ্রনীলমধৈদিব্যৈবৈদূর্য্যৈর্বিজ্রমৈরপি ॥ ৯
মৌক্তিকৈর্বজ্রনীলৈশ্চ চন্দ্রকাস্তমধৈরপি ।
স্ফটিকৈর্বিজ্রমৈশ্চাপি মুক্তাদামবিলম্বিতৈঃ ॥ ১০
চামরলিঙ্কিতৈরুচ্চৈর্দর্পণৈর্বিবোধৈরপি ।

বিশ্বকর্মান্ অর্চনা করিয়া, তাঁহাকে বলিতে
লাগিলেন,—হে সর্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ
বিশ্বকর্মান্! যৎকারণে আপনাকে এই স্থানে
আহ্বান করিয়াছি, তাহা বালভোছি । বিশ্বে-
শ্বর নীললোহিত ভগবান্ মহাদেব শিব
বিশেষী (আমার কণ্ঠ্যকে) পরিণয় কর-
বার জন্ত আগমন করবেন । তথায়
(ববাহস্থলে) অযুতযোজন বিস্তীর্ণ নানা
আশ্চর্য্যাবিত, হিরণ্ময় একটি মণ্ডপ যজ্ঞার্থ
(বিবাহার্থ) প্রস্তুত করিতে হইবে । দেখিবা
মাত্র যাহাতে সকলের প্রীতি হয়, সেইরূপ
মহেশ্বরপ্রিয় একটি মণ্ডপ আপন নির্মাণ
করিয়া দিউন । গিরিবর এইরূপ বলিলে
বিশ্বকর্মা বহুব্রত দ্বারা বিবাহমণ্ডপ শীঘ্র
নির্মাণ করিয়া দিলেন । তাহার স্তম্ভগুলি
সুবর্ণ, বিচিত্র সূর্য্যাসদৃশ মণি, ইন্দ্রনীলমণি,
দিব্য বৈদূর্য্যমণি, বিজ্রম, মুক্তা, বজ্রনীল,
চন্দ্রকাস্তমণি এবং স্ফটিকমণি দ্বারা নির্মাণ
করিলেন; মুক্তাদাম-ঝুলান, চামরশোভিত

সূর্য্যবিম্বপ্রতীকশৈশ্চন্দ্রবিম্বসমপ্রভৈঃ ॥ ১২
শ্রবজমালাকুলং দিব্যং পতাকানেকশোভিতম্
রত্নজৈঃ সিংহশাব্দীর্দলৈর্গজবর্ণৈর্নিরস্তরম্ ॥ ১৩
রচিতং মণ্ডপং দিব্যং প্রিয়ং ত্রিপুরবিধিষঃ ।
কুদ্রাণাকং তথা কুপৈর্গন্ধক্বাপরসাং তথা ॥ ১৪
দেবৈশ্চৈব মনোহাঠৈর্ঘোষজৈশ্চ তথা পটৈঃ ।
মালাভিঃ স্তবকৈর্বিপ্রা রত্নজৈঃ কুসুমৈর্ভূষণম্ ॥
কচিচ্চামৌকরেণাথ হৃদ্যাং ভূমিঃ বিনির্ম্মমে ।
কচিৎ পদ্মদলাকারামিষ্টায়ুধসমপ্রভাম্ ॥ ১৬
কচিন্নীলোৎপলাভাসাং নীলজীমূতসমপ্রভাম্ ।
মনসৈব যথা ব্রহ্মা বিশ্বমেতাদ্ধি নির্ম্মমে ॥ ১৭
কচিৎকুকুমক্লশাং দীপ্তাং বিজ্রমসম্ভিতাম্ ॥ ১৮
অনেকাকারবিত্তাটৈসস্ততো ধাতুৈঃ বিনির্ম্মমে ॥
কচিৎ কলশবিত্তাটৈঃ কচিৎ স্তম্ভকভূষিতৈঃ ।
হরিচন্দনগন্ধাদৈঃ কর্পূরোদগারগন্ধিভিঃ ॥ ২০
জাতীপাটলপদ্মানাং চম্পকানাং সুগন্ধিভিঃ ।
আসনৈর্বিবোধৈঃ পৃথৈশ্চন্দ্রজীমূতসম্ভিতৈঃ ॥

কতক সূর্য্যবিম্বসম্ভিত, কতক চন্দ্রবিম্বতুলা,
উচ্চ দর্পণমালা মধ্যে মধ্যে সাজাইয়া
দিলেন । ঐ মণ্ডপে শ্রবজমালাসম্বিত দিব্য-
অনেক পতাকা বিশোভিত হইল । রত্ন দ্বারা
সিংহ শাব্দী ও গজাদির আকৃতি নির্ম্মিত
হইল । ত্রিপুরদেবীর প্রিয় ঐ মণ্ডপে কুদ্রগণ,
অপ্সরোগণ, গন্ধক্লগণ, মনোহর দেবগণ
ও নানাপ্রকার মনুষ্যাগণের চিত্রও প্রদত্ত
হইল । ১—১৫ । মণ্ডপের কোন কোন ভূমি-
ভাগ চামৌকর-নির্ম্মিত; কোন স্থল ইন্দ্রায়ুধ-
তুল্যকাস্ত, পদ্মদলবর্ণ; কোন স্থল নীলোৎ-
পল কাস্ত নীলজীমূতসম্ভিত; কোন স্থল
বকুলকুসুমসদৃশবর্ণ; কোন স্থল বিজ্রমসম্ভিত;
অনেক বর্ণে ঐ গৃহের ভূমিভাগ চিত্রিত
হইল । দেখিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন
বিধাতা, মানসকল্পনায় ঐ গৃহ নির্মাণ করিয়া-
ছেন ! যথাস্থানে কলস, স্তম্ভকভূষা, হরি-
চন্দন, গন্ধভূষা প্রভৃতি কর্পূর সমেত বিস্তৃত
হইল । জাতি, পাটল, পদ্ম, চম্পক প্রভৃতি
পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইতে

উদয়ার্কসমাকারৈর্নেকশৃঙ্গোপমৈর্ভৃশম্ ।
তমালচম্পকশৈলৈশ্চ ইন্দ্রনীলময়ৈস্তথা ॥ ২২
সিন্ধুরচয়সঙ্কটৈর্জপাকুসুমসন্নিভৈঃ ।
সঙ্ক্যারাগনিভৈশ্চাত্তৈর্দাড়িমৌকুসুমপ্রভৈঃ ॥ ২৩
হেমকুস্তনিভৈশ্চাত্তৈর্মুক্তাকলনিভৈরপি ।
তারকাপুঞ্জসঙ্কটৈঃ পদ্মনীলেন্দ্রনীলজৈঃ ॥ ২৪
তত্রৈব মণ্ডপে দিব্যে তোয়স্থানান্তকল্পয়ৎ ।
দধিকান্তোয়পূর্ণাশ্চ ক্ষীরপূর্ণাস্তথৈব চ ॥ ২৫
দধিহ্রদানেকাংশ্চ সুধাসম্পূরিতানি বৈ ।
স্বতাপূর্ণা মহানদ্যো রত্নসোপানমণ্ডিতাঃ ॥ ২৬
বৃক্ষাংশ্চ কামিকানাদিব্যানদীর্ঘিকাণাং তথোভয়োঃ
অসৃজৎ ক্রৌড়মার্থায় সদা পুষ্পফলাধিতান ॥ ২৭
ভৈক্ষুর্নানাবিধৈর্দৈব্যৈঃ ফলিতান্ মুনিপুঞ্জবান্ ।
কদলীখণ্ডমধ্যে তু তমালগহনেষপি ।
ক্রৌড়াবাপ্যঃ সুশোভাত্যাস্তথৈবশোকসঙ্কলাঃ ॥
দীর্ঘিকাণাং তটে রম্যে তরুণাঃ স্নিগ্ধশাখিযু ।
দোলাশ্চাবক্ষ্যামাসুর্মুক্তাদামভিকুঞ্জলৈঃ ॥ ২৯
রমণীয়ানি দিব্যানি মনুষ্টিকরাণি চ ।

লাগিল এবং কতক চম্পাকার, মেঘাকার, উদ্য-
দাদিত্যসঙ্কারণ, মেরুশৃঙ্গতুল্য, তমাল-চম্পক-
সন্নিভ, ইন্দ্রনীলময়, সিন্ধুরনিচয়সদৃশ, জবা-
কুসুমতুল্য, কতক সঙ্ক্যারাগসদৃশ, দাড়িমৌ-
কুসুমতুল্য, স্বর্ণকুস্তসদৃশ, অপরগুলি মুক্তা-
কল-সমান, নক্ষত্রপুঞ্জতুল্য, পদ্মনীল, ইন্দ্র-
নীলবর্ণ নানাবিধ পবিত্র আসন সজ্জিত
হইল। সেই মণ্ডপের স্থানে স্থানে জল-
পূর্ণ দীর্ঘিকা, ক্ষীরপূর্ণ দীর্ঘিকা, দধিহ্রদ, সুধা-
হ্রদ, স্বতহ্রদ ও রত্নসোপানমণ্ডিত মহানদী
এবং দীর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দিব্য
ভক্ষ্যসম্বিত কামিকবৃক্ষ পুষ্প ও ফলের
সহিত ক্রৌড়ার নিমিত্ত নির্মিত হইল। হে
মুনিপুঞ্জবগণ! কদলীগহনমধ্যে তমালবনে
ক্রৌড়াবাপী নির্মিত হইল; অতিশয়
শোভা-সম্বিত অশোক বৃক্ষও কল্পিত
হইল। দীর্ঘিকার রমণীয় তটস্থিত মনোহর
মহীকূহে উজ্জল মুক্তাদাম দ্বারা দোলা
নির্মিত হইল; স্থানে স্থানে দিব্য

উদ্যানবনখণ্ডানি স্থানে স্থানেষবল্পয়ৎ ॥ ৩০
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ হেমপীঠান্ত মধ্যগাম্
সিংহৈশ্চ বিধৃতাং শ্রেতৈঃ সহস্রদলমণ্ডিতাম্ ॥ ৩১
পারিজাতক্রমাণাঞ্চ মঞ্জরীভিরলঙ্কিতাম্ ।
ইন্দ্রনীলময়ীং বেদিং চাক্রসোপানভূষিতাম্ ॥ ৩২
শতযোজনবিস্তীর্ণাং স্তূপৈশ্চ কলশাধিতাম্ ।
নানানেকাপ্সরোভিশ্চ রত্নজাং দিব্যরূপিণীম্ ॥
পীনোকুজঘনাস্তাশ্চ পীনোন্নতপয়োধরাঃ ।
চামরাগ্রকরাশ্চাশ্চ হারাবলিবিভূষিতাঃ ॥ ৩৬
বীণাবেণুকরাশ্চাত্মাঃ কাঞ্চৌগুণবিরাজিতাঃ ।
চক্ৰাঘ্রতনেত্রাশ্চ তিলকালকমণ্ডিতাঃ ॥ ৩৭
মধ্যক্ষমাশ্চ বিদ্বোষ্ঠীঃ কমলোৎপলমালিকাঃ ।
অনেকাকারবিত্তাসৈর্নির্ম্মমে তাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
এবং হি দিব্যৈঃ সুরসুন্দরীভি-
র্নানাপ্রয়োগৈর্বিবিধৈশ্চ চিত্রৈঃ ।
মনোভিরামৈর্নয়নাভিরামৈ-
র্যুক্তাস্তবেদিং হরিতশ্চকার ॥ ৩৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে সাদ্র্যবিবাহমণ্ডপবর্ণনং
নাম ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

মনুষ্টিকর রমণীয় উদ্যান কল্পিত হইল।
ত্রিভুবনের তিলককল্প সেই মণ্ডপে হেমময়
পীঠের মধ্যে শ্রেতবর্ণ-সিংহাকৃতি-সম্বিত;
সহস্রদলমণ্ডিত পারিজাত বৃক্ষের মঞ্জরী দ্বারা
অলঙ্কৃত, চাক্র সোপানমণ্ডলী দ্বারা সুশো-
ভিত স্তূপ ও কলসসমেত নানা অপ্সরোগণ-
বেষ্টিত, শতযোজনবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে
নানাবিধ রত্নখচিত ইন্দ্রনীলময়ী বেদিকা
নির্ম্মাণ করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ অনেক
নূতন নূতন আকারে পীনোকু, বিশালজঘনা,
পীনোন্নতপয়োধরা, চামরধারিণী, হারযষ্টি-
শোভিতা, করে বীণা ও বেণুধারিণী, কাঞ্চী-
দামশোভিতা, চপলদীর্ঘনয়না, তিলক ও
অলক দ্বারা মণ্ডিতা, কমলমালাধারিণী, ক্ষীণ-
মধ্যা ও বিদ্বোষ্ঠী রমণী গঠিত হইল।
বিশ্বকর্মা সত্ত্বর এই প্রকার মনোহর, নয়ন-
সুখকর দিব্য সুরসুন্দরী, বিবিধ চিত্র ও

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

মণ্ডপং নির্মিতং শ্রুত্বা শঙ্করো বিশ্বকর্মাণা ।
শৈলাদিমব্রবীদ্ দেবো বিশেষো বিশ্বপুজিতঃ
শ্রীভগবানুবাচ ।

হিতার্থং সর্বদেবানামস্বাকঞ্চ বিশেষতঃ ।
বিবাহযজ্ঞ আয়কো নগরাজেন ধীমতা ॥ ২
দানার্থমজিকস্তায়াঃ প্রস্থিতো হিমবান্ স্বয়ম্ ।
অহং তত্র গমিষ্যামি সুরৈর্ভ্রাতৃকাদিভিঃ সহ ॥ ৩
অমিহাবাহয় সুরান্ কালাগ্ন্যাদীন্ দ্বিজাংস্তথা ।
দ্বীপাংশ্চ সাগরাংশ্চৈব পর্বতাংশ্চ নদীংস্তথা ॥ ৪
মণ্ডপং সুন্দরং যত্র নির্মিতং বিশ্বকর্মাণা ।
তত্র তিষ্ঠতুয়া দেবী মম ধ্যানপরায়ণা ।
বিজ্ঞানতেব ভাসন্তী চন্দ্রকোটিনিভাননা ॥ ৫
এবমুক্তো মহেশেন নন্দী সূর্য্যাস্তপ্রভঃ ।

নানাবিধ উপকরণ দ্বারা বেদিমধ্যে সজ্জত
করিলেন । ১৬—৩৬ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শ্রুত বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার মণ্ডপ-
নির্মাণের বিষয় শুনিয়া বিশ্বপূজ্য বিশেষর
শঙ্কর শিলাদ-ভনয় নন্দীকে কহিলেন,—
“ধীমান্ নগরাজ, সকল দেবগণের ও
বিশেষতঃ আমাদের হিতার্থে বিবাহযজ্ঞ
আরম্ভ করিয়াছেন । হিমালয় স্বয়ং কস্তা-
দানার্থ তথায় উপস্থিত হইতেছেন, আশিও
ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত তথায় যাইব ।
তুমি দেবগণ, কালাগ্নি প্রভৃতি দেবতা, দ্বিজ
গণ, দ্বীপগণ, সাগর-সমূহ, পর্বত ও নদী-
গণকে আহ্বান করিয়া এইস্থলে লইয়া
আইস । যে স্থলে বিশ্বকর্ম্মা সুন্দর মণ্ডপ
নির্মাণ করিয়াছে, তথায় মন্থানপরায়ণা,
বিজ্ঞানলতার দ্বায় শোভমানা, কোটিচন্দ্র-
তুল্য-বদনা উমা দেবী সন্নিহিত আছেন ।”

নত্বা বিশেষরং দেবং ধ্যানাকুস্তদাতবৎ ॥ ৬
ধ্যাতঃ কণাৎ সমায়াতঃ কালাগ্নিবিষদাহকঃ ।
কুট্টৈঃ পরিবৃত্তো দেবঃ কোটিকোটীগণেশ্বরৈঃ
ততোহব্রবীৎ স কালাগ্নিঃ সর্বজ্ঞঃ নন্দিকেশ্বরম্
কিমর্থমহমাহুতো দেবদেবেন শত্ৰুনা ।
উপস্থিতো বা প্রলয়ঃ সংহরিষ্যামি তৎকণাৎ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন শৈলাদিস্তমধাব্রবীৎ ।
প্রলয়ার্থং ন চাহুতস্তং বিশেষেন শত্ৰুনা ॥ ৯
গ্রহীষ্যতি গিরেঃ পুত্রীঃ পত্নীত্বেন মহেশ্বরঃ ।
তদর্থং অমিহাহুতো ব্রহ্মাচ্চাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ১০
নন্দিনো বচনং শ্রুত্বা কালাগ্নিরিদমব্রবীৎ ।
দ্রষ্টুকামা বয়ং সর্বৈ ব্রহ্মাচ্চাঃ শূলপাণিনম্ ॥ ১১
শীঘ্রং দর্শয় শৈলাদে নির্বৃত্তাঃ স্মো যথা বয়ম্ ।
বিজ্ঞাপয় মহাদেবঃ ব্রহ্মাচ্চাগতা ইতি ॥
সর্বৈ স্বক্যাননিরতাঃ সর্বৈ স্বদর্শনোৎসুকাঃ

মহেশ এই কথা বলিলে অযুতসূর্য্যের সমান
কাস্তিধারী নন্দী বিশেষর দেবকে প্রণাম
করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন; কণকাল ধ্যান
করিবামাত্র বিশ্বদাহক কালাগ্নি কুজগণ কোটি
কোটি গণেশ্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপ-
স্থিত হইলেন । অনন্তর সেই কালাগ্নি, সর্বজ্ঞ
নন্দিকেশ্বরকে কহিলেন,—দেবদেব শত্ৰু
আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন?
প্রলয়কাল কি উপস্থিত হইয়াছে? তাহা
হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত সংহার করিয়া
কেলি । ১—৮ । কালাগ্নি এইরূপ বলিলে পর
শৈলাদি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বিশে-
ষর শত্ৰু তোমাকে প্রলয়ের নিমিত্ত আহ্বান
করেন নাই; গিরিপুত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ
করবেন বলিয়া তোমাকে এবং ব্রহ্মাদি সকল
দেবগণকে এইস্থলে আহ্বান করিয়াছেন ।
নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কালাগ্নি কহিলেন,
—ব্রহ্মাদি দেবগণ আমরা সকলে শূল-
পাণিকে দেখিতে ইচ্ছা করি, হে শৈলাদে!
শীঘ্র দেখাও, আমরা দেখিয়া সুখী হই ।
মহাদেবকে জানাও; ব্রহ্মাদি আসিয়াছেন;
সকলেই আপনার চিন্তা করত আপনাকে

কালাগ্নি-প্রমুখাণাঞ্চ বচঃ শ্রদ্ধা গণাগ্রণীঃ ।
 প্রাহ বিশেষণং দেবং স্নিগ্ধগন্তৌরয়া গির। ১৩
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
 ব্রহ্মাচ্চাগতাঃ সর্কে শূলপাণে তবাজয়া ।
 দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি তে সর্কে নমস্কর্তুং তথা যুদা ॥ ১৪
 দিশাদেশং পুরারে মাং কিং বখ্যামি সুরাসুরান
 বারিতা দ্বারমূলেষু দ্রষ্টুকামাশ্চ সংস্থিতাঃ ॥ ১৫
 যৎ তে নিক্রপমং রূপং তেজোময়মনিন্দিতম্ ।
 যদধোভাগমাত্রিত্য রুদ্রঃ কালাগ্নিসংজ্ঞতঃ ॥ ১৬
 পশুত্ব চৈতে ভূতেশং শূলকৈব সদোজ্জলম্ ।
 ততো বিবেশ কালাগ্নিবিষ্কর্ভ্বা শতক্রতুঃ ।
 অস্তে চ দেবগন্ধর্বা ঋষয়ো মনবস্তথা ॥ ১৮
 সর্কে কোলাহলং কৃহা দেবাসুরমহোরগাঃ ।
 বিবিত্ত্বৈরসংস্থানং নদ্যাচ্চ ইব সাগরম্ ॥ ১৯
 প্রবিষ্ট ভবনে রম্যে নানাধাতু বচত্রিতে ।

দেখিবার জন্ত সমুৎসুক আছেন। নন্দিকেশ্বর কালাগ্নি-প্রমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষণ দেবকে গিয়া স্নিগ্ধ গন্তৌরস্বরে বলিলেন,—হে শূলপাণে! আপনার আদেশ-মত ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে আসিয়াছেন; তাঁহারা সকলে আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত ও আনন্দে প্রণাম করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছেন। হে পুরারে! আমাকে আদেশ করুন, তাঁহাদিগকে গিয়া কি বলিব? তাঁহারা কেহই প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই, দ্বারদেশে আপনার দর্শন-কামনায় অবস্থান করিতেছেন। আপনার তেজোময়, অনিন্দিত ও নিক্রপম যে রূপের অধোভাগ আশ্রয় করিয়া রুদ্র কালাগ্নি নামে আভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি এখন ব্রহ্মাণ্য দেবগণ ভূতপতি আপনাকে ও সদা উজ্জল শূলকে অবলোকন করুন। অনন্তর (মহা-দেবের অনুমতি পাইয়া) কালাগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শতক্রতু এবং অসংখ্য দেবগণ, গন্ধর্ব-গণ, ঋষিগণ, মনুগণ, অসুরগণ এবং উরগ-গণ সকলে কোলাহল করিয়া, নদী প্রভৃতি যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তরুণ হরের

গণকোটিসমাকীর্ণে রুদ্রকোটি পুসেবিতো ॥ ২০
 অগ্রজমশ্বকঃ পূর্বঃ কুত্রৈর্দেবৈর্বৃত্তদা ।
 ভবারিমহাকারিঃ তমপশুদন্তকানলঃ ॥ ২১
 মুক্তাচলপ্রতীকাশং শশাঙ্কচয়সম্নিতম্ ।
 নীলকণ্ঠং ত্রিনেত্রঞ্চ শূলিনং সর্ষতোমুখম্ ॥ ২২
 কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং জগদানন্দকারিণম্ ।
 কপালমালিনং দেবং কপর্দকৃতভূষণম্ ॥ ২৩
 দশবাহুং দশাঙ্গীশ্চমনন্তং তেজসাং নিধিম্ ।
 জগৎপতিসংহারহিত্যগ্রহকারিণম্ ॥ ২৪
 অপ্রমেয়মনাকারমপ্রপঞ্চমনাকুলম্ ।
 সিংহাসনম্ভয়চলং চরাচরবিভূতিদম্ ॥ ২৫
 কীরোদমিব নিঃস্পং ত্রৈলোক্যপ্রভবং শিবম্
 সর্ষতঃ পাণিপাদান্তং সর্ষতোহকিশিরোমুখম্
 সর্ষতঃ ক্ষতিমল্লোকে সর্ষমাবৃত্য সংস্থিতম্ ।
 সুরাসুরৈর্বন্দ্যমানং ধ্যায়মানং মুমুকুতিঃ ॥ ২৭
 ইদং রূপং সমালোক্য দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
 অগ্রে স্থিতঃ স কালাগ্নির্মেরৌ মেরুরিবাপরঃ ॥

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৯—১৯ । নানাবিধ ধাতু দ্বারা বিচিত্র, কোটি কোটি গণ দ্বারা সমাকীর্ণ, কোটিক্রমসেবিত ভবনে রুদ্র ও দেবগণের সহিত বিপ্রশুক অন্তকানল প্রথমেই দেখিলেন, মুক্তাচলসদৃশ, শশাঙ্ক-চয়সম্নিত, নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র, শূলধারী, সর্ষতোমুখ, কোটিসূর্য্যসম দীপ্তিশালী, জগতের আনন্দপ্রদাতা, কপাল-মালা-ধারী, কপর্দভূষণ, দশবাহু, পঞ্চবদন, অনন্ত, তেজোনিধি, জগতের উৎপত্তি-সংহার-হিত-অগ্রহ-বিধাতা, অপ্রমেয়, অনাকার, প্রপঞ্চরহিত, অনাকুল, চরাচরের ঐশ্বর্য্যপ্রদাতা, ত্রৈলোক্যপ্রভব, সর্ষব্যাপী, সর্ষজ, * সুরাসুরবন্দিত, মুমুকুত্বোয় শিব, কীরোদসাগরের জায়, নিঃস্পন্দভাবে সিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন। সুমেক পর্ব্বতে অপর মেরুর জায় সেই কালাগ্নি অগ্রবর্তী হইয়া সেই দেবদেব শূলীর এইরূপ

* “সর্ষতঃ পাণিপাদং” ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপৰ্য্য “সর্ষব্যাপী ও সর্ষজ” ।

অথোবাচ স শৈলাদিঃ প্রণিপত্য সনাতনম্ ॥২১

নরকায়মধোভাগে পুরত্রয়ঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
যোজনায়ুতবিস্তীর্ণঃ কামদঃ শুভলক্ষণম্ ॥ ৩০
যন্তৈবোদ্ধিঃ নিরালম্বঃ শতযোজনমানতঃ ।
জ্বালামালাকুলং দিব্যং সৰ্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥৩১
প্রাকারটোলকৈযুক্তং গোপুত্রৈস্তোরণাবিতম্ ।
রক্তনৌলসমানাভৈভীমঘোষৈর্হরাসদৈঃ ॥ ৩২
বৃত্তো রুদ্রসহস্রৈশ্চ সিংহরূপৈর্নৃশাবলৈঃ ।
নিয়ম্য চ স্বকং তেজঃ প্রীত্যর্থং তেহধুনাগতঃ
ধ্বাস্তচামৌকরাভাসচ্চন্দনাঙ্কুরগন্ধযুক্ত ।
নীলকণ্ঠত্বিনেত্রাশ্চ বৃষকেতুর্মহাবলঃ ॥ ৩৪
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানঃ পঞ্চবজ্রেন্দুভূষণঃ ।
অনন্তমেখলাধারী কুণ্ডলীকৃততক্ষকঃ ॥ ৩৫
দশবাহুর্মহাতেজাঃ পীনবক্ষা মহাভুজঃ ।
প্রলম্বোদনিধেধৌষো রক্তনৌলমহাতনুঃ ॥ ৩৬
আগতঃ সৌম্যরূপেণ তব দেব সমীপতঃ ।

রূপ সন্দর্শন করিলেন । অনন্তর শৈলাদি, সনাতনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন,—
নরকের অধোগাগে অমৃতযোজন বিস্তীর্ণ কামপ্রদ শুভলক্ষণ পুরত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে; —যাহার উর্দ্ধদেশ নিরালম্ব শতযোজন পরিমিত জ্বালাসমূহে সমাকুল, সৰ্বলোক-ভয়ঙ্কর, প্রাকার অটোলক গোপুত্র তোরণ-সমবিত; রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, ভীষণনিদানকারী, তুর্কধ, সিংহের স্থায় মহাবল সহস্র সহস্র রুদ্র সমতিব্যাহারে স্বকীয় তেজ সংযমন করিয়া কালাগ্নি আপনার প্রীতির নিমিত্ত এক্ষণে আগমন করিয়াছেন; হে দেবদেব জগৎ-পতে! মূহুভাবে অবলোকন করুন । উনি চন্দন-অঙ্কুর গন্ধে শোভিত, চামৌকর সদৃশ উইর কান্তি, উনি নীলকণ্ঠ, ত্বিনেত্র, বৃষকেতু, মহাবল, দ্বীপিচর্ম্মপরিধানকারী, পঞ্চবদন, ইন্দুশেখর, দশবাহু, মহাতেজস্বী, পীনবক্ষা, মহাবাহু । উনি অনন্তকে মেখলা-রূপে ধারণ করিয়াছেন, তক্ষকে কুণ্ডল করিয়াছেন, প্রলম্বজলধির স্থায় ইইর গভীর নিদান, রক্ত ও নীলবর্ণ ইইর আকৃতি । ইনি সৌম্যরূপ ধারণ করত আপনার নিকট

পশুতাং মূহুভাবেন দেবদেব জগৎপতে ॥ ৩৭
এতে চৈব মহাবীৰ্যাঃ কালাগ্নেঃ সমীপতঃ ।
তিষ্ঠন্তি জ্বলনভাসা রুদ্রাশ্চ শতকোটয়ঃ ॥ ৩৮
অগ্নিযোগায়মহাদেব কালাগ্নাদেশকারিণঃ ।
তিষ্ঠন্তি স্বপুত্রৈরম্যে ক্রৌড়মানা মনোরমে ॥ ৩৯
তবানুজাগতা হেতে শশাঙ্কমৌলিনোহমলাঃ ।
শুদ্ধফটিকসঙ্কশাঃ পদ্মরাগসমপ্রভাঃ ॥ ৪০
তড়িদ্ভ্রমরসঙ্কশা বজ্রশূলধনুর্দ্ধরাঃ ।
নীলকণ্ঠত্বিনেত্রাশ্চ সুখতুঃখবিবর্জিতাঃ ॥ ৪১
সর্বাভরণসম্পন্নান অনন্তবলবিক্রমাঃ ।
জরামরণনির্মুক্তাঃ শার্দূলচর্ম্মবাসসঃ ॥ ৪২
ইমানপি মহাদেব পশুত্ব প্রীতিকরো ভব ।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গানশোককমলার্চিতান ॥ ৪৩
দৈত্যাদিপতয়ৈশ্চৈব প্রহ্লাদাচ্ছা মহাবলাঃ ।
সমাগতা মহাদেব নাগাঃ শ্বেষাদয়ঃ শিব ॥ ৪৪
সর্বাঃ পাতালবাসিন্তো রূপযৌবনগর্জিতাঃ ।
আগতা দেবদেবেশ দ্বীপৈশ্চ সহ সাগরৈঃ ॥৪৫
গন্ধর্বাঃ কিম্বরা যক্ষাঃ সিদ্ধবিজ্ঞাধরাঃ শিব ।

সমাগত হইয়াছেন । কালাগ্নির সমীপে মহা-বীৰ্য্যশালী অগ্নির স্থায় দেদীপ্যমান এই শত কোটি রুদ্র অবস্থান করিতেছেন । ২০—৩৮। হে মহাদেব ! আপনার আদেশেই ইইরা কালাগ্নির আদেশ প্রতিপালন করত রমণীয় নিজপুরে ক্রৌড়াপরাগণ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন । আপনার আদেশে ইইরা আসিয়াছেন । হে মহাদেব ! শশাঙ্কমৌলি, নির্ম্মল-শুদ্ধ ফটিক-সমানকান্তি, পদ্মরাগসমানকান্তি, তড়িৎ ও ভ্রমরের সমানবর্ণ, বজ্র শূলধনুর্দ্ধারী, নীলকণ্ঠ, ত্বিনেত্র, সুখ-তুঃখরহিত, সকল আভরণ-সমবিত, অপরিমিত-বলবিক্রমশালী, জরামরণ-রহিত, শার্দূলচর্ম্ম-পরিহিত, হরি-চন্দন-লিপ্ত-গাত্র এবং অশোক ও পদ্ম দ্বারা অর্চিত এই রুদ্রগণকে অবলোকন করত প্রীতিনাভ করুন । প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাবলশালী দৈত্যাধিপতিগণ আগমন করিয়াছেন । হে মহাদেব ! শ্বেষ প্রভৃতি নাগগণ, রূপযৌবন-গর্জিতা সমস্ত পাতালবাসিনীগণ, সাগর,

ঔরুজাশ্চাপ্রসন্নো নমঃ পাপহরাঃ ততাঃ ।
 এতে চ মুনয়ো দেব ত্বাদ্যাঃ প্রথিতৌজসঃ
 সম্ভ্রান্তানি পুরাণীহ শক্রাদীনাং মহান্নাম ।
 এতে লোকাঃ সমায়াতাঃ সত্যাস্তাঃ সপ্ত শকর
 মুর্ত্যুস্তব দেবেশ ভবাদ্যাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ৪৮
 আদিত্যা বসবো ক্রদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদগাঃ
 সনকাত্মা মহান্নানঃ সত্যলোকনিবাসিনঃ ॥ ৪৯
 পদ্মরাগনিভো দেবো বক্ককুসুমহ্রাতিঃ ।
 জটাভিষ্ম শিরোনকো রত্নমালাবিভূষিতঃ ॥ ৫০
 কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমান্ দণ্ডহস্তঃ সুলোচনঃ ।
 কৃষ্ণাজনোত্তরীয়েণ রক্তমালাদ্বয়েণ চ ॥ ৫১
 সুবর্ণমেখলাধারী রৌক্কুণ্ডলমণ্ডলী ।
 হংসধ্বজশ্চতুর্বিহঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ ।
 সাবিত্র্যা সহিতো দেবঃ পদ্মযোনিরহাগতঃ ॥ ৫২
 অতসৌপ্পসঙ্কাস্তমালদলবর্চসঃ ।
 নীতাহরধরঃ শ্রামঃ পীতগন্ধানুলেপনঃ ॥ ৫৩
 অচক্রগদাধারী শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ ।

কিরীটী কুণ্ডলী হারী কোমলভারগাভিতঃ ॥ ৫৪
 কেয়ুরবলয়াপীড়ঃ পীনবক্স গদাভিতঃ ।
 চামীকরসুমালাভিদীপ্যমানো বিরাজতে ॥ ৫৫
 সূর্য্যযুতপ্রভীকাশো নীলোৎপলদলেক্ষণঃ ।
 ক্ষীরোদার্নবশায়ী চ নীলজীমূতনিবনঃ ॥ ৫৬
 রম্যমর্দিতসর্বাঙ্গঃ শেষপর্য্যঙ্কলালসঃ ।
 গুরুগাঞ্চ গুরুদেব ঈশ্বরানামপীশ্বরঃ ॥ ৫৭
 বরদো ভব বাৎসল্যো দৈত্যকোটিক্ষয়করঃ ।
 আগতোহয়ং মহাদেব বিষ্ণুঃ প্রিয়তরস্তব ॥ ৫৮
 তপ্তচামীকরপ্রখ্যো বজ্রহস্তো মহাবলঃ ।
 পট্টাংকপরীধানো হেমমালাবিভূষিতঃ ॥ ৫৯
 প্রখ্যাতবৌধ্যো বলরূত্রহস্তা
 বালার্কভাসো হরিচন্দনাক্ষঃ ।
 পুন্নাগনাগৈর্বকুলৈশ্চ জুষ্টো
 মুক্তাফলালঙ্কৃতকণ্ঠদেশঃ ॥ ৬০
 অয়ং সমাগতঃ শক্রো বহির্বৈবস্বতস্তথা ।
 নিরুতিবক্রণো বায়ুঃ কুবেরশ্চ সমাগতঃ ॥ ৬১
 ঈশানশ্চ মহাভাগাশ্চিশংকোটীগনৈর্ভূতঃ ।

প, গন্ধর্ব্ব, কিরর, যক্ষ, মিক, বিজা-
 র, উর্কশী, প্রভৃতি অপ্সরাগণ, পাপহারিণী
 জলময়ী স্রোতস্বিনীগণ, প্রথিততেজা
 ণাদি মুনিগণ ও মহাত্মা শক্র প্রভৃতি
 রপুরে উপস্থিত । হে শকর ! এই
 ত্যালোক পর্য্যন্ত সপ্ত লোক এবং আপ-
 ণ্য ভবাদি মূর্ত্তিগণ, আদিত্য, বসু, ক্রদ্র,
 ণ্যগণ এবং সত্যলোকনিবাসী মহাত্মা সন-
 দি ঋষিগণ আসিয়াছেন । ঐ দেখুন, পদ্ম-
 গ তুল্য, বক্ককুসুমের স্যায় দীপ্যমান,
 রমালাবিভূষিত, কমণ্ডলুধারী, দণ্ডহস্ত,
 লোচন, সুবর্ণমেখলাপরিধানকারী, সুবর্ণ-
 ণ্ডলমণ্ডিত, হংসবাহন, চতুর্বিহঃ, সুরাসুর-
 গর সতত নমস্কৃত, কৃষ্ণাজনের উত্ত-
 য পরিহিত, রক্তমালা ও রক্তাঘরধারী,
 ব পদ্মযোনি সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে
 গিত হইয়াছেন । ৩৯—৫২ । অতসৌ-
 ন ও তমালদলের স্যায় ষাঁহার কান্তি,
 ঐ চক্র ও গদা ষাঁহার হস্তে বিজ্ঞমান,
 ঐকরমালা দ্বারা বিনি দেদীপ্যমান, অমল-

পর্য্যঙ্কশায়ী, রমা ষাঁহার সর্বাঙ্গ সংবাহন
 কারিয়া থাকেন, ক্ষীরোদসাগরশায়ী, পীত-
 গন্ধে অনুলিপ্ত, কেয়ুর ও বলয় দ্বারা
 বিভূষিত, কোমলভারগণ-সমবিত, শার্ঙ্গ
 কিরীট কুণ্ডল ও হার দ্বারা বিশোভিত,
 অযুত সূর্য্যের স্যায় (প্রভাশালী) দৃশ্যমান,
 নীলোৎপলদলনেত্র, গুরুগুরু, ঈশ্বরেরও
 ঈশ্বর, কোটিদৈত্যক্ষয়কারী, ভক্তগণের নিকট
 বৎসল, বরপ্রদাতা, আপনার সেই প্রিয়তর
 বিষ্ণুও আগমন করিয়াছেন । হে মহাদেব !
 তপ্তচামীকরসদৃশ, বজ্রহস্ত, মহাবলশালী,
 পট্টবস্ত্রধারী, হেমমালা দ্বারা বিভূষিত,
 প্রখ্যাতবৌধ্য বলাসুর ও রুদ্রাসুরের নিধন-
 কারী, বালার্কসম দীপ্যমান, হরিচন্দনচর্চিত,
 চারিদিকে পুন্নাগ নাগ ও বকুল পুষ্প দ্বারা
 বেষ্টিত এবং কণ্ঠদেশে মুক্তাফল দ্বারা অলঙ্কৃত
 এই শক্র আসিয়াছেন । বহিঃ, বৈবস্বত,
 নিরুতি, বক্রণ, বায়ু ও কুবের আসিয়াছেন ।
 হে ত্রিজগদ্রাশে ! ত্রিশংকোটীগণ দ্বারা

আগতত্রিগদ্যোনে পিনাকী চ গণেশ্বরঃ ॥৬২
 দশকোটীগণৈর্যুক্তঃ কালকৰ্ণস্তথৈব চ ।
 সপ্তকোটীগণৈর্যুক্তো ঘণ্টাকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৬৩
 দশকোটীগণৈর্যুক্তো বসুঘোষো মহাবলঃ ।
 চতুর্কোটীগণৈর্দণ্ডী শিখণ্ডী দশকোটীভিঃ ॥৬৪
 বহুভির্নয়ুরবদনঃ সিংহাস্তো দশকোটীভিঃ ।
 সপ্তকোটীগণৈর্যুক্তঃ কিরীটী চ সমাগতঃ ॥ ৬৫
 কালান্তকস্ত দশভির্নকুলী দশকোটীভিঃ ।
 ষড়্ভিষ্ম মুণ্ডমালী চ ত্রিশূলী পঞ্চকোটীভিঃ ॥
 অষ্টাভিবিষ্মমালী চ ত্রিমূর্তির্নবকোটীভিঃ ॥৬৭
 এতে গণেশ্বরঃ সর্বে তথা চান্তে গণেশ্বরঃ ।
 যেষাং সংখ্যা ন জানাস্তি ব্রহ্মাণা দেবতাগণাঃ ॥
 আগতানাং মহাদেব শৃণু কোলাহলং বিভো ॥
 অমরেশঃ প্রভাসচ্চ পুঙ্করো নৈমিষস্তথা ।
 আষাঢ়ী দণ্ডী মুণ্ডী চ ভারভূতিস্তথা কুলী ॥৭০
 তীর্থাধিপত্যো দেবা আগতা দিব্যমূর্তয়ঃ ।
 এতে গুহ্যষ্টকা দেব কামরূপা মহাবলাঃ ॥ ৭১

পরিবেষ্টিত মহাভাগ ঈশান এবং গণেশ্বর
 পিনাকী আগত হইয়াছেন । দশকোটি গণ-
 যুক্ত কালকৰ্ণ, সপ্তকোটি গণযুক্ত মহাবল ঘণ্টা-
 কর্ণ, দশকোটীগণে পরিবৃত মহাবল বসুঘোষ,
 চতুর্কোটী-গণ-সমবিত দণ্ডী, দশকোটী গণ
 সমভিব্যাহারে শিখণ্ডী, ছয়কোটীগণের সহিত
 ময়ুরবদন, দশকোটীগণের সহিত সিংহাস্ত এবং
 কিরীটী সপ্তকোটী-গণ-সমবিত হইয়া আসি-
 যাছেন । কালান্তক দশকোটী, নকুলী দশ-
 কোটি, মুণ্ডমালী ষড়্ভিকোটী, ত্রিশূলী পঞ্চকোটী,
 বিষ্মমালী আটকোটী এবং ত্রিমূর্তি নবকোটী-
 গণ-সমবিত হইয়া আসিয়াছেন । এই সমস্ত
 গণেশ্বর আসিয়াছেন, এতদ্বিত্ত ব্রহ্মাদিও
 ঈশাদেব সংখ্যা করিতে পারেন না, এমন
 অনেক গণেশ্বর আসিয়াছেন । হে বিভো
 মহাদেব ! সমাগত ঈশাদেব কোলা-
 হল শ্রবণ করুন । অমরেশ, প্রভাস, পুঙ্কর,
 নৈমিষ, আষাঢ়ী, দণ্ডী, মুণ্ডী, ভারভূতি
 এবং কুলী এই তীর্থাধিপতিগণ দিব্যমূর্তি
 হইয়া সমাগত হইয়াছেন । হে দেব !

তবাজগতা দেব ব্রহ্মাণ্ডাস্তরবাসিনঃ ।
 কোটিকোটীগণৈর্যুক্তা দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৭২
 বিশেষ্বরজটোদ্ধুতা সিন্ধুশ্চৈব সরস্বতী ।
 যমুনা গণ্ডকী নাগা বিপাশা নন্দাদা শিবা ॥ ৭৩
 কৃষ্ণা ঘণ্টা চ নির্ঝঙ্ক্যা দেবিকা চ দৃষদ্বতী ।
 শতদ্রুশ্চ পয়োবতী চ চন্দ্রভাগা চ গোমতী ॥ ৭৪
 চর্ম্মধতী চ কাবেরী সরযুশ্চ পরাবতী ।
 ধৃতপাপা চ সারথ্যা মণিমালী সুগন্ধিকা ॥ ৭৫
 জম্বুস্তাপী বলী শূরা কোশিকী কুমুদা করা ।
 মন্দাকিনী চন্দ্রলেখা চম্পকামোদবাহিনী ॥ ৭৬
 ঐরাবতী কামবেগা প্রেঙ্কলা কামচারিণী ।
 পূর্ণভদ্রা মহামোদা গম্ভীরাবর্তিনী স্মৃতা ॥ ৭৭
 মেঘমালা মেঘবর্ণা সদানীরা চ নন্দিনী ।
 বেদা বেদবতী বীণা সীতা চিত্রোৎপলা তথা ॥
 বেত্রবতী চ বৃহস্পী পিঙ্গলা জঙ্কলী তথা ।
 স্বরজা কুমুদা শিঙ্কী কোশিকী নিষধা সিতা ॥
 বৈতরণী সিনীবালী বেগবতী পুনঃপুনঃ ।
 গৌরী কৃষ্ণা তথা তুর্গা তুঙ্গভদ্রোৎপলাবতী ।

আপনার আজ্ঞায় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবাসী মহাবলী
 কামরূপ আটজন গুহক, কোটিকোটী গণ
 সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন । হে দেবদেব
 মহেশ্বর ! বিশেষ্বরের জটা হইতে উৎপন্ন,
 সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গণ্ডকী, নাগা, বিপাশা,
 নন্দাদা, শিবা, কৃষ্ণা, ঘণ্টা, নির্ঝঙ্ক্যা, দেবিকা,
 দৃষদ্বতী, শতদ্রু, পয়োবতী, চন্দ্রভাগা,
 গোমতী, চর্ম্মধতী, কাবেরী, সরযু, পরাবতী,
 ধৃতপাপা সারথ্যা, মণিমালী সুগন্ধিকা,
 জম্বু, তাপী, বলী, শূরা, কোশিকী, কুমুদা-
 করা, মন্দাকিনী, চন্দ্রলেখা, চম্পকামোদ-
 বাহিনী, ঐরাবতী, কামবেগা, প্রেঙ্কলা,
 কামচারিণী, পূর্ণভদ্রা, মহামোদা, গম্ভীরাবর্তিনী
 মেঘমালা, মেঘবর্ণা, সদানীরা, নন্দিনী, বেদা,
 বেদবতী, বীণা, সীতা, চিত্রোৎপলা,
 বেত্রবতী, বৃহস্পী, পিঙ্গলা, জঙ্কলী,
 স্বরজা, কুমুদা, শিঙ্কী, কোশিকী, নিষধা,
 সিতা, বৈতরণী, সিনীবালী, বেগবতী, গৌরী,
 কৃষ্ণা, তুর্গা, তুঙ্গভদ্রা, উৎপলাবতী, স্বর্ণা

ধ্বজা ভীমরথী শুদ্ধা কৃতমালা তরঙ্গিনী ॥ ৮০
এতা দেব মহানদ্যঃ পাবনাঃ কল্মষাপহাঃ ।
মূর্ত্তিমত্যস্তবেশান উৎসবে ত্বিহ আগতাঃ ॥ ৮১
সৰ্বা এতা মহাদেব পশু কারুণ্যবারিধে ।
ভবন্তি কৃতিনঃ সৰ্বে ত্বয়ি দৃষ্টে মহেশ্বর ॥ ৮২
এবমুক্তা তদা নন্দী দেবদেবস্ত চাগ্রতঃ ।
পপাত দণ্ডবদ্ধমৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৮৩
নন্দিনং তং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা বিশেষ্বরঃ প্রভুঃ ।
প্রীতো ভূত্বাহ কালারির্মন্দরে চাক্রকন্দরে ॥ ৮৪
ইদং যঃ পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদ্বাপ ভক্তিতঃ ।
প্রীতাঃ স্মাদেবতাঃ সৰ্বাস্তস্তাভীষ্টকলপ্রদাঃ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে কালাগ্রাঢ়াগমনকথনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ভীমরথী, শুদ্ধা, কৃতমালা এবং তরঙ্গিনী,
হে ঐশান! পাবনী কল্মষহারিণী এই সমস্ত
মহানদীগণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনার এই
উৎসবে আসিয়াছেন। হে কারুণ্যবারিধে
দেব! ইহাদিগকে দর্শন প্রদান করুন। হে
মহেশ্বর! আপনাকে দর্শন করিলে সকলেই
কৃতার্থ হয়। নন্দী তৎকালে দেবদেবের
অগ্রে এই বলিয়া পরম ভক্তিসহকারে
ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; কালেরও
অন্তক প্রভু বিশেষ্বর মহাত্মা নন্দীকে চাক্র-
কন্দ-সমাবৃত মন্দর-পর্বতে সেইরূপ অব-
লোকন করিয়া অতি প্রীত হইলেন। যিনি
ভক্তিপূর্বক ইহা নিত্য পাঠ করেন বা শ্রবণ
করেন, সকল দেবতা তাঁহার প্রীতি সন্তুষ্ট
হইয়া সকল অভীষ্ট প্রদান করেন ॥ ৮০—৮৫ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথাসৌ হিমবান বিপ্রা দেবীমাশ্রুতামুমাং ।
প্রদানার্থং মহেশায় সম্প্রাপ্তো মন্দরং কণাৎ ॥
আহ দৃষ্ট্বা গিরং নন্দী দেবদেবং পিনাকিনম্ ।
বন্ধুকামঃ সমায়াতো ভগবান্ পর্বতেশ্বরঃ ॥ ১২
ঋত্বা তু বচনং শঙ্কং ব্যক্তং নন্দিমুখাৎ তদা !
মেঘগন্তীরয়া বাচা মহাদেবোহব্রবীদদম্ ॥ ৩
বদন্তঃ গিরশ্চেষ্টো হৃদয়ে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
কামস্তত্চাচিরাং দেব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
এবমুক্তস্তদা বিপ্রা দেবদেবেন শঙ্কনা ।
উবাচ গিরিশার্দ্দুলো ভূত্বাগ্রেহবনতাজলিঃ ॥ ৫
হিমবানুবাচ ।
যাসৌ পূর্বকং তে পত্নী সাবতীর্ণা গৃহে মম ।
তামেব তব দানার্থমাগতোহস্মি মহেশ্বর ॥
অমৌ ব্রহ্মাদয়ো দেবাত্মসমৌপমিহাগতাঃ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! অনন্তর
হিমালয় নিজ তনয়া উমা দেবীকে মহেশ্বরকে
প্রদান করিবার মানসে তৎকণাৎ শঙ্করের
গৃহে উপস্থিত হইলেন। নন্দী, গিরবরকে
অবলোকন করিয়া দেবদেব পিনাকীকে
বলিলেন,—ভগবন্! পর্বতেশ্বর কিছু বলি-
বার মানসে আসিয়াছেন। তখন মহাদেব,
নন্দীর মুখে নিশ্চল ও পরিষ্কৃত বাক্য শ্রবণ
করিয়া, জলদ-গন্তীরস্বরে কহিলেন,—গিরি-
বর মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলুন,
তাঁহার অভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ
নাই। হে দ্বিজগণ! তখন দেবদেব শঙ্ক
কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া পর্বত-
শ্রেষ্ঠ হিমালয় অবনতাজলি ও অগ্রসর হইয়া
বলিলেন,—হে মহেশ্বর! যিনি পূর্বে আপ-
নার পত্নী ছিলেন, তিনি আমার গৃহে অব-
তীর্ণ হইয়াছেন। আপনাকেই তাঁহাকে
প্রদান করিব বলিয়া আসিয়াছি। এই
ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার সন্নিহিতে উপস্থিত

কিং গোত্রমিতি পৃচ্ছামি হ্যেযামগ্রে বিভো বদ
 ঋত্বা তু ভারতাং তস্মা বিশ্ববন্দিতঃ
 কিং গোত্রমিতি সঞ্চিস্ত্য নোত্তরং প্রদসর্জ হ ॥ ৮
 দৃষ্ট্বা নিরুত্তরং শত্ৰুং জহনুর্দেবদানবঃ ।
 এষ এব জগদ্যোনির্গোত্রমস্ম কথং ভবেৎ ॥ ৯
 ইত্যুচুর্বিবুধাঃ সর্ষে হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥ ১০
 দেবানাঞ্চ বচঃ ঋত্বা গিরিরাজোহববৌদিদম্ ।
 বিশ্বেশ্বরং পরং ধাম পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১১
 শাশ্বতং গিরিশং স্থাণুং বিশ্বাকারং সনাতনম্ ।
 দত্তা দত্তা পুনর্দত্তা উমা সত্যেন তে প্রভো ॥ ১২
 ততো মহান্ রবো বিপ্রা জয়শব্দাদিসঙ্গলৈঃ ।
 হ্রুদুভীনাঞ্চ বাদ্যানামভবৎ সাগরোপমঃ ॥ ১৩
 গৃণীতৈতি শিবঃ প্রাহ পার্শ্বতী পর্ষতেশ্বরম্ ।
 তদ্রস্তে ভগবান্ শত্ৰুরজুনীকং প্রবেশয়েৎ ॥ ১৪
 ইমঞ্চ কলশং হেমমাদায় ত্বং নগোত্তম

হইয়াছেন; হে বিভো! ইহাঁদের অগ্রে
 আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলুন, আপ-
 নার কি গোত্র? বিশ্ববন্দিত বিশেষ তাঁহার
 জায়তী শ্রবণ করিয়া, “আমার কি গোত্র”
 এই ভাবিতে ভাবিতে কিছুই উত্তর দিতে
 পারিলেন না। দেব ও দানবগণ শত্ৰুকে
 নিরুত্তর দেখিয়া হাস্ত করিলেন। পরে সকল
 দেবগণ হিমালয়কে কহিলেন,—“ইনিই জগ-
 তের উৎপত্তি-কারণ, ইহাঁর আবার গোত্র
 কিরূপে সম্ভবে?” দেবগণের বাক্য শ্রবণ
 করিয়া গিরিরাজ বলিলেন,—“হে প্রভো!
 আপনি বিশ্বাকার, সনাতন, স্থাণু, শাশ্বত,
 অব্যয়, পরমজ্যোতিঃ, পরমাত্মস্বরূপ, বিশ্বে-
 শ্বর, গিরিশ; আপনাকে তিন-সত্য করিয়া
 বলিতেছি, উমা প্রদান করিলাম। হে
 দ্বিজগণ! অনন্তর জয়শব্দ প্রভৃতি মঙ্গল-
 ধ্বনির সহিত হ্রুদুভি-বাদ্যের, জলনিধির
 স্রাব, গভীর নিমাদ উত্থিত হইল। শত্ৰু,
 পর্ষতেশ্বরকে কহিলেন,—আমি পার্শ্বতীকে
 গ্রহণ করিলাম। পরে শত্ৰু দেবীর হস্তে
 একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া নগোত্তমকে
 বহির্গত করিলেন,—আপনি এই হেম কলস লইয়া

যাহি গত্বা স্বনৈব তামুমাং স্পাপয় স্বরা ॥ ১৫
 অন্তেষাং পরিহারার্থমেব এব বিধিঃ সদা ।
 জগত্রয়েহপি নূনং শ্রাদ্ধং তুর্ণং নগাধিপ ॥ ১৬
 ততস্তষ্টো মহাশৈলোহভোজয়ৎ সুরসমাহিতঃ ।
 এবং যজ্ঞরতো বিপ্রান্তর্পণায় চরাচরান্ ।
 অভবদেবমুদ্ভিশ্চ শঙ্করং স গিরিস্তদা ॥ ১৭
 তথাম্মিস্তরে দেবো ধর্ম্যকেতুর্মহেশ্বরঃ ।
 উথিতো মুনিশার্দূলাঃ সমালোক্য চ শার্ঙ্গিনম্ ।
 অভবজ্জয়শব্দানাং তুমুলো হি মহান্তদা ।
 পুষ্পরুষ্টিনিপাতশ্চ সত্যলোকাদ্ধিজোত্তমাঃ ॥ ১৯
 নানাবনাধিপাশ্চৈব ক্রতবশ্চ মুদাদিতাঃ ।
 কুসুমৈদিব্যগন্ধাট্যৈর্বরষূর্মেষ্বরুন্দবৎ ॥ ২০
 বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং হ্রুদুভীনাং ততো রবঃ ।
 হরিবিরিক্ষশক্রাভাঃ পুরয়ন্তি সুরাস্তদা ॥ ২১
 বিপ্রান্ত্রৈলোক্যানাদেন বেদঘোষং প্রচক্রিরে ।
 গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ক্রতুকৃত্যন্তথৈব চ ।

গিয়া সত্বর ইহা দ্বারাই সেই উমাকে স্নান
 করাইয়া দিউন ১২—২৫। এই ত্রিলোকে এই
 প্রকার বিধি অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই বিবাহে
 অস্ত্র কোন কার্য্য করিতে হয় না। অতএব
 আপনি সত্বর গমন করুন।’ অনন্তর বিবাহ-
 যজ্ঞ-নিরত শৈলেশ্বর সমুদ্রে ‘হইয়া সমাহিত-
 চিত্তে তৃপ্তিসহকারে উপস্থিত চরাচর
 সকলকেই ভোজন করাইলেন। তখন
 গিরিবর, দেব শঙ্করের প্রতীক্ষায় অবস্থান
 করিতে লাগিলেন। হে মুনিগণ! ঐ সময়ে
 ধর্ম্যকেতু দেব মহেশ্বর, শার্ঙ্গীকে অবলোকন
 করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন মহান্ “জয়
 জয়” শব্দ হইতে লাগিল। হে দ্বিজগণ!
 সত্যলোক হইতে পুষ্পরুষ্টি হইতে লাগিল।
 নানাবধ বনাধিপ ও তরুগণ স্তানন্দাপ্লুত
 হইয়া মেঘবৃন্দের স্রাব দিব্যগন্ধপূর্ণ কুসুম
 বর্ষণ করিতে লাগিল। বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ,
 ও হ্রুদুভির তুমুল-নিমাদ হইতে লাগিল।
 হরি, বিরিক্ষ ও শক্র প্রভৃতি দেবগণ
 জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ
 ত্রিলোক্যব্যাপী উচ্চ-নিমাদে বেদপাঠ আরম্ভ

বিদ্যাধর্যোহথ নাগিন্তো দেবানাঞ্চ তথাঙ্গনাঃ ।
সিদ্ধকন্তা মনোহার্যো যক্ষকন্তাস্থৈব চ ।
মাতরঃ সপ্ত যাতৈশ্চ যাস্চ নক্ষত্রমাতরঃ ॥ ২৪
গিরীণাঞ্চ তথা নার্যঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ।
মঙ্গলং গায়মানাশ্চ অর্য্যমষ্টাঙ্গসংযুতম্ ।
সুপ্রহৃষ্টা দহুঃ সর্বা দেবদেবশ্চ পাদয়োঃ ॥ ২৫
এতস্মিন্নস্তরে বিপ্রা হিমবৎসম্প্রাণোদিতঃ ।
মৈনাকস্তত্র সম্প্রাপ্তো হেমকুন্তকরঃ সুধীঃ ॥ ২৬
সালঙ্কায়নপৌত্রশ্চ গতা তস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ।
তেনাপি দেবদেবশ্চ জ্ঞাপিতো গিরিরগ্রতঃ ॥ ২৭
অথাসৌ ভগবান্ দেবো মঙ্গলেশো জলাশয়ঃ
স্নাপয়দ্বৈধসা যুক্তঃ সমুদ্রেঃ শূলপাণিনম্ ॥ ২৮
স্নাপ্যামানে তদা দেবে নত্যা বৈ সাগরা দ্বিজাঃ
বভূবুঃ সলিলৈযুক্তাঃ কুশাঙ্গাঃ শ্বেদসংযুতাঃ ॥ ২৯
অথ তে ত্রিদশাঃ সর্বে সনারায়ণকা দ্বিজাঃ ।
পরং বিশ্বয়মাপন্না ভবঃ পশুস্তি চাভুতম্ ॥ ৩০
ততো নিলীয়মানাস্ত শরীরে শঙ্করশ্চ তু ।

করিলেন । গায়ত্রী, সাবিত্রী, রুদ্রকন্তাগণ, বিদ্যাধরীগণ, নাগিনীগণ, অপরাপর দেবা-
ঙ্গনাগণ, সিদ্ধকন্তা, সুন্দরী যক্ষকন্তা, সপ্তমাতৃগণ, নক্ষত্রমাতৃগণ, গিরিপত্নীগণ, সমুদ্রসকল এবং সরোবরসমূহ সকলে আন-
ন্দিত হইয়া মঙ্গল-গান করত দেবদেবের
পাদপদ্মে অষ্টাঙ্গ-সমর্পিত অর্ঘ্য প্রদান করি-
লেন । হে দ্বিজগণ ! ঐ সময়ে হিমালয়
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুধী মৈনাক হেমকুন্ত
লইয়া তথায় গমন করিলেন এবং সালঙ্কায়ন-
পৌত্রের সম্মুখে অবস্থান করিলেন । তিনিও
দেবদেবকে জানাইলেন । ভগবান্ মঙ্গলেশ
জলাশয়, বিধাতার আদেশে সমুদ্রগণ দ্বারা
শূলপাণিকে স্নান করাইলেন । দেবদেবের
স্নান সমাপন হইয়া গেলে নদীগণ ও সাগর-
গণ আবার সলিলযুক্ত শ্বেদাক্তগাত্র ও
কুশাঙ্গ হইলেন । অনস্তর হে দ্বিজগণ !
নারায়ণ ও সকল দেবগণ অতি বিশ্বয়াপন্ন
হইয়া অদ্ভুতাকৃতি শঙ্করকে দেখিতে লাগি-
লেন । অনস্তর শঙ্করের শরীরে সকল

নদ্যঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ প্রপশুস্তি সুবিস্মিতাঃ ।
যোগমায়াহতঃ বৌদ্ধ্য তৎ তোয়ং জগতি স্থিতম্
অস্তবন্ পশুতর্ভারং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৩১
ততস্তৈস্তত্ততো দেবঃ প্রহস্য ভগবান্ ভবঃ ।
বিস্বজ্য চ তদা তোয়মভবৎ পূর্বরূপবৎ ॥ ৩২
এবং সাম্যে স্থিতে তস্মিন্ দেবদেবে পিনাকিনি
স্নাপিতোহসৌ বিরিক্যাদৈ্যস্তিমূর্তিভগবান্
ভবঃ ॥ ৩৪
মৈনাকোহপ্যঞ্জলিঃ কৃত্বা দেবদেবশ্চ চাগ্রতঃ ।
সংস্থিতোহর্ষসংযুক্তো নির্ধিঃ লক্ । যথাধনঃ ॥ ৩৫
বিসর্জিতস্ততস্তেন দেবদেবেন শম্বুনা ।
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ যযৌ তুণং নাগঅজঃ
তদংগকং পরিধাপ্য দেবীঃ তামরসেক্ষণাম্ ।
স্নাপয়ন্তেন কুন্তেন হরাজ্য নিপতিতেন চ ॥ ৩৭
নীরপাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতমেতৎ কপদিনা ।
পার্কতেয়বিধিন্ নং কুলজানাং সনানঘঃ ॥ ৩৮

নদী ও সমুদ্রগণ প্রলীন হইয়া গেলে ব্রহ্মাদি
দেবগণ সেই সমস্ত জগতের জল যোগ-
মায়া দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল দেখিয়া অত্যন্ত
বিশ্বয়াপন্ন হইয়া পশুপাতর স্তব করিতে
আরম্ভ করিলেন । ১৬—৩২ । অনস্তর তাঁহা-
দের স্তবে ভগবান্ ভব, হাস্য করিয়া
সেই জল পরিত্যাগ করিয়া পূর্বরূপ ধারণ
করিলেন । দেবদেব পিনাকী এইরূপ
সমভাবে অবস্থান করিলে বিরিকি প্রভৃতি
দেবগণ ঐ ত্রিমূর্তি ভগবান্ ভবের স্নান
করাইলেন । নির্ধন যেরূপ নির্ধি পাইয়া
আনন্দ লাভ করে, মৈনাকও তদ্রূপ অতি
আনন্দিত হইয়া ব্রহ্মাঞ্জলিপুটে দেবদেবের
অগ্রে অবস্থান করিলেন ; অনস্তর দেবদেব
শম্বু নগাঅজকে বিদায় দিলেন । মৈনাক
ত্রৈলোক্যের তিলকভূত সেই পিতৃভবনে
উপস্থিত হইলেন । পদ্মপত্রনয়না পার্কতীকে
সেই বস্ত্র পরিধান ও হরাজ্য নিপতিত সেই
সলিল দ্বারা স্নান করান হইল । হে দ্বিজ-
বরগণ ! কপদী স্বয়ংই ঐ জলপাত করিয়া-
ছিলেন । কুলজ ব্যক্তিগণের এই নির্মল

ততো ভগবতী দেবী হৃষ্টপুষ্ঠা তপোময়ী ।
পিতুরভ্যাঙ্গা ভূত্বা বিবেশ পরমাসনে ॥ ৩৯
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে সান্নিবিবাহবর্ণনং নামাষ্ট্র-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অখ্যাতং শিবং দৃষ্ট্বা হিমবান্ পরমেশ্বরঃ ।
মেরুশ্চৈব যথাসংখ্যে রবিচন্দ্রাদিবাচকৈঃ ॥ ১
তথা দেবৈঃ সবেধাগ্জৈর্ভূতং ছত্রেণ সংযুতম্ ॥
জয়েতু্যক্তা নগেন্দ্রস্ত হ্যাস্তমাগ্ন্যাহরস্তদা
উখিতঃ সহসা বিপ্রাঃ পুষ্পহস্তো মহেশ্বরঃ ॥ ৩
মুদা পরময়া যুক্তো ভক্ত্যা চানন্তর্য্য দ্বিজাঃ ।
বস্তুর্নানাবিধৈশ্চক্রে মার্গভূষাং তদা গিরিঃ ॥ ৪
পতাকাভিজয়ন্তীভিঃ শ্রদ্ধািমৈদিব্যগন্ধিভিঃ ।
ঋজৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্মনোরমৈঃ ॥ ৫

পার্বতেয় বিধি । অনন্তর তপোময়ী ভগবতী
হৃষ্টপুষ্ঠা হইয়া পিতার নিকটস্থ পরমাসনে
উপবেশন করিলেন । ৩৩—৩৯ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর পরমেশ্বর
হিমালয় ও মেরু, যথোক্ত বিধাতৃ প্রভৃতি
দেবগণ ও রবি চন্দ্র আদিত্যগণের সাহিত
ভগবান্ শিবকে ছত্র-সম্বিত হইয়া আসিতে
দেখিয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন ।
হিমালয় হস্তে মালা ও বস্ত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ
উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহেশ্বরও পুষ্পহস্তে
উঠিয়া দাঁড়াইলেন । হে দ্বিজগণ তখন
পরমেশ্বর অতি আনন্দ ও ভক্তিবৃত্ত হইয়া
নানাবিধ বস্ত্র, পতাকা, জয়ন্তী, দিব্যগন্ধি
মালা, বিবিধ পঞ্চবর্ণের মনোহর ধ্বজ, চামর,

চামরৈশ্চন্দ্ররম্যৈশ্চ লব্বকৈশ্চ সমস্ততঃ ।
মুক্তানাং প্রকটৈশ্চৈব পুষ্পাণ্যস্ত তথৈব চ ॥ ৬
এবমাদৈর্যনৈকৈশ্চ শোভাং কৃত্বা নগোত্তমঃ
স্থিতস্ত বৌদ্ধমাণোহসৌ বিশ্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ॥ ৭
সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা মদনানলদীপিতাঃ ।
শতকোটোহপ্সরাগান্ত নির্যয়ুঃ সম্মুখাশ্চ তম্
হেমপাত্রকরাসক্তাঃ পদ্মেন্দীবরহস্তকাঃ ॥ ৯
মণিপাত্রাণি পূর্ণানি দূর্কাসিদ্ধার্থকাজকুটৈঃ ।
দধিরোচনমাদায় ত্রাহিভিশ্চম্পকৈর্যবৈঃ ॥ ১০
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গা হরিচন্দনহস্তকাঃ ।
বিজ্রমাকুরহস্তাশ্চ তথৈবোৎপলশেখরাঃ ॥ ১১
চুতমঞ্জরিহস্তাশ্চ পারিজাতকরাঃ পরাঃ ।
স্বাদূদকেন সম্পূর্ণভৃঙ্গারকরপল্লবাঃ ॥ ১২
হাবভাববিলাসিতো মদনাতুরবিহ্বলাঃ ।
মদনারিং প্রণেমুস্তা গায়মানান্বিলোচনম্ ॥ ১২
অথাসৌ ভগবাকুলী চান্তর্ধামৌ মহেশ্বরঃ ।
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ কণাদাবিবভূব হ ॥ ১৪

চন্দ্রাতপ, মুক্তা ও পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পথের
শোভা করিয়া দিলেন । গিরিরাজ বিশ্বব্যাপী
ঈশ্বরকে অবলোকন করত অবস্থান করিতে
লাগিলেন । পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-মুখমণ্ডলযুক্ত মদনা-
নল-দীপিত শতকোটি অপ্সরোগণ সুবর্ণ-
পাত্র, পদ্ম, ইন্দীবর, দূর্কী ও সিদ্ধার্থকপূর্ণ
মণিময় পাত্র, দধি, রোচনা ত্রাহি, চম্পক
এবং মঠ হস্তে লইয়া হরিচন্দনে স্বীয়
গাত্র লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আগত
হইল ; তাহাদের কাহারও হস্তে হরিচন্দন,
কাহারও হস্তে বিজ্রমাকুর, কেহ বা উৎপল-
শেখর হস্তে, কেহ বা চুতমঞ্জরী লইয়া, কেহ
পারিজাত হস্তে, কেহ বা স্বাদূসলিলপূর্ণ
ভৃঙ্গার লইয়া মদনবেদনাতুর হইয়া হাব, ভাব
ও বিলাস প্রকাশ করিতে করিতে সকলে
মদনারিকে প্রণাম করিয়া গানকরিতে
লাগিল । ১—১৩ । অনন্তর অন্তর্ধামী ভগ-
বান্ শূলধর, ত্রৈলোক্যের তিলকভূত সেই
স্থানে কণকাল স্বীয় মূর্তিতে আবির্ভূত হই-

ততো ধনৈর্বহুবিধৈঃ পূজয়ামাস পৰ্বতঃ ।
 স্তব্ধা চ পূজয়িত্বা চ ননাম চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
 গীতৈশ্চ বিবিধৈর্বাটক্যৈঃ প্রবিবেশ হরস্তদা ।
 ভবোহভবৎ তদা বালো দ্ব্যষ্টবর্ষাকৃতিঃ স্বয়ম্ ।
 হেমাঙ্গো ভগবাঙ্কুভূঃ কিরীটী কুণ্ডলী হরঃ ॥ ১৬
 সুরাসুরাশ্চ বিপ্রেন্দ্রা দৃষ্ট্বা রূপং পিনাকিনঃ ।
 অবলোক্য মুখাত্তোন্তং জহস্তুস্তে মুদাবিতাঃ ॥
 আসনে হেমজে বিপ্রা নানারত্নৈশ্চ ভূষিতৈঃ ।
 বিবেশ ভগবাঙ্কুভূ মহাদেবো জগৎপতিঃ ॥
 হরস্ত দক্ষিণ বেধা বামভাগে জনার্দনঃ ।
 শৈলাদিরগ্রতঃ শস্তোঃ কালকুদ্ৰশ্চ সুরশঃ ॥
 রুদ্রৈর্গণেশ্বরৈর্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ মুনিভিস্তথা ।
 উপবিষ্টেষু সর্ষেষু গন্ধর্বাদাঃ সমন্ততঃ ।
 জগুগীতঞ্চ হিন্দোলং তুহকুর্নারদাদয়ঃ ॥ ২০
 মত্তমাতঙ্গগামিন্যো গেয়ং তাললয়াবিতম্ ।
 রস্তাঙ্গাপরসঃ সর্ষাঃ কিমর্যো ননৃতুর্দ্বিজাঃ ॥

লেন। তদনন্তর পর্বতরাজ বহুবিধ ধন
 দ্বারা পূজা করত স্তব ও বারংবার প্রণাম
 করিলেন। তখন হর বিবিধ গীত ও বহু
 জনের বাক্যালাপের সহিত প্রবেশ করি-
 লেন। তখন তাঁহার আকৃতি অষ্টমবর্ষীয়
 বালকের স্থায় হইল। কল্যাণনিদান ভগ-
 বান্ হর, হেমাঙ্গ কিরীটধারী কুণ্ডলমাণ্ডিত
 হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তৎকালে
 সুর ও অসুরগণ পিনাকীর রূপ সন্দর্শন
 করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূর্বক আনন্দ
 সহকারে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ভগবান্
 জগৎপতি শূলধারী মহাদেব, নানা রত্ন দ্বারা
 বিভূষিত হেমময় আসনে উপবেশন করি-
 লেন। তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামভাগে
 জনার্দন এবং সম্মুখে কালকুদ্ৰ, কুদ্ৰগণ,
 গণেশ্বরগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মুনিগণের
 সহিত শৈলাদি উপবেশন করিলেন। তাঁহার
 সকলে উপবেশন করিলে চতুর্দিকে গন্ধর্বাদি,
 তুস্কর এবং নারদাদি ঋষিগণ গীতাদি করিতে
 লাগিলেন। মত্তমাতঙ্গগামিনী রস্তা প্রভৃতি
 অঙ্গরোগণ ও কিমরীগণ সকলে তাললয়-

বীণাবল্লকিবেণুনাং মৃদঙ্গানাং বিশেষতঃ ।
 ধ্বনিভির্মনসস্তপ্তির্জজে স্তমনসাং তদা ॥ ২২
 অথ বিশ্বেশ্বরঃ শত্ভূর্ভূষণং নভসি স্থিতম্ ।
 প্রাযচ্ছাদিগিরিজায়ৈ তদাহ্লাদজনকং মুদা ॥ ২৩
 অনেনালঙ্কতা দেবি মম যোগ্যা ভবিষ্যসি ॥
 পিতৃদক্ষশ্চ যঃ কোপঃ পূর্বজশ্চ বরাননে ।
 প্রহাস্তসি তমেবাশু ভাবকৈব তু তামসম্ ॥ ২৫
 ততঃ সা পার্বতী দেবী গৃহীত্বাকাশমণ্ডলাৎ ।
 পিতুঃ সমীপমগমদ্বস্তাভরণমুত্তমম্ ॥ ২৬
 মহতা ভাৎসবেনাশু ভূষয়িত্বা শিবাং নগাং ।
 বস্ত্রৈরাভরণৈর্দেবীং দিব্যৈর্দেবীং সিংহবাহিনীম্ ॥
 মেনোৎসঙ্গগতাঃ ভূষন্তল্লেখ্যেব তোরদে ।
 দধতী নির্মিতা দেবী বভৌ তামরসেক্ষণা ॥ ২৮
 অথ দেবৈঃ পরিবৃত্তো বিশ্বাদৈর্যন্ত্রিপুராঙ্ককঃ ।
 বভ্রাম মুনিশার্দীলাঃ ক্রৌড়াস্থানানি কুৎসনশঃ ॥

সমস্থিত গীত ও নৃত্যাদি করিতে আরম্ভ
 করিল। তৎকালে বীণা, বেণু, বল্লকী ও
 মৃদঙ্গের আধিকতর মধুর ধ্বনিতে তথাকার
 সকলের মনস্তপ্তি হইল। ১৪—২২।
 অনন্তর বিশ্বেশ্বর শত্ভু, গিরিজার উদ্দেশে
 আনন্দে আকাশপথে অলঙ্কার প্রদান
 করিলেন, তদর্শনে সকলে অতি আন-
 ন্দিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অলঙ্কার-
 প্রদানকালে এই বলিলেন,—হে দেবি!
 তুমি এই ভূষণে বিভূষিত হইলে আমার
 যোগ্য হইবে এবং হে বরাননে!
 তুমি পূর্ব জন্মে দক্ষের উপর যে ক্রোধ
 করিয়াছিলে, সত্তর সেই ক্রোধ ও তামসভাব
 দূরীভূত হইবে। অনন্তর পার্বতী শূচ্যমার্গ
 হইতে নিপাতিত ঐ ভূষণ গ্রহণ করিয়া পিতার
 সমীপে গমন করিলেন। নগরাজ মহান্
 উৎসবের সহিত সত্তর শিবাকে দিব্যবস্ত্র ও
 আভরণে বিভূষিত করিলেন। মেনকা ঐ
 সিংহবাহিনী দেবীকে উৎসঙ্গে লইয়া অতি
 আনন্দিত হইলেন। পদ্মপলাশলোচনা ঐ
 পার্বতী, জলদেব মধ্যস্থিত চন্দ্রলেখার স্থায়
 শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিশার্দীলগণ।
 অনন্তর ত্রিপুরাঙ্কক, বিশ্বপ্রভৃতি দেবগণে

ভগবন্ দেবদেবেশ বিশেষাক্ষকসুদন ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা শৈলাদিব্রিদমব্রবীৎ ॥ ৩০
নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

বেদীয়মিল্লনীলাভা ভাতি বিশ্বস্তরা শিব ।
সেয়ং জলময়ী নাথ নির্মিতা বিশ্বকর্ষণা ॥ ৩১
যা চেয়ং পরমা রম্যা তোয়ানাং ভাস্তিকারিণী ।
সেয়ং ভাতি মহাদেব রত্নানামৌদনী প্রভা ॥ ৩২
ইদঞ্চ দ্বারসংস্থানং দৃশ্যতে লক্ষ্যকৈর্ব্রতম্ ।
কুড্যন্ত রত্নবিন্যাসে লক্ষ্যতে দ্বাররূপতা ॥ ৩৩
ইদং চিত্ররথাকারং দৃশ্যতে বনমুত্তমম্ ।
প্রতিবিশ্বং মহাদেব রত্নভূমির্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
ইদঞ্চ মন্দিরাকারং সোপানচয়মণ্ডিতম্ ।
প্রতিবিশ্বমিদঞ্চৈব দৃশ্যতে নবমণ্ডিতম্ ॥ ৩৫
যা চেয়ং সাগরাকার্য দৃশ্যতে তোয়রূপিণী ।
এষাপি পরমেশান রত্নভূমির্জলেক্ষিতা ॥ ৩৬
যদিদং গগনাতাসং মূর্ত্তিভব্যৈরিবোজ্জিতম্ ।

পরিবৃত হইয়া, সকল ক্রৌড়াস্তল ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন। নন্দিকেশ্বর পরম ভক্তি সহ-
কারে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—
হে ভগবন, দেবদেবেশ, বিশ্বপতি, অক্ষক-
নিমুদন, শিব! এই যে বেদিভূমি ইল্লনৌল-
মণির স্থায় শোভিত হইতেছে, ইহা জলময়ী,
বিশ্বকর্ষণা নির্মাণ করিয়াছেন; এই যে
বেদিটী, জলময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে,
ইহাই ইল্লনৌলময়ী; রত্নের এইরূপই
প্রভা। ঐ যে লক্ষক-পরিবৃত ভিত্তি-প্রদেশ
দ্বারের স্থায় দেখিতেছেন, উহা দ্বার নয়;
ভিত্তির উপরে এইরূপই রত্ন বিন্যাস করি-
য়াছে যে, ঠিক দ্বার বলিয়া ভ্রম হয়। হে
মহাদেব! এই যে চিত্ররথাকার উত্তম বন
দেখা যাইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই কোন রত্ন-
ভূমির প্রতিবিশ্ব বলিয়া বোধ হয়। এই যে
সোপানচয়-মণ্ডিত সুশোভিত মন্দিরাকার
প্রতিবিশ্ব দেখা যাইতেছে এবং জলময়ী
সাগরাকৃতি ভূমি দেখিতেছেন, ইহাও
জলসিক্ত রত্নভূমি। হে দেব! এই
প্রদেশে এই যে নানাবিধ মূর্ত্তিভব্যে যেন

ক্রৌড়ামণ্ডপমেতন্মিন্ প্রদেশে দেব তিষ্ঠতি ॥
অম্বরাতৈর্মহারত্বৈর্বাহুদেশে বিনির্ম্মিতম্ ।
অনেকবাদ্যসংযুক্তং রমণীয়ং যযৌ হরঃ ॥ ৩৮
এবং ক্রৌড়তি দেবেশে সুরাসুরমহোরগাঃ ।
বিজ্যাধরাস্তথা যক্ষগন্ধর্বাঙ্গপরসাদয়ঃ ॥ ৩৯
দৌর্ধিকাসু তড়াগেষু নদীষু চ হ্রদেষু চ ।
ক্রৌড়াবাপিষু তে রম্যৈর্ষত্বৈর্নানাবিধৈর্ভূশম্ ।
বভূবুর্দেবতাঃ সর্বাঃ ক্রৌড়ারতিষু লালসাঃ ॥ ৪০
অথ সংক্রৌড়া বিশ্বাত্মা নিব্রতস্তৎপ্রদেশতঃ ।
বেজাঃ সমীপমগমৎ স্তূয়মানো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪১

প্রাপাকুরোহ প্রসভং সুরেশ-
স্তাদিল্লনৌলামলবেদিকাস্তম্ ।
সহস্রপট্টৈর্বকুলৈশ্চ নাগৈঃ
কৌণং হি যৎ কাঞ্চনপারিজাতৈঃ ॥ ৪২
ততঃ প্রবিষ্টৌ হরিণাক্ষচক্ৰঃ
সরশ্বজালাকুলবেদিকাস্তম্ ।
বিশেষ সূর্য্যাস্তসু প্রভাসৌ
বৃতৌ বিরিক্যাতি সুরৈঃ সমস্তাং ॥ ৪৩

উজ্জিত গগনাকার স্থান দেখিতেছেন, ইহা
ক্রৌড়ামণ্ডপ। অনন্তর হর, অম্বরসদৃশ স্বচ্ছ,
মহারত্ন দ্বারা বাহির্দেশে সুসজ্জিত, অনেক
বাদ্যসংযুক্ত রমণীয় সেই ক্রৌড়ামণ্ডপে প্রবেশ
করিলেন। দেবেশ এই প্রকার ক্রৌড়াব্য-
সিক্ত হইলে পর সুর, অসুর ও মহাসর্পগণ,
বিজ্যাধরগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরো-
গণ সকলেই দৌর্ধিকা, তড়াগ, নদী, হ্রদ এবং
ক্রৌড়াবাপীতে নানাবিধ রমণীয় যন্ত্র দ্বারা
ক্রৌড়াসিক্ত হইলেন। ২৩—৪০। অনন্তর
বিশ্বাত্মা, যথেষ্ট ক্রৌড়া করিয়া তৎস্থান
হইতে নিব্রত হইয়া মুনীগণ কর্তৃক স্তূয়মান
হইয়া বেদীর নিকটে গমন করিলেন।
সুরেশ, তথায় গমন করিয়া পদ্ম, বকুল, নাগ
কাঞ্চন এবং পারিজাত দ্বারা সমাকীর্ণ ইল্ল-
নৌলমণিময় সেই বেদিকার উপরে তৎক্ষণাৎ
আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে
বোধ হইয়াছিল যেন বিরিকি প্রভৃতি দেব-
গণ-পরিবৃত অমৃত সূর্য্য এককালে শোভিত

অথোপবিষ্টং সংবীক্ষ্য বিশেষঃ পৰ্বতেশ্বরঃ ।
তস্য সংস্থাপ্য পুরতো দেবেশীমব্রবীদিদম্ ॥

হিমবানুবাচ ।

ত্বমেবৈকঃ পরঃ ধাম অৰ্দ্ধনারীশ্বরস্ততঃ ।
দেবতানাং হিতার্থায় জাতো হৰ্দ্ধতনুঃ পৃথক্ ॥
দক্ষস্য হুহিতা দেবী জগদ্ধাত্ৰী হ্যামা সতী ।
বিনন্দ্য চ ততো দক্ষং ত্যক্ত্বা দেহং নিজং পুনঃ
তবৈব পত্নী দেবেশ জাতা মম সূতা সতী ॥
ততঃ শ্রদ্ধা গিরিল্পস্য বচস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
প্রসন্নো বরদঃ শত্ভুরব্রবীৎ পৰ্বতেশ্বরম্ ॥ ৪৭
ঈশ্বর উবাচ ।

জানাম্যহং যেন মমৈব মায়া

শক্তির্বরৈষা নগরাজসিংহ ।

সম্যাজ্য দেহং তব ধায়ি জাতা

যোগাৎ স্বয়ং চাক্রশশাক্তবক্ত্রা ॥ ৪৮

আচারার্থং গিরিশ্রেষ্ঠ দত্তাং গৃহ্মামি পার্শ্বতীম্ ।
অদত্তাং যদি গৃহ্মামি তথা লোকেহপি বর্ততে ॥

হইতেছেন । অনন্তর পৰ্বতেশ্বর, বিশেষকে
উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দেবেশীকে
বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমিই এক পর-
জ্যোতিঃ পরমাত্মা ; অনন্তর অৰ্দ্ধনারীশ্বর,
পরে দেবগণের হিতার্থে পৃথক্ অৰ্দ্ধতনু
হইয়াছ । এই উমা দক্ষের হুহিতা সতী
দেবী জগদ্ধাত্ৰী ছিলেন, অনন্তর হে দেব !
দক্ষের নিন্দা করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ
পূৰ্বক আমার কন্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া
তোমারই পত্নী হইয়াছেন । অনন্তর ত্রিভু-
বনেশ্বর শত্ভু, গিরীশ্বরের বাক্য শ্রবণ
করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে নগ-
রাজশ্রেষ্ঠ ! ইনি যে আমারই পরমাশক্তি
মায়া এবং এই চাক্রচন্দ্রবদনা যোগবলে
দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভবনে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমি
জানি ; কিন্তু হে গিরিশ্রেষ্ঠ ! লোকাচারের
রক্ষা নিবন্ধন তোমার দান প্রতীক্ষা করি-
তেছি । যদি তোমার অদত্তা এই পার্শ্বতীকে
গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই প্রকার অদত্তা-

অথ দিব্যোদকৈঃ পূর্ণমাদায় কলশং গিরিঃ ।

পরিপূর্ণস্য নিত্যস্য নিত্যানুগ্রহকারিণঃ ॥ ৫০

প্রক্ষাল্য পাদৌ শিরসা প্রণম্য

ভৃঙ্গারমাদায় স শৈলরাজঃ ।

মুমোচ তোয়ং ভবপাণিপদ্মে

দন্তেতি দন্তেতি তদা প্রজল্লন্ ॥ ৫১

ততো মঙ্গলনির্ঘোষঃ সমভূৎ ত্রিদিবৌকসাম্ ।

বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং কাহলানাঞ্চ নিশ্বনঃ ॥ ৫২

সা হারকণ্ঠী কটিস্থত্রদামা

সুক্রলতা চাক্রবিলোলনেত্রা ।

মেঘোঘৈবোপারি চল্ললেখা

তথা বভৌ পরিতরাজপুত্ৰী ॥ ৫৩

অথ বেদ্যাং গতৌ ব্রহ্মা বিশ্বমায়াং স্মরায়নিম্

দদর্শোদকপাত্রেণ বিভাবসুপুৰস্থিতঃ ॥ ৫৪

মাহেশ্বরীং কামময়ীং দৃষ্ট্বা তাস্ত পিতামহঃ ।

অক্ষরং সহসা শুক্রং ভগ্নকুস্তাদিবোদকম্ ॥ ৫৫

পাদেন তন্মর্দ্যন্ত শুক্রং তৎসদ্ব্যসম্ভবঃ ।

পদ্মজোহপি মহাতেজাঃ দেবদেবস্ত পশুতঃ ।

পহরণ একটা লোকাচার হইয়া পড়িবে ।

অনন্তর গিরি দিব্য উদকপূর্ণ কলস লইয়া

নিত্যানুগ্রহকারী পূর্ণব্রহ্ম ঐ নিত্য-পুরুষের

পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া প্রণামপূৰ্বক পুনর্বার

ভৃঙ্গার লইয়া তাঁহার পাণিপদ্মে “পার্শ্বতীকে

অর্পণ করিলাম, অর্পণ করিলাম” বলিতে

বলিতে জল প্রদান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর দেবগণের মঙ্গলধ্বনি এবং বীণা, বেণু

মৃদঙ্গ ও কাহল প্রভৃতির মিনাদ হইতে

লাগিল । কণ্ঠে হার-বিশোভিত, কটিস্থত্র

আবদ্ধ, মনোহর ভ্রাজতাসম্পন্ন, চাক্র-

চঞ্চলনয়না পৰ্বতরাজপুত্ৰী, স্নমেরুপৰ্বতস্থিত

চল্ললেখার স্তায় শোভিতা হইলেন । ৪১-৫৩ ।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা অগ্নিকে লইয়া জলপাত্র

হস্তে দেবীর উপরে গমন করিলেন । বিশ্ব-

মায়া, কন্দর্পের অস্ত্রভূতা, কামময়ী সেই

মাহেশ্বরীকে দর্শন করিয়া, ভগ্ন কুস্ত হইতে

উদকের স্তায়, তাঁহার সহসা শুক্রক্ষরণ

হইল । সম্মুখস্থিত দেবদেব নিবেদন করি-

মৈবং মর্দেতি তং দৃষ্ট্বা ত্রিপুরারিঃ পিতামহম্ ।
 কুরুষে তীতি হোবাচ ভগবান্ নীললোহিতঃ ॥
 অমোঘঃ তৎ তদা বিপ্রাঃশুক্রমগ্নৌ প্রজাপতিঃ
 জুহোতি বচনাচ্ছোভামেনাদায় পার্ণিমা ॥ ৫৮
 হবনাচ্চ ততঃ প্রাপ্তাঃ সবিভাঃ বিয়কাতম্ ।
 তেজোময়াশ্চ তে সধে তপোনিষ্ঠাঃ সমস্ততঃ ॥
 অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীন্সকুরেতসঃ ।
 মানে অক্ষুষ্ঠমাত্রাস্ত জাতা হব সুবর্তসঃ ॥ ৬০
 বভূবুস্তে মহাত্মানঃ পতঙ্গসহচারিণঃ ।
 নিঃস্পৃহা রশ্মিপাঃ সধে সধে জলনসন্নিভাঃ ॥
 ততো দেবাঃ সগন্ধমাঃ সিকান্চ মুনয়স্তথা ।
 পিশাচা দানবা দৈত্যাঃ কিম্বরাশ্চ মহোরগাঃ ॥
 বিজাধরাশ্চাপ্রসস্তথা চাক্তে সুরাধুরাঃ ।
 প্রহৃষ্টাঃ সৰ্বা এবেতে পামিত্যা হরসঙ্গমাৎ ॥ ৬৩
 মূমোচ বৃষ্টিং ক্রতুরাট্ সূতৃষ্টঃ
 পুষ্পৈরনেকৈর্ভ্রমরাকুলৈশ্চ ।
 বাদ্যৈর্বিচিত্রৈর্বরশজ্ঞানাদৈঃ
 সুগীতগানৈর্বরমঙ্গলৈশ্চ ॥ ৬৪

লেও অমিততেজঃসম্পন্ন পদ্মযোনি পাদ
 দ্বারা সেই শুক্র প্রোক্ষন করিলেন । হে
 বিপ্রগণ! অনন্তর প্রজাপতি, নীললোহিত
 শঙ্কর আদেশক্রমে সেই অমোঘ শুক্র বায়ু-
 পার্ণি দ্বারা লইয়া অগ্নিতে হবন করিলেন ।
 অনন্তর সেই আর্হতিতে তেজোময়, তপো-
 নিষ্ঠ, অক্ষুষ্ঠমাত্র পরিমাণ, অষ্টাশীতি সহস্র
 উর্দ্ধরেতা মুনী উৎপন্ন হইয়া স্ব্যামগুলের
 চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলেন; ক্রমশঃ
 তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত তেজস্বী, মহাত্মা,
 পতঙ্গের সহচর, নিঃস্পৃহ, রশ্মিপ হইয়া বহুর
 সমান প্রভাসম্পন্ন হইয়া র লেন । অনন্তর
 দেব গন্ধম্ব সিন্ধু ও মুনীগণ, পিশাচ দানব ও
 দৈত্যগণ, কিম্বরগণ, নাগগণ, বিদ্যাধর ও
 অঙ্গরোগণ এবং অপরায়ণ সুর ও অমুর-
 গণ সকলেই হর-পার্বত্য-সমাগমে সান্তনয়
 সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন । ক্রতুরাজ
 হইয়া অলিকুলপরিপূর্ণ নানাবিধ পুষ্পবৃষ্টি
 করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকে বিচিত্র

বীণারবৈহুন্মুভিবেনুনাদৈঃ
 সমস্ততঃ কর্ণসুখং প্রজজ্ঞে ।
 আনৃত্যতীতিঃ সুরসুন্দরীভি-
 জেগীযতীভিবরকিম্বরীভি ॥ ৬৫
 দৈত্যাজ্ঞানাভিচ্চ বসীদতীভিঃ
 কামায়তেতীব ততুৎসবঞ্চ ।
 কাঞ্চীরবেণাথ নিতম্বিনীনাং
 মনোভিরামণ চ নৃপুরণাম্ ॥ ৬৬
 তাসাং স্মিতেনাথ মুনীন্দ্রবর্ষা
 বভূব কামানলদীপচর্যা ।
 হোমাবদানে মধুপকবুক্রং
 দেবায় তদৈশ্চ মধুভাজনঞ্চ ॥ ৬৭
 ততো নিবেদ্য প্রমথাবিপায়
 চকার ভূষ্টি পরমাং বিরিকিঃ ॥ ৬৮

অথ দেবেষু বিশেষো বরদোহভূদ্বিজোত্তমাঃ ।
 বরাশ্চ বিবিধান্ দত্ত্বা ব্রহ্মাদিত্যো মহেশ্বরঃ ॥
 বাসক্জয়ৎ ততঃ সৰ্বান স্থাবরান্ জঙ্গমাংস্তথা ।
 বিসর্জিতাঃ প্রণম্যোশঃপ্রীতিং তে পরমাংগতাঃ
 এবংসংক্ষেপতো বিপ্রা বিবাহো গিরিজাপতেঃ

বাণ, শঙ্খধ্বনি, সঙ্গীত, মাল্য-রব এবং
 বীণা বেণু ও হুন্মুভি-নিদাদে সকলের কর্ণ-
 সুখ হইতে লাগিল । সুরসুন্দরীগণের
 নৃত্য, উত্তমা কিম্বরীগণের সুগীতে, দৈত্যা-
 জ্ঞনাদিগের অবসন্নভাবে সেই উৎসব, মুক্তি-
 মান কামের স্নায়, লক্ষিত হইল । হে মুনীন্দ্র-
 গণ! নিতম্বিনীদিগের কাঞ্চীরব, মনোহর
 নৃপুরণক ও মধুর-স্মিত দ্বারা কামানল-দীপ
 সুসংজ্ঞত হইল । অনন্তর বিরাক, হোমা-
 বদানে মধুপকবুক্র মধুপাত্র দেব প্রমথাবিপাত্তিকে
 নিবেদন করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে
 লাগিলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর বিশ্ব-
 পতি মহেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণকে বিবিধ বর
 প্রদান করিয়া উপস্থিত স্থাবর-জঙ্গম সকল-
 কেই বিদায় দিলেন । তাহারা সকলে বিদায়
 প্রাপ্ত হইয়া মহেশকে প্রণাম করিয়া পরম
 প্রীতি লাভ করিয়া প্রস্থান করিল । হে বিপ্র-
 গণ! গিরিজাপতির এই বিবাহবৃত্তান্ত রবি

কথিতো রবিণা পূৰ্ব্বঃ যথাবৎ সমুদীরিতঃ ॥১১
শৃণোতি শ্রদ্ধয়া যন্ত পঠেৎ প্রযতান্ববান্ ।
সৰ্বান কামানবাপ্নোতি বৰ্ষাদক্ষাভূন সংশয়ঃ ॥
সৰ্বপাপবিনিমুক্তস্তেজস্বী প্রিয়দর্শনঃ ।
জীবেষ্ববর্ষশতং সাগ্রং ব্রজেদব্রহ্মপদং ততঃ ॥১২
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্ত-
শোনকসংবাদে সাহ্যবিবাহবর্ণনং নামৈ-
কানষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বিবাহাদ্রিশুতাঃ শমুঘ্যৌ কৈলাসপৰ্বতম্ ।
ক্রৌড়াং বৈ বর্ষসাহস্রীমকরোং তত্র শকরঃ ॥ ১
গণৈর্নানাবিধৈশ্চৈব সিংহাশ্চৈব শরভাননৈঃ ।
কৈশ্চিদ্ভ্যামুখৈর্ভীমৈঃ কৈশ্চিদ্গৃধ্রমুখৈরপি ॥ ২
কৈশ্চিদ্রাজমুখৈরশ্চৈব কৈশ্চিদ্ভৃগুমুখৈরপি

পূর্বে যেরূপ সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন,
অবিকল তাহাই উক্ত হইল । যে ব্যক্তি
সংযতাত্মা হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ইহা শ্রবণ
বা পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই সংবৎসর
মধ্যে সৰ্বপাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া
সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং
তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হইয়া শত বৎসরেরও
অধিক কাল জীবিত থাকিয়া অনন্তর ব্রহ্মপদ
প্রাপ্ত হয় । ৫৪—৭৩ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন—শমু এইরূপে অত্রি-
তনয়াকে বিবাহ করিয় কৈলাস-পৰ্বতে গমন
করিলেন এবং তথায় সহস্র বৎসর কাল
ব্যাপিয়া ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন । নান-
বিধ গণ ভীহার ক্রৌড়াসহচর ; তন্মধ্যে কেহ
সিংহাশ্ব, কেহ শরভানন, কেহ ব্যাঘ্রমুখ,
কেহ গৃধ্রমুখ, কেহ গজমুখ, কেহ মৃগমুখ,

কৈশ্চিদ্ভৃগুমুখৈর্দীর্ঘৈঃ কৈশ্চিদ্ভৃগুমুখৈরপি ॥ ৩
কৈশ্চিচ্চিদ্রুমুখৈরশ্চৈব কৈশ্চিদ্রুমুখৈরপি ।
মৃষকাত্মৈস্তথা চাতৈর্নাক্ষরবদনৈরপি ॥ ৪
সর্পাত্মৈর্নকুলাত্মৈশ্চ জম্বুকাত্মৈস্তথাপটৈঃ ।
শিশুমারমুখৈশ্চাতৈর্নাক্ষরবদনৈস্তথাপটৈঃ ॥ ৫
ময়ূরবদনৈরশ্চৈবকবদনৈস্তথাপটৈঃ ।
শাখামৃগমুখৈশ্চাতৈঃ খরাত্মৈশ্চ তথাপটৈঃ ॥ ৬
অনৈরসংখ্যৈঃ প্রমথৈর্জরামরণবর্জিতৈঃ ।
নিহাত্তৈশ্চানৈরাত্তৈঃ কালসংহরণকটৈঃ ॥ ৭
সংখ্যাকোটসংখ্যাকৈঃ সচ্ছন্দগতিচারিভিঃ ।
ক্রৌড়াং বিধায় ভগবান্ কৈলাসে পশ্যতোত্তমে
তপস্যামহতা শমুঘরুগৃহ চ মন্দরম্ ।
কৈলাসং সম্পরিত্যাহ্য মন্দরে চাক্রকন্দরে ॥ ৯
তত্রাপি রমমাণস্তা গতে বর্ষসংখ্যকে ।
দেবভাণাঃ হিতার্থায় প্রকৃত্যা সহ শূলভৃৎ ।
প্রক্রৌড়তীহ বিবাহ্য কামাসক্তশ্চ সৰ্বথা ॥ ১০
প্রার্থিতোহহং সুরৈঃ পূৰ্ব্বঃ ভারকশ্চ বধৈঃসরা

কেহ উষ্ট্রমুখ; কেহ হুমুখ, কাহারও বিচিত্র
মুখ, কেহ বৃকমুখ, মৃষকের আয় কাহারও
মুখ, কাহারও মৃগ মাজ্জারের আয়, কাহারও
সর্পের আয়, কাহারও নকুলের আয়, অপ-
রের জম্বুকের আয়, কাহারও মুখ শিশুমা-
রের আয়, শেহ ভল্লুক-মুখ, কেহ ময়ূরবদন,
কাহারও বকের আয় বদন, কাহারও বান-
রের আয় বদন, কাহারও গর্দভের সদৃশ
মুখ । এইরূপ অসংখ্য জরামরণ-
বিবর্জিত, সৰ্বদাই পরিতৃপ্ত, আতঙ্কশূন্য,
কালসংহরণকম, সচ্ছন্দগতি প্রমথগণের সাহিত
ভগবান্, পশ্যতোত্তম বৈলাসধামে ক্রৌড়া
করিয়া অনেক তপস্যার পর মন্দরাচলের
প্রত্যন্ত অগ্রগহ পকাশ করিলেন । তখন কৈলাস
পরিত্যাগ করিয়া মনোহর কন্দর-সমবিত্ত
মন্দর পৰ্বতে গমন করিয়া ক্রৌড়া করত
সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন । ১—৯ ।
দেবগণের হিতার্থে বিবাহ্য শূলধর, কামাসক্ত
হইয়া প্রকৃতির সাহিত ক্রৌড়া করিতে লাগি-
লেন । “দেবগণ পূর্বে ভারকশ্চ বধের

মহোত্তমঃ সমুৎপন্নস্তারকঃ স হনিষ্যতি ॥ ১১
 ইতি যত্না মহাদেবে রমমাণে সহোময়া ।
 উৎপাতাশ্চ মহাঘোরাঃ সম্প্রবৃত্তাঃ সুদারুণাঃ
 কধিরাহীনবর্ষান্ত নদন্তো মেঘসঙ্কুলাঃ ।
 বায়বশ্চ মহাবেগাঃ পার্শ্বতাংচ্চানয়ন্ত তে ॥ ১৩
 বিমানানি পুরাণাঞ্চ নিপেতুর্বন্ধুধাতলে ।
 উদ্ধাতির্গগনং ব্যাপ্তং পতন্তীভিঃ জ্যোত্স্বিনাঃ ॥
 কেতবশ্চোদিতাঃ সর্বৈ জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ ।
 দিগ্‌দাহাশ্চ মহাঘোরা দাবাগ্নিরিব সংক্ষয়ে ॥ ১৫
 মৃত্যুকালে যথা জন্তুর্নৈব সৌখ্যমবাশ্রুয়াৎ ।
 জগল্লয়মিদং ক্লেশং ন লভেত তথা সুখম্ ॥ ১৬
 ন বেদাঃ পঠিতাস্তস্মিন্ ন বিপ্রা জজপূর্জপম্ ॥
 পার্শ্বত্যাং কম্পমানায়াং কম্পমানে চ শকরে ।
 ত্রৈলোক্যমভবননুনং কম্পমানং তয়া তুরম্ ॥ ১৮
 কালাগ্নিকম্পিতো দেবো বিরিকির্মুনিভিঃ সহ ।
 চক্রায়ুধোহপি চাত্যর্গমিস্তাদৈত্যঃ পরিবারিতঃ ॥

নিমিত্ত আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল; মদীয়
 বীৰ্য্যোৎপন্ন পুত্র তারকাসুর বধ করিবে”
 এই ভাবিয়া মহাদেব উমার সহিত ক্রৌড়ারত
 হইলেন। এদিকে সুদারুণ ভয়ঙ্কর উৎপাত
 হইতে লাগিল। মহাবেগশালী প্রচণ্ড বায়ু
 ও মেঘ সকল গভীর গর্জনে করত রক্ত ও
 অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। পক্ষত সকল
 উন্টাইয়া ফেলিল; দেবগণের বিমান সকল
 ছুতলে পতিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 উৎপাতে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; জনন্ত
 অগ্নির জ্বালায় কেতু সকল উদ্ভূত হইল।
 প্রলয়কালে মহাবাহুর জ্বালা অতি ভীষণ
 দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইতে লাগিল; মৃত্যুকালে
 যেমন লোক কিছুমাত্র সুখ পায় না, কেবল
 অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত
 ত্রিজগৎ সুখরহিত, কেবল দুঃখময় হইয়া
 উঠিল। তৎকালে বেদপাঠ রহিত হইল;
 ব্রাহ্মণেরা অপহীন হইলেন। পার্শ্বতী ও
 শকর উভয়ে কম্পমান হইলে ত্রৈলোক্য ও
 ভয়াতুর ও কম্পমান হইল; কালাগ্নিও
 কম্পিত হইল। দেব বিরিক চক্রায়ুধ, মুনি-

যে কেচিদেবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধা গগনচারিণাঃ ।
 বিদ্যাধরাশ্চ যক্ষাশ্চ সম্প্রাপ্তাশ্চ বসুন্ধরাম্ ॥ ২০
 এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ শক্রঃ দেববিস্তমঃ ।
 যথাবন্দ্যপর্কাদৈত্যঃ শক্রস্তমভ্যপূজ্য ॥ ২১
 অরবীন্দেবরাজস্তমুপাবষ্টে মহামুনিম্ ।
 ত্রিকালদর্শিনং শাস্তমাত্মনিষ্ঠং তপোমিধিম্ ॥ ২২
 শক্র উবাচ ।

উৎপাতাশ্চ মহাঘোরাঃ সম্প্রবৃত্তাঃ সুদারুণাঃ
 কারণং বদ মে সর্বং শান্তিষ্টৈশ্চ যথা ভবেৎ ॥
 নারদ উবাচ ।
 উময়া সহ বিশেষঃ পরং জ্যোতির্মহেশ্বরঃ ।
 অহনিশমবিশ্রান্তং যুক্ত এব প্রবর্ততে ॥ ২৩
 তস্মাক্কেতোঃ প্রবর্তন্ত উৎপাতা রক্তহন কিল ।
 বিঘ্ন তস্মৈ প্রকর্তব্যঃ যদিচ্ছসি পরং সুখম্ ॥ ২৫
 উমাগর্ভসমুৎপন্নঃ সর্বস্মাদধিকো হি সঃ ।
 কথং ধারয়িতুং শক্রা ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদ্রাসুরাঃ ॥
 জগল্লয়মিদং ক্লেশং ধরনী ধারয়িষ্যতি ।
 নাপত্যধারণে শক্তা সঞ্জাতঃ শিবয়োঃ খলু ॥ ২৭

গণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ-সমভিব্যাহারে
 পৃথিবীতে আসিলেন এবং অপরাপর
 দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, গগনচারী বিদ্যাধর
 ও যক্ষ সকলেই বসুন্ধরায় সমুপস্থিত; ঐ
 সময়ে দেববিস্তম নারদ ইন্দ্রের নিকটে
 উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র যথাবিধি মধু-
 পর্কাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া
 তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—
 মহর্ষে! অতি ভীষণ সুদারুণ উৎপাত হইতে
 আরম্ভ হইয়াছে; ইহার কারণ বা এবং কি
 উপায়েই বা ইহার শান্তি হইবে, তাহা
 বলুন। ১০—২৩। নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মা-
 সুরঘাতিন! পরমজ্যোতি বিশ্বপতি মহেশ্বর
 অহনিশ অবিশ্রান্ত উমার নহিত সংযুক্ত
 আছেন, সেই কারণে এই সকল উৎপাত
 হইতেছে; যদি ভাল চাহেন, তাহা হইলে
 তাহার বিঘ্ন করিতে হইবে। উমাগর্ভোৎপন্ন
 অপত্য সর্বাতিশায়ী তেজস্বী, ব্রহ্মাদি
 সুরাসুর কিরূপে ধারণ করিবে? এই সময়ে

নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা শক্ৰো বিশ্বয়মাগতঃ ।
তদা চিন্তার্নবে মগ্নো দেবৈঃ সহ পুরন্দরঃ ॥ ২৮
পক্ষে গোঁরিব সৌদংশু দেবেষ্বথ জনার্দনঃ ।
উবাচ শক্ৰা বাচ দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২৯
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্গাঃ কামাসক্তো ন শক্যঃ ।
যুস্মাকং হিতকাম্য ভোগযুক্তোহভবচ্ছবঃ ॥ ৩০
শ্বতস্ত শক্তিবিধায়া জিতকামঃ স ভাবতঃ ।
সম্পূর্ণকামঃ স বিভূঃ কথং কামেন বাধ্যতে ॥ ৩১
তদ্রে তস্য সমুৎপন্নস্তারকং স বধিস্যাতি ।
এতস্মাৎ কারণাদেবো দেব্যা যুক্তো-
হভবৎ সুরাঃ ॥ ৩২

কিন্তু তৎকেবলোৎপন্নংসৈন্দ্ররপি সুরাসুরৈঃ
তেজো ধারয়িতুং তস্ত ন শক্যমিতি নিশ্চিতম্
ইদং যৎ কার্যমুৎপন্নং ব্যাধিরূপং দিবৌকসাম্
উপেক্ষিতং ন সন্দেহো হস্তান্ননং জগল্লয়ম্

জগৎ, ধরনী—কেহই শিব ও শিবীর অপত্য
ধারণে সমর্থ নহে। ইন্দ্র নারদের বাক্য
শ্রবণ করিয়া বিশ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, সকল দেব-
গণের সহিত তৎকালে চিন্তাসাগরে মগ্ন
হইলেন। পক্ষে যেরূপ গোগণ অবসন্ন হয়,
সেইরূপ দেবগণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।
জনার্দন বিষ্ণু দেবগণের হিতেক্ষু হইয়া সুস্পষ্ট
বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ!
তোমরা সকলে শ্রবণ কর; শক্ৰ কামাসক্ত
হন নাই। শিব তোমাদের হিতার্থেই
ভোগযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীন-শক্তি
বিশ্বায়া সম্পূর্ণকাম সেই বিভূ স্বভাবতই
কামজয়ী; তিনি কিরূপে কন্দর্প দ্বারা বাধিত
হইবেন? তাঁহার রেতঃসমুত সন্তান তারকের
বধ করিবে। এই কারণে দেব, দেবীর
সহিত সঙ্কত আছেন। হে সুরগণ! কিন্তু
তাঁহার কেবল উৎপন্ন তেজ, ইন্দ্র কি সুর
অসুর কেহই ধারণ করিতে সমর্থ নয়, ইহা
নিশ্চয়! দেবতাদিগের ব্যাধিরূপ ঐ যে
কার্য উৎপন্ন হইতেছে, উহা অপেক্ষা করিলে
জগল্লয় নষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে

যদি তৎ কেবলো জাতো ভবিষ্যতি সুরাস্তদা
অসহো দুর্ধরো ঘোর ইতি তথ্যং ন সংশয়ঃ ॥
স এব বিষ্ণুর্বলবানিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিঃ ।
স চাদিত্যঃ কুবেরশ্চ ঐশানো বরুণস্তথা ॥ ৩৬
স যমঃ সচ সোমশ্চ স বায়ুঃ স্বর্গবাসিনঃ ।
স এব সর্বং ভবিতা ভবন্তশ্চৈত্বপেক্ষিতঃ ॥ ৩৭
দৃশ্যতেহত্ৰাপ্যপায়শ্চ কার্যাস্তাস্মৈ সুরোত্তমাঃ ।
যস্মাদগ্নিমুখা যুয়ং তস্মৈ দগ্নিহি নাত্ববা ॥ ৩৮
যহগ্রং গহনং ঘোরমপ্রধুষ্যগোচরম্ ।
হৃদি যদ্ববতাঃ কার্যমাগ্নিহি সাধয়িস্যাতি ॥ ৩৯
এবমুক্তাথ বিশ্বাদিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
অববোঃ কৃকবর্য়ানঃ দেবানাং সদাসি স্থিতম্ ॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

শৃণু মদ্বচনং বহু দেবানাং যহপস্থিতম্
অস্মা তৎ সাধনীয়ং হি হিতার্থং ত্রিদিবৌকসাম্
যোহসৌ দেবঃ পরং জ্যোতির্নীলগ্রীবো
বিলোহিতঃ ।

সুরগণ! যদি কেবল সেই তেজ বর্হিত হয়,
তাহা হইলে তাহা ঘোর অসহ, দুর্ধর হইবে
তাহার সন্দেহ নাই। সে একাই বিষ্ণু,
বলবান্ ইন্দ্র, প্রজাপতি, আদিত্য, কুবের,
ঐশান, বরুণ, যম, সোম ও বায়ু হইয়া
দাঁড়াইবে। যদি তোমরা উপেক্ষা কর, তাহা
হইলে সেই তেজ একাই সকল স্বর্গবাস হইয়া
দাঁড়াইবে। ২৪—৩৭। হে সুরোত্তমগণ!
একগে এই কার্যের এই উপায় দেখা যাই-
তেছে, যেহেতু (তোমরা অগ্নিমুখ) তোমাদের
মুখেই অগ্নি রহিয়াছেন, ঐ অগ্নিই উগ্র,
গহন, ঘোর, অপ্রধুষ্য এবং অগোচর,
তোমাদের হৃদয়গত কার্য-সাধনে সমর্থ
হইবেন। অনন্তর এই বলিয়া বিশ্বের
আদ শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীবিষ্ণু দেবগণের
সভায় কৃকবর্য়াকে বলিলেন,—হে বহু!
মদীয় বাক্য শ্রবণ কর, দেবগণের যে কার্য
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমার সাধন
করিতে হইবে; উহা সকল দেবগণের
হিতার্থ। ঐ যে পরমজ্যোতি নীলগ্রীব

রমতে চোময়া সাক্ষিঃ চরাচরপতিঃ শিবঃ ।
 ভয়ং তস্মাৎ সমুৎপন্নং কারণাক্ষি দিবৌকসাম্ ।
 তস্মাক্ৰিতায় গচ্ছ ত্বং মহাদেবস্ত সান্নিধৌ ॥৫৩
 মুখং ত্বমেব সর্কেষাং কার্য্যণাক্ষেব সাধকঃ ॥৫৪
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্ব পাবকঃ কেশবাৎ তদা ।
 উবাচেদং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রীবৎসাস্তিতবক্ষসম্ ॥৫৫
 অগ্নিক্রবাচ ।

যত্নকৃতং ভবতা দেব কিস্কয়ুক্তং সনাতন ।
 মহেশস্ত রহঃস্থস্ত প্রবেষ্টুং নৈব সাম্প্রতম্ ॥৫৬
 ধ্যানযুক্তো জনঃ কশ্চিন্মজ্জভোজনতৎপরঃ ।
 রহসিন্ধোহথ দানমুস্তদযুক্তং প্রবেশনম্ ॥৫৭
 আপ্যোপহারযুক্তো বা হোমযুক্তোহথবা ভবেৎ
 অর্চনাভিরতঃ বশিষ্ঠং তদযুক্তং প্রবেশনম্ ॥
 প্রাকৃতস্তাপি দেবেশ রহঃস্থস্ত রমাপতে ।
 তস্মিন্ কালে সুরেশান গহিতম্ প্রবেশনম্ ॥
 কিং পুনর্ভগবান ভীমস্তিগ্মরাশ্মর্মহেশ্বরঃ ।
 দেবানাঞ্চ হিতার্থায় প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতঃ ॥৫৮

রক্তবর্ণ চরাচরপতি শিব উমার সহিত সঙ্গত
 রহিয়াছেন, সেই কারণে দেবগণের ভয়
 উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তুমি দেবগণের
 হিতার্থে মহাদেবের সান্নিধানে গমন কর;
 তুমিই সকলের মুখ ও কার্য্য-সাধক ।
 পাবক কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 শ্রীবৎসাস্তিত-বক্ষঃস্থল হরিকে কহিতে
 লাগিলেন,—হে সনাতন! আপনি যাহা
 বলিলেন, তাহা যুক্ত বোধ হয় না;
 বিজ্ঞানহীন মহেশের সম্মুখে গমন করা
 উচিত নহে । ধ্যানতৎপর, মজ্জণাব্যাপৃত,
 ভোজননিরত নিৰ্জ্জনস্থ বা দানহীন ব্যক্তির
 নিকটে গমন করিতে নাই । যাহারা জপ-
 প্রযুক্ত বা উপহারযুক্ত, হোমনিরত বা পূজা-
 ব্যাপৃত, তাহাদের নিকটে গমন নিষেধ । হে
 দেবেশ রমাপতে! সাধারণ লোকই নিৰ্জ্জন-
 স্থিত হইলে তৎকালে তাহার নিকট যখন
 গমন নিষিদ্ধ, তখন দেবগণের হিতার্থে
 প্রাকৃতিক সহিত সঙ্গত তিগ্মরাশ্ম ভীম মহে-
 শ্বরের নিকট কিরূপে যাওয়া যাইবে? ফলতঃ

নাহং তত্র শিবে নূনং বিভেমি মধুসূদন ।
 আগতঃ মাং সমালোকা কণাচ্ছত্বুর্হনিব্যতি ॥৫৯
 জুগুপ্সিতমিদং কার্য্যমিতি কষ্টং ভয়াবহম্ ।
 বিবস্ত্রাঃ জননৌ দেবীঃ কথং দ্রক্ষ্যামি কেশব ॥
 কিং বক্ষ্যতি প্রবিষ্টস্ত বক্ষ্যামি কিমহং বিভো ।
 জল্পয়িষ্যতি মাং দেবো ধিজ্জর্থোহয়মিতি ক্রবম্
 যদ্বাব্যং তদ্ববেদতা ন করোমি চ নিন্দিতম্ ॥৬০
 অগ্নিনা চৈবযুক্তস্ত বিষ্ণুর্দানবাস্তদনঃ ।
 ভয়দং মোহদং শ্রুত্বা বাক্যং হৃদয়কম্পনম্ ॥৬১
 উবাচ ভগবান বিষ্ণুঃ পুনর্বক্রিমিতি স্তবন ।
 ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় শক্রাদীনাঞ্চ সান্নিধৌ ॥৬২
 বিষ্ণুক্রবাচ ।

যত্নকৃতং ভবতা বহু সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ।
 আত্মহেতোবিক্রদ্ধং স্তাৎ পরার্থং নৈব হব্যতি
 প্রদিত্তো দেবদেবেন সংহারার্থং কপদ্দিনা ।
 প্রবিশ ত্বমণো রূপমাদায় ন হি হব্যতি ॥ ৮

তাঁহার নিকট যাইতে আমার অত্যন্ত ভয়
 হইতেছে । হে মধুসূদন! শত্রু আমাকে
 আসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ বধ করিবেন ।
 হে কেশব! বিবস্ত্রা জননৌ দেবীকেই বা
 কিরূপে দর্শন করিব? এই কার্য্য অতি
 কষ্টকর, ভয়াবহ ও অতি গর্হিত । হে বিভো ।
 আমি প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে কি বলিব,
 তাঁহারা কি বলবেন? দেব, “ধিকৃ এই
 মুখকে” ইহা আমাকে নিশ্চয়ই বলিবেন ।
 যাহা হইবার, তাহা হউক; আমি এ গর্হিত
 কৰ্ম্ম করিতে পারিব না ৷৬৮—৬৯। অগ্নির এই
 প্রকার ভয়প্রদ মোহজনক হৃদয়কম্পনকারী
 বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবানিসূদন বিষ্ণু পুনর্বার
 বহুর প্রশংসা করত দেবগণের অগ্রে
 ত্রৈলোক্যরক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্রবাক্যে বলিতে
 লাগিলেন,—হে বহু! তুমি যাহা বলিলে,
 তাহা সত্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই;
 কিন্তু ঐ প্রকার কৰ্ম্ম আত্মহিতার্থে করিলে
 দোষ হয়, পরোপকারার্থে করিলে কোন দোষ
 নাই । দেবদেব কপদ্মী তোমাকে সংহারার্থ
 আদেশ করিয়াছেন । তুমি অগুরুপে তথায়

প্রস্তুতাঃ স্তব্ধতং নাস্তি তেজোমূর্তেষুতবানঘ ।
 সর্বদা সর্বগন্তঃ হি ন কচিৎ প্রতিহন্তসে ॥ ৫৯
 ভূতগ্রামঃ সমস্তঃ বৈ যমেকো ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।
 উদরস্থঃ পচন্তুঃ প্রাণিনাং মেষবাহন ॥ ৬০
 ত্বয়েকেন জগৎ কৃৎস্নং গোপাতে যদি পাবক
 কিং ন প্রাপ্তং ত্বয়া ক্রহি দোষঃ কঃ স্মাদ্ধুতাশন
 জুগুপ্সাম্বিন্ ন কৰ্ত্তব্য ত্বয়া বৈ হব্যবাহন ।
 উৎপন্নস্তাস্ত্র কাথ্যস্ত কাল এব তবানঘ ॥ ৬১
 ত্রিংশাঃ শরণং প্রাপ্তা হতভূক্ ত্বাং বিভাবসো
 অহো ধন্ততরশ্চাসি শ্লাঘ্যো যদি করিষ্যসি ॥ ৬২
 কুরু কাথ্যং সুরাগং হং ময়ানাং করুণাং কুরু
 সর্বকালে যথা মৰ্ত্ত্যা বীক্ষমাণাস্ত ভাস্করম্ ।
 তথা তবাননং বহু পশ্যন্ত সুরসন্তমাঃ ।
 চাক্রচন্দ্রপ্রতীকাশং কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতম্ ॥ ৬৩
 অনেন কিং ন পর্যাপ্তং বদ নুনং বিভাবসো ।
 এবং সহোধ্যমানোহগ্নিবিষ্ণুনা দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৬৪
 হৃদয়ে চিস্তিতং তেন যাশ্চামি হরসান্নিধৌ ॥ ৬৫

প্রবেশ কর, কোন দোষ হইবে না। হে
 অনঘ! তুমি তেজোমূর্তি, তোমার পশ্চত
 অপ্রস্তুত কিছুই নাই; তুমি সর্বদা সমস্ত
 যাইতে পার, তুমি কোন স্থলে প্রতিহতগতি
 হও না; তুমি সমস্ত প্রাণিসমূহকে ব্যাপিয়া
 রহিয়াছ। হে মেষবাহন! তুমি প্রাণিগণের
 উদরস্থ হইয়া অন্নপাক কর। তুমি একাই
 কৃৎস্ন জগৎ রক্ষা করিতেছ। হে হতাশন।
 তোমার অপ্রাপ্য কি, দোষই বা কি আছে?
 হে হব্যবাহন! তুমি ওকার্যে ঘৃণা বিবেচনা
 করিও না। এই কার্যাদিক্রিয় এই-ই সময়।
 হে বিভাবসো! সকল দেবগণ তোমার শরণা-
 গত হইয়াছে। এই কার্য করিলে তুমি শ্লাঘা
 ও ধন্ত হইবে। তুমি দয়া করিয়া বিপন্ন
 দেবগণের এই কার্য উদ্ধার করিয়া দাও।
 মৰ্ত্ত্যগণ যেমন সর্বসময়ে ভাস্করের দর্শন
 প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুরশ্রেষ্ঠগণ চাক্রচন্দ্রসদৃশ
 কুণ্ডলালঙ্কৃত তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া
 আছেন, হে বিভাবসো! বল, ইহা কি কম
 কথা? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বিষ্ণু সহোদন

ততো মনোগতঃ জাত্বা অগ্নেদেবাস্তদানবাঃ ।
 সেস্তাঃ সবরুণাদিত্যাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসঃ ।
 তুষ্ণুবুস্তে শুভৈবাকৈঃ পাবকঃ দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৬৬
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো সূত-
 শৌনকসংবাদে সাহক্ৰাড়াবর্ণনং নাম
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেবা উচুঃ ।

জলভীরো জলোৎপন্ন জলাজল জলৈচর ।
 জলজামলপত্রাক্ষ যজ্ঞদেব হতাশন ॥ ১
 কৃষ্ণকেতো কৃষ্ণবর্ষন স্বর্গমার্গপ্রদর্শক ।
 যজ্ঞাহুহিতাহার যজ্ঞাহার হরাকৃতে ॥ ২
 পূর্ণগর্ভ গবাং গর্ভ জয় দেব মহাশন ।
 তমোহর মহাহার স্বাহাভর্ত্তনমোহন্ত তে ॥ ৩
 হব্যবাহন সপ্তার্চে চিত্রভানো মহাহুতে ।

পৃথক অগ্নিকে এই কথা বলিলে, অগ্নি মনে
 মনে চিন্তা করিলেন,—‘হরের নিকটে যাইতে
 হইল।’ অনন্তর ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য ও
 দেবগণ, যক্ষ উরগ ও রাক্ষসগণ অগ্নির
 মনোগত ভাব জানিয়া শুভবাক্যে পাবকের
 স্তব করিতে লাগিলেন । ৫৫—৬৬ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—হে জল-
 ভীরো! হে জলোৎপন্ন, হে জলাজল, জল-
 চর, হে জলজামলপত্রাক্ষ, যজ্ঞদেব, হতাশন!
 হে কৃষ্ণবর্ষজ, কৃষ্ণবর্ষন! হে স্বর্গপথের
 প্রদর্শনকারিন! হে হরাকৃতি, যজ্ঞের আহুত-
 আহারকারিন! হে পূর্ণগর্ভ, গোগর্ভ, দেব,
 মহাশন, আপনার জয়। হে তমোহর!
 হে মহাহার! হে স্বাহাস্বামিন! আপনাকে
 নমস্কার। হে হব্যবাহন! হে সপ্তার্চিঃ,

অনলাগ্নে যজ্ঞমুখ জয় পাবক সৰ্বগ ॥ ৪
 বিভাবসো মহাভাগ বেদভাষার্থভাষণ ।
 কৃশানো ক্রতুসস্তারপ্রিয় বিশ্বপ্রভাবণ ॥ ৫
 সাগরানু স্তুতং দেব অমশ্বমুখসংশ্রিতঃ ।
 পিবংশৈচবোদগিরংশৈচ ন তৃপ্তিমধিগচ্ছসি ॥ ৬
 স্বং বাক্যোষনুবাক্যেযু নিষৎস্পৃশ্যনিষৎসু চ ।
 ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিং ব্রাহ্ম স্ববন্তি হংসরাযণাঃ ॥ ৭
 তুভ্যং কুত্বা নমো বিপ্রাঃ সৰ্ব্বাৰ্য্যবিহিতাং গতিম্
 ব্রহ্মৈন্দ্রবিষ্ণুকুজাণাং লোকান্ সম্প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ৮
 অমন্তঃ সৰ্বভূতানাং ভুক্তং ভোক্তা জগৎপতে
 পচসে পচতাং শ্রেষ্ঠ ত্রীন্ লোকান সঙ্কর্য্যয্যসি
 সাক্ষী লোকত্রয়স্তাস্ত ত্বয়া তুল্যো ন বিদ্যতে
 শরণং তব দেবানাং বিশ্বত্রয়মহেশ্বর ॥ ১০
 ইত্যেবং স্তুষ্যমানোহসাবুখায় জলনস্তদা ।
 দেবান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য যযৌ শত্ৰুগৃহং দ্বিজাঃ ।

চিত্তভানো, মহাত্মাতে, অনল! হে যজ্ঞমুখ
 অগ্নে! হে সৰ্বগ পাবক! হে বেদার্থবাদিন,
 মহাভাগ, বিভাবসো, হে যজ্ঞসমুহপ্রিয়,
 জগদুদীপক, কৃশানো, আপনি জয়যুক্ত
 হউন। হে দেব! আপনিই অশ্বমুখ বাড়বা-
 নলরূপে সাগরানুরূপ স্তুতপান এবং উদগিরণ
 করত পরিভূক্ত হন না। আপনি ব্রহ্মযোনি,
 ব্রাহ্মণগণ আপনার প্রতি সাতিশয় ভক্তি-
 মান হইয়া বাক্য, অনুবাক্য, নিষদ্
 ও উপনিষদ্ দ্বারা আপনার স্তব করিয়া
 থাকেন। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে প্রণাম
 করিয়া স্ব স্ব কৰ্ম্মবিহিত গতি—ব্রহ্মলোক,
 ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক এবং কুজলোক-
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে জগৎপতে;
 পাচকশ্রেষ্ঠ! আপনি সকল প্রাণীর অভ্য-
 স্তরগত ভুক্তদ্রব্য ভোজন করত পরি-
 পাক করিয়া দেন, ত্রিলোকের সংক্ষয়কর্তাও
 আপনি। আপনার সদৃশ লোকত্রয়ের সাক্ষী
 অপর কেহ নাই। হে বিশ্বত্রয় মহেশ্বর!
 আপনি দেবগণের রক্ষা করুন। হে দ্বিজ-
 পুং! দেবগণের এই প্রকার স্তবে ঐ
 অগ্নি উত্থান করিয়া দেবগণকে প্রদক্ষিণ-

তত্রাপশুৎ প্রতীহারং মহাদেবসমং বলে ।
 পূজিতং সেন্দ্রকৈর্দেবৈর্নহাদেবদিদৃক্ষুজিঃ ॥ ১২
 কপীন্দ্রবদনং দেবং কুলিশোদ্যতপাণিনম্ ।
 শূলহস্তং মহাবীৰ্য্যং সূর্য্যায়ুতমিবোদিতম্ ॥ ১৩
 নন্দিনস্ত তদা দৃষ্টা পাবকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বেগস্তস্মাতুলস্তীক্ষ্ণং সহসৈব ব্যহন্তত ॥ ১৪
 তত্রস্বশ্চিত্তয়ামাস পশ্চামীতি কথং হরম্ ।
 নন্দিনা দ্বারসংস্থেন পুমান্ ন প্রবিশেদগৃহম্ ॥
 পশুমানস্ত শৈলাদেঃ প্রবিশে যদ্যহং গৃহম্ ॥
 কুলসিদ্ধিঃ ন গচ্ছেত নন্দিনা কুপিতেন চ ॥ ১৬
 এবং চিন্তাৰ্ণবে মগ্নো যাবৎ তিষ্ঠত্যসৌ কবিঃ ।
 দ্বিজান্ নানাবিধাংস্তাবদ্ভ্রমমাণাংশ্চ দৃষ্টবান্ ॥
 তান দৃষ্টা চিন্তয়ামাস হংসস্ত হরসন্নিধৌ ।
 রূপং কুত্বা প্রবেক্ষ্যামি ইত্যাশ্রয়মচিন্তয়ৎ ॥ ১৮
 আদায় হংসরূপস্ত প্রবিষ্টঃ পাবকস্তদা ।
 প্রবিষ্ট শঙ্কারহিতঃ সূক্ষ্মরূপো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৯

পূর্বক শত্ৰুগৃহে গমন করিলেন। ১২-১১। তথায়
 উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে অবলোকন করি-
 লেন যে, মহাদেব দর্শনেচ্ছু ইন্দ্রাদি দেবগণ-
 কর্তৃক পূজিত, কুলিশোদ্যতপাণি, শূলহস্ত,
 মহাবীৰ্য্যশালী অযুত সূর্য্যের জ্বায় উদিত,
 বলে মহাদেবের সমান নন্দী প্রতীহার
 রহিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! নন্দীকে
 দর্শন করিয়া পাবকের অতুল তীক্ষ্ণবেগ
 সহসা প্রতিকূল হইয়া গেল। তথায়
 দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
 আমি কিরূপে হরের দর্শন লাভ করি?
 নন্দী দ্বারে থাকিলে কোন পুরুষই গৃহে
 প্রবেশ করিতে পারে না। আমি প্রবেশ
 করিতেছি দেখিলে নন্দী কুপিত হইবেন,
 তাহা হইলে কিছুই ফললাভ হইবে না।
 এইরূপ চিন্তাৰ্ণবে নিমগ্ন হইয়া অগ্নি
 তথায় অবস্থান করত দেখিলেন, নানাবিধ
 পক্ষী তথায় চরিতেছে। তদর্শনে ভাবি-
 লেন, আমি হংসরূপে হরের সন্নিধানে গমন
 করি। তখন পাবক হংসরূপ ধারণ করিয়া
 নিঃশব্দচিন্তে সূক্ষ্ম আকারে গৃহাত্যন্তরে

পার্কত্যা বাহনং সিংহমধাপশুহিতাবসুঃ ।
গোকীৰ্ণধবলাভাসং মহালাঙ্গলশোভিতম্ ॥
জাজ্ঞান্যমাননয়নং চন্দ্রকোটীসমপ্রভম্ ।
প্রসারিতসটাটোপং হৃদ্ধারকৃতভূষণম্ ।
দানবানাং ক্ষয়করং দেবানাং ভয়প্রদম্ ॥ ২১
হৃদ্ধারেণ ততস্তস্মৈ জ্ঞানো বধিরীকৃতঃ ।
অহো দুঃখমিদং প্রাপ্তমিতি সঙ্কিন্ত্য চেতসা ॥ ২২
যদি জীবন্ গমিষ্যামি সিংহাদস্মাদহং তদা ।
তেন পর্যাণ্তকামোহমিতি সঙ্কিন্ত্য নির্গতঃ ॥
যত্র দেবা উপেন্দ্রাদ্যাঃ সংস্থিতা মেরুমূর্ধনি ।
দেবাঃ সর্বে স্মৃৎসংস্থিতা উচুস্তং জাতবেদসম্ ॥ ২৩

দেবা উচুঃ

অস্মৎকার্য্যং ত্বয়া বহু গতা তত্র যথা কৃতম্ ।
তৎ সর্বং ব্রাহ্মি নঃ কিং প্রং শর্য্যাস্মাকং যথা
ভবেৎ ॥ ২৪

অগ্নিক্রবাচ ।

গতোহহং তস্মৈ ভবনং দেবদেবস্মৈ শূলিনঃ ।

প্রবেশ করত অবস্থান করিলেন। অনন্তর
বিভাবসু দেখিলেন, তথায় গো-দুগ্ধের স্নায়
বৃহৎ লাঙ্গল দ্বারা শোভিত,
জাজ্ঞান্যমাননয়ন, কোটি চন্দ্রের স্নায় প্রভা-
শালী, দানবগণের ক্ষয়কারী ও দেবগণের
ভয়প্রদাতা দেবীর বাহন সিংহ সটাসমূহ
প্রসারণ করিয়া হৃদ্ধার ছাড়িতেছে। তদীয়
হৃদ্ধারধ্বনি বহির্কে বধির করিয়া তুলিল।
তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—অঃগা! মহা-
সঙ্কট উপস্থিত। যদি এই সিংহের নিকট
আমার জীবন থাকে, তাহা হইলেই যত্নে।
এই ভাবিয়া তথা হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া
সুমেধপুত্রের শিখরে যথায় উপেন্দ্র প্রভৃতি
সকলে অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন
করিলেন। সকল দেবগণ অগ্নিকে উপস্থিত
দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—
হে বহু! তুমি তথায় গিয়া আমাদের
কার্য্য যাহা সম্পন্ন করিয়াছ, তৎসমুদয় বল—
যাহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে। অগ্নি
বলিলেন,—আমি দেবদেব শূলীর ভবনে,

যয়া নন্দীশ্বরো দৃষ্টো দ্বারদেশ উপস্থিতঃ ॥ ২৬
হংসরূপং ততঃ কৃৎস্না প্রবিষ্টান্তঃপুরং সুরাঃ ।
তত্র স্মৃৎসবপুর্ভুত্বা যাবৎ ক্ষণমহং স্থিতঃ ॥ ২৭
তাবৎ পঞ্চাননো দৃষ্টো গিরিজায়াস্ত বাহনম্ ।
অতিরৌদ্রো মহাকাযঃ প্রলয়াস্তকসম্মিতঃ ॥ ২৮
ভীতোহহং নির্গতস্তস্মাদদৃষ্টেইব পিনাকিনম্ ।
যুগ্মৎকার্য্যমকৃত্বৈব সম্প্রাপ্ত ইহ ভো সুরাঃ ॥
পুনর্বিচিন্ত্যতাং কার্য্যং সর্বেষাং বো যথা সূখম্
এবং বহুবচঃ কৃৎস্না দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
যযুর্মুনিগণৈঃ সার্কং মন্দরং চাক্রকন্দরম্ ॥ ৩১
তয়াসাদা গিরিশ্রেষ্ঠং প্রিয়ং দেবস্মৈ শূলিনঃ ।
কৃতাজলিপুটাঃ সর্বে হস্তবন বৃষভধ্বজম্ ॥ ৩২

দেবা উচুঃ ।

ওঁ নমঃ পরমেশায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে ।
বিক্রপায় সুরূপায় পঞ্চাশ্রায় ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৩৩
বরদায় বরাহায় কূর্ম্মায় চ মৃগায় চ ।

গিয়াছিলাম। দ্বারদেশে দেখিলাম, নন্দীশ্বর
উপস্থিত আছেন। হে সুরগণ! অনন্তর
আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া স্মৃৎসবপুত্রের
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান
করত দেখিলাম, অতি রৌদ্র, দীর্ঘাকার,
প্রলয়াস্তক সদৃশ গিরিজাবাহন পঞ্চানন
রহিয়াছেন। আমি তদর্শনে ভীত হইয়া
পিনাকীর দর্শন না করিয়াই তথা হইতে
সহসা পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। হে সুর-
গণ! আপনাদের কোন কার্য্যই করিয়া
আসিতে পারি নাই। সকলের যাহাতে
মঙ্গল হয়, তাহার উপায় পুনর্বার চিন্তা
করুন ১২—০। বহুর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া
সকল দেবগণ বিষ্ণুকে অগ্রে লইয়া মুনিগণের
সহিত চাক্র-কন্দরযুক্ত, দেবদেব শূলীর প্রিয়,
পার্কতশ্রেষ্ঠ মন্দর-পার্কতে গমনপূর্ব্বক কৃত-
জলিপুটে সকলে বৃষভধ্বজের স্তব করিতে
লাগিলেন,—ত্রিনেত্র, ত্রিশূলধারী, বিক্রপ,
সুরূপ, পঞ্চবদন ও ত্রিমূর্ত্তি পরমেশকে আমরা
নমস্কার করি। বরদাতা, বরাহ, কূর্ম্ম ও মৃগ,

নীলামকশিখণ্ডায় মণ্ডললৈশায় তে নমঃ ॥ ৩৪
 বিশ্বমানায় বিশ্বায় বিশেষায়াক্রুপিণে ।
 কালদ্বায় মথদ্বায় অশ্বকদ্বায় বৈ নমঃ ॥ ৩৫
 নমো মজ্জায় জপ্যায় কোটিজপ্যায় তে নমঃ ।
 ধ্যানায় ধ্যেয়রূপায় ধ্যেয়ধ্যানাত্মনে নমঃ ॥ ৩৬
 ঈশোহনৌশস্ত্রমেবেশ অস্তানস্ত্রমেব চ ।
 অব্যয়স্তঃ বায়শ্চৈব জন্মাজন্ম ত্রমেব চ ॥ ৩৭
 নিত্যানিত্যস্ত্রমেবেশ ধর্ম্যাধর্ম্যস্ত্রমেব চ ।
 গুরুস্তমগুরুর্দেব বীজঃ বাবীজমেব চ ॥ ৩৮
 কালস্তমসি লোকানামকালঃ পরিগীষসে ।
 বলস্তমবলশ্চৈব প্রাণশ্চাপ্রাণ এব চ ॥ ৩৯
 সাক্ষী ত্বং কৰ্ম্মণাং দেব তথাসাক্ষী মহেশ্বর ।
 শাস্তাশাস্তা বিরূপাক্ষ ক্রবশ্চাক্রব এব চ ॥ ৪০
 সংসারী ত্বং হি জন্তুনাং সংসারী ত্রমেব চ ।
 গোপ্তা ত্বং সৰ্বভূতানাং নাস্তি গোপ্তা তবেশ্বরঃ
 জীবস্তঃ জীবলোকস্ত জীবন্তেহন্তো ন বিদ্যতে

নীল অলক ও শিখণ্ডে মণ্ডিত, মণ্ডলেশ আপ
 নাকে প্রণাম । আপনি বিশ্বপ্রমাণ, বিশ্বরূপী,
 বিশেষ্বর, আকরূপী, কালহস্তা, যজ্ঞ ও অন্ধ-
 কাসুরের নিধনকারী ; আপনাকে প্রণাম ।
 আপনি জপ্য-মজ্জরূপ, কোটিবার আপনার
 জয় হউক । আপনি ধ্যান ও ধ্যেয় উভয়া-
 য়ক ; আপনাকে প্রণাম করি । হে ঈশ !
 আপনি ঈশ্বর ও অনীশ্বর, অস্ত ও অনন্ত,
 অব্যয় ও বায় এবং জন্ম ও অজন্ম ও আপনি ।
 আপনি নিত্য ও অনিত্য, ধর্ম্য ও অধর্ম্য,
 আপনি গুরু এবং অগুরু । হে দেব !
 আপনি বীজ ও অবীজ ; আপনিই লোক-
 দিগের কাল ও অকালরূপে কীৰ্ত্তিত
 হইয়া থাকেন, আপনিই বল ও অবল, প্রাণ
 ও অপ্রাণ । হে মহেশ্বর ! আপনিই
 কৰ্ম্মের সাক্ষী ও অসাক্ষী । হে বিরূপাক্ষ !
 আপনি শাসন-কর্ত্তা ও অশাস্তা, ক্রব ও
 অক্রব ও আপনি । আপনিই জন্তুদিগের
 সংসার-বিশিষ্ট, অসংসারীও আপনি ।
 আপনি সকল প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা, আপনার
 রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই । আপনি জীবলোকের

নানাতিরিক্তভাবেন ত্বমাযুচ শরীরিণাম্ ॥ ৪২
 দেহিনাং শঙ্করস্ত্বং হি ন চান্তস্তব শঙ্করঃ ।
 অকুদ্রস্ত্বং মহাদেব কুদ্রস্ত্বং ঘোরকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৪৩
 দেবানাঞ্চ মহাদেবো মহান্তস্তো ন বিদ্যতে ।
 কামস্ত্বং ভবিনাং সৰ্ব্বকামদস্ত্বং জগৎপতে ॥ ৪৪
 অজ্ঞেয়ো জয়িনাং শ্রেষ্ঠো জয়রূপস্ত্রমেব হি ।
 পুরাণপুরুষস্ত্বং হি পুরাণোহন্তো ন বিদ্যতে ॥
 ব্যালযজ্ঞোপবীতায় সরোজাক্ষায় তে নমঃ ।
 নমোহন্ত নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় মৌড়ুষে ॥ ৪৬
 নমঃ কপালহস্তায় পাশহস্তায় দণ্ডিনে ।
 নমো দেবাধিদেবায় নমো নারায়ণায় চ ॥ ৪৭
 উর্দ্ধমার্গপ্রণেত্রে চ নমস্তে হৃদ্বিরেতসে ।
 ক্রোধিনে বীতরাগায় গজচৰ্ম্মাবগুষ্ঠিনে ॥ ৪৮
 নমো ব্রহ্মশিরোব্রায় নমস্তে ক্রতুরেতসে ।
 নমশ্চণ্ডায় ধীরায় কমণ্ডলুনিষঙ্গিনে ॥ ৪৯
 নমঃ প্রচণ্ডবেগায় ক্রোধচণ্ডায় তে নমঃ ।

জীব, আপনি ব্যতীত অপর জীব নাই ।
 আপনি নান ও অতিরিক্ত ভাবে শরীরী-
 দিগের আয়ুঃ । আপনি দেহীদিগের কল্যাণ
 করিয়া থাকেন, আপনার কল্যাণকর্ত্তা কেহ
 নাই । হে মহাদেব ! আপনি অকুদ্র
 ও ঘোরকৰ্ম্মাদের পক্ষে কুদ্র । আপনি
 দেবতাদিগের মহাদেব, আপনার অপেক্ষা
 মহান কেহ নাই । আপনি প্রাণীদিগের কাম
 ও অকামপ্রদ । হে জগৎপতে ! আপনি
 অজ্ঞেয় ও জ্ঞেতাদিগের শ্রেষ্ঠ জয়রূপী ।
 আপনি পুরাণ-পুরুষ, আপনি ভিন্ন অপর
 পুরাণ-পুরুষ নাই । ৩১—৪৫। আপনি সর্পরূপ-
 যজ্ঞোপবীতধারী ও সরোজ-চিহ্নধারী ;
 আপনাকে প্রণাম । মৌড়বান, নীলগ্রীব,
 শিতিকণ্ঠকে প্রণাম । আপনি কপালহস্ত,
 পাশহস্ত, দণ্ডধারী, দেবাধিদেব নারায়ণ ;
 আপনাকে প্রণাম । উর্দ্ধপথের প্রণয়নকর্ত্তা,
 উর্দ্ধরেতা, গজচৰ্ম্ম দ্বারা অবগুষ্ঠিত, বীতরাগ,
 ক্রোধশীল আপনাকে প্রণাম । ব্রহ্মশিরোয়
 ক্রতুরেতা শিবকে প্রণাম । চণ্ড, ধীর-কমণ্ড-
 লুধারী, প্রচণ্ডবেগ ও ক্রোধচণ্ড আপনাকে

বরেণ্যায় শরণ্যায় ব্রহ্মণ্যায়াদিকাপতে ॥ ৫০
সর্বাভ্যুগ্রহকর্তা স্বঃ ধনদায় নমো নমঃ ।
নমঃ সংসারপোতায় অগ্নিমাদিপ্রদায়িনে ॥ ৫১
জ্যেষ্ঠসামাদিসংস্থায় রথন্তরায় তে নমঃ ।
ত্রিগাথায় ত্রিমাত্রায় ত্রিমূর্তে ত্রিগুণায়নে ॥ ৫২
ত্রিবেদিনে ত্রিসঙ্ক্যায় ত্রিশ্রুতায় ত্রিবর্ষনে ।
ত্রিদেহায় ত্রিকালায় ত্রিশক্তিব্যাপিনে নমঃ ॥ ৫৩
শক্তিভ্রয়বিহীনাঃ শক্তিভ্রয়যুতায় চ
শক্তিভ্রয়াশ্রুপায় শক্তিভ্রয়ধরায় চ ॥ ৫৪
যোগীশায় বিষমায় বিজয়ায় নমো নমঃ ।
নমস্তে হরিকেশায় লোকপালায় দণ্ডিনে ॥ ৫৫
হলীষায় প্রমেয়ায় কুলীশায় তু চক্রিণে ।
নমো বিন্দুবিসর্গায় নাদায়া নাদধারিণে ॥ ৫৬
নাভীস্থায় চ নাড্যায় নাভীবাহায় বৈ নমঃ ॥ ৫৭
নমো গায়ত্রীনাথায় গায়ত্রীহৃদয়ায় তে ।
নমো গায়ত্রীগোপ্ত্রে চ গায়ত্র্যায়ায় নমো নমঃ
য ইদং পঠতে স্তোত্রং গীর্বাণৈঃ সমুদৌরিতম্ ।

নমস্কার করি। হে অধিকাপতে! আপনি বরেণ্য রক্ষাকর্তা সকলের প্রতি অভ্যুগ্রহকর্তা ধনদ ব্রহ্মণ্যাদেব; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অগ্নিমাদিগুণপ্রদাতা, জ্যেষ্ঠসামাদি-সংস্থিত রথন্তর এবং সংসারের পোতস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ত্রিগাথা-ময়, ত্রিমাত্র, ত্রিমূর্তি, ত্রিগুণাত্মা, ত্রিবেদী ও ত্রিসঙ্ক্যা স্বরূপ; ত্রিশ্রুত, ত্রিবর্ষা, দেহাত্রয়-বিশিষ্ট, ত্রিকালস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিব্যাপী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি শক্তিভ্রয়-বিহান এবং শক্তিভ্রয়যুক্ত, শক্তিভ্রয়স্বরূপ ও শক্তিভ্রয়ধারী, যোগীশ্বর, বিষয়, বিজয়-স্বরূপ; আপনাকে সতত প্রণাম করি। আপনি হরিকেশ, লোকপাল, দণ্ডী, হলীষ, প্রভেয়, কুলীশ, চক্রী; বিন্দু-বিসর্গস্বরূপ, নাদ ও অনাদধারী, নাভীস্থ, নাভীবাহ ও নাড্য; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি গায়ত্রীনাথ, গায়ত্রীহৃদয়, গায়ত্রী-গোপ্তা এবং গায়ত্রীস্বরূপ; আপনাকে মুহূর্ত্ত প্রণাম করি। গীর্বাণকর্তৃক উদৌরিত এই

যাবজ্জীবনকৃতৈঃ পাটৈর্মুক্তা য়াতি পরাং গতিম্ ।
এবং স্তুতঃ স্তুতৈঃ শম্ভুঃ প্রসন্নো বরদোহভবৎ
বরং বৃণীশ্বং হে দেবা ইত্যাবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ৬০
অথ তং বরদং জ্ঞাত্বা শম্ভুমগ্নিমুখাঃ সুরাঃ ।
উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বে ভয়ং ত্যক্তা দ্বিজোত্তমাঃ
দেবা উচুঃ ।

যদি তুষ্টোহসি বিশেষ দেহীমং বরমুত্তমম্
গিরিজাকৃষ্ণদম্ভুতঃ পুত্রো মাভূৎ তবানঘ ॥ ৬২
এবমস্তিত্যসৌ শম্ভুকৃত্বা প্রাহ পুনর্বচঃ ॥ ৬৩
নাহং রেতো বুধা স্কন্দে ত্রৈলোক্যকরকারণম্ ।
বুধা স্তুত্রে মদীয়ে তু ত্রৈলোক্যঃ তন্মসাত্তবেৎ
হিতায় তন্মাত্মলোকানাং মম রেতো দিবোকসঃ ।
শাস্ত্যর্থকৈব বুধ্যাভিঃ শীঘ্রমেব প্রযুজ্যতাম্ ॥
এবং শস্তোর্বচঃ স্তুত্বা দেবাস্তে ভয়বিহ্বলাঃ ।
সলোকেশাঃ সগোবিন্দা ন কিঞ্চিদক্রবন্ দ্বিজাঃ
অথ দেবেষু সৌদৎসু বিষ্ণুর্গৌরির কন্দমে ।
প্রসার্য স্বাজলিং শম্ভুং রেতো মুকোতি চাববৌৎ

স্তব যিনি পাঠ করেন, তিনি যাবজ্জীবনকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। শম্ভু পুরগণকর্তৃক এই প্রকার স্তুত হইয়া প্রসন্ন এবং বরদানোদ্যত হইলেন। মহেশ্বর বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা বর প্রার্থনা কর। ৪৬—৬০। অনন্তর তাঁহাকে বরদা-নোদ্যত দেখিয়া বহুপ্রমুখ দেবগণ প্রাজ্ঞলি হইয়া নির্ভয়চিত্তে বলিলেন,—হে বিশেষ্বর! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই উত্তম বর প্রদান করুন যে, গিরিজাগর্ত-জাত সন্তান না হউক। শম্ভু ‘তথাস্তু’ বলিয়া পুনর্বার কহিলেন,—আমি বুধা ত্রৈলোক্যের করকারণ রেতঃকরণ করিব না; মদীয় রেতঃ বুধা করিত হইলে ত্রৈলোক্য তন্মসাত্ত হইল। হে দ্বিজগণ! শম্ভুর ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকেশ গোবিন্দ প্রভৃতি সকল দেবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। কন্দমপাতত গাভীর স্থায় দেবগণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে, বিষ্ণু স্বকীয় অঞ্জলি প্রসারণপূর্বক শম্ভুকে কহিলেন,—আপনি

দেবদেবামৃতং দিব্যং হস্তাত্যাং মম শঙ্কর ।
 শীঘ্রমেব প্রযচ্ছ পিবন্ত সুরপুঙ্গবাঃ ॥ ৬৮
 ততো লিঙ্গাদিনিষ্ক্রান্তঃ চন্দ্রবিদ্যাং সুনিস্কলম্
 জাতীনীলোৎপল্যামোদংপাণৌ বহুর্দদৌ শিবঃ
 করাভ্যাং পতিতং রেতস্তদাভূৎ পাবকস্ত বৈ ।
 পপৌ বহিস্ততঃ শুক্রং জলন্তং ভাস্করপ্রভম্ ।
 সুধেতি মনসা মত্বা হৃষ্টোহ্মা মুদয়াবিতঃ ॥ ৭০
 অথ পীতে তদা শুক্রে বহির্না মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 রেতঃপাতেন সন্তপ্য স দেবাসুরপুঞ্জিতঃ ।
 বিস্ক্র্য তাস্ত ভগবাংস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৭১
 তদা হবির্ভুজং দেবং সেস্তা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
 যথাগতা যযুস্তত্র পূজয়িত্বা দিবোকসঃ ॥ ৭২
 রেতসা দহমানোহগ্নিঃ পাতোলাৎ সূতলং গতঃ
 ততো বিবেশ গিরিশো যত্রাস্তে পার্শ্বতী শিবা
 উবাচ পার্শ্বতীঃ শম্ভুঃ প্রহসন্ কমলেক্ষণাম্ ॥ ৭৪

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহাভাগে যদ্বন্তঃ তদব্রবীম্যহম্ ॥ ৭৫

রেতঃ পরিত্যাগ করুন, হে দেবদেব শঙ্কর !
 মদীয় হস্তে দিব্য অমৃতস্বরূপ ঐ রেতঃ
 প্রদান করুন; সুরপুঙ্গবগণ পান করুন।
 অনন্তর শিব চন্দ্রবিন্দের ঞ্চায় লিঙ্গ হইতে
 নিষ্ক্রান্ত সুনিস্কল জাতীকুমুম ও নীলোৎ-
 পলের ঞ্চায় সুবাসিত শুক্র বহির পানিপুটে
 প্রদান করিলেন। অনন্তর বহিও হস্ত-
 নিপতিত জলন্ত ভাস্করের ঞ্চায় ঐ শুক্র
 সুধা মনে করিয়া অতি আনন্দসহকারে
 পান করিলেন। দেবাসুরগণকর্তৃক পূজিত
 ভগবান্ শিব রেতঃপাতে পারতৃপ্ত হইয়া
 দেবগণকে বিদায় দিয়া, সেই স্থানেই
 অস্তহিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র
 প্রভৃতি দেবগণ তথায় অগ্নিদেবকে পূজা
 করিয়া যেরূপ আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ
 সকলে প্রস্থান করিলেন। রেতঃ দ্বারা দহ-
 ঞ্চায় হইয়া, অগ্নি পাতাল হইতে সূতলে
 গমন করিলেন। অনন্তর গিরিশ শম্ভু, পার্শ্বতী
 সর্গধানে গমনপূর্বক হস্ত করত কমলেক্ষণা
 পার্শ্বতীকে কহিলেন,—হে দেবি মহাভাগে !

স্বতন্ত্রকামাসি শিবে যথাহং বরবর্ণিনি ।

দেবা মচ্ছরণং প্রাপ্তা ন চাহং শরণং ত্যজে ॥
 গোপ্যা ময়া সদা কাস্তে মহাদেবো যতঃ স্মৃতঃ
 ভবিষ্যতি মহাভাগে পুত্রস্তব ষড়াননঃ ॥ ৭৭
 ঈশ্বরসস্ত সুশ্রোণি দেবৈর্নেষ্টস্তবাং শতঃ ।

বহির্ভুক্তিগতং রেতো গতং দেবান্ বিভাগশঃ
 যচ্ছেষমুদরে বহিস্তদগঙ্গায়াং প্রদাস্ম্যহি ॥ ৭৯
 ততঃ নাপি বিদহন্তী মম তেজঃ প্রতাপবৎ
 কৃত্তিকাঃ ষট্ সমাখ্যাতা গঙ্গায়াং স্নাতুমাগতাঃ
 তাসু গঙ্গাবিনিষ্ক্রান্তং মম রেতস্তদদুতম্
 ততস্তাঃ কৃত্তিকাঃ স্তক্কা দেবি মাং শরণং গতাঃ
 অনুগ্রহান্ময়া তাসামিদমুক্তং তদা শিবে ॥ ৮১
 মমাদেশাদগতাঃ সর্বাঃ শরণানবনং শুভম্
 মোচয়িষ্যন্তি তা গর্ভং দেবাংচ কমলেক্ষণে ।
 বচনান্মম সুশ্রোণি গর্ভশল্যং বরাননে ॥ ৮২

যাহা যাহা হইয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ কর;
 —হে বরবর্ণিনি শিবে! তুমি আমার ঞ্চায়
 স্বতন্ত্রকামা! দেবগণ আমার শরণাগত
 হইয়াছিল, আমি শরণাগত পরিত্যাগ করি
 না। ৬০—৭৬। হে কাস্তে! আমার সর্বদা
 আশ্রিত পালন করিতে হয়, যেহেতু আমি
 মহাদেব। হে মহাভাগে! তোমার
 ষড়ানন এক পুত্র হইবে, কিন্তু হে সূজ-
 ঘনে! তাহাতে মদীয় অংশে মদীয় ঔরস
 পুত্র দেবগণের আভিপ্রেত সহে তজ্জন্ত
 আমি শুক্র রেতঃ বহির মুখে নিক্ষেপ কার-
 য়াছি। ঐ রেতঃ বহির উদরে গমন করিয়া
 অংশে অংশে দেবগণের উদরগত হইয়াছে।
 অবশিষ্ট যাহা বহির উদরে আছে, তাহা
 গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে! আমার রেতঃ-
 প্রভাবে গঙ্গাও দহপ্রায় হইবে। ষট্কৃত্তিকা
 তথায় স্নান করিতে যাইলে, গঙ্গা তাহাদের
 উপরে সেই রেতঃ নিক্ষেপ করিবে। পরে
 তাহারা সকলে আমার শরণাগত
 হইলে, অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আমি
 যাহা বলিব, তদনুসারে কৃত্তিকাগণ শুভ
 শ্রবণে গিয়া গর্ভ মোচন করিবেন; দেব-

ততস্তে ভবিতা পুত্র একৌত্বা স্বতেজসঃ ।
বালস্বর্ধ্যায়ুতপ্রথ্যো বালেন্দুকলতাক্তিতঃ ॥৮৩
আগ্নেয়ো বহিজো দেবো গাঙ্গেয়ঃ কৃতিকাসুতঃ
স্কন্দো শুহস্তথা পুত্রো নামভিস্তে ভবিষ্যতি ॥
এবং শস্তোর্বচঃ শ্রুত্বা প্রাহ দেবী গিরীন্দ্রজা ।
মম কুক্ষিসমুৎপন্নং যতো নেচ্ছন্তি পুত্রকম্ ।
অতঃ পুত্রবিহীনাস্তে ভবিষ্যন্তি সুরাদয়ঃ ॥ ৮৫
যো হি নন্দী মহাবীৰ্য্যঃ সুরাসুরমহোরগৈঃ ।

সর্ব ভূতানাং যোগী যোগবলাবিতঃ ॥৮৬

প্রবিশ্বাস্তঃপুরে বহির্দৃষ্টা মাং বস্ত্রবজ্জিতাম্ ।
যস্মাদ্ভূপেক্ষিতস্তস্মান্নমুখ্যত্বং প্রযাতু সঃ ॥ ৮৭
শাপং শ্রুত্বাথ শৈলাদিবজ্রেণৈব হতো গিরিঃ ।
স্তপতদ্ যোগিনামগ্ৰেয়া জ্ঞানমূর্তিধরো দ্বিজাঃ ॥
পুনশ্চ শস্তোর্বচনাং শৈলাদিমুগ্ধং চ ।

সমালিঙ্গ্য মহাদেবং হিতা দেবীতি নঃ শ্রুতম্

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্বত-

শৌনকসংবাদে পাবকস্ত্যাদিকথনং

নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বহৌ সন্তর্পিতে স্ত ত রেতসা ত্রিদিবৌকসঃ ।

সগর্ভাঃ খলু সজ্জাতা দেবদেবেন শম্ভুনা ॥ ১

সৌখ্যং কথমবাপুস্ত উদরস্থেন রেতসা ।

কিমকুর্বন্তদা সর্বে নারায়ণপুরোগমাঃ ॥ ২

গর্ভনিষ্ক্রমণং তেষামুৎপন্নেন চ কিং কৃতম্ ।

এতৎ সঙ্গং সমাসেন ক্র হ নঃ স্ত ত পৃচ্ছতাম্

স্ত ত উবাচ ।

বহৌ সন্তর্পিতাস্তেন রেতসা ত্রিদিবৌকসঃ ।

রেতসা চোদরস্থেন সন্তপ্তাস্তে সুরাদয়ঃ ॥ ৪

দশপঞ্চসহস্রাণামতীতেষু দ্বিজোত্তমাঃ

বর্ষাণাঞ্চ তথাষ্টৌ চ গর্ভগর্ভা দিবৌকসঃ ॥ ৫

নন্দীর শাপবিমোচন করিয়া মহাদেবকে

আলিঙ্গনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগি-

লেন ১৭—৮৯ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

গণও তথায় গর্ভ মোচন করিবেন । পরে
সেই সব ভেজ একত্র হইয়া, অমৃত বাল-
স্বর্ঘ্যের আয় প্রভাশালী, নবশশিরেখা-
সদৃশ-কলতাবুক্র একটি পুত্র হইবে । ঐ
পুত্রের নাম আগ্নেয়, বহিজ, গাঙ্গেয়,
কৃতিকাসুত, স্কন্দ ও শুহ হইবে । শম্ভুর
বাক্য শ্রবণ করিয়া, গিরীন্দ্রজা দেবী কহি-
লেন,—দেবগণ যেহেতু মদীয় গর্ভোৎপন্ন
পুত্র ইচ্ছা করেন না, এই কারণে তাহারা
পুত্রবিহীন হইবে । সুর, অসুর ও উরগ-
গণের দুর্জ্জ্বেয় যোগী যোগবলাবিত মহাবীৰ্য্য
নন্দী যে বহির অস্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক
বিবস্ত্রা আমার দর্শন উপেক্ষা করিয়াছিল,
সেই কারণে নন্দী মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে ।
হে দ্বিজগণ ! যোগীদিগের অগ্রগণ্য জ্ঞান-
মূর্তিধর নন্দী শাপ শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহত
শৈলের স্তায়, নিপতিত হইলেন । পুনর্বার
দেবী মহাদেবের কথায় অনুগ্রহ করিয়া

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্ত ! বহি
শম্ভুশুক্রে সন্তপ্ত হইলে, দেবদেব শম্ভুর
শুক্রে দেবগণ সগর্ভ হইয়া, উদরস্থ রেতো-
বিদ্যমানে কিরূপে সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন
এবং তৎকালে নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ কি
করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহাদের গর্ভ নিষ্ক্রা-
মণ হইল এবং সেই গর্ভজ সন্তান উৎপন্ন
হইয়াই বা কি করিয়াছিল ? হে স্ত !
আমরা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি
সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন ।
স্ত কহিলেন,—সেই বীৰ্য্যে বহি সন্তর্পিত
হইলেন, কিন্তু দেবগণ উদরস্থ সেই
বীৰ্য্যে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন । হে দ্বিজো-
ত্তমগণ ! অষ্টাধিক পঞ্চদশ সহস্র বৎ-
সর কাল দেবগণ গর্ভ গোপন করিয়া
যাপন করিলেন । পরে তাহারা

দুঃখিতাঃ পার্শ্বতীকাস্তঃ শঙ্করঃ শরণং যযুঃ ।

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্কে সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৬

দেবা উচুঃ ।

ভগবন্ যদিদং দুঃখং গর্ভজং দেহশোষণম্ ।

যথা নশ্বতি দেবেশ তত্পায় কুরু প্রভো ॥ ৭

বহুনা পীতমাত্রেণ রেতসা তদ শঙ্কর ।

বয়ং সগর্ভাঃ সঞ্জাতা গর্ভকালে চ তোহদাঃ ॥ ৮

উপহাস্তমিদং দেব পুংসাং যদগর্ভসম্ভবঃ ॥ ৯

সর্কে বৈ ভৃশমুদ্বিগ্নাস্তব তেজোবশাদ্ভিতো ।

দহমানা মহাদেব নরকে পাপিনো যথা ॥ ১০

শরণং ভব দেবানাং করালম্বং দদম্হ নঃ ।

দুঃখোদধৌ প্রহস্তারে প্রণতার্তিবিনাশন ॥ ১১

এবং ঋহা তু বচনং দেবানাং পার্শ্বতীপতিঃ ।

ঈষদ্বিহস্ত ভগবানুবাচেদং সুরেশ্বরঃ ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ ।

ভবন্তিগ্রীদৃশং কার্য্যমিষ্টং বৈ সুরপুঙ্গবাঃ ।

নেষ্টং দেব্যুদরম্বং হি তস্মাদ্গর্ভদশাং গতাঃ ।

সকলে, কোটিসূর্য্যের তায় দেদীপ্যমান পার্শ্বতীকাস্ত শঙ্করের শরণাগত হইলেন এবং বন্ধাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন,— হে ভগবন্ প্রভো! আমাদিগের অত্যন্ত গর্ভজনিত দেহ-শোষণ ক্রেশ হইয়াছে; হে দেবেশ! যাহাতে তাহা নষ্ট হয়, তাহার উপায় করুন। বহু বীৰ্য্য পান করিয়া-মাত্রই হে শঙ্কর! আমরা সকলে সগর্ভ হইয়াছি। হে দেব! পুরুষের গর্ভোৎপত্তি, ইহা অতি উপহাসের কথা। হে বিভো! ভবদীয় তেজে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হে মহাদেব! নরকস্থ পাপীদিগের তায় অত্যন্ত দাহ অনুভব করিতেছি। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রণত-দুঃখ-বিমোচনকারিন্! এই সূহস্তর দুঃখসমূহে আমাদিগকে হস্তা-লখন প্রদান করুন। ভগবান্ দেবদেব পার্শ্বতীপতি ঈশ্বর দেবগণের এইরূপ বচন শুনিয়া ঈষৎ হাস্তপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের ইহাই অভি-

ইদানীং যৎ প্রকর্তব্যং শূন্থং তৎ সুরোত্তম

বহুিং যুযং পুরস্কৃত্য মেরুং ব্রজত মন্দরাং ॥

শরধানবনে যুযং হৃদোৎসঙ্গে প্রস্থত ।

নিঃসরিষাতাসন্দেহং ততঃ সৌখ্যমবাপ্যথ ॥

ততঃ শস্তোর্বচঃ ঋহা নারায়ণপুরোগমাঃ ।

অগ্নিমবধ্য চ যযুর্মেরুং গিরিবরোত্তমম্ ॥ ১৬

তত্র চোত্তরাদিগ্ভাগে শরধানবনে শুভে ।

উপবিষ্টা মহাত্মানো মধ্যে সংস্থাপ্য বেধসম্ ॥

নারায়ণং পুরস্কৃত্য প্রসূতাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।

গর্ভশল্যাবিনির্মুক্তা জাতান্তে সুখিনো দ্বিজাঃ

শাক্ষেণ তেজসা তেন রঞ্জিতো মেরুপর্ব্বতঃ ।

ততঃ কাঞ্চনতাং প্রাপ্তঃ সশৈলবনকাননঃ ॥

শাক্ষং তেজো ধৃতং যস্মাদ্দেবৈর্বাহুপুরোগমৈঃ

তস্মাজ্জরাদিভির্মুক্তা অমরাশ্চ সুরোত্তমাঃ ॥

সিদ্ধাশ্চ মুনয়শ্চৈব যে কেচিৎ তত্র সংস্থিতাঃ ।

তৃণশূলগতশ্চৈব জলশূলকহাশ্চ যে ।

সর্কে কাঞ্চনসঙ্কশাঃ সঞ্জাতাস্তৎপ্রভাবতঃ ॥

লাভ্যত কার্য্য, দেবীর উদরস্থ সন্তান তোমাদের আবশ্যক নাই; এই কারণে এই গর্ভদশা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে সুরোত্তমগণ! এক্ষণে যাহা কর্তব্য শ্রবণ কর। তোমরা বহুকে অগ্রে লইয়া, এই মন্দরাচল হইতে মেরু পর্ব্বতে গমন কর; তথায় শরধানবনে গমনপূর্ব্বক হৃদবধো প্রসব কর; নিশ্চয়ই গর্ভ নিঃসৃত হইবে, পরে ক্রেশ দূর হইবে। ১—১৫। অনন্তর শঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ নারায়ণকে অগ্রে অগ্রে করিয়া অগ্নি অবেশন করিয়া, তাঁহাকে লইয়া গিরিশ্রেষ্ঠ সূমেরুপর্ব্বতে গমন করিলেন। মহাত্মা দেবগণ তাহার উত্তর-দিগ্ভাগে শরধানবনে উপবেশন করিয়া, বিধাতাকে মধ্যে উপবেশন করাইয়া, নারায়ণকে অগ্রে রাখিয়া, সকলে প্রসব করিলেন। হে দ্বিজগণ! তাহারা গর্ভশল্য হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইলেন। শৈব তেজে সেই মেরুপর্ব্বত শৈলবনাদি সহিত রঞ্জিত হইয়া কাঞ্চনময় হইয়া গেল। বহু

পার্শ্বঃ মেরোবিনিভিগ শস্তোস্তোজা বিনির্গতম্
গঙ্গায়াং নিভিতঃ যচ্চ তদেতৎস্বভূদ্বিজাঃ ॥ ২২
অথ দেবো মহাদেবস্তেজোরশিক্রমাপতিঃ ।
গোপয়ামাস তৎ তেজঃ পিঙ্গলং প্রেক্ষ্য শঙ্করঃ
গোপয়ামানে তু তস্মিন্চ মেরৌ সূর্য্যায়ুত বভঃ
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রেন কঠিনং স্কন্দনাং গতঃ ॥ ২৪
স্কন্দ ইতুচ্যতে তেন তদাপ্রভাত সুবভাঃ ।
হরাজ্জাতো যতস্তেন কুমার ইতি কথ্যতে ॥ ২৫
স্কন্দঃ কুমারঃ যদুবক্রস্তথা দ্বাদশলোচনঃ ।
ভূজৈর্দ্বাদশভির্নৈব শোভমানোহভবৎ তদা ।
ঈশাদেশাৎ পুনঃ প্রাতুঃ কৃত্তিকাঃ পরমোজ্জনাঃ
তাভিঃ ক্ষীরং যতো দত্তং কাটিকৈয় ইতি স্মৃতং
গর্ভপঙ্কবলিপ্তাঙ্গো গঙ্গায়াং প্রাপিতঃ প্রভুঃ ।
তপ্তচামীকরাভাসঃ শরধানবনে তদা ॥ ২৮

প্রভূতি দেবগণ শঙ্করভেজ ধারণ করিয়া
ছিলেন বলিয়া, জরাদিবিস্কৃত ও অমর
হইলেন । তখন সিদ্ধগণ, মুনিগণ, জলজ ও
স্থলজ তৃণ, লতা ও গুল্ম সকল যাহা বিচু
ছিল, তৎসমুদয় তেজঃপ্রভাবে কাকনসদৃশ
হইয়া গেল, সেই সমুদয় শত্ৰুভেজ সূমেক
পর্ব্বতের পার্শ্বভেদ করিয়া গঙ্গায় নিপাতত
হইয়া একত্র হইয়া গেল । অনন্তর তেজো-
রাশি মহাদেব উমাপতি সেই তেজ দর্শন
করিয়া, পিঙ্গলকে দেখাইয়া, সূমেক-পর্ব্বতে
গোপন করিয়া রাখিলেন । সূমেক-পর্ব্বতে
গোপিত সেই তেজ সহস্র বৎসরের পর
অযুত সূর্য্যের জ্বালা দেদীপ্যমান ও কঠিন
হইয়া স্কন্দিত হইল, হে সুব্রহ্মগণ ! তদ
বধি তাঁহাকে সেই কারণে স্কন্দ বলা হয় ।
হর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কুমার নামে
অভিহিত হন । তখনই সেই স্কন্দ কুমার
ষড়বদন, দ্বাদশ-লোচন, দ্বাদশ-বাহুবিশিষ্ট
হইয়া শোভিত হইতে লাগিলেন । ঈশ্বরের
আদেশে পরমা সুন্দরী ঘটকৃত্তিকা জ্ঞান করি-
বার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া, তাঁহাকে দ্বন্দ্ব
প্রদান করিয়া কাটিকৈয় নাম হয় । তখন উত্তপ্ত
স্বর্ণের জ্বালা কাঙ্ক্ষমান গর্ভপঙ্ক দ্বারা লিপ্তগাত্র

নাম্নাঃ সহস্রেন তদা কুমারো বেধসা ভূতঃ ॥ ২২
মুমোচ নাদমুখায় সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ।
পাতালং ভেদয়িত্ব তু তচ্ছঙ্কং শতধা কৃতম্ ।
সিংহাদয়োহপি তত্রস্থাস্তেন নাদেন স্কৃদিতাঃ ।
ততস্তং ক্রৌড়মানস্ত দৃষ্ট্বা দেবঃ শিবাত্মজম্ ।
পিঙ্গলো দেবদেবেশঃ জ্ঞাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২২
পশু ভুং দেবদেবেশ ক্রৌড়মানঃ কুমারকম্ ।
সূর্য্যায়ুত ব্রতীকাশমাত্মসুখং ষড়াননম্ ॥ ২৩
জ্ঞাপিতঃ পিঙ্গলেনেশো বাক্যং দেবৈব্য মুদাবহম্
বরো বরেণ্যো বরদো বিশ্বাকার উবাচ হ ॥ ২৪
ঈশ্বর উবাচ ।

গচ্ছাব এহি দেবেশি মেরৌ যত্র সূতস্তব ।
পশ্চাবস্তং বরারোহে কুমারস্ত ষড়াননম্ ॥ ২৫
পুরা যয়েষ্টং কনকাবভাসং
পশ্চাদ্রিজে মানসরাজহংসম্ ।
প্রধাবমানং শতসূর্য্যাকল্লং
ষড়াননং কার্ষুকপাণিমগ্রে ॥ ২৬

কুমারকে ঐ শরধানবনে গঙ্গায় স্নান করান
হইল, বিধাতা ঐ কুমারের সহস্র নামে স্তব
করিলেন । অনন্তর ঐ কুমার উঠিয়া সর্ব-
প্রাণিভয়াবহ গভীর নিনাদ করিতে লাগি-
লেন, সেই নিনাদে সূমেকর শৃঙ্গ ও
পাতাল শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তত্রস্থ
সিংহ প্রভৃতি পশুগণ সেই নিনাদে প্রপীড়িত
হইল । অনন্তর পিঙ্গল, শিবতনয়কে তথায়
ক্রৌড়া করিতে দেখিয়া দেবদেব শঙ্করকে
গিয়া জানাইল,—হে দেবদেবেশ ! অযুত-
সূর্য্যাতুলা ভবদায় ষড়ানন পুত্র কেমন ক্রৌড়া
কাণ্ডেছে, অবলোকন করুন । ১৬—৩৩ ।
পিঙ্গল কহুক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া
বরেণ্য বরপ্রদ বিশ্বাকৃত ঈশ্বর দেবীকে
অনন্দপ্রদ বাক্যে বলিলেন,—হে দেবেশি !
সূমেক পর্ব্বতে যে স্থানে তোমার পুত্র আছে,
আইস তথায় যাই, হে বরারোহে ! ষড়ানন
কুমারকে দর্শন করি । হে অদ্রিতনয়ে !
তোমার পূর্বাভিলষিত শতসূর্য্যসম্মিত,
আমাদিগের মানসহংসম্বরূপ ঐ ষড়ানন

সমাগতো স জলনোহথ দৃষ্টা
ত্রিলোকনাথো জগতঃ প্রদীপো ।
উবাচ বহুব্রহ্মদং কুমারঃ
হর্যাসিকে ধৌ পিতরো তবৈতো ।
স্বামাগতো দ্রষ্টুমন্তবীৰ্য্যঃ
ব্রজাশ্রয়েতি প্রমথাদিনাথো ॥ ৩৭
গতোহথ বহুব্রহ্মদং নিশম্য
ততঃ স্মৃত্বাদ্গিরিজাকগোহভূৎ ।
তং সা পিবস্তুঃ মুহুরক্ষসংস্থ-
মতৃপ্যমাণং কলহংসনাদিনৌ ॥ ৩৮
উমাক্ষসংস্থো মদনারিস্থনুঃ
করেণ তস্তাস্তিলকালকৌ তু ।
মমর্দ শস্তোশ্চ ভুজঙ্গহারঃ
জগ্রাহ চন্দ্রং স কপর্দসংস্থম্ ॥ ৩৯

পঞ্চম্যাং স্থাপিতঃ সোহথষষ্ঠ্যাং যষ্ঠীপ্রিয়ো গুহঃ
চতুস্পাদবতীঃ ত্যক্তা ত্রৈলোকাং হস্তমুদ্যতঃ ॥
অবোধয়ৎ তদা বালো জন্তুন স্থাবরং স্তমান ।

পুত্র কার্পুক-হস্তে কেমন দোড়াদোড়ি করি-
তেছে, দর্শন কর। অনন্তর জগতের
প্রদীপস্বরূপ ত্রিলোকনাথ হরপার্বতী তথায়
উপস্থিত হইলে, বহু তাঁহাদিগকে দর্শন
করিয়া বরদ কুমারকে কহিলেন,—প্রমথ-
নাথ! এই হর ও অদিকা আপনার পিতা
ও মাতা, অনন্তবীৰ্য্য আপনার দর্শনাভিলাষে
আসিয়াছেন; ইহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক
আশ্রয় লউন। অনন্তর বহুর বাক্য শ্রবণ
করিয়া কুমার তাঁহাদের নিকটে গিয়া পার্ব-
তীর অঙ্গে উঠিলেন, কলহংসনাদিনৌ
গৌরীক্রোড়ে অবস্থানপূর্ব্বক অপরিতৃপ্ত-
ভাবে তদীয় স্তম্ভপান করিতে লাগিলেন।
মদনারিপুত্র উমার ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া
তাঁহার তিলক অঙ্গক স্পর্শ করিতে লাগিলেন
এবং শম্বুর ভুজঙ্গহার ও কপর্দস্বত চন্দ্র কর
ষারা মর্দিত করিতে লাগিলেন! অনন্তর
যষ্ঠীপ্রিয় গুহ, পঞ্চমোতে উপবেশিত হইলেন;
যজ্ঞদিনে চতুস্পাদগতি (হামাগুড়ি) পরিত্যাগ
করিয়া ত্রৈলোক্যহননোচ্ছত হইলেন। তখন

কচিচ্ছৃঙ্গং গিরেঃ শৌর্য্যায়ত্যাশ্চ সমানতাম্
কচিৎ সিংহান্ সমাকৃষ্য পাতয়ামাস ভূতলে ।
আকৃহ্যভাহনৎ পৃষ্ঠে তানৈব ভ্রাময়ন্ পুনঃ ।
কচিন্মাগৌ গৃহীত্বা তু করাভ্যাং সম্মুখাবুভৌ ।
আক্ষৌটয়ৎ তদান্তোত্তা কুস্তাভ্যাং স চ লীলয়া
সমুৎপত্য সমাদায় খেচরাণামুমানুতঃ ।
চিক্লেপ সহসা বালো বিমানান্তবনীতলে ॥ ৪৪
পুনরুৎপত্য বেগেন প্রেক্ষ্যমাণঃ খমণ্ডলে ।
মার্গং কুরোধ সূর্য্যোন্দোগ্রহাণাক্ষ তথৈব সং ॥
উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ইতশ্চেতশ্চ সোহক্ষিপৎ
পর্ব্বতাংশ্চ বিশেষেণ নদ্যশ্চোন্মার্গতোহনয়ৎ ॥
ত্রাসিতস্ত জগৎ সর্ব্বং দামোদরপদত্রে ॥ ৪৭
ততস্তে ভৃশমুদ্রিয়াঃ শক্রং শক্রপ্রতাপনম্ ।
উচুর্গহ্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভূতা বাক্যমিদং তদা ॥ ৪৮
অয়মকায়ুত প্রথ্যা বালো নো হস্তি বৃদ্ধহন ।

সেই বালক স্থাবর-জঙ্গম সকল জন্তুকে
বোধিত করিলেন। অসীম শৌর্য্যহেতু কোন
স্থলে পর্ব্বতশৃঙ্গ সমান করিয়া ফেলিলেন;
কোন স্থলে সিংহ আকর্ষণ করিয়া ভূতলে
পাতিত করিলেন, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ
করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে পৃষ্ঠে আঘাত
বরিতে লাগিলেন; কখনও অবলীলাক্রমে
সম্মুখাগত হস্তদ্বয়ের শুণ্ডদ্বয় ধরিয়া পরস্প-
রের কুস্ত্রে আঘাত করিতেন। ৩৪—৪৩।
উমাতনয় কখনও আকাশে উঠিয়া খেচরদিগের
বিমান অবনীতলে ফেলিয়া দিতেন, আবার
দেখিতে দেখিতে বেগে আকাশে উঠিয়া
সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের পথ রোধ করিয়া
দিতেন; সূমেরুর শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া
ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেন; পর্ব্বত ও
নদী সকল উন্মার্গে লইয়া যাইতেন। এই-
রূপে তিনি বিষ্ণুর ত্রিপাদনিক্লেপস্থান
ত্রিজগৎকে ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন সমুদয় প্রাণী ঐ ভীষণ
ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া শক্রপ্রতাপন-
কারী শক্তের নিকট গিয়া বলিল,—হে বৃদ্ধর!
অযুত অর্কের স্নায় তেজস্বী এই বালক

তবেষ রাজ্যহর্তা বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪৯॥
 পরাক্রমাঘলাচ্ছত্র তথোৎসাহাচ্চ তেজসঃ ।
 নুনং শতগুণেনাঘমবিকশ্চেহ দৃশ্যতে ॥ ৫০ ॥
 যদি সূদয়সে নাথ তৎ ত্বং সুখমবাপ্যসি ।
 করিষ্যসি বচোহস্মাকং তব রাজ্যং ভবিষ্যতি ॥
 উপেক্ষা নৈব কর্তব্য্য শিশুঃ মত্ৰা পুরন্দর ।
 এতদ্বিচার্য্য যত্নেন ততো বালং নিষূদয় ।
 এবমুক্তস্ততস্তৈশ্চ ভূতব্রাতৈঃ পুরন্দরঃ ।
 উবাচ বচনং শ্রুত্ব তেষাং ধর্ম্মপরায়ণম্ ॥ ৫৩ ॥
 ইন্দ্র উবাচ ।

কথমুক্তমিদং ভূতা বালস্ত হননং প্রতি ।
 ধর্ম্মঘ্নঃ পাপসজ্জাতঃ কৌর্তিঘ্নঃ বৈ চরাচরে ॥৫৪॥
 শ্রায়তামভিধান্ত্যামি ধর্ম্মশাস্ত্রস্ত নিশ্চিতম্ ।
 ঋষিভিষ্ঠ পুরাখ্যাতং পুরাণেষু চরাচরাঃ ॥ ৫৫ ॥
 আতুরং ভীকমুদ্বিগ্নমক্কেতং শরণাগতম্ ।
 স্ত্রিগ্নমপথ্যবা বালমক্কেতং পঙ্গুং তপস্বিনম্ ॥ ৫৬ ॥
 বিলপন্তং তথোন্মত্তং বিষন্তং ব্রাহ্মণং তথা ।

আমাদিগকে বধ করিতে বসিয়াছে ।
 নিশ্চয়ই আপনার রাজ্যও হরণ করিবে ।
 হে শত্রু ! পরাক্রম, বল, উৎসাহ ও
 তেজে ঐ বালক আপনাদের অপেক্ষা
 শতগুণ অধিক । হে নাথ ! যদি ইহাকে
 বিনষ্ট করিতে পারেন, তবে মঙ্গল ।
 আমাদের কথামত কার্য্য করুন, আপনার
 রক্ষা হইবে । হে পুরন্দর ! উহাকে শিশু
 ভাবিয়া উপেক্ষা করিবেন না, যত্নপূর্ব্বক সকল
 বিচার করিয়া ঐ বালকের বিনাশ করুন ।
 সমুদয় প্রাণী কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া
 পুরন্দর তাহাদের নিকট ধর্ম্মসংমিশ্র এই
 সুস্পষ্ট বাক্য বলিলেন,—হে প্রাণিগণ !
 তোমরা বালকহত্যা করিতে কিরূপে বলিলে ?
 এই চরাচরে ঐ গর্হিত-কার্য্যে ধর্ম্ম ও
 কৌর্তি সমুদয় নষ্ট হয়, পাপরাশি বর্দ্ধিত হয় ।
 শ্রবণ কর, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম বলিতেছি ।
 হে চরাচরগণ ! ঋষিরা পূর্বে পুরাণে
 লিখিয়াছেন যে, আতুর, ভীক, উদ্বিগ্ন,
 শরণাগত, ক্রোধিত, স্ত্রী কিংবা বালক, বৃদ্ধ,

পতিতঃ প্রপলায়ন্তঃ কামাসক্তঃ নিরায়ুধম্ ॥ ৫৭ ॥
 নগ্নং দীনং তথা বৃদ্ধং নখরোমসমবৃত্তম্ ।
 মুক্তকেশং তথা মত্তং সুপ্তঞ্চ ভুবনৌকসং ॥ ৫৮ ॥
 সূদয়িষ্যন্তি যে নুনং মুঢ়াস্তে নরকার্ণবাৎ ।
 অনুখানা ভবিষ্যন্তি গর্ত্তস্থঃ কুঞ্জরো যথা ॥ ৫৯ ॥
 তস্মাদব্রজধ্বং শরণং যত্র শত্রুসুতো গুহ্যং ।
 নাহং বালবধং কর্ত্তুম্যসহে সচরাচরাঃ ॥ ৬০ ॥
 এবমুক্তে তু শক্রেণ ভূতাস্তে ভূশত্ৰুখিতাঃ ।
 ক্রোধসন্দীপনং বাক্যং পুনরুচ্চরাচরাঃ ॥ ৬১ ॥
 ভূতা উচুঃ ।

গর্ভে দিতের্থবা শত্রু সংরক্তাং হৃদিতস্তয়া ।
 তদা নীতির্গতা কুত্র দারুণে গর্ভপাতনে ॥ ৬২ ॥
 অশক্যমিতি মত্বেব নীতিমানসি মানদ ।
 অশক্যকর্ম্মণি বিভো নীতিমান্ পুরুষো ভবেৎ
 কশ্চ নাম নরঃ শূরো যো বাসং যোধয়েদ্ভগে ।
 অপি শত্রুশতৈস্তস্মৈ বজ্রকোটিনিপাতনৈঃ ।
 অপ্যেকমপি রোমাগ্রং পাতিতুং নৈব শক্যতে

পঙ্গু, তপস্বী, বিলাপকারী, উন্মত্ত, বিষন্ত,
 ব্রাহ্মণ, পতিত, পলায়মান, কামাসক্ত, অস্ত্র-
 হীন, নগ্ন, দীন, নখরোম-সমবৃত্ত, মুণ্ডিতকেশ,
 বৃদ্ধ, মত্ত কিংবা সুপ্ত ব্যক্তিকে যে মুঢ়
 হত্যা করে, সে গর্ত্তস্থিত কুঞ্জরের স্তায়,
 নরকার্ণবে পতিত হইয়া আর উঠিতে পারে
 না । অতএব তোমরা শত্রুসুত গুহের নিকট
 গিয়া তাঁহার শরণাগত হও ; হে চরাচরগণ !
 আমি বালক বধ করিতে সাহস করি না ।
 ৪৪—৬০। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, সেই চরাচর-
 গণ অতি দুঃখিত হইয়া ক্রোধোদীপক বাক্যে
 পুনর্বার বলিতে লাগিল,—হে শত্রু ! পূর্বে
 আপনি ক্রোধে যখন দ্বিতির গর্ভ নষ্ট করিয়া-
 ছিলেন, তখন দারুণ গর্ভ-নিপাতনবিষয়ক
 নীতি কোথায় ছিল ? হে মানপ্রদ ! এক্ষণে
 অশক্য কর্ম্ম বলিয়া নীতিমান হইতেছেন !
 হে বিভো ! অশক্য-কর্ম্মে সকল পুরুষই নীতি
 অবলম্বন করিয়া থাকেন । সেই বালকের
 সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করে, একপ শূর কে
 আছে ? শত শত ইন্দ্র আসিয়া কোটি বজ্র-

এবমুক্তস্ততঃ চ চরাটৈঃ পুরন্দরঃ ।

আজ্ঞাধারাভিষিক্তোহগ্নির্থাৎ প্রজ্ঞানস্তথা ॥ ৬৫

উবাচোৎ বচস্তান্ স ক্রোধবাহু প্রদীপিতঃ ।

বজ্রমুদ্যমা হস্তেন বৃহগা কুলশায়ুধঃ ॥ ৬৬

ইন্দ্র উবাচ ।

পুরা ময়া যথা গর্ভে ঘাতিতশ্চ চরাচরাঃ ।

দিতৈঃ কায়ং সমাবিশ্ণু তথৈদানীং নিহন্ততে ॥ ৬৭

অথ গহ্বা হনিষ্যামি পতঙ্গমিব বাহুনা ।

বজ্রং হস্তে সমাদায় আহবে প্রসহেত কঃ ॥ ৬৮

এবমুক্তা ততঃ শক্রঃ ক্রোধানলসমৌ রতঃ ।

আজ্ঞাপয়ৎ তদা বিপ্রাঃ সাধ্যান্ দেवान্

দিবাকরান ॥ ৬৯

শরধানং গমিষ্যামি বধার্থং বালকস্তা হি ॥ ৭০

হংসকুন্দেন্দুবর্ণাভং চতুর্দন্তং মহাগজম্ ।

আনয়ধ্বং মমাগ্রে তু করীন্দ্রং মম বল্লভম্ ॥ ৭১

জলধিরিব গন্তারং দীর্ঘহস্তং ঘনশ্বনম্ ।

দৈত্যদানবরক্তেন ক্লিন্নদংষ্ট্রং ভয়াবহম্ ॥ ৭২

নিপাত করিয়াও তাহার একটি রোমাগ্রও উৎপাটিত করিতে পারেন না । সেই প্রাণি-সমূহ এইরূপ বলিলে পুরন্দর, দ্রুতধারা দ্বারা অভিষিক্ত হইলে অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ক্রোধবাহু দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া হস্তে বজ্র লইয়া তাহাদিগকে কাহিলেন,— হে চরাচরগণ ! আমি পূর্বে যেরূপ দিতির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্ভপাত কারিয়াছি, এক্ষণেও সেইরূপ শিশুহত্যা কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম । আমি গিয়া, বাহু ধেরূপ পতঙ্গকে দখল করে, তদ্রূপ বধ করিতেছি । আমি বজ্র লইয়া যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলে কে আমার শৌর্য্যরাশি সহিতে পারে ? হে বিপ্রগণ ! অনন্তর ক্রোধানল-প্রদীপ্ত শক্র এইরূপ বলিয়া তখন সাধ্যগণ, দেবগণ ও আদিত্যগণকে আদেশ করিলেন,—আমি বালক-বধার্থ শরধানে গমন করিব । হংস কুন্দ ও চন্দ্রের স্তায় ধবলবর্ণ, জলধির স্তায় গভীর-নিমাদকারী, দৈত্য ও দানবদিগের রক্তে ক্লিন্নদন্ত, ভীষণ, চতুর্দন্ত মদীয় প্রিয়

তদাদেশাৎ সুরৈকুর্গঃ সর্বাযুধসমধিতঃ ।

নিবেদিতঃ স শক্রায় তমাকুহ পুরন্দরঃ ॥ ৭৩

বিশৈর্দেবৈশ্চ সার্থ্যৈশ্চ বসুভিশ্চ মরুদগণৈঃ ।

আদিত্যরশ্মিনীভ্যাক্ষ যযৌ স্বন্দবধায় সং ॥ ৭৪

বিহ্নুগুণমাস্ত্রায় স্ত্রয়মানশ্চরাচরৈঃ ।

নৃত্যমানাপ্সরোভিশ্চ বাদ্যমাতেনশ্চ কিন্নরৈঃ ।

গীষমানশ্চ গন্ধধৈঃ সুগীতৈর্গীতশালিভিঃ ॥ ৭৫

নদাতিশ্চ মধাসিংহৈর্গজ্জিহ্বৈশ্চ গজোত্তমৈঃ ।

হরিভক্তৈঃ সমানৈশ্চ বায়ুবেগৈর্মহারথৈঃ ॥ ৭৬

পতাকাভর্জয়ন্তীভির্ধ্বজৈশ্চ চামরৈঃ

এবমাদৌরনৈকৈশ্চ নন্দীশ্বর ইবাপরঃ ॥ ৭৭

দোষুয়মানশ্চমরৈশ্চ দিবেবা-

জ্যেগীষমানঃ সুরাকল্পরীভিঃ ।

পেপীষমানঃ সুরশূন্যরীভিঃ

কামাতুরাভির্নয়নৈরজশ্রম্ ॥ ৭৮

মহাগজ ঐরাবতকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর । তাহার আদেশমাত্র দেবগণ সকল অশ্ব-শত্রু সহ সেই করীন্দ্র লইয়া সত্ত্বর শক্রের নিকট আনয়ন করলেন । পুরন্দর সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া বিশ্বগণ, দেব-গণ, সাধ্যগণ, অষ্টবসু, মরুদগণ, আদিত্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সাহিত স্বন্দবধের নিমিত্ত বাহগত হইলেন । তিনি সুরজ্জিত হইয়া আকাশমণ্ডলে উঠিলে চরাচরগণ তাহার স্তব করতে লাগিল, চতুর্দিকে অপ্সরোগণ নৃত্য করতে লাগিল, কিন্নরগণ বাজ্য করিতে লাগিল, সুগায়ক গন্ধর্ভগণ মনোহর গান করতে প্রবৃত্ত হইল । মহাসিংহ সকলের নিম্নাদে, উত্তম উত্তম গজগণের গজ্জনে ও অশ্বের হেয়ারবে চতুর্দিক পূরিত হইল ; মহারথ সকল মহাবেগে ধাবত হইল ; পতাকা, বৈজয়ন্তী ও ধ্বজ সমুদয় উত্তোলিত হইল ; ছত্র ও চামরসমূহে এবং নানাবিধ দ্রব্যে গগনগুল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । ইন্দ্র, অপর নন্দীশ্বরের স্তায়, চলিতে লাগিলেন । তাহার চতুঃপার্শ্বে দিব্য চামর ব্যজন হইতে লাগিল ; সুরকিন্মরীগণ গীত করিতে

সম্পূজ্যমানো মুনিসিদ্ধসংজ্ঞা-
মুদাষিতো বজ্রধরঃ কিরীটী ।
কুমারমুদিশু গতোহথ বেগা-
দ্ধবিহঁর্বির্বে মনুজান্ যথৈব ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে পরমেশ্বরসু বসংবাদাদি-
কথনং নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং গম্বা সহস্রাঙ্কো বজ্রাস্তে পার্বতীসুতঃ ।
বালঃ সূর্যায়ুতপ্রথ্যঃ তমপশুচ্ছটীপাতঃ ।
প্রলয়াগ্ৰচয়াকারং দৃষ্ট্বা নারদমব্রবীৎ ॥ ১
ইদং কিং ভাতি দেবধে মেরোঃ শতশুল্লগোচ্ছয়ম্
তেজসা ব্যাপ্তভুবনং সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥ ২

লাগিল। কানাতুর সুরসুন্দরীগণ সতৃষ্ণ
নয়ন দ্বারা অজস্র তাঁহাকে পান করিতে
লাগিল। পথিমধ্যে মুনিগণ ও সিদ্ধগণ
তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কিরাট-
ধারী হরি বজ্রহস্তে আনন্দতাঁচতে কুমারকে
লক্ষ্য করিয়া, হারর স্রায়, গমন করিতে
লাগিলেন। ৩১—৭৯ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—সহস্রলোচনে শটীপতি
এইরূপে পার্বতী-পুত্রের সন্নিধানে গমন
করিয়া অবুত সূর্যের স্রায় দেদীপ্যমান ঐ
বালককে দর্শন করিলেন। ইন্দ্র প্রলয়কালে
একত্রিত অগ্নিসমূহের স্রায় ঐ বালকের
আকৃতি অবলোকন করিয়া নারদকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে! সূমেক
অপেক্ষা শতগুণ উচ্চ, তেজ দ্বারা ভুবনত্রয়
ব্যাপিয়া অবস্থিত, সকল প্রাণীর ভয়প্রদ, এ

এবং শক্রবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ পদ্মভূসুতঃ ।
ঐরাবতগজাক্রুতঃ শটীপতিমথাববীৎ ॥ ৩
নারদ উবাচ ।

যোহসৌ দেব ত্বয়া ত্র্যস্তো গর্ভশ্চৈব সহামর্ষৈঃ
তস্মৈবৈষ প্রভাবোহয়ং নূনং দেবশতক্রতো ॥
তাস্করাণাং ন পুঞ্জোহয়ং নৈব পক্ষতসঙ্কয়ঃ ।
বালেনোৎপাদ্যমানেন সহ দেবৈশ্চ রঞ্জিতঃ ॥ ৫
অধো যোজনসংখ্যাভিঃ সহস্রাণ্যেব ষোড়শ ।
চতুরশীতিক্রংসেধো দ্বাত্রিংশদ্বিস্তরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
যাদ্ধারিঃ সকলোহয়ন্তু মেকঃ কাঞ্চনতাং গতঃ ।
তত্তেজঃ স্কন্দতাং যাতং সহস্রাদৈর্গতৈস্তথা ॥
চতুর্থ্যাং সাকৃতিদেব পঞ্চম্যামঙ্গবাংস্ততঃ ।
ষষ্ঠ্যাং পদ্ম্যাং যথা বৈষ ত্রৈলোক্যং বিজয়িষ্যতি
ত্বয়া সহায়ং সপ্তম্যাং পালয়িষ্যতি বা পুনঃ ॥ ৮
হস্ত নূনং ন শক্তোহসি জেতুং বর্ষশতৈরপি ।
কুমারং বরদং দেবং পার্বত্যানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ৯
নানাপ্রহরণোপেতং নানাতরুণভূষিতম্ ।

কে শোভা পাইতেছেন? অনন্তর ভগবান্
পদ্মযোনিতনয় শক্রের কথা শ্রবণ করিয়া
ঐরাবতাক্রুত শটীপতিকে কহিলেন ;—হে
দেব শতক্রতো! আপনি অমরবৃন্দের
সহিত এই স্থানে যে গর্ভ বিমোচন করিয়া-
ছিলেন, তাহারই এই প্রভাব, ইহা সূর্য-
পুঞ্জও নয় এবং পক্ষতসমূহও নহে। এই
তেজের প্রভাবে নিম্নে ষোড়শ সহস্র, যোজন
পরিমিত, উর্দ্ধে চতুরশীতি সহস্র যোজন
প্রমাণ ও দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত এই
সমুদয় সূমেকপক্ষত কাঞ্চনময় হইয়া গিয়াছে।
সেই তেজ সহস্রাদ অতীত হইলে স্কন্দভাব
প্রাপ্ত হয়, চতুর্থীতে ইহার আকার হয়,
পঞ্চমীতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়, ষষ্ঠীতে পাদদ্বয়
দ্বারা ত্রৈলোক্যবিজয়ে উদ্ধত এবং সপ্তমীতে
আপনার সহিত ইনি পালন-কার্য্যে ব্যাপ্ত
হইবেন। ১—৮। আপনি শতবর্ষেও ইহাকে
পরাজয় করিতে পারেন না। ঐ উমাপুত্র
কুমার পার্বতীর আনন্দবর্দ্ধক, নানাবিধ
অস্ত্র-সম্বিত ও নানা আভরণে বিভূষিত

মাতৃভির্গণবৃন্দৈশ্চ সেবামানমুমানুতম্ ॥ ১০
 এবং সঙ্কল্পমানোহসৌ জস্তারির্বালকং প্রতি ।
 বজ্রং মুমোচ বৃদ্ধারিঃ ফুলিঙ্গোদগারি ভীষণম্
 তৃণবনস্তমানোহসৌ বজ্রং তং পার্শ্বতীক্ষ্মতঃ ।
 শরৈর্গৈকেন বিব্যাধ পপাত চ স মুচ্ছিতঃ ॥ ১১
 পুনরন্যং সমাদায় শরং জলনদগ্নিভম্ ।
 ছত্রং ধ্বজং পতাকাশ্চ হরশ্চিচ্ছেদ যথাগং ॥ ১২
 বিভেদাত্মেন তীক্ষ্ণেন হস্তং বৈ বজ্রিণো গুহং ।
 শরেণাদিত্যতুল্যেন কুরুং শস্ত্রযথাহবে ॥ ১৪
 পুনর্বাণং সমাদায় তং জঘান শতক্রতুম্ ॥ ১৫
 অপরেণ তু তীক্ষ্ণেন মুকুটস্থ তথা হরেঃ ।
 শরেণ বহ্নিতুল্যেন চিচ্ছেদ চ স লীলয়া ॥ ১৬
 যমকং পঞ্চাভির্বাণৈর্নিখাতং দশভির্গুহং ।
 দশপঞ্চশরৈরাশু বরুণকং বিভেদ সঃ ॥ ১৭
 বিংশত্যা বায়ুদেবকং রবিকং দশপঞ্চভিঃ ।
 ত্রিংশভিঃ সোমরাজানং তাড়য়িত্বা রণে পুনঃ ॥

হইয়াছেন; মাতৃগণ, প্রমথগণ ইহার সেবা
 করিতেছেন। জস্তাসুরনিধনকারী, বৃদ্ধশত্রু
 এইরূপ কথা কহিতে কহিতে বালকের উপরে
 অগ্নিস্কুলঙ্গ-উদগারকারী ভীষণ বজ্র পরি-
 ত্যাগ করিলেন। পার্শ্বতীক্ষ্মতয় সেই
 বজ্রকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এক বাণ দ্বারা
 ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া
 পড়িলেন। পুনর্বার যড়ানন অপর শর
 লইয়া ইন্দ্রের ধ্বজ, পতাকা ও ছত্র ছেদন
 করিলেন। গুহ অপর সূর্যাতুলা তীক্ষ্ণ শর
 দ্বারা বজ্রীর হস্ত ভিন্ন করিলেন। যুদ্ধস্থলে
 শস্ত্র যেমন কুরুকে আঘাত করিয়াছিলেন,
 সেইরূপ অপর শর লইয়া শতক্রতুকে আঘাত
 করিলেন এবং বহু দৃশ অপর একটি তীক্ষ্ণ
 শর লইয়া অবলীলাক্রমে হরির মুকুটচ্ছেদ
 করিলেন। পঞ্চবাণ দ্বারা যমকে আহত
 করিলেন, দশটি শর দ্বারা নিখাতিকে, পঞ্চ-
 দশটি বাণ দ্বারা বরুণকে ভেদ করিলেন।
 বিংশতি শর দ্বারা বায়ুকে ও পঞ্চদশ বাণ
 দ্বারা রবিকে আহত করিলেন; ত্রিংশৎ শর
 দ্বারা সোমকে তাড়িত করিয়া পুনর্বার প্রাণ-

শক্রং পঞ্চশতৈরাশু শরৈশ্চ প্রাণহারিভিঃ ।
 অন্যান্যপি সুরান্ স্কন্দস্তিভির্দ্বিপঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥
 শূরো নাদং প্রমুঞ্চন বৈ শক্রং দুদ্রাব শস্ত্রজঃ ॥
 বস্তুভিশ্চ তথা দিত্যৈর্মকুন্ডিশ্চ মহাবলৈঃ ।
 বৃত্তঃ শস্ত্রকরৈর্বালঃ সিংহৈঃ শরভরাড়িব ॥ ২১
 ততস্তানাগতান দৃষ্ট্বা দেবাক্করবল্লভঃ ।
 কেশরীব মৃগান্ ক্ষুদ্রান্ দুদ্রাব চ দিবৌকসঃ ॥ ২২
 পুনঃ স্কন্দং সহস্রাক্ষো বজ্রেণ তমতাড়য়ৎ ॥ ২৩
 তাড়িতে তু ততস্তস্মাদ্ভ্যুপন্নাস্চাক্রমূর্তয়ঃ ।
 ত্রয়ো দেবাশ্চ বেদাশ্চ লোকাশ্চাগ্নিদিবাকরাঃ ॥
 ততশ্চেদং সহস্রাক্ষং বৃহদুগুরুবৃহস্পতিঃ ।
 দেবমজ্ঞৌ মহাপ্রজ্ঞো বৃহস্পতিরথাববীৎ ॥ ২৫
 অলং বুদ্ধেন দেবেশ মহাদেবস্ত স্মনুনা ।
 হিতং তবোপদেক্ষ্যেহহং সহস্রাক্ষ শৃণু তৎ ॥
 যদীপ্সসি সূখং ভোক্তুং কুরুষ বচনং মম ॥ ২৭
 অনেন সহ সম্প্রীতিং কুহা রাজ্যমকণ্টকম্ ।

সংহারকারী পঞ্চশত শর দ্বারা শক্রকে
 আহত করিলেন। শূর শস্ত্রতনয় স্কন্দ গভীর
 নিনাদ করিতে করিতে দুই পাঁচটি শর দ্বারা
 অন্যান্য দেবগণকে তাড়িত করিলেন।
 সিংহগণপরিবৃত্ত করিশাবকের ন্যায় মহাবল-
 শালী শস্ত্রহস্ত বসুগণ, আদিত্যগণ ও
 মরুদগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া শক্ররপ্রিয় স্কন্দ,
 কেশরী যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণকে তাড়না করে,
 তদ্রূপ দেবগণকে প্রতাড়িত করিলেন।
 পুনর্বার সহস্রাক্ষ বজ্র দ্বারা স্কন্দকে তাড়না
 করিলেন। সেই তাড়নার পরক্ষণেই তিন
 জন দেবতা, বেদ সকল, অগ্নি ও দিবাকরগণ
 মনোহর মূর্তিতে আসিয়া আবির্ভূত হই-
 লেন। অনন্তর মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগুরু
 দেবমজ্ঞৌ বৃহস্পতি সহস্রলোচনকে কহিলেন-
 হে দেবেশ! মহাদেব-পুত্রের সহিত আপনার
 যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। হে সহস্রাক্ষ! আপ-
 নাকে আমি হিত উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ
 করুন। যদি সূখভোগ করিতে ইচ্ছা করেন,
 তাহা হইলে মদীয় বচন অনুসারে কাৰ্য্য
 করুন। ৯—২৭। ইহার সহিত অচলা প্রীতি

ভুঙ্ক্ষু ভুং নিশ্চয়ং কৃত্বা দানবাংশ্চ নিষুদয় ॥ ২৮

যন্ত বজ্রাভিঘাতেন নার্হিঃ স্নানপি জায়তে ।

হস্তব্যঃ স কথং শত্রু শতসংখ্যৈর্বাৎসর্যৈঃ ॥ ২৯

সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা তস্মৈ বচঃ শত্রুস্তদা সুরগুরোধিজাঃ ।

তমেব শরণং প্রায়াৎ কুমারং পার্শ্বতীসুতম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

প্রসাদ মে ত্বং শরণাগতস্ত

পাদৌ তবাহং শিরসা বহামি

সুরাধিপত্যং ভব শত্রুস্নো

গৃহাণ রাজ্যং মম শত্রুকল্প ॥ ৩১

এষোহঞ্জলিঃ পঙ্কজচাক্ষুণে

কৃতোত্তমাস্তে জহি মন্বন্তরম্ ।

সত্যং হি কোপঃ প্রণতেষু নিত্যং

বিনাশমেত্যাধ্যমণঃ সুসিদ্ধম্ ॥ ৩২

অথেন্দ্রবচনং শ্রদ্ধা ভগবান্ যথুখস্তদা ॥

অব্রবীৎ করুণাবিষ্টঃ শত্রুং প্রতি মুনীশ্বরঃ ॥ ৩৩

করোমি কিমহং রাজ্যং ভোগৈশ্চ প্রাকৃতৈরলম্

করিয়া অকণ্টকভাবে চিরকাল রা যভোগ করুন এবং দানবগণ নিধন করুন । বজ্রা-
ঘাতে যাহার একটুও পীড়া হয় না, হে
শত্রু ! তবদশ শতসংখ্যক লোকও তাহাকে
কিরূপে বধ করিবে ? সূত কহিলেন,—
হে দ্বিজগণ ! তখন শত্রু সুরগুরুর কথা
শ্রবণ করিয়া সেই কুমার পার্শ্বতীপুত্রের শরণ
লইলেন । ইন্দ্র কহিলেন,—হে শত্রুসদৃশ
শত্রুতনয় ! আমি আপনার শরণাগত ;
আপনার পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিতেছি,
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনিই
সুরাধিপ, আমার রাজ্যগ্রহণ করুন । হে
পঙ্কজবৎ চাক্ষুণয়ন ! আমি মস্তকে এই
অঞ্জলি করিয়াছি, আপনি উগ্রকোপ পরি-
ত্যাগ করুন । সাধুদিগের কোপ প্রণত
ব্যক্তির উপরে কখনই থাকে না, ইহা চির
প্রসিদ্ধ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর ইন্দ্রের
বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ যদানন তখন
দয়াযুক্ত হইয়া শত্রুকে কহিলেন,—আমি

অপর্যাপ্তং ন মে কিঞ্চিদস্তি পিত্রোঃ প্রসাদতঃ

নিষ্কণ্টকং ত্বমেবেহ রাজ্যং কুরু শচীপতে ।

মম সখ্যো ন সকলাঙ্কজন জহি পুরন্দর ॥ ৩৫

এবং স্কন্দবচঃ শ্রদ্ধা পুনরাহ শচীপতিঃ ।

ভগবান্ নাপরঃ কশ্চিদেবানাং বিদিতো বলী ।

তস্মাৎ কুরু ত্বমেবেহ রাজ্যমীশ্বরনন্দন ॥ ৩৬

ক বালঃ ক চ সংগ্রামঃ ক নীতিঃ ক পরাক্রমঃ ।

ক জ্ঞানমতুলং দেব ক মতিঃ ক চ সৌম্যতা ।

ক মায়া ক চ দাক্ষিণ্যং ক ক্ষমতিঃ ক প্রসাদতা

অলং ত্বমেব রাজ্যস্তা গুণৈরেভিরুদীরিতঃ ॥ ৩৮

স্বরূপৈঃ স্বগুণৈস্ত্বং হি বন্দিভিষ্ঠারগৈস্তথা ।

বিদ্যাধরৈশ্চ যৎকৈশ্চ বিবিধৈর্গুণকোটিভিঃ ।

সুয়মানোহমরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্বাঙ্গরসাং গণৈঃ ॥

অহং সেনাপতির্দেব ভবামি ভবনন্দন ॥ ৪০

তিষ্ঠস্বোপরি কুৎসস্ত ত্রৈলোক্যং ভুঙ্ক্ষু যথুখ ।

রাজ্যে কি করিব ? প্রাকৃত-ভোগে আমার
আবশ্যক নাই ; মাতাপিতার প্রসাদে আমার
কিছুই অপর্যাপ্ত নাই । হে শচীপতে !
তুমিই এইস্থলে নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্য কর ।
হে পুরন্দর ! আমার সহিত সখ্য করিয়া
সকল শত্রু জয় কর । এইরূপ স্কন্দবাক্য
শ্রবণ করিয়া শচীপতি পুনর্বার কহিলেন,—
ভগবান্ ! দেবগণের মধ্যে অপর কেহ
বিখ্যাত বলবান্ নাই ; অতএব হে ঈশ্বর-
নন্দন ! আপনি এইস্থলে রাজ্য করুন ।
কোথায় শৈশব ও কোথায় সংগ্রাম ! এইরূপ
নীতি, পরাক্রম, অতুল জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও
সৌম্যতাই বা কোথায় আছে ? এইরূপ
মায়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও প্রসাদও কৃত্রাপি
দৃষ্টি হয় না । ২৮—৩৭ । এই সমুদয় গুণে
আপনিই এই রাজ্যের উপযুক্ত ভোক্তা ।
বন্দী, চারণ, বিদ্যাধর, যক্ষ, অমর, সিদ্ধ,
গন্ধর্ব ও অমরোয়োগ যেরূপ গুণকোটি দ্বারা
আপনার স্তব করিয়া থাকে, তাহা আপ-
নার স্বরূপ স্বগুণমাত্র ; উল্লেখ অত্যাতিরিক্ত
লেশও নাই । হে দেব ভবনন্দন ! আমি
আপনার সেনাপতি হই, আপনি সকলের

সর্বগঃ সর্বভূতঃ যথা দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
এবং শক্রবচঃ শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহাষিকাস্মৃতঃ ॥ ৪২
স্কন্দ উবাচ ।

অভয়ঃ শক্র য়া ভৈষীঃ কুরু রাজ্যমকটিকম্ ।
ইন্দ্রঃ দেবরাজঃ স্বমেব জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
দর্পগর্বিবলোদীর্ণা দানবা যে চ তাংস্তদা ।
যৈঃ পরাজীয়সেহত্যর্থং স্তদয়েহং ত্বয়া স্মৃতঃ
বহ্নালটপিরলং শক্র গদিতেন পুনঃপুনঃ ।
নিশ্চয়েন সখাহং তে ভবাম্যমুরস্মদন ॥ ৪৪
অথোবাচ মহাদেবপুত্রঃ সংবীক্ষ্য নিঃস্পৃহম্ ।
নেষ্টং ত্বয়াপি হীন্দ্রঃ ভব সেনাপতির্গুহ ॥ ৪৫
এবমস্থিতি তং প্রাহ কার্তিকেয়ঃ শচীপতিম্ ॥ ৪৬
ততঃ সর্কৈঃ সুরৈবিপ্রা আদেশাৎ পরমেষ্ঠিনঃ
অতিষিক্তোহথ বিধিনা সৈন্যপত্যে তদা গুহঃ
যাবদন্তঃ কুমারায় সৈন্যপত্যং হরাজ্ঞয়া ।

উপরি বিরাজমান হইয়া ত্রৈলোক্য ভোগ
করুন ! হে ষড়ানন ! যেমন দেব মহেশ্বর,
তদ্রূপ আপনিও সর্বগামী ও সর্বভূতস্বরূপ !
ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অম্বিকা-
পুত্র পুনর্বার কহিলেন,—হে শক্র ! তোমার
অভয়, কোন ভয় নাই ; নিকটকভাবে
রাজ্য কর । তুমি ইন্দ্র দেবরাজ, তুমিই
জগতের প্রভু । বলদর্পে গর্বিত দুষ্কৃত
দানবগণ যখন তোমাকে অত্যন্ত পরাভব
করিবে, তখন আমায় স্মরণ করিও ;
তাহাদিগের বধ সাধন করিব । হে শক্র !
বহু কথায় প্রয়োজন নাই, বারংবার আর
কি বলিব, হে অনুরস্মদন ! আমি নিশ্চয়ই
তোমার সখা হইলাম । অনন্তর ইন্দ্র, মহা-
দেবপুত্রকে রাজ্যানিঃস্পৃহ দেখিয়া বলি-
লেন,—তোমার যদি ইন্দ্র অতিমত
না হয়, তবে হে গুহ ! আমার সৈন্য-
পতি হও । কার্তিকেয়ও শচীপতির নিকট
“তথাস্থ” বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । হে
বিপ্রগণ ! অনন্তর সমুদয় দেবগণ পিতা-
মহেশ্বর আদেশ অনুসারে গুহকে যথা-
বিধানে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিলেন ।

হস্তমভ্যাগতস্কর্ণঃ কুমারং তারকস্তুদা ॥ ৪৩
আগতং তং তদা বীক্ষ্য লোলয়া পার্শ্বতীস্মৃতঃ
দদাহাশু মহাদৈত্যং তুলং বহ্নিরিবাহবে ॥ ৪৪
দগ্ধা তু তারকং ঘোরং পতঙ্গমিব পাবকঃ ।
ততঃ প্রীতমনাঃ স্কন্দো মাতুরস্কমুপাবিশৎ ॥ ৪৫
মহাদেবোহপি ভগবান্ বেধাদীন বিষ্ণুনা সহ ।
বিস্মজ্য গণপৈঃ সার্কৈঃ ক্ষণাদন্তহিতোহভবৎ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে নারদেন্দ্র-সংবাদাদিকথনঃ
নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথিতো ভবতা স্মৃত বিবাহঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
উৎপত্তিঃ কার্তিকেয়স্ত তস্মৈ চৈব পরাক্রমঃ ॥ ১
সৈন্যপত্যং যথা দত্তং শ্রুতং সর্বমশেষতঃ ।

হরের আজ্ঞানুক্রমে যখন কার্তিকেয়কে
দেব সেনাপতিত্ব প্রদত্ত হইল, তখনই সহসা
তারকাসুর কুমারকে হনন করিবার নিমিত্ত
উপস্থিত হইল । পার্শ্বতীপুত্র সেই মহা-
দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া, বহ্নি যেমন তুল-
রাশিকে ভস্ম করে, সেইরূপ অবলৌলাক্রমে
তাহাকে বিনষ্ট করিলেন । পাবক যেমন
শলভ দাহ করে, সেইরূপ সেই তারকাসুরকে
দগ্ধ করিয়া স্কন্দ প্রীতমনে মাতার উৎসঙ্গে
উপবেশন করিলেন । ভগবান্ মহাদেবও
বিষ্ণুর সহিত বিধাতা প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া
প্রমথগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত
হইলেন । ৪৮—৫৭ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে স্মৃত ! শিববিবাহ,
কার্তিকেয়োৎপত্তি, কার্তিকেয়পরাক্রম এবং
যেদ্বয়ে কার্তিকেয়ের সেনাপতিত্ব লাভ হয়,

ভক্তিয়োগমধেদানীং বদ স্মৃত মহামতে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

তৃপ্তির্নাদ্যাপাত্ৰদ্যক্ষাচ্ছূহা চৈব পুনঃপুনঃ ॥২

প্রণম্য শঙ্করংশাস্তমপ্রমেয়মনাময়ম্ ।

জানাসি হং ভগবতো মাহাত্ম্যং ত্রিপুরবিষঃ ।

পরঃ জ্যোতিরনাদ্যন্তঃ নির্গুণঃ তমসঃ পরম্ ॥

উপাসিতো যতঃ সম্যগ্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ॥৩

ভক্তিয়োগং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ স্মৃত ।

তৎপ্রসাদং হুয়া লক্শং জ্ঞানং তৎ পারমেস্বরম্

ভক্তিয়োগস্ত মাহাত্ম্যং যথা শস্তোর্মহা ঋতম্

তুল্লভং সর্কশাস্ত্রেষু মুনীনাক মহাত্মনাম্ ॥ ৪

ভক্তির্ভগবতঃ শস্তোহ্লভতা খলু দেহিনাম্ ।

স্মৃত উবাচ ।

কথঞ্চিদ্যদি সা লক্শা তেষাং নৈবাস্তি হ্লভতম্ ॥

যত্কৃতঃ ব্রহ্মণা পূর্বে নারদায় মহাত্মনে ।

ভক্ত্যেব প্রাপ্যতে রাজ্যমিস্ত্রহং মৎপদঞ্চ যৎ

শ্রীতেন মনসা তেন তচ্ছৃণ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫

বিষ্ণুত্বমপি মুক্তিক নুনং প্রাপ্নোতি নারদ ॥

সত্যলোকে সুখাসীনঃ ব্রহ্মণঃ তেজসাং নিধিম্

শুভানামশুভানাক কৰ্ম্মণাং রাশিসঞ্চয়ম্ ।

ঋষিভিমুনিভিঃ সিন্ধৈর্বেদৈঃ সাক্ষৈরুপাসিতম্

করোতি ভাস্মস্তুভক্তির্ভবন্ত্যগ্নির্ঘণৈকনম্ ॥ ১৩

সঙ্গীয়মানঃ গন্ধর্কৈঃ সূর্যমানঃ মরুদগণৈঃ ।

শ্লেচ্ছোহপি বা যদি ভবেত্তবভক্তিসমর্থতঃ ।

দৃষ্ট্বা প্রণম্য বিধিবন্নারদস্তমথারবৌ ॥ ৭

ন তৎসমশ্চতুর্দেদৌ নাগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞঃ ॥ ১৪

নারদ উবাচ

অপি পাপানি ঘোরানি সদা কুর্স্বনরো যদি ।

দেবদেব জগন্নাথ চতুর্মুখ সুরোত্তম ।

লিপাতে নৈব পাপৈস্ত ভক্তো ভবতি চেচ্ছিবৈ

ভক্তিয়োগস্ত মাহাত্ম্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥৮

শিবভক্তা মহাত্মানো মুচ্যন্তে তে ন সংশয়ঃ ।

অপি হৃদ্রতকৰ্ম্মাণঃ প্রসাদাচ্ছূলিনো যুনে ॥ ১৬

তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি । হে মহা-

ভক্তিয়োগ মাহাত্ম্য বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,

মতি স্মৃত ! এক্ষণে ভক্তিয়োগ কীর্তন করুন ।

—হে স্মৃত নারদ ! অপ্রমের অনাময়

পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও অজ্ঞাপি আমিরা

অনাদ অনন্ত তমোভৌত নির্গুণ পরম-

তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই এবং আপনিও

জ্যোতিঃস্বরূপ শাস্ত শঙ্করকে প্রণাম করিয়া

শিবমাহাত্ম্য বিশেষরূপে জানেন । বেননা,

তাহার ভক্তিয়োগ বলি, শ্রবণ কর । এই

ভগবান্ বেদব্যাসকে আপনি সম্পূর্ণরূপে

ভক্তিয়োগের বিষয় শিবের নিকট যেক্রপ

উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে সর্কশাস্ত্রে

শুনিয়াছি, সেইরূপই বলিব । ভগবান্

হুপ্রাপা, মহাত্মা মুনিগণের তুল্লভ শৈবজ্ঞান

শিবের প্রতি ভক্তি প্রাণিগণের তুল্লভ ;

আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন । স্মৃত বলিলেন,—

কোন প্রকারে কিন্তু যদি সেই ভক্তি লাভ

হে দ্বিজোত্তমগণ ! পূর্বে ব্রহ্মা, মহাত্মা

হয় ত তাহার তুল্লভ আর কিছু থাকে না ।

নারদকে শ্রীতমনে যে উপদেশ দিয়াছিলেন,

হে নারদ ! ব্রাহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, আমার পদ,

তাহা শ্রবণ করুন । সত্যলোকে তেজো-

বিমুপদ এবং মুক্তি সকলই ত ভক্তিবলেই

নিধি ব্রহ্মা সূখে বসিয়া আছেন, ঋষি-

পাওয়া যায় । অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশ দহ

গণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ এবং সাক্ষ বেদ-

করেন, তদ্রূপ শিবভক্তি শুভ-অশুভ

চতুষ্টিয় তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, গন্ধ-

কৰ্ম্মসমূহকে ভাস্মীভূত করিয়া থাকে । শ্লেচ্ছও

র্কৈরা তাঁহার বিষয়ে সঙ্গীত করিতেছে,

যদি শিবভক্ত হয়, তাহা হইলে, চতুর্দেদৌ

দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন—অব-

অগ্নিহোত্রাদিকর্তা ব্রাহ্মণও তাহার সমান

লোকন করিয়া নারদ যথাবিধি প্রণামপূর্কক

হইতে পারেন না । মানুষ যদি ঘোরতর বহু

তাঁহাকে বলিলেন,—দেব-দেব সুরশ্রেষ্ঠ !

পাপ করে, তবু সে পাপে লিপ্ত হয় না—যদি

জগন্নাথ চতুরানন ! দেবদেব শূলপাণির

সে ব্যক্তি শিবভক্ত হইয়া থাকে । ১—১৫ ।

সকল পূজরতে যন্ত ভগবন্তমুপাসিতম্ ।
 অপাৰমেধাদধিকং ফলং ভবতি নারদ ॥ ১৭
 জীবিতং চঞ্চলং জ্ঞাত্বা পদ্মপত্র ইবোদকম্ ।
 মৃত্যুর্হস্তান করকাংস্ততঃ কুৰ্য্যচ্ছিবো মতিম্ ।
 শিবো মতিং প্রকুৰ্য্যণঃ সংসারাদতিভীষণাৎ ।
 মুচ্যতে মুনিশার্দূল মতিঃ সর্ষেহতিদুর্লভা ॥ ১৮
 ভবব্যাধিমুখস্থানাং ভীকৃণাং দেহিনাং মূনে ।
 তস্মাদ্বিমোচকস্তেষাং মহাদেব ইতি ঋতিঃ ॥ ১৯
 ভক্তিঃ শিবো যদি ভবেন্ন কস্মাৎ কস্মাচ্চিদ্রমম্ ।
 ভবান্বং তরত্যেব প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২০
 স্বর্গার্থিনাং মুমুক্শুণাং ব্রহ্মহমপি কার্ষ্যকামম্ ।
 ভক্তিরেব বিরূপাক্ষে নাস্ত্যঃ পন্থা ইতি ঋতিঃ
 আদিমধ্যান্তরহিতে পিনাকিনি জগৎপতো ।
 সদা মনোযিতিঃ কার্য্য্য ভক্তিরেব হি নারদ ॥ ২১
 সর্বমন্ত্ৰং পরিত্যজ্য ভক্তো ভব হরে মূনে ।
 মুক্তো ভবিষ্যসি কিপ্রং তস্মা শস্তোরনুগ্রহাৎ

হে মূনে! ছদ্মতর্কী হইলেও শিবভক্ত
 মহাত্মাগণ শিবপ্রসাদে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ
 করেন। হে নারদ! যে ব্যক্তি একবারমাত্র
 ভগবান্ উষাপতিকে পূজা করে, তাহারও
 অপরমেধ যজ্ঞের অধিক ফল লাভ হয়। পদ্ম-
 পত্রস্থ জলের জায় জীবনকে চঞ্চল এবং
 মৃত্যুর পর দুঃস্থ নরক মনে করিয়া শিবের
 প্রতি মতি করিবে। হে মুনিবর! শিবের
 প্রতি মতি হইলে অতি ভীষণ সংসার হইতে
 মুক্তিলাভ করা যায়। হে মূনে! সংসার-
 সর্পের মুখকূহরে অবস্থিত ভীক প্রাণিগণের
 সংসারসর্প হইতে মোচন করিবার কর্ত্তা মহা-
 দেব, ইহা ঋতিসম্মত। শিবভক্তি হইলে
 কাহারও কোথাও ভয় থাকে না; শিবপ্রসাদে
 সে সংসার-সাগর হইতে পার হইতে পারেই।
 স্বর্গাভিলাষী, মুমুক্শু বা ব্রহ্মপদাভিলাষী ব্যক্তি-
 গণের শিবভক্তিই পথ, অন্য আর পথ নাই,
 ইহা বেদবাক্য। হে নারদ! মনোযগণ, আদি
 মধ্য এবং অন্তর্বর্জিত জগৎপতি পিনাকীর
 প্রতি সতত ভক্তি করিবেন। হে মূনে।
 আর সমস্ত পরিত্যগ করিয়া শিবভক্ত হও,

যন্ত প্রসাদলেশেন ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবানহম্ ।
 বিষ্ণুহমপি বিষ্ণুশ্চ স শিবঃ কৈর্ন সেবাতে ॥ ২২
 শিবো দানং শিবো হোমঃ শিবো জ্ঞানং শিবো
 জপঃ ।
 অক্ষয়ানি ফলান্তেষামিত্যাহ ভগবাক্তিঃ ॥ ২৩
 কুরুক্ষেত্রে নিবসতাং যৎ ফলং নৈমিষে তথা ।
 প্রয়াগে চ প্রভাসে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ২৪
 রুদ্রকোট্যাং গয়ায়াঞ্চ শালগ্রামেহমরেশ্বরে ।
 পুষ্করে ভারভূতেশে গোকর্ণে মণ্ডলেশ্বরে ।
 তং ফলং দিবসেনৈব ভক্ত্যা ভগার্চনাদ্ভবেৎ ॥
 নাস্তি লিঙ্গার্চনাং পুণ্যমধিকং ভুবনত্রয়ে ।
 লিঙ্গেহর্চিতেহ'থলং বিশ্বমর্চিতং স্মার সংশয়ঃ
 মায়া মোহিতাত্মানো ন জানন্তি মহেশ্বরম্ ।
 অনুগ্রহান্তগবতো জানন্ত্যেব হি নারদ ॥ ২৫
 যঃ পূজিতং শিবং দৃষ্ট্বা প্রণমেদভক্তিভাবতঃ ।
 পুণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত ফলং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৬

শিবানুগ্রহে শীঘ্র মুক্ত হইবে। বাহার লেশ-
 মাত্র প্রসাদে আমি ব্রহ্মপদ পাইয়াছি, বিষ্ণু
 বিষ্ণুপদ পাইয়াছেন, সেই শিব কাহার না
 সেবা? শিবোদ্দেশে দান ও হোম, শিবস্বাপন
 এবং শিবজপ অক্ষয় ফলজনক, ইহা ভগবান্
 শিবের উক্তি। কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য,
 প্রয়াগ, প্রভাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, রুদ্রকোটী,
 গয়া, শালগ্রাম, অমরকণ্টক, পুষ্কর, ভার-
 ভূতেশ, গোকর্ণ এবং মণ্ডলেশ্বরে বাস
 করিলে যে ফল হয়, একদিন ভক্তিপূর্বক
 শিবপূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। শিবলিঙ্গ পূজা হইতে অধিক
 পুণ্য ত্রিভুবনে আর কিছুতে নাই, শিবলিঙ্গ
 পূজা করিলে নিশ্চয়ই নিখিল জগৎ পূজা
 করা হয়। মায়ামোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ
 মহেশ্বরকে জানিতে পারে না; হে নারদ!
 শিবের অনুগ্রহেই তাঁহাকে জানিতে পারা
 যায়। যে ব্যক্তি পূজিত শিব দর্শন
 করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করে,
 নিশ্চয়ই তাহার পুণ্ডরীক-যজ্ঞফল লাভ
 হয়। ১৬—২৬। বাহার শাস্তিচিন্ত,

যে পুনঃ শান্তমনসঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
মর্ত্যাস্ত বদনং তেহপি নৈব পশ্যন্তি নারদ ॥ ৩২
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যাস্থায়তনানি চ ।
শিবলিঙ্গে বসন্তোব তানি সর্বাণি নারদ ॥ ৩৩
তস্মাদ্ভিন্নং সদা পূজ্যং ভক্তিভাবেন নিত্যশঃ
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বস্বাদধিকশ্চ সঃ ॥ ৩৪
যন্ত লিঙ্গার্চনং ত্যক্তা দেবানস্তাংশ্চ পূজয়েৎ ।
রত্নং বিহায় যুটাস্থা যথা কাচমপেক্ষতে ॥ ৩৫
চতুর্দশামখাষ্টম্যাং পৌর্ণমাস্তাং তথৈব চ ।
অমাবস্তাং জ্যৈষ্ঠাদস্তাং পূজয়েদনুশেখরম্ ॥ ৩৬
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি দেহান্তে তুল্লভং যুনে ॥ ৩৭
শিবার্চনরতো নিত্যং মহাপাতকসমুৎসবৈঃ ।
দোষৈঃ কুঠৈর্ন লিপ্যেত পদ্যপত্রমিবাস্তসা ॥ ৩৮
দর্শনাচ্ছিবভক্তানাং স কুৎসস্তাষণাদপি ।
অতিরিক্তশ্চ যজ্ঞশ্চ ফলং ভবতি নারদ ॥ ৩৯
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাস্ত্যাজজাতিজঃ
শিবভক্তঃ সদা পূজ্যঃ সর্বাবস্থাং গতোহপি বা

জিতেন্দ্রিয়, শিবভক্ত, তাহাদিগকে আর
মানুষের মুখ দেখিতে হয় না। হে নারদ!
পৃথিবীতে যত তীর্থ এবং পবিত্র স্থান
আছে, তৎসমস্তই শিবলিঙ্গে অবস্থিত।
অতএব ভক্তিভাবে, নিত্য নিত্য শিবলিঙ্গ-
পূজা করিলে সর্বতীর্থ-স্নানফল এবং সর্বা-
পেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তি হয়। রত্ন পরিত্যাগ
করিয়া কাচ অবেষণের স্থায় শিবলিঙ্গপূজা
পরিত্যাগ করিয়া দেবতাস্তরের পূজন যে
করে, সে মূঢ়। চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণমা,
অমাবস্তা এবং জ্যৈষ্ঠাদনীতে শিবপূজা করিলে
সর্বতীর্থ-স্নানফল, সর্বযজ্ঞানুষ্ঠান-ফলপ্রাপ্তি
ও দেহান্তে তুল্লভ শিবলোকপ্রাপ্তি তাহার
ঘটে। পদ্যপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না,
সেইরূপ শিবপূজানিরত ব্যক্তি মহাপাতক-
সমুৎসব দোষে লিপ্ত হন না। হে নারদ!
শিবভক্তের দর্শন এবং একবার মাত্র
সস্তাষণেও অতিরিক্ত-যজ্ঞের ফল লাভ
হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ

নাস্ত্যাচারং পরীক্ষেত ন কুলং ন ব্রতং কথং ।
ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিততালেন পূজ্য এব হি নারদ ॥ ৪১
কর্মণা মনসা বাচা যন্ত ভক্তান্ বিনিবর্ততি ।
নিরয়ারিক্তির্নাস্তি তন্ত যুটাস্থনো যুনে ॥ ৪২
শিবভক্তান্ বর্জয়িত্বা সর্বেষাং শাসকো যমঃ ।
যঃ পুনঃ শিবভক্তানাং শিব এব ন চাপরঃ ॥ ৪৩
ন শিবাশ্রয়িণো মোক্ষী ন দণ্ডো ন চ কুণ্ডলে ।
নৈব কাষায়বাসাংসি ভক্তিরেবায় কারণম্ ॥ ৪৪
যদি ভক্তাঃ পশুপতো পাপকর্মসু যে রতাঃ ।
যমস্ত বদনং তেহপি নৈব পশ্যন্তি নারদঃ ॥ ৪৫
যে পুনঃ শান্তমনসঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
মর্ত্যধর্ম্যঃ সমাসাদ্য বিজ্ঞেয়াস্তে গণেশ্বরঃ ॥ ৪৬
মৃতস্ত জীবতো বাপি শিবভক্তস্ত নারদ ।
যমাস্ত্রয়ং ন তস্মাস্তি রাজ্ঞৈশ্চৈব তু কা কথং ।
আশ্চর্য্যং কথয়িষ্যামি শৃণু নারদ যৎ পুরা ॥ ৪৭
উজ্জয়িত্বাং নৃপো হাসীন্নায় সত্যধ্বজো যুনে ।

জাতি, যেই হউক, শিবভক্ত হয় ত সকল
অবস্থাতেই সে ব্যক্তি পূজ্য হয়। হে নারদ!
তাহার আচার, কুল, ব্রত কিছুই পরীক্ষণীয়
নহে; ললাটে ত্রিপুণ্ড্র-অঙ্কিত হইলেই পূজ্য
করিবে। যে ব্যক্তি বাক্য, মন ও কর্ম
দ্বারা শিবভক্তগণকে নিন্দা করে, সেই
মূঢ় ব্যক্তির নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। যম,
শিবভক্ত ব্যতীত আর সকলের শাসন-
কর্তা; শিবভক্তগণের শাসনকর্তা, শিবই;
আর কেহ নহেন। শিবভক্ত ব্যক্তির মোক্ষী,
দণ্ড, কুণ্ডল, কাষায়বস্ত্র কিছুই প্রযোজনীয়
নহে; ভক্তিই মাত্র ইহাতে কারণ। হে
নারদ! পাপকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরও যদি
শিবভক্ত হয় ত তাহাদিগকেও যমের মুখ
দেখিতে হয় না। যাহারা শান্তচিত্ত জিতেন-
্দ্রিয় শিবভক্ত, তাহাদিগকে মনুষ্যরূপী গণা-
ধ্যক্ষ বলিয়া জানিবে ৩০—৪৫। হে নারদ!
শিবভক্ত, মৃত্যুর পর বা জীবিতাবস্থাতে যম
হইতেও ভীত নহেন, রাজত্ব ত সামান্ত।
হে নারদ যুনে! একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান
বলিতেছি শ্রবণ কর;—উজ্জয়িনীকে

ধর্মীনা সত্যসকলঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ।
 ক্রুৎকা সমস্তাযবনিঃ কালেনাথ দিবঃ গতঃ ॥ ৪৭
 বনুশ্চত ইতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্ত মহাক্ষণঃ ।
 মহাকালার্চনরতস্তদ্রিষ্টস্তৎপরায়ণঃ ॥ ৪৮
 ন ধর্মোণ প্রজাঃ শান্তি রাজধর্মবহিষ্কৃতঃ ।
 অসাধুন্ সম্প্রিত্যজা সাধুন্ বৈ হস্তাসৌ নৃপঃ
 প্রজানাং কৃৎসং নান্তি সর্বত্র পরিপস্থিনঃ ।
 যজ্ঞাংস্ত যজনাং দৃষ্টা স্নেহা বিধ্বংসয় স্ত ত ন ॥
 গতে বর্ষসহস্রে তু রাজ্যে তস্মিন্ বনুশ্চতে ।
 মৃত্যুকালোহথ সম্প্রাপ্তো দেহিনঃমতিভীষণঃ ।
 পাপিষ্ঠ ইতি তং মহা সম্প্রাপ্তা যমকিকরাঃ ।
 শিবশক্ত ইতি প্রাপ্তাশ্বিনেজাঃ শূলধারিণঃ ॥ ৫২
 শিবদূতৈঃ সমানীতঃ বিমানং সার্বকামিকম্ ॥

সত্যধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি
 ধর্মীনা, সত্যসকল এবং প্রজাপালনরত
 ছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী পালন
 করিয়া কালক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন।
 সেই মহাক্ষর পুত্রের নাম বনুশ্চত।
 রাজা বনুশ্চত * মহাকালপুজারত,
 মহাকালনিষ্ঠ এবং মহাকাল পরায়ণ
 ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মতঃ প্রজা
 পালন করিতেন না, রাজধর্মবহিষ্কৃতই
 ছিলেন। সেই রাজা অসাধুদিগকে ত্যাগ
 করিয়া সাধুগণকে হিংসা করিতেন। প্রজা-
 দিগের মঙ্গল ছিল না, সকল বিষয়েই
 তাহার শত্রুসঙ্কুল ছিল। যাত্তিকগণের
 যজ্ঞ দর্শন করিয়া রেছেরা তাহা বিধ্বস্ত
 করিত। রাজ্যের এই অবস্থায় সহস্র
 বৎসর গত হইলে, শরীরগণের রাজা
 বনুশ্চতের উপস্থিত অতি-ভীষণ মৃত্যুকাল
 হইল। পাপিষ্ঠ-বিবেচনায় যমকিকরেরা
 এবং শিবশক্ত-বিবেচনায় শূলপাণি ত্রিনেত্র
 শিবদূতেরা তথায় উপস্থিত হইলেন।
 শিবদূতগণ সার্বকামপ্রদ বিমান আনয়ন

যমদূতাকৃতিকুরাঃ পাশদণ্ডাসিপাণয়ঃ ।
 আর্জুন্মদ্যতাঃ সর্কে নৃপং তং যমকিকরাঃ ॥ ৪৮
 গণেশরাস্ততঃ ক্রুৎকা দৃষ্টা তান যমকিকরান্ ।
 ত্রিশূলৈর্মুদগারৈশ্চৈকগদাভর্মুসলৈস্তথা ॥ ৫৫
 তাড়য়ত্বা ভৃগং দূতান্ যমশাসনপালকান্ ।
 নীতঃ শিবপুরং দিব্যং পুনরাবুত্তিহ্লভম্ ॥ ৫৬
 অথ তে কিকরাঃ সর্কে যম গতেদমক্রবন্ ॥ ৫৭

কিকরা উচুঃ ।

শৃণু ধর্ম যথা বৃন্তমৌধরস্ত গণেশ্বরৈঃ ।
 সার্বকামস্বাস্তাভাধিত্বা নীতঃ পাপো বনুশ্চতঃ ॥
 ন যত্নেধ্বজতে দেবান্ ন বিপ্রান্ নাতিথীনপি ।
 ন ধর্মোণ প্রজাঃ পাতি কথং শিবপুরং গতঃ ।
 তব্বং ধর্ম বিজানাসি ধর্মদণ্ডধরো ভবান্ ।
 তস্মাদ্ ব্রবীহি ভগবন্ত্ববাক্তাকারিণো বয়ম্ ॥
 এবং তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাট সূর্য্যনন্দনঃ ।
 বচঃ প্রোবাচ গভীরঃ কিকরান্ প্রতি নারদ ॥

করিয়াছিলেন। পাশ-দণ্ড-খজাধারী অতি-
 ক্রুর যমদূতগণ সকলে সেই রাজাকে
 গ্রহণ করিবার জন্য উদ্ভূত হইল।
 তখন গণাধিপতিগণ, যমদূতগণদর্শনে ক্রুদ্ধ
 হইয়া ত্রিশূল, মুদগার, চক্র, গদা এবং মুষল
 দ্বারা সেই যমাক্তাকারী দূতদিগকে অতীব
 পীড়িত করিলেন এবং সেই রাজাকে পুনরা-
 গমনবর্জিত দিব্য শিবপুরে লইয়া গেলেন।
 ৪৬—৫৬। অনন্তর কিকরেরা সকলে যথের
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে ধর্ম!
 যথার্থ বৃন্তাস্ত্র অবণ বক্রন, শিবগণাধ্যাক্ষেরা
 আমাদিগকে প্রহার করিয়া পাপিষ্ঠ বনুশ্চত
 রাজাকে লইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি যজ্ঞ
 করে নাই, ব্রাহ্মণ বা অতিথিগণের পূজা
 করে নাই, ধর্মতঃ প্রজাপালনও করে নাই,
 তবে সে শিবপুরে গমন করিল কিরূপে?
 হে ধর্ম! আপনি ধর্মদণ্ডধারী, এ বিষয়ের
 তব্ব আপনি অবগত আছেন। অতএব
 তাহা বলুন, আমরা আপনার আক্তাকারী।
 হে নারদ! সূর্য্যনন্দন ধর্মরাজ, কিকর-
 গণের এই কথা শুনিয়া গভীরভাবে

* ৬কাশীর বিবেচকের দ্বায় উজ্জয়িনীর
 অধীশ্বর মহাকাল নামে খ্যাত শিবসিদ্ধ।

যম উবাচ ।

দেবানুন্নমন্তব্যানাং সর্কেষাং প্রাণিনামপি ।
শান্তাহং নাত্র সন্দেহঃ শিবভক্তমুতে কিল ॥৬
মাগাভ্যং শিবভক্তানাং কো বা বিন্দতি তদ্বতঃ
তেষাং নিয়ন্তা ভগবান্ মহাদেবো ন চাপরঃ ॥
শিবভক্তা মহাত্মানঃ সদা সর্কার্চনে রতাঃ ।
অপ্যাশ্রমাচারহীনাস্ত্যজ্ঞধ্বং তান্ প্রযত্নতঃ ॥
বর্ণাশ্রমাণামাচার্য্য অপি তেন বিবর্জিতাঃ ।
শঙ্করে যদি ভক্তঃ স্মার শাস্ত্রাঃ পূজ্য এব হি ॥
ভবন্তিঃ পরিহর্ষব্যঃ শিবভক্তাঃ প্রযত্নতঃ ।
পাপকর্ম্মস্বপি রতাস্তেষামেনো ন বিদ্যতে ॥৬৬
বিভেমি শিবভক্তভ্যাং সিংহাদিব যথা মৃগাঃ ।
ষেতস্তাহরণে পূর্ম্মমহং দেবেন ঘাতিতঃ ॥ ৬৭
ততঃ প্রতৃত্যহং শান্তা তদ্বক্তানাং ন কিঙ্করাঃ
যোহসৌ বসুন্ধরো রাজা ন প্রজাঃ পালয়ন
যদি । ।

তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি দেবতা,
অনুন্নমন্তব্য এবং সকল প্রাণীরই শাসন-
কর্ত্তা, ইহাতে সন্দেহ নাই; আমি শিব-
ভক্তের শাসনকর্ত্তা নহি। শিবভক্তগণের
মাহাত্ম্য তদ্বতঃ জানিতে কে পারে? ভগ-
বান্ মহাদেবই তাঁহাদের নিয়ন্তা, অপর
কেহ নহেন। সদা শিবপূজারত শিবভক্ত
মহাত্মারা আশ্রমাচারহীন হইলেও তোমরা
তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।
শিবভক্ত যদি বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগও
করেন, তবু তিনি শাসনযোগ্য নহেন;
প্রত্যা ত পূজনীয়। শিবভক্তগণ পাপকর্ম্ম-
রত হইলেও তাঁহাদিগকে তোমরা পরিত্যাগ
করিবে; কেননা তাঁহাদের পাপ নাই।
সিংহের নিকট মৃগেরা যেমন ভীত হয়,
আমি শিবভক্তগণের নিকট সেইরূপ ভীত
হই। পূর্বে (শিবভক্ত) যেত নাবক
মুনিকে গ্রহণ করিতে গিয়া শিবকর্ত্তক নিহত
হইয়াছিলাম। হে কিঙ্করগণ! তদবধি
আমি আর শিবভক্তগণের শাসন করিতে
অগ্রসর হই না। সেই রাজা বসুন্ধর যদিও

তথাপি শঙ্করে ভক্তো মনোবাক্যকর্ম্মভিঃ ।
প্রসাদাৎ তস্মৈ দেবস্ত পাপং স্পৃশতি তং কথং
সকলং পশুতি যো দেবঃ মহাকালঃ ত্রিলোচনঃ
সকলপাপবিনির্মুক্তো যাতি শৈবঃ পরং পদম্ ॥
যঃ সদাৰ্চয়তে দেবঃ মহাকালঃ তমীশ্বরম্ ।
গণেশ্বরঃ স মন্তব্যো ভবান্ত্যরতি কিঙ্করাঃ ॥৭২
এবং যমস্ত বচনং শ্রুত্বা তে যমকিঙ্করাঃ ।
তুষ্ণীমাশক্ত তে সর্কে বভূবুবিগতজরাঃ ॥ ৭৩
তস্মাৎ পূজ্যো মহাদেবস্তভক্তস্ত বিশেষতঃ ।
ভক্তানাং পূজনাচ্ছত্ৰুঃ ক্রীতো ভবতি নারদ ॥
শিবস্ত নিত্যতৃপ্তস্ত কিং নাম ক্রিয়তে জনৈঃ
যৎ কৃতং শিবভক্তানাং তেন ক্রীতো ভবেচ্ছিবঃ
দেবান্ সর্কান্ পরিত্যজ্য ভক্ত নারদ শঙ্করম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে

স্মৃতশৌনকসংবাদে ব্রহ্ম-নারদ-

সংবাদাদিকথনং নাম চতুঃ-

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

প্রজাপালন করেন নাই, তথাপি বাক্য
মন, দেহ এবং কর্ম্ম দ্বারা শিবকে ভক্তনা
করিয়াছেন। সেই দেবের প্রসাদে তাঁহার
পাপস্পর্শ হয় নাই। যে ব্যক্তি একবারমাত্র
দেবদেব ত্রিলোচন মহাকালকে দর্শন করে,
সে সর্কপাপমুক্ত হইয়া শিবের পরমপদ প্রাপ্ত
হয়। হে কিঙ্করগণ! যে ব্যক্তি সতত সেই
মহাকালের পূজক, তাঁহাকে তোমরা গণাধ্যক্ষ
বলিয়া মানিবে। যমকিঙ্করগণ, যমের এই
প্রকার কথা শুনিয়া তুষ্ণীভাবে থাকিল এবং
নিরুদ্বেগ হইল। হে নারদ! অতএব শিব,
বিশেষতঃ শিবভক্ত পূজনীয়; ভক্তপূজনে
শিব ক্রীত হইয়া থাকেন। লোকে, নিত্য-
তৃপ্ত শিবের আর কি করিতে পারে, শিব-
ভক্তগণের তৃপ্তি করিতে পারিলেই তাঁহার
ক্রীতিসম্পাদন করা হয়। হে নারদ!
সর্কদেব পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করকে ভক্তনা
কর । ৫৭—৭৬।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চাষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পত্রং পুষ্পমথাপি বা ।
 যঃ প্রযচ্ছতি শরীর্য তদনন্তফলং স কুৎ ॥ ১
 সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ শিববক্ত্রান্নিনির্গতাঃ
 পঞ্চাক্ষরমন্ত্রস্ত কলাঃ নাইন্তি মোড়নীম ॥ ২
 দীক্ষিতোহদীক্ষিতো বাপি বিধানাদম্ভথাপি বা
 পঞ্চাক্ষরং জপেদ্যম্ শিবস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ৩
 অপি কৃৎস্না জগৎপাত্যং পাপানি শুবহুস্তপি ।
 পঞ্চাক্ষরজপাৎ সদ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
 ন হি পঞ্চাক্ষরজপাৎ ত্রয়োহস্তি ভুবনত্রয়ে ।
 এবং জ্ঞাত্বা জপেদ্বিতান্ বিদ্যাং পঞ্চাক্ষরীং
 শুভাম্ ॥ ৫
 পঞ্চাক্ষরেণ মন্ত্রেণ বিশ্বপত্নৈঃ শিবার্চনম্ ।
 কৰোতি শ্রদ্ধয়া যন্ত স গচ্ছেদৈশ্বর্যং পদম্ ॥ ৬
 দর্শনাদ্বিস্বরূপস্ত স্পর্শনাদ্বন্দনাদপি ।

পঞ্চাষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে ব্যক্তি শিবোদ্দেশে
 পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে একবারও পত্র অথবা পুষ্প
 প্রদান করে, তাহার অনন্ত ফল । সপ্ত-
 কোটি-সংখ্যক মহামন্ত্র শিববদন হইতে
 নিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু সে সব মন্ত্র পঞ্চাক্ষর
 মন্ত্রের ষোড়শ ভাগের একভাগ সাদৃশ্যও
 প্রাপ্ত হয় না । দীক্ষিত হউক, অদীক্ষিত
 হউক, বিধিপূর্বক হউক, বা অবিধিপূর্বক
 হউক, যে ব্যক্তি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে,
 সে শিবানুচর হয় । জগৎপাত্যাদি বহু পাপ
 করিয়াও যদি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে ত
 সদ্যঃপাপমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয়
 নাই । ত্রিভুবনে পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রজপাপেক্ষা
 ত্রৈলোক্য আর কিছুই নাই, ইহা জানিয়া
 বিচক্ষণ সাধক, শুভ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা জপ
 করিবে । যে ব্যক্তি পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে শ্রদ্ধা-
 সহকারে বিশ্বপত্নী দ্বারা শিবপূজা করে,
 তাহার শিবপদপ্রাপ্তি হয় । হে ঋষিশ্রেষ্ঠ !
 বিষ্ণুরূপের দর্শন, স্পর্শন এবং বন্দনে

অহোরাত্রকৃতং পাপং নশ্ততে ঋষিসত্তম ॥ ৭
 অন্তকালে নরো বস্ত বিষ্ণুমূলস্ত মৃত্তিকাম্ ।
 আলিম্পেৎ সর্বগাত্রাণি মৃতো যাতি পরাং
 গতিম্ ।

বিষ্ণুরূপং সমাশ্রিত্য দ্বাদশাহমভোজনম্ ।
 যঃ কুর্ধ্যাদ্ভ্রূণহা পাপানুজ্ঞো ভবতি নারদ ॥ ৯
 বিষ্ণুরূপং সমাশ্রিত্য ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুচিঃ ।
 হরনাম জপল্লংকং ক্রণহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১০
 মাতৃহা পিতৃহা বাপি যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ ।
 মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং পূজয়েদিনুশেখরম্ ॥ ১১
 তক্ত্যা বিষ্ণুদগৈর্মৌনৌ হরনাম জপন নিশি ।
 সর্বপাপবিনিষ্টুক্তো যাতি শৈবং পরং পদম্ ॥ ১২
 শুকৈঃ পর্যুষিতৈঃ পত্নৈরপি বিষ্ণুস্ত নারদ ।
 পূজয়েদিগারিজানাধং মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ১৩
 অর্ঘ্যং পুষ্পফলোপেতং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ
 যুগানামযুতং সাগ্রং শিবলোকে বসেত্তরঃ ॥ ১৪
 আপঃ কীরং কুশাগ্রাণি সযুতং দধি তণ্ডুলাঃ ।

অহোরাত্রকৃত পাপ বিনষ্ট হয় । যে
 মানব অন্তকালে সর্বাক্ষে বিষ্ণুরূপমূলের
 মৃত্তিকা লেপন করে, তাহার মৃত্যুর পর পরম
 গতি লাভ হয় । হে নারদ ! যে ভ্রূণঘাতী,
 বিষ্ণুরূপ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশরাত্র উপবাস
 করিবে, সে, সেই পাপ হইতে মুক্তি পাইবে ।
 বিষ্ণুরূপ আশ্রয় করিয়া শুচি অবস্থায় ত্রিরাত্র
 উপবাসী হইয়া লক্ষ শিবনাম জপ করিলে
 ক্রণহত্যাপাপ বিনষ্ট হয় । মাতৃঘাতী, পিতৃ-
 ঘাতী অথবা সর্বপাপযুক্ত ব্যক্তিও মাঘমাসের
 কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দশী তিথিতে রাত্রিকালে শিব-
 নাম জপ করত মৌনভাবে বিশ্বপত্নী দ্বারা
 ভক্তিপূর্বক শিবপূজা করিলে সর্বপাপমুক্ত
 হইয়া শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয় । ১—১২ ।
 হে নারদ ! শুক বা পর্যুষিত বিশ্বপত্নী দ্বারাও
 শিবপূজা করিলে সর্বপাপমুক্ত হওয়া যায় ।
 যে ব্যক্তি পুষ্পফলযুক্ত অর্ঘ্য শিবোদ্দেশে
 নিবেদন করিবে, সেই মানব কিঞ্চিদধিক
 অযুতযুগ শিবলোকে বাস করিবে । জল, দুগ্ধ,
 ঘৃত, দধি, কুশাগ্র, তণ্ডুল, তিল এবং বেত-

তিলৈশ্চ সৰ্বপৈঃ সার্কিষ্যোহষ্টাঙ্গ ইতি স্মৃতঃ ।
 পলকোটিং সুবর্ণস্ত যো দদ্যাৎষেদপারগে ।
 শিবায় ভক্তিমাভূতঃ প্রধানমধিকং ফলম্ ॥ ১৬
 তস্মাৎপট্টৈঃফলৈঃপুটৈশ্চোষ্টৈরপি যজ্ঞেচ্ছিবম্
 তদনন্তফলং প্রোক্তং ভক্তিরেবাত্ম কারণম্ ॥
 লিঙ্গস্ত লেপনং কুষ্ঠাদিভ্যৈর্গন্ধৈর্মনোরমৈঃ ।
 বর্ষকোটিশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
 সুগন্ধালেপনাং পুণ্যং দ্বিগুণং চন্দনস্ত তু ।
 চন্দনাচ্চাণ্ডুরোজ্জ্বলং পুণ্যমষ্টগুণাধিকম্ ॥ ১৯
 কৃষ্ণাণ্ডুরোবিশেষেণ দ্বিগুণং ফলমিষ্যতে ।
 তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং কুঙ্কুমস্ত বিধীয়তে ॥ ২০
 চন্দনাঙ্কুরকর্পূরৈর্নাভিরোচনকুঙ্কুমৈঃ ।
 লিঙ্গমেতৈঃ সমালিপ্য গাণপত্যমবাধুয়াৎ ॥ ২১
 সংবীজ্য তালবৃন্তেন লিঙ্গং গন্ধৈঃ সুলেপিতম্
 দশবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২২
 ময়ূরব্যাজনং দত্তাচ্ছিবায়াতীব শোভনম্ ।

সর্বপ এই অষ্টাঙ্গসম্পন্ন অর্ঘ্য । বেদপারগ
 ব্রাহ্মণকে এককোটিপল সুবর্ণ দান করা
 অপেক্ষা প্রধান ও অধিক ফল—শিবের প্রতি
 মাঝ ভক্তি করিলেই হয় । অতএব পত্র,
 পুষ্প ফল এবং জল দ্বারাও শিবপূজা কর্তব্য,
 তাহাতে অনন্তফল হইয়া থাকে ; এই অনন্ত-
 ফলের প্রতি একমাত্র ভক্তিই কারণ । দিব্য
 মনোরম গন্ধ দ্বারা শিবলিঙ্গ লেপন করিলে
 শতকোটি বৎসর শিবলোকে সাদরে বাস
 করিতে পারে । চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গ-
 লেপনের ফল—সুগন্ধ দ্বারা লেপন অপেক্ষা
 দ্বিগুণ । চন্দন-লেপনের অষ্টগুণ অধিক
 পুণ্য অঙ্কুর-লেপনে কৃষ্ণাঙ্কুর লেপন
 ফল—তদপেক্ষা দ্বিগুণ । কুঙ্কুম-লেপনের
 ফল, তদপেক্ষা শতগুণ । চন্দন, অঙ্কুর,
 কর্পূর, মৃগনাভি, গোরোচনা এবং কুঙ্কুম দ্বারা
 শিবলিঙ্গ লেপন করিলে গাণপত্যপ্রাপ্তি হয় ।
 গন্ধলেপিত শিবলিঙ্গে তালবৃন্ত দ্বারা
 ব্যাজন করিলে দশসহস্র বৎসর শিব-
 লোকে সাদরে বাস করিতে পার । অতি
 শোভন ময়ূরপুচ্ছ-ব্যাজন শিবোদ্দেশে দান

বর্ষকোটিশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৩
 চামরং যঃ শিবো দদ্যাৎশিবরত্নভূষিতম্ ।
 হেমরূপাদিদগুণং বা তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৪
 চামরাসক্তহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীপরিবারিতঃ ।
 বিমানমাক্রহ্যাগণৈর্ঘাতি মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ২৫
 অরণ্যসমুদ্রৈঃ পুটৈঃ পট্টৈর্বা গিরিসমুদ্রৈঃ ।
 অপয্যুসিতনিশ্চিহ্নৈররক্তৈজ্ঞজস্বজিজ্ঞৈঃ ॥ ২৬
 আত্মারামোদ্রৈর্বাপি পুটৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিবম্
 পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমধোত্তরম্ ॥ ২৭
 তপঃশীলগুণাধায়-বেদবেদাঙ্গগামিনে ।
 দশ দত্তা সুবর্ণস্ত ফলং হি তদবাপুয়াৎ ॥ ২৮
 অর্কপুটৈঃ কৃতা পূজা যদি দেবায় শম্ভবে ।
 অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ করবীরং প্রশস্ততে ॥ ২৯
 করবীরসহস্রেভ্যো বিশ্বপত্রং বিশিষ্যতে ।
 বিশ্বপত্রসহস্রেভ্যঃ শমীপত্রং বিশিষ্যতে ॥ ৩০
 অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
 শমীপুষ্পসহস্রেভ্যঃ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৩১
 কুশপুষ্পসহস্রেভ্যঃ পদ্মপুষ্পং বিশিষ্যতে ।

করিলে দিব্য শতকোটি বৎসর শিব-
 লোকে সাদরবসতি প্রাপ্ত হয় । যে
 ব্যক্তি মণিরত্নভূষিত, স্বর্ণময় বা রৌপ্যময়
 দগুযুক্ত চামর শিবকে অর্পণ করে, তাহার
 পুণ্যফল শ্রবণ কর ;—সে ব্যক্তি চামরধারিণী
 দিব্যস্ত্রীগণে পরিবৃত্ত ও বিমানাক্রুত হইয়া
 শিবপদে গমন করে । বস্ত্র, পার্শ্বতা, অথবা
 স্ত্রীয় উত্তান-সমুত অপয্যুসিত, অচ্ছিন্ন,
 রক্তিম-বর্জিত, কীটাদিহীন, পুষ্প দ্বারা শিব-
 পূজা করিলে পুষ্পের জাতিভেদে উত্তর উত্তর
 পুণ্যাধিক্য হয় । ১৩—২৭ । অর্কপুষ্প দ্বারা শিব
 পূজা করিলে তপঃশীল গুণসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গ-
 পার-গামী ব্রাহ্মণকে দশ সুবর্ণদানের ফল
 হয় । সহস্র অর্কপুষ্প অপেক্ষা করবীর-পুষ্প
 প্রশস্ত ; সহস্র করবীর-পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বপত্র
 প্রশস্ত ; সহস্র বিশ্বপত্র অপেক্ষা শমীপত্র
 প্রশস্ত ; সহস্র অর্কপুষ্প হইতে শমীপুষ্প
 প্রশস্ত ; সহস্র শমীপুষ্প হইতে কুশপুষ্প
 প্রশস্ত ; সহস্র কুশপুষ্প হইতে পদ্মপুষ্প

পদ্মপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পঃ বিশিষ্যতে ॥ ৩৩
 বকপুষ্পসহস্রেভ্য একং ধতুরকং তথা ।
 ধতুরকসহস্রেভ্যো বৃহৎপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৩৪
 বৃহৎপুষ্পসহস্রেভ্যো দ্রোণপুষ্পঃ বিশিষ্যতে ।
 দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যো অপামার্গঃ বিশিষ্যতে ॥
 অপামার্গসহস্রেভ্যঃ ক্রীমন্নালোৎপলং বরম্ ॥
 নীলোৎপলসহস্রেণ যো মালাং সম্প্রযচ্ছতি ।
 শিবায় বিধবস্তক্য্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৮
 কল্পকোটিনহস্রাণি কল্পকোটিশতান চ ।
 বসেচ্ছিবপুরে ক্রীমাঞ্জিবতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৮
 করবীরসমা জেয়া জাতী বিজয়পাটলা ।
 শ্বেতমন্দারকুমুমং সিতপদ্মঞ্চ তৎসমম্ ।
 নাগচম্পকপুরাণা ধতুরকসমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
 বন্ধুকং কেতকীপুষ্পং কুন্দবুখীমদাস্তিকাঃ ।
 শিরীষকাজ্জুনঃ পুষ্পং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৪০
 কনকানি কদম্বানি রাত্রৌ দেয়ানি শক্রে ।

প্রশস্ত ; সহস্র পদ্মপুষ্প অপেক্ষা বকপুষ্প
 প্রশস্ত ; সহস্র বকপুষ্প হইতে এক ধতুর,
 সহস্র ধতুর-পুষ্প হইতে বৃহৎপুষ্প, সহস্র
 বৃহৎপুষ্প হইতে দ্রোণপুষ্প, সহস্র দ্রোণপুষ্প
 হইতে অপামার্গপুষ্প, এবং সহস্র অপামার্গ
 পুষ্প হইতে উক্তম নীলপদ্ম শ্রেষ্ঠ । যে
 ব্যক্তি সহস্র নীলপদ্ম-প্রাথিত মালা শিবকে
 ভক্তিসহকারে যথাবিধি প্রদান করেন,
 তাঁহার পুণ্যফল অবগণ কর ;—সেই মালা-
 দাতা ব্যক্তি বহুসহস্রকোটী এবং বর্ষ
 শত কোটি বৎসর শিবতুল্যবিক্রম হইয়া
 শিবপুরে বাস করেন ; জাতী, বিজয়া,
 পাটলা, শ্বেত মন্দারপুষ্প এবং শ্বেতপদ্ম,
 করবীর পুষ্পের তুল্য । নাগকেশর, চম্পক
 এবং পুরাণ পুষ্প ধতুরপুষ্পের সমান । বন্ধুক
 কেতকী, কুন্দ, বুখী, মদাস্তিকা, শিরীষ এবং
 অর্জুনপুষ্প শিবপূজায় যত্নসহকারে বর্জ্যনীয় ।
 কনকবর্ণ * কদম্বপুষ্প শিবকে রজনীতে

* “স্বর্ঘ্যোদয় হইবার পূর্বে উন্মোচিত
 ধতুর-পুষ্প এবং কদম্ব পুষ্প শিবকে অর্পণ

দিবা শেষাণি পুষ্পানি দিবা রাত্রৌ চ মল্লিকা ॥
 প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্ ॥ ৪২
 কেশকৌট্যপবিদ্ধানি শীর্ণপর্যুষিতানি চ ।
 স্নয়ংপতিতপুষ্পানি ত্যজেহপহতানি চ ॥ ৪৩
 মুকুলৈর্ন চর্চয়েদৌশং যন্ত কস্তাপি নারদ ।
 কলিকৈর্ন চর্চয়েদেবং চম্পকৈর্জগজৈবিনা ॥ ৪৪
 ন পর্যুষিতদোষোহস্তি জলজোৎপলচম্পকৈঃ
 পুষ্পাণামপ্যলাভে তু পত্রাণ্যপি নিবেদয়েৎ ॥
 কলানামপ্যলাভে তু তৃণশুল্কোষধৈরপি ।
 ঔষধানামভাবে তু ভক্ত্যা ভবাত পূজিতঃ ॥ ৪৬
 বিশ্বপত্রেবর্ষেণ স কুৎ পূজয়তে শিবম্ ।
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
 ধতুরকৈস্ত যো লিঙ্গং স কুৎ পূজয়তে নরঃ ।
 গোলকশ্চ ফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে

দেয় । অবশিষ্ট পুষ্প দিবসে দেয় । মল্লিকা
 দিবারাত্রি উভয় সময়েই দেয় । জাতীপুষ্প
 এক প্রহর পর্যুষিত হয় না ; করবীর পুষ্প
 দিবারাত্রি থাকে । কেশকৌট্যযুক্ত, শীর্ণ, পর্যু-
 ষিত, স্নয়ংপতিত এবং মলাদিদূষিত পুষ্প পরি-
 ত্যজ্য ॥ ২৮—৪৩ ॥ হে নারদ ! কোন পুষ্পেরই
 মুকুল দ্বারা শিবপূজা করিবে না । চম্পক
 এবং জলজ বাতীত কোন পুষ্পের কলিকা
 দ্বারাও পূজা কর্তব্য নহে । জলজ উৎপল
 এবং চম্পকে পর্যুষিত দোষ নাই । পুষ্পা-
 ভাবে পত্র নিবেদনীয় * । ফলের অভাবে
 তৃণশুল্ক এবং ঔষধি দ্বারাও শিবপূজা কর্তব্য ।
 ঔষধির অভাবে কেবল ভক্তি দ্বারাই শিব-
 পূজা হইতে পারে । বহু অথও বিশ্বপত্র
 দ্বারা একবার শিবপূজা করিলে সর্বপাপ-
 মুক্ত হইয়া শিবলোকে সসন্মানে বসতি প্রাপ্ত
 হয় । যে মানব একবার বহু ধতুরপুষ্প
 দ্বারা শিবপূজা করে, সে, লক্ষ গোদানের

করিবে” এই ব্যাখ্যা কিয়দংশে আচারসম্মত ।
 অথবা উক্ত পুষ্প রাত্রিতে দিবে ।

* “পত্রাভাবে ফল” এইরূপ কিছু
 মূল্যের অংশ থাকিলে সঙ্গত হইত ।

বৃহতীকুসুমৈর্ভক্ত্যা যো লিঙ্গং সৰুদর্শয়েৎ ।
 গবামযুতদানস্ত কলং প্রাপ্য শিবং ব্রজেৎ ॥৪৯
 মল্লিকোৎপলপুষ্পাণি নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ ।
 অশোকশ্বেতমন্দার-কর্ণিকারবকাণি চ ॥ ৫০
 করবীরাকমন্দার-শমীতগরকেশরম্ ।
 কুশাপামার্গকুমুদ-কদম্বকুরবৈরপি ॥ ৫১
 পুষ্পৈরেতৈর্ধখালাভং যো নরঃ পূজয়েচ্ছিবম্
 স যৎ কলমবাপ্নোতি তদেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥৫২
 সূর্য্যাকোটীপ্রতীকটীশৈবিমানৈঃ সার্বকামিকৈঃ ।
 পুষ্পমালাপরিঙ্কিতৈগৌতবাদিত্রিনিশ্বনৈঃ ॥ ৫৩
 তত্ৰীমধুরনাদৈশ্চ স্বচ্ছন্দগমনৈস্তথা ।
 রুদ্রকণ্ঠাসমাকীর্ণৈঃ সমস্তাহুপশোভিতৈঃ ।
 দৌধ্যমানশ্চমরৈঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪
 অনেকাকারবিস্তারৈঃ কুমুদৈশ্চ শিবং গৃহম্ ।
 যঃ কুৰ্য্যাৎ পৰ্ব্বকালেষু বিচিত্রকুসুমোজ্জলম্ ।
 স পুষ্পকবিমানেন সহস্রপরিবারিতঃ ।
 দিব্যাস্ত্রীশুখসৌভাগ্যক্রৌড়ারতিসমবিতঃ ॥ ৫৬

কল প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত ও শিবলোকবাসী হয় । যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে বহু বৃহৎ বা বৃহতী পুষ্প দ্বারা একবার শিবপূজা করে, অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া শিবপ্রাপ্তি তাহার ঘটিয়া থাকে । মল্লিকা, উৎপল, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, শ্বেত, মন্দার, কর্ণিকার, বক, করবীর, মন্দার, শমী, তগর, বকুল, কুশ, অপামার্গ, কুমুদ, কদম্ব এবং কুরুবক—প্রাপ্তি অনুসারে এই সকল পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলে যে কল হয়, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ;—কোটীসূর্য্য-সম্ভিত, সার্বকামপ্রদ, পুষ্পমালাজড়িত, গীত-বাদিত্রমধুর তত্ৰীনাদ-সমাবৃত, স্বচ্ছন্দগামী রুদ্রকণ্ঠাগণ পরিবৃত, উত্তম শোভাসম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক চামরপবনে আন্দোলিত হইয়া শিবলোকে সাদরে বাস করিতে পায় । যে ব্যক্তি পৰ্ব্বকালে শিবগৃহকে অনেক প্রকার বিস্তৃত কুমুদ দ্বারা ও বিচিত্র কুসুম দ্বারা উজ্জ্বল করে, সে ব্যক্তি পুষ্পক বিমান-সহস্র-পরিবৃত ও দিব্যাস্ত্রীশুখ-

অক্ষয়ানভতে লোকানতিরম্বৃতশাসনঃ ।
 শিবাদিসর্বলোকেষু যত্রেষ্ঠঃ তত্র যাতি সঃ ।
 পূজাদিভক্তিবিস্তারৈসরচ্চন্দাদিষু সর্বতঃ ।
 ফলমেকং সমং জ্ঞেয়ং কলং বিস্তারুসারতঃ ॥৫৮
 স্বয়মুৎপাদ্য পুষ্পাণি যঃ স্বয়ং পূজয়েচ্ছিবম্ ।
 তানি সাক্ষাৎ প্রগৃহ্নাতি দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
 কৃষ্ণাঙ্কুরোঃ সকর্পূরধূপং দদ্যাচ্ছিবায় বৈ ।
 নৈরন্তর্য্যেণ মাসার্কিং তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬০
 কল্পকোটীসহস্রাণি কল্পকোটীশত নি চ ।
 ভুক্তা শিবপুরে ভোগাঃস্তদন্তে পৃথিবীপতিঃ ।
 শুগুণ্ডলং যতসংযুক্তং সাক্ষাদগৃহ্নাতি শঙ্করঃ ।
 মাসার্কিং ধূপদানেন শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬২
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীয়াঃ যঃ সাক্ষাৎ শুগুণ্ডলংদহেৎ
 স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবঃ পিনাকধৃক্ ॥৬৩
 ত্রীকলকাজ্যসম্রিঃ দদ্যাপ্নোম্মিত পরাং গতিম্

সৌভাগ্যলীলারতি-পরিবেষিত হইয়া অপ্রতি-
 হত-নিদেশে অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হয় ।
 শিবলোকাদি সর্বলোকেই সে ইচ্ছামত
 গমন করিতে পারে । সম্পূর্ণরূপে পুষ্পাদির
 অর্চনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবপূজায় তাহা
 যোজনা করিলে উক্ত শ্রেষ্ঠ কল যথায়থ হইয়া
 থাকে এবং ধনারুসারে কল-তারতম্য হয় ।
 যে ব্যক্তি স্বয়ং পুষ্পরক্ষ রোপণ করিয়া সেই
 পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করে, তাহার প্রদত্ত সেই
 সমস্ত পুষ্প দেবদেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ গ্রহণ
 করিয়া থাকেন । ৪৪—৫৯ । যে ব্যক্তি কৃষ্ণ
 অঙ্কুর এবং কর্পূরের ধূপ নিরন্তর এক পঞ্চ-
 কাল শিবোদ্দেশে দান করে, তাহার পুণ্যফল
 শ্রবণ কর ;—সে ব্যক্তি সহস্রকোটী কল্প এবং
 শতকোটী কল্প কাল শিবলোকে বহু ভোগ
 করিয়া পরিশেষে রাজা হইয়া থাকে । যতযুক্ত
 শুগুণ্ডল-ধূপ, শিব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন ।
 এক পঞ্চকাল ধূপ দান করিলে, শিবলোকে
 সম্মানিত আধিবাসী হইতে পারা যায় । যে
 ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে যতযুক্ত শুগু-
 ণ্ডল দহ্য করিবে, তাহার পরমস্থান শিবলোক
 প্রাপ্ত হয় । যতযুক্ত বিষকল প্রদান করিলে

এতিঃ স্নগদ্ধিতো ধূপঃ ষট্‌সহস্রগুণোত্তরঃ ॥৬৪॥
 যক্ষকসম্পূটে কুহা মধু চার্ষ্যস্ত মদ্রতঃ ।
 নিবেদয়তি শর্কায় সৌহৃদ্যমেধফলং লভেৎ ॥
 শালিতণ্ডুলপ্রস্থেন কুর্ধ্যাদন্নং স্নসংস্কৃতম্ ।
 শিবায় তচ্চক্ৰং দত্ত্বা চতুর্দশাং বিশেষতঃ ॥৬৭॥
 যাবন্তস্তণ্ডুলান্ত্যগ্নিন নৈবেজে পরিসংখ্যয়া ।
 তাবৎসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬৮ ॥
 শুভ্রখণ্ডস্বতানাক্ষ ভক্ষ্যাণাক্ষ নিবেদনাৎ ।
 স্মৃতেন পাচিতানাস্তু দত্ত্বা শতগুণং ভবেৎ ॥৬৯॥
 স্বতদীপ প্রদানেন শিবায় শতযোজনম্
 বিমানং লভতে দিব্যং সূর্য্যাকোটীশমপ্রভম্ ॥
 যঃ কুর্ধ্যাৎ কার্ত্তিকেমাসি শোভনাং দীপমালিকাম
 স্মৃতেন চ চতুর্দশামমাবাস্তাং বিশেষতঃ ॥ ৭১ ॥
 সূর্য্যায়ুত প্রতীকা শস্ত্রোজ্জমা ভাসয়ন্ দিশঃ ।
 তেজোরশিবিমানম্ সূর্য্যবদ্যোততে সদা ॥
 শিরসা ধারয়েদীপং সর্ব্বরাত্র্যাং বিশেষতঃ ।

পরমগতি লাভ হয়। এই সকল বস্তু দ্বারা
 ধূপের সৌগন্ধ-সম্পাদন করিলে ছয় হাজার
 গুণ অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি অর্কপুষ্প
 সম্পূর্ণ করিয়া অর্ঘ্যদানের মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্ব্বক শিবকে মধু প্রদান করিবে, তাহার
 অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রস্থ-পরিমিত
 শালিতণ্ডুল দ্বারা স্নসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত করিবে
 সেই অন্নচক্ৰ শিবকে দান করিলে, বিশেষতঃ
 তাহা চতুর্দশী তিথিতে দান করিলে, চক্রস্থিত
 তণ্ডুলের যত সংখ্যা, তত সহস্র বৎসর শিব-
 লোকে বাস করে। শুভ্র-খণ্ড-স্বত-প্রস্তুত
 ভক্ষ্য নিবেদন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি
 হয়। স্বতপত্র এই সকল দ্রব্য নিবেদনে
 পূর্বাংগে শতগুণ ফল হয়। শিবোদ্দেশে
 স্বত-প্রদীপ প্রদান করিলে, শতযোজন-
 বিস্তীর্ণ কোটীসূর্য্যসমপ্রভ দিব্যবিমান প্রাপ্তি
 হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে উত্তম স্বত-
 দীপমালা প্রদান করিবে এবং চতুর্দশী ও
 অমাবস্তায় বিশেষরূপে উক্ত দীপমালা প্রদান
 করিবে, সে ব্যক্তি অমৃত সূর্য্যসন্নিভ, তেজো-
 রাশিধর এবং বিমানাক্রুত হইয়া সূর্য্যের

ললাটে বাধ হস্তাভ্যাং শিরসা বাধ নারদ ॥৭৩॥
 সূর্য্যায়ুত প্রতীকার্শ্বিমাটেনঃ সার্ব্বকামিকৈঃ ।
 কল্পায়ুতশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৪ ॥
 শিরস্ত পুরতো দত্ত্বা দর্পণঞ্চ স্ননির্ম্মলম্ ।
 চন্দ্রাঃ স্ননির্ম্মলঃ স্রীমান্ স্মৃতগঃ কামরূপধরু ।
 কল্পায়ুতসহস্রক শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫ ॥
 কুহা প্রদক্ষিণং তক্ত্বা শিবস্তায়তনং নরঃ ।
 অশ্বমেধসহস্রস্ত কলমাপোতি নারদ ॥ ৭৬ ॥
 কুপারাম প্রপাদ্যেচ্ছ শিবায়তনকর্ম্মণি ।
 উপযুক্তানি ভূতানি খননোৎপাতনাদিষু ॥ ৭৭ ॥
 কামতোহকামতো বাপি স্বাবরাণি চরাণি চ ।
 শিবং যাস্তি ন সন্দেহঃ প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৭৮॥
 ক্রোশমাত্রং শিবক্ষেত্রং সমস্তাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 দেহিনাং তত্র পঞ্চদ্বং শিবসায়ুজ্য কারণম্ ॥ ৭৯ ॥
 মনুষ্যস্থাপিতে লিঙ্গে ক্ষেত্রমানমিদং স্মৃতম্ ।

তায় স্বতেজে দিগ্‌গুল উদ্ভাসিত করত
 শোভা পাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সমস্ত
 রাত্রি মন্তকে, ললাটে, হস্তযুগলে অথবা
 বক্ষঃস্থলে দীপ ধারণ করিয়া থাকে, হে
 নারদ! অমৃত সূর্য্যাতুল্য সার্ব্বকামপ্রদ
 বহুবিমান-যোগে শতায়ুত কল্প দিব্য
 শিবলোকে সাদরে তাহার সচ্চিৎ বসতি
 হইয়া থাকে। শিবের সম্মুখে নির্ম্মল দর্পণ
 দান করিলে কৌমুদীনির্ম্মল, কামরূপধারী,
 স্রীমান্ এবং সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া অমৃত
 সহস্রকল্প শিবলোকে সসম্মানে বাস করা
 যায়। হে নারদ! ভক্তিপূর্ব্বক শিবালয়
 প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল
 লাভ করা যায়। ৫৮—৭৩। জ্ঞানপূর্ব্বক কুহা
 অজ্ঞানপূর্ব্বকই বা হউক, শিবায়তনে কুপ,
 উপবন বা প্রপা (জলসত্র) প্রভৃতি উপযুক্ত
 পদার্থ সকল খনন বা উৎপাদন করিতে
 পারিলে, সে স্বাবর জন্ম যে এণী হউক
 না কেন, শিবপ্রসাদে তাহার নিশ্চয়ই শিব-
 প্রাপ্তি হইবে। শিবলিঙ্গের চতুর্দিকে এক-
 ক্রোশ শিবক্ষেত্র; তথায় মৃত্যু হইলে প্রাণি-
 গণের শিবসায়ুজ্য প্রাপ্তি হয়। মনুষ্য-

স্বায়ম্ভুবে যোজনং স্তাদার্ধে চৈব তদর্ককম্ ॥ ৮০

পাপাচারোহপি যন্তত্র পঞ্চদ্বং যাতি নারদ ।

সোহপি যাতি শিবস্থানং যদেবৈরপি তুর্লভম্

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তত্র স্নানাদিকং চরেৎ ।

তস্মাদাবসথঃ কুর্ঘ্যাৎ শিবক্ষেত্রসমীপতঃ ॥ ৮২

শিবলিঙ্গসমীপস্থঃ যৎ তোয়ং পুরতঃ স্থিতম্ ।

শিবগংগেতি সংজ্ঞেয়ং তত্র স্নানাদিনা ত্রজেৎ ॥

যঃ কুর্ঘ্যাৎ দৌর্ঘিকাং বাপি কুপং বাপি শিবাশ্রমে

ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৮৪

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে

পঞ্চাক্ষরমন্ত্রপ্রভাবাদিকথনং নাম

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

স্থাপিত শিবলিঙ্গের পক্ষে ক্ষেত্রের এইরূপ পরিমাণ জানিবে। স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পক্ষে ক্ষেত্রের পরিমাণ এক যোজন; ঋষি-স্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্র-পরিমাণ দুই ক্রোশ। হে নারদ! কোন পাপচারী ব্যক্তিরও যদি তথায় পঞ্চদ্বপ্রাপ্তি হয়, তাহারও দেবতুর্লভ শিবপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব শিবক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যত্ন করিয়া স্নানাদি করিবে এবং শিবক্ষেত্রের নিকটেই বাসগৃহ করিবে। শিবলিঙ্গের সমীপস্থিত সম্মুখ-বর্তী যে জলাশয়, তাহার নাম শিবগঙ্গা। তথায় স্নানাদি করিয়া (শিবদর্শনে) গমন করিবে। যে ব্যক্তি শিবক্ষেত্রে দৌর্ঘিকা অথবা কুপ নির্মাণ করিয়া দেয়, একবিংশতি পুরুষ সমভিব্যাহারে শিবলোকে সসম্মানে তাহার বাস হইয়া থাকে। ৭৭—৮৪।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং স্কন্ধলিঙ্গে সমর্পিতম্ ।

তদনন্তফলং প্রোক্তং হেতুর্ভবতি মুক্তয়ে ॥ ১

তুষ্ঠে শিবে পদার্থঃ কো তুর্লভো হি নৃণাং প্রভো

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শিবপ্ৰীত্যর্থমাচরেৎ ॥ ২

যাবদাতুং শিবঃ শক্তস্তাবচ্ছিত্তয়িতুং প্রভুঃ ।

তৎ সর্বং ন নরঃ সৌখ্যং শিবপ্ৰীত্যর্থমাচরেৎ

ঋদ্ধিসিদ্ধৌ ন দূরেষ্টে শিবপ্ৰীত্যর্থকর্মণাম্ ।

নরাণাং নরনাথে কিং ক্রীতে তু তুর্লভং ভবেৎ

বিশেষরং সদা প্রেয়সা যে ভজন্তি নরোত্তমাঃ

ইহ সৌখ্যং চিরং ভুক্তা হস্তে মোক্ষমবাণুযুঃ ॥

শ্রীশঙ্করাখ্যং ভূবি মানবা যে

ভজন্তি ভক্ত্যা নরলোকবন্দ্যাস্তে ॥

ভবন্তি তে হাটকপূর্ণগেহা

দেহাবসানে শিবলোকভাগ্নঃ ॥ ৬

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুষ্প অথবা পত্র এক-বার মাত্রও শিবলিঙ্গে অর্পণ করিলে অনন্ত ফল হয়, ইহা কথিত আছে এবং তাহাই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। হে প্রভাব-সম্পন্ন নারদ! শিব পরিতুষ্ট হইলে পুরুষের কোন্ পদার্থ তুর্লভ হয়? অতএব সর্বপ্রযত্নে শিবপ্ৰীতিসম্পাদক কার্য্য করিবে। শিব যত সুখ-সম্পত্তি প্রদান করিতে সমর্থ, মানব তাহা চিন্তা করিয়াও উঠিতে পারে না। অতএব শিবপ্ৰীতিজনক কার্য্য কর্তব্য। যাহারা শিবপ্ৰীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও সিদ্ধি উভয়ই সমীপে অবস্থিত। নরনাথ ক্রীত হইলে নরগণের কি তুর্লভ থাকিতে পারে? যে সব নরশ্রেষ্ঠ প্রেমসহকারে বিশেষরকে সতত ভজনা করেন, তাহারা বহুকাল ইহ-লোকে সুখভোগ করিয়া অস্তে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল নরলোক-বন্দনীয় মানব কৃতলে ভক্তিভাবে শ্রীশঙ্ক-

ব্রহ্মহা বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতরগঃ ।
 যোহন্তকালে শিবঃ সর্বাচ্ছিবসায়ুজ্যমাণুয়াৎ
 নির্মালাং ধারয়েন্তুস্তা শিরসা পার্শ্বতীপতৈঃ ।
 রাজস্বয়ং যজ্ঞস্ত ফলমাপ্নোত্যন্তমম ॥ ৮
 শিরসা শিবনির্ম্মালাং ভক্ত্যা যো ধারয়িষ্যতি ।
 অশুচির্ভিন্নমর্ষাদঃ সর্বাংস্তা গতোহপি বা ॥ ৯
 বৈরী চৈবাশ্রয়স্তা নিয়মৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ ।
 তস্ত পাপানি নশ্চান্তি নাত্ত কার্য্য বিচারণা ॥ ১০
 লোভাৎ ধারয়েচ্ছোনির্ম্মালাং ন চ ভক্ষয়েৎ
 ন স্পৃশেদপি পাদেন লজ্জয়েদপি নারদ ॥ ১১
 নির্মালালজ্জনাচ্ছোচাণ্ডালঃ সোহভিজায়তে
 পৃথুদকং মহাতীর্থং গঙ্গা চ যমুনা তথা ।
 নর্ম্মদা সরযুঃ শিপ্রা তথা গোদাবরী নদী ।
 সদা সন্নিহিতাশ্বেবঃ শস্তোঃ আনোদকে মূনে ॥
 শস্তোঃ আনোদকং সেব্যং সর্বতীর্থময়ং হি তৎ
 ধারণাং পাপসজ্জাতৈস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥ ১৪

নাথকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগের ভবন
 সুবর্ণপূর্ণ এবং দেহান্তে শিবলোক প্রাপ্তি
 হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, সুবর্ণ-
 স্তেয়ী অথবা গুরুদারগামী, যে কেহ হউক
 না, অন্তকালে শিবস্মরণ করিলে তাহার
 শিবসায়ুজ্য লাভ হইবেই। শিবনির্ম্মালা
 ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ করিলে রাজস্বয়-
 যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারা
 যায়। অশুচি, নিয়মলঙ্ঘনকারী, স্বচ্ছন্দা-
 চারী, অবশচেতাঃ, নিয়মবহিষ্কৃত অথবা যে
 কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে
 শিবনির্ম্মালা ধারণ করিবে, তাহার সমুদয়
 পাপ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।
 হে নারদ! লোভবশতঃ শিবনির্ম্মালা
 ভক্ষণ বা ধারণ করিবে না। শিবনির্ম্মালা
 পায় স্পর্শ করাইবে না এবং লজ্জন করিবে
 না, শিবনির্ম্মালা লজ্জন করিলে চণ্ডালযোনি
 প্রাপ্ত হয়। হে মূনে! মহাতীর্থ পৃথুদক,
 গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সরযু, শিপ্রা এবং গোদা-
 বরী শিবের স্নানীয়জলের সত্তত সন্নিহিত।
 শিবের স্নানীয়জল সেবনীয়, কেননা, তাহা

লিঙ্গে সায়ুজ্যবে বাণে রত্নজে রসনির্ম্মিতে ।
 সিন্ধুপ্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ন চণ্ডোহধিকৃতো ভবেৎ
 পাদোদকঞ্চ নির্মালাংভক্তৈর্ধার্য্যঃ প্রযত্নতঃ ।
 ন তান্ স্পৃশন্তি পাপানি মনোবাক্কায়জ্ঞানপি ।
 নারদ উবাচ ।

কিং লিঙ্গংপ্রোচ্যতে তাত কেন বা তদধিষ্ঠিতম্
 ভগবন্ ক্রহি মে সর্বমাশ্চর্য্যং হেতুতত্তমম্ ॥ ১৭
 ব্রহ্মোবাচ ।

অব্যক্তং লিঙ্গমিত্যুক্তমানন্দং তমসঃ পরম্ ।
 মহাদেবস্ত যত্নেন লিঙ্গী স্মৃতাং তেন শঙ্করঃ ॥ ১৮
 একাণবে পুরা ঘোরে নষ্টে স্বাবরজ্জন্মে ।
 মম বিবেকঃ প্রবোধার্থমাবির্ভূতঃ শিবাস্ককম্ ॥
 তদাপ্রভৃত্যহং বিমূর্ত্তভক্ত্যা পরময়া মূদা ।
 লিঙ্গমুর্তিধরং শাস্তং পূজয়ামো বৃষধ্বজম্ ॥ ২০

সর্বতীর্থময়। শিব-স্নানীয় জল ধারণ করিলে
 পাপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়।
 স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, রত্নময়-পারদময় এবং
 সিন্ধুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্মালায় চণ্ডেশ্বরের
 অধিকার নাই *। শিবপাদোদক এবং
 শিবনির্ম্মালা ভক্তগণ যত্নসহকারে ধারণ
 করিলে মানস, বাচিক এবং দৈহিক পাপ
 তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ১১—১৬।
 নারদ বলিলেন,—পিতঃ! লিঙ্গ বাহার নাম?
 লিঙ্গের অধিষ্ঠাতাই বা কে? হে ভগবন্!
 এই সকল আশ্চর্য্য এবং উত্তম বিষয়
 আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তমোত্তীত
 অব্যক্ত আনন্দই লিঙ্গ নামে কথিত। লিঙ্গ
 মহাদেবেরই যত্নোদ্ভূত, এইজন্য শঙ্করকে
 লিঙ্গী বলা গিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মোর
 একাণব সময়ে স্বাবর-জন্ম বিনষ্ট হইলে
 আমার এবং বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য শিবস্বরূপ
 লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। তদবধি
 আমি এবং বিষ্ণু পরম ভক্তিসহকারে লিঙ্গ-
 মূর্ত্তধারী শাস্ত বৃষধ্বজকে পূজা করিয়া থাকি।

* এই সকল শিবলিঙ্গ পূজাতে প্রচণ্ড
 ব্যক্তির অধিকার নাই, একমাত্র অমুখ্যাদিগের।

নারদ উবাচ ।

লিঙ্গং কথমভূৎ পূৰ্বমানন্দমজরং এবম্ ।

প্রবোধার্থকং যুবয়োর্বকুম্ভইসি পদ্মজ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

আসীদেকার্ণবে ঘোরে নির্ঝিভাগে তমোময়ে ।

শেতে চ ভগবান্ বিষ্ণুস্তপ্তজাম্বুনদপ্রভঃ ॥ ২২

তৎসমৌপমহং গত্বা সংরস্তাদিদমুকুবান্ ।

কহুঃ কিমর্থং বা শেষে শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ ত্বম্মতে ॥ ২৩

কুরু যুদ্ধং ময়া সার্কিমহমেব জগৎপাতঃ ।

অথ বা ভজ মাং দেবং ত্রৈলোক্যস্তাভয়প্রদম্

এবং মধ্বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্ মধুসূদনঃ ।

মামববৌদমেয়াস্তা কথং গৰ্ভায়সে মুখা ॥ ২৪

কর্ত্তাহং সৰ্বলোকানাং পালকোহহং ন সংশয়ঃ

সংহর্ত্তাহং পুনশ্চাস্তে নাত্তোহাস্তি সদৃশো ময়া ॥

এবং বিবাদে সঞ্জাতে মম দেবেন শাস্তিণা ।

প্রাহুর্ভূতঃ তদা লিঙ্গমাবয়োর্দর্পহারি তৎ ॥ ২৭

নারদ বলিলেন,—পূর্বে আনন্দস্বরূপ অজর এবং নিত্য শিবলিঙ্গ আপনাদিগের উভয়ের প্রবোধের জন্য কেন আবির্ভূত হন, হে কমলযোনে! তাহা বলিতে আত্মা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—যোর একাধিককালে জগৎ পরিচ্ছেদশূন্য এবং তমোময় হইলে তপ্ত-কাঞ্চনপ্রভ ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান ছিলেন; আমি তাঁহার সমৌপবর্ত্তী হইয়া ক্রোধসহকারে এই কথা বলিলাম, অরে ত্বম্মতি! কে তুই, কিজন্তই বা শয়ন করিয়া আছিস্? শীঘ্র গাত্রোখান কর, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। আমি জগতের অধিপতি; অথবা ত্রৈলোক্যের অভয়প্রদ পরমদেব বিবেচনা করিয়া আমাকে ভজনা কর। অমেয়াস্তা মধুসূদন আমার এই কথা শুনিয়া হাস্তসহকারে বলিলেন,—বুধা গৰ্ভ কার্ত্তেহিস্ কেন? আমি সৰ্বলোকের কর্ত্তা, আমি পালক এবং অস্তে আমিই সংহার করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। আমার সদৃশ কেহ নাই। দেবদেব বিষ্ণুর সহিত আমার এই প্রকার বিবাদ হইলে আমাদের উভয়ের

কালান্ধ্রপ্রযুতপ্রখ্যং জালামালাসমাকুলম্ ।

আদিমধ্যান্তরহিতং কয়বুদ্ধিবিবর্জিতম্ ॥ ২৮

তস্মিন্মিঙ্গে মহাদেবঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাকঃ সহস্রপাৎ ॥ ২৯

অর্কনারীশ্বরোহনন্তস্তেজোরশিহরাসদঃ ।

জ্যেষ্ঠহং যুবয়োস্তাবদাস্তাং কিঞ্চিদবৌম্যহম্

মূলং মমাস্ত লিঙ্গস্ত যদ পশ্চাত মাধবঃ ।

নূনং ভাবয়্যতি জ্যেষ্ঠ ইতি দেবেন ভাবিতম্

মূর্কানমস্ত লিঙ্গস্ত যদি পশ্চাত পদ্মজঃ ।

ভবিষ্যতি ততো জ্যেষ্ঠ ইতি দেবেন ভাবিতম্

এবং শস্তোনিগদিতমুররীকৃত্য নারদ ।

গতোহাস্ম মস্তকং ত্রুঃ তস্ত লিঙ্গস্ত পুত্রক ।

আবয়োর্বর্ষসাহস্রং গচ্ছতোর্বোহিতাস্থনোঃ ।

গতং দেবঋষে নূনং বিশ্বমাবিষ্টচিত্তমোঃ ॥ ৩৪

হরিমূলমদৃষ্টেব তং দেশং পুনরাগতঃ ।

দর্পহারী লিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইলেন। সেই লিঙ্গ কালানলতুল্য জালামালাপরিবৃত, আদি মধ্য অস্ত এবং কয়বুদ্ধিশূন্য। সেই লিঙ্গ-মধ্যে স্বপ্রকাশ সনাতন সহস্রশীর্ষা সহস্র-লোচন সহস্রচরণ অর্কনারীশ্বর হরাসদ-তেজোরশিস্বরূপ অনন্ত সনাতন মহাদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তিনি বলিলেন,—তোমা-দিগের উভয়ের মধ্যে প্রাধান্ত-বিবাদ এক্ষণে থাকুক। আমি কিছু বলিতেছি, মাধব যদি আমার এই লিঙ্গের মূল দর্শন করিতে পারেন, তবে তিনিই জ্যেষ্ঠ হইবেন। ব্রহ্মা যদি আমার এই লিঙ্গের অগ্রভাগ দেখিতে পান, তবে তিনিই জ্যেষ্ঠ হইবেন। ১৭—৩২। হে পুত্র নারদ! শিবের এই বাক্য শ্রীকার করিয়া আমি লিঙ্গের অগ্রভাগ দর্শন করিবার জন্য গমন করিলাম। (বিষ্ণুও মূল দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন * হে দেবর্ষে! আমরা মোহিতচিত্তে সহস্র বৎসর গমন করি-লাম, তখন চিত্তে বিশ্বমাবেশ হইল। আমা-

(*) এই অংশের অর্কশ্লোক মূলে পণ্ডিত হইয়াছে, বিবেচনা হয়।

যথা হরিস্তম্ভৈবাহমাগতো বৈ মূনে তদা ॥ ৩৫
তম্বেব শরণং গতা সংস্কৃত্য বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
প্রীতো ভূত্বা মহাদেবো বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৩৬
ঈশ্বর উবাচ ।

মৎপ্রসাদেন সৰ্ব্বস্বাদধিকো ভব মাধব ।
মহাক্তানাম্ অমেবাগ্ন্যঃ পূজ্যো যাত্নস্তমেব হি
লিঙ্গে মাং পূজয় হরে লিঙ্গমুর্তিধরো হৃদয় ।
অত উক্ৰং ন সন্দেহঃ সস্মৈ চাত্তে দিবৌকসঃ
লিঙ্গায়াধানতঃ কি প্রমজ্ঞানং নাশায়াম্যহম্ ।
লিঙ্গার্চনরতানাঞ্চ নাস্তি সংসারজং ভয়ম্ ॥ ৩৭
এবং হরের্বরং দক্ষা মামুবাচ মহেশ্বরঃ ।
বিরক্তে তব দাস্তামি গৃহাণ বরমুত্তমম্ ॥ ৪০
চরাচরস্ত জগতো যাত্নো তব পিতামহ ।
গৃহাণ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিধে ॥ ৪১
ইত্যাভ্যাত্যঃ বরং দক্ষা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
বিশেষ্বরঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ কণাদস্তহিতোহভবৎ ॥

দিগের উভয়ের মধ্যে বিষ্ণু মূল দর্শন করিতে
না পারিয়াই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ।
হে মূনে! বিষ্ণুর স্তায় আমিও বিকলমনো-
রথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম । তখন আমরা
উভয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ প্রকার
স্তব করিলে মহাদেব প্রীত হইয়া এই কথা
বলিলেন,—হে মাধব! আমার প্রসাদে
তুমি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ হও, তুমি আমার ভক্তগণের
শ্রেষ্ঠ এবং তুমিই পূজ্য ও যাত্ন । হে হরে!
লিঙ্গে আমাকে তুমি পূজা কর । আমিই
লিঙ্গমুর্তিধারী । অতঃপর অন্য দেবতারাও
নিশ্চয় লিঙ্গপূজা করিবে । লিঙ্গপূজা করিলে
আমি শীঘ্র অজ্ঞান বিনাশ করি । লিঙ্গ-
পূজারত্ত ব্যক্তিগণের সংসার ভয় নাই ।
মহেশ্বর বিষ্ণুকে এই বর প্রদান করিয়া
আমাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! তোমাকে
উত্তম বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর । হে
পিতামহ! তুমি চরাচর জগতের যাত্ন
হও । হে বিধে! তুমি চতুর্দিকে চতুর্বেদ
গ্রহণ কর । দেবদেব পিনাকধারী স্বপ্রকাশ
বিশেষ্বর আমাদিগের উভয়কে এইরূপ

অতঃ প্রভৃতি বিষ্ণাদ্যা দেবা দৈত্যাশ্চ দানবাঃ।
গন্ধৰ্বা মুনয়ঃ সিদ্ধা যক্ষা নাগাস্চ কিন্নরাঃ ॥ ৪৩
সম্পূজ্য পরমং লিঙ্গং পরাং সিদ্ধিং গতা মুনো
নাস্তিলিঙ্গার্চনাদস্তচ্ছ্রোমোহস্মিন্ ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৪
জ্ঞাত্বা স্বমেবং দেবর্ষে লিঙ্গার্চনরতো ভব ।
ক্ষেত্রেষু চৈব তীর্থেষু বনেষুপবনেষু চ ॥ ৪৫
যানি লিঙ্গানি দিব্যানি স্থাপিতানি সুরাসুরৈঃ।
দ্রষ্টব্যানি বুধৈস্তানি শ্রদ্ধায়েব হি নারদ ॥ ৪৬
মুক্তিভাজো ভবন্ত্যেবং তেহপি শস্তোরমুগ্রহাৎ
নারদ উবাচ ।

কানি স্থানানি দিব্যানি যেষু সন্নিহিতঃ শিবঃ ।
আচক্ষু তানি মে ব্রহ্মন্ মহাশ্রদ্ধাঞ্চাপি কুৎসহঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

মহাশ্রদ্ধাং দিব্যালিঙ্গানাং তীর্থানামপি নারদ ।
অত্র তে কথয়িষ্যামি শ্রদ্ধতামঘশাসনম্ ॥ ৪৭
যা সা শৈবী পরা মূর্তিঃ শিবভক্ত্যা হৃপাংপতিঃ
নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাদহকাশ্চাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৫০

বরপ্রদান করিয়া । কণমধ্যে অন্তর্হিত
হইলেন । হে মূনে! তদবধি বিষ্ণু প্রভৃতি
দেবগণ, দৈত্য, দানব, গন্ধৰ্ব, মূনি, সিদ্ধ,
যক্ষ, নাগ এবং কিন্নরগণ পরম লিঙ্গ পূজা
করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতেছেন । ত্রিভু-
বনে লিঙ্গপূজন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর কৰ্ম্ম আর
কিছু নাই । হে দেবর্ষে! তুমি ইহা অব-
গত হইয়া লিঙ্গপূজাপরায়ণ হও । হে
নারদ! ক্ষেত্র, তীর্থ, বন এবং উপবনে যে
সব দিব্য লিঙ্গ সুরাসুরগণের স্থাপিত আছে,
জ্ঞানিগণ শ্রদ্ধাপূর্বক তাহা দর্শন করিবে ।
ইহা করিলে শিবের অমুগ্রহে তাহার মুক্তি-
ভাগী হইয়া থাকে । ৩৩—৪৭ । নারদ বলি-
লেন,—হে ব্রহ্মন! শিব যথায় সন্নিহিত, কোন
কোন দিব্যস্থান এরূপ আছে? তৎসমস্ত এবং
তাহার সম্পূর্ণ মহাশ্রদ্ধা আমাকে বলুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে নারদ! আমি দিব্যালিঙ্গ
এবং তীর্থ সকলের মহাশ্রদ্ধা তোমাকে বলি-
তেছি, সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর ।
সমুদ্র শিবের পরমামূর্তি; স্বয়ং নারায়ণ,

বসন্তি সাগরে নুনং তীর্থরাজেতি স স্মৃতঃ ।
জম্বুদ্বীপং মহাপুণ্যং তত্রাপি লবণোদধিঃ ॥ ৫১
অহোরাত্রকৃতং পাপং দর্শনাদেব নশ্চতি ।
স্পৃষ্টা ত্রিরাত্রকং পাপং নাশয়তোব সাগরঃ ॥
সপ্তরাত্রকৃতং পাপং প্রোক্ষণাদেব নশ্চতি ।
পানেন পক্ষজনিতং স্নানং পক্ষদ্বয়স্ত চ ॥ ৫৩
ঋতুদ্বয়ে তথাষ্টম্যাং পক্ষস্নানঞ্চ বার্ষিকম্ ।
ভানাবনুদিতে নিত্যং যঃ স্নাতি লবণোদধৌ
কপিলায়াঃ ফলং তস্ত দত্তায়াঃ শ্রোত্রিয়ে ক্রবম্
উপোষ্য রজনৌমেকাং রবিসংক্রমণং প্রতি ।
স্নাত্বা শতসুবর্ণস্ত দত্তস্ত ফলমাপুণ্যং ॥ ৫৫
বাতীপাতে দিনচ্ছিত্রে অয়নে বিবুবেষু চ ।
যুগাদৌ চ নরঃ স্নাত্বা বিধিবল্লবণোদধৌ ॥ ৫৬
গোসহস্রস্ত দত্তস্ত কুরুক্ষেত্রে ফলং হি যৎ ।

স্বয়ং আমি এবং অস্ত্র দেবতাগণ শিবভক্তি
বশত সেই সাগরে বাস করিয়া থাকি ।
এইজন্ত সমুদ্রের নাম তীর্থরাজ । জম্বুদ্বীপ
মগাপবিত্ত স্থান; তন্মধ্যে লবণ-সাগর অতি
পবিত্র । লবণ-সাগর দর্শনমাত্রেই আহো-
রাত্রকৃত পাপ বিনিষ্ট হয় । স্পর্শ করিলে
ত্রিরাত্রকৃত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে ।
জলপ্রোক্ষণে সপ্তাহকৃত পাপ বিনিষ্ট হয় ।
সেই জল পান করিলে একপক্ষসংকৃত
পাপের বিনাশ হইয়া থাকে ; স্নান করিলে
মাস-সংকৃত পাপ বিনিষ্ট হইয়া থাকে । অষ্ট-
মীতে স্নান করিলে ঋতুদ্বয়সংকৃত পাপ বিনিষ্ট
হয় এবং সংক্রান্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পক্ষে স্নান
করিলে বার্ষিক পাপ বিনিষ্ট হইয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি প্রত্যহ সূর্যোদয় হইবার পূর্বে
লবণসমুদ্রে স্নান করে, শ্রোত্রিয় ত্রাস্ত্রগকে
কপিলা গো দান করিলে যে ফল হয়, তাহার
নিশ্চয় সেই ফল হইয়া থাকে । এহ রাত্রি
উপবাস করিয়া সংক্রান্তিতে সাগরে স্নান
করিলে শত সুবর্ণদানের ফললাভ হয় ।
বাতীপাত, জাহস্পর্শ, স্নান-সংক্রান্তি, বিবু-
ব-সংক্রান্তি এবং যুগাদ্যাদি বিধিপূর্বক লবণ-
সমুদ্রে স্নান করিলে কুরুক্ষেত্রকৃত সহস্র

তৎ ফলং লাভতে মর্ত্যে । ভূমিদানস্ত চ ক্রবম্
দানানি যানি লোকেষু বিখ্যাতানি মনৌষিভিঃ
তেষাং ফলমবাপ্নোতি গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৫৮
বড়বানলমুক্তোহসৌ পুতো ভবতি নারদ ।
অতোহস্মাক্তি পরং নাস্তি স্মৃতীর্থমবনৌতলে ॥
গঙ্গা গোদাবরী রেবা চন্দ্রভাগা চ বেদিকা ।
এতাসাং সঙ্গমো যত্র স্নানং কুর্য্যান্নহোদধৌ ॥
যানি পাপানি ঘোরানি ক্রণহত্যাাদিকানি চ ।
নাশং যা স্ত কণাদেব সঙ্গমস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৬১
অশ্বমেধসহস্রস্ত ফলঞ্চ ভবতি ক্রবম্ ॥ ৬২
সমুদ্রতীরে পরমং তেজোলিঙ্গং তুরাসদম্ ।
যত্র সিদ্ধাঃ পুরা বৎস মুনয়ঃ সপ্তকোটয়ঃ ॥ ৬৩
সপ্তকোটীশ্বরং নাম ততঃ প্রভৃতি নারদ ।
তস্ত লিঙ্গস্ত মাহ ত্র্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥
স্মরণাদস্ত লিঙ্গস্ত গোসহস্রফলং লাভেৎ ॥ ৬৫
সমুদ্রে বিধিবৎ স্নাত্বা সপ্তকোটীশ্বরং শিবম্ ।

গোদানের ফল হইয়া থাকে । তাদৃশ
স্নানকারী মানবের ভূমিদানফল হইয়া
থাকে । চন্দ্রসূর্য-গ্রহণে স্নান করিলে
লোকবিখ্যাত সমগ্র দানেরই ফললাভ
হইয়া থাকে । হে নারদ ! বাড়বানলমুক্ত
বলিয়া এই তীর্থ এত পুত । এই লবণ-
সাগর অপেক্ষা স্মৃতীর্থ পৃথিবীতলে আর
নাই । যে স্থলে গঙ্গা, গোদাবরী,
নর্মদা, চন্দ্রভাগা এবং বেদিকা নদীর সঙ্গম
হইয়াছে, সমুদ্রের সেই ভাগে স্নান করিবে ।
ক্রণহত্যাাদি যে সকল ঘোরতর পাপ থাকে,
এই সকল নদীসঙ্গমে স্নানপ্রভাবে তৎসমস্ত
ফলমাত্রে বিনিষ্ট হয় এবং সহস্র অশ্বমেধ
যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে । ৪৮—৬২ ।
সমুদ্রতীরে পরম তুরাসদ তেজোলিঙ্গ অবস্থিত
আছেন, তথায় পূর্বকালে সপ্তকোটী মুনিগণ
সিদ্ধ হইয়াছিলেন । হে বৎস নারদ ! তদবধি
সেই লিঙ্গ সপ্তকোটীশ্বর নামে খ্যাত । সেই
লিঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতে আমি অসমর্থ ।
সেই লিঙ্গের স্মরণ মাত্রে সহস্র গোদানের

যে ভ্রুক্যন্তি মহাত্মানো মুক্তিভাজো ভবন্তি তে
রাজস্বয়ন্ত যজ্ঞস্ত সহস্রগুণিতং ফলম্ ।
তথা গোমেধযজ্ঞস্ত দর্শনাৎ তৎফলম্ভিহ ॥ ৬৭
সপ্তকোটিধরো দেবো দৃষ্টশ্চৈত্ববি মানবৈঃ ।
ধস্তান্তে যে চ লোকেহস্মিন্শেষাঃ মুক্তিঃ
করে হিতা ॥ ৬৮

তত্র স্নানং জপো হোমো দানঞ্চ পিতৃতর্পণম্ ।
সর্গঃ তদক্ষয়ং প্রোক্তং সপ্তকোটিধরো শিবো ॥
সপ্তকোটিধরং প্রাপ্য কথং শোচান্ত জন্তবঃ ।
সর্গানুগ্রাহকো রুদ্রস্তস্মিন্মিহৈ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭০
ন তচ্ছৈলময়ং লিঙ্গং ন তচ্ছৈলমং ন রাজতম্ ।
ন তদ্রত্নময়ং লিঙ্গং জাতব্যমিতি নারদ ॥ ৭১
কিং তজ্জ্যোতির্শ্ময়ং লিঙ্গং শৈবং পদমনাময়ম্
সপ্তকোটিধরং লিঙ্গং প্রাহর্বেদবিদো বুধাঃ ॥ ৭২
অহং নারায়ণো দেবঃ শক্রশস্ত্রো দিবাকরঃ ॥
মরুতো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ খেচরা ভূচরাশ্চ যে ॥ ৭৩

কল লাভ হইয়া থাকে । যথাবিধি সাগর-
স্নান করিয়া সপ্তকোটিধর শিব দর্শন করিলে
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । সহস্র রাজস্ব-
যজ্ঞের ফল এবং গোমেধ-যজ্ঞের ফল সপ্ত-
কোটিধর শিবদর্শনে হইয়া থাকে । যে
মানবেরা সপ্তকোটিধর শিবলিঙ্গ দর্শন করেন,
ইহলোকে তাঁহারা ধন ও মুক্তি তাঁহাদের
করতলস্থ । সপ্তকোটিধর শিবলিঙ্গ সন্নিধানে
স্নান, দান, যজ্ঞ, হোম এবং পিতৃতর্পণ অক্ষয়
ফলজনক হইয়া থাকে, ইহা কথিত আছে ।
সপ্তকোটিধর শিবলিঙ্গের সমীপবর্তী হইলে
প্রাণিগণের আর হুঃখ করিতে হয় না ।
কেমনা, সর্গানুগ্রাহকারী রুদ্র সেই লিঙ্গে
অবস্থিত । সেই লিঙ্গ পাষণময়, স্তূর্ণময়
কিংবা রত্নময় নহে ; কিন্তু হে নারদ ! সেই
লিঙ্গ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ জ্যোতির্শ্ময় সনাতন-
রূপী, ইহা বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ।
আমি, নারায়ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু,
মুনিগণ এবং খেচর, ভূচর, সিদ্ধগণ,

অর্চয়িত্বা পরং লিঙ্গং সপ্তকোটিধরং শিবম্ ।
প্রাপ্তবন্তঃ পরাং সিদ্ধিং তস্মিন্মিহৈ চ নারদ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো স্মৃত-
শৌনকসংবাদে শিবার্চনমাহাভ্যাঙ্গিকথনং
নাম ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

উজ্জয়িত্বাং মহাকালঃ যে বৈ পশুন্তি মানবাঃ ।
অবাধুযুঃ পরং লোকং যত্র গতা ন শোচতি ॥ ১
মহাকালস্ত লিঙ্গস্ত দিব্যালিঙ্গং তদ্ব্যভূতং ।
স্পর্শনাৎ তস্ত লিঙ্গস্ত সশরীরীরাঃ শিবং যযুঃ ॥ ২
তজ্জজ্ঞাত্বা চ ময়া তত্র পাষণঃ কুকুটাকৃতিঃ ।
নিক্ষিপ্ত্বা মহাকালে ততোহভূৎ কুকুটেশ্বরঃ ॥
তত্রৈব নগরে রম্যে শূলেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ।
তস্ত দর্শনমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৪

এই সপ্তকোটিধর শিবলিঙ্গ অর্চনা করিয়া
সেই লিঙ্গ-সমীপেই পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছি । ৬৩—৭৪ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে মানবগণ উজ্জ-
য়িনীতে মহাকাল দর্শন করিবে, তাহাদিগের
হুঃখবর্জিত পরমস্থান প্রাপ্তি হয় । মহাকাল-
লিঙ্গ দিব্যালিঙ্গ নামে অভিহিত ; সেই
লিঙ্গস্পর্শে সশরীরে শিবপ্রাপ্তি হয় । আমি
তাহা অবগত হইয়া মহাকাল সন্নিধানে
কুকুটাকার এক পাষণধণ্ডা নিক্ষেপ করি ।
মহাকালপ্রভাবে তিনি কুকুটেশ্বর নামে খ্যাত
শিবলিঙ্গ হইয়াছেন । সেই রমণীয় নগরে
শূলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছে,ন,
তাঁহার দর্শনমাত্রেণ অধমেধযজ্ঞের ফললাভ

শৃংখলিতমোহন্যায়ঃ ।
তত্র কুণ্ডঃ মহাদিব্যং পুরিতঃ পুণ্যবারিণা ॥ ৫
জ্ঞানং সমাচরন্তস্তত্র প্রযতাত্মা সমাহিতঃ ।
দ্বিতীয়েহহি তৃতীয়েহু দশমে বাপি নারদ ॥ ৬
পক্ষে মাসেহথ যোগাণে স্বপ্নে পশ্চতি শকরম্ ।
দিব্যং জ্ঞানমবাপ্নোতি দেবানামপি তুর্লভম্ ॥ ৭
যঃ পশ্চোক্তমোহন্যায়ঃ স্নাত্বা কুণ্ডে সমাহিতঃ ।
দীক্ষাসহস্রশ্রুতকলং প্রাপ্য যতি পরাং গতিম্ ॥
তত্রৈবাগন্ত্যমুনির্ন তপসারাদিতঃ শিবঃ ।
প্রাহুর্ভূতস্ত ভগবানগন্ত্যশ্বরনামতঃ ।
প্রসিক্তো দর্শনাং তস্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥
তত্রৈব শক্তিভেদাখ্যঃ তীর্থঃ মুনির্নিষেবিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা ভদ্রবটং যন্ত পশ্চতি মানবঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ স্বন্দলোকে মহীয়তে ॥ ১০
তীর্থানি কোটিশঃ সন্ত উজ্জয়িত্তাং সমস্ততঃ ।
তেষাং মাহাত্ম্যমখিলং স্বান্দে স্বন্দেন ভাষিতম্

হয় । শৃংখলের পূর্বভাগে উত্তম ওকারে-
শ্বর শিব । পুণ্যবারি-পরিপূর্ণ মহা দিব্য-
কুণ্ড তথায় বর্তমান । পবিত্র একাগ্রচিত্তে
তথায় স্নান করিলে দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন,
দশম দিন, পঞ্চদশ দিন, এক মাস অথবা
ছয় মাসের মধ্যে স্বপ্নে শিবদর্শন হয় এবং
হে নারদ ! পরে দেবতুর্লভ দিব্যজ্ঞান লাভ
হইয়া থাকে । সমাহিতভাবে সেই কুণ্ডে
স্নান করিয়া ওকারলিঙ্গ দর্শন করিলে সহস্র-
যজ্ঞদীক্ষা-ফল লাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত
হয় । সেই স্থানেই অগস্ত্যমুনি তপস্যা-
যোগে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন ।
তাহাতে ভগবান্ শিব প্রাহুর্ভূত হন ।
তিনিই অগস্ত্যশ্বর নামে প্রসিক্ত । তাঁহার
দর্শনে ব্রহ্মহত্যা দূর হয় । সেই স্থানেই
শক্তিভেদ নামক মুনি-সেবিত তীর্থ ; তথায়
স্নান করিয়া যে মানব ভদ্রবট দর্শন করে,
সর্বপাপমুক্ত হইয়া কার্তিকেয়লোক-প্রাপ্তি
লাভ করে । উজ্জয়িনীর চতুর্দিকে কোটি
কোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তের সম্পূর্ণ
মাহাত্ম্য স্বন্দপুরাণে কার্তিকেয় কীর্তন

কুরুক্ষেত্রে তু দেবর্ষে স্বাগুর্নাম মহেশ্বরঃ ।
তপস্তপ্তা ময়া তত্র প্রাপ্তঃ ব্রহ্মহমুত্তমম্ ॥ ১২
বালখিল্যাদয়স্তত্র সিদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ পরাং পুরা ॥
তত্রাসীৎ পুলহঃ পূর্বঃ মশকঃ স্বাগুর্মন্দিরে ।
মৃতস্ত বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা দিব্যমনোরথান্
তদন্তে মৎসুতো জাতঃ স্বাগুমুট প্রভাবতঃ ॥ ১৪
সর্বদেবময়ো যত্র স্বাগুর্নাম মহেশ্বরঃ ।
ইষ্টঃ সক্রুচ্চ মনুজঃ শৈবং পদমবাপুয়াৎ ॥ ১৫
তীর্থরাজ ইতি খ্যাতঃ প্রয়াগো মুনিসত্তমাঃ ।
গঙ্গাযমুনয়োস্তত্র সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ১৬
তত্র স্নাত্বা দিবং গত্বা ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেষ্টময়া
আন্তে মহেশ্বরো যত্র সর্বানুগ্রাহকঃ পরঃ ॥ ১৭
দর্শনাদক্ষয়াল্লোকান প্রাপ্নোতি মনুজোত্তমঃ ॥
অনুতীর্থং পরং শুভং গয়াতীর্থমিতি স্মৃতম্ ।
যত্র শঙ্কোভগবতশ্চরণৌ স্প্রুপ্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ১৯

করিয়াছেন । হে দেবর্ষে ! কুরুক্ষেত্রে স্বাগু-
নামে মহেশ্বর আছেন ; আমি তথায় তপস্যা
করিয়া উত্তম ব্রহ্মহ প্রাপ্ত হইয়াছি । বাল-
খিল্যাদি ঋষিগণ পূর্বকালে সেই স্থানে পরম
সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । পুলহ-ঋষি
পূর্বজন্মে সেই স্বাগুর্মন্দিরে মশক ছিলেন,
তথায় পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়া,বিবিধ প্রকার দিব্য
অভিলাষানুযায়ী ভোগ করিয়া পরিশেষে
স্বাগুর অচিস্তনীয় প্রভাবে আমার পুত্ররূপে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । সর্বদেবময় স্বাগু-
নামক সেই মহেশ্বরকে একবার পূজা করিলে
শিবপদ লাভ হয় ১১—১৫ । হে মুনিসত্তম !
প্রয়াগ তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত তীর্থ ; তথায়
লোকবিখ্যাত গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম আছে ।
তথায় স্নান করিলে স্বর্গলাভ এবং অভি-
লষিত ভোগপ্রাপ্তি হয় । সর্বানুগ্রাহকারী
শিব তথায় বর্তমান আছেন । যে মানব-
শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার অক্ষয়-
লোক প্রাপ্তি হয় । পরম গোপনীয় অন্ত
তীর্থ আছে, তাহার নাম গয়াতীর্থ । তথায়
ভগবান্ শিবের চরণদুগল প্রতিষ্ঠিত আছে ।

পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তিত্ত্ব পিতৃ প্রদানতঃ । ২০
 মহানন্তাং নরঃ স্নাত্বা ক্রতুপাদং স্পৃশেদ্যদি ।
 শিবলোকমবাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ মোদতে ।
 মহাকালং মহাতীর্থং কালকালস্ত বনতম্ ।
 তত্রাপি দেবদেবেন বিস্তস্তচরণে ভূবি ॥২২
 তত্র স্নাত্বা তু মেধাবৌ চরণং পার্শ্বতীপতেঃ ।
 যঃ পশ্চতি নরো ভক্ত্যা শৈবং পদমবাপ্নুয়াৎ ।
 ইতি সৌরপুরাণোপপুরাণে সৌরোত্তরে সূত-
 শৌনকসংবাদে মহাকালাদিমাহাত্ম্যকথনং
 নাম সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রায়ঃ প্রান্তমুপোষ্যঃ স্তাৎ তীর্থৈ

দেবকলেপ্তভিঃ ।

মূলং হি পিতৃতুষ্টিার্থং পিত্র্যকোক্তং মহর্ষিভিঃ ।

সেখানে পিতৃদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয়
 তৃপ্তি হইয়া থাকে । মানব মহানদীতে স্নান
 করিয়া ক্রতুপাদ স্পর্শ করিলে শিবলোক
 প্রাপ্ত এবং পিতৃগণের সহিত আনন্দিত হয় ।
 শিবপ্রিয় মহাতীর্থ মহাকালেও দেবাদিদেব
 ভূতলে চরণবিস্তার করিয়াছেন । যে
 মেধাবী মানব স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে
 শিবের চরণ দর্শন করিবে, তাহার শিবপদ-
 প্রাপ্তি হইবে । ১৬—২৩ ।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈবকর্মেয় কলপ্রার্থী
 ব্যক্তিগণ প্রায়ই তিথির শেষধণ্ডে উপবাস
 করিবে, অর্থাৎ এক তিথি হই দিন থাকিলে
 তাহার শেষভাগ লইয়া প্রায়ই দেবকার্য্য
 করিতে হয় এবং পিতৃগণের সন্তোষের জন্য
 তিথির পূর্বভাগ গ্রাহ্য, অর্থাৎ এক-তিথি

যাঃপ্রাপ্যাস্তমুপৈত্যকঃ সা চেৎস্তাৎত্রিমুহূর্তিক
 ধর্ম্মকৃত্যেযু সর্কেষু সম্পূর্ণাং তাং বিহস্তিধিষু ।
 অষ্টম্যেকাদশী ষষ্ঠী তৃতীয়া চ চতুর্দশী ।
 কর্তব্য। পরসংযুক্তা অপরা পূর্বমিশ্রিতা ॥ ৩
 বৃহত্তরা তথা রস্তা সাবিত্রী বটপৈতৃকী ।
 কৃষ্ণাষ্টমী সত্বতা চ কর্তব্য। সম্মুখী তিথিঃ ॥ ৪
 লিঙ্গে স্বায়ত্ত্ববে বাণে রত্নে চ রসনির্ম্মিতে ।
 সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ন চণ্ডস্তাধিকারতঃ ॥ ৫
 বাণলিঙ্গং স্বয়ংভূমিস্তলকাস্তিস্তথৈব চ ।
 চান্দ্রায়ণসমং পুণ্যং শভো নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥ ৬
 বুধং চণ্ডং বুধকৈব সোমসূত্রং পুনর্ব্বষম্ ।
 চণ্ডক সোমসূত্রক পুনশ্চণ্ডং পুনর্ব্বষম্ ॥ ৭
 আরক আরণালক কাংস্তপাত্রং মসুরিকা ।
 চণকাস্তিলতৈলক মজ্জবীৰ্য্যহরণাণ যচ্চ ॥ ৮

হই দিন থাকিলে পিতৃকার্য্যে পূর্বভাগ
 প্রায়ই গ্রাহ্য; এই ক্ষণ্ত মহর্ষিগণ ইহার
 নাম বলিয়াছেন পিত্র্য । যে তিথিতে
 সূর্য্যাস্ত হয়, সেই তিথি দিবসে তিন মুহূর্ত্ত-
 মাত্র থাকিলেও সকল ধর্ম্মকার্য্যে (শ্রাদ্ধবিশেষ
 এবং উপবাসবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কার্য্যে)
 সম্পূর্ণ তিথি বলিয়াই জ্ঞেয় । অষ্টমী, একা-
 দশী, ষষ্ঠী, তৃতীয়া এবং চতুর্দশী (বিশেষ
 বিশেষ স্থল ব্যতীত) পর তিথিযোগে গ্রাহ্য,
 অর্থাৎ হই দিন এই সকল তিথি থাকিলে
 পরদিনে কর্ম্ম করিতে হয় । অপর সকল
 তিথি পূর্বতিথিযোগে গ্রাহ্য । বৃহত্তরা,
 রস্তা, সাবিত্রী, বটপৈতৃকী, কৃষ্ণাষ্টমী এবং
 চতুর্দশীর সম্মুখভাগ ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য ।
 স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, রত্নলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ এবং
 সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্যে চণ্ডের
 অধিকার নাই । বাণলিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ এবং
 চন্দ্রকাস্তমণিনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের নৈবেদ্য-
 ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ তুল্য পুণ্য হয় । বুধ,
 চণ্ড, বুধ, সোমসূত্র, বুধ, চণ্ড, সোমসূত্র,
 চণ্ড এবং বুধ এই নামে এইরূপ ক্রমে পূজা
 করিবে । ১—৮ । আর, আরণাল, কাংস্ত-
 পাত্র, মসুরী, চণক এবং তিলতৈল এই

বামপার্শ্বে বিনিষ্কিপ্য গৃহীত্বা বামপাণিনা ।
 ধুত্বা চ দক্ষিণে পাণৌ তৈলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্
 গুরুশব্দং কুরুশব্দং নিরোধকঃ ।
 অঙ্ককারনিরোধত্বাদ্ গুরুশব্দো নিগদ্যতে ॥১০॥
 গুরুত্যাগী লভেন্মৃত্যুং মজ্জত্যাগী দরিদ্রতাম্ ।
 গুরুমজ্জপরিত্যাগাৎ সিদ্ধোহপি নরকং ব্রজেৎ
 একমর্কঃ প্রদাতব্যঃ মধ্যাহ্নে ভাস্করঃ প্রতি ।
 উভয়োঃ সঙ্ক্যায়োরাপত্তিঃ কিপেদমুরক্ষয়াৎ ॥
 ভ্রাতৃদ্বয়ং ন কুর্কোত ন কর্তব্যং পিতামৃতম্ ।
 অনগ্রিকং ন কর্তব্যং ন কুর্ধ্যাদার্ভগীপতিম্ ॥
 নিরগ্রিকঃ স্মৃতস্তাবদ্যাবদ্যার্থ্যাং ন বিন্দতি ।
 সাগ্রিকে ভাৰ্য্যা যুক্ত ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥
 প্রণামমেকহস্তেন একং বাপি প্রদক্ষিণম্ ।
 কালসেবা তথাকালে অৰুপুণ্যং বিনশ্বতি ॥১৫॥
 সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনে শুরৌ ।
 প্রত্যেকঞ্চ নমস্কারং হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

ছয়টি দ্রব্য মজ্জবৌর্ধ্যের নাশক । বাম-
 পার্শ্বে নিক্ষেপ, বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ এবং
 দক্ষিণহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া তৈলে জল-
 প্রক্ষেপ করিবে । “গুরু” শব্দে অঙ্ককার এবং
 “কুরু” শব্দে বিনাশকর্তা; অঙ্ককার-বিনাশক
 বলিয়া গুরু গুরুপদবাচ্য । গুরুত্যাগে
 মৃত্যু এবং মজ্জত্যাগে দরিদ্রতা হয় । গুরু এবং
 মজ্জ পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধও নরকগামী
 হইয়া থাকে । মধ্যাহ্নে সূর্য্যোদ্যেগে এক-
 বার জলদান করিবে, উভয় সঙ্ক্যার অশুভ
 ক্রয়ের জন্ত তিনবার জলদান করিবে । জ্যেষ্ঠ
 বা কনিষ্ঠ কোন ভ্রাতাই দীক্ষণীয় নহেন ।
 পিতা পুত্রকে দীক্ষা দিবে ন৷, নিরগ্রিক ব্যক্তি
 সাগ্রিককে দীক্ষা দিবে ন৷ এবং গার্ভগী পতি-
 সহবাস করিবে ন৷ । যে পর্য্যন্ত বিবাহ না
 হয়, সেই পর্য্যন্তই নিরগ্রি । ভাৰ্য্যাযোগ
 হইলে তাহাকে সাগ্রিক বলা যায় । একহস্তে
 প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ এবং অরুপযুক্ত
 কালে কালানুরূপ সেবায় এক বৎসরের
 পুণ্যফল বিনষ্ট হয় । সভা, যজ্ঞশালা, দেব-
 মন্দির এবং গুরু, সমীপে প্রত্যেককে

গোক্ষীরং গোস্বতকৈব মুদগধাত্তং তিলা যবাঃ
 এতে চৈবাক্ষারগণা অন্তে কারগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
 মক্ষিকা মশকা বেষ্টা যাচকাষ্টৈব মুষকাঃ ।
 গণকা গ্রামণীষ্টৈব সষ্টৈশ্চৈব পরভক্ষকাঃ ॥১৮॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে তিথিনির্ণয়াদিকথনং নামা-
 ষ্টমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

হেতুনা কেন ভগবান্ কালকালো মহেশ্বরঃ ।
 শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ ক্রহি মে কমলোদ্ভব ॥১॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 আদীন্মুনিবরঃ পূৰ্ব্বং নাম্না শ্বেত ইতি স্মৃতঃ ।
 তীর্থোদকানি সেবেত যমাংশ্চ নিয়মাংস্তথা ॥২॥
 মাহেশ্বরপ্রাণীঃ শাস্তো মহাদেবার্চনে রতঃ ।

নমস্কার করিলে প্রাকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ।
 গোহৃদ্য, গব্যস্বত, মুদগ, ধাত্ত, তিলা, এবং
 যব, ইহাই অক্ষার নামে অভিহিত, আর
 সমস্তই ক্ষার । মক্ষিকা, মশক, বেষ্টা,
 যাচক, মুষিক, গণক এবং নাপিত ইহারা
 পরভোগী । ১-১৮ ॥ *

ষষ্ঠ্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ॥

উনসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্ ! কমল-
 যোনে ! ভগবান্ মহেশ্বর কি কারণে যমের
 কালস্বরূপ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে
 অভিলাষী হইয়াছি, বলিতে আজ্ঞা হয় ।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—পূৰ্ব্বকালে শ্বেত নামে এক
 প্রধান মুনি ছিলেন; তিনি তীর্থজল-প্রায়ী,
 যম-নিয়ম-সেবী, শমভণাবলম্বী, শিবপূজারত

* এই অধ্যায়টি সুপরিষুদ্ধ এবং সুস-
 স্কৃত নহে ।

তং নেতুমাগতঃ কালো দণ্ডহস্তো ভয়ঙ্করঃ ॥৩
 দৃষ্ট্বা কালং স বিপ্রশ্ৰেয়ো ভয়ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
 স্পৃষ্ট্বা করাভ্যাং তল্লিঙ্গং ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্
 প্রহসন্নব্রবীৎ কালঃ শ্বেতঃ মুনিবরং মূনে ।
 প্রাণে ময়ি কথং ব্রহ্মন স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ ৫
 চরন্তি মন্ত্রযাং সর্কে ব্রহ্মচর্য্যং তপাংসি চ ।
 তীর্থং দানং প্রশংসন্তি নিরতাঃ শ্বেষু কর্ম্মসু ॥
 যজন্তি মন্ত্রাদেবান যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংস্তথা ।
 তস্মাহুস্তিষ্ঠ নেম্যামি মম পাশবশং গতঃ ॥ ৭
 দাতারো নৈব পশুন্তি তবাত্ম মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৮
 এবং নিশম্য বচনং স বৈ কালস্ত নারদ ।
 অথাব্রবীদ্ যমঃ ভীতঃ পাশহস্তঃ করালিনম্
 কথমীশার্চনরতং ত্বং মাং নেতুমিহাসি ।
 শিবার্চনরতানাঞ্চ তুভ্যঃ কস্মাদ্ভয়ং বদ ॥ ১০
 এবমুক্তো যমঃ কোপাত্ত্বক্ষ্য মুনিপুঙ্গবম্ ।
 পাশৈর্দৃঢ়তরৈঃ শীঘ্রং ধ্যায়মানং মহেশ্বরম্ ॥১১

এবং শৈবাগ্রগণ্য ছিলেন। ভয়ঙ্কররূপী যম
 তাঁহাকে লইবার জন্য দণ্ডহস্তে উপস্থিত
 হইলেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ যমদর্শনে ভীতি-
 ব্যাকুলচিত্তে করযুগলে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করত
 শিবধ্যান করিতে লাগিলেন। হে মূনে!
 তখন যম অটহাস্য করত মুনিবর শ্বেতকে
 বলিলেন,—ব্রহ্মন! আমি উপস্থিত হইলে,
 প্রাণীরা কি আর স্নান থাকিতে পারে?
 আমার ভয়েই লোকে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা করিয়া
 থাকে এবং স্ব স্ব কর্ম্মপরায়ণ হইয়া তীর্থ ও
 দানের প্রশংসা করিয়া থাকে। আমার
 ভয়েই লোকে বিবিধ যজ্ঞ ও দেবপূজা করিয়া
 থাকে। এক্ষণে উঠ, মদীয় পাশের বশবর্ত্তী
 হও, লইয়া যাই; অত্যা তোমার দাতৃবৃন্দ
 তোমাকে আর দেখিতে পাইবে না। হে
 নারদ! শ্বেত, যমের এইপ্রকার কথা শুনিয়া
 স্তম্ভে সেই পাশহস্ত করালরূপী যমকে
 বলিলেন,—আমি শিবপূজারত, আমাকে
 লওয়া ত আপনায় আদ্যন্ত নয়; শিবপূজা-
 পরায়ণ ব্যক্তিগণের আপনা হইতে কেন ভয়
 থাকিবে, বলুন। শ্বেতমুনি এই কথা

অথ দেবো মহাদেবঃ প্রাহুর্ভূতল্লিলোকভুং ।
 তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং প্রহৃষ্টোহভূৎ তদা মুনিঃ
 শঙ্করোহথাব্রবীৎ কালং মম ভক্তং বিমোচয় ।
 স্বতন্ত্র এব মন্ত্রভুঃ স কথং নীয়াং ত ত্বয়া ॥ ১৩
 যজ্ঞভুং দেবদেবেন তদতিক্রম্য সূর্য্যজঃ ।
 পুনর্ব্বন্ধ নৃপতিং স্বপুত্রীং গমনোদ্যতঃ ॥ ১৪
 অথ দেবো মহাদেবো বিশেষর উমাপতিঃ ।
 অকরোহুত্মসাৎ কালং শ্বেতঃ পাশৈর্বিমোচিতঃ
 দত্তং ভগবতা তুস্মৈ গাণপত্যঞ্চ শাস্ততম্ ॥১৫
 দেব্যা সহ মহাদেবঃ কণাদহুর্হিতোহভবৎ ।
 অনেন হেতুনা শঙ্কুঃ কালকাল ইতি স্মৃতঃ ॥১৬
 অহঞ্চ বিষ্ণুনা সর্কং স্তব্ধা দেবং মহেশ্বরম্ ।
 প্রসাগাথ পুনর্জাতঃ কালঃ শাস্তোরনুগ্রহাৎ ॥১৭
 অতীর্থং পুণ্যতমং জালেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ।
 দেবাতীরে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৮

বলিলে, শিবধ্যানরত সেই মুনিবরকে যম
 দৃঢ়তর পাশে শীঘ্র বন্ধন করিয়া ফেলিলেন।
 অনন্তর তিলোকবর্ত্তা দেবদেব মহাদেব
 প্রাহুর্ভূত হইলেন। শ্বেতমুনি দেবদেব
 ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্ট হইলেন।
 শঙ্কর যমকে বলিলেন,—আমার ভক্তকে
 ছাড়িয়া দাও। আমার ভক্ত স্বাধীন;
 তাহাকে তুমি লইয়া যাইতেছ কেন? দেব-
 দেব যাহা বলিলেন, রবিস্মৃত তাহা লজ্জন-
 পূর্ব্বক স্বীয় নগরে গমনোদ্যত হইয়া শ্বেত-
 মুনিকে পুনর্বার বন্ধন করিলেন। ১—১৪।
 অনন্তর দেবদেব মহাদেব উমাপতি বিশেষর
 যমকে ভাস্মসাৎ করিলেন, শ্বেতমুনিকেও পাশ
 বন্ধন-বিমুক্ত করিলেন। ভগবান্ শিব তাঁহাকে
 নিত্য-গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন।
 অনন্তর মহাদেব কণমধ্যে দেবীর সহিত
 অহুর্হিত হইলেন। এই হেতু শঙ্কু কাল-
 কাল নামে অভিহিত। পরে বিষ্ণু সমভি-
 ব্যাহারে আমি মহাদেবকে স্তব দ্বারা প্রসন্ন
 করিলে, তাঁহার অনুগ্রহে কাল পুনর্জীবিত
 হয়। হে মুনিবর! নর্ম্মদাতীরে আর এক
 পণ্ডিতম মহাপাতকনাশন তীর্থ আছে,—

কোটিশঃ সন্তি তীর্থানি তস্মিন্ জালেখরেশিবে
তত্র স্নাত্বা দেবধ্বজে দৃষ্ট্বা জালেখরং শিবম ॥
কুলৈকবিংশমুদ্রিত্য শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২০
অন্তঃ ক্রীপকৃতং শ্রেষ্ঠং সিদ্ধানামালয়ং শুভম্ ।
তত্র সিদ্ধাশ্চ মুনয়ো দৃষ্টান্তে সর্বতো গিরৌ ॥
সদা সন্নিহিতঃ শত্বলিঙ্গে ক্রীমল্লিকার্জুনে ।
দৃষ্টে তস্মিন্ পরে লিঙ্গে জীবমুক্তো নরো

ভবেৎ ॥২২

মহুয়াঃ পশবঃ কোটিমুগাশমশকাদয়ঃ ।
ক্রীপকৃতে মৃত্যুঃ সর্বে যাস্তি শস্তাঃ পরং পদম্
কেদারে পরমং তীর্থং প্রিয়ং দেবস্তা শূলিনঃ ।
তত্র স্নাত্বাদকং পীত্বা সম্পূজ্য চ পিনাকিনম্ ।
গাণপত্যমবাপোতি দেবানামপি তুর্লভম্ ॥ ২৪
বৃষধ্বজে পরং তীর্থং দেবিকায়াস্তটে মুনৈঃ ।
যত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যাং বাপোতি ॥
গোদাবরী নদী যত্র নির্গতা পাপহারিণী ।
তত্র দেবাধিদেবেশস্থিযক্ষক ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৬

তাহা জালেখর নামে খ্যাত । সেই জালেখর শিব সমীপে কোটি কোটি তীর্থ আছে । হে দেবর্ষে ! নর্যদাস্তান করিয়া জালেখর-শিব দর্শন করিলে একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করিয়া শিবলোকের সম্মানিত অধিবাসী হয় । সিদ্ধালয় ক্রীপকৃত নামে আর এক শুভতীর্থ আছে । সেই পর্বতের সকল দেশেই সিদ্ধমুনিগণকে দেখা যায় । ক্রীমল্লিকার্জুন লিঙ্গে শিব সতত সন্নিহিত । সেই পরমলিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব জীবমুক্ত হয় । মহুয়া, পশু, মৃগ, অশ্ব এবং মশকাদি কোটি কোটি প্রাণিগণ ক্রীপকৃতে পকড় পাইলে শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয় । কেদারে ব্রহ্মদেবের পরমপ্রিয় তীর্থ আছে । তথায় স্নান, জলপান এবং শিবপূজা করিলে দেবগণেরও তুর্লভ গাণপত্যপদ প্রাপ্তি হয় । হে মুনৈ ! দেবিকা-নদীতীরে বৃষধ্বজ তীর্থে পরমলিঙ্গ বর্তমান । তথায় স্নান ও শিবদর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর হয় । পাপহারিণী গোদাবরী নদী যেখানে নির্গত হইয়া

তত্র স্নানং জপো দানং ব্রহ্মযজ্ঞমথঃ কৃতং ।
সর্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং নুনং ব্রহ্মগিরৌ মুনৈঃ ॥
তত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা দেবদেবঃ ত্রিষকম্ ।
স্বন্দর্শনসমো ভূত্বা ক্রীড়তে শিবসন্নিধৌ ॥২৮
রেবায়া নাতিদূরে তু গোকর্ণ ইতি বিখ্যতঃ ।
অমুগ্রহার্থং লোকানাং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ ॥
নিয়তোহনিয়তো বাপি যো বা কো বাপিমানবঃ
যন্ত পশুতি গোকর্ণং ক্রদন্তানুচরো ভবেৎ ॥৩০
দেবস্তা বায়ুদিগুভাগে দেবেশী ভদ্রকালিকা ।
যোগসিদ্ধিপ্রদা নিত্যং দর্শনাং প্রাণিনাং মুনৈঃ
মহাবলশ্চ ভগবান্ যত্রান্তে গিরিজাপতিঃ ।
তস্তা দর্শনমাত্রেণ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩২
অন্তদক্ষিণগোকর্ণং সিদ্ধুতীর্থে মহেশ্বরঃ ।
তস্তা দর্শনমাত্রেণ রাজস্বয়ফলং লভেৎ ॥ ৩৩
অন্তদাক্ষবনং পুণ্যং শঙ্করস্তাতিবল্লভম্ ।
গিরিজাপতিনা যত্র মোহিতা মুনিপুংসবঃ ॥ ৩৪

যাছেন, তথায় দেবাধিদেব ঈশ্বর ত্র্যম্বক নামে খ্যাত হইয়াছেন । হে মুনৈ ! সেই ব্রহ্মগিরিতে স্নান, দান, জপ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অন্ত যে কোন যজ্ঞ করিবে, তাহাই অক্ষয়ফলজনক হইবে । তথায় স্নান করিয়া দেবদেব ত্র্যম্বক নামক শিব দর্শন করিলে, কার্ত্তিকেয় ও নন্দীর সমান হইয়া, শিবসমীপে ক্রীড়া করিতে গায় । ১৫—২৮ । নর্যদার অনতিদূরে গোকর্ণ নামে বিখ্যাত তীর্থ ; তথায় শিব, লোকের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া সর্বদা সন্নিহিত আছেন । যে মানব, সংযত অসংযত ইত্যাদি যে কোন ভাবে গোকর্ণ-শিব দর্শন করিবে, সেই শিবানুচর হইবে । হে মুনৈ ! গোকর্ণলিঙ্গের বায়ুকোণে দেবেশী ভদ্রকালী আছেন, তাঁহাকে নিত্য দর্শন করিলে, প্রাণিগণের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে । তথায় মহাবল-নামক ভগবান্ শিবের দর্শন মাত্র সহস্র গৌদানফলপ্রাপ্তি হয় । সিদ্ধুতীর্থে দক্ষিণ-গোকর্ণ নামে আর এক তীর্থ আছে, তথায় মহেশ্বর দর্শন করিলে রাজস্বয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় । দাক্ষবন নামে

নারদ উবাচ ।

কথং ভগবতা তাত মোহিতা মুনিপত্নয়ঃ ।
আচক্ষু তৎ সমাসেন কোতুকং হৃদি বর্ততে ॥৩৫
ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি ভবন্ত চরিতং শুভম্ ।
শ্রবণাদেব মমুজঃ শিবন্ত দয়িতো ভবেৎ ॥৩৬
ভৃগুরত্রিবিম্বিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজো গৌতমো ভাণ্ডারিস্তথা ॥৩৭
বামদেবোহঙ্গিরাঃ শঙ্খো লিখিতশ্চ বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
বিশ্বামিত্রোহথ জাবালিরন্তো চ মুনয়স্তথা ॥ ৩৮
যজ্ঞৈর্ধজস্তি দেবেশং তপস্তি চ তপস্তথা ।
অজ্ঞাতৈব পরং ভাবং দেবদেবন্ত শূলিনঃ ॥৩৯
তেষাং মূর্খোথিতো ধুমন্তপসা ক্লেণিতান্ননাম্ ।
তেন ধূমেন মহতা ব্যাপ্তো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপঃ ॥৪০
শঙ্কোকংসঙ্গা দেবী ধুমব্যাপ্তং জগল্লয়ম্ ।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিশেষং কোতুকাদৌশ্বরেশ্বরী ॥৪১
দেব্যা বাচ ।

আশ্চর্য্যমিবা মে ভাতি ধুমব্যাপ্তমিদং জগৎ ।

আর এক তীর্থ আছে, তাহা শিবের অতি প্রিয়; সেই তীর্থে শিব মুনিপত্নীগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন— পিতঃ! ভগবান্ শিব মুনিপত্নীগণকে কিরূপে মোহিত করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা বলুন, আমার মনে পরম কুতূহল হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! শিবের শুভচরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণ করিলে মানব শিবপ্রিয় হইয়া থাকে। ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভাণ্ডরি, বামদেব, অঙ্গিরা, শঙ্খ, লিখিত, বৃহচ্ছ্রবা, বিশ্বামিত্র, জাবালি এবং অজ্ঞান মুনিগণ দেবদেব শূলপানির পরম-ভাব অবগত না হইয়াই যজ্ঞ দ্বারা শিবপূজন এবং তপস্তা করিতেছিলেন; তপঃক্রিষ্ট সেই মুনিগণের মস্তক হইতে ধূম উৎখিত হইল, সেই মহাধূমে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ পরিব্যাপ্ত হইল। শিবাক্রগতা দেবী ঈশ্বরেশ্বরী ত্রৈলোক্য ধুমব্যাপ্ত অবলোকন করিয়া কৌতূহলক্রমে

ধুমন্ত কারণং ক্রহি দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৪২

ঈশ্বর উবাচ ।

যত্র দারুবনং পুণ্যং মম চাতীব বল্লভম্ ।
তত্র তিষ্ঠন্তি মুনয়স্তপোনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥৪৩
অবিদিতৈব মাং দেবি শরীরক্লেণকারিণি ।
তেষাং মূর্খি স্থিতো ধূমো ব্যাপ্তোহপি সচরাচরম্
কর্মাণি যানি লোকেষু পুঙ্কলানি বহুনি চ ।
সর্বাণি নিফলান্তেব মামজ্ঞাতৈব পার্শ্বতি ॥৪৫
এবং দেবন্ত বচনং শ্রুত্বামর্ষমথাববৌৎ ॥ ৪৬

দেব্যা বাচ ।

দেবদেব মহাদেব মুনীনাং ভাবিতান্ননাম্ ।
অজ্ঞানন্ত যথা ব্যাপ্তিস্তামহং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥৪৭
এবং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ নীললোহিতঃ
বিটবেষমথাস্থায় যযৌ দারুবনং প্রাতি ॥ ৪৮

জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার যেন আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এই ত্রৈলোক্য যে ধুমব্যাপ্ত। হে দেবদেব মহেশ্বর! ধূমের কারণ কি বল। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমার অতিপ্রিয় দারুবন-তীর্থে তপোনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অবস্থান করিতেছেন। আমাকে অবগত না হইয়া তাঁহারা শরীর ক্লেণ দিতেছেন। তাঁহাদের মস্তকস্থিত ধূমই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়াছে। পার্শ্বতি! লোকে যে সকল পর্গাপ্ত-কলকারণ নানা প্রকার কর্ম আছে, আমাকে না জানিলে, তৎসমস্তই নিফল। ২৯—৪৫। শিবের এই কথা শুনিয়া দেবী ক্রুদ্ধকে বলিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! ভাবিতান্না মুনিগণ কিরূপ অজ্ঞানব্যাপ্ত, তাহা আমার দেখিতে উৎসাহ হইতেছে। দেবীর এই কথা শুনিয়া ভগবান্ নীললোহিত বিটবেষ ধারণপূর্ব্বক দারুবনে গমন করিলেন; বিষ্ণুও স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের সহিত মিলিত হইলেন। বিষ্ণু-সমভিব্যাহারী শিব দেবদারুবনবাদীদিগকে মায়ায় মোহিত করত সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনিপত্নীগণ শিবদর্শনে মদনানলদীপিত হইয়া লজ্জা

স্মীকপধারী বিষ্ণুশ্চ শঙ্করেন সমাগতঃ ॥ ৪৯
বিষ্ণুনা সহ বিশেষো দেবদাক্ষবনৌকসঃ ।
মোহয়ন মায়ায়া শত্ৰুবিচ্চার বনে তদা ॥ ৫০
মুনিঃশ্রিয়ঃ শিবঃ দৃষ্ট্বা মদনানলদীপিতাঃ ।
তাক্তলজ্জা বিবজ্জাশ্চ যযুস্তা অনু শঙ্করম্ ॥ ৫১
স্মীকপধারিণঃ বিষ্ণুঃ সর্ষে মুনিকুমারকাঃ ।
অবগচ্ছন্ত দেবর্ষে কামবাণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৫২
তদদ্ভুতং তদা জ্ঞাত্বা কুপিতা মুনয়স্তদা ।
লিঙ্গহীনং হরং কৃত্বা গোপবেশধরং হরিম্ ॥ ৫৩
তদাপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র শিবা মেখলসংজিতা ।
উভয়োশ্চৈব সংযোগঃ সর্ষপাপহরঃ শিবঃ ॥ ৫৪
ইতি শ্রুত্বা তু দেবর্ষির্ভ্রক্ণো বচনং তদা ।
জগাম কত্বুং তীর্থানি শিবভক্তিপুরস্কৃতঃ ॥ ৫৫
এতৎ সৌরং পুরাণং তে যথাবৎ সমুদীরিতম্
যচ্ছ্রুত্বা মনুজঃ সমাগ্গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৫৬
কিং তীর্থৈশ্চ প্রয়াগাটৈঃ কিং যজ্ঞৈর্ভূয়িষ্যদক্ষিণৈ

এবং বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শিবের অনু-
গামিনী হইল। হে দেবর্ষে! মুনিকুমার-
গণ কামবাণ-পীড়িত হইয়া স্মীকপধারী
বিষ্ণুর অনুগামী হইল। সেই অভূত
ব্যাপার দর্শনে মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে
লিঙ্গহীন এবং বিষ্ণুকে গোপবেশধারী করি-
লেন অর্থাৎ সেই মুনিগণ অভিষাপ প্রদান
করিলে, অভিষাপের সম্মান রক্ষার্থ, ভক্ত-
বৎসল শিব লিঙ্গহীন এবং বিষ্ণু গোপবেশ-
ধারী হন ও লিঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত
হয়। হে বিপ্রবর! তদবধি গোয়ী
মেখলানায়ী হইলেন। মেখলা (গোয়ী-
পট) ও লিঙ্গের যে সংযোগ, তাহাই শিব-
স্বরূপ; সেই মেখলাসংযুক্ত লিঙ্গ সর্ষপাপ-
বিনাশক। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার এই কথা
শ্রবণে শিবভক্তি পুরস্কৃত হইয়া তীর্থ করিতে
গমন করিলেন ৪৬—৫৫। সূত্র বলিলেন,—
হে শৌনক! এই সৌরপুরাণ আপনার
নিকট যথাযথ কৌতুহল করিলাম; মানব, ইহা
শ্রবণ করিলে, সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত
হয়। যদি ব্রহ্মাসহকারে এই উত্তম পুরাণ

যদি শ্রুতং শ্রদ্ধধানৈঃ পুরাণমিদমুত্তমম্ ॥ ৫৭
যত্র দেবাধিদেবশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যতে বিভোঃ ।
গিরীশশ্চ তু যোগীন্দ্রাঃ কিং তেন সদৃশঃ
ভবেৎ ॥ ৫৮
শ্রদ্ধধানঃ শিবো ভক্তো নিয়তঃ শৃণুয়াদিদম্ ।
ব্রাহ্মণাঙ্ঘ্রিবভক্তাংশ্চ পুরস্কৃত্য সমাহিতঃ ॥ ৫৯
সমাপ্য সকলং বেদং পূজয়েদ্বাচকং নরঃ ।
কনকেন স্নুশ্চক্লেন তথা চন্দনখণ্ডকৈঃ ॥ ৬০
বিশেষরো মহাদেবঃ প্রীয়তামিতি ভাবতঃ ।
দত্তাৎ স্বর্ণং যথাশক্তি বাচকায় সচন্দনম্ ॥ ৬১
যগ্নোকশীরমাত্রাপি দত্তা ভূমিঃ শিবার্থিনা ।
সা তারয়তি দাতুহি পূর্বজান্ সকলানপি ॥ ৬২
শ্রুত্বা গ্রন্থমিমাং সমাগ্গদত্তাদানানি শক্তিতঃ ॥
তান্তক্ষয়কলান্তাহর্মুনয়ো বেদবাদিনঃ ॥ ৬৩
ইতি স্মীকপু্রাণোপপুরাণে শ্রীসৌরৈ সূত-
শৌনকসংবাদে শিবতীর্থকথনং মুনি-
পত্নীমোহনং নামৈকোনসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রুত হয়, তাহা হইলে, প্রয়াগাদি তীর্থ এবং
প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞে প্রয়োজন কি?
হে যোগিশ্রেষ্ঠগণ! যথায় দেবাধিদেব প্রভু
গিরীশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেই
পুরাণের সদৃশ আর কি থাকিতে পারে?
নিয়মী শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত করিয়া
একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মাসহকারে এই পুরাণ শ্রবণ
করিবে। সমস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে,
'বিশেষর মহাদেব প্রীত হউন' এই অভি-
প্রায়ে স্নুশ্চক্লে স্নুবর্ণ, চন্দনখণ্ড দ্বারা বাচকের
পূজা করিবে; স্নুবর্ণ ও চন্দন বাচকে যথা-
শক্তি দিবে। শিবপ্রীতিকামী ব্যক্তি যদি
একলাঙ্গল পরিমিত ভূমি প্রদান করে, তবে
দাতার সকল পূর্বপুরুষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হন।
এই গ্রন্থশ্রবণের পর যথাশক্তি দান করিবে।
বেদবাদী মুনিগণ সেই দানকে অক্ষয় ফল-
জনক বলিয়াছেন। ৫৬—৬৩।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

বিজয়া বটিকা।

সর্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

রাজ্যেশ্বর রাজা

এবং

কুটীরবাসী কৃষক

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান

সকলেই ইহার পক্ষপাতী।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

স্বীলোক এবং বালক সকলেই
ইহার পক্ষপাতী।

ইংরেজ-পুরুষ

বিশেষতঃ ইংরেজ-মহিলা ইহার
সবিশেষ পক্ষপাতিণী।

বিজয়া বটিকার

প্রাসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক
কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ
আফ্রিকায় এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া

বটিকা যাইতেছে দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যে-
শ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে, আজ বিজয়া
বটিকা সমস্তে বর্তমান। বিজয়া বটিকা
প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসি-
য়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ
প্রিয় বস্তু। জানি না কেন, কোন্‌ ঠাণ্ডে
বিজয়া বটিকা স্বদেশী সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ-
নর-নারীর মন অকর্ষণ করিল।

জাপানদেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত।
যে অরোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিও-
প্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয়
স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্যন্ত
একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক
রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য
লাভ করিয়াছে।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও
কঠোর,—আবার সময়-বিশেষে বিজয়-
বটিকা কুসুম অপেক্ষাও কোমল। সামান্য
মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, নাগাইল
অতিশয় প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্যন্ত বিজয়া
বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে।
বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ব—এইখানেই
গুণগণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার ব্রহ্মিন গোল ট্রেড-মার্ক

এবং

হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি
আরাম হয় ?

ব্রহ্মিন লেবেল

দোষগ্রা লইবেন।

কালো ব্রহ্ম ছাড়া ট্রেড-মার্ক তিন ব্রহ্ম
ব্রহ্ম আছে ;—প্রথম হরিত্রা, দ্বিতীয় লাল,
তৃতীয় কীকে-নৌল। গায়ে যে লেবেল
জড়ান আছে, তাহাও লাল কালিতে মুদ্রিত।

মূল্যাদি।

বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্য
১নং কোটা	১৮	১৬/০	১০	✓
২নং কোটা	৩৬	১৮/০	১০	✓
৩নং কোটা	৫৪	১৬/০	০	✓
বিশেষ বৃহৎ—গাইবান্ধ কোটা অ				
৪ নং কোটা	১৪৪	৪১/০	১০	✓

সাবধান ! সাবধান !

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার

পাইকেরী বিজয়।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম-বেশী নাই।

১নং কোটা এক ডজন (অর্থাৎ
কোটা) লইলে কমিশন এক টাকা ; অ-
সাড়ে ছয় টাকাতাই বার কোটা :
বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাণ্ডল
প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমি
ছই আনা।

বিজয়া বটিকা—নিদ্রষ্ট মূল্যে চিরদিন
বিক্রীত।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন ৫
টাকা ; অর্থাৎ বার টাকা বার আনা
২নং বার কোটা পাইবেন। ডাকমাণ্ডল
প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমি
৮/০ তিন আনা।

বিজয়া বটিকা

জাল করিতেছে।

বিজয়া বটিকার অলৌকিক শক্তি আছে
বলিয়াই, বিজয়া বটিকার কাঁচিতি এত
অধিক ; কিন্তু হঃখ এই, জুয়াচোরগণ এই
বিজয়া বটিকা—

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন
টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সত্তর টাকাতাই ৩নং ব
কোটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ
১/ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন ১০ চ
আনা

জাল করিতেছে।

কলিকাতার কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি
বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্ক আদি
নকল করিয়া, মকঃসলের অধিবাসিগণকে
পাইকের দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা
দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন
করিয়া, অনেক রোগী কু-কল প্রাপ্ত হইতে-
ছেন, অনেকের রোগ একেবারে আরাম

বার কোটার কম লইলে, এমন
এগার কোটা লইলেও, কেহ কম
পাইবেন না।

প্রাপ্তিস্থান

বি, বসু এণ্ড কোম্পানি।

৭২ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

